সুচিপত্র- ১

যাদেরকে উৎসর্গ করা হয়েছে তারা হলেন

পরিচালকমন্ডলী

বাইবেল লেসন ইন্টারন্যাশনাল

যাদের উৎসাহ, সহিষ্ণুতা / ধৈর্য্য, এবং সহৃদয়তা ত্যাগী, কর্মচারী বৃন্দ, এবং

আমার কাছে অত্যন্ত ফলপ্রসু/ ফলদায়ক হয়েছে।

- এসব হচ্ছে সেসব বক্তব্য যা আধুনিক আমেরিকান ষ্ট্যান্ডার্ড বাইবেল ১৯৯৫ সম্বন্ধে লকম্যান ফাউন্ডেশনের (কিছু) বলার আছে।

পাঠ করা অধিকতর সহজ :

- আলোচিত অংশের পুরাতন ইংরেজি (শব্দ) "thee's" (সে/ তিনি এর) এবং

Òthous" (তুমি/ আপনি এর) ইত্যাদি আধুনিক ইংরেজিতে পরিবর্তন করা হয়েছে।

- শব্দ সমূহ এবং খন্ডবাক্য সব, যেগুলো গত কুড়ি বৎসর যাবৎ অর্থের পরিবর্তন হেতু ভূল বোঝা হতো সেগুলো বর্ত্তমান প্রচলিত ইংরেজিতে আধুনিকরণ করা হয়েছে।

- কঠিন শব্দ বিন্যাশে বা শব্দ ভান্ডারে রচিত পংতি সমূহ সহজতর ইংরেজিতে পুনুরুদ্ধার করা হয়েছে।

- যে সব বাক্য “And” (এবং) দ্বারা শুরু করা হয়েছে সে সব প্রায়ই আরও ভাল ইংরেজি ভাষায় পুনরানুবাদ করা হয়েছে যাতে প্রাচীন কালের ভাষা ও আধুনিক ইংরেজির মধ্যে পার্থক্যের ধরণ বুঝতে পারা যায়। ইংরেজিতে যেমন পাওয়া যায়, মূল গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় সে সব বিরাম চিহ্নের ব্যবহার ছিল না এবং অনেক ক্ষেত্রেই আধুনিক ইংরেজী বিরাম চিহ্ন মূল রচনায় “And” (এবং) এর পরিবর্তে কাজ করে থাকে। কতিপয় অন্য ক্ষেত্রে রচনার যথার্থতা বর্ণনায় “and” নাম এর অনুবাদ করা হয়েছে ভিন্ন প্রকার শব্দ দ্বারা যেমনঃ “then” or “but” যেহেতু মূল ভাষা এরুপ ভাষান্তর স্বীকার করে।

- অধিকতর নিরন্তর শব্দ/ যথার্থঃ

নতুন নিয়মের পুরাতন এবং সর্বোত্তম গ্রীক পান্ডুলিপির উপরে সাম্প্রতিক কালের গবেষণা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং মূল পান্ডুলিপির আরও যথার্থতার জন্য কিছু কিছু পংক্তির আধুনিকরণ করা হয়েছে।

- অনুরুপ পংক্তিসমূহ তুলনা এবং পর্যালোচনা করা হয়েছে।

- কিছু কিছু পংক্তির অন্তর্গত ক্রিয়াপদ সমূহ যেগুলো সুবিস্তৃত অর্থ আছে এবং (যে সব) বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে সে সবের আরও ভাল ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য পুনরানুবাদ করা হয়েছে।

<u>এবং তথাপিও এন, এ, এস, বি (নতুন আমেরিকান ষ্ট্যান্ডার্ড বাইবেল)</u>

➢ এন, এ, এস, বি (নতুন আমেরিকান ষ্ট্যান্ডার্ড বাইবেল) খানির আধুনিকায়ন শুধু অনুবাদের জন্যই অনুবাদ করা হয়নি। মূল এন এ এস বি খানি সময় উপোযোগী মূল্যমান বজায় রাখে এবং নতুন আমেরিকান ষ্ট্যান্ডার্ড বাইবেলের যে মান বেধে দেওয়া হয়েছে তার মনের স্বীকৃতি স্বরুপ নূন্যতম পরিবর্তন করা হয়েছে।

➢ এন এ এস বি এর আধুনিকায়ন আপোষহীন ভাবে তার মূল গ্রীক ও হীব্রু ভাষার আক্ষরিক অনুবাদের ঐতিহ্য রক্ষা করে চলেছে। লোকমান ফাউন্ডেশনের চার ভাগে বিভক্ত লক্ষ্যের সঠিক ও নির্দ্দিষ্ট চারিত্রিক বৈশিষ্টের মধ্যে রেখে মূল পাঠ্যস্তর পরিবর্তন করা হয়েছে।

➢ অনুবাদক এবং পরামর্শকগণ যারা এন, এ, এস, বি আধুনিকায়নে অবদান রেখেছেন তারা হচ্ছেন রক্ষণশীল/ সতর্ক বাইবেলে সুপন্ডিত এবং তাদের বাইবেলের ভাষা সমূহে ডকটরেট ডিগ্রি (বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রি) আছে। তারা বিভিন ধর্মীয় পটভূমি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করেন।

➢ ঐতিহ্য (গতানুগতিকতা) বহাল রাখাঃ

মূল এন এ এস বি একেবারে যথার্থ/ সঠিক ইংরেজী বাইবেল অনুবাদ হিসাবে খ্যাতি লাভ করেছে। কিন্তু যে কোন পাঠক খুটিনাটি দেখার দৃষ্টি নিয়ে দেখলে অবশেষে আবিস্কার করতে পারবেন যে এসব অনুবাদ একটি নিয়মিত রীতি মাফিক অসঙ্গতি পূর্ণ। কখন কখন আক্ষরিক হয়ে যারা পূণঃ পূণঃ মূল রচনার শব্দান্তরিত প্রকাশের/ অন্য কথায় প্রকাশিত লেখা সমূহের আশ্রয় নিয়ে থাকেন তারা যথার্থতা/ সভ্যতার শর্তাবলীর বেলায় অত্যন্ত ছাড় দিয়ে থাকেন। প্রকৃতিগত ভাবে অন্য

কথায় প্রকাশ করা মন্দ কিছু নয়, অনুবাদকগণ যে ভাবে বোঝেন এবং ভাষান্তরিত করেন সেই ভাবেই পংক্তি সমূহের অর্থের ব্যাখ্যা করতে পারেন এবং করা উচিত । অবশেষে, যাহোক শব্দান্তরিত প্রকাশ হচ্ছে প্রায় পুরোপুরি বাইবেলের উপরে একটি টিকার সামিল সেহেতুক তা একটি অনুবাদও বটে। আধুনিক এন এ এস বি একটি প্রকৃত বাইবেলানুবাদ হিসাবে তার ঐতিহ্য গতনুগতিকতা রক্ষা করে চলেছে মূল পান্ডুলিপি যা বলে তাই প্রকাশ করছে। কেবল মাত্র শুধু তাই নয় যা অনুবাদক বিশ্বাস করে বলে মনে করে, তাই
– – – – – – দি লোকমান ফাউনডেশন – – – – ।

গ্রন্থাগারের একটি কথা ঃ কিভাবে এক্সপটিকা আপনাকে সাহায্য করতে পারে?
বাইবেলের অনুবাদ একটি যুক্তিসিদ্ধ এবং আধ্যাত্বিক প্রক্রিয়া যা একজন প্রাচীন কালের অনুপ্রানিত লেখককে এমন ভাবে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে যে ঈশ্বর থেকে সে বার্তা আমাদের কালেও বুঝতে পারা এবং প্রয়োগ করা যেতে পারে।
আধ্যাত্বিক প্রক্রিয়া হচ্ছে অত্যন্ত গুওত্ত্বপুর্ণ কিন্তু তার সংজ্ঞার্থ নির্ণয় বা লক্ষণ ব্যাখ্যা করা কঠিন। তা ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পন এবং উস্মুক্ততা সংশ্লিষ্ট । আবশ্যই (১) তার প্রতি (২) তাকে জানতে (৩) তার সেবা করতে প্রবল আকাংঙ্খা থাকতে হবে। ঐ প্রক্রিয়ায় থাকতে হবে। ঐ প্রক্রিয়ায় প্রার্থনা, পাপ স্বীকার এবং জীবন ধারন পরিবর্তনের ইচ্ছা জড়িত। অনুবাদ প্রক্রিয়ায় আত্মা অত্যন্ত গুরূতপুর্ণ, কিন্তু কেন যে, সৎ ধার্মিক খ্রীষ্টিয়ানগণ অন্য রকম বোঝে, তা একটি রহস্য।
যুক্তি সিদ্ধ প্রক্রিয়াটি বর্নণা করা অধিকতর সহজ। আমাদের অবশ্যই মূল রচনার প্রতি নিয়ম নীতি সম্মন এবং পক্ষপাতিহীন হতে হবে এবং আমাদের ব্যক্তিগত কিংবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষপাত/ ঝোঁক দ্বারা প্রভাবিত হতে হবে না। আমরা সকলেই ঐতিহাসিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত। আমাদের মধ্যে কেহই বস্তুনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ অনুবাদক নই।
ঐ টিকাটি সংগঠিত ৩ টি অনুবাদ নীতি নিয়ম সম্বলিত একটি সযত্ন যুক্তিসিদ্ধ প্রক্রিয়া প্রদান করবে, যা আমাদের পক্ষপাতিত্ব/ ঝোক পরাভুত করতে সাহায্য করবে। অনুবাদের কাজ অবশ্যই অবরোহনের সরল পথের দিকে অগ্রসর হতে হবে । সেজন্য পাঠ নির্দেশক টীকার রুপরেখা অঙ্কন করা হয়েছে। । শিক্ষার্থীদেরকে অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেকটি সংগঠিত মূলানুগ একক বিশ্লেষনে সাহায্য করার জন্য।

প্রথম নীতি নিয়মঃ
প্রথম নীতি নিয়ম হচ্ছে ঐতিহাসিক বিন্যাস নোট করা যে ভাবে বাইবেলের বই লেখা হয়েছিল এবং গ্রন্থনার জন্য নির্দ্দিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনা। আদি গ্রন্থকারের একটি উদ্দেশ্য ছিল তা হল বার্ত্তা অবহিত করা। পাঠ্যবস্তুর মূল অংশ আমাদেরকে কিছু অর্থ নির্দেশ করতে পারবে না যা কখনই আদি, প্রাচীন, অনুপ্রানিত গ্রন্থকারকে করেনি।
আমাদের ঐতিহাসিক আবেগপূর্ণ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিগত বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন নয়, তাঁর ইচ্ছাই চাবিকাঠি। মনোনিবেশ হচ্ছে অনুবাদের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশীদার কিন্তু সঠিক অনুবাদের পূর্বে অবশ্যই মনোনিবেশ থাকতে হবে। যা অবশ্যই পূর্ণব্যক্ত করা হচ্ছে বাইবেলের প্রত্যেক পাঠ্য বস্তুর মূল অংশের কেবল একটিই অর্থ থাকে। এ অর্থটি হল, যা বাইবেলের প্রত্যেক আদি গ্রন্থকার আত্মার নেতৃত্বের মাধ্যমে তার সময়ে অবহিত করতে চেয়েছিলেন ।
এ একটি অর্থের বিভিন সংস্কৃতি এবং অবস্থায় সম্ভাব্য বহু আবেদন থাকতে পারে। আবেদন সবের অবশ্যই আদিগন্থকারের অন্তর্নিহিত সত্যের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে । এজন্যই এ পাঠ নির্দেশনা

টীকাটি বাইবেলের প্রত্যেক বইয়ের একটি করে সূচনার যোগান দেয়ার জন্য রূপরেখা তৈরী করা হয়েছে।

দ্বিতীয় নিয়ম নীতি হচ্ছে (এক একটি) আক্ষরিক একককে চিহ্নিত করার জন্য । প্রত্যেকটি বাইবেলের বই হচ্ছে এক একটি একত্রিত দলিল বিশেষ, অনুবাদকের কোন অধিকার নাই সত্যে কোন বিষয়কে আলাদা করার। পৃথক পৃথক অংশগুলো অধ্যায়, অনুচ্ছেদ কিংবা পদ সে অর্থ প্রকাশ করতে পারে না, যা সমগ্র একত্রিত পুস্তক করে না । অনুবাদের কাজ সবকিছুর পিছিয়ে যাওয়ার পন্থা থেকে অংশগুলির দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথে অগ্রসর হতে হবে। সে জন্য শিক্ষার্থীদের অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রত্যেকটি সাহিত্য এককের গঠন বিশ্লেষন করতে সাহায্য করার জন্য ঐ পাঠ নির্দেশক টীকাটির রুপ রেখা অর্জন করা হয়েছে। অনুচ্ছেদ এবং অধ্যায় বিভাজন সমূহ অনুপ্রানিত নয় কিন্তু সে সব আমাদের চিন্তা সমূহের একক (একত্রিত অংশ) চিহ্নিত করতে সাহায্য করে। প্রকৃত বাক্যের অথবা খন্ডবাক্যের ক্ষুদ্রবাক্যাংশের সমস্তরে অনুচ্ছেদের সমান্তরালে অনুবাদ করাই হচ্ছে বাইবেলের গ্রন্থকারের আকাংখিত উদ্দেশ্য। অনুচ্ছেদ সব একত্রিত আলোচ্য বিষয়ের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত যাকে প্রায়শঃ মূল সুর বা আলোচ্য বাক্য বলা হয়ে াকে। অনুচ্ছেদের অন্তর্গত প্রত্যেকটি শব্দ ক্ষুদ্র বাক্যাংশ (উদ্দেশ্য, বিধেয় ও ক্রিয়া বিহীন), বাক্যাংশ এবং শব্দ বাক্য যে কোন ভাবে ঐ একত্রিত মূল সুরের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। সে সব এটিকে সীমাবদ্ধ করে বিস্তৃত করে, ব্যাখ্যা করে এবং প্রশ্ন করে। অনুবাদের প্রকৃত চাবি কাঠি হচ্ছে, অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে এক একটি সাহিত্যিক এবং যা বাইবেলের বই সমগ্র, তার মাধ্যমে গ্রন্থকারের চিন্তা অনুস্মরণ করা। আধুনিক ইংরেজী অনুবাদের সঙ্গে তুলনা করে শিক্ষার্থীদেরকে সে কাজ করার সাহায্য করার জন্য ঐ পাঠ নির্দেশিকা টীকাটির রুপরেখা অংকন করা হয়েছে। ঐ সকল সব অনুবাদের নির্বাচন করা হয়েছে। কারণ সে সব বিছিন অনুবাদ তত্ত্বের স
দব্যবহার কওে, তত্ত্ব কাজে লাগায়।

১. দি ইউনাইটেড বাইবেল সোসাইটি এর গ্রীক মূল রচনা ৪র্থ সংস্করণ (ইউ,বি,এস) এ পাঠ্যবস্তুর অংশ আধুনিক সাহিত্য পন্ডিত দ্বারা অনুচ্ছেদভুক্ত করা হয়েছে। গ্রীক পান্ডুলিপি প্রথার ভিক্তিতেই রচিত করা হয়েছে।

২.দি নিউ কিং জেমস ভার্সন (এন, কে,জে,ভি) খানি অবিকল শব্দ সমূহের একটি আক্ষরিক অনুবাদ, যা ‘টেশমাস রিসিপ্টাস ’ বলে পরিচিত। এর অনুচ্ছেদ বিভাগ সমূহ অন্যান্য অনুবাদের চেয়েও দীর্ঘতর। এসব দীর্ঘতর একক (একত্রিত পুস্তক) সমূহ শিক্ষার্থীদেরকে একত্রিত আলোচ্য বিষয় সমূহ দেখতে সাহায্য করবে।

৩. দি নিউ রিভাইজড্ স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন (এন, আর ,এস, ভি) একটি সংশোধিত অবিকল শব্দসমূহের অনুবাদ। এটা পরবর্ত্তী দু’টি আধুনিক ভার্সনের মধ্যবর্ত্তী (ভার্সন) এর অনুচ্ছেদ বিভাগ গুলি (পাঠ্য) বিষয় সমূহ চিহ্নিত করতে সম্পূর্ন সাহায্যকারী।

৪. বর্তমান ইংলিশ ভার্সন (টি,ই,ভি) ইউনাইটেড বাইবেল সোসাইটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত একটি চলমান অনুবাদতূল্য। এটী এমন ভাবে বাইবেল ব্যাখা করতে চেষ্টা পায় যে আধুনিক পাঠক বা বক্তা গ্রীক ভাষার মূল অর্থ বুঝতে পারে। বিশেষতঃ সুসমাচারের মধ্যে প্রায়ই তা’ বিষয় নয় বরং বক্তার ইচ্ছানুসারে অনুচ্ছেদ ভাগ করেছে যেমন ভাবে এন,আই,ভি তে আছে।

দ্বিভাষিকের প্রয়োজনে এটা সাহায্যকারী নয়। লক্ষ্য করলে এটা খুবই মজার ব্যাপার বলে দেখা যাবে যে, ইউ,বি,এস এবং টি,ই,ভি উভয়ই একই সত্ত্বা দ্বারা প্রকাশিত, তবু ও তাদের অনুচ্ছেদ সাজানোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

৫. দি জেরুজালেম বাইবেল (জে, বি) হচ্ছে ফেঞ্চ ক্যাথলিক অনুবাদের উপরে ভিত্তি করে তৈরী তার সমতূল্য একটি অনুবাদ। এটা ইউরোপীয় প্রেক্ষাপটে অনুচ্ছেদ সাজানো তুলনা করতে খুবই সাহায্যকারী।
৬.মুদ্রিত মূল পাঠ্যটি হচ্ছে ১৯৯৫ সালের আপডেটেড নিউ এ্যামেরিকান ষ্ট্যার্ন্ডাড্র বাইবেল (এন, এ, এস, বি) যা অবিকল (শব্দের পরিবর্ত্তন ব্যাতিরেকে) অনুবাদ।

৩য় নীয়মনীতিঃ
৩য় নীয়মনীতি হচ্ছে বাইবেলের বিভিন প্রকার অনুবাদ পাঠ করা যাতে সম্ভাব্য সুদূর প্রসারী অর্থ (শাব্দিক অর্থ) যা বাইবেলের অন্তর্গত শব্দ বা খন্ড বাক্যের মধ্যে থাকতে পারে তার অর্থ ধরতে বা বুঝতে পারা যায়। প্রায়ই একটি গ্রীক খন্ডবাক্য কিংবা শব্দকে কয়েক ভাবে বুঝতে পারা যায়। ঐ সব ভিন ভিন প্রকার অনুবাদ পছন্দ মত শব্দ রেখে নেবার ক্ষমতা দেয় এবং গ্রীক পান্ডুলিপির বিভিনতা চিহ্নিত করতে সাহায্য কারে। এসব মতবাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষতি সাধন করে না। কিন্তু একজন অনুপ্রাণিত প্রাচীন লেখকের লেখা মূল পাঠ্য বস্তুতে ফিরে যাবার প্রচেষ্ঠা সাহায্য করে থাকে। ঐ টিকাটি শিক্ষার্থীদের তাদের অনুবাদ সমূহের সঠিকতা নিশ্চিত করণে দ্রুত পন্থা প্রদান করে। এটি চুরান্ত ভাবে নিশ্চিত ভাবে নিশ্চিত হওয়ার অর্থে নয় বরং তা তথ্যবহুল এবং চিন্তা উদ্দীপক (টিকা) প্রায়ই অন্য সব সম্ভাব্য অনুবাদ সমূহ আমাদের ততটা সঙ্কীর্ণ গোঁড়া মতবাদী এবং আখ্যা সম্বন্দী সম্প্রদায় ভিত্তিক হতে সহায়তা প্রদান করে না । আনুবাদকের অনুবাদ বেছে নেওয়ার অনেক বড়মাপের ক্ষমতা থাকতে হবে, যাতে সে বুঝতে পারে প্রাচীন মূল পাঠ কতটা দ্ব্যার্থ বোধক হতে পারে। এটা খুবই মর্মান্তিক ও অতি জঘন্য যে, যে সব খ্রীষ্টিয়ানগণ বাইবেল তাদের সত্যের উৎস বলে দাবী করে তাদের মধ্যে কত নগন্য মতৈক্য বিদ্যমান। এসব রীতিনিয়ম আমাকে পূরাতন পাঠ্যবস্তুর সঙ্গে দন্দে বাধ্য করে আমার অনেক ঐতিহাসিক নিয়ন্ত্রিত ও নিরুপিত অবস্থার উপরে জয়লাভ করতে সাহায্য করেছে। আমার আশা যে ঐটা আপনাদের উপরেও একটি আশীর্বাদে কারন হবে।

বব উটলে

পূর্ব টেকসাস ব্যাপ্টিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়

জুন ১৭, ১৯৯৬

<u>সম্পাদকের(একটি) কথা</u>

দি ষ্টাডি বাইবেল কমেন্ট্রী সিরিজ খানি “ দি ফার্ষ্ট খ্রিষ্টীয়ান প্রাইমার : মথি” সহ নিরন্তর প্রসারিত প্রস্থখানি বাইবেল শিক্ষার্থীদের জন্য সবস্থানেই খুব একটা বিশেষ সময় চিহ্নিত করে। পক্ষান্তরে

ইংরেজি ভাষার টীকা এবং পাঠ অনেককে ন্যায় সঙ্গত মূল্যে দ্রুত বৃদ্ধি লাভ করতে, বাইবেলে সিমীত জ্ঞান বিশিষ্ট নতুন খ্রীষ্টিয়ান হতে পরিপক্ক পন্ডিতগণ পর্যন্ত যাদের মূল ভাষায় জ্ঞান আছে (এ গুপ)সর্ব স্তরের বাইবেল শিক্ষার্থীদের সাহায্য করতে সব উটলের টিকা সমূহ বিশেষ ভাবে রুপদান করা হয়েছে। প্রত্যেক টিকার অধ্যায়ের পাঁচটি সমান্তরাল অনুচ্ছেদ বিভাগ, বাইবেল শিক্ষার্থীদের যোগাতে, এ ধারাবাহিক টীকা সত্যই অদ্বিতীয়। এসব বিভাগ সমূহ বাইবেল গ্রন্থকারের চিন্তা প্রবাহ এবং বিতর্ক প্রদর্শন করতে এমন ভাবে প্রচেষ্ঠা পায় যা তৎক্ষনাৎ পৃথক ভাবে অন্য কোন একটি অনুবাদে দেখা যায় না।

পক্ষান্তরে অনুচ্ছেদ বিভাগ সমূহ এবং সাহিত্যিক একক (একত্রিত বিষয়) সকল স্বতন্ত্রভাবে অনুপ্রাণিত (বিষয়) নয়. তারা বাইবেলের আবেগ কম্পিত সত্য সমূহ আবিস্কার করতে চায়, তাদের জন্য সে সব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় চাবিকাঠি।

এ পুস্তক খন্ড, ধারাবাহিক টীকাগুলির মধ্যে প্রথম নম্বর, যদিও তা প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় হওয়া উচিত, যে কোন লাইব্রেরীতে, (গ্রোন্থাগারে) অধ্যায়ন করা হয় ঐটি সেখানকার একটি অবিচ্ছেদ্য অংগ। ডঃ উঁলীর সম্পূর্ন ধারাবাহিক পুস্তক সব অবশেষে নতুন নিয়মকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে থাকবে, যা বাইবেল শিক্ষার্থীদেরকে তাদের নিজেদেরকে বাইবেল পড়তে এবং অনুবাদ করতে সুযোগ যোগাবে। বাইবেল অধ্যায়ন একটি প্রক্রিয়া যা আত্মিক ধরনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় (বিষয়) কিন্তু তাতে ফল লাভ করতে হলে যৌতিক পদ্ধতি (অবলম্বনের) আবশ্যক হয়। এ ধারাবাহিক খন্ড গ্রন্থকার অনুমান করে যে, প্রত্যেক পাঠকই তার নিজের সময় মত (পাঠের জন্য) বাইবেল নিয়োগ করবে, পাঠ নির্দেশক হিসাবে টীকাটি ব্যবহার করবে। কিন্তু তা অনুবাদের ভর (যার উপর ভর করা যায়/ হয়) হিসাবে নয়। শিক্ষার্থীকে অনুবাদের দ্বার প্রান্তে এবং তার নিজের দ্বারা বাইবেল অনুবাদ করার কিছুতে (স্থানে) পৌছে দিতে সত্যই ডঃ উটলীর একটি উপহার। আমাদের আশা এই যে, প্রত্যেক নতুন ভল্যুম (খন্ডপুস্তক) আরও অনেক লোককে বাইবেলের প্রত্যক্ষ সূত্রের সম্মুখীন হতে ক্ষমতা যোগাবে এবং এর মধ্যে দিয়ে (তাদেরকে) ঈশ্বর কর্তৃক শিক্ষা প্রদানের তৃপ্তির স্বাদ লাভ করবে।

William G. Wells
June 23, 1997

উক্তমরুপে বাইবেল পাঠ করার একটি নির্দ্দেশিকাঃ
যাচন যোগ্য সত্যের জন্য আমার একটি ব্যক্তিগত অনুসন্ধান।

আমরা কি সত্যকে জানতে পারি? তা কোথায় পাওয়া যায়? আমরা কি যুক্তির সাথে (যুক্তিতে) সত্যতা যাচাই করতে পারি? কোন চুরান্ত অধিকার বা প্রদত্ত অধিকারিত্ব আছে কি? কোন প্রকৃত চরম কলে কিছু আছে কি যে সব আমাদের জীবনকে আমাদের পৃথিবীকে পরিচালনা দান করতে পারে? জীবনের কি অর্থ আছে? আমরা এখানে কেন? আমাদের গন্তব্যস্থান কোথায়? এসব প্রশ্নগুলো যা সমস্ত যুক্তিসিদ্ধ মানুষই গভীর ভাবে চিন্তা করে (সে সব চিন্তা) আদিকাল থেকেই ঘুরে ফিরে জ্ঞানী মনুষের মধ্যে আসছে
(উপদেশক ১:১৩- ১৮, ৩:৯- ১১)। আমার জীবনের জন্য একটি সত্যশীল/ শুদ্ধ কেন্দ্র অনুসন্ধানের বার্তা স্মরণ করতে পারি। প্রথমত আমার পারিবারের উল্লেখ যোগ্য অন্যদের সাক্ষ্যের উপরে ভিক্তি করে আমি অল্প বয়সে একজন খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হই। যখন আমি বয়ঃপ্রাপ্ত হলাম (তখন) আমার নিজের এবং পৃথিবীর সম্বন্ধে প্রশ্ন সব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকলো। সরল সংস্কৃতিক এবং ধর্মীয়

অনাধুনিক ধারনা বা কথাবার্ত্তা যা আমি পড়েছি বা যার মুখোমুখি হয়েছি, তার অভিজ্ঞতার অর্থ যোগাতে পারলো না।এটি ছিল একটি বিভ্রান্তি অনুসন্ধান, প্রত্যাশা এবং প্রায়ই একটি হতাশা, অনুভুতিহীন, কঠিন পৃথিবীর সময় কাল যার মধ্যে আমি বাস করছিলাম।

আনেকেই দাবী করেন এসব চরম প্রশ্নের জবাব তাদের কাছে আছে কিন্তু অনুসন্ধানের এবং প্রতিফলনের (প্রশ্নোত্তর) পেলাম যে তাদের উত্তর সব (১) ব্যক্তিগত দর্শন (২) প্রাচীন কল্প কাহিনী (৩) ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কিংবা (৪) মনঃস্তাত্ত্বিক প্রক্ষেপনের উপরে ভিত্তি করে। আমার কিছু পরিমান যাচাইয়ের প্রয়োজন ছিল, কিছু সাক্ষ্যপ্রমানের, কিছু যুক্তি গ্রাহ্যতার, যার উপরে ভিত্তি করবে আমার নিজের পৃথিবীর দৃষ্টিকে, আমার শুদ্ধ কেন্দ্র, আমার বেঁচে থাকার কারণ। এ সব আমি আমার বাইবেল অধ্যয়নের মাধ্যমে খুঁজে পেয়েছি। আমি এসব বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য প্রমাণের অনুসন্ধান করতে থাকলাম, যা মধ্যে পেলাম তা হলো ঃ

(১)বাইবেলের ঐতিহাসিক নির্ভরতা যা প্রত্ন তত্ত্ব দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। (২) পুরাতন নিয়মের ভাববাণীর সঠিকতা। (৩) ষোল শত বর্ষ ব্যাপি যে বাইবেলের বার্তা তৈরী হয়েছে তার ঐক্য এবং (৪) জনগণের সাক্ষ্য সব, বাইবেলের সাথে যুক্ত থেকে স্থায়ীভাবে যাদের জীবন পরিবর্ত্তিত হয়েছে। খ্রীষ্ট ধর্মের বিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসের একত্রিত রীতি হিসাবে মানুষের জীবনের জটিল প্রশ্ন সমূহের সুরাহা করতে সমঝোতায় আসতে দিতে ক্ষমতা আছে। এটি কেবল যাত্র যুক্তিসিদ্ধ কাঠামোই যোগায়নি কিন্তু বাইবেলের উপরে বিশ্বস্ততার, অভিজ্ঞতার বিষয়ও আমাকে আবেগে কম্পিত আনন্দ এবং স্থিরতা যুগিয়েছে।

আমি মনে করেছিলাম যে আমার জীবনের জন্য শুদ্ধ কেন্দ্র খুঁজে পেয়েছি তা হচ্ছে খ্রীষ্টকে, যেমন ভাবে ধর্ম শাস্ত্রের মধ্যে দিয়ে জানা যায়। এটি ছিল একটি উৎকট আভিজ্ঞতা, এটি আবেগ কম্পিত মুক্তি। যা হোক আমি এখন ও তখনকার কথা মনে করতে পারি যখন আমার প্রতি প্রচন্ড আঘাত শুরু হলো এবং এ বই এর অনুবাদের কত যে ভিন ভিন সুপারিশ করা হলো, এমন কি কখন কখন একই মন্ডলী এবং একই রাম পরিব্যাপ্ত চিন্তা ধারার গোষ্ঠীর মধ্যের তা করা হলো। বাইবেলের অনুপ্রেরণা এবং বিশ্বস্ততা দৃঢ়ভাবে ঘোষনা করাটাই শেষ কথা ছিল না, কিন্তু তা ছিল সূচনা মাত্র। যারা এর প্রদত্ত ক্ষমতার এবং বিশ্বস্ততার দাবী করেছিল আমি তাদের দ্বারা ধর্মশাস্ত্রেও অনেক কঠিন অনুচ্ছেদেও পরস্পর বিরোধী অনুবাদ সমূহ কেমন করে যাচাই বা প্রত্যাখান করবো?। এ কাজটি আমার জীবনের লক্ষ্য এবং বিশ্বাসের যাত্রা হলো। আমি জানতে পেরেছিলাম যে যীশুতে আমার বিশ্বাস (১) আমাকে মহাশান্তি এবং আনন্দ এনে দিয়েছে। আমার সংস্কারের (বিগত আধুনিকতা) আপেক্ষিক তত্ত্ব, (২) পরস্পর বিরোধী ধর্মীয় ব্যবস্থা বা পদ্ধতি (পৃথিবীর ধর্ম সমূহের) গোরামী এবং (৩) ধর্মীয় সম্প্রদায় গত ঐদ্ধত্যের মধ্যে আমার মন কোন পরম বিষয়ের (সত্যের) প্রত্যাশা করছিল। প্রাচীন সাহিত্যকর্ম অনুবাদের যুক্তিপূর্ণ ও বৈধ পন্থাসমূহ অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়ে আমি আমার নিজস্ব ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং পরিক্ষা মূলক পক্ষপাতিত্ত্ব আবিস্কার করে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম। কেবল মাত্র আমার নিজস্ব দৃষ্টিকোন দৃঢ়তর করার জন্য আমি প্রায়ই বাইবেল পড়তাম। অনেকে আমন্ত্রণ (অন্যের বিরুদ্ধে সমালোচনা) করার জন্য মতবাদের উৎস হিসাবে এটি আমি ব্যবহার করতাম। পক্ষান্তরে আমার নিজস্ব নিরাপত্তাহীনতা (সংশয়াপন্নতা) এবং অপর্য্যাপ্ততা দৃঢ়তাসহকারপূর্ণ ব্যক্ত করার জন্য করতাম । আমার কাছে এ উপলব্ধি কতখানি বেদনাপূর্ণই না ছিল! তা আমি কখনও সম্পূর্ন বস্তুনিষ্ঠ হতে পারি নাই, তথাপিও আমি একজন বাইবেলের অধিকতর ভাল পাঠক হতে পারি। আমি আমার পক্ষপাতিত্বকে চিহ্নিত করে এবং তাদের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়ে সে সব সীমাবদ্ধ করতে পারি। আমি এখনও সে সব থেকে মুক্ত নই কিন্তু আমি আমার নিজের দুর্বলতা সমূহের মুখোমুখি হয়েছি। অনুবাদক হচ্ছে

উক্তম বাইবেল পাঠের সব চাইতে বড় শক্র । আমি কিছু পূর্বকল্পনা অনুযায়ী তালিকা ভুক্ত করেছি, সে সব আমি গভীর ভাবে বাইবেল অধ্যয়নের মধ্যে এনেছি যাতে আপনি, আমার সঙ্গে সে সব পারিক্ষা করে দেখতে পারেন।

১.পূর্ব কল্পনা/ পূর্ব গ্রহণ সমূহঃ

ক) আমি বিশ্বাস করি বাইবেল হচ্ছে সত্য এক ঈশ্বরের সম্পুর্ন অনুপ্রাণিত একটি নিজ প্রকাশ। সে জন্য অবশ্যই তা মূল ঐশ্বরিক গ্রন্থকারের (পবিত্র আত্মার) ইচ্ছার আলোকে, মনুষ্য লেখকের মাধ্যমে নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক গ্রন্থের মাধ্যমে অনুবাদ করতে হবে।
খ) আমি বিশ্বাস করি বাইবেল সাধারণ লোকদের জন্য এবং সবধরনের লোকদের জন্য লেখা হয়েছিল। ঈশ্বর স্বয়ং আমাদের সঙ্গে স্পষ্ট ভাবে ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতি প্রসঙ্গের মধ্যে কথা বলার জন্য স্থান করে নিয়েছিলেন। ঈশ্বর সত্য গোপন করেন না- তিনি চান আমরা যেন (তা) বুঝি। সেজন্য এ অবশ্যই এর কালের আলোকে অনুবাদ করতে হবে, আমদের কালের আলোকে নয়। বাইবেলের সে অর্থ আমদের কাছে হওয়া উচিত নয় যে অর্থ তাদের কাছে কখনও ছিল না , যারা প্রথমে বাইবেল পাঠ করেছিল বা তা শুনেছিল। এটি বড় মনুষ্যর মনের দ্বারা বোধগম্য এবং তা ব্যবহার করছে সাধারণ মানুষের বার্ক্তার ধরণ এবং কৌশল সমূহ হিসাবে।
গ) আমি বিশ্বাস করি বাইবেলের মধ্যে একিভুত বার্ক্তা এবং উদ্দেশ্য আছে। এর একটির সঙ্গে আর একটির বৈপরিত্য সৃষ্টি করে না, যদিও তাতে আছে কঠিন এবং স্ববিরোধী কিন্তু সত্য বর্ধিত নয় এমন সব অনুচ্ছেদ। এভাবে সবচাইতে উক্তম অনুবাদই হচ্ছে বাইবেল (নিজে)
ঘ) আমি বিশ্বাস করি যে প্রত্যেক অনুচ্ছেদের (ভাববাদী সমূহ বাদে) মূল অনুপ্রানিত গ্রন্থকারের ইচ্ছার ভিক্তিতে একটি এবং একটিই অর্থ আছে । যদিও আমরা কখনই চুরান্ত ভাবে নিশ্চিত হতে পারি না, আমরা মূল গ্রন্থকারের ইচ্ছা জানি, অনেক নির্দেশক সেই দিকেই অংশগুলি নির্দ্দেশ করেঃ

১. বার্ক্তা প্রকাশের জন্য বাছাইকৃত একধরনের গন্থাগার ।
২. ঐতিহাসিক বিন্যাস এবং নির্দিষ্ট উপলক্ষ্য, যা লেখা প্রকাশে বাধ্য করে ।
৩. সমস্ত বইয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গ এবং প্রত্যেক লাইব্রেরী একক।
৪. লাইব্রেরী একক গুলোর মূল পাঠ সংক্রান্ত রূপরেখা, যা সমস্ত বার্ক্তা গুলোর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।
৫. বিশেষ ব্যাকরণ গত বৈশিষ্ট, যে সব বার্ক্তা অবহিত করতে নিয়োজিত করা হয়েছে।
৬.বার্তা প্রত্যক্ষ করতে বাছাইকৃত শব্দ সমূহ।
৭.সমান্তরাল (সম্পূর্ণ অনুরুপ) অনুচ্ছেদ সমূহ।

এসব প্রত্যেকটি পাঠের উক্তম পদ্ধতি ব্যাখ্যা করার পূর্বে, আমাকে কিছু অনুপোযুক্ত পদ্ধতি যা আজকাল ব্যবহৃত হচ্ছে এবং যা অনুবাদের অত্যন্ত বিভিনতা সৃষ্টি করছে ফলত যে সব বাদ দিয়ে চলা উচিত তা চিত্রায়িত করতে দিন।

২. অনুপোযুক্ত পদ্ধতিঃ

ক. বাইবেলের বই সমূহের আক্ষরিক প্রসঙ্গ অবজ্ঞা করে প্রত্যেক বাক্য,খন্ডবাক্য বা এমন কি এক একটি আলাদা আলাদা শব্দ ব্যবহার করা, যা গ্রন্থকারের অভিপ্রায়ের বা বৃহত্তর বর্ননা প্রসঙ্গের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত নয়। প্রায়ই একে "প্রমান প্রসঙ্গ" বলা হয়ে থাকে।

খ. বই সমূহের ঐতিহাসিক বিন্যাস অবজ্ঞা করা এবং আনুমানিক ঐতিহাসিক বিন্যাস প্রতিস্থাপন করা, যার প্রতি পাঠ্যবস্তুও মূল অংশের সঙ্গে নগন্য সমর্থন আছে বা একেবারেই নাই।

গ. বই সমূহের ঐতিহাসিক বিন্যাস অবজ্ঞা করা এবং নিজের শহরের সকাল বেলার খবরের কাগজ, যা প্রধানত এক এক জন আধুনিক খ্রিষ্টীয়ানের জন্য লেখা তা সেভাবে পড়া।

ঘ.মূল গ্রন্থ দার্শনিক বার্তায় ধর্মতাত্ত্বিক বার্ত্তায় ব্যপক ভাবে বর্ননা করে, যার সঙ্গে প্রথম শ্রোতা গণের এবং আদিগ্রন্থকারের অভিপ্রায় সম্স্পূর্ন সম্পর্কহীন, পুস্তক সমূহের ঐতিহাসিক বিন্যাস উপেক্ষা করা।
ঙ. কোন ব্যাক্তির নিজস্ব ধর্ম মতের রীতি প্রিয় মতবাদ বা সমকালীন মূলবিষয় বা যে সবের সঙ্গে আদি গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য এবং বর্ণিত বার্ত্তা সম্পর্কহীন, সে সব প্রতিস্থাপন করে আদি বার্ত্তা উপেক্ষা করা। এ দৃশ্য বিস্ময়কর ঘটনা প্রায়ই বাইবেলের মূল পাঠে বক্তার অধিকার স্থাপনের সূত্র হিসাবে অনুস্মরন করে।এটাকে প্রায়ই
"পাঠকের উক্তর" হিসাবে বলা হয়ে থাকে ("মূল গ্রন্থ আমার কাছে যে অর্থ প্রকাশ করে," তার অনুবাদ) মানুষের সমস্ত লিখিত বার্ত্তার মধ্যে অন্ততঃ পক্ষে ৩টি সম্পর্ক যুক্ত আবশ্যকীয় অংশ পাওয়া যাবেঃ
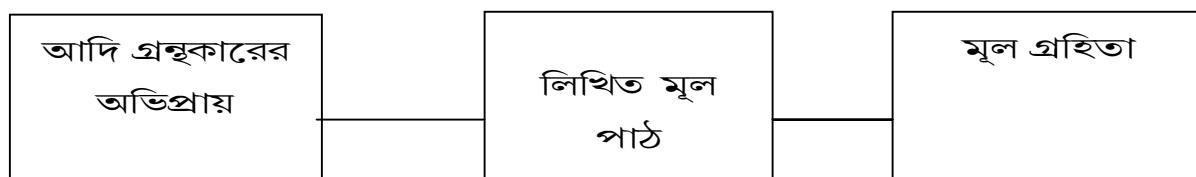
কিন্তু সত্যিকারে বাইবেলের অদ্বিতীয় অনুপ্রানতা দৃঢ় ভাবে প্রকাশ করতে আর একটি সংশোধিত রেখাচিত্র হবে আরও উপযুক্ত।
অতীতে, বিভিন্ন পাঠ কৌশল সমুহ ৩টি অংগের একটির উপরে আলোকপাত করেছে।
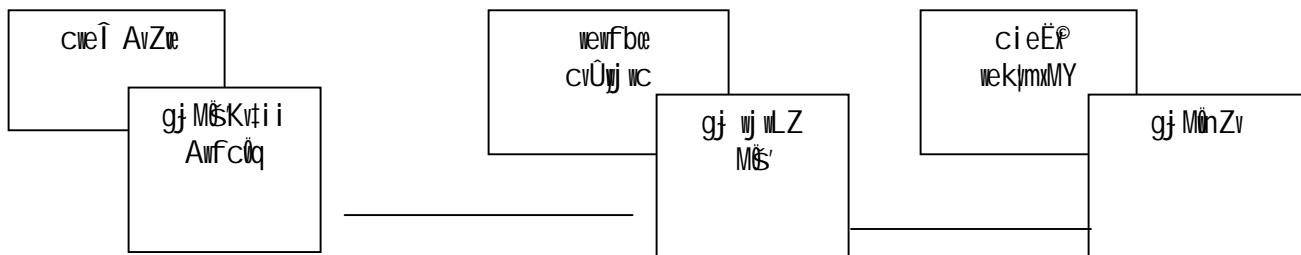
প্রকৃতপক্ষে ৩টি একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ অনুবাদিক প্রক্রিয়ায় অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে, আমার অনুবাদ দুইটি অংগের উপরে আলোকপাত করেঃ মূল গ্রন্থকার এবং মূলগ্রন্থ। আমি প্রত্যক্ষ করেছি সম্ভবতঃ আমি গাল মন্দের জন্য প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছি।(১) রূপকভাবে বর্ণিত কারণে বা মূলগ্রন্থে পবিত্রক্তা অর্পন করান। (২) "পাঠকের উক্তর" অনুবাদ (যা- আমার কাছে- করে অর্থবহ)। প্রত্যেক পযায়েই গাল মন্দ ঘটতে পারে। আমাদের অবশ্যই সর্বদা আমাদের উদ্দেশ্য, পক্ষপাতিত্ব, কৌশল এবং প্রয়োগ পরীক্ষা করে দেখতে হবে। কিন্তু আমরা সেসব কেমন করে পরিক্ষা করে দেখবো, যদি অনুবাদের সীমা রেখা সমূহ না থাকে, সীমা না থাকে, মানদন্ড না থাকে? এখানেই গ্রন্থকারিক অভিপ্রায় এবং মূলগ্রন্থের গঠন বা কাঠামো আমাকে সম্ভাবো সুযুক্তিপূর্ণ অনুবাদের আওতায় সীমিত করতে কিছু মানদন্ড যোগায়।

এসব অনুপোযুক্ত বাইবেল পাঠের কৌশলের আলোকে উক্তম বাইবেল পঠনের এবং অনুবাদের সম্ভাব্য কোন পথ আছে কি, সে সব যাচাই করার এবং সংলগ্নতার মান যোগাবে ?

৩. উক্তম বাইবেল পাঠের সম্ভাব্য পথ।

এক্ষেত্রে আমি নির্দ্দিষ্ট জীবনের ছবির অনুবাদের অদ্বিতীয় কৌশল সমূহের আলোচনা করছি না কিন্তু বাইবেলের মূল গ্রন্থের (অনুবাদের) সর্বপ্রকার বৈধ ও কার্যকর সাধারণ বীধি নিয়মের কথাই বলছি। জীবন চিত্র- নির্দ্দিষ্টের পন্থাসমূহের একটি উক্তম বই হলো

How to read the Bible for all it's worth, by Gordon Fee and Douglas Stuart, published by Zondervan.

আমার পদ্ধতি মুলতঃ সেই পাঠকের প্রতি (দৃষ্টি) নিবদ্ধ করে যাকে পবিত্র আত্মা আমার ৪টি ব্যক্তিগত পাঠক চক্রের মাধ্যমে পবিত্র আত্মা বাইবেল আধ্যাতিক ভাবে উদ্দীপিত করতে দেয়। এটি পবিত্র আত্মাকে, মূল গ্রন্থকে এবং পাঠককে প্রথম স্থানে স্থান দেয়, দ্বিতীয় স্থানে নয়। এটা টিকা কারদের দ্বারা অযথা প্রভাবিত হওয়া থেকে রক্ষা করে,

আমি এটা বলতে শুনেছি " বাইবেল টীকা সমূহের উপরে প্রভুত (অনেক) আলোকপাত করে" । পাঠ সহায়কের বিষয়ে মূল্যহীন করার অর্থে মন্তব্যটি নয় কিন্তু বরং সেসব ব্যবহারের জন্য একটি উপযুক্ত সময় নির্ধারনের জন্য একটি অনুরোধ।

মূল গ্রন্থ থেকে আমাদের অনুবাদ সমূহ সমর্থন দিতে অবশ্যই সক্ষম হতে হবে। পাঁচটি ক্ষেত্রে অন্ত তঃ পক্ষে সীমিত যাচাই করণের জন্যে যোগান দেয়ঃ

১)মূলগ্রন্থকারের

(ক) ঐতিহাসিক বিন্যাস

(খ) লাইব্রেরী প্রসঙ্গ

২) মূলগ্রন্থকারের এগুলিতে পছন্দ

(ক) ব্যাকরণগত গঠন (বাক্যরীতি/ পদযোজনা)

(খ) সমকালীন কাজের প্রথা

(গ) ধরন/ প্রকার/ রক (বিশেষতঃ কাব্য, নাটক,উপন্যাস ইত্যাদি)

৩) আমাদের জ্ঞান উপযুক্ত এর উপরে

(ক) প্রাসঙ্গিক সমান্তরাল অনুচ্ছেদ সমূহ।

অনুবাদসমূহের পিছনে আমাদের কারণ সমূহ এবং যুক্তি যোগাবার ক্ষমতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। বাইবেল হচ্ছে আমাদের বিশ্বাস অনুষ্ঠান ও আচরণের একমাত্র উৎস। দুঃখজনক, খ্রিষ্টিয়ান গণ যা এ'টী শিক্ষা দেয় এবং দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে সে বিষয় প্রায়ই অসম্মতি জানায়। বাইবেলের অনুপ্রাণ দাবী না করা এবং তারপর আবার (বাইবেল) যা শিক্ষা দেয় এবং যা প্রয়োজন পড়ে তাতে রাজী হতে না পারা বিশ্বাসীদের পক্ষে একটি স্ব- পরাজয়।

নিমের অনুবাদ সম্বন্ধীয় অন্তর দৃষ্টিসমূহ যোগাবার জন্য চারটি পাঠ চক্রের রূপদান করা হয়েছেঃ

এ) প্রথম পাঠচক্র

(১) একটি অধিবেশনে বইখানি পড়ুন। এটি পুনরায় পড়ুন, আশা প্রদভাবে বিভিন অনুবাদের মতবাদ/ তত্ত্ব থেকে(পড়ুন)।

ক) আক্ষরিক (এন কে জে ভি, এন এ এস বি, এন আর এস ভি)

খ) চলমান সমার্থক (টি ই ভি,জে বি)

গ) শব্দান্তরিত প্রকাশ (লিভিং বাইবেল, এপ্লিফাইড বাইবেল)

(২) সমস্ত লেখাটির প্রধান গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্যও অনুসন্ধান করা, এর মূল সুর চিহ্নিত করা।

(৩) একটি আক্ষরিক একক আলাদা করুন (যদি সম্ভব হয়), একটি অধ্যায় একটি অনুচ্ছেদ বা এটি বাক্য যা স্পস্টভাবে ঐ প্রধান উদ্দেশ্যটি অথবা মূলসুর প্রকাশ করে।

(৪) প্রধান লাইব্রেরীর ধরণ চিহ্নিত করুন

ক) পুরাতন নিয়ম।

(১) ইব্রীয় পুস্তকের কাহিনী।

(২) ইব্রীয় পদ্য (জ্ঞান সম্পন সাহিত্য, গীতসংহিতা)

(৩) ইব্রীয় পুস্তকের ভাববানী (গদ্য, পদ্য)

(৪) আইনের সংকলন গ্রন্থ অথবা আইনের সংকেত লিপি।

খ) নতুন নিয়ম।

(১)কাহিনী সমূহ (সুসমাচার, প্রেরিতদের কার্যবিবরনী)

(২)দৃষ্টান্তমূলক কথা (সুসমাচার)

(৩) পত্র সমূহ

(৫) মহা প্রলয়ের আগাম বার্ত্তাবাহক সাহিত্য (বাইবেলের শেষ অধ্যায় বিষয়ক)

বি) দ্বিতীয় পাঠচক্র।

(১) অধিক গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্যবিষয় বা বিষয়সমূহ চিহ্নিত করার জন্য সম্পূর্ণ বই পুনরায় পড়ুন।

(২) অধিক গুরূত্বপূর্ণ আলোচ্যবিষয় বা বিষয়সমূহ চিহ্নিত করুণ এবং সংক্ষেপে তাদের অভ্যন্তরস্ত বস্তু সমূহ সরল সোজা ভাবে বলুন।

(৩) সহায়কের সাহায্যে আপনার উদ্দেশ্যেও বর্ননা এবং বিস্তৃত রূপরেখা পরীক্ষা করুণ।

সি) তৃতীয় চক্রঃ

(১) বাইবেলের ঐতিহাসিক বিন্যাস এবং নির্দ্দিষ্ট উপলক্ষ্য চিহ্নিত করার জন্য পুনরায় সম্পূর্ণ বই পড়ুন।

(২) বাইবেলের বইয়ে উল্লেখিত ঐতিহাসিক বিষয় তালিকা ভুক্ত করুণ

ক) গ্রন্থকার

খ) তারিখ

গ) গ্রহীতা গণ

ঘ) লেখার নিদ্দিষ্ট করণ

ঙ) সাংস্কৃতিক বিন্যাসের প্রেক্ষাপটে লেখার উদ্দেশ্যেও সাথে সম্পর্কযুক্ত।

চ) ঐতিহাসিক জনগন এবং ঘটনাসমূহের উল্লেখযোগ্য সমূহ।

(৩) আপনি বাইবেলের যে অংশ অনুবাদ করছেন তা রূপরেখা থেকে অনুচ্ছেদ সমান্তরালে বিস্তৃত করুণ। সর্বদাই চিহ্নিত করুণ এবং আক্ষরিক এককের রূপরেখা অংকন করুণ। এসব কতিপয় অধ্যায় বা অনুচ্ছেদ' ও হতে পারে। এটা আদি গ্রন্থকারের যুক্তি এবং মূল গ্রন্থের রুপরেখা অনুসরণ করতে ক্ষমতা যোগায়।

(৪) পাঠ সহায়ক সমূহ ব্যবহার করে আপনার ঐতিহাসিক বিন্যাস পরীক্ষা করুন।

ডি) চতুর্থ পাঠ চক্রঃ

(১) কতিপয় অনুবাদের নির্দ্দিষ্ট লাইব্রেরী একক পুনরায় পাঠ করুণ।

ক) আক্ষরিক (এন কে জে ভি, এন এ এস বি, এন আর এস ভি)

খ) গতিময়/ প্রানবন্ত সমার্থক (টি ই ভি,জে বি)

গ) শব্দান্তরিত প্রকাশ (লিভিং বাইবেল, এম্প্লিফাইড বাইবেল)

(২) লাইব্রেরী বা ব্যকরণগত গঠনের অন্বেষন করুন।

ক) পুনরুলিখিত বাক্যাংশ, ইফি. ১ঃ৬,১২,১৩

খ) পুনরুলিখিত ব্যকরণ গত গঠন, রোমীয়,৮ঃ৩১

গ) তুলনামূলক ভাবে বৈপরীত্য মূলক ধারনা সমূহ।

(৩) পরবর্তী পদগুলি তালিকাভূক্ত করুণ।

ক) উল্লেখযোগ্য পর্ব/ কাল সমূহ

খ) লক্ষ্যনীয় / প্রথাবিরুদ্ধ পদসমূহ

গ) গুরুত্বপূর্ণ ব্যকরণগত গঠন সমূহ

ঘ) বিশেষতঃ কঠিন শব্দগুলি, খন্ড বাক্য, এবং বাক্য সমূহ।

(৪) সম্পর্কযুক্ত সমপর্যায়ে উদ্বৃত/ আলোচিত অংশের অন্বেষণ করুণ।

(ক) আপনার বিষয়ের উপরে স্পষ্টতম শিক্ষনীয় উদ্বৃত অংশের অন্বেষন করুণ,(এগুলো) ব্যবহার করেঃ

(১) সুশৃংখল ধর্মতত্ত্বের বইসমূহ
(২) নির্ভরযোগ্য সুত্র বাইবেল সমূহ
(৩) শব্দাবলীর বা বিষয়সমূহের বর্ননা ক্রমিক সূচী সমূহ।

(খ) আপনার বিষয়ের অন্তর্গত সম্ভাব্য স্ববিরোধী (সত্য বর্জিত নয়) জোড়ার অন্বেষণ করুণ; বাইবেলের বহু সত্য দন্দকতা মূলক জুটিতে দেওয়া হয়েছে; বাইবেলের অর্ধেক আবেগ উক্তেজনা মূলগ্রন্থ প্রমানের মধ্যে দিয়ে অনেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের দন্দ বেরিয়ে আসে। বাইবেলের সবটুকুই অনুপ্রানিত এবং আমাদের অনুবাদের শাস্ত্রীয় ভারসাম্য যোগাতে আমাদের অবশ্যই এর পূর্ণ বার্ত্তা খুঁজে বের করতে হবে।

(গ) একই বইয়ের মধ্যকার সম্পূর্ণ একই রকম বস্তু এবং ঘটনা বিশিষ্ট লেখার অন্বেষন করুণ, যার একই গ্রন্থকার কিংবা একই ধরন, বাইবেল হচ্ছে নিজেরই উক্তম অনুবাদ, কারণ এর একজনই গ্রন্থকার আছে, তা হলো পবিত্র আত্মা।

(৫)আপনার ঐতিহাসিক বিন্যাস এবং ঘটনার সময়ের পর্য্যবেক্ষণ পরীক্ষা করার জন্য পাঠ সহায়ক সমূল ব্যবহার করুণ।
ক) বাইবেল সকল অধ্যায়ন করুণ।
খ) বাইবেল বিশ্বকোষ সমূহ গাইডবুক সমূহ এবং শব্দকোষ সমূহ।
গ) বাইবেল সূচীপত্র সমূহ।
ঘ) বাইবেল টীকা সমূহ (আপনার অধ্যায়নের এ ক্ষেত্রটীতে বিশ্বাসী সম্প্রদায়কে, অতীত এবং বর্তমানে (যারা আছে) আপনার ব্যাক্তিগত অধ্যায়নে সাহায্য করতে এবং তা সংশোধন করতে)

[চার] বাইবেল অনুবাদের প্রয়োগ।
এ মুহুর্ক্তে আমরা প্রয়োগের দিকে দেখি। আপনি মূল গ্রন্থের আদি বিন্যাস হৃদয়ঙ্গম করতে সময় নিয়েছেন; এখন অবশ্যই আপনি আপনার জীবন, আপনার সংস্কৃতিতে প্রয়োগ করুণ। আমি বাইবেলের কর্ত্তৃত্ব ক্ষমতা এভাবে সংজ্ঞায়িত করি ও নির্দ্দিষ্ট করে বলি, বাইবেলের আদি গ্রন্থকারের অভিপ্রায়ের ব্যাখার সময় এবং যুক্তি উভয় ক্ষেত্রেই অনুসরণ করবে। আমরা বাইবেলের উদৃত একটি অনুচ্ছেদ'ও আমাদের নিজেদের বেলায় প্রয়োগ করতে পারিনা, যে পর্যন্ত না আমরা জানি তা সেই সময়ে কি বলা হয়েছে। একটি বাইবেল থেকে উদ্ধৃতির অর্থ তাই হওয়া উচিত নয় যার অর্থ কখনই সেই কালে ছিলনা।
অনুচ্ছেদের সমান্তরালে সবিস্তারে বর্ণিত আপনার রূপরেখাই হবে আপনার পথ নির্দ্দেশক। প্রয়োগ অনুচ্ছেদের সমান্তরালে হওয়া উচিত, শব্দের সমান্তরালে নয়।

শব্দ সমূহের অর্থ আছে কেবল মাত্র গ্রন্থেও মূল অংশের ক্ষেত্রে, বাক্যাংশের অর্থ আছে কেবল মাত্র গ্রন্থের মূল অংশের ক্ষেত্রে। কেবল মাত্র অনুপ্রনিত ব্যক্তি যিনি অনুবাদ প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট তিনিই হচ্ছেন আদি গ্রন্থকার। পবিত্র আত্মার উদ্ভাসনের দ্বরাই কেবল আমরা তার নেতৃত্ব অনুসরণ করি। কিন্তু উদ্ভাসনই অনুপ্রেরণা নয়। বলতে গেলে," এরুপে প্রভু বলিলেন," আমাদেরকে অবশ্যই আদি

গ্রন্থকারের অভিপ্রায় মেনে চলতে হবে। প্রয়োগের অবশ্যই নির্দ্দিষ্ট ভাবে সমস্ত রচনার সাধারন অভিপ্রায়ের অর্থেও প্রকাশক কর্তৃক প্রকাশিত নির্দ্দিষ্ট ধরণের পুস্তকের ধারাবাহিক একক এবং অনুচ্ছেদ সমান্তরাল চিন্তা উনয়নের সাথে সম্পর্ক থাকতে হবে।

আমাদের বর্ত্তমান কালের প্রসঙ্গ সমূহ বাইবেল অনুবাদ না করুক; বাইবেলই (তার নিজের) কথা বলুক। এর জন্য আমাদের গ্রন্থেও মূল অংশ থেকে নিয়ম নীতি বের করে নিতে হবে।এটি বৈধ প্রচলিত কার্যকর, যদি গ্রন্থের মূল অংশের নীয়ম নীতি তা সমর্থন করে। দুর্ভাগ্যবশতঃ, অনেক সময় আমাদের নিয়ম নীতি গুলি ঠিক তাই, " আমাদের" নিয়মনীতি-গ্রন্থেও মূল অংশের নিয়মনীতি নয়।

বাইবেল প্রয়োগের বেলায় এটা স্মরন রাখা গুত্তত্বপূর্ণ যে, (ভাব বাণী ব্যাতিরেকে) বাইবেলের নিদ্দিষ্ট মূল অংশের জন্য একটি এবং একটি অর্থই আইন সম্মত। সেই অর্থটি আদি গ্রন্থকারের অভিপ্রায়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কারণ তিনি তার সময়ের একটি সঙ্কটকাল অথবা প্রয়োজনে লিখেছেন। এক একটির অর্থ বা উদ্দেশ্য থেকেই অনেক সম্ভাব্য অনেক প্রয়োগের আবেদনই পাওয়া যায়। প্রয়োগটি গ্রহিতা গণের প্রয়োজন সমূহের ভিত্তিতেই হবে কিন্তু অবশ্যই আদিগ্রন্থকারের অর্থেও বা উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকতে হবে।

(৫) [পাঁচ] অনুবাদের পবিত্র আত্মার প্রেক্ষাপট।

এ পর্য্যন্ত আমি অনুবাদ এবং তার প্রয়োগ/ আবেদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মূল অংশের প্রক্রিয়ায় আলোচনা করেছি। এখন আসুন আমি সংক্ষেপে অনুবাদের আধ্যাত্তিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করি।

নিমলিখিত পরীক্ষার তালিকা আমার জন্য সাহায্য কারী হয়েছেঃ

ক) পবিত্র আত্মার সাহায্য প্রার্থনা করুণ (তুলনা ১ম করিন্থীয়. ১:২৬- ২:১৬)

খ) ব্যাক্তিগত পাপের ক্ষমা এবং জ্ঞাত পাপ থেকে পরিস্কার হওয়ার জন্য প্রার্থনা করুণ (তুলনা ১যোহন ১:৯)

গ) ঈশ্বরকে জানার অধিকতর বেশি আকাংখার জন্য প্রার্থনা করুণ।(ই এফ.গীত ১৯:৭- ১৪; ৪২:১ এফ এফ; ১১৯:১ এফ এফ)

ঘ) কোন নতুন অর্ন্তদৃষ্টি তৎক্ষনাৎ আপনার জীবনে প্রয়োগ করুন।

ঙ) বিনয়াবণত এবং শিক্ষাদান(যোগ্য) থাকুন।

(এ) জেমস ডব্লিউ সায়ার, Scripture Twisting, pp. 17-18: থেকে।

" (আলোকের দ্বারা) উদ্ভাষণ ঈশ্বরের লোকমনেই আগমন করে আত্তিক অভিজাত লোকের মনে নয়। বাইবেলের খ্রিষ্টতত্ত্বেও কোন গুরু শ্রেণী নেই, (আলোক) উদ্ভাষণ নেই, কোন লোক নেই যার মাধ্যমে সমস্ত সার্বিক অনুবাদ অবশ্যই আসতে হবে।

এবং এমনটী হয়ে থাকে, যখন পবিত্র আত্মা প্রজ্ঞার বিশেষ উপহার দেন, জ্ঞান এবং আত্তিক উপলব্দির আগ্রহ, তখন তিনি এসব প্রতিভাবান সহজাত হিসাবে সম্পন খ্রিষ্টীয়ান গণকে তার বাক্যের কর্তৃত্বময় অনুবাদক হিসাবে নিযুক্ত করেননা। এটা শেখা তাঁর প্রত্যেকটি লোকের উপরে নির্ভর করে, বাইবেলের উপর নির্ভও করে বিচার এবং উপলব্দির আগ্রহ প্রকাশ করতে যা প্রদত্ত ক্ষমতা হিসাবে বিরাজ করে, এমনকি তাদের বেলায়'ও ঈশ্বর যাদের বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করেছেন। সংক্ষেপে বলতে হলে, সম্পূর্ন বইটি আমি যে অনুমান করছি, তাহলো বাইবেল হচ্ছে

সমস্ত মানুষের কাছে ঈশ্বরের প্রকৃত প্রকাশ, তা হচ্ছে সর্ববিষয়ে আমাদের চরম প্রদত্ত ক্ষমতা যার বিষয় বলা হচ্ছে তা সম্পূর্ন রহস্য নয় কিন্তু প্রত্যেক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের সাধারণ লোক'ও তা যথেষ্ট পরিমানে বুঝতে পারে।

(we) on Kierkegaard, found in Bernard Ramm, Protestant Biblical Interpretation, p.75: অনুসারে ব্যকরণ গত জ্ঞানজাগতিক এবং ঐতিহাসিক ভাবে বাইবেল পাঠের প্রয়োজন ছিল কিন্তু প্রথম প্রয়োজন ছিল বাইবেল প্রকৃত বাইবেল পাঠ। ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে কেউ বাইবেল পড়লে, তাকে অবশ্যই অন্তর দিয়ে, মনে প্রানে পড়তে হবে, উন্মুখ উৎকণ্ঠিত প্রত্যাশা নিয়ে, ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে। চিন্তা বর্জিতভাবে বা অমনোযোগী হয়ে পড়লে বা জ্ঞানজাগতিকভাবে বা পেশা হিসেবে পড়লে তা ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে পড়া হবে না। যেমন কেউ এটা প্রেমপত্রের মত পড়ে থাকে, তার পর'ও কেউ এটা ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে'ও পড়ে।

(wm) H.H. Rowley in The Relevance of the Bible, p. 19:
"কেবল মাত্র বাইবেলের বুদ্ধিভিত্তিক বোধ,বা জ্ঞান, তা' যতই সম্পূর্ন হোক, তা এর সব সম্পদের অধিকারী হতে পারে না। কিন্তু এরুপ জ্ঞানকে অবজ্ঞা জ্ঞান করে না, কারণ তা পূর্ণ জ্ঞানের জন্য একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু যদি পূর্ণ করতে হয়, তবে অবশ্যই তাকে এ বইয়ের আত্মিক ধনের আত্মিক জ্ঞানের দিকে পরিচালিত করতে হবে। এবং সে আত্মিক জ্ঞানের জন্য বুদ্ধি ভিত্তিক সতর্কতার চেয়েও বেশি কিছুর প্রয়োজন। আত্মিক বিষয় সকল আত্মিক ভাবেই উপলব্দির আগ্রহ করে এবং বাইবেল শিক্ষার্থীর আধ্যাত্মিক গ্রহন করার মনোভাব থাকার,ও ঈশ্বরকে পাওয়ার উৎকণ্ঠার একান্ত প্রয়োজন রয়েছে, যাতে সে তার কাছে নিজেকে সমর্পন করতে পারে, যদি তাকে তার বৈজ্ঞানিক
অধ্যায়ন অতিক্রম করে সবচাইতে বৃহত্তর বইয়ের তার অধিকতর ঐশ্বর্য্যশালী উত্তরাধিকারের মধ্যে গমন করতে হয়"।

(৬)(ছয়) এ টীকার পদ্ধতি।
আপনার অনুবাদের পদ্ধতিতে সাহায্য করার জন্য নিমলিখিত পাঠ নির্দ্দেশক টীকাটির রুপরেখা অংকন করা হয়েছে।

এ) প্রত্যেকটি বই একটি সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক রুপরেখা সূচনা করছে। "ধাপনি পাঠ চক্র নং ৩" শেষ করার পর এ তথ্য পরীক্ষা করে দেখুন।

বি) প্রক্যেতটি অধ্যায়নের শুরুতে গ্রন্থেও মূল অংশের অর্ন্তদৃষ্টি পাওয়া যাবে। কি ভাবে পুস্তক সংগ্রহের একক গঠিত করা হয়েছে তা দেখতে এটি সাহায্য করবে।

সি) প্রত্যেকটি অধ্যায়ন অথবা গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক সংগ্রহ এককের শুরুতে, কতিপয় আধুনিক অনুবাদ সমূহ থেকে, অনুচ্ছেদ বিভাগ সমূহ এবং তাদের বর্ননামূলক শিরোনাম সমূহ যোগান দেওয়া হয়েছে।

১) দি ইউনাইটেড বাইবেল সোসাইটি গ্রিক টেশসস্থ, ৪র্থ সংশোধিত সংস্করণ (ইউ বিএস)।
২) দি নিউ এ্যামেরিকান স্ট্যার্ন্ডাড বাইবেল ১৯৯৫.আধুনিক (এন এ এস বি)

৩) দি নিউ কিং জেমস্ব ভার্স্বন (এন কে জে ভি)

৪) দি নিউ রিভাইজড্র ষ্ট্যার্ন্ডাড্র র্ভার্স্বন (এন আর এস ভি)

৫) টুডেজ্ ইংলিস ভার্স্বন (টি ই ভি)

৬) দি জেরুজালেম বাইবেল (জে ভি)

অনুচ্ছেদ বিভাগ সমূহ অনুপ্রানিত নয়। সে সব অবশ্যই গ্রন্থের মূল অংশ থেকে নির্ণয় করতে হবে। বিভিন্ন অনুবাদের মতবাদ এবং ধর্মতত্ত্ব সমূহের (মধ্যে) থেকে কতিপয় আধুনিক অনুবাদ তুলনা করে, আমরা আদি গ্রন্থকারের চিন্তার অনুমিত (অনুমান কৃত) গঠন বিশ্লেষন করতে সক্ষম হয়েছে। প্রত্যেক অনুচ্ছেদেরই একটি গুত্তত্বপূর্ণ সত্য আছে। এটাকে বলা হয়েছে " আলোচ্য বাক্য" অথবা " গ্রন্থের মূল অংশের প্রধান ভাব" । আরও মনে রাখুন যে, প্রত্যেক অনুচ্ছেদেরই তার পারিপার্শিক অনুচ্ছেদ সমূহের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সে জন্যই সমস্ত বইয়ের অনুচ্ছেদ সমান্তরাল রূপ রেখা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়ের মৌলিক প্রবাহ যা আদি অনুপ্রাণিত গ্রন্তকার কর্ত্তৃক লিখিত হয়েছে তা অবশ্যই আমাদেরকে অনুসরণ করতে সক্ষম হতে হবে।

ডি) ববে'র অনুবাদের নোট সমূহ পদ অনুয়ারী পথ অনুসরণ করে। এটি আমাদের আদি গ্রন্থকারের চিন্তা ভাবনা অনুসরণ করতে বাধ্য করে।

নোটগুলি কতিপয় ক্ষেত্র থেকে তথ্য যোগায়ঃ

১) সাহিত্যিক / লেখক সংক্রান্ত বর্নণা প্রসঙ্গ।

২) ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক অর্ন্তদৃষ্টি সমূহ।

৩) ব্যকরনগত তথ্য।

৪) শব্দ অধ্যায়ন।

৫) সম্পর্কযুক্ত উদ্ধৃতি সমূহ।

ই) টীকার অর্ন্তগত কোন কোন ক্ষেত্র সমূহে দি নিউ এ্যামেরিকান ষ্ট্যার্ন্ডাড ভার্স্বনের (১৯৯৫.আধুনিক অনুবাদ) মুদ্রিত গ্রন্থেও মূল অংশ কতিপয় অন্য সংস্করণের অনুবাদেও দ্বারা সম্পূরণ হবে।

১) দি নিউ কিং জেমস্ব ভার্স্বন (এন কে জে ভি), যা "টেকসাস্ব রিসেপটাস" এর মুল পাঠের পান্ডুলিপি অনুসরণ করে।

২) দি নিউ রিভাইজড্র ষ্ট্যার্ন্ডাড্র র্ভার্স্বন (এন আর এস ভি),যা হচ্ছে জাতীয় চার্চ পরিষদেও রিভাইজড্র ষ্ট্যার্ন্ডাড্র ভার্স্বনের আক্ষরিক সংস্করণ।

৩) দি টুডেজ্ ইংলিস ভার্স্বন (টি ই ভি), যা হচ্ছে আমেরিকান বাইবেল সোসাইটি থেকে একটি গতিময়, প্রানবন্ত সমতুল্য অনুবাদ।

৪)দি জেরুজালেম বাইবেল (জে ভি) যা হচ্ছে গতিময়, প্রানবন্ত সমতুল্য অনুবাদের ভিক্তিতে তৈরী একটি ইংরেজী অনুবাদ।

এফ) যারা গ্রীক ভাষা পড়েন না তাদের জন্য তুলনা মূলক ইংরেজী অনুবাদ, গ্রন্থেও মূল অংশের সমস্যা সমূহ চিহ্নিত করতে সাহায্য করতে পারেঃ

১) পান্ডুলিপির বিভিন্নতা সমূহ।

২) একের উপর অন্য শব্দার্থ সমূহ।

৩) ব্যাকরনগত ভাবে কঠিন গ্রন্থের মূল অংশ এবং গঠন।

৪) দ্ব্যার্থ বোধক গ্রন্থের মূলাংশ।

যদিও ইংরেজী অনুবাদ সকল সেব সমস্যা সমাধান করতে পারে না, তবু'ও সেসব গভীরতর এবং আর'ও সম্পূর্ণরূপ অধ্যায়নের ক্ষেত্র হিসাবে সেগুলির দিকে তাক করে। (লক্ষ্য হিসাবে গন্য করে)।

জি) প্রত্যেক অধ্যায়নের শেষে সম্পর্কযুক্ত আলোচনার প্রশ্নসমূহ যোগান হয়েছে যা ঐ অধ্যায়ের অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদের মূল বিষয় সমূহ লক্ষ্য হিসাবে নিতে প্রচেষ্টা চালায়।

মথির ভূমিকা

প্রারম্ভিক বিবরণঃ

এ) রেনেসাঁ সংস্কার যুগ পর্যন্ত মনে করতে হতো মথি সুসমাচার প্রথম লিখিত সুসমাচার (এবং এখন'ও রোমান ক্যাথলিক মন্ডলী তাই মনে করে)।

বি) এটা ছিল সর্বাধিক নকলকৃত, সর্বাধিক উদ্বৃত, প্রশ্নোত্তরে ধর্মশিক্ষায় সর্বাধিক ব্যবহৃত সুসমাচার এবং মন্ডলী কর্তৃক গণ প্রার্থনার জন্য, গির্জায় প্রথম দিকে দুই শতাব্দি ব্যাপি ব্যবহৃত হতো।

সি) উইলিয়াম বার্কলে তার Ò The Frist Three Gospels," p.19, এতে বলেছেন, " যখন আমরা মথির প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন আমরা একটি বইয়ের দিকেই দেখি, যাকে ভালভাবেই খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একমাত্র দলিল বলে অভিহিত করা যায়, কারণ তার মধ্যে আমরা সবচাইতে পরিপূর্ণ এবং অত্যন্ত ক্রমানুসাওে ও সুশৃংখলভাবে যীশুর জীবনী এবং বিশ্বাসের বিবরণ পাই" ।

এটা এ জন্যই যে, তা মূলসুর হিসেবে যীশুর শিক্ষার উৎকর্ষসাধন করেছে। এটি নতুন ধর্মান্তরিত ব্যাক্তি (যিহুদী এবং গালাতীয় উভয়দেরকেই) নাসরতীয় যীশু, খ্রিষ্টের এবং বার্ত্তার বিষয় শিক্ষাদিতে ব্যবহার করা হতো।

ডি) এটি পুরাতন এবং নতুন শপথ সমূহের মধ্যে, যিহুদীবিশ্বাসী বর্গ এবং গালাতীয় বিশ্বাসী বর্গের মধ্যে একটি যুক্তিপূর্ণ সেতু বন্ধন তৈরী করে। তা পুরাতন নিয়মকে প্রতিজ্ঞার,পরিপূর্ণতার ধরন হিসেবে ব্যবহার করতো, যেমনটি প্রেরিতদের) কার্যবিবরণীর প্রথম দিকের ধর্মপোদেশ বরা হয়, যাকে Kerygma (Charisma) অর্থাৎ ঐশ্বরিক করুণা বা আধ্যাত্তিক শক্তি বলা হয়।পুরাতন নিয়মে পঞ্চাশ বারের ও বেশি উদ্বৃত করা হয়েছে এবং আর'ও অনেক বার পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার পদবী'ও সাদৃশ্য বর্ণনায় অনেকগুলির মধ্যে YHWH (ওয়াই এইচ ডব্লিউ এইচ) যীশুর বেলায় প্রয়োগ করা হয়।

ই) সে জন্য মথি অনুসারে সুসমাচারের উদ্দেশ্য সমূহ ছিল (খ্রিষ্টধর্ম) প্রচার এবং শিষ্য তৈরী করা যা ছিল গ্রেট কমিশনের (২৮:১৯- ২০)পদ ও ক্ষমতার দ্বৈত প্রেক্ষাপট।

The Great Commission-" অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে ব্যাপ্তাইজিত কর;"

(১) তাদের কে ধর্মান্তরিত যিহুদীদেরকে যীশুর জীবন এবং শিক্ষা সমূহ জ্ঞাত করে সাহায্য করতে হবে।

(২) তাদেরকে বিশ্বাসী যিহুদী এবং গালাতীয় উভয়দের শিখাতে হতো যে, কিভাবে খ্রিষ্টীয়ান হিসেবে জীবন যাপন করা উচিৎ।

গ্রন্থপ্রনয়ন

এ) যদি’ও গ্রীক ভাষায় এন টির (নতুন নিয়মের) প্রাচীন তম অনুলিপির (খ্রিষ্টের মৃত্যুর ২০০- ৪০০ বৎসরের মধ্যে) শিরোনাম ছিল “মথিঅনুসারে” বইটি ছিল নামবিহীন।

বি)প্রাচীন মন্ডলীর একইরকম পরম্পরাগত মতবাদ এই যে মথি (লেবী বলে’ও পরিচিত, তুলনা মার্ক ২:১৪; লূক ৫:২৭,২৯), করগ্রাহি (তুলনা মথি ৯:৯, ১০:৩) এবং যীশুর শিষ্য সুসমাচারটি লিখেছিলেন।

সি) মথি, মার্ক এবং লূক বিস্ময়কর ভাবে একই প্রকারের/ রকমেরঃ

(১) তারা প্রায়ই পুরাতন নিয়ম উদ্বৃতি সমূহের ধরনে একমত প্রকাশ করে যেসব Masoretic গ্রন্থের মূল অংশে কিংবা Septuagint গ্রন্থে পাওয়া যায় না,

(২) তারা উদ্ভট ব্যকরণগত গঠনে যীশুর কথা উদ্বৃতি দিয়ে থাকে কিন্তু তা এমন কি বিরল গ্রীক শব্দ সমূহ’ও ব্যবহার করে,

(৩) তারা প্রায়ই বাক্যাংশ এবং এমনকি ঠিক একই প্রকার গ্রীক শব্দের বাক্যসমূহ ব্যবহার করে থাকে।

(৪) স্পষ্টতঃ আক্ষরিক শব্দ সংগঠিত হয়েছে।

ডি) মথি, মার্ক এবং লূকের (সারাংশমূলক/ সাংক্ষেপিক সুসমাচার সমূহ) মধ্যে সম্পর্কের বিষয় কতিপয় তথ্যের অগ্রগতি হয়েছে।

১. প্রাচীন মন্ডলীর একই ধরনের পরস্পরাগত মতবাদ হচ্ছে যে মথি(লেবী), করগ্রাহী এবং যিনি যীশুর শিষ্য তিনিই সুসমাচারটি লিখেছেন। রেঁনেসা/ সংস্কার পর্যন্ত প্রেরিত মথি কে সর্ব সম্মত ভাবে গ্রন্থকার বলে ঘোষনা করা হয়েছিল।

২. ১৭৭৬ এ.ই.লেসিং (এবং পরবর্ত্তীতে, গিজলার ১৮১৮ সালে) এর কাছাকাছি সময়ে সিনোপটিক (“একত্রে দেখা”) সুসমাচারের উনয়ন সাধন করতে একটি মৌখিক অবস্থা বা পর্যায়ে তত্ত্ব প্রদান করেছিলেন। তিনি দাবী করেছিলেন যে, তারা সকলে মৌলিক পরস্পরার উপরে নির্ভরশীল ছিল, সে সব লেখক গন তাদের নিজেদের লক্ষ্য পাঠকমন্ডলীর জন্য সংশোধন করেছিলেন।
ক) মথিঃ যিহুদা
খ) মার্কঃ রোমীয়
গ) লূকঃ গালাতীয়

প্রত্যেকটি এক একটি পৃথক পৃথক খ্রিষ্ট ধর্মের ভৌগলিক কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

ক) মথিঃ আন্তিয়খিয়া, সিরীয়া
খ) মার্কঃ রোম, ইতাঁলী
গ) লুকঃ সমুদ্রের পার্শ্ববর্ত্তী সিজারিয়া, প্যালেষ্টাইন
ঘ) যোহনঃ ইফিসাস, এশিয়া মাইনর

৩. উনিশ শতকের প্রথম দিকে জে, জে গ্রিস বাক (J.J.Griesbach) তত্ত্ব দিয়েছিলেন যে, মথি এবং লূক যীশুর জীবনী সম্বন্ধে আলাদা আলাদা বিবরণ দিয়েছিলেন, যা' একেবারেই একশটির উপরে একটি নির্ভরশীল নয়। মার্ক এসব অন্য অন্য দুটি বিবরনের মধ্যস্ততার জন্যে একটি সংক্ষিপ্ত সুসমাচার লিখেছিলেন।

৪.কুড়ি শতকের গোড়ার দিকে এইচ, জে, হোলম্যান (H.J.Holtzmann) তত্ত্ব যুগিয়েছিলেন যে মার্ক ছিল সর্বপ্রথম লিখিত সুসমাচার এবং মথি এবং লূক উভয়েই তার সুসমাচারের ধরণ ব্যবহার করেছিলেন, তার সঙ্গে আর একটি বিছিন দলিল ছিল, যাতে ছিল যীশুর বক্তব্য, যাকে বলা হয় উৎস Q (German quelle or “Source”) এটি “দুই উৎস” তত্ত্ব বলে পরিচিত (১৮৩২ সনে Fredrick Schleiermacher ও সমর্থন করেছিলেন)।

৫. পরে B.H.Streeterএকটি সংশোধিত “দুই উৎস” যাকে “চার উৎস” বলা হয় যা তর্কের খাতিরে সত্যসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল তা হলো “Proto Luke” যুক্ত মার্ক যুক্ত Q|

৬. উপরের সারাংশমূলক সুসমাচার (Synoptic Gospels) সমূহের ধরণের তত্ত্বসমূহ কেবল মাত্র অনুমান।

7.Synoptics (সারাংশমূলক) এর ভিতরে গঠন ও শব্দ ব্যবহারের মধ্যে স্পষ্ট সাদৃশ্য সমূহ বর্ত্তমান কিন্তু অনেক বিশেষভাবে লক্ষনীয় বিভিনতা ও আছে। চোখে দেখা বিভিনতার মধ্যে বিভিনতা সমূহ সাধারন (সাধারন ভাবে বিরাজ মান)। প্রচীন মন্ডলীকে যীশুর জীবনের এসবটি চোখে দেখা সাক্ষ্যের বিবরনের বিভিনতা বিব্রত করেনি। এটা হতে পারে যে, লক্ষ্য পাঠকমন্ডলী, গ্রন্থকারের ধরণ এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন ভাষা (অরামীয় এবং গ্রীক) আপাত দৃশ্যমান পার্থক্যের জন্য দায়ী। এটি অবশ্যই বলতে হবে যে, এসো অনুপ্রানিত লেখকগণ, সম্পাদক লেখকগন বা সংকলন গনের কার্যসমূহ এবং যীশুর জীবনের শিক্ষা সমূহ নির্বাচন করতে, সাজাতে খাপ খাইয়ে নিতে এবং সার সংক্ষেপ করতে সাধীনতা ছিল।(cf.How to read the Bible for All its Worth by Fee and Stuart, pp. 113-148).

B. Papias, the bishop of Hierapolis (A.D.130), থেকে প্রাপ্ত প্রাচীন মন্ডলীর গতানুগতিক মতবাদ ছিল যে মথি তার সুসমাচার অরামীয় ভাষায় লিখেছিলেন। যা হোক, আধুনিক পন্ডিতগন এ' গতানুগতিক মতবাদ প্রত্যাখান করেছেন, কারণঃ

১. মথিও গ্রীক ভাষায় অরামীয় ভাষা থেকে অনুবাদে সে বৈশিষ্ট্য নেই।

২. গ্রীক শব্দের কৌতুক আছে (তুলনা ৬ঃ১৬, ২১ঃ৪১, ২৪ঃ৩০)

৩. অধিকাংশ পুরাতন নিয়মের উদৃতি সমূহ Septuagint (LXX) থেকে, Masoretic হিব্রুভাষার গ্রন্থের মূল অংশ সমূহের থেকে নয়। এটা সম্ভব যে ১০:৩ পদ মথির গ্রন্থনার একটি ইঙ্গিত। সেটি তার নামের পরে “করগ্রাহী” কথাটা সংযুক্ত করছে। গ্রন্থে এ স্বীয় অননুমোদন মূলক মন্তব্য মার্কে পাওয়া যায় না। মথি ও নতুন নিয়মে কিংবা প্রাচীন মন্ডলীতে একজন সুপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন না। কেন তার নামের সাথে এতটা পরামরাগত মত বৃদ্ধি পেতে পারলো এবং মথিই এথম প্রৈরীতিক সুসমাচার বলে বলা হল?

তারিখঃ

এ. অনেকভাবেই সুসাচারের তারিখ সিনপ্তটিক সমস্যার সাথে সংযুক্ত কোন সুসমাচারটি প্রথমে লেখা হয়েছিল এবং কে কার কাছ থেকে ধার করে লিখেছিলেন?

1. Eusebius, Zvi HwZnwmK Ecclesiasticus, ৩:৩৯:১৫ তে বলেছেন মথি মার্ক পুস্তক ব্যবহার করেছিলেন গঠন কাঠামো নির্দ্দেশক হিসাবে।

২. যা'হোক, আগষ্টিন মার্ককে বলতেন একজন “ অস্থায়ী শিবিরের সহচর ” এবং মথিও (কথার) সংক্ষেপ।

বি. সর্বোক্তম পথ হবে সম্ভাব্য তারিখ সমূহের সীমা নির্ধারন করার চেষ্টা করা।

১. এটি অবশ্যই খ্রিষ্টের মৃত্যুর পরে ৯৬ বা ১১৫ সালে লেখা হয়ে থাকবে।

ক. রোমের ক্লিমেন্ট (৯৬ খ্রিষ্টাব্দে) করিন্থীয়দেও প্রতি তার পত্রে মথির সুসমাচারের বিষয়ে পরক্ষোভাবে উদৃতি দিয়েছিলেন।

খ. ইগনেসিয়াস আন্থিয়খির বিশপ, (খ্রিষ্টের মৃত্যুর পরে ১১০-১১৫ সালে) স্মূর্ণা বাসীদের প্রতি পত্রে, মথি ৩:১৫ এর উদৃতি দিয়েছিলেন।

২. আরও কঠিনতর প্রশ্ন হচ্ছে, কিভাবে এত তাড়াতাড়ি তা লিখতে পারা গেল?

ক. স্পষ্টত ঘটনা সমূহ লিপিবদ্ধ করার পরে, যা হবে ৩০ সালের মাঝামাঝি সময়ে।

খ. এর প্রয়োজন রচনা এবং প্রচারের জন্য কিছু সময় অতিবাহিত করতে হয়েছিল।

গ. ৭০ সালে ধ্বংসের সাথে ২৪ অধ্যায়ের কি সম্বন্ধ আছে? মথি লিখিত সুসমাচারের অংশ সমূহ তখন'ও যে বলি উৎসর্গের রীতি ছিল তার ইঙ্গিত দেয় (৫:২৩-২৪,১২:৫-৭, ১৭:২৪-২৭, ২৬:৬০-৬১) তার অর্থ (তা ছিল) ৭০ সালের পূর্বে কোন এক সময়ে।

ঘ. যদি মথি এবং মার্ক পৌলের পরিচর্যার সময়ে লেখা হয়েঢ াকে তবে তিনি কোন কখনই সে সবের উল্লেখ করেন নাই। Eusebius Zvi Historical Ecclesiasticus গ্রন্থের ৫:৮:২তে ইরিনিয়াসের উদ্বৃতি দিয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন, পিতর এবং পৌল যখন রোমে ছিলেন তখন মথি তার সুসমাচার লিখেছিলেন। পিতর এবং পৌল উভয়কেই নীরোর রাজত্ব কালে যা ৬৮ খ্রিষ্টাব্দে শেষ হয়েছিল, সে সময়ে হত্যা করা হয়েছিল।

ঙ. আধুনিক পন্ডিতদের মতে প্রাচীনতম অনুমান হচ্ছে ৫০ খ্রিষ্টাব্দ।

সি. অনেক পন্ডিতগন বিশ্বাস করেন যে, চারি খানি গ্রন্থই পরস্পরাগত গ্রন্থকারের চেয়ে'ও খ্রিষ্টধর্মের ভৌগলিক কেন্দ্র সমূহের সাথে বেশী সম্পর্কযুক্ত। মথি সিরিয়ার আন্তিয়খিয়া থেকে লেখা হয়ে থাকতে

পারে, কারণ হচ্ছে এর যিহুদী ও গালিলীয় মন্ডলীর বিষয় সমূহ , (তা) সম্ভবতঃ ৬০ খ্রিষ্টাব্দের কাছাকাছি বা অন্ততঃপক্ষে ৭০ সালের পূর্বে।

গ্রহীতাগন

এ. যেমন সুসমাচারের গ্রন্থনা এবং সময়কাল অনিশ্চিত, তেমনই গ্রহীতাগন'ও। মনে হয় বিশ্বাসী যিহুদী ও গালাতীয় উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করলে সর্বোত্তম হবে। প্রথম শতাব্দীর সিরিয়ার আন্তখিয়াস্ত মন্ডলীর রেখাচিত্রের সংক্ষিপ্ত জীবন কথা সব চাইতে বেশী খাপ খায় ।

বি. Fusebius তার Historical Ecclesiasticus 6:25:4, এতে এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, এটা যিহুদী বিশ্বাস বর্গের জন্য লেখা হয়েছিল।

কাঠামোগত রূপরেখা।

এ. কিভাবে এ সুসমাচারটির কাঠামো রচনা করা হয়েছিল?
সমস্ত বইটির কাঠামো বিশ্লেষন করে যে কোন একজন অনুপ্রানিত গ্রন্থকারের লেখার উদ্দেশ্য সবচাইতে ভাল ভাবে খুজেঁপেতে পারে।

বি. পন্ডিতগন কতিপয় কাঠমোর (গঠনের) দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

১. যীশুর ভৌগলিক গতিবিধি
ক. গালীল
খ. গালীলের উত্তর দিক
গ. পিরিয়া ও যিহুদা (যিরুশালেমে যাবার সময়)
ঘ. যিরুশালেমে,

২. মথির পাঁচটি একক সমূহ। পুনঃর্লিখিত খন্ড বাক্যের দ্বারা সে সবের মধ্যে পার্থক্য বোঝা যায়। "এবং যীশু এ সকল বিষয় শেষ করিবার পর" (তুলনা ৭:২৮,১১:১;১৩:৫৩;১৯:১; ২৬:১) অনেক পন্ডিত এসব পাঁচটি এককই যীশুকে "নতুন মোশী" হিসাবে চিত্রায়িত করার প্রচেষ্টা হিসাবে দেখে যায় (মোশীর) পাঁচটি বইয়ের প্রত্যেকটিই এক একটি একক যা একটি অন্যটির অনুরূপ। (আদি পুস্তক, যাত্রা পুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গননা পুস্তক, দ্বিতীয় বিবরন)।
ক. একটি বাক্য অলংকার যুক্ত কাঠামো গঠন যা পর্য্যায়ক্রমে বর্ননা এবং প্রবন্ধের খন্ডগুলির মধ্যে তৈরী হয়েছে।
খ. একটি ধর্মতাত্ত্বিক/ জীবনী আকার যা পুনুরুল্লিখিত খন্ড বাক্যের মধ্যে থেকে বেছে নেওয়া হয়েছে 'সেই অবধি যীশু প্রচার করিতে শুরু করিলেন।" (তুলনা ৪:১৭; ১৬:২১), সেই প্রসঙ্গে বইটিকে তিনটি খন্ডে ভাগ করা হয়েছে (১:১- ৪; ১৬; ৪:১৭- ২৬: ২০; এবং ১৬:২১- ২৮:২৯)
গ. গুরুত্বপূর্ণ পদ "পূর্ণতা" ব্যবহারের দ্বারা পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যত বাদী অনুচ্ছেদের উপরে মথিও জোরালো ভাব প্রকাশ করেন। (তুলনা ১:২২; ২:১৫,১৭,২৩; ৪:১৪:৮:১৭; ১২; ১৭; ১৩:৩৫; ২১:৪; ২৭:৯ এবং ২৭:৩৫)।

সি. সুসমাচারসমূহ হচ্ছে একটি অদ্বিতীয় শিক্ষা বিষয়ক সাধারণ জীবন থেকে অংকিত দৃশ্যাদি। সেসব জীবন চরিত সম্বন্ধীয় নয়। সে সব ঐতিহাসিক বর্ননা নয়। সে সব হচ্ছে একটি বাছাইকৃত ধর্মতাত্ত্বিক,উন্নতভাবে গঠিত শিক্ষা বিষয়ক আদর্শ্য । সুসমাচার লেখদের মধ্যে প্রত্যেকেই যীশুর জীবনের কর্মসমূহ এবং শিক্ষা থেকে (বিষয় সমূহ) বেছে নিয়েছিল। তাদের লক্ষ্য পাঠদের নিকট তাকে অদ্বিতীয় ভাবে উপস্থিত করা। সুসমাচার সকল ছিল প্রচারের জন্য ধর্ম পুস্তক সমূহ।

পাঠ চক্র এক (পি, ৬ পৃষ্টা দেখুন)

এটি একটি পাঠ নির্দ্দেশক টীকা যার অর্থ হচ্ছে, আপনি নিজেই আপনার বাইবেল অনুবাদের জন্য দায়ী। আমাদের প্রত্যেককেই অবশ্যই নিজ নিজ আলোতে বিচরন করতে হবে। অনুবাদে আপনার, বাইবেলের এবং পবিত্র আত্মার প্রাধান্যতা (প্রথম স্থানে অবস্থান) দিতে হবে। আপনি অবশ্যই এটি টিকাকারের উপরে ছেড়ে দেবেন না বা ন্যাস্ত করবেন না।
সে জন্য একটি অধিবেশনেই সমস্ত বাইবেল পুস্তক সব পাঠ করুণ।আপনার নিজের ভাষায় সমস্ত পুস্তকের সারমর্ম বলুন।
১. সমস্ত বাইবেলের সারমর্ম।
২. পাঠ্য বিষয়ের ধরন।

পাঠ চক্র দুই (পি পি.ছয় থেকে সাত দেখুন)।

এটি একটি পাঠ নির্দ্দেশক টিকা যার অর্থ হচ্ছে যে, আপনি নিজেই আপনার নিজ বাইবেল অনুবাদের জন্য দায়ী। আমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ আলোতে বিচরণ করতে হবে। অনুবাদে আপনার, বাইবেলের এবং পবিত্র আত্মার প্রাধান্যতা (প্রথম স্থানে অবস্থান) দিতে হবে। আপনি অবশ্যই এটি টিকাকারের উপরে ছেড়ে দেবেন না বা ন্যাস্ত করবেন না।
সে জন্য একটি অধিবেশনে সমস্ত বাইবেল খানি দ্বিতীয়বার পড়ে নিন। প্রধান বিষয়ের নিচে (লাইন টেনে) দাগ দিন এবং বিষয়টি একটি মাত্র বাক্যে প্রকাশ করুণ।
১. প্রথম শিক্ষনীয় বিষয় একক।
২. দ্বিতীয় ” ” ” ।
৩. তৃতীয় ” ” ” ।
৪. চতুর্থ ” ” ” ।
৫. ইত্যাদি।

মথি- ১

আধুনিক অনুবাদের পরিচ্ছেদ বিভাগ সমূহ *

ইউ, বি, এস, ৪	এন, কে, জে, ভি	এন, আর, এস, ভি	ডট, ই, ভি	জে, ভি

যীশুখ্রিষ্টের বংশাবলী পত্র	যীশুখ্রিষ্টের বংশাবলী পত্র	যীশুর রাজচিত জন্ম	যীশুখ্রিষ্টের পারিবারিক তথ্য	যীশুর পূর্বাপুরুষ
		১:১	১:১	
১:১	১:১- ১৭	১:২:৬ এ	১:২:৬ এ	১:১- ১৬
১:২:৬ এ	- - - - -	১:৬বি- ১১	১:৬বি- ১১	- - - - -
১:৬বি- ১১	- - - - -	১:১২- ১৬	১:১২- ১৬	- - - - -
১:১২- ১৬	- - - - -	১:১৭	১:১৭	- - - - -
১:১৭	- - - - -	যীশুর জন্ম	যীশুখ্রিষ্টের জন্ম	১:১৭
যীশুখ্রিষ্টের জন্ম	মরিয়ম থেকে জাত			কুমারির গর্ভে খ্রিষ্টের জন্ম
			১:১৮- ২১	
১:১৮- ২৫		১:১৮- ২৫	১:২২- ২৩	
	১:১৮- ২৫		১:২৪- ২৫	১:১৮- ২৫

পাঠ চক্র তিন (পি. ৭ দেখুন)

অনুচ্ছেদ সমতলে আদি গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যর অনুসরন।

এটি একটি পাঠ নির্দ্দেশক টিকা যার অর্থ হচ্ছে যে আপনিই আপনার নিজের বাইবেল অনুবাদে জন্য দায়ী। আমাদের প্রত্যেককেই অবশ্যই নিজেদের আলোতে চলতে হবে। অনুবাদে ক্ষেত্রে আপনার, বাইবেলের এবং পবিত্র আত্মার প্রাধান্যতা (প্রথম স্থানে অবস্থান) দিতে হবে। আপনি অবশ্যই তা' (দায়িত্ব) টিকাকারের উপরে ছেড়ে দেবেন না বা ন্যাস্ত করবেন না।

অধ্যায়টি একটি অধিবেশনে পড়ে নিন। বিষয় সমূহ চিহ্নিত করুন। আপনি আপনার বিষয় বিভাগসমূহের সাথে উপরের পাচঁটি অনুবাদে সঙ্গে তুলনা করুন। অনুচ্ছেদ ভাগ করন অনুপ্রাণিত বিষয় নয়, কিন্তু তা আদি গ্রন্তকারের উদ্দেশ্য অনুস্মরন করার চাবিকাঠি, যা হচ্ছে অনুবাদের প্রানকেন্দ্র। পত্রের অনুচ্ছেদেরই কেবল মাত্র একটি বিষয় আছে।

১. প্রথম অনুচ্ছেদ
২. দ্বিতীয় "
৩. তৃতীয় "
৪. ইত্যাদি

---

* অনুপ্রনিত না হলেও তবুও অনুচ্ছেদ বিভাগ সমূহ হচ্ছে আদি গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য বুঝতে পারা এবং অনুসরন করতে পারার চাবিকাঠি। প্রত্যেকটি আধুনিক অনুবাদেরই এক একটি পৃথক সংক্ষিপ্ত অধ্যায় থাকে। প্রত্যেক অনুচ্ছেদেরই একটি করে কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়, সত্য বা চিন্তা থাকে। প্রত্যেকটি পদই তার নিজের মত করে পরিস্কার ভাবে আলোচ্য বিষয়টিকে ঘিরে থাকে। যখন আপনি মূল বিষয়টি পাঠ করবেন, আপনি দেখে নেবেন কোন অনুবাদটি, বিষয় এবং পদের বিভাগ

সমূহ বোঝার জন্য আপনার উপযুক্ত হয়। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের বেলাতেই আপনি অবশ্যই প্রথমে বাইবেল পাঠ করবেন এবং এর বিষয় সমূহ (অনুচ্ছেদ গুলি) চিহ্নিত করতে চেষ্টা করবেন। তারপর আধুনিক পদ সমূহের সঙ্গে আপনার ধারনার তুলনা করবেন। যখন কেউ আদি গ্রন্থকারের যুক্তি এবং উপস্থাপনা অনুসরন করে, তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারে কেবল মাত্র তখনই তিনি প্রকৃতপক্ষে বাইবেল বুঝতে পারেন। কেবল মাত্র আদিগ্রন্থকারই অনুপ্রণিত – বার্তার পরিবর্ত্তন করতে বা সংশোধন করতে পাঠকের কোন ক্ষমতা নাই।বাইবেল পাঠকগনের পাঠের সময়ে এবং জীবনে অনুপ্রনিত সত্যের প্রয়োগ করতে দায়িত্ব আছে।

লক্ষ্য করুণ সমস্ত পদসমূহ এবং সংক্ষেপন (সংক্ষিপ্ত শব্দ) সম্পূর্ন ভাবে পরিশিষ্ট এক, দুই, তিন এতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১– ১৫ পদসমূহে মূল রচনার অন্তদৃষ্টি।

এ. মথি ১:১– ১৭ এবং লূক ৩:২৩– ৩৮ এর মধ্যে পূর্ব পুরুষগনের যে তালিকা পাওয়া যায় তাদের মধ্যে মিল নেই। গরমিলের দুটি তথ্য আছে:

১. মথি মূলত যিহুদী পাঠকদের জন্য লিখেছিলেন এবং তাদের আইন ব্যবসায়ের দাবী পুরনের যোষেফের বংশের বিষয় লিপিবদ্ধ করেছিলেন, অন্যপক্ষে লূক লিখেছিলেন গালিলীয়দের জন্য এবং মরিয়মের বংশ পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছিলেন। উভয়ই পিছনের দিকে দায়ূদ পর্যন্ত যোসেফের সন্ধান দেয় কিন্তু লূক পিছনের দিকে আরও অনেক দূর আদম পর্যন্ত অগ্রসর হন (কারন সম্ভবতঃ তিনি গালাতীদের জন্য লিখেছিলেন)।

২. মথি দায়ুদের পরবর্ত্তী যিহুদা দেশের রাজাদের বিষয় লিপিবদ্ধ করেছিলেন (অথবা যারা নির্বাসনের পরে উত্তরাধিকারী হতে পেরেছিল) অন্য পক্ষে লূক প্রকৃত বংশধরদের লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

বি. এ জাতি (জাতির পরিচয়) যীশুর উপজাতীয় পরিচয় প্রমানের উদ্দেশ্য সাধন এবং ভাববানীর পরিপূর্ণতা প্রদর্শন করতে পারে। (তুলনা আদি ৪৯:৮– ১২ এবং ২, শমূয়েল ৭) পরিপূর্ণ ভাববাণী (তুলনা ১:২২; ২:১৫,১৭,২৩; ৪:১৪; ৮:১৭; ১২:১৭; ১৩:৩৫; ২১:৪; ১৭:৯,৩৫) হচ্ছে অলৌকিক বাইবেলের এবং ইতিহাস এবং সময় নিয়ন্ত্রনের একটি জোরাল সাক্ষ্য।

সি. ১৭ পদটি চাবিকাঠি যোগায় যে কোন কতিপয় পূর্বপুরুষকে তালিকাভূক্ত করা হয়নি। গ্রন্থকার যীশুর বংশের (বংশ পরিচয়ের) খোঁজে সংখ্যানুক্রমিক ভাবে গঠিত, তিন স্তর বিশিষ্ট " চৌদ্দ পুরুষ" রীতি ব্যবহার করেছিলেন।

ডি. এসব প্রারম্ভিক জন্মবৃত্তান্তের মধ্যে পুরাতন নিয়মের চারটি উদ্বৃতি আছে (তুলনা ১:২৩; ২:৬,১৫,১৮) যেসব বিভিন ধরনের ভাববানী সংশ্লিষ্ট:

১. ১:২৩– যীশাইয় ৭:১৪ পদগুলিতে বহু ভাববানী পরিপূর্ণতার কথা আছে। যিশাইয়ের সময়ে একটি শিশুর জন্ম হয়েছিল, সি এফ ভি ভি, ১৫– ১৬; যা' হোক ১৪ পদে ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটির অর্থ "শুমারি" নয় (Belhooah, সি এফ বি ডি বি, ১৪৩) কিন্তু তা' হচ্ছে "বিবাহ যোগ্য যুবতী নারী"

(Almah, সি এফ বি ডি বি; ৭৬১ ২য়)- (দুই)। আমি কেবল মাত্র একটি কুমারী জন্মেই (কুমারীর গর্ভে জন্মতেই) বিশ্বাস করি (তা হচ্ছে) যীশু।

২. ২:৬- মীখা ৫:২ হচ্ছে একটি বিস্ময়কর, খুবই সুনির্দ্দিষ্ট ভাববাণী, যা লেখা হয়েছিল
ঘটনা বর্ননার ৭৫০ বৎসর খ্রীষ্টপূর্বে। যীশুর জন্মস্থান (এমন) একটি বিষয় ছিল না যা তিনি পরিবর্ত্তন বা বদল করতে পারতেন। এ ধরনের পূর্ব ধারণাগত ভাববানী
(এ) ঈশ্বরের ঐতিহাসিক বিচার বুদ্ধি (এবং তার নিয়ন্ত্রন) এবং
(বি)ইহা অনুপ্রাণিত এবং বাইবেলের অসামান্যতা বা অদ্বিতীয়তা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। পৃথিবীর অন্য ধর্মগুলির পবিত্র বইয়ে পূর্বধারনাগত কোন ভাববানী নাই।
৩. ২:১৫- হোশেয় ১১:১ এবং ২:১৮- যিরমিয় ৩১:১৫ উভয়ই প্রতিরুপ ও আদর্শস্বরুপ ভাববানী সমূহ। কিছু বিষয় যা ইসরাইলদের জীবনে ঘটেছিল সে সব আবার যীশুর জীবনেও ঘটেছে এবং নতুন নিয়মের গ্রন্থকার তা' ভাববানীর চিহ্ন বলে ধরে নেন।

শব্দ এবং খন্ডবাক্য অধ্যায়ন।

এন, এ, এস, বি (আধুনিকায়নকৃত) মূলপাঠঃ ১:১ ১ত্রানকর্তা যীশুর বংশাবলীপত্র, দায়ুদের পুত্র, আব্রাহামের পুত্রঃ

১:১
এন, এ, এস, বি "ত্রান কর্ত্তা যীশুর বংশাবলী পত্র"
এ, কে, জে, ভি "যীশু খ্রিষ্টের বংশাবলী বই"
এন, আর, এস, ভি "ত্রানকর্ত্তা যীশুর একটি বংশাবলীর বিবরন"
টি, ই, ভি "এটি হচ্ছে যীশু খ্রিষ্টের একটি লিখিত পারিবারিক বিবরন"
জে, ভি "যীশু খ্রিষ্টের বংশাবলীর একটি লিখিত বিবরন"

বংশাবলী পত্র হচ্ছে ইতিহাসে আব্রাহামের, ইসহাকের, যাকোবের, মোশির এবং দায়ুদের কাছে প্রতিজ্ঞা পূরণের তার হস্তক্ষেপের একটি নিদর্শন। একই সংস্কৃতিতে বংশাবলী পত্র কথার ব্যবহার হচ্ছে বিশ্বাস (যোগ্য) ইতিহাসের সাক্ষ্যের বেলায়।

- "দায়ুদের পুত্র" এ উপাধিটি প্রতিজ্ঞাত মশীহকে (ত্রাণকর্তাকে) যিহুদীয় উপজাতি থেকে তার ইহুদী রাজোচিত সারিতে অবস্থানের বিষয় জোরাল ভাবে প্রকাশ করেছে। (তুলনা আদি ৪৯:৮- ১২) তিনি ছিলেন নারীর জন্ম, আদি ৩:১৫; আব্রাহামের বংশধর আদি ২২:১৮; যিহুদার বংশধর, আদি ৪৯:১০ এবং দায়ুদের বংশধর ২য় সমূয়েল ৭:১২- ১৬, ১৬। এটি ছিল একটি সাধারণ মশীয়ের উপাধি (তুলনা ৯:২৭; ১২:৩৩; ১৫:২২; ২০:৩০- ৩১; ২১:৯,১৫; ২২:৪২)

- "আব্রাহামের সন্তান" লূকের বংশ বৃত্তান্ত পিছনের দিকে আদমের সারিতে অবস্থান। লূকলিখিত সুসমাচার গালাতীয়দের জন্য লেখা হয়েছিল, সুতরাং তা' সাধারন মানুষ্য সমাজের পূর্বাপুরুষদের বিষয় জোর দিয়ে প্রকাশ করে। (তুলনা আদি ১২:৩; ২২:১৮)। মথি

লিখিত সুসমাচার যীহুদীদের জন্য লেখা হয়েছিল সুতরাং তা' যীহুদী পরিবার, আব্রাহামের পরিবার উদ্ভুত হওয়ার উপরেই কেন্দ্রীভূত করে।

এন, এ, এস, বি (সময় উপযোগীকৃত) মূল পাঠ্য ১:২- ১১

২আব্রাহাম ছিলেন ইসহাকের পিতা, ইসহাক যাকোবের পিতা, এবং যাকোব ও ভাতৃবর্গের ৩পিতা যিহুদা ছিলেন পেরেজ এবং জিরিয় উভয়েই তামরের জন্মের, পেরেজ ছিলেন হেজরণের পিতা, যিনি ছিলেন ৪রামের পিতা, যোথাম আহাজের পিতা, আহাজ ছিলেন হিজ্জেকিয়ার পিতা। ১০হিজ্জেকিয়া মনসীর পিতা, ছিলেন ওবেদের পিতা রুতের জাত, এবং ওবেদ ছিলেন জেছির পিতা ৬জেছি ছিলেন রাজা দায়ুদের পিতা। দায়ুদ ছিলেন সলোমনের পিতা শিনবেতসেবার গর্ভে জাত যিনি ছিলেন উরিয়ার স্ত্রী। ৭শলোমন ছিলেন রহবিয়মের পিতা, রহবিয়াম ছিলেন মের পিতা। রাম ছিলেন আম্মিনাদাবের পিতা, আম্মিনাদব ছিলেন ন্যাশনের পিতা, এবং ন্যাশন ছিলেন সল্মমনের পিতা, ৫সলমন ছিলেন বোয়াজের পিতা রাহবের জাত, বোয়াজ যিনি জোরাে মর পিতা, জোরাম ছিলেন উদ্দিয়ার পিতা। ৯উদ্দিয়া ছিলেন যোথামের আবিজার পিতা, এবং আবিজা ছিলেন আশার পিতা ৮আশা ছিলেন যিহোশাফটের পিতা, মনসী আমোনের পিতা, এবং আমোন জোশিয়ের পিতা। ১১জোশিয় ছিলেন জেকোনিয় এবং তার ভাইদের পিতা, তা' ছিল বাবিলনে নির্বাসনের সময়।

১:২ "যিহুদা" যিহুদা ছিলেন যাকোবের সন্তানদের মধ্যে একজন (তুলনা আদি ৪৯:১০; দ্বিতীয় ৩৩:৭০), পদ ২- ৬ যা সীমিত ধারনায় ১ম বংশবলী পত্রের ১- ৩ বংশ তালিকা অনুস্মরন করে।

১:৩ "পেরেজ এবং জিরাহ" ছিল যমজ (তুলনা আদি ৩৮:২৭- ৩০) মোশীয় সম্বন্ধীয় ধারায় পেরোজের মধ্যে দিয়ে এসেছিল।

"তামর" ছিল যিহুদার পুত্রবধু যে তার দ্বারা গর্ভবতী হয়েছিল (তুলনা আদি ৩৮:১২ এফ এফ) যীহুদীদের বংশ তালিকায় নারী অন্তর্ভুক্ত করা খুবই প্রথা বহিভূত ছিল।মোশিয়ের বংশকে জোরাল ভাবে প্রকাশ করার জন্যই কতিপয় জনকে (নারীকে) মথিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে যা জাতীয়তা বা প্রশংসনীয় প্রচেষ্টার ভিক্তিতে করা হয়নি।যে চার জন নারীকে তালিকা ভূক্ত করা হয়েছিল, তারা হলো তামর, রাহব, রূত এবং বেতসেবা- সম্ভবত তারা সকলেই গালিলীয় ছিল।

১:৫ "রাহব" রাহব ছিল একজন কনানীয় কুলটা রমনী যে চরদের সাহায্য করেছিল (তুলনা যোশুয়া ২:১৩; ৬:১৭,২৩,২৫) যীহুদী খ্রিষ্টানদের পরম্পরায় রাহব ছিল অনুশোচনার, ক্ষমতার একটি উদাহরন (তুলনা ইব্রীয় ১১:৩১; যাকোব ২:২৫)।
"রূত" রূত ছিল একজন মোয়াবীয় রমনী (তুলনা রূত ১)। ইসরাইলদের ধর্ম সভায় মোয়াবীয়দের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল (তুলনা দ্বিতীয় ২৩:৩)। সে গালাতীয় এবং নারীদের বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের সাম্প্রদায়িক ভালবাসার নিদর্শন দিয়েছেন। সে ছিল দয়ুদ রাজার দাদী বা নানী।

১:৬"সে ছিল উরিয়ার স্ত্রী" এ কথা সলোমনের মা বেতসেবার বেলায় বলা হয় (তুলনা ২য় সমূ ১১ এবং ১২) যে, রাহব এবং রূতের ন্যায় যীহুদী ছিল না।

১:৭
এন, এ, এস, বি, এন, কে, জে, ভি
টি, ই, ভি, জে, ভি “আশা”
এন, আর, এস, ভি “আসপ্ফ”

১ রাজাবলীতে ১৫:৯ এবং ১ বংশবলীতে ৩:১০ তে এ যীহুদী রাজাকে আশা নামে অভিহিত করা হতো। প্রচীন পান্ডুলিপি এন বি এবং সি তে আছে “আসপ্ফ” বলে। এটি ছিল দায়ুদের সমবেত সঙ্গীত (কয়ার) পরিচালকের নাম, (তুলনা গীতঃ ৫০,৭৩,৮৩)। অধিকাংশ মূল পাঠের সমালোচক অনুমান করেন যে এটা প্রাচীন নকল নথি ভুল ছিল।

১:৮ যোরাম এবং উদ্দিয়ার মধ্যে ৩জন রাজাকে বাদ দেওয়া হয়েছে তারা হলো (১) আহাজিয়া (র ২ রাজাবলী ৮,৯; ২ বংশাবলী ২২); (২) যোয়াশ (তুলনা ২ রাজাবলী, ১১:২; ১২:১৯- ২১; ২ রাজাবলী ২৪); এবং (৩) আমাজিয়া (সি এফ ২ রাজাবলী ১৪; ২ বংশাবলী ২৫)।
তাদের বাদ দেওয়ার কারন অনিশ্চিত। দুইটি মতবাদ হচ্ছে (১) জেবেলের কন্যা আথালিয়ার সঙ্গে যোরামের বিবাহ হয়েছিল এবং সে তার স্ত্রী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং সে তার পৌত্তলিকতার পাপ তৃতীয় পুরুষ পর্য্যন্ত বর্তেছিল (তুলনা দ্বিতীয়৫ঃ ৯); বা (২) মথি ১৪ পূর্ব পুরুষের প্রত্যেক বংশ কে তিনটি অনুচ্ছেদে ভাগ করেছেন (ভি.১৭) এটি হবে মধ্যে অনুচ্ছেদ।

১:৯ “যোথাম উদ্দিয়াকে জন্ম দিয়েছিলেন” ২ রাজাবলী ১৫:১- ৭ এবং ১ রাজাবলী ৩:১২ তে উদ্দিয়াকে আজাবিয়া বলা হয়েছে। তিনি ছিলেন একজন ঈশ্বর ভক্ত রাজা যাকে ভূল ভাবে বলি উৎসর্গ করার জন্য কুষ্ঠ রোগের দ্বারা আঘাত করা হয়েছিল।

১:১০ হেজেকিয়া” হেজেকিয়া ছিল যিহুদার পাঁচজন ঈশ্বর ভক্ত রাজাদের মধ্যে একজন (আশা, যিহোশাফত, উদ্দিয়া, হেজেকিয়া, এবং যোশিয়)। তার জীবন বৃত্তান্ত ২ রাজাবলীতে ১৮- ২০, ২ বংশাবলীতে ২৯- ৩২, এবং ইশায় ৩৬- ৩৯ এ’ লিখিত আছে।

- “মানষী” সে ছিল হেজেকিয়ার পুত্র। মানষী যিহুদার ইতিহাসে সবচাইতে মন্দ রাজা বলে খ্যাত ছিল (তুলনা ২ রাজা ২১:২- ৭) সেও সব চাইতে দীর্ঘকাল রাজত্ব করেছিল, পঞ্চান বৎসর পর্য্যন্ত (তুলনা ২ রাজা ২১; ২ বংশ. ৩৩)।

- “আমন” সে ছিল মানষীর পুত্র এবং যোশিয় এর পিতা (তুলনা ২ রাজা ২১:১৮- ১৯; ২৩- ২৫; ১ বংশ ৩:১৪; ২ বংশ ৩৩:২০- ২৫) কতিপয় প্রচীন- - - - - - - - - গ্রীক পান্ডুলিপিতে এন বি এবং সি তে নাম আছে “আমোষ” বলে। এ’ পান্ডুলিপির সমস্যা ভি.৭ সমস্যার মতই অত্যান্ত প্রকট।

- “যোশিয়” যিহুদার অপর একজন ঈশ্বর ভক্ত রাজা ছিলেন যোশিয়। তার যখন ৮ বৎসর বয়স, তখন তিনি রাজা হয়েছিলেন (র ২ রাজা ২২- ২৩; ২ বংশা ৩৪,৩৫)। অনেক পন্ডিত বিশ্বাস করেন যে ধার্মিক পিতা, ধার্মিক পিতার মন্দ (দুষ্ট) পুত্র, এবং মন্দ পিতার ধার্মিক

পুত্র যিহেস্কেল পুস্তকে আছে (তুলনা ১৮:৫- ৯,১০- ১৩,১৪- ১৮) তাতে হেজেকিয়া, মানষী, এবং যোশিয় এর বিষয় সরাসরি উল্লেখ আছে।

১:১১ “জেকোনিয়া” তাকে কোনিয় (তুলনা যিরমিয় ২২:ধ২৪) এবং জিহোইয়াসিন ও বলা হতো। বাবিলে নির্বাসনের পূর্বে শেষ দায়ূদীয় রাজার অব্যবহিত পরেই ছিল জেকোনিয়, যখন তিনি সিংহাসনে আরোহন করেন তখন তার বয়স ছিল মাত্র তের বৎসর এবং তিনি মাত্র তিন মাস রাজত্ব করেছিলেন (তুলনা.১ বংশাবলী ৩:১৬- ১৭; যিরমিয় ২৪:১; ২৯:২)। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৯৭ খ্রিষ্টাব্দে ২য় নবুখতনিশ্বর কর্তৃক নির্বাসনের সময় থেকে যিহিস্কেল তার ভাববানীর সময় নিরুপন করেন (তুলনা ১: ১,২; ৮:১; ২০:১; ২৪:১; ২৬:১; ২৯:১; ৩০:২০; ৩১:১; ৩২:১,১৭; ৩৩:২১; ৪০:১)।

- “বাবিলনে নির্বাসন” এ’ নির্বাসন সংঘটিত হয়েছিল ২য় নবুখতনিশ্বরের অধিনে (রাজত্ব কালে)। কয়েক বারই বাবিলনের সৈন্য দ্বারা জিরুশালেম অবরুদ্ধ হয়েছিল- ৬০৫, ৫৯৭, ৫৮৬, এবং ৫৮২ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। কতিপয় বিভিন্ন নির্বাসন সংঘটিত হয়েছিল।

১. খ্রিষ্টপূর্ব ৬০৫ অব্দে দানিয়েল এবং তার তিন বন্ধুর নির্বাসন।
২. খ্রিষ্টপূর্ব ৫৯৭ অব্দে (তুলনা. ১ রাজাবলী ২৪:১০- ১৭) যিহোয়াকিম, যিহিস্কেল, এবং দশ হাজার সৈন্য এবং হস্তশিল্পীর নির্বাসন।
৩. খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮৭/ ৫৮৬ অব্দে, ২ রাজাবলী ২৫, অবশিষ্ট জনগনের অধিকাংশেরই নির্বাসন (জিরুশালেম নগরী ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়েছিল)
৪. নবুখতনিশ্বরের নিয়োজিত গভর্নর, গিদিলিয়া এবং তার সম্মানার্থে নিয়োজিত বাবিলনীয় রক্ষীকে হত্যার প্রতিশোধের জন্য খ্রিষ্টপূর্ব ৫৮২ অব্দে যিহুদার শেষ (চুরান্ত) আক্রমন এবং নির্বাসন হয়েছিল।

এন, এ, এস, বি (হালনাগাদ কৃত) মূল পাঠ ১:১২- ১৬

১২বাবিলনে নির্বাসনের পরে যিকনীয় শীলটিয়েলের পিতা হলেন, এবং শীলটিয়েল জেরুবাবেলের পিতা। ১৩ জেরুবাবেল ইলিয়াকিমের, এবং ইলিয়াকিম আজেরের পিতা ছিলেন। ১৪আজোর ছিল যোদাকের পিতা, যোদাক ছিল আকিমের পিতা, এবং আকিম ছিল ইলিউদের পিতা। ১৫ইলিউদ ছিলেন ইলিয়জরের পিতা, ইলিয়জর ছিলেন মাথমের পিতা এবং মাথম ছিলেন যাকোবের পিতা ১৬যাকোব ছিলেন জোসেফের পিতা যিনি ছিলেন মরিয়মের স্বামী, যার গর্ভে যিশুর জন্ম হয়েছিল, যাকে মশীহ বলা হতো।

১:১২ “শীলতায়েল, জেরুবাবেলের পিতা” দ্বিতীয়বার বাবিলনের নির্বাসন থেকে ফিরে আসলে পরে জেরুবাবেল যিহুদীদের নেতা ছিলেন, প্রথম ফিরে আসা হয়েছিল শেষ রাজার অধিনে (সি এফ. ইষ্রা ১:৮; ৫:১৪) তিনি ছিলেন দায়ূদের শ্রেনীর (তুলনা ইষ্রা ২- ৬) ১ বংশাবলী পত্রের ৩:১৬- ১৯ এ’তে তার পিতাকে তার পিতাকে পেডিয়া এবং তার পিতামহ/ মাতামহকে শীলতায়েল বলে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। ইব্রীয় পারিবারিক ভাষায় আত্মীয়গনের বিভিন্ন শ্রেনীকে বুঝাতে পারতো। এ’ ক্ষেত্রে শীলতায়েল ছিল একজন মামা বা কাকা। এ’ গোলমেলে ব্যাপারটির ব্যাখ্যা দান করা যেত যদি শীলতায়েল জেরুবাবেলকে, তার পিতা পেদিয়ার মৃত্যুর পরে দত্তক হিসেবে গ্রহন করতো। (তুলনা ইষ্রা ৩:৮; ৫:২; নহিমীয় ১২:১; হগ ১:১)

এ'দুটি নাম ও লূকীয় বংশে প্রতীয়মান হয় (দেখা যায়) কিন্তু তা অনেক পরে।
১:১৪ "যাদক" এ'ব্যাক্তি দায়ূদের সময়ে বিশ্বাসী পুরোহিত ছিল না (তুলনা ২সমূয়েল ২০:২৫; ১ বংশাবলী পত্র ১৬:৩৯) কারন মথির যাদক ছিল যিহুদা দেশীয় উপজাতি, লেবীয় নয়।

১:১৬ "মরিয়মের স্বামী যোসেফ" "জাত" (শব্দটি) অন্যান্য পিতাদের এ তালিকায় খুবই সুস্পষ্ট, কিন্তু তা বাদ দেওয়া হয়েছে! বৈধ পিতা হিসেবে যোষেফের নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং তার বংশ উল্লেখ করা হয়েছে কারন এটি ছিল তাই যা ১ম শতাব্দীর যিহুদীদের বৈধ ভাবে প্রয়োজন পড়েছে এবং সমর্থন করেছে।

"কাকে মোশীহ বলা হয়" "খ্রিষ্ট" ছিল ইব্রীয় ভাষার মোশীয় শব্দের গ্রীক ভাষার অনুবাদ, "একজন অভিষিক্ত"। যীশু ছিলেন ওয়াই এইচ ডব্লিউ এইচ এর একজন বিশেষ সেবক (তুলনা যিশাঃ ৫২:১৩- ৫৩:১২), যিনি আসছেন, যিনি ধার্মিকতার নতুন যুগ স্থাপন করবেন (তুলনা যিশাঃ ৬১,৬৫- ৬৬)

এন, এ, এস, বি (হালনাগাদ কৃত) মূলপাঠঃ ১:১৭ ১৭সুতরাং আব্রাহাম থেকে দায়ূদ পর্য্যন্ত মোট চৌদ্দ পুরুষ; দায়ূদ থেকে বাবিলে নির্বাসন পর্য্যন্ত মোট চৌদ্দ পুরুষ; এবং বাবিলে নির্বাসন থেকে মোশীয় পর্য্যন্ত চৌদ্দ পুরুষ।

১:১৭ "বংশ সমূহ" এটি একটি পূর্ণ ঐতিহাসিক বংশ তালিকা ছিলনা। ইব্রীয় শব্দ "বংশসমূহ" ছিল দ্ব্যর্থবোধক এবং তার অর্থ হতে পারতো পিতামহ বা প্রপিতামহ বা পূর্বাপুরুষ।

"ব্যাবিলনে নির্বাসন থেকে মোশীহ পর্য্যন্ত, চৌদ্দপুরুষ" চৌদ্দপূর্বাপুরুষ যাদের তালিকা ভুক্ত করা হয়েছে তাদের হলো তিনটি উপশাখা যথাঃ- (১) আব্রাহাম থেকে দায়ূদ (২) দায়ূদ থেকে নির্বাসন পর্য্যন্ত এবং (৩) নির্বাসন থেকে যীশু পর্য্যন্ত। কেবল মাত্র তৃতীয় ভাগে ৩০টি নাম তালিকাভূক্ত করা হয়েছে, সুতরাং সম্ভবত যিহোয়াচিনকে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উভয় ভাগেই ধরে নেওয়া হয়েছে। নম্বরের ধরন ইঙ্গিত দেয় যে কতিপয় নাম বাদ দেওয়া হয়েছে (সি এফ ১বংশা ১- ৩) কতিপয় টিকাকার বিশ্বাস করেন যে চৌদ্দপুরুষের গর্বিত তালিকা সকল ইব্রীয় ভাষা দায়ূদের নামের ব্যাঞ্জন বর্ণের সংখ্যাসূচক মূল্যের উপর ভিত্তি করে রচিত (দালেত, ৪+ডব্লিউ, ৬+দালেত,৪=১৪)

এন, এ, এস, বি (হাল নাগাদকৃত) মূল পাঠঃ ১:১৮- ২৫ ১৮ "এক্ষনে যীশু খ্রিষ্টের জন্ম এইভাবেই হইয়াছিল, তাঁহার পিতা মরিয়ম যোষেফের প্রতি বাগদত্তা হইলে তাঁহাদের সহবাসের পূর্বে জানা গেল, তাঁহার গর্ভ হইয়াছে- পবিত্র আত্মা হইতে। ১৯ আর তাঁহার স্বামী ধার্মিক হওয়াতে ও তাঁহাকে সাধারণের কাছে নিন্দার পাত্র করিতে ইচ্ছা না করাতে, গোপনে ত্যাগ করিবার মানস করিলেন। ২০তিনি এই সকল ভাবিতেছেন, এমন সময় দেখ প্রভুর একদূত স্বপ্নে তাহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, যোষেফ, দায়ূদ সন্তান তোমার স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহন করিতে ভয় করিও না, কেননা তাঁহার গর্ভে যাহা জন্মিয়াছে, তাহা পবিত্র আত্মা হইতে হইয়াছে, ২১আর তিনি পুত্র প্রসব করিবেন, এবং তুমি তাঁহার নাম যীশু (ত্রানকর্ত্তা) রাখিবে; কারন তিনিই আপন প্রজাদিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রান করিবেন। এই সকল ঘটিল, যেন ভাববাদী

দ্বারা কথিত প্রভুর এই বাক্য পূর্ণ হয় “দেখ, সেই কন্যা গর্ভবতী হইবে, এবং পুত্র প্রসব করিবে, আর তাহার নাম রাখা হইবে ইম্মানূয়েল” ; অনুবাদ করিলে ‘আমাদের সহিত ঈশ্বর’। পরে যোষেফ নিদ্রা হইতে উঠিয়া, প্রভুর দূত তাহাকে যেরুপ আদেশ করিয়াছিলেন, সেরুপ করিলেন, আপন স্ত্রীকে গ্রহন করিলেন; আর যে পর্য্যন্ত ইনি পুত্র প্রসব না করিলেন সেই পর্য্যন্ত যোষেফ তাঁহার পরিচয় লইলেন না, আর তিনি পুত্রের নাম যীশু রাখিলেন”।

১:১৮“জন্মটী” একটি গ্রীক পান্ডুলিপি আছে যা “আরম্ভ” [genesis] (আদি) এবং “জন্ম” [genesis] (আদি/ জন্ম) এর মধ্যে অর্থের ভিন্নতা প্রদর্শন করে। আদি শব্দটি ছিল মবহবংরং (সৃষ্টি সম্বন্ধীয়) (তুলনা. এম এস এস পি এন বি সি) অন্য পক্ষে উভয় শব্দই “জন্ম”, যা ১ম টির বিস্তৃত তর অন্তর্নিহিত অর্থ আছে (সৃষ্টি, উৎপাদন) এবং “জাত” অর্থ ও প্রকাশ করে থাকতে পারে। এ বিষয় অনুমান করা হয়েছে যে, প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধমত বিফল করার জন্য পরবর্ত্তী নকল নবীগন উদ্দেশ্য মূলক ভাবে ১ম শব্দটিকে “জন্ম” শব্দে পরিবর্ত্তন করেছিলেন। (তুলনা. The Orthodox Corruption of Scripture by Bart P. Ehrman, PP 75-77)

- “যোষেফের প্রতি বাগদত্তা” বাগদান ছিল যিহুদী প্রথায় একটি বৈধ বাধঁন, প্রথাগতভাবে তা বিবাহের পূর্বে প্রায় এক বছর পর্য্যন্ত স্থায়ী হতো। উভয় পক্ষ পৃথক ভাবে বসবাস করতো কিন্তু তারা চুক্তিদ্ধ ভাবে বিবাহিত বলে বিবেচিত হতো। কেবল মাত্র মৃত্যু বা তালাক বাগদানের ব্যবস্থাকে ভাঙ্গতে পারতো।
-

এন, এ, এস, বি “পবিত্র আত্মা দ্বারা তার মধ্যে শিশু আছে বলে অনুভব করা গেল ”
এন, কে, জে, ভি “ তার মধ্যে পবিত্র আত্মার শিশু আছে বলে অনুভব করা গেল ”
এন, আর, এস, ভি “ তার মধ্যে পবিত্র আত্মা থেকে শিশু আছে বলে অনুভব করা গেল ”
ডট, ই, ভি “তিনি পবিত্র আত্মা দ্বারা একটি শিশু পেতে যাচ্ছেন”
জে, বি “ তার মধ্যে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে শিশু আছে বলে অনুভব করা গেল ”
ঐ কুমারীর জন্ম দেওয়ার বিষয় উল্লেখ করে যা মরিয়ম অথবা আত্মার অভিজ্ঞতা ছিল না। এটি ছিল আদি পুস্তকের ভাববাণী পরিপূর্ণতার বিষয় আদি: ৩:১৬(“আর তোমাতে ও নারীতে, এবং তোমার বংশে ও তাহার বংশে পরস্পর শত্রুতা জন্মাইব, সে তোমার মস্তক চূর্ণ করিবে, এবং তুমি তাহার পাদমূল চূর্ণ করিবে”), এবং তা ছিল বহু পরিপূর্ণতার অর্থে, যিশায় ৭:১৪ “অতএব প্রভু আপনি তোমাদিগকে এক চিহ্ন দিবেন; দেখ, এক কন্যা গর্ভবতী হইয়া পুত্র প্রসব করিবে, ও তাহার নাম ইম্মানূয়েল (আমাদের সহিত ঈশ্বর) রাখিবে”। বিস্ময়কর ভাবে কার্যাবলীতে কোন প্রেরিতিক উপদেশ অথবা পত্র সমূহে এটি উল্লেখ করছে না, সম্ভবত এর কারন হতে পারে যে গ্রীক রোমীয় কাল্পনীক বিষয়ের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলতে পারতো বলে।

১:১৯ “ধার্মিক গনিত হওয়াতে” একজন “ধার্মিক লোক” অর্থ ছিল মোশীর ব্যবস্থা এবং তার সময়ের মৌখিক পরস্পরার মাপকাঠিতে ধার্মিক। তা নিস্পাপ ইঙ্গিত বহন করে না; নোহ এবং ইয়োব ঐ একই অর্থে ধার্মিক ছিল। (তুলনা আদি ৬:৯ এবং ইয়োব ১:১)।

- ‘‘তাকে গোপনে ত্যাগ করতে চেয়েছিল” যোষেফ এটি দুটি বৈধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করতে পারতেন: (১) কোর্টে খোলা মেলা অস্বীকার (২) দুইজন সাক্ষীর সম্মূক্ষে একটি লিখিত

তালাক নামা (ত্যাগ পত্র) হাজির করে (সি এফ. দ্বিতীয় বিবরন ২৪) মরিয়ম তার অন্তঃস্বত্তা হওয়ার দর্শনের বিষয় যোষেফের সঙ্গে আলাপ করেননি। পুরাতন নিয়মের আইনানুসারে যৌন প্রতারনা অসতীত্ত্বের শাস্তি ছিল মৃত্যু দন্ড (তুলনা দ্বিতীয় বিবরন ২২ঃ২০- ২১)।

১ঃ২০ যোষেফ একজন বার্ত্তা বাহক দূতের দ্বারা তার বাগদত্তা স্ত্রীর অন্তঃস্বত্তা হওয়ার বিষয় অবহিত হয়েছিলেন। লূক ১ঃ২৬ পদে গাব্রিয়েল বলে তার পরিচয় প্রদান করা হয়েছে (তুলনা ১ঃ১৯; দানিয়েল৮ঃ১৬; ৯ঃ২১)

- "প্রভুর একজন দূত" এ বাক্যংশটি পুরাতন নিয়মে দুভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

১. এক জন দূত (তুলনা আদি. ২৪ঃ৭,৪০; যাত্রা ২৩ঃ২০- ২৩; ৩২ঃ৩৪; গননা ২২ঃ২২; বিচার কর্ত্তৃকগন ৫ঃ২৩; ১ সমূ. ২৪ঃ১৬; ১ বংশাঃ ২১ঃ১৫ এফ এফ; সখরিয় ১ঃ২৮)

২. একটি পথ হিসাবে YHWH উল্লেখ করে (তুলনা ১৬ঃ৭১৩; ২২ঃ১১- ১৫; ৩১ঃ১১,১৩; ৪৮ঃ১৫- ১৬; যাত্রা ৩ঃ২,৪; ১৩ঃ২১; ১৪ঃ১৯; বিচার কর্ত্তৃকগন ২ঃ১; ৬ঃ২২- ২৪; ১৩ঃ৩- ২৩; সখরিয় ৩ঃ১- ২)।
মথি প্রায়ই বাক্যংশ ব্যবহার করে থাকেন (তুলনা ১ঃ২০,২৪; ২ঃ১৩,১৯; ২৮ঃ২), কিন্তু সর্বদাই উপরের ১নম্বরের অর্থে।
নতুন নিয়মে যেখানে প্রভুর দূতকে পবিত্র আত্মার সমতুল্য করে দেখানো হয়েছে সেখানে কার্যাবলী ১৮ঃ২৬ এবং ২৯ ব্যতিত ২ নম্বরের অর্থ ব্যবহার করে না।

১ঃ২১ 'তুমি তাহার নাম যীশু রাখিবে," এ নামের অর্থ " YHWH (ওয়াই এইচ ডব্লিউ এইচ)" "রক্ষা করে/ বাঁচায়", " YHWH মুক্তি আনে" বা Ò YHWH হচ্ছে মুক্তিদাতা" (কতিপয় ক্রিয়াপদ আবশ্যই বসাতে হবে) ইব্রীয় শব্দ YHWH ক্রিয়ার কারন সূচক গঠন "হওয়া" থেকে আগত, হচ্ছে মোশীর কাছে প্রকাশিত ইসরায়েলের ঈশ্বরের শপথকৃত নাম যা যাত্রা পুস্তক ৩ঃ১৪ তে আছে। ইব্রীয় ভাববাদী হোশেয় এর নামের অর্থ হচ্ছে "মুক্তি" বা "রক্ষা করে" যীশু হচ্ছে যিহোশুয়োর নামের ন্যায় একই ইব্রীয় নাম।

১ঃ২৩"কুমারী" এটি হচ্ছে সেপ্টুজিন থেকে ইসা ৭ঃ১৪ এর একটি উদ্বৃতি। যিশায়তে যে ইব্রীয় ভাষার শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো আলমাহ অর্থ হচ্ছে "একজন বিবাহ যোগ্য বয়সের সতী যুবতী নারী"। কেবল মাত্র একটি কুমারির জন্মই সংঘটিত হয়েছে, দুটি নয়, সেজন্য যিশায় ভাববাদীর সময়ে ঐতিহাসিক পরিপূর্নতা ছিল আহাজের প্রতি একটি চিহ্ন স্বরুপ কি তা পবিত্র আত্মা দ্বারা গর্ভবতী কারন নয় এটি হচ্ছে বহু পরিপূর্ণতার ভাববানীর একটি উদাহরন।

- এন, এ, এস, বি, এন, কে, জে, ভি "ইম্মনূয়েল"
  এন, আর, এস, ভি, টি, ই, ভি "এম্মানূয়েল"
  জে, বি "আমাদের সহিত ঈশ্বর"

ইম্মনূয়েলের অর্থ “আমাদের সহিত ঈশ্বর” । এটি দেখায় যে, পুরাতন নিয়ম অনুচ্ছেদ এর সময়ে বাইরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেছিল, যিশায় ৭-১১ চুড়ান্তভাবে দেহী (শরীর বিশিষ্ট) দেবীর উল্লেখ করেছিল (তুলনা যিশায় ৯:৬), নাসরতীয় যীশু (তুলনা ৯:১-২; ১১:১-৫,)। যাহোক এটা স্মরন হবে যিহুদী গন আশা করেননি মোশীয় স্বর্গীয় কেউ। তারা হয়তো এসব শক্তিশালী নাম রুপক উপমা হিসাবেই দেখে থাকবে। এটা নতুন নিয়মের পর্য্যন্ত নয় যে মোশীয় মূর্ত্ত (দেহী) ঈশ্বর স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

১:২৪-২৫ এ সকল পদ একটি প্রকৃত অলৌকিক কুমারী জন্মের কথা দৃঢ়ভাবে পূর্ণব্যক্ত করে। সে সব আরও ঈঙ্গিত করে যে উক্ত স্বামী উভয়েই তাদের বিবাহের পরে স্বাভাবিক জীবন যাপন করেছিলে। দি টেকস্বাস রিসিপ গ্রীক পান্ডুলিপি সি এবং ডি অনুস্মরন করে ‘‘তার প্রথম জন্মের পুত্রের” বিষয় যোগ করে।

প্রশ্নের উপরে আলোচনা

এটি একটি পাঠ নির্দ্দেশিকা টীকা যার অর্থ তুমি তোমার নিজের বাইবেল অনুবাদের জন্য দায়ী। আমাদের প্রত্যেককে অবশ্যই আমাদের নিজের আলোতে বিচরন করতে হবে। তুমি, বাইবেল এবং পবিত্র আত্মা অনুবাদে প্রাধান্যতা (প্রথম স্থানে অবস্থান) দিতে হবে। তুমি অবশ্যই তা টীকাকারের উপরে ছেড়ে দেবে না।

বইটির এ অনুচ্ছেদের গুরুত্বপূর্ন বিচার্য্য বিষয়ের মাধ্যমে আপনাকে চিন্তা করতে সাহায্যের জন্য এসব আলোচনা প্রসূত প্রশ্নসমূহ যোগান দেওয়া হয়েছে। সে সব কে চিন্তা উদ্দিপক মনে করা হয়, নিশ্চিত কিছু নয়।

১. মথিতে কেন এত দীর্ঘবংশ তালিকা আছে ?

২. কেন লূকের বংশ তালিকা মথি থেকে ভিনতর

৩. ইসায় (ভাববাদী) কি তার সময়ে পূর্ব থেকেই একটি কুমারী জন্মের বিষয় ধারনা নিতে পেরেছিলন ?

মথি- ২

আধুনিক অনুবাদের অনুচ্ছেদ বিভাগ সমূহ

ইউ বি এস	এন কে জে ভি	এন আর এসভি	টি ই ভি	জে বি

পন্ডিত গনের দর্শন	পূর্ব দেশের পন্ডিতগন	পন্ডিতগন	পূর্বদেশের দর্শনাথী	পন্ডিত গনের দর্শন
২:১- ৬	২:১২	২:১- ৬	২:১- ২ ২:৩- ৪ ২:৫- ৬	২:১- ১২
২:৭- ১২		২:৭- ১২	২:২:৭- ৮ ২:৯- ১১ ২:১২	
মিশরে পলায়ন	মিশরে পলায়ন	মিশরে পলায়ন এবং প্রত্যাবর্ক্তন	মিশরে পলায়ন	মিশরে পলায়ন এবং নিরীহ মানুষদের হত্যা কান্ড।
২:১৩- ১৫	২:১৩- ১৫	২:১৩- ১৫	২:১৩ ২:১৪- ১৫এ ২:১৫বি	২:১৩- ১৫
শিশু হত্যা	নিরীহ মানুষদের হত্যা কান্ড।		শিশু হত্যা	
২:১৬- ১৮	২:১৬- ১৮	২:১৬- ১৮	২:১৬ ২:১৭- ১৮	২:১৬- ১৮
মিশর থেকে প্রত্যাবর্ক্তন	নাসারতে বসবাস			নাসারতে প্রত্যাবর্ক্তন
২:১৯- ২৩	২:১৯- ২৩	২:১৯- ২৩	২:১৯- ২১ ২:২২- ২৩	২:১৯- ২৩

পাঠ চক্র ৩

অনুচ্ছেদের সমান্তরালে আদি গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য।

এটি একটি পাঠ নির্দ্দেশিকা টীকা যার অর্থ হচ্ছে আপনি আপনার নিজের বাইবেল অনুবাদের জন্য আপনিই দায়ী। আমাদের প্রত্যেককেই অবশ্যই নিজস্ব আলোকে চলতে হবে। আপনি, বাইবেল

এবং পবিত্র আত্মায় অনুবাদে প্রাধান্যতা (প্রথম স্থানে অবস্থান) দিতে হবে। আপনি অবশ্যই তা টীকাকারের উপরে ছেড়ে দেবে না।
একটি অধিবেশনেই বইটি পড়ে ফেলুন। বিষয় সমূহ চিহ্নিত করুন। উপরের পাঁচটি অনুবাদের সঙ্গে আপনার বিষয় বিভাগের সঙ্গে তুলনা করুন অনুচ্ছেদে বিন্যস্ত করনটা
অনুপ্রনিত নয়, কিন্তু তা আদিগ্রন্থকারের উদ্দেশ্য অনুস্মরন করনের একটি চাবি কাঠি, যা হচ্ছে অনুবাদের কেন্দ্রস্থল। প্রত্যেক অনুচ্ছেদেরই একটি কেবল মাত্র একটিই বিষয় আছে।
১. প্রথম অনুচ্ছেদ

২. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৩. তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৪. ইত্যাদি।

মহান হেরোদের পারিবারিক বিবরন

(আর' ও বিবরনের জন্য, Flavius Josephus in the Antiquities of the Jews এর সূচীপত্র দেখুন।)
এ. যীহুদা দেশের রাজা (খৃঃপুঃ৩৭- ৪ অব্দ পর্য্যন্ত) এখানে মহান হেরোদের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে (খৃঃপুঃ৩৭- ৪ অব্দ পর্য্যন্ত) যে, তিনি একজন ইদুনীয়, যিনি রাজনৈতিক চাতুর্যের মাধ্যমে, মার্ক এন্টনীর সমর্থনে রোমীয় সিনেটের দ্বারা খৃঃপুঃ ৪০ অব্দে প্যালেষ্টাইনের (কনান দেশের) একটি বিশাল অংশের শাসনকর্ক্তা নিযুক্ত হতে পেরেছিলেন।
বি. মার্ক২ঃ১- ১৯; লূক ১ঃ৫ পদে লেখা আছে।
সি. তার পুত্রগন।

১. হেরোদ ফিলিপ (সাইমনের মরিয়মনীর পুত্র)
ক. হেরোদিয়ার স্বামী(খৃঃপূঃ ৪ থেকে ৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।)
খ. মথি ১৪ঃ৩; মার্ক ৬ঃ১৭ পদে লেখা আছে।

২. হেরোদ ফিলিপ (ক্লিওপেট্রার পুত্র)
ক. উক্তরাঞ্চলের টেটরাচ এবং গালীল সাগরের পশ্চিম (খৃঃ পূঃ ৪ থেকে ৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।)
খ. লূক লিখিত ৩ঃ১ পদে।

৩. হেরোদ এন্টিপাস।
ক. গালীলের টেট্রাস্র এবং পিরিয়া (খৃঃপূঃ ৪ থেকে ৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।)
খ. মথি ১৪ঃ১- ১২; মার্ক ৬ঃ১৪,২৯; লূক ৩ঃ১৯; ৯ঃ৭- ৯; ১৩ঃ৩১; ২৩ঃ৬- ১২,১৫; কার্যাবলী ৪ঃ২৭; ১৩ঃ১ পদে লেখা আছে।

৪. আখিলাস, ইতনার্শস হেরোদ
ক. যিহুদিয়া, সমরিয়া, এবং ইদুনিয়ার শাসনকর্ক্তা (খৃঃপূঃ ৪ থেকে ৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত।)

খ. মথি ২:২২ পদে লেখা আছে

৫.এরিষ্টোবুলাস (মরিয়মনীর পুত্র)
ক. ১ম হেরোদ আগ্রিপ্পার পিতা বলে উল্লিখিত আছে
(১) যীহুদা দেশের রাজা (৩৭- ৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত)
(২) কার্য্যাবলী ১২:১- ২৪; ২৩:৩৫ পদে উল্লিখিত আছে
(ক) তার পুত্র ছিল ২য় হেরোদ আগ্রিপ্প।
- উল্টরাঞ্চলের টেট্রাচ (৫০- ৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত)
(খ) তার কন্যা ছিল বার্ণিশ
- তার ভ্রাতার স্ত্রী
- কার্যাবলী ২৫:১৩- ২৬:৩২
(গ) তার কন্যা ছিল দ্রুসিল্লা
- ফেলিস্কের স্ত্রী
- কার্যাবলী ২৪:২৪

শব্দ ও বাক্যাংশ গঠন

এন এ এস বি (হাল নাগাদকৃত) মূল পাঠঃ ২:১- ৬
১হেরোদ রাজার সময়ে যিহুয়িার বৈৎলেহেমে যীশুর জন্ম হইলে পর, দেখ, পূর্বদেশ হইতে কয়েকজন পন্ডিত যিরুশালেমে আসিয়া কহিলেন, যিহুদীদের ২যে রাজা জান্মিয়াছেন, তিনি কোথায়? কারন আমরা পূর্ব দেশে তাহার তারা দেখিয়াছি, ও তাহাকে প্রণাম করিতে আসিয়াছি। ৩এই কথা শুনিয়া হেরোদ রাজা উদ্বিগ্ন হইলেন, ও তাহার সহিত যিরুশালেম'ও উদ্বিগ্ন হইল। ৪আর তিনি সমস্ত প্রধান যাজক ও লোক সাধারনের অধ্যাপক গনকে একত্র করিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, খ্রীষ্ট কোথায় জন্মিবেন? ৫তাহারা তাকে বলিলেন, "যিহুদিয়ার বৈৎলেহেমে, কেননা ভাববাদী দ্বারা ঐরুপ লিখিত হইয়াছে,
৬'এবং তুমি, হে যিহুদা দেশের বৈৎলেহেম,
তুমি যিহুদিয়ার অধ্যক্ষদের মধ্যে কোন মতে ক্ষুদ্র নও;
কারন তোমা হইতে সেই অধ্যক্ষ উৎপন হইবেন
যিনি আমার প্রজা ইস্রায়েলকে পালন করিবেন'।"

২:১ "বেথলেহেম" নামটির অর্থ ছিল "আহারের গৃহ" এটি বোয়াজের জন্মস্থান ছিল এবং পওে রাজা দায়ূদেও (তুলনা রূত১: ১ এবং ৪:১৮- ২২)। এটি ছিল যিরুশালেম থেকে ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত প্রায় ৩০০ লোকের ছোট একটি কৃষি ভিত্তিক গ্রাম।

- "যিহুদার" গালীল সাগরের নিকটবর্ত্তী অন্য একটি শহর, নাম বেথলেহেম, জেবুলনের উপজাতীয় এলাকায় অবস্থিত ছিল।

- "হেরোদ রাজা" রোমীয়দের দ্বারা প্রঠিষ্টিত বিখ্যাত হেরোদ ছিলেন একজন ঈর্ষ্যাপরায়ন, ভ্রমগ্রস্থ একজন ইদোমীয় রাজা। একজন অযীহুদী রাজত্ব করার জন্র যেসব যিহুদীদের মেজাজ বিগরে গিয়েছিল তাদেও সন্তুষ্ট করার জন্য তিনি দ্বিতীয় মন্দিরের পরিবর্ধন করেছিলেন। তিনি খৃষ্টপূর্ব ৪ অব্দে মৃত্যুবরন করেন; সে জন্য যীশু অবশ্যই তার পূর্বে জন্ম গ্রহন করেছিলেন ৬- ৪ খৃষ্ট পূর্ব অব্দের কোন এক সময়ে।

২:১

এন, এ, এস, বি "পন্ডিত"
এন, কে, জে, ভি, এন,, আর এস, ভি, জে, বি "পন্ডিত গণ"
টি, ই, ভি. "লোক সকল যারা তারকা সকলের বিষয় গবেষনা করেছিল"

এ ধরনের জ্ঞানী ব্যাক্তি সম্ভবত মিদিয়ন দেশে জন্ম নিয়েছিলেন, কিন্তু সমস্ত মেসোপটেমিয়া ব্যাপি জ্ঞানী,পন্ডিত, পরামর্শদাতা, এবং জ্যোতির্বিদের বলেই সুপরিচিত ছিলেন। তারা কখনো কখনো বাবিলনীয় সাহিত্যে কলদীয়গন বলে উল্লিখিত ছিলেন (তুলনা দানিয়েল ২:২- ১৩ পদ)।
এ মূল পাঠে যাদের যাদের উল্লেখ করা হয়েছে সম্ভবতঃ তারা পারস্য দেশীয় জুরাষ্ট্রীয় ছিলেন না, কিন্তু তারা দানিয়েলের ন্যায় যিহুদী নির্বাসিত ব্যাক্তি'ও হতে পারেন।এটি উল্লেখযোগ্য যে, যিহুদীদের কাছে লিখতে গিয়ে পূর্বদেশ থেকে আগত পন্ডিতদের গল্পের অবতারনা করেছেন, অন্য পক্ষে লূক গালাতীয়দের কাছে লিখতে গিয়ে যিহুদী রাখালদের গল্প সংযুক্ত করেছেন।

"পূর্বদেশ হইতে" পরস্পরাগত প্রথা নির্ণয় করতে চেষ্টা করে কোথা থেকে এসেছিল তারা কতজন ছিল, আর'ও তাদের জাতি এবং সামাজিক অবস্থান কিন্তু বাইবেল এ গুরুপূর্ণ বিষয়ে নীরব।

২:২"যিহুদীদের রাজা" এটি ছিল বিখ্যাত হেরোদের উপাধি। তা ছিল একই উপাধি যা যীশুর ক্রুশের উপর স্থাপন করা হয়েছিল (তুলনা মথি ২৭:৩৭) এটি মোশীয়ের বিষয় উল্লেখের একটি প্রথা ছিল (তুলনা ১ সমূয়েল ৮:৭; গীত ১০:১৬; ২৯:১০; ৯৮:৬)।

এন, এ, এস, বি, এন, কে, জে, ভি "আমরা পূর্বদেশে তাঁহার তারা দেখিয়াছি "
এন, আর, এস, ভি "আমরা উষা লগ্নে তাঁহার তারা দেখিয়াছি"
টি, ই, ভি "যখন পূর্ব দেশে উদয় হইয়াছে তখআমরা তাঁহার তারা দেখিয়াছি"
জে ভি "যখন উদিত হইয়াছে তখন আমরা তাঁহার তারা দেখিয়াছি"

এটি আক্ষরিক ভাবে "সূর্য্যের উদয় হইতে" এর অর্থ হতে পারতোঃ
(১) "যখন আমরা পূর্বদেশে ছিলেন তখন তাঁহার তারাটি দেখিয়াছিলাম" অথবা (২) "আমরা তাঁহার তারা দেখিয়াছিলাম যখন তাহা রাত্রিতে আকাশে উদিত হইয়াছিল" এর অর্থ এ হতে পারে না, তা পূর্ব দেশে উদিত হয়েছিল কারন তারাটি তাদের ভূল দিকে পরিচালিত করতে পারতো, যদি তা পূর্ব দিকে উদিত না'ও হয়ে থাকে কিন্তু সেটি আকাশের পশ্চিমাংশের দিগে অগ্রসর হয়েছিল। প্রাচীন পৃথিবী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের জন্ম বা তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা উদ্ভবের সঙ্গে আকাশের জ্যোতিষ্কের ঘটনাবলীর সাথে সম্পর্ক নির্নয় করতো। ঈশ্বর তাদের কাছে এমন ভাবে প্রকাশ করতেন যে তারা তা বুঝতে পারতেন। এ অর্থে তাঁরা যিহুদী মোশিয়কে অনুসন্ধান করতেন এবং খুঁজে পেতে পৃথিবীর

প্রতিনিধিত্ব করতেন। এ "তারা" টির গননা পুস্তক ২৪:১৭ পদে ভাববানীর সঙ্গে সম্পর্ক থাকতে পারে। "আমি তাহাকে দেখিব, কিন্তু এক্ষনে নয়, তাহাকে দর্শন করিব কিন্তু নিকটে নয়; যাকোব হইতে এক তারা উদিত হইবে, ইস্রায়েল হইতে রাজদন্ড উঠিবে"

২:৩ "তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন ও তাঁহার সহিত সমুদয় যিরুশালেম' ও উদ্বিগ্ন হইল"
বিখ্যাত হেরোদ এতই নিষ্ঠুর ছিল যে তার সম্বন্ধে) ভবিষ্যত কিছু ধারনা করা যেত না বা ভবিষ্যত বানী করা যেত না যে, যখন তিনি রাগান্বিত হতেন তখন সকলেই ভীত হয়ে পড়তো। তার নিষ্ঠুরতার উল্লেখ যোগ্য উদাহরন ছিল যে, যখন তিনি মৃত্যুর নিকটবর্ত্তী হলেন তখন তিনি সন্ধিগ্ন হয়ে উঠলেন যে, কেউই তার মৃত্যু,তে শোক প্রকাশ করবে না, সুতরাং অনেক ফরিশীকেই জেলে পাঠালেন, তার মৃত্যুও পর যাদের ক্রুশে দেওয়ার কথা ছিল। এতে তার মৃত্যুতে একটি শোক দিবস হবে বলে নিশ্চিত মনে করেছিলেন। হুকুমটি বাস্তবায়িত হয়নি কিন্তু তা তার চরিত্রের একটি দৃষ্টান্ত দেয়।

২:৪ " সমস্ত প্রধান যাজকগন ও লোক সাধারনের অধ্যাপকগন" এটি সানহেদ্রিন মহাসভা, যিহুদীজাতির উচ্চতম বিচার এবং ধর্মীয় কোর্ট আদালত যা যীরুশালেম অঞ্চলের৭০ জন নেতা নিয়ে গঠিত তার কথা উল্লেখ করে, প্রধান যাজক তা পরিচাল না করতেন, যা এসময়ে পদটি রোমীয় কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অর্জন করে নিতে হতো।

সানহেদ্রিম মহা সভা সাধারণ ভাবে (সচরাচর) কতিপয় শব্দ গুচ্ছের দ্বারা "মহান পুরোহিত, অধ্যক্ষগণ এবং প্রাচীর বর্গ (তুলনা ২৬:৫৭;২৭:৪১, মার্ক ১১:২৭;১৪:৪৩,৫৩, কার্যাবলী ৪:৫) বলে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।
হেরোদ অনেক বছর পূর্বে যিরুশালেমের নেতৃবর্গের মধ্য থেকে অনেকেই গ্রেফতার করেছিলেন এবং পরবর্তীতে হত্যা করেছিলেন সুতরাং এটি অনিশ্চিত যে তা আনুষ্ঠানিক কর্ত্তৃক প্রসুত সানহেদ্রিম মহাসভা সম্বন্ধে উল্লেখ কিনা।
"তিনি তাহাদের কাছে জিজ্ঞাসা করেছিলেন" এটি একটি অসম্পূর্ণ ক্রিয়ার কালঃ অর্থ হচ্ছে (১) তিনি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করলেন অথবা (২) তিনি জিজ্ঞাসা শুরু করেছিলেন।
২.৬ এটি মিখার একটি পরোক্ষ উল্লেখ। মীখা ৫:২ এটি মাসোরেটিক মূল গ্রন্থ বা সেপ্টুয়াজিন্ট থেকে সঠিক উদ্বৃতি নয়। এ বিশেষ ভাববাণীটি বাইবেলের অনুপ্রাণনার একটি জোরালো সাক্ষ্য বহন করে। মীখা খ্রীষ্ট জন্মের আনুমানিক ৭৫০ বছর পূর্বে মীখা লিখেছিলেন তথাটি ও তিনি একটি ক্ষুদ্র গ্রামের বিষয় ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন যেখানে মোশীহের জন্ম হবে।
"যিনি আমার ইসরাইল গণকে চরাইবেন" এ লাইনটি ২য় শমূয়েল ৫:২পদ থেকে যোগ করা হয়েছে।

এন, এ, এস, বি (হালনাগাদ কৃত) মূল গ্রন্থ ২:৭- ১২।
তখন হেরোদ সেই পন্ডিতগণকে গোপনে ডাকিলেন, ঐ তারা কোন সময়ে দেখা গিয়েছিল, তাহা তাহদের নিকট হইতে বিশেষ করিয়া জানিয়া লইলেন । তাহা তাহাদের নিকট হইতে বিশেষ করিয়া জানিয়া লইলেন। পরে তিনি তাহাদিগকে বৈৎলেহমে পাঠাইয়া দিয়া কহিলেন, তোমরা গিয়া বিশেষ করিয়া সেই শিশুর অন্বেষণ কর; দেখা পাইলে আমাকে সংবাদ দিও, যেন আমিও গিয়া তাঁহাকে প্রনাম করিতে পারি। রাজার কথা শুনিয়া তাহারা প্রস্থান করিলেন। আর দেখ পূর্ব দেশে তাহারা যে তারা দেখিয়াছিলেন, তাহা তাহাদের অগ্রে অগ্রে চলিল, শেষে যেখানে শিশুটি ছিলেন, তাহারা উপরে আসিয়া স্থগিত হইয়া রহিল। তারাটি দেখিতে পাইয়া তাহারা মহানন্দে অতিশয় আনন্দিত হইলেন। পরে তাহারা গৃহ মধ্যে গিয়া শিশুটিকে তাহার মাতা মরিয়মের সহিত দেখিতে পাইলেন ও ভুমিষ্ঠ হইয়া তাহাকে প্রণাম করিলেন এবং অপনাদের ধনকোষ খুলিয়া তাহাকে স্বর্ণ, কুন্দুরু, গন্ধরস উপহার দিলেন। পরে তাহারা যেন হেরোদের নিকটে ফিরিয়া না যান, স্বপ্নে এই আদেশ পাইয়া অন্য পথ দিয়া আপনাদের দেশে চলিয়া গেলেন।

২:৭
এন, এ, এস, বি "ঐ তারা কোন সময়ে দেখা গিয়েছিল, তাহা তাঁহাদের নিকট হইতে বিশেষ করিয়া জানিয়া লইলেন"
এন, কে, জে, ভি "ঐ তারা কোন সময়ে দেখা গিয়েছিল, তাহা তাঁহাদের নিকট হইতে জানিয়া লও"
এন আর এস ভি "ঐ তারা ঠিক কোন সময়ে দেখা গিয়াছিল, তাহা তাঁহাদের নিকট হইতে জানিয়া লইলেন"
টি, ই, ভি "এবং ঐ তারা ঠিক কোন সময়ে দেখা গিয়েছিল, তাহা তাঁহাদের নিকট হইতে জানিয়া লইলেন"
জে বি "ঐ তারা ঠিক কখন সময়ে দেখা গিয়াছিল, তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে (তাহা) জানিয়া লইলেন" ।

হেরোদ শিশুটির বয়সের ব্যাপারে আগ্রাহান্বিত ছিলেন। যেহেতু পন্ডিত গনের পক্ষে পারস্য থেকে যেতে অনেক মাস লেগেছিল, সে সময়ের মধ্যে যীশু নুন্যপক্ষে এক বা দুই বৎসর বয়স্ক হয়ে থাকবেন।
২:৯
এন, এ, এস, বি পূর্ব দেশে তাহারা যে তারা দেখিয়াছিলেন, তাহা তাহাদের অগ্রে অগ্রে চলিল, শেষে যেখানে শিশুটি ছিলেন তাহার উপন আসিয়া স্থগিত হইয়া রহিল।
এন, কে, জে, ভি পূর্ব দেশে তাহারা যে তারা দেখিয়াছিলেন, তাহা তাহাদের অগ্রে অগ্রে চলিল, যে পর্যন্ত না তাহা যেখানে ছোট শিশুটি ছিলেন তাহার উপরে স্থগিত হইয়া রহিল।
এন, আর, এস, ভি এবং সে তারাটি তাহারা উঠিতে দেখিয়াছিলেন তাহা তাহাদের অগ্রে অগ্রে চলিল, যে পর্যন্ত না যেখানে শিশুটি শয়ান ছিল সেখানে থামিল।
জে, বি যে তারাটি তাহারা উঠিতে দেখিয়াছিল সে তারাটি তাহাদের অগ্রে অগ্রে ছিল, তাহা সন্মুখের দিকে অগ্রসর হইল এবং যেখানে শিশুটি শয়ান ছিল সেখানে থামিল।

অনুমান সমূহ এবং বিষয় সমূহ অনুবাদকে সীমাবদ্ধ করে। আমি অলৌকিক বিষয় বিশ্বাস করি, যদিও আমি সর্বদা তা কেন বা কেমন করে ঘটে তা ব্যাখ্যা করতে পারিনা। তারাটি অগ্রসর হল এবং থেমে গেল। এটা অবশ্যই তত লক্ষনীয় দৃশ্য ছিল না যে অন্যেরা তা দেখতে বা তার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিল । রাত্রের আকাশে যা প্রত্যাশা করা যেত তদদ্বিষয়ে এস্বসব লোকজন প্রশিক্ষন প্রাপ্ত ছিল । এ দৃশ্যটি আদর্শ রীতির মানদন্ডের সাথে খাপ খায়নি। সে জন্য এটি সম্পুর্ন একটি প্রাকৃতিক দৃশ্যছিল না । এ প্রাকৃতিক এবং অতি প্রাকৃতিক মিশ্রণটি মিশরের উপর প্লেগের (মহামারীর) তুল্য।

২:১১ "গৃহটি" স্পষ্টত জন্ম সময় থেকে কিছুকাল (দুই বছর পর্যন্ত) অতিবাহিত হয়ে থাকবে। যোষেফ, মরিয়ম এবং যীশু একটি ঘরে বাস করে আসছিলেন, যা একটি আস্তাবল বা গুহা ছিল না।

- শিশুটি এখানে ব্যবহৃত গ্রীক শব্দটি একেবারে কচি শিশু বুঝাতে ব্যবহৃত হয়নি কিন্তু তা এক পা দুই পা হাটতে পারে এমন শিশুকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে। রাখালদের দর্শন এবং পন্ডিত গণের দর্শনের মধ্যে একটি দীর্ঘ কাল ব্যবধান ছিল।
- "স্বর্ণ, কুন্দুরু এবং গন্ধরস" যেহেতু তিনটি উপহার দেওয়া হয়েছিল পরম্পরাগত মতবাদ নিশ্চয় করে ব্যক্ত করছে যে ৩ জন পন্ডিতই ছিল। টারটুলিয়ান এমনকি এতদুর পর্যন্ত জোর দিয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন, যেমন থিষলঃ ৩০ঃ৩ বা ৪৯ঃ২৩ পদে উল্লিখিত আছে, তদনুসারে তারা ছিলেন সব রাজা। উপহার সমূহের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেক প্রচেষ্ঠা চালানো হয়েছে কিন্তু যা নিশ্চিত ভাবে জানা গেছে তা হলো এসব উপহার ছিল ব্যয় বহুল এবং সেসব রাজ পরিবারের লোকেরাই ব্যবহার করতো। ২:১২ "স্বপ্নে এই আদেশ পাইয়া" ঈশ্বর এসব পন্ডিতগণের কাছে কথা বলেছিলেন, যেমন তিনি স্বপ্নে যোষেফের কাছে তার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। (তুলনা ১:১৩,১৯) তারা ছিলেন আধ্যাতিক অনুভূতি সম্পন মনুষ।

এন, এ, এস, বি (হাল নাগাদ কৃত) মূল পাঠ্যঃ ২:১৩
"তাহারা চলিয়া গেলে পর, দেখ, প্রভুর এক দুত স্বপ্নে যোষেফকে দর্শন দিয়া কহিলেন, উঠ, শিশুটিকে ও তাহার মাতাকে লইয়া মিসরে পলায়ন কর; আর যতদিন তোমাকে না বলি, তত দিন সেখানে থাক; কেননা হেরোদ শিশুটিকে বধ করিবার জন্য তাহার অনুসন্ধান করিবে।

২:১৩ "প্রভুর এক দূত" ১:২০ তে দেখুন।

- "হেরোদ শিশুটিকে বধ করিবার জন্য তাহার অনুসন্ধান করিবে" মূর্খতা ঈশ্বরের ইচ্ছায় বাঁধা দেওয়ার প্রচেষ্টায় স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

বিশেষ আলোচ্যবিষয় ধ্বংশ/ বধ (এ্যাপোল্যুমি)।
এ শব্দটির একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র রয়েছে, যা শেষ বিচার বনাম ধ্বংস/ বিনাশের ধর্মতাত্ত্বিক ধরন সমূহের বেলায় বড় গোলমেলে অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এ্যাপো যুক্ত এল্যুমি থেকে আগত শব্দ দুইটির মূল আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে ধ্বংস করা বা বিনাশ করা। সমস্যাটি এসেছে এ শব্দটির আলংকারিক ব্যবহার থেকে। এটা Louwand Nida's Greek –English Lexicon of the New Testament, Based on Semanti Domains, Vol.2P.30 তে স্পষ্ট দেখা যায়। এ শব্দটি কতিপয় অর্থ প্রকাশ করে।

1. বিনাশ (মথি ১০:২৮, লুক ৫:৩৭, যোহন ১০:১০,১৭:১২ কার্য ৫:৩৭ রোমিয় ৯:২২ ভলুম ১, পৃষ্ঠা ঃ ৫৬৬)

২. পেতে ব্যর্থ হলো (মথি ১০:৪২, ভল্যুম ১, পৃষ্ঠা ঃ ৫৬৬)
3. হারানো (তুলনা লূক ১৫ঃ৮, ভল্যুম ১, পৃষ্ঠা ঃ ৫৬৬)

৪.স্থান সম্বন্ধে অজানা (তুলনা লূক ১৫:৪ ভল্যুম ১পৃষ্ঠা ৩৩০)
৫.মরন (প্রান হারানো) (সি এক্স. মথি ১০:৩৯ ভল্যুম ১পৃষ্ঠা ২৬৬)
এববযধৎফশরঃঃবষ তাঁর ঞযবড়ষড়মরপধষ উরপঃরড়হধৎু ড়ভ ঃযব ঘবি ঞবংঃধসবহঃ ঠড়ষ. ১ চ. ৩৯৪ তে চারটি অর্থ তালিকা ভুক্ত করে (শব্দের) ভিন ভিন প্রকার ব্যবহার পুংখানুপংখরুপে বর্ননা করতে চেষ্টা করেছেন।
১. বিন্যাস বা হত্যা করা (তুলনা মথি ২:১৩; ২৭:২০; মার্ক ৩:৬; ৯:২২; লূক ৬:৯; ১ করি ১:১৯)
২. হারানো বা হারানো থেকে ভোগান্তি (তুলনা মার্ক ৯:৪১; লূক ১৫:৪,৮)
৩. বিনষ্ট করা (তুলনা মথি ২৬:৫২; মার্ক ৪:৩৮; লূক ১১:৫১; ১৩:৩,৫,৩৩; ১৫:১৭; যোহন ৬:১২,২৭; ১ করি ১০:৯- ১০)
৪. নষ্ট হওয়া (তুলনা মথি ৫:২৯- ৩০; মার্ক ২:২২; লূক ১৫:৪,৬,২৪,৩২; ২১:১৮; কার্য্যাবলী ২৭:৩৪)
কীটেল তারপর বলেনঃ
“সাধারন ভাবে আমরা বলতে পারি যে ২নং এবং ৪নং এতে যেসব ভিক্তি স্বরূপ বর্ণনা করা রয়েছে তা ঐ পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, অপরপক্ষে ১নং এবং ৩নং এতে যেসব ভিক্তি স্বরূপ রয়েছে পরবর্তী পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্কক্ত যেমনটি পৌলে (তার পত্রে) এবং এবং যোহনে (তার লিখিত সুসমাচারে) আছে (পৃঃ ৩৯৪)।
এখানেই বিশৃংখল বা গোলমাল অবস্থা বিরাজ করছে। শব্দটির এরুপ বিস্তৃত সিমানটিক ব্যবহার রয়েছে যে বিভিন নতুন নিয়মের গ্রন্থকার এটি বিভিন ব্যবহার করেছে।আমি রবার্ট বি, গার্ডেলষ্টোনকে জড়নবৎঃ ই. এরৎফষবংঃড়হব পছন্দ করি তাঁর, ঝুহড়হুসং ড়ভ ঃযব ঙষফ ঞবংঃধসবহঃ, চচ. ২৭৫- ২৭৭ এর অন্তর্গত অবদানের জন্য । তিনি শব্দটি ঐ সব লোকদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করছে যা’ বা নৈতিকভাবে ধ্বংস হয়ে গেছেন এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে চুরান্ত ভাবে বিছিন হয়ে যেতে অপেক্ষামান বনাম ঐ সব মানুষ যা খ্রিষ্টকে জানে এবং তাঁতে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হয়েছে। পরবর্ত্তী দলটি রক্ষা “পেয়েছে” অন্য পক্ষে পূর্বেও দলটি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছে। আমি ব্যাক্তিগত ভাবে মনে করিনা যে এ শব্দটি সম্পূর্ন ধ্বংস সাধন করে বলে নির্দ্দেশ করে। অনন্ত (উঃবৎহধষ) শব্দটি চুরান্ত শান্তি এবং অনন্ত জীবন উভয়ই বুঝতে ব্যবহৃত হয়, মথি ২৫:৪৬ এ আছে। কার’ও মূল্য কমতি করার অর্থ উভয়েরই মূল্যর অবনাত করা।

এন, এ, এস, বি (হালনাগাদ পর্য্যন্ত সংশোধিত) মূল পাঠ্যঃ ২:১৪- ১৫
“তখন যোষেফ উঠিয়া রাত্রি যোগে শিশুটিকি ও তাহার মাতাকে লইয়া মিশরে চলিয়া গেলেন এবং হেরোদের মৃত্যু পর্য্যন্ত সেখানে থাকিলেন। যেন ভাববাদী দ্বারা প্রভুর এই বচন পূর্ণ হয়, “আমি মিশর হইতে আপন পুত্রকে ডাকিয়া আনিলাম”

২:১৫ “ধামি মিশর হইতে আপন পুত্রকে ডাকিয়া আনিলাম”
হোশেয় ১১:১ পদই হচেছে ঐ ভাববাদী মূলক উদৃতির উৎস। পুরাতন নিয়মে “পুত্র বলা হয়েছে ইসরাইল রাজাকে অথবা মোশীহকে । “পুত্রগণ বহুবচনটি সচরাচর দূতগণের উপওে আরোপিত হয়ে থাকে। হোশেয় ১১:১ পদটি স্পষ্টই যাত্রা পুস্তকে উপরে আরোপিত হয়েছে। এটি “পুত্র”

শব্দটির উপরে একটি ছিল, যা মূলত ইস্রাইলের উপর আরোপ করেছে।মথি একাই এ ঘটনা লিখেছেন।সুসমাচার সমূহ থেকে একটি বংশানুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত করা অসম্ভব।
যীশুর জীবনের মিশর ছিল বিশাল ইহুদী সমাজের আবাস স্থল।

> এন, এ, এস, বি (হলনাগাদ পর্যন্ত শংশোধিত) ২:১৬- ১৮।
> ১৬ পরে হেরোদ যখন দেখিলেন যে, তিনি পন্ডিততগণ কর্তৃক তুচ্ছীকৃত হইয়াছেন, তখন মহাক্রুদ্ধ হইলেন এবং সেই পন্ডিতদের নিকটে বিশেষ করিয়া সে সময় জানিয়া লইয়া ছিলেন, তদনুসাওে দুই বৎসর ও তাহার অল্প বয়সের মত বালক বৈৎলেহম ও তাহার সমস্ত পরিসীমার মধ্যে ছিল, লোক পাঠাইয়া সেই সকলকে বধ করাইলেন। ১৭ কখন যিরমেয় ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হইল,
> ১৮ রামার শব্দ শুনা যাইতেছে,
> হাহাকার ও অত্যন্ত রোদন,
> চাহেল আপন সন্তানদের জন্য রোদন করিতেছেন,
> স্বান্তনা পাইতে চান না, কেননা তাহারা নাই

২:১৬ ‘‘দুই বৎসর ও তাহার অল্প বয়সের যত বালক ছিল ----সেই সকলকে বধ করাইলেন’’ বৈৎলেহম ছিল একটি লোট গ্রাম, এজন্যই সম্ভবত ইত মধ্যে অল্প সংখ্যক শিশুই সংশ্লিষ্ট ছিল। শব্দ গুচ্ছটি ‘‘দুই বৎসর ও তাহার অল্প বয়সের ’’ শব্দ গুচ্ছটি। বাক্যাংশটি পন্ডিতদের দর্শনের সময় যীশুর টলটলীয়মান ভাবে হেঁটে বেড়ানোর বয়সের কথা দৃঢ় ভাবে প্রকাশ করে, একেবারে অত্যন্ত ছোট শিশুর কথা নয়।
২:১৮ ‘‘রামা’’ এটি যিরমিয় ৩১:১৫ পদ থেকে একটি উদ্বৃতি, কিন্তু তা আদি ৪৮:৭ এর সঙ্গে সম্পর্কিত। যোষেফের মাতা রাহেল উত্তরাঞ্চলের দশটি উপজাতির সঙ্গে জড়িত ছিল, অন্য পক্ষে অপর পুত্র, বেঞ্জামিন, যিহুদার সঙ্গে জড়িত ছিল। এতে একজন মাতাই ইস্রায়েলের অব্দে রামা নগরী ছিল আশিরীয়ার দুই সারগনের অন্তর্গত উত্তরাঞ্চলের দশটি নির্বাসিত উপজাতি জড়ো করার একটি ক্ষুদ্রতম স্থান। প্রতিক হিসাবে রাহেল পুত্রগণ হারানোর জন্য বিলাপ করছে।

> এন, এ, এস, বি (হলনাগাদ পর্যন্ত শংশোধিত) মূল পাঠ্য ২:১৯- ২৩
> ১৯ হেরোদের মৃত্যু হইলে পর, দেখ, প্রভুর এক দূত মিসরে যোষেফকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া কহিলেন, ২০ উঠ, শিশুটিকে ও তাহার মাতাকে লইয়া ইস্রায়েল দেশে যাও; কারন যাহারা শিশুটির প্রান নাসের চেষ্টা করিয়া ছিল, তাহারা মরিয়া গিয়াছে। ২১তাহাতে তিনি উঠিয়া শিশুটিকে ও তাহার মাতাকে লইয়া ইস্রায়েল দেশে আসিলেন। ২২কিন্তু যখন তিনি শুনিতে পাইলেন যে, আর্খিলায় নিজ পিতা হেরোদের পক্ষে রাজত্ব করিতেছেন, তখন সেখানে যাইতে ভীত হইলেন; পরে স্বপ্নে আদেশ পাইয়া গালীল প্রদেশে চলিয়া গেলেন, ২৩এবং নাসারৎ নামক নগরে গিয়া বসতি করিলেন; যেন ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ন হয় যে, তিনি নাসরতীয় বলিয়া আখ্যাত হইবেন।’’

২:১৯ প্রভুর এক দূত ১:২০ তে দেখুন।
২:২২ আর্খিলায় ছিলেন হেরোদ পরিবারের আর একজন নিষ্ঠুর সদস্য যাকে যোষেফ বিশ্বাস করতেন না। তিনি খ্রীঃ পূর্ব ৪- ৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কিখ্যাত হেরোদের দক্ষিণাংশ (যিহুদা, সমরীয়া এবং

ইদুমিয়া) এর উপরে রাজস্ব করেছিলেন, যখন রোমীয়গণ তার নিষ্ঠুরতার কারণে তাকে নির্বাসন দিয়েছিলেন।

২:২৩

এন, এ, এস, বি, এন, কে, জে, ভি "তাকে নাসরতীয় বলা যাইবে"

এন, আর, এস, বি "তাকে নাসরতীয় বলা যাইবে"

টি, ই, ভি, জে, বি "তাকে নাসরতীয় বলা যাইবে"

যে মাটিতে যীশু বেড়ে উঠেছিলেন তাকে নাসারত বলা হতো। এ বিষয় পুরাতন নিয়মে, তালমুডে বা যোসেফুসে উল্লেখ নেই। সেটি জন হীরাকানাস এর সময় পর্যন্ত (হাসমোনেন), যিনি খ্রীঃ পূর্ব ১৩৪- ১০৪ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন তা তখন পর্যন্ত ও স্পষ্ট ভাবে মিমাংসিত হয়নি।

এ গ্রাম থেকে আগত যোষেফ ও মেরীর উপস্থিতি একটি ঈঙ্গিত বহণ করে যে, দায়ূদের বংশের একটি গোষ্ঠি এখানে বসতি স্থাপন করেছিল।

ইসারত ও মশিয় নাম দুটির পদবি শাখার মধ্যে শব্দের ব্যুৎপত্তি সংক্রান্ত একটি সংযোগ থাকতে পারে (তুলনা ইসা ১১:১,যিরমিয় ২৩:৫; ৩৩:১৫, সখরিয় ৩:৮; ৬:১২, প্রকাশিত বাক্য ৫:৫; ২২:১৬) ইসারত (Nazareth) এবং মোশীয় নামক শব্দ দুটির পদবী শাখার মধ্যে ব্যুৎপত্তি সংক্রান্ত সম্বন্ধ থাকতে পারে যা হচ্ছে হিব্রু ভাষার নসটার (Nester) (যিশাইয় ১১:১, যিরমিয় ২৩:৫,৩৩:১৫, সখরিয় ৩:৮,৬:১২, প্রকাশিত বাক্য ৫:৫,২২:১৬)

স্পষ্টত এটি একটি নিন্দার ভাষা ছিল কারণ স্থানটি ছিল জিরুশালেম থেকে অনেক দূরে বিজাতীয় এলাকায় অবস্থিত। (তুলনা যোহন ১ঃ৪৬ এবং কার্যাবলী ২৪ঃ৫, এমন কি যদিও এটি একটি ভাববানী ছিল সি, এফ যিশাইয় ৯:১) এ কারনেই হয়তো ক্রুশে যীশুর মাথার উপওে নাসরতীয় যীশু, "যীহুদীদের রাজা" কথা গুলো সংযুক্ত করা হয়েছিল।

Wবশেষ আলোচ্য বিষয়ঃ নাসরতীয় যীশু।

ইতুন নিয়মে কতিপয় গ্রীক শ্বদ আছে যা সংক্ষেপে যীশুর নাম করণ করতে বা বর্ণনা করতে ব্যবহার করা হয়েছে।

(ক) এন টি শব্দ সমূহ।

1. নাসারত- গালীলের নগর (তুলনা লূক ১:২৬,২:৪,৩৯,৫১,৪:১৬ কার্যাবলী ১০:৩৮) এ নগরটির নাম সমসাময়িক উৎস সমূহে উল্লিখিত হয়নি কিন্তু পরবর্ত্তী কালে পদকে লিখিত পাওয়া গেছে। কারণ যীশুর পক্ষে নাসরতীয় যীশু কথাটি সম্মান জনক ছিল না (তুলনা যোহন ১:৪৬) যীশুর ক্রুশের উপরের এ নির্দেশনাটি যা এস্থানের নামের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছিল সেটি ছিল যীহুদীদের পক্ষে অবমাননা কর।
2. নাজারেয়স (Nazaraios) শব্দটি মনে হয় একটি ভৌগলিক স্থানের বিষয় বলছে (তুলনা লূক ৪:৩৪:২৪:১৯)

   নাজারেয়স- অর্থ একটি সগরের কথাও বলে থাকতে পারে, তা হিব্রু মেছেইনিক (Messainic) শব্দ শাখার রুপের একটি শ্লেষও হতে পারতো (ঘবুঃবৎ, তুলনা যিশাইয় ৪:২:১১:১:১:৫৩:২; যিরমিয় ২৩:৫:৩৩:১৫; সখরিয় ৩:৮:৬:১২) লূক যীশুর বিষয়ে ১৮:৩৭ পদে এগুলো ব্যবহার কওেছে এবয় তা কার্যাবলী ২:২২;৩:৬;৪:১০;৬:১৪;২২:৮;২৪:৫;২৬:৯ পদেও আছে।

(খ) এ উপাধির অন্য ঐতিহাসিক ব্যবহার সমূহ আছে।

1. এটি একটি যিহুদীয় (প্রাক- খ্রীষ্টিয়ান) প্রচলীত ধর্মের বিরুদ্ধবাদী দলকে চিহ্নিত করে।

২. এটি খ্রীষ্টে বিশ্বাসী যিহুদী চক্র সমূহের বেলায় ব্যবহৃত হয়েছিল।
৩. সিরীয় (অরামীয়) মন্ডলী সমূহের বিশাসীদের চিহ্নিত করতে এটি একটি নিয়মিত পদ ছিল। গ্রীসের মন্ডলীর গুলোর বিশ্বাসীদের চিহ্নিত করতে শব্দটি ব্যবহার করা হতো।
৪. যিরুশালেমের পতনের কিছু সময় পর ফরিশীগণ বুঝতে পারলো এবং সমাজ গৃহ এবং মন্ডলীর মধ্যে একটি রীতি সিদ্ধ বিচ্ছেদ উৎসাহিত করলো। খ্রীষ্টীয়ানদের বিরুদ্ধে এক ধরনের গির্জার সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত করার উদাহরণ দি এনটিন বেনিডিকশনের বেরাকত ২৮ বি- ২৯ এ তে পাওয়া যায় যা বিশ্বাসীগণকে ‘‘নাজারীনস’’ বলে। ‘‘নাজারীনস এবং প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধ বাদীরা মুহুর্ক্তে বিলুপ্ত হোক, তারা জীবন পুস্তক থেকে মুছে যাবে এবং বিশ্বাসীদের সাথে লিখিত হবে না’’

সি. গ্রন্থকারের মতামত।

আমি শব্দের এত সব বানান দেখে বিস্ময় হয়েছি যদিও আমি জানি, এটি পুরাতন নিয়মে শুনা যায়নি এমন নয় যেমন ‘‘যিহোশুয়ো’’ কথাটি কয়েক বারই হিব্রুতে বিভিন বানানে আছে। তথাপিও আমি এসব কারণে (১) মেশিয়ানিক পদ ‘‘ব্রাঞ্চ’’ (শাখার) এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ (২) না সূচক শব্দের ব্যক্যকার সঙ্গে একত্রে থাকা (৩) গালীলের নাসারত নগরের সমকালিন সত্যতা যাচাই অতি অল্পই আছে বা একেবারেই নাই এবং (৪) এটি পরলোকতাত্ত্বিক অর্থে শংতানের মুখ থেকে নির্গত হয়েছিল (উদাহরণ ‘‘আপনি কি আমাদিগকে বিনাশ করিতে আসিয়াছেন ?’’ আমি এর সংক্ষিপ্ত অর্থ সম্বন্ধে অনিশ্চিত আছি।

পন্ডিতগণ এ শব্দ গুচ্ছের কোন একজন লেখক বা নিদ্দিষ্ট বিষয়ের গ্রন্থ বা রচনার তালিকা পাঠ করার জন্য কলিন ব্রাউনের (ইডি) New International Dictionary of New Testament Theology ভল্যুম ২, পৃঃ ৩৪৬ দেখুন।

গভীর ভাবে বিচারের প্রশ্ন সমূহ।

এটি হচ্ছে একটি পাঠ নির্দেশক টীকা যার অর্থ হচ্ছে তুমি তোমার বাইবেল অনুবাদের জন্য দায়ী। আমাদের প্রত্যেককেই অবশ্যই নিজস্ব আলোকে বিচরণ করতে হবে। অনুবাদের ক্ষেত্রে তুমি বাইবেলে এবং পবিত্র আত্মা আত্তার প্রাধান্যতা (প্রথম স্থানে অবস্থান) দিতে হবে। তুমি আবশ্যই এটি একজন টিকা কারের উপরে ছেড়ে দেবে না। গুরুত্ব পূর্ণ মূল বিষয় সমূহ সম্বন্ধে চিন্তা করার সাহায্যের জন্য এসব গভীর ভাবে বিচারের প্রশ্ন সমূহ আপনাকে সরবরাহ করা হয়েছে সে সব চিন্ত া উদ্দিপক অর্থে চুরান্ত নয়।

১. পন্ডিতগণ কারা ছিলেন ? তারা কি যিহুদী ছিলেন ?
২. কি প্রকার তারা পন্ডিতগণ অনুসরণ করে চলছিলেন ?
৩. যখন পন্ডিতগণ দেখা করতে এলো তখন যীশুর বয়স কত ছিল ?
৪. একটি অলৌকিক বই হিসাবে বাইবেলের বৈধতার সঙ্গে মীখা ৫:২- ৬ পদ কিভাবে সম্পর্ক প্রকাশ করছে।
৫. পুরাতন নিয়মের উদ্বিতি সব কি প্রসংগ বহির্ভুত বলে মনে হয়, (যদি তা হয় তবে) কেন ?

মথি ৩

আধুনিক অনুবাদের অনুচ্ছেদ বিভাগ।

ইউ, বি, এস	এন, কে, জে, ভি	এন, আর, এস, ভি	টি, ই, ভি	জে, বি
যোহন বাপ্তাইজকের প্রচার। ৩:১- ৬ ৩:৭- ১২ যীশুর বাপ্তিস্ম ৩:১৩- ১৭	যোহন বাপ্তাইজক পথ প্রস্তুত করেন। ৩:১- ১২ যোহন যীশুকে বাপ্তাইজিত করেন ৩:১৩- ১৭	যোহন বাপ্তাইজকের কাজ। ৩:১- ৬ ৩:৭- ১০ ৩:১১- ১২ যীশুর বাপ্তিস্ম ৩:১৩- ১৪	যোহন বাপ্তাইজকের প্রচার। ৩:১- ৩ ৩:৪- ৬ ৩:৭- ১২ যীশুর বাপ্তিস্ম ৩:১৩- ১৪ ৩:১৫এ ৩:১৫বি- ১৭	যোহন বাপ্তাইজকের প্রচার। ৩:১- ১২ যীশু বাপ্তাইজিত ৩:১৩- ১৭

পার্বচক্র তিন

অনুচ্ছেদ সমান্তরালে মূল গ্রন্থকারের অভিপ্রায় অনুস্মরন।

এটি একটি পাঠ নির্দ্দেশক টিকা যার অর্থ হচ্ছে যে, আপনিই আপনার নিজের বাইবেল অনুবাদের জন্য দায়ী। আমাদের প্রত্যেককেই অবশ্যই নিজেদের আলোতে চলতে হবে। অনুবাদের ক্ষেত্রে আপনার, বাইবেলের এবং পবিত্র আত্মার অগ্রগন্যতা বর্তমান। আপনি অবশ্যই তা (দায়িত্ব) টিকাকারের উপরে ছেড়ে দেবেন না বা ন্যাস্ত করবেন না।

অধ্যায়টি একটি অধিবেশনে পড়ে নিন। বিষয় সমূহ চিহ্নিত করুন। আপনি আপনার বিষয় বিভাগসমূহের সাথে উপরের পাচঁটি অনুবাদের সঙ্গে তুলনা করুন। অনুচ্ছেদ বিন্যস্ত করুন। অনুবাদ অনুপ্রাণিত বিষয় নয়, কিন্তু তা আদি গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য অনুস্মরন করার চাবিকাঠি, যা হচ্ছে অনুবাদের প্রানকেন্দ্র। প্রত্যেক অনুচ্ছেদেরই কেবল মাত্র একটি বিষয় আছে।

১. প্রথম অনুচ্ছেদ।
২. ২য় ” ।
৩. ৩য় ” ।
৪. ইত্যাদি

মথির (সুসমাচারের) ৩:১- ১৭ পদের বিষয় বস্তু সম্বন্ধে অন্তদৃষ্টি।

এ. মথি ২ এবং ৩ ইচ্ছে যীশুর জীবনের নিরব সময়কাল। বারো বৎসর বয়সের একটি অভিজ্ঞতা ব্যতিত যীশুর বাল্যকালের বিবরণ কিছুই জানা যায় নি। বিশ্বাসী বর্গের দ্বারা অনেক আগ্রহ এবং ভাবনা করা হয়েছে। কতিপয় অসাধারন যাজকীয় কল্পিত বা অবাস্তব সুসমাচার গুলো অন্য বিশেষ

ঘটনা সমূহ সম্বন্ধে লিখেছে যে সব তাহার কৈশোরে ঘটেছিল বলে অনুমান করা হয়, কিন্তু এ সবের সাল বাইবেলে একে বারেই লেখা হয় নি।

বি. মথি ৩:১- ১২ পদের সমতুল্য সমূহ হচ্ছে মার্ক ১:৩- ৮, লূক ৩:১- ১৭, এবং যোহন ১:৬- ৮, ১৯- ২৮।

সি. মথি ৩:১৩- ১৭ পদের সমতুল্য অনুচ্ছেদ হচ্ছে মার্ক ১:৯- ১১, পদ লূক ৩:২০- ২২ পদ এবং যোহন ১:৩১- ৩৪ পদ।

গভীর ভাবে শব্দ এবং শব্দ গুচ্ছ অধ্যয়ন।

এন, এ, এস, বি (বর্ত্তমান কাল পর্যন্ত সংশোধিত পাঠ্যঃ ৩:১- ৬

১ সেই সময়ে যোহন বাপ্তাইজক উপস্থিত হইয়া প্রান্তরে প্রচার করিতে লাগিলেন;

২ তিনি বলিলেন, 'মন ফিরাও, কেননা স্বর্গরাজ্য সনিকট হইল।'

৩ ইনিই সেই ব্যক্তি, যাহার বিষয়ে যিশাইয় ভাববাদী দ্বারা এই কথা কথিত হইয়াছিল,

"প্রান্তরে এক জনের রব, সে ঘোষনা করিতেছে,

তোমরা প্রভুর পথ প্রস্তুত কর,

তাঁহার রাজ পথ সকল সরল কর।"

৪ যোহন উটের লোমের কাপড় পড়িতেন, তাঁহার কটি দেশে চর্ম- পটুকা ও তাঁহার খাদ্য পঙ্গপাল ও বন মধু ছিল।

৫ তখন যিরুশালেম, সমস্ত যিহুদীয়া এবং যর্দনের নিকটবর্তী সমস্ত অঞ্চলের লোক বাহির হইয়া তাঁহার নিকটে যাইতে লাগিল;

৬ আর আপন আপন পাপ স্বীকার করিয়া যর্দন নদীতে তাঁহার দ্বারা বাপ্তাইজিত হইতে লাগিল।

৩:১ "যোহন" এটি ছিল "যোহানান" নামের সংক্ষিপ্ত রূপ, "যার অর্থ" দয়ালু YHWH" কিংবা ÒYHWH এর দান" তাঁর নাম গুরুত্বপূর্ণ, কারন বাইবেলের সমস্ত নামের ন্যায় তার জীবনের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য করা হয়েছে। যোহন ছিলেন পুরাতন নিয়মের ভাববাদী গণের মধ্যে সর্বশেষ একজন। মালাখি থেকে খ্রিষ্ট পূর্ব ৪৩০ অব্দের কাছাকাছি পর্যন্ত ইসরাইলদের মধ্যে কোন ভাববাদী ছিল না। তাঁর উপস্থিতিই ইসরাইল জনগনের মধ্যে খুব আত্মিক উদ্দিপনা সৃষ্টি করে ছিল।

- "ব্যাপ্টিষ্ট" প্রথম এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর যিহুদীদের মধ্যে বাপ্তিস্ম ছিল একটি সাধারন ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা কিন্তু তা কেবল মাত্র ছিল ধর্মান্তরিত ব্যক্তিগনের সম্বন্ধে। পরজাতীয়দের মধ্য থেকে কেউ ইসরাইল জাতির পূর্ণ সন্তান বলে পরিগনিত হতে চাইলে, তাকে তিনটি কাজ করতে হত (১) যদি পুরুষ হয় তবে তার ত্বকচ্ছেদ। (২) ৩ জন সাক্ষীর উপস্থিতিতে জলে ডুব দিয়ে বাপ্তিস্ম গ্রহন এবং (৩) মন্দিরে বলিদান। ১ম শতাব্দীর পরে যিহুদীদের মধ্যকার সাম্প্রদায়িক দলগুলি, যেমন ইসেনস, তাদের মধ্যে বাপ্তিস্ম স্পষ্টতঃই একটি সাধারন এবং নিরন্তর ঘটনার অভিজ্ঞতা ছিল। যাহোক যিহুদী ধর্মমতকে তাদের প্রধান নীতি সূত্রের সঙ্গে যুক্ত করতে হলে, যদি তাদের অদ্বিতীয় পরজাতীয় অভিজ্ঞতা লাভ করতে হত, তবে তা অব্রাহম থেকে প্রাকৃতিক ভাবে জাত সন্তান গনের পক্ষে অবমাননা কর হতো। এ আনুষ্ঠানিক ধৌতকরন সম্পর্কে পুরাতন নিয়মের কতিপয় পূর্ব দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে (১)

আধ্যাত্মিক মলিনতা মোচনের প্রতিক হিসাবে (যিশায় ১:১৬) এবং (২) পুরোহিতের দ্বারা নিয়মিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের দাবী করা হত (যাত্রা ১৯:১০; লেবীয় ১৫)

- "যিহুদীয়ার প্রান্তরে প্রচার করিতে ছিলেন" "প্রান্তর" ছিল চারন ভূমি যেখানে মানুষ বাস করত না, তা একটি অনুর্বর মরুভূমি ছিল না। যোহন শুধু কেবল এলিয়র (ভাববাদীর) মত পোষাক আশাক পড়তেন না তিনি সেই একই নিরস বিন্যাসের মধ্যে বাস করতেন। তাঁর যাযাবর জীবন ইসরাইল জাতির প্রান্তরে ভ্রমনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল, যা ছিল YHWH এবং ইসরাইল জাতির মধ্যে একটি ঘনিষ্টি সম্পর্কের আদর্শ সময়।
- সমতুল্য অনুচ্ছেদ সমূহ ইঙ্গিত বহন করে যে, যোহনের প্রচারের ভৌগলিক স্থান ছিল মরুসাগরের ঠিক উক্তরে, জর্দ্দন নদীর নিকটে জেরিকো নগরের নিকটে কোন একটি জায়গায়।

৩:২ "মন ফিরাও", এটি একটি বর্তমান কাল সূচক আজ্ঞা, যা হচ্ছে একটি চলমান আজ্ঞা। অনুশোচনা ব্যতিরেকে পরিত্রাণ পাওয়া অসম্ভব (লূক ১৩:৩) হিব্রু সমতুল্য শব্দের অর্থ হচ্ছে "কারও কার্য্যের পরিবর্তন করা" অন্য পক্ষে গ্রীক শব্দ অর্থ প্রকাশ করে "এক জনের মন পরিবর্তন করা" এটি পরিবর্তনের ইচ্ছার ইঙ্গিত বহন করে। পরিত্রানের জন্য খ্রিষ্টে বিশ্বাস এবং পাপের জন্য অনুতাপ প্রয়োজন (মার্ক ১:১৫; কার্য্যবলী ৩:১৬,১৯; ২০:২১) যোহনের পরিচর্য্যা ছিল যীশু, যিনি মোশীহ, তার আগমনের এবং তার বার্ক্তার জন্য আত্মিক প্রস্তুতির মধ্যে একটি।

বিশেষ আলোচ্য বিষয়: পাপের জন্য অনুতাপ/ অনুশোচনা।

পাপের অনুশোচনার জন্য একটি শপথের প্রয়োজন আছে (বিশ্বাস সহকারে) উভয়েরই পুরাতন (১ম রাজাবলী ৮:৪৭: শুভ; ১, রাজাবলী ৮:৪৮; যিহেস্কেল ১৪:৬; ১৮:৩০; যোয়েল ২:১২-১৩; সখরিয় ১:৩-৪ এবং নুতন শপথ সমূহের ও (যোহন বাপ্তাইজক, মথি ৩:২; মার্ক ১:৪, লূক ৩:৩-৮ যীশু, মথি ৪:১৭; মার্ক ১:১৫; ২:১৭, লূক ৫:৩২; ১৩:৩,৫; ১৫:৭; ১৭:৩, পিতর, কার্য্যাবলী ১৩:২৪; ১৭:৩০; ২০:২১; ২৬:২০; রোম ২:৪; ২য় করি ২:৯-১০) কিন্তু অনুশোচনা কি? এটা কি দুঃখ? এটি কি পাপ থেকে বিরত থাকা? বিভিন্ন অন্ত-র্নিহিত অর্থ বুঝাবার জন্য নুতন নিয়মের ২ করি ৭:৮-১১ পদই হচ্ছে সর্বোক্তম, যেখানে ৩টি সম্পর্ক যুক্ত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু তা বিভিন গ্রীক শব্দ।

১. "দুঃখ" (খঁড়বধ সি, এফ, ভি ভি) ৮ [দুইবার], ৯ [তিনবার], ১০ [দুইবার], ১১) এর অর্থ হচ্ছে দুঃখ বা বিপর্য্যয় এবং ধর্মতাত্ত্বিক ভাবে নিরপেক্ষ অন্তর্নিহিত অর্থ।
২. "অনুশোচনা" (সবঃধহড়বধ সি, এফ, ভি ভি, ৯,১০) এটি "পরবতী (ধভঃবৎ)চ এবং "মন (সরহফ)চ শব্দ দুটি থেকে তৈরী একটি যৌগিক শব্দ, উদাহরন স্বরূপ একটি নুতন মন, চিন্তার একটি নুতন পন্থা, জীবন এবং ঈশ্বরের প্রতি একটি নুতন আচরন, এটাই হচ্ছে প্রকৃত অনুশোচনা।
৩. "দুঃখ/ অনুতাপ" (সবঃধষড়সধর, সি, এফ, ভি ভি, ৮ [দুইবার] ১০) এটি পরবর্তী " (ধভঃবৎ)চ এবং "যত্ন" (পধৎব) শব্দ দুইটির একটি যৌগিক শব্দ। এটি মথি ২৭:৩ পদে যিহুদার বিষয় বুঝাতে এবং হিব্রু ১২:১৬-১৭ পদে এষৌ এর বিষয় বুঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

এটি দুঃখের ইঙ্গিত বহন করে, ফলাফলের উপরে, কার্য্যের উপরে নয়। অনুশোচনা এবং বিশ্বাস হচ্ছে প্রয়োজনীয় পথের কাজ (মার্ক ১:১৫; কার্য্যা ২:৩৮,৪১; ৩:১৬, ১৯; ২০:২১) কতিপয় মূল গ্রন্থ আছে যা ইঙ্গিত করে যে ঈশ্বর অনুশোচনা দিয়ে থাকেন (কার্য্যা ৫:৩১; ১১:১৮; ২ তীশ ২:২৫)

প্রয়োজনীয় কিন্তু অধিকাংশ মূল গ্রন্থই এটাকে ঈশ্বরের বিনামূল্যে পরিত্রানের জন্য মানুষের উত্তর হিসাবে দেখেন।
এ উভয় হিব্রু এবং গ্রীক পদের সংজ্ঞা সমূহ অনুশোচনার প্রয়োজনীয় অর্থ বুঝতে প্রয়োজন। ইব্রীয়গন "কার্য্যের পরিবর্ত্তন" দাবি করে অন্য পক্ষে গ্রীকগন "মন পরিবর্ত্তনের দাবী করে"। পরিত্রান প্রাপ্ত লোক নুতন মন এবং নুতন অন্তঃকরন লাভ করে।

তিনি ভিন ভাবে চিন্তা করেন এবং ভিন ভাবে জীবন ও যাপন করেন।
"মন মধ্যে আমার জন্য কি আছে" তার পরিবর্ত্তে এখন প্রশ্ন হচ্ছে "ঈশ্বরের ইচ্ছা কি?" অনুতাপ একটি আবেগ নয় যা মন থেকে উঠে যায়, পূর্ণ পবিত্রতাও নয় কিন্তু তা হচ্ছে পবিত্র একজনের (ঈশ্বরের সঙ্গে এক নতুন সম্পর্ক, যিনি বিশ্বাসীকে পবিত্র করেন।

- স্বর্গ রাজ্যের জন্য

মার্ক এবং লূক আমরা সিপটিকের সমতুল্য অনুচ্ছেদ দেখতে পাই, যা হচ্ছে "ঈশ্বরের রাজ্য"। যীশুর শিক্ষা সমূহের এ আলোচ্য বিষয় মানুষের অন্তরে ঈশ্বরের রাজত্ব অন্তর্ভুক্ত, যা একদিন সমস্ত পৃথিবী ব্যাপি পরিপূর্ণতা লাভ করবে। এটি যিহুদীর কাছে লিখিত মথি ৬:১০ পদে যীশুর প্রার্থনার প্রতি ফলিত হয়েছে । যিহুদীদের উদ্দেশ্যে লিখিত সুসমাচারে মথি যে সব শব্দ গুচ্ছ অধিকতর শ্রেয় মনে করেছেন তাই ব্যবহার করেছেন, যাতে ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করা হয়নি, অন্য পক্ষে মার্ক এবং লুক পরজাতীয়দের প্রতি লিখিতে গিয়ে দেবতার নামের সদ্ব্যবহার করে, সাধারণ নাম বা পদবী ব্যবহার করেছেন।
এটি সিনপটিক সুসমাচারের মধ্যে এরুপ একটি প্রধান চাবিকাঠি। যীশুর প্রথম এবং শেষ উপদেশাবলী এবং তার অধিকাংশ দৃষ্টান্ত কথা সকলই এসব আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে সম্পক রক্ষা করছে। এখন মানুষের অন্তরে ঈশ্বরের রাজত্বেও কথা উল্লেখ করে। এটি বিষ্ময় করা যে যোহন এ শব্দ গুচ্ছ মাত্র দু'বার ব্যবহার করেছেন (এবং কখনই যীশুর দৃষ্টান্ত কথার মধ্যে নয়) যোহনের সুসমাচারে "অনন্ত জীবন" একটি প্রধান পদ এবং তা রুপক। শব্দগুচ্ছটি শেষ কাল সম্বন্ধে যীশুর শিক্ষার একটি জোর ঝাকুনির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। এ "ইতিপূর্বে কিন্তু ইদানিং নয়" ধর্মতাত্ত্বিক আপাত বিরোধী সত্য, যীহুদীদের দু'টি কালের ধারনার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে তা হলো চলতি শয়তানের (মন্দের) যুগ এবং আগামী ধার্মিকের যুগ, যা মোশীহ উদ্বোধন করবেন। যিহুদীগণের কেবল একজনের প্রত্যাশায় ছিল যিনি হবেন পবিত্র আত্মার শক্তিতে একজন সামরিক যোদ্ধা নেতা (পুরাতন নিয়মের বিচার কর্ত্তৃকগণের ন্যায়) যীশুর দুটি আগমন দুইটি যুগের (কালেন) উপরে যুগপত সংঘনট সৃষ্টি করেছিল। ঈশ্বরের রাজ্য বৈৎলেহেমে (যীশুর) মানব দেহ ধারনের মধ্য দিয়ে মানব ইতিহাসের মধ্যে চূর্ণ হয়ে গেছে। যা'হোক যীশু একজন সামরিক বিজেতা হিসাবে আসেন নাই (প্রকাশিত বাক্য ১৯) একজন ক্লেশ ভোগী দাস (তুলনা যিশাইয় ৫৩) এবং একজন বিনয় নম্র নেতা হিসাবেই এসেছিলেন (তুলনা সখরিয় ৯ঃ৯) সেজন্যই রাজ্যের উদ্বোধন করা হয়েছিল (তুলনা মথি ৩:২;৪:১৭;১০:৭;১১:১২;১২:২৮; মার্ক ১:১৫; লূক ৯ঃ৯;১১;১১:২০;২১:৩১-৩২) কিন্তু তা পরিপূর্ণতা লাভ করে নাই (তুলনা মথি ৬:১০;১৬:২৮;২৬:৬৪) বিশ্বাসীগণ এদু'কালের উৎকণ্ঠার মধ্যে বাস করতেন । তা পুনুরুত্থানের জীবন আছে কিন্তু তবুও তারা দৈহিক মৃত্যু বরণ করছেন। তারা পাপের শক্তি থেকে মুক্ত তথাপি তারা পাপ করছেন।

- এন, এ, এস, বি, এন, কে,জে,ভি "সনিকট"

এন, আর, এস, ভি	" সনিকট হয়েছে"
টি, ই, ভি	"সনিকট"
জে, বি	"অতি সনিকট"

এটি একটি ক্রিয়াপদের পুরাঘটিত ১) সময় বা স্থানের ক্ষেত্রে অথবা (২) এখানে (তুলনা মথি ১২:২৪) এটি হচ্ছে নতুন কালের কাল যা শেষ সীমায় পৌছানো এবং নিরন্তর কাল প্রাপ্তির সে প্রক্রিয়া পূর্বে শুরু হয়েছিল তা বর্ণনা করে। "নিকট" কথাটি দু'য়ের মধ্যে একটি ভাবে বোঝা যায় (লওয়া যায়) ("ইতি পূর্বে" এবং "এখনও নয়" শব্দ থেকেই উদ্ভুত চাপা উক্তেজনা। এটি খ্রীষ্টের দু'টি আগমনের মধ্যেকার সময়ের বর্ণনা দেয়। এটি যিহদীদের দু'টি কালের নিরন্ত সংঘটন। ৩:৩ "প্রান্তরে একজনের রব শোনা যাইতেছে" এটি সেপ্টুয়াজিন্ট (LXX) এর অন্তর্গত যিশায় ৪০:৩ পদের একটি উল্লেখ। সেই একই ধারনা যিশাইয় ৫৭:১৪ এবং ৬২:১০ এবং মালাখী ৩:১ পদে ও প্রতিফলিত হয়েছে। যোহন নিজে ও নিজেকে মোশীহের আগমনের (পথ) প্রস্তুত কারক হিসাবেই দেখতেন (তুলনা, যোহন ১:২৩) এটি এলিয় এর পূর্ব ধারনার বিষয় যা মালাখী ৩:১ এবং ৪:৫ পদে পাওয়া যায়, তা পরিপূর্ণ করেছে।

"প্রভুর পথ প্রস্তুত কর, তাহার পথ সকল সরল কর" । এ শব্দ গুচ্ছ কবিতার তুল্য। দ্বিতীয় শব্দগুচ্ছ রাজোচিত দর্শনের প্রস্তুতির রুপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ বিষয় লক্ষ্য করা গুরুত্বপূর্ণ যে যিশাইয় ৪০:৩ পদে "প্রভু" শব্দটিতে উয়াই, এইচ, ডব্লিউ, এইচ বুঝায় সে উদ্ধৃতিতে নাসরতীয় যীশুকে বুঝানো হয়েছে ।

"সরল" শব্দটি প্রায়ই ব্যবহার করা হয়েছে ঈশ্বরের চরিত্র বুঝাতে রুপক অর্থে (একই প্রকার অর্থ বিশিষ্ট শব্দ "ধার্মিক" [righteous] "ন্যায়বান" [just] ন্যায় যাকে বলে প্রমান করা [justify] পাপ বুঝাতে অধিকাংশ (ব্যবহৃত) হিব্রু এবং গ্রীক শব্দ ও মানদন্ড বা "মাপকাঠি" থেকে সরে যাওয়া প্রকাশ করে । যার দন্ডটি হচ্ছে ঈশ্বরের স্বয়ং (তুলনা লেবীয় ১১:৪৪; ১৯:২, মথি ৫:৪৮; ২০:৭, ২৬; ১ম পিতর ১:১৬) ৩:৪ এটি এলিয় ভাববাদীর পোষাক এবং তার জীবন যাপনের সঙ্গে তুলরা কারণ যা ২য় রাজাবলী ১:৮ পত্রে লিখতে হয়েছে এবং মালাখি ৪:৫ পদে প্রকাশ করা হয়েছে। যোহন মরুভূমিতে জীবন যাপনে এবং সেখানে যা পাওয়া যেত তা খেতে অভ্যস্থ ছিলেন। পঙ্গপাল খাদ্য হিসাবে মোশির ব্যবস্থায় ন্যায্য বলে স্বীকৃত ছিল (তুলনা লেবীয় ১১:২২) । ৩:৫ যিহুদা দেশে যিহুদীগণ যোহণকে ভাববাদী বলেই দেখতো (তুলনা মথি২১:২৬) এ পদটি ১ম শতাব্দির যিহুদীদের ঈশ্বরের প্রতি তীব্র আকাংখা প্রমান করে। এমন কি ধর্মীয় নেতৃবর্গও এসেছিলেন।

৩:৬ "যারা আপন আপন পাপ স্বীকার করিয়া" । গ্রীক শব্দটি স্বীকার (confess) [homolojea] এর অর্থ "একইবিষয় বলা" এটি প্রকাশ্যে (পাপ) স্বীকার এবং প্রাকাশ্যে বিশ্বাস স্বীকারে এ উভয়েরই ইঙ্গিত বহন করে (তুলনা ১৯:১৮ যাকোব ৫:১৬) জনগণ সমবেত ভাবে আত্মিক পূর্ণজাগরণের প্রয়োজন সমর্থন করেছিল। পুরাতন নিয়মের মধ্যে পূর্ব দৃষ্টান্ত সকল লেবীয় ৫:৫ এবং ২৬:৪০ পদে পাওয়া যায়। ১০:৩৭ পদে (পাপ) স্বীকার সমন্ধে বিশেষ আলোচ্য বিষয় দেখুন।

এন, এ, এস, বি (বর্তমান কাল পর্যন্ত সংশাধিত) ঃ ৩:৭- ১০।

৭"কিন্তু অনেক ফরীশী ও সদ্দুকী বাপ্তিস্মের জন্য আসিতেছে দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে কহিলেন যে, হে সর্পের বংশেরা আগামী কোপ হইতে পলায়ন করিতে তোমাদিগকে কে চেতনা দিল ? ৮অতএব মন পরিবর্তনের ফলে ফলবান হও। ৯আর ভাবিওনা যে তোমরা মনে মনে বলিতে পার অব্রাহাম আমাদের পিতা; কেননা আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, ঈশ্বর এই সকল পাপ হইতে অব্রাহমের

জন্য সন্তান উৎপন্ন করিতে পারেন। আর এখনি গাছগুলির মুলে কুড়াল লাগানো আছে; অতএব যে কোন গাছে উত্তম ফল ধরে না, তাহা কাটিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া যায়" ।

৩:৭ "কিন্তু অনেক ফরীশী ও সদ্দুকী বাপ্তিস্মের জন্য আসিতেছে দেখিয়া, তিনি তাহাদিগকে কহিলেন" এ সব ধর্মীয় ত্বেবর্গের প্রতি যোহনের বাক্যবলী প্রচন্ড গভীর ভাবে আক্রমনাত্মক। কেন তিনি এত জোরালো ভাবে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন সে সম্বন্ধে কতিপয় ধর্মতত্ত্ব উপস্থাপিত করা হয়েছিল। (১) তিনি তাদের শয়তানের সহযোগী হিসাবেই দেখতেন (২) তিনি তাদের দেখতেন প্রকৃত বিশ্বাসের দিক দিয়ে তারা আত্মিকভাবে মৃত (৩) তিনি তাদের জালিয়াত হিসাবেই দেখতেন বা (৪) তিনি তাদের সুবিধাবাদী নেতৃবর্গ হিসাবে দেখতেন, যাদের প্রকাশ্য স্বীকার উক্তি তাদের আচরণ ও মনোভাবের সঙ্গে খাপ খেতো না। এটি গুরুত্বপুর্ণ যে এসব নেতৃবর্গ নিজেরাই নিজেদের বাপ্তিস্ম ঠিক করতো । তারা জনগণের সাথেই আছে সম্ভবত সেই পরিচয়েই তাদের নেতৃত্ব পদমর্যাদা বজায় রাখতে চাইতো । যোহন তাদের সত্যিকারের মনোভাব বুঝতে পেরেছিল । ফরীশীদের সৃষ্ট আদি ধর্মতত্ত্বের সম্বন্ধে পূর্ণ আলোচনা ২২:১৫ নোটে দেখুন।

- "কোপ হইতে পলায়ন করিতে" মালাখী ৩:২-৩ সমতুল্য পদ থেকে এটি পরিস্কার যে মোশির নিয়োম লঙ্ঘন করার কারণে ইসরাইলের উপর বিচার নেমে এসেছিল (সি, এফ, দ্বিতীয় বিবনণ ২৭-২৮) এখানে যোহন মালাখীর বিচারের মূল প্রসঙ্গ দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেছেন। লক্ষ্য করুন যে যোহনের বার্তা জাতিগন বা মালাখীর ন্যায় সম্মিলিত (বার্তা) ছিল না, কিন্তু তা ছিল ব্যক্তিগত (তুলনা যিহেস্কেল ১৮; ৩৩; যিরমিয় ৩১:৩১-৩৪)

৩:৮

এন এ এস বি "অতএব মন পরিবর্তনের উপযোগী ফলে ফলবান হও"

এন, কে, জে, ভি, এন, আর, এস, ভি "মন পরিবর্তনের ফলে ফলবান হও"

টি, ই, ভি "তোমরা সেই সকল কর্ম কর যহাতে তোমাদের পাপ হইতে ফিরিয়া আসার প্রমাণ পাওয়া যাইবে" ।

জে, বি "অতএব তোমরা মন পরিবর্তনের উপযুক্ত ফলে ফলবান হও"

এমন কি পুরাতন নিয়মে ও বিশ্বাস ছিল কেবল মাত্র ধর্মনুষ্ঠান বা জাতীগত দলে দলভুক্তির চেয়েও বেশি কিছু বিষয়। বিশ্বাস ছিল এবং এখনও আছে সম্মিলিত এবং ব্যক্তিগত উভয় বিষয়ই বিশ্বাস এবং তৎকর্ম সমূহ।

"মন পরিবর্তন" এর জন্য ৪:১৭ তে পূর্ণ নোট দেখুন।

৩:৯ "এবং তোমরা মনে করিওনা যে তোমরাই বলিতে পার অব্রাহম আমাদের পিতা " সে একই প্রকার জাতিগত বংশের উপরে নির্ভরতা যোহন ৪:৩১ এফ, এফ এবং তালমুডের "সনহেনদ্রিন" ১০:১ তে দেখা যাবে। যীহুদীরা বিশ্বাস করতো যে অব্রাহমের বিশ্বাসের গুণ তাদের বেলায় ও প্রযোজিত হয়েছিল। যা'হোক মালাখী ৩:২ এফ, এফ এবং ৪:১ প্রমাণ করে যে (মোশির) বিধান লঙ্ঘনের জন্যই যিহুদীদের উপরে বিচার নেমে আসবে।

- "পাথর" (Stone) ----"Children" (সন্তান বর্গ) " Stone" এবং "Children" এ'দুটি শব্দের অর্থ বুঝাতে, অরামীয় শব্দের ব্যবহার ছিল একটি শ্লেষ মাত্র।

৩:১০ “ধার এখনই গাছগুলির মূলে কুড়াল লাগানো আছে” এ বিচারের প্রসঙ্গ মালাখীর মত নই। যিশাইয় ১০:৩৩-৩৪ পদেও সমতুল্য পদ। যোহন বাপ্তাইজক একটি কারনে আশ্চর্য্য জ্ঞান করেছিলেন যে যীশু প্রকৃতই মোশীহ ছিলেন কিনা, করণ তিনি যেমন আশা করেছিলেন তার (যীশুর) একটি বর্ক্তায়ও মূলতঃ তেমন বিচারের কথা ছিল না।
নিম্নে বিশেষ আলোচ্য বিষয় দেখুন।

বিশেষ আলোচ্য বিষয় ঃ আগুন।

শাস্ত্রে আগুন শব্দটির নিরপেক্ষ ও অন্যান্য সাপেক্ষ (সাপেক্ষেও বিপরীত) ব্যাখ্যা আছে ।

(এ) নিরপেক্ষ

১. উত্তাপ সৃষ্টি করে (তুলনা যিশাইয় ৪৪:১৫; যোহন ১৮:১৮)
২. আলো জ্বালায় (তুলনা যিশইয় ৫০:১১;মথি ২৫:১-১৩)
৩. রানা করায় (তুলনা যাত্রাঃ ১২:৮;যিশাইয় ৪৪:১৫-১৬; যোহন ২১:৯)
৪. শুদ্ধ করে (তুলনা গুনা ৩১:২২-২৩;হিতো ১৭:৩; যিশাইয় ১:২৫,৬:৬-৮;যিরমিয় ৬:২৯; মালাখী ৩:২-৩)
৫. পবিত্রতা (তুলনা আদি ১৫:১৭;যাত্রা৩:২;১৯:১৮;যিহিস্কেল ১:২৭; ইব্রীয় ১২:২৯)
৬. ঈশ্বরের নেতৃত্ব (তুলনা যাত্রা১২:২১; গুনা ১৪:১৪; ১ম রাজাবলি ১৮:২৪)
৭. ঈশ্বরের দ্বারা ক্ষমতায়ন (তুলনা কার্যা ২:৩)
৮. সুরক্ষা (তুলনা সখরিয় ২:৫)

(বি) বিপরীত (সাপেক্ষের বিপরীত)

১. পোড়ায়/ জ্বালায় (তুলনা হোশেয় ৬:২৪;৮:৮;১১:১১;মথি২২:৭)
২. ধ্বংস করে/ ভস্মিভুত করে (তুলনা আদি ১৯:২৪;লেবী ১০:১-২)
৩. ক্রোধ (তুলনা গুনা ২১:২৮;যিশাইয় ১০:১৬; সখারিয় ১২:৬)
৪. শাস্তি (তুলনা আদি ৩৪:২৪; লেবীয় ২০:১৪;২১:৯; হোশেয় ৭:১৫)
৫. ভ্রান্ত শেষকালীন চিহ্ন (তুলনা প্রকাঃ ১৩:১৩)

(সি) পাপের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধ অগ্নিরুপ হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে।

১. তা ক্রোধ ধ্বংস করে (তুলনা হোশেয় ৮:৫ সফনীয় ৩:৮)
২. তিনি অগ্নি উদগীরন করেন (তুলনা নহিমীয় ১:৬)
৩. অনন্তকালীন অগ্নি (তুলনা যিরমিয় ১৫:১৪; ১৭:৪)
৪. শেষকালীন বিচার (তুলনা মথি ৩:১০;১৩:৪০;যোহন ১৫:৬; ২থিষলনিকীয় ১:৭; ২পিতর ৩:৭-১০; প্রকাঃ ৮:৭;১৩:১৩;১৬:৮)

(ডি) বাইবেলের অনেক রুপকের ন্যায় (উদাহরণ তাড়ী, সিংহ) অগ্নি শব্দটির অর্থ আশীর্বাদ বা একটি অভিশাপ ও হতে পারে, তা নির্ভর করবে (কোন নির্দ্দিষ্ট) প্রেক্ষা পটের উপরে।

এন, এ, এস, বি (বর্তমান কাল পর্যন্ত শংশোধিত) মূল পাঠ্য ৩:১১-২২। ১১আমি তোমাদিগকে মন পরিবর্তনের নিমিত্ত জলে বাপ্তাইজিত করিতেছি বটে, কিন্তু আমার পশ্চাতে যিনি আসিতেছেন, তিনি আমা অপেক্ষা শক্তিমান, আমি তাঁহান পাদুকা বহিবারও যোগ্য নহি; তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মা ও অগ্নিতে বাপ্তাজিত করিবেন।১২ তাঁহার কুল তাঁহার হস্তে আছে, আর তিনি আপন খামার সুপরিস্কার করিবেন এবং আপনার গম গোলায় সংগ্রহ করিবেন, কিন্তু তুষ অনির্বান অগ্নিতে

পোড়াইবেন।

৩:১১
এন, এ, এস, বি "ধার্মিক তাঁহার পাদুকা খুলিবারও যোগ্য নহি"
এন, কে, জে, ভি, এন, আর, এস, ভি, জে, বি "ধার্মিক তাঁহার পাদুকা বহন করিবারও যোগ্য নহি"
টি, ই, ভি "ধার্মিক তাঁহার পাদুকা বহন করিবারও যোগ্য নহি"

এ শব্দটি দুইভাবে অনুবাদ করা যেতে পারে (১) মিশরীয় (পুরাতন) পান্ডুলিপিতে লিখিত প্রথা অনুস্মরণ করে "দর্শনার্থীর জুতা খুলে বহন করে তা গুদাম ঘরে রেখে দেওয়া" অথবা "খুলে ফেলা এবং সরিয়ে নেওয়া" উভয় কাজই প্রথাগত ভাবে ক্রীতদাস দ্বারা করা হতো। এমনকি রব্বিদের (গুরুদের) শিক্ষার্থীদের একাজটি করতে বলা হতো না । এটি ছিল উক্তমতা সম্বন্ধে যোহনের জ্ঞানের একটি বর্ণনা।

- "তিনি আমাদিগকে পবিত্র আত্মা ও জলে বাপ্তাইজিত করিবেন" । মূল গ্রীক পাঠের অন্তর্গত কেবল একটি মাত্র পদানয়ী অব্যয় এবং বিশেষণ এ উভয় সংযুক্ত করছে। যা পরস্পর সমতুল্য বলে ইঙ্গিত বহন করে। যা হোক, যেমন লূক ৩:১৭ পদে আছে, তাতে অগ্নি শব্দটি বিচার বলে অর্থ প্রকাশ কারতে পারে অন্য পক্ষে পবিত্র আত্মা পবিত্রকরণ বা পবিত্রতা অর্থ প্রকাশ করতে পারে। কিছু লোক দিগুণ বাপ্তিস্ম হিসাবে দেখছে, একটি বাপ্তিস্ম ধার্মিকের জন্য আর একটি মন্দলোকের জন্য, বা যীশুর বাপ্তিস্ম প্রদান ত্রাণকর্ত্তা কিংবা বিচারক হিসাবে। অন্যেরা এ'কে যিহুদীদের পঞ্চাশপ্তমী পর্বেও পূর্বে পরিবর্তন ধর্ম এবং পঞ্চাশপ্তমীর দিনে বিশেষ দানের সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলে প্রকাশ করেছেন।

১করিঃ ১২:১৩ পদ ইঙ্গিত বহণ করে যে যীশুই হচ্ছেন "আত্মাতে" "আত্মাসহ" বা "আত্মা দ্বারা" বাপ্তাইজক (তুলনা মার্ক ১:৮; লূক ৩:১৬; যোহন ১:৩৩; কার্যাবলী ১:৫; ২:৩৩)
৩:১২ "কিন্তু তিনি তুষ অনির্বান অগ্নিতে পোড়াইয়া দিবেন" যীশু ঈশ্বরের শেষ কালীন বিচারের বর্ণনা করতে যে রুপকটি ব্যবহার করেছিলেন তা হলো গেহেনা, যা যিরুশালেমের দক্ষিণে অবস্থিত একটি আবর্জনার ঢিবি (তুলনা মার্ক ৯:৪৮; মথি ১৮:৮:২৪:৪১; যিহুদা ৭) । গেহেনায় ইসরাইলদের অতীত (পূর্বা কালে) শিশু বলিদানের দ্বারা একজন কনানীয় অগ্নি ও প্রাচুর্যের দেবতাকে পূজা করা হতো (যে কাজ মোলেক বলে পরিচিত ছিল (তুলনা লেবীয় ১৮:২১;২০:২- ৫; ১রাজাবলী ১১:৭; ২রাজাবলী ২১:৬;২৩:১০) শেষ বিচারের এবিষয়টি পাঠকদের কাছ দঃখ জনক; কিন্তু তা (গুরুদের/ রব্বিদের শিক্ষা) প্রথম শতাব্দির যিহুদীদের কাছে প্রত্যক্ষ ও সুস্পষ্ট ছিল। যীশু বিচার কর্তা হিসাবে আসেননি, কিন্তু যারা তাকে অবজ্ঞা করবে তারা বিচারিত হবে (তুলনা লূক ৩:১৬- ১৭; যোহন ৩:১৭- ২১) পুরাতন নিয়মে যিশাইয় ৩৪ অধ্যায়ে এরুপকের একটি সম্ভাব্যনজির ছিল, যা সদোমের উপরে ঈশ্বরের বিচার বর্ণনা করে।

এন, এ, এস, বি (বর্তমানকাল নাগাদ সংশোধিত) মূল পাঠ্যঃ ৩:১৩- ১৭
১৩ "তৎকলে যীশু যোহন দ্বারা বাপ্তাইজিত হইবার জন্য গালীল হইতে যর্দ্দানে তাহার কাছে আসিলেন । ১৪ কিন্তু যোহন তাঁহাকে বারন করিতে লাগিলেন, বলিলেন আপনার দ্বারা আমারই বাপ্তাইজিত হওয়া আবশ্যক, আর আপনি আমার কাছ আসিতেছেন? ১৫ কিন্তু যীশু উক্তর করিয়া তাঁহাকে বলিলেন এখন সম্মত হও, কেননা এনরুপে সমস্ত ধার্মিকতা সাধন করা আমাদের পক্ষে

উপযুক্ত। তখন তিনি তাঁহার কথায় সম্মত হইলেন। ১৬ পরে যীশু বাপ্তাইজিত হইয়া অমনি জল থেকে উঠিলেন,আর দেখ, তাঁহার নিমিত্ত স্বর্গ খুলিয়া গেল এবং তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় নামিয়া আপনার উপরে আসিতে দেখিলেন। ১৭ আর দেখ, স্বর্গ হইতে এই বানী হইল, ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমি প্রীত" ।

৩:১৩ "তৎকালে যীশু যোহন দ্বারা বাপ্তাইজিত হইবার জন্য গালীল হইতে যর্দ্দনে তাঁহার কাছে আসিলেন। গালীল এবং যিহুদীয়াতে যীশুর প্রথম দিগের পরিচর্য্যার কাল নিরুপনে সুসমাচার সমূহের মধ্যে বিভিনতা আছে। মনে হয় যে প্রথম দিকে যিহুদা দেশে একটি পরচর্য্যা ছিল এবং পরবর্ত্তীতে আরও একটি কিন্তু সমস্ত চারটি সুসমাচারের মধ্যে কাল নিরুপনে অবশ্যই সামাঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, যাতে প্রথম দিগের যিহুদা দেশে ভ্রমন পরিস্কার দেখা যায় (তুলনা যোহন ২:১৩- ৪:৩)।

যীশু কেন বাপ্তাইজিত হয়েছিলেন তা সর্বদাই বিশ্বাসী বর্গের কাছে একটি (চিন্তার) বিষয় ছিল, কারণ যোহনের বাপ্তিস্ম ছিল একটি অনুশোচনা বা মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্ম, যেহেতু যীশু ছিলেন নিস্পাপ তাই তার পাপের ক্ষমার প্রয়োজন ছিল না (সি,এফ ২করি:৫:২১; ইব্রীয় ৪:১৫;৭:২৬; ১পিতর ২:২২; ১ যোহন ৩:৫) তত্ত্বগুলি ছিল নিমরুপঃ

১. বিশ্বাসীবর্গের অনুসরণের এটি ছিল একটি উদাহরন।
২. এটি ছিল তাঁর বিশ্বাসী বর্গের একান্ত প্রয়োজনের সঙ্গে সামিল হওয়া ।
৩. এটি ছিল পরিচর্যার জন্য তাঁকে ধর্ম যজক পদে প্রস্তুত করণের একটি প্রচলিত ধারা।
৪. এটি ছিল তাঁর মুক্তির কাজের একটি প্রতীক।
৫. এটি ছিল তাঁর পরিচর্যার এবং যোহন বাপ্তাইজকের বার্ত্তার সমর্থন।
৬. এটি ছিল তাঁর মৃত্যুও, কবর প্রাপ্তির এবং পূনুরুত্থানের ভাববাণী (তুলনা রোমীয় ৬:৪; কলসীয় ২:১২)

কারণ যাই হোক এ বিষয়টি ছিল যীশুর জীবনের একটি যথার্থ মূহুর্ত। যদিও এসময়ে এটি ইঙ্গিত বহন করে না যে, যীশু মশীহ হলেন (তুলনা The Orthodox Courruption of Scripture by Bart D. Ehrman PP. 47-118) কিন্তু তা তাঁর বিষয়ে অত্যন্ত গুওত্ত্ব বহন করে।
৩:১৪ "কিন্তু যোহন তাঁকে বারন করিতে লাগিলেন" এটি হচ্ছে একটি অসমটিকা ক্রিয়ার কাল। অনেক টীকা কারই কষ্ট করেছেন জানতে, কেন যোহন পুণ পুণ যীশুকে বারন করেছিলেন তার দ্বারা তিনি বাপ্তাজিত হতে। কিছু তত্ত্ব হচ্ছে (১) কেউ কেউ দেখেন যে, যোহন পূর্ব থেকেই যীশুকে জানতেন, কিন্তু যোহনের মনে দ্বন্দ সৃষ্টি করে। ১:৩১,৩৩; এবং (২) এ বিষয় কেউ কেউ দেখেন যে, যোহন স্বীকার করেছেন, যীশু একজন ধার্মিক যিহুদী ছিলেন কিন্তু তিনি মোশীহ ছিলেন না বা (৩) অদূরবর্ত্তী পূর্বদেশীয় সংস্কৃতি অনুসারে কাউকে সৎ বলে বিবেচিত হতে হলে তাকে অবশ্যই তিনবার দৃঢ়তার সঙ্গে তা উচ্চারণ করতে হবে।

৩:১৫ "কিন্তু যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে বলিলেন" পদ ১৪- ১৫ সমূগ কেবল মাত্র মথি লিখিত সুসমাচারেই পাওয়া যায়। সেসব ১৪ পদেও প্রশ্নের পূর্ণ জবাবের জন্য যথেষ্ট বার্ত্তা যোগায় না। যা হোক এটি নিশ্চিত যে বাপ্তিস্মটি যীশু ও যোহনের উভয়ের জন্যই অর্থবহ ছিল এবং তা উভয়ের জীবনের পক্ষেই ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল।

৩:১৬

এন, এ, এস, বি, "পরে যীশু বাপ্তাইজিত হইয়া অমনি জল হইতে উঠিলেন"
এন, কে, জে, ভি "অমনি জল হইতে উঠিলেন"
এন, আর, এস, ভি "যেই মাত্র তিনি জল হইতে উঠিলেন"
টি, ই, ভি " যীশু জল হইতে উঠিলেন"
জে, বি " জল হইতে উঠিলেন"

এ পদটি তাদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে, যারা জলে জলে ডুব দিয়ে অবগাহনই বাইবেলের কেবল একমাত্র রীতি বলে সমর্থন করেন তাতে তারা প্রমান করতে চান যে, যীশু জলে ডুব দিয়ে অবগাহিত হয়েছিলেন। যাহোক, এতে এ অর্থও বুঝতে পারতো যে তিনি জল থেকে উঠে তীরে উঠে এসেছিলেন।

"এবং তিনি দেখলেন" গ্রীকভাষার মূল গ্রন্থে কেবল মাত্র সর্বনাম "তিনি" পদটি আছে যার দ্বারা যোহনকে অথবা যীশুকে বুঝাতো। কতিপয় পুরাতন গ্রীক পান্ডুলিপি (এন, সি, ডি, এল এবং ডব্লিউ), কতিপয় পুরাতন অনুবাদ (The vulgate and Coptic)
এবং প্রাচীন মন্ডলীর পুরহিত (ফাদার) কর্ত্তৃক ব্যবহৃত গ্রীক মূল গ্রন্থ ইঙ্গিত বহন করে যে কেবল মাত্র যীশুই কপোত আসতে দেখেছিলেন, যেমন আছে শব্দ গুচ্ছে 'তাহার নিমিত্ত স্বর্গখুলিয়া গেল" যা হোক, যোহন যেন বুঝতে পারেন যে তিনিই ছিলেন প্রকৃত মোশীহ তার জন্য তার কাছে কপোত' ও একটি চিহ্ন ছিল, (সি এফ. যোহন ১ঃ৩২)।

"ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় নামিয়া আপনার উপরে নামিয়া আসিতে দেখিলেন"
সেটা কি কপোতের ন্যায় অথবা প্রকৃত কপোতই ছিল? প্রশ্নটির পূর্ণ উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় (সি এফ. লূক ৩ঃ৩২) কেউ কেউ বলেন তা যিশায় ৬১ঃ১ পদেও প্রভু সদা "প্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কেননা নম্র গনের কাছে সুসমাচার প্রচার করিতে সদা প্রভু আমাকে অভিষেক করিয়াছেন, যেন আমি ভগ্নান্তকরন লোকদের ক্ষত বাঁধিয়া দেই, যেন বন্দি লোকদের কাছে মুক্তি, ও কারা বদ্ধ লোকদের কাছে কারা মোচন প্রচার করি" এর সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত। বিশেষ ধরনের আত্মা স্বয়ং পবিত্র আত্মার ন্যায় ততটা গুরুতপূর্ন নয়, যে আত্মা যীশুর উপরে নেমে এসেছিল, এ বিষয়ে এ ইঙ্গিত বহন করে না যে, এ সময়ের পূর্বে যীশুর ভিতরে পবিত্র আত্মা ছিলনা, যে বিষয়টি ছিল তা হলো মোশীহের কাজের বিশেষ উদ্বোধন (আরম্ভ)।
কপোতের প্রতিকতার বিষয়, তার আদি (সৃষ্টি) এবং উদ্দেশ্যের বিষয় ানেক আলোচনা করা হয়েছে।
১. আদি ১ অধ্যায়ের দিকে ফিরে যেতে হচ্ছে, যেখানে ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করিতেছিল বলে উল্লেখ আছে।
২. পশ্চাতে আদি পুস্তক ৮ অধ্যায়ের দিকে তাকালে দেখা যাবে তাঁর আর্ক (নোহের জাহাজের নাম) থেকে একটি কবুতর ছেড়ে দিয়েছিলেন।
৩. রব্বিগন (গুরুগন) বলেন যে কবুতরাটি ছিল ইসরাইলদের প্রতীক (তুলনা হোসেয় ১১ঃ১১; The Talmud "San" 95A And "Ber". R" 39)
4. Tyndale New Testament Commentarty Series G Tasker বলেছেন এটি কোমলতার বিষয় উল্লেখ করে যা' ১১ পদের অন্তর্গত (তুলনা রোমীয় ১১ঃ২২; মথি ১১ঃ২৯; ২৫ঃ৪০) আগুন শব্দের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করবে।

৩:১৭
"স্বর্গ হইতে বাণী" এ শব্দ গুচ্ছ কতিপয় কারনে গুরুত্বপূর্ন। বাইবেলের অন্তঃবর্ত্তী কালীন সময়ে, যখন কোন প্রকৃত ভাববাদী ছিলেন না, রব্বিগন (গুরুগন) বলেন যে Bath kol এর সাহায্যে ঈশ্বর তার পছন্দ ও সিদ্ধান্ত সুদৃঢ়/ নিশ্চিত করেছিলেন যা ছিল স্বর্গ থেকে বানী। উপরন্তু এটি স্পষ্টতই যেমন যীশুর, তেমন যোহনের কাছে'ও অর্থপূর্ন ছিল এবং সম্ভবত! জনতার কাছে ও (তাই), যারা তার বাপ্তিস্ম প্রত্যক্ষ করেছিলেন। "ইনিই আমার প্রিয় পুত্র ইহাতেরই আমি প্রীত" যৌথ (একত্রিত) পদ সমূহ রাজোচিত মোশীহ, গীতসংহিতা ২:৭ পদেও দায়ূদের জোরালো ভাব প্রকাশের সঙ্গে মিশায় ৪২:১ পদের ক্লেশ ভোগী দাসের মূল প্রসঙ্গের সংযোগ সাধন করেছে। এখানে উদৃতিতে রাজোচিত মোশীহকে যিশাইয়ের ক্লেশ ভাগী দাসের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। "ধামার প্রিয়পুত্র" এর সম্ভাব্য উৎস হচ্ছে "ঈশ্বরের পুত্র" শব্দগুচ্ছ যা মথি ৪:৩,৬ পদে পাওয়া যায়। এটা লক্ষ করা খুবই গুওত্ত্ব পূর্ণ যে মথিতে এ'কে অনুবাদ করা হয়েছিল। এঃভাবে 'তুমিই আমারা প্রিয় পুত্র' যা প্রমাণ করে যে পিতা তাঁর বাক্য যীশুর প্রতি নির্দ্দেশ করেছিলেন। অন্য পক্ষে মথি ৩ অধ্যায়ে এটি অনুবাদ করা হয়েছে এমন ভাবে যা প্রকাশ করে যে ঈশ্বর যোহন এবং জনতার উদ্দেশ্যে কথা বলেছিলেন।
১৬-১৭ পদে তিন জন্যই ত্রিত্ত্বের অন্তর্গত। ত্রিত্ত্ব পদটি বাইবেলের মধ্যে ন্াাই কিন্তু ধারনাটি অবশ্যই ধর্মশাস্ত্রীয়।

প্রকৃত বিষয়টি যা বাইবেলের ঈশ্বরের একাত্ব নিশ্চয় করে প্রকাশ করে (একেশ্বরবাদ, দ্বিতীয় বিবরণ ৬:৪) তা অবশ্যই যীশুর দেবতার এবং আত্মার ব্যক্তিসত্ত্বার সঙ্গে তুলনা মূলক ভাবে বিচার করে দেখতে হবে। একটিই স্বগীয় অস্তিত্ব এবং তিনটি ব্যক্তিগত অবিভাবক (প্রকাশ) আছে। তিন ব্যক্তিকে প্রায়ই একই প্রেক্ষাপটে উল্লেখ করা হতো (তুলনা মথি ১:১৬-১৭;২৮:১৯; কার্যাবলী ২:৩৩-৩৪; রোমীয় ৮:৯-১০; ১করিন্থিয় ১২:৪-৬; ২করিন্থিয় ১:২১-২২;১৩:১৪; ইফিসীয় ১:৩-১৪;৪:৪-৬; তীত ৩:৪-৬; ১পিতর ১:২)।

বিশেষ আলোচ্য বিষয়: ত্রিত্ব
"ত্রিত্ব" শব্দটি তারতুলিয়ান উদ্ভাবন করেছিলেন, তা বাইবেলের শব্দ নয়। কিন্তু ধারনাটি ব্যাপ্তিশীল।

১. সুসমাচার সমূহ
   - মথি ৩:১৬-১৭;২৮:১৯
   - যোহন ১৪:২৬
২. কার্যাবলী কার্যাবলী ২:৩২-৩৩, ৩৮-৩৯
৩. পৌল
   - রোমীয় ১:৪-৫;৫:১,৫;৮:১-৪,৮-১০
   - ১করিন্থিয় ২:৮-১০; ১২:৪-৬
   - ২করিান্থয় ১:২১; ১২:১৪
   - গালাতীয় ৪:৪-৬
   - ইফিসীয় ১:৩-১৪; ১৭:২-১৮; ৩:১৪-১৭; ৪:৪-৬
   - ১থিষলনীকিয় ১:২-৫
   - ২থিষলনীকিয় ২:১৩
   - তীত ৩:৪-৬

৪. পিতর- ১পিতর ১:২
৫. যিহুদা ভিক্তি ২০- ২১

এটি পুরাতন নিয়মের মধ্যে ইঙ্গিত করা হয়েছে

১. ঈশ্বর শব্দটির জন্য বহুবচনের ব্যবহার।
   - এলোহিম নামটি বহুবচন, কিন্তু যখন ঈশ্ব কে বুঝাতে ব্যবহার করা হয় তখন এর সঙ্গে বচন বিশিষ্ট ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়।
   - আদিপুস্তক ১:২৬- ২৭; ৩:২২; ১১:৭ পদ সমূহে (ইউ এস) "ধাস" শব্দ।
   - "এক" (One) দ্বিতীয়বিবরণ ৪:৬ পদের সীমায় (Shema) ব্যবহৃত শব্দটি (যেমন আদি ২:২৪; যিহিস্কেল ৩৭:১৭ পদে আছে) বহুবচন।

২. প্রভুর দুত দেবতার একটি দৃশ্যমান প্রতিনিধিত্ব।
   - আদি ৩:২,৪; ১৩:২১; ১৪:১৯
   - আদি ৩:২,৪; ১৩:২১; ১৪:১৯
   - বিচার কর্ত্তৃগণ ২:১; ৬:২২- ২৩,১৩:৩- ২২
   - সখরীয় ৩:১- ২

৩. ঈশ্বর এবং আত্মা পরস্পর ভিন, আদি ১:১- ২; গীত ১০৪:৩০; যিশাইয় ৬৩:৯- ১১; যিহিস্কেল ৩৭:১৩- ১৪

৪. ঈশ্বর (YHWH) এবং মোশীহ (Adon) হচ্ছেন পৃথক দুই জন, গীত ৪৫:৬- ৭; ১১০:১; সখরিয় ২:৮- ১১;১০:৯- ১২

৫. মোশীহ এবং আত্মা পরস্পর পরস্পর ভিন, সখরিয় ১২:১০

৬. ঐ সবই যিশাইয় ৪৮: ১৬; ৬১:১ পদে উল্লিখিত আছে।

যীশুর দেবত্ব এবং আত্মার ব্যক্তিসত্ত্বা কঠোর একেশ্বরবাদী প্রাচীন বিশ্বাসীদের মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি করেছিল।

১. তারতুলিয়ান "পুত্র" কে "পিতার" কাছে নিমতর করে প্রকাশ করেছিলেন।
২. অরিজেন- পুত্রের এবং আত্মা স্বর্গীয় সত্ত্বাকে নিমতর করে প্রকাশ করেছিলেন।
৩. অরিয়স- পুত্র এবং আত্মার দেবত্বকে অস্বীকার করেছেন ।
৪. মনার কিয়ান ইজম (Monarchianism) - ঈশ্বরের ক্রমিক আবির্ভাবে বিশ্বাস করতেন ।

ত্রিত্ববাদ হচ্ছে বাইবেলে লিখিত বস্তুসমূহ থেকে জ্ঞাত ঐতিহাসিক ভাবে উৎকর্ষ সাধিত পুত্রবদ্ধ একটি বিবৃতি।

১. পিতার সমতুল্য যীশুর পুর্ণ দেবত্ব নিশিয়ার পরিষদ কর্ত্তৃক ৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে দৃঢ় ভাবে প্রকাশিত হয়েছে।
২. পিতা এবং পুত্রের সমতুল্য আত্মার পূর্ণ ব্যক্তি সত্ত্বা এবং দেবত্ব কনষ্টানিপলের পরিষদ কর্তৃক (৩৮১ খ্রীষ্টাব্দে) দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করা হয়েছিল।
৩. ত্রিত্ববাদের ধর্মতত্ব আগষ্টিনের লেখা De Trinitate এর মাধ্যমে পূর্ণাভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

এখানে একটি প্রকৃত রহস্য আছে। কিন্তু মনে হয় নতুন নিয়ম তিনটি শেষ কালীন ব্যক্তিগত আবির্ভাব প্রকাশের স্বর্গীয় অস্তিত্বের কথা দৃঢ় করে বলছে।

প্রসূত আলোচনা প্রশ্ন।

এটি একটি অধ্যায়ন নির্দ্দেশক টীকা যার অর্থ আপনিই আপনার বাইবেল অনুবাদের জন্য দায়ী। আমাদের প্রত্যেককেই নিজস্ব আলোতে বিচরণ করতে হবে। আপনি, বাইবেল, এবং পবিত্র আত্মাই অনুবাদে আত্মার প্রাধান্যতা (প্রথম স্থানে অবস্থান) দিতে হবে। আপনি অবশ্যই তা টিকাকারের উপরে ছেড়ে দেবেননা। এসব আলোচনা প্রসূত প্রশ্ন সমূহ বইটির এ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে গুরুত্ব যোগান হয়েছে। সেসব চিন্তার উক্তেজক, চুড়ান্ত কিছু নয়।

১. যোহন বাপ্তাইজক পুরাতন নিয়মের ভাববাদীর কোন বিষয় স্মরন করিয়ে দিয়েছেন? কেন?

২. অনুশোচনার সংজ্ঞা নিরুপ করন।

৩. মথি কেন "স্বর্গ রাজ্য" শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন এবং মার্ক ও লূক "ঈশ্বরের রাজ্য" ব্যবহার করেছেন।

৪. যিশায় ৪০ (পদ ৩) থেকে উদ্বৃতির গুরুত্ব কি?

৫. কেন ধর্মীয় নেতারা বাপ্তাইজিত হতে চয়? সে সময়ে বাপ্তিস্ম কি প্রতীক প্রদর্শন করে।

৬. যোহন বাপ্তাইজকের বার্ক্তা কেন বিচারের বিষয় জোর দিয়ে বলে এবং কেন মুক্তির কথা নয়?

৭. কেন যীশু মন পরিবর্ক্তনের অনুশোচনার বাপ্তিস্মের দ্বারা বাপ্তাইজিত হয়েছিলেন?

৮. ঈশ্বর স্বর্গ থেকে কথা বলেছিলেন তার গুরুত্ব কি? পুরাতন নিয়মের মধ্যে 'পিতার' উদ্বৃতির দুইটি উৎস চিহ্নিত করুন এবং তাদের গুরুত্বের বর্ননা দিন।

মথি ৪

আধুনিক (বর্ক্তমান) অনুবাদ সমুহের অনুচ্ছেদ বিভাগ সমুহ।

ইউ বি এস৪	এন কে জে ভি	এন আর এসভি	টি ই ভি	জে বি
যীশুর পরীক্ষা	শয়তান যীশুকে পরীক্ষা করে	যীশুর পরীক্ষা	যীশুর পরীক্ষা	প্রান্তরে পরীক্ষা
		৪:১- ৪	৪:১- ৩	৪:১- ১১
৪:১- ১১	৪:১- ১১		৪:৪	
		৪:৫- ৭	৪:৫- ৬	
			৪:৭	
		৪:৮- ১১	৪:৮- ৯	
			৪:১০	
			৪:১১	
গালীলীয় পরিচর্য্যার আরম্ভ	যীশু তার গালীলীয় পরিচর্য্যা আরম্ভ করেন	যীশুর গালীলে কাজের সুরু	যীশু গালীলে কাজ সুরু করেন	গালীলে প্রত্যাবর্ক্তন
		৪:১২- ১৭	৪:১২- ১৬	৪:১২- ১৭
৪:১২- ১৬	৪:১২- ১৭		৪:১৭	
৪:১৭			যীশু চারজন মৎস ধারীকে আহবান	প্রথম চারজন শিষ্যকে আহবান
চারজন	চারজন মৎস			

মৎস ধারীকে আহবান ৪:১৮– ২২	ধারীকে শিষ্য হিসাবে আহবান ৪:১৮– ২২	৪:১৮– ২২	করেন ৪:১৮– ২০ ৪:২১– ২২	করেন ৪:১৮– ২২
বিশাল জনতার পরিচর্য্যা ৪:২৩– ২৫	যীশু বিশাল জনতাকে সুস্থ করেন ৪:২৩– ২৫	৪:২৩– ২৫	যীশু, শিক্ষা দেন, প্রচার করেন এবং আরোগ্য দান করেন ৪:২৩– ২৫	যীশু প্রচার করেন এবং রোগীকে সুস্থ করেন ৪:২৩– ২৫

পাঠ চক্র ৩ [পৃঃ ৭ (সাত) দেখুন]

অনুচ্ছেদ সমান্তরালে আদি গ্রন্থকারের অভিপ্রায় অনুসরন।

এ একটি অধ্যায়ন নির্দ্দেশক টীকা যার অর্থ তুমি তোমার নিজের বাইবেল অনুবাদের জন্য দায়ী। আমাদের প্রত্যেককেই অবশ্যই আমাদের নিজ আলোতে চলতে হবে। আপনি, বাইবেল, এবং পবিত্র আত্মা অনুবাদে আত্মার প্রাধান্যতা (প্রথম স্থানে অবস্থান) দিতে হবে। আপনি অবশ্যই তা টিকাকারের উপরে ছেড়ে দেবেন না।

একটি মাত্র অধিবেশনেই তা পড়ে ফেলুন। বিষয় সমূহ চিহ্নিত করুন। উপরের পাচঁটি অনুবাদের সঙ্গে আপনার বিষয় বিভাগের সঙ্গে তুলনা করুন। অনুচ্ছেদ ভাগ অনুপ্রাণিত নয়, কিন্তু তা আদি গ্রন্থকারের অভিপ্রায় অনুসরনের চাবিকাঠি যা হচ্ছে অনুবাদের কেন্দ্র। প্রত্যেক অনুচ্ছেদেরই একটি, কেবল মাত্র একটি বিষয় আছে।

১. প্রথম অনুচ্ছেদ
২. দ্বিতীয় ”
৩. তৃতীয় ”
৪. ইত্যাদি

১ হতে ২৫ পদ পর্যন্ত প্রসঙ্গানু ক্রমিক অর্ন্তদৃষ্টি।

- এ বিষয় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে, ঈশ্বর দৃঢ়রুপে মোশীয় সম্বন্ধীয় যীশুর পুত্রত্বের কথা বলার পর তৎক্ষণাতই অত্মা প্রান্তরে প্রেরণ করেছিলেন। (উদাহরণ মার্ক ১:১২)। পুত্রের জন্য পরিক্ষা ছিল ঈশ্বরের। ইচ্ছানুসারে। পরীক্ষার সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া যেতে পারে যে তা হচ্ছে ঈশ্বর প্রদত্ত অভিপ্রায়ের, ঈশ্বর দির্ধারিত সীমা লংঘনের প্ররোচনা প্রদান । পরিক্ষা পাপ নয়। ঐ পরিক্ষা ঈশ্বর কর্তৃকই সুত্রপাত করা হয়েছিল। (তার) মাধ্যমটি ছিল শয়তান। (তুলনা ২ রাজাবলী ২২:১৩– ২৩; ইয়োব ১– ২; সখরীয় ৩)
- এ বিষয়টি ও গুরুত্বপূর্ণ যে, ঐ অধ্যায়ে ইসরাইলের খ্রীষ্টের সাদৃশ্য প্রকাশ করা হয়েছিল। যীশুকে একজন আদর্শ ইসরাইল হিসাবেই দেখা হয় যিনি যে সব কর্তব্য আদিতে তার

জাতির উপরে অর্পন করা হয়েছিল তা তিনি সবই পরিপূর্ণ করেছিলেন (তুলনা যিশাইয় ৪১:৮–৯; ৪২:১,১৯; ৪৩:১০) উভয়কেই পুত্র বলা হয়েছে (তুলনা হোষেয় ১১:১) এ বিষয় কিছু দ্ব্যার্থবোধের বর্ণনা দেয় যা যিশাইয় ৪১–৫৩ অধ্যায়ের ভৃত্য সংগীতের মধ্যে বহুবচন থেকে একবচনে পরিবর্ত্তনের মধ্যে দিয়ে পাওয়া যায় (যিশাইয় ৫২:১৩–১৫ LXX মধ্যে)। এ ইসরাইল খ্রীষ্ট সাদৃশ্য আদম, খ্রীষ্টের সঙ্গে সমতুল্য যে সাদৃশ্য রোমিয় ৫:১২–২১ পদে পাওয়া যায়।

- খ্রীষ্ট কি প্রকৃতই পাপ করেছিলেন? এ হচ্ছে খ্রীষ্টের দু'টি আচরনেরই প্রকৃত রহস্য। সেটি ছিল একটি প্রকৃত পরিক্ষা । যীশু তার মনুষ্য প্রকুতিতে ঈশ্বরের অভিপ্রায় লংঘন করতে পারতেন । এটি একটি পুতলনাদ প্রদর্শন ছিল না। যীশু ছিলৈন পতিত স্বভাব বিহীণ একজন মানুষ (তুলনা ইব্রীয় ৪:১৫; ৭:২৬)। এ ক্ষেত্রে তিনি আদমের মতই ছিলেন। আমরা এই একই রকম প্রকৃত কিন্তু দুর্বল মনুষ্যচিত আচরণ গেৎশীমানী বাগানে দেখতে পাই যেখানে যীশু ক্রুশের পথ ব্যতিত মুক্তির অন্য রকম পথের জন্য তিন বার প্রার্থনা করেছিলেন (তুলনা ২৬:৩৬–৪৬: মার্ক ১৪:৩২–৪২)। এ প্রবণতা শয়তানের প্রত্যেকটি পরিক্ষার মধ্যে একটি করে ঝোঁকের অস্তিত্ত্ব আছে যা মথি ৪ অধ্যায়ে রয়েছে। কেমন করে যীশু তাঁর মোশহি বিষয়ক দান মনুষ্য সমাজকে মুক্তির জন্য ব্যবহার করবেন? যা'ই হোক না কেন প্রতি স্থাপন মূলক (কোন কিছুর পরিবর্তে) প্রায়শ্চিত্ত পরিক্ষা ছিল।
- যীশু অবশ্যই তার শিষ্যদের কাছে পরবর্ত্তীতে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলে থাকবেন কারণ তিনি একাই প্রান্তরে ছিলেন। এ বিবরণটি কেবল মাত্র শুধু খ্রীষ্টের পরিক্ষার বিষয়ই শিক্ষা দেয় না কিন্তু তা আমদের (নিজ নিজ) পরিক্ষায়ও সাহায্য করে।
- এটি ৪ অধ্যায়ের তুলনামূলক বিষয় মার্ক ১:১২–১৩ এবং লূক ৪:১–১৩ পদেও পাওয়া যায়।

শব্দ এবং শব্দগুচ্ছ অধ্যায়ন

> ১"তখন যীশু, দিয়াবল দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য, আত্মা দ্বারা প্রান্তরে নীত হইলেন। ২ আর তিনি চল্লিশ দিবারাত্র অনাহারে থাকিয়া শেষে ক্ষুধিত হইলেন। ৩ তখন পরীক্ষক নিকটে আসিয়া তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে বল, যেন এই পাথরগুলি রুটি হইয়া যায় । ৪ কিন্তু তিনি উত্তর করিয়া কহিলেন, লেখা আছে "মনুষ্য কেবল রুটিতে বাঁচবে না, কিন্তু ঈশ্বরের মুখ হইতে যে প্রত্যেক বাক্য নির্গত হয়, তাহাতেই বাঁচবে" ।

৪:১ "তখন যীশু দিয়াবল দ্বারা পরিক্ষীত হইবার জন্যে আত্মা দ্বারা প্রান্তরে নীত হইলেন" এ বিষয়ে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ যাতে ঈশ্বরের অভিপ্রায় প্রকাশ পাচ্ছে, যার জন্য যীশু জীবনে তাঁকে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। (ইব্রীয় ৫:৮) এ পরিক্ষার অভিজ্ঞতা যীশু কিভাবে মনুষ্যকে তাঁর মোশীহ সুলভ ক্ষমতা তিনি কিভাবে মানুষের মুক্তির জন্য ব্যবহার করবেন তার সঙ্গে সম্পর্কিত (ভিভি ৩,৬ তে স্থানীয় শর্ত্তযুক্ত বাক্যসমূহের উদাহরণ) "

- নীত হইলে মার্ক ১:১২ পদে আমরা যে শব্দগুচ্ছ দেখতে পাই তাতে আছে "আত্মা তাহাকে প্রান্তরে পাঠাইয়া দিলেন" । যীশুর পক্ষে এ অভিজ্ঞতাটির প্রয়োজন ছিল (উদা ইব্রীয় ৫:৮)

➢ "প্রান্তর" এ (শব্দ) টি জেরিকোর নিকটবর্ত্তী চারণ ভূমির বিষয় বলছে, যেখানে মানুষ বাস করতো না । এটি সেরকম জঙ্গাল হয়তো হবে, যেখানে মোশী (উদাঃ যাত্রাঃ ৩৪ঃ২৮) এলিয় (উদাঃ ১ রাজাবলী ১৯ঃ৮) এবং যোহন বাপ্তাইজক বসবাস করতো (উদাঃ মথি ৩ঃ১)

➢ "পরীক্ষিত" গ্রীক ভাষার শব্দ দুটি একটি পরীক্ষার (Temptative or test) ব্যাখ্যা প্রদান করে। একটি শব্দের [Dokimazo] ব্যাখ্যা হচ্ছে "শক্তিশালী করার জন্যে পরীক্ষা করা" এবং অপরটির [peirasmo] এর ব্যাখ্যা হচ্ছে "বিনাশের জন্য পরীক্ষা করা" যে শব্দটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা হলো বিনাশের জন্য (উদাঃ মথি ৬ঃ১৩; যাকোব ১ঃ১৩- ১৪) ঈশ্বর কখনর আমাদের বিনাশের জন্য পরীক্ষা করবেন না কিন্তু তিনি প্রায়ই আমাদের শক্তিশালী করার জন্য পরীক্ষা করে থাকেন। (উদাঃ আদি ২২ঃ১; যাত্রাঃ ১৬ঃ৪; ২০ঃ২০; দ্বিতীয় বিবরণ ৮ঃ২,১৬,১৩,৩ বিচার কর্ত্তৃগণ ২ঃ২২; ২বংশাবলী ৩২ঃ৩১; ১থিষলনীকিয় ২ঃ৪; ১পিতর ১ঃ৭;৪ঃ১২- ১৬)

বিশেষ আলোচ্যঃ পরীক্ষা বুঝতে গ্রীক শব্দ সমূহ এবং তার ব্যাখ্যা ।

দুটি গ্রীক শব্দ আছে যা কোন উদ্দেশ্যে কাওকে পরীক্ষা করার ধারনা দেয় ।

1. Dokimazo, dokimion, dokimasia

এ শব্দটি হচ্ছে আগুন দ্বারা কোন কিছুর বিশুদ্ধতা পরীক্ষার জন্য একটি ধাতু পরিস্কারক শব্দ (উদাঃ রুপক অর্থে কেউ একজন)

আগুন খাঁটি ধাতুতে পরিনত করে এবং ময়লা পুড়িয়ে দেয় (উদাঃ শুদ্ধকরন)। এ স্বাভাবিক প্রক্তিয়া ঈশ্বরের এবং বা ঈশ্বর শয়তান এবং অন্যকে মানবীয় পরীক্ষার একটি শক্তিশালী বাগধারা ভাষার বৈশিষ্ট্য হয়ে দাড়ায়। গ্রহনের লক্ষ্যে এ শব্দটি কেবল মাত্র নিশ্চিত পরীক্ষার অর্থেই ব্যবহৃত হয়। পরীক্ষার বিষয়টি নতুন নিয়মে ব্যবহৃত হয়েছে।

এ. বলদ সমূহ লূক ১৪ঃ১৯

বি. আপন ১ করি ১১ঃ২৮

সি. আমাদের বিশ্বাস যাকোব ১ঃ৩

ডি. এমনকি ঈশ্বর ইব্রীয় ৩ঃ৯

এসব পরীক্ষার ফলাফল সমূহ যথার্থ বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল (উদাঃ রোমীয় ১ঃ২৮; ১৪ঃ২২; ১৬ঃ১০; ২ করি ১০ঃ১৮; ১৩ঃ৩; ফিলিপীয় ২ঃ২৭; ১ পিতর ১ঃ৭) সেজন্য, শব্দটি কারও (কোন ব্যাক্তির) পরীক্ষিত হবার এবং সত্য বলে প্রকাশিত হবার ধারনা বহন করে যেঃ

এ. কষ্টস্বীকারের যোগ্য।

বি. উত্তম

সি. খাঁটি

ডি. মূল্যবান

ই. সম্মানিত

2. Peiraza peirasmus.

দোষ ত্রুটি খুজে বের করার বা প্রত্যাখান করার উদ্দেশ্যে পরীক্ষা শব্দের ব্যাক্ষা দেওয়া হয়েছে।

এ. এটি যীশুকে কৌশলে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে (উদাঃ মথি ৪:১; ১৬:১; ১৯:৩; ২২:১৮,৩৫; মার্ক ১:১৩; ও্গখ ৪:২; ইব্রী ২:১৮)

বি. এ শব্দটি (Peirazo) শয়তানের একটি নাম বা উপাধি হিসাবে মথি ৪:৩; ১ থীষল ৩:৫ পদে ব্যবহৃত হয়েছে।

সি এটি ঈশ্বরকে পরীক্ষা করা জন্য যীশু কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হয়নি (উদাঃ মথি ১৪:৭; লূক ৪:১২) যা ব্যার্থ হয়েছে তার জন্য কিছু একটা করার প্রচেষ্টার ও নির্দ্দেশ করে। (উদাঃ কার্য্যাঃ ৯:২০; ২০:২১; ইব্রীয় ১১:২৯) এটি বিশ্বাসী বর্গের পরীক্ষা এবং বিচারের জন্য ও ব্যবহৃত হয়েছে (উদাঃ ১করি ৭:৫; ১০:৯,১৩; গালা ৬:১; ১ থীষল ৩:৫; ইব্রী ২:১৮; যাকোব ১:২,১৩,১৪; পিতর ৪:১২; ২ পিতর ২:৯)।

- "শয়তান" পুরাতন নিয়মে যে দেবদুত সদৃশ্য ব্যক্তি মনুষ্য জাতিকে পছন্দ করে নেবার অধিকার দেয়, তার নাম শয়তান অভিযোক্তা বলা হয়েছে (উদাঃ মার্ক ১:১৩) । নতুন নিয়মে আছে যে diabolos বা শয়তান হবে যাতে বলা হয়েছে অপবাদকারী বিপক্ষ বা পরীক্ষক (শয়তান) পুরাতন নিয়মে সে ছিল ঈশ্বরের একজন দাস (উদাঃ ইয়োব ১; ২রাজাবলী ২২:১৩- ২৩; ১বংশাবলী ২১:১;সখরীয় ৩:১,২) যা হোক নতুন নিয়ম পর্যন্ত শয়তনের তীব্রতর অবস্থা ছিল এবং সে ঈশ্বরের প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইবেলের অন্তর্গত ধীরে ধীরে শয়তানের বিকাশ লাভ করা উপরে যে সব বই আছে তার মধ্যে Peiraz A.B. Davidson এর Old Testament Thology published by T and T Clark P. 300-06 ই হলো সর্বোত্তম। ৪:২ "ধার তিনি অনাহারে থাকিলে পর" উপবাস সম্বন্ধে মথি ৬:১৬ পদে বিশেষ আলোচ্য বিষয় দেখুন।
- "চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্রি" এখানে মথি পুনরায় নতুন নিয়ম থেকে যে মূল উপাদান বেছে নিয়েছিলেন তা হলো (১) সিনয় পর্বতে মোশীর চল্লিশ দিন ও চল্লিশ রাত্র অবস্থান (উদাঃ যাত্রাঃ ২৪:১৮; ৩৪:২৮;দ্বিতীয় বিবরণ ৯:৯; ১০:১০) এবং (২) ইসরাইলের প্রান্তরে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ভ্রমন (উদাঃ গুনা ১৪:২৬- ৩৫) মথি যীশুকে নতুন নিয়ম দাতা এবং পরিত্রাতা হিসাবেই দেখেছিলেন। বাইবেলে অহরহ ব্যবহৃত "চল্লিশ' শব্দটি উয়ই আক্ষরীক ভাবে (মিশর থেকে কনানদেশ পর্যন্ত ৪০ বছরের) এবং আলংকারিক ভাবে (জল প্লাবন) কাজ করার ইংগিত বহণ করে। ইব্রীয়গণ চান্দ্র মাসের দিন পঞ্জি ব্যবহার করতো। "চল্লিশ" দীর্ঘ সময়ের ইঙ্গিত বহন করে অনির্দিষ্টিত সময়কাল তাই একটি চান্দ্র চক্রের চেয়ে ও অনেক বেশী সময় এবং প্রকৃত পক্ষে চব্বিশ ঘন্টার চল্লিশ দিন নয়।
- "তিনি শেষে ক্ষুধিত হইলেন" অনাহারে ছিল খাদ্যভাব জনিত, জলের অভাব নয়। কেহ কেহ যীশুর অনাহারের সমাপ্তি পর্যন্ত সময়টিকে দেখে যখন তাঁর নিকটে পৌছাবার পূর্ব মুহুর্ত পর্যন্ত তিনি দুর্বল এবং ক্লান্ত ছিলেন। অন্যেরা বিশ্বাস করেন সে সমস্ত অনাহারে মধ্যেই শয়তান এসেছিল। প্রথম ইচ্ছাটি মূল প্রসঙ্গের সঙ্গে খাপ খায়। ৪:৩ "এবং পরীক্ষক" এটি একটি স্বাধীন সত্ত্বা মূলক পদ যা "পরীক্ষা করা" ক্রিয়ার বর্ত্তমান কালের ন্যায় ব্যবহৃত হয়েছে। সেটি ১ পদে ব্যবহৃত হয়েছে।
- "তখন পরীক্ষক নিকটে আসিয়া তাহার নিকটে বলিল" এ সকল পরীক্ষা সমূহ দর্শন বা প্রকৃতিক দৃশ্যও হতে পারতো । প্রকৃত ঘঁনার ভিক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত বিষয়টি এই যে, দিয়াবল তাঁহাকে একটি মাত্র মূহুর্তে পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য দেখাবার জন্য অত্যুচ্চ পর্বতের উপরে নিয়ে যাবে যা ছিল সম্ভবত একটি দর্শন, কিন্তু তবুও তা সাহসের সাথে (অবস্থার) মুখোমুখি হওয়ার একটি ব্যক্তিগণ বিষয় ছিল (লূকে সাদৃশ্য আছে)।

- “যদি তুমি ঈশ্বরের পুত্র হও” ৬ পদেও ন্যায় এটি একটি প্রথম সারির শর্ত সাপেক্ষ বাক্য, যা সত্য বলে অনুমিত হয়, নুন্য পক্ষে প্রন্থকারের দৃষ্টিকোণ থেকে সেজন্য ইংরেজ পাঠক বর্গের জন্য এটি “যদি” এর পরিবর্ক্তে ‘যেহেতুক’ শব্দে অনুবাদ করা উচিত ছিল।

দিয়াবল যীশুর মোশীদের সন্দেহ প্রকাশ করছে না কিন্তু তাকে তার মোশীহ সূলভ শক্তি সমূহের অপব্যবহার করতে তাঁকে পরীক্ষা করছিল। এ ব্যবকরন গত গঠন/ প্রকার এ পরীক্ষার অভিজ্ঞতার সমস্ত অনুবাদ কে রঞ্জিত করে (উদাহরনঃ James Stewart The Life and Teachings of Jesus Christ) |

“আদেশ করুন যেন এ সকল পাথর রুটি হইয়া যায়” দৃশ্যতঃ যিহুদীয়ার প্রান্তরে এ সকল পাথর ভাঁজা হাত রুটির মত আকৃতি বিশিষ্ট ছিল। দিয়াবল যীশুকে তাঁর মোশীয় সলভ শক্তি ব্যবহার করে উভয়ই (বিষয়ই) তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজন সমূহ মিটাতে এবং মানুষকে - - - - তাদের জমা করার পরীক্ষা করছিল। পুরাতন নিয়মে মশীহ দরিদ্রদের খাওয়ান বলে বর্ণনা করা হয়েছে (উদা যিশাইয় ৫৮ঃ৬- ৭,১০) এসব পরীক্ষার অভিজ্ঞতা সমূহ কিছুটা হলেও যীশুর পরিচির্যা কাজের সময় কালের ঘটে চলছিল । পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ানো (মথি ১৪ঃ১৩- ২১) এবং চার হাজারের বিষয়ও (মথি ১৫ঃ২৯- ৩৩) প্রমাণ করে যে, কতগুলো ঈশ্বরের দৈহিক খাদ্য যোগানের অপব্যবহার করেছিল। এছিল ইসরাইল জাতির প্রান্তরের একই রকম সমস্যার অভিজ্ঞতার পুনরাবর্ক্তন। মথি মশী এবং যীশুর মধ্যে সাদৃশ্য দেখেছিলেন। যীহুদীগণ মোশীর অনেক কাজ মোশীহ করবেন কলে আশা করেছিলেন।

৪ঃ৪ “ইহা লিখিত আছে” এটি একটি যথার্থ নিস্ক্রিয় ঘটনা প্রকাশক। এটি ছিল পুরাতন নিয়ম থেকে অনুপ্রাণিত উদ্ধৃতি উপস্থাপিত করা একটি আদর্শগত প্রথা (উদাঃ ভি ীভ ৪,৭,১০) এক্ষেত্রে Septuagint (Lxx) তে উল্লিখিত দ্বিতীয় বিবরণ ৮ঃ৩ পদ উদ্ধৃত করা হয়েছে। এ বিশেষ উদ্ধৃতিটি ইসরাইল সন্ত ানগণের প্রান্তরে অবস্থিতি কালে ঈশ্বরের মানা যোগানোর সঙ্গে সম্পর্ক প্রকাশ করে।

দিয়াবলের পরীক্ষার উত্তর গুলির উদ্ধৃতি সবই ছিল দ্বিতীয় বিবরণ থেকে নেওয়া। এটি নিশ্চয়ই তাঁর প্রিয় বই গুলির মধ্যে একটি ।

১. তাঁর প্রান্তরে দিয়াবল দ্বারা পরীক্ষিত হওয়ার এ বিষয়টি তিনি পূণঃ পূণঃ উল্লেখ করেছেন, মথি ৪ঃ১- ১৬; লূক ৪ঃ১- ১৩।
২. সম্ভবত পর্বতে দত্ত উপদেশের এটি একটি রূপরেখা, মথি ৫- ৭
৩. যীশু দ্বিতীয় বিবরণ ৬ঃ৫ পদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, সেটিই হলো সব চাইতে মহৎ আজ্ঞা, মথি ২২ঃ৩৪- ৪০; মার্ক ১২ঃ২৮- ৩৪; লূক ১০ঃ২৫- ২৮।
৪. যীশু প্রায়শঃ পুরাতন নিয়মের এ অংশটির (আদি- দ্বিতীয় বিবরণ) উদ্ধৃতি দিতেন কারণ তা তাঁর কালের যিহুদীগণ মন্ডলীগণ মন্ডলীর নিয়ম বা অনুশাসনের সবচাইতে প্রামানিক অনুচ্ছেদ বলে বিচনা করতো।

এন, এ, এস, বি (বর্তমান কাল পর্যন্ত সংস্কারকৃত) মূল পাঠ্য ৪ঃ৫- ৭

৫‘তখন দিয়াবল তাহকে পবিত্র নগরে লইয়া গেল এবয় ধর্মধামের চূড়ার উপরে দাঁড় করাইল, **৬**আর তাহাকে কহিল, তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও তবে নিচে ঝাপ দিয়া পড়, কেননা লেখা আছে ‘তুমি আপন দুতগণকে তোমার বিষয়ে আজ্ঞা দিবেন, আর তাহারা তোমাকে হস্তে করিয়া তুলিয়া লইলেন পাছে তোমার চরণে প্রস্তরের আঘাত না লাগে”

৭যীশু তাহাকে কহিলেন, আবার লেখা আছে তুমি আপন ঈশ্বর প্রভুর পরীক্ষা করিওনা।”

৪:৫ ''দিয়াবল তাহকে পবিত্র নগরে লইয়া গেল''

''পবিত্র নগর' শব্দগুচ্ছটি মোশির কাছে ছিল অদ্বিতীয় এবং যিরুশালেমের একটি বিশেষ বিশেষণ। মথি জানতেন, যিহুদীগণ তৎক্ষনাত বুঝবে যে সেটি হচ্ছে পুরাতন নিয়ম থেকে একটি পরোক্ষ উল্লেখ (উদা যিশাইয় ৪৮:২; ৫২:১০; ৬৪:১০)। মথি এবং লূকের মধ্যে পরীক্ষার ঘটনার ক্রমবিন্যাশ পরস্পর ভিন ধরনের। এর কারণ অনিশ্চিত। সম্ভব মথির দেওয়া বিবরণ সময়ানুক্রমিক অন্য পক্ষে লূকের বিবরণ চরম পরিণতি সৃষ্টিকারী ধারার কালকে পূর্ণ বর্সিত করে। এটি অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, বাইবেল একটি পাশ্চাত্য ইতিহাস নয়। নিকট পূর্বদেশীয় ইতিহাস বাছাই করার ক্ষমতা সম্পন কিন্তু তা বেঠিক নয়। সুসমাচার সমূহ জীবনী নয় কিন্তু ধর্ম প্রচার এবং শিষ্যত্ব লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন জন গোষ্ঠীর কাছ লিখিত ক্ষুদ্র পুস্তিকা ঠিক ইতিহাস নয়। প্রায়শঃ সুসমাচার লেখকগণ তাদের নিজস্ব ধর্মতত্ত্বের এবং সাহিত্য রচনার জন্য লেখা নির্বাচন করেছেন। পরিবর্তনের দ্বারা উপযোগী করে নিয়েছেন (উদাঃ Fee and Douglas Stuwart's How to Read The Bible for All its Worth PP. 94-112, 113-134) এটি এ অর্থে ইঙ্গিত বহন করে না যে, তারা ঘটনা অথবা শব্দ সমূহ মিথ্যা বলে প্রমাণ করে বা জাল করে অথবা তার গোপন প্রকৃতি, শিরোনাম ইত্যাদি দিয়া পৃষ্ঠার হরপের বিন্যাস করে বা প্রতারণার উদ্দেশ্যে বানিয়ে বলে । সুসমাচারের অন্তর্গত বিভিনতা অনুপ্রাণতা অস্বীকার করে না । এসব চাক্ষুষ প্রমানের বিবরণ সমূহ দৃঢ়তা সহ কারে প্রকাশ করে।

- ❑

এন, এ, এস, বি, এ, কে, জে, ভি
এন, আর, এস, ভি ''সে তাঁহাকে ধর্মধামের চুড়ার উপরে দাঁর করাইল''
টি, ই, ভি 'তাঁহাকে ধর্মধামের সবচাইতে উঁচুস্থানে স্থাপন করা হইল''
জে, বি 'তাঁহকে ধর্মধামের ছাদের কিনারায় স্থাপন করা হইল''

''ছাদের কিনারা'' অথবা 'চুড়া'' আক্ষরিক দেখা যেতো । যিহুদীদের পরস্পর কারণে মোশীহ কে হঠাৎ করে মন্দিরের মধ্যে গিয়ে দেখা দিতে হতো (উদাঃ মালা ৩:১) এটি ছিল আশ্চর্য্য কাজ করে ভাবে ''ডানা'' তে অনুবাদ করা যেতে পারে। এ শব্দটির অর্থ হতে পারতো (১) ধর্মধামের দেওয়ালের একেবারের বাইরের অংশ সর্ব উপর থেকে কিন্দ্রোন উপত্যক্যা দেখা যেতো বা (২) হেরোদের মন্দিরের অংশ যার উপর থেকে অন্তঃপুর ও লাফ দিয়ে মন্দিরের এলাকার মধ্যে গিয়ে পড়ে লোকদের মন জয় করা একটি প্রলোভন সম্ভবত তা একটি পর্বের দিনে।

৪:৬ 'তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও, নিচে ঝাপ দিয়ে পড়ে''

এটি একটি ১ম সারির শর্তসাপেক্ষ বাক্য যা গ্রন্থকারের প্রেক্ষাপট কিংবা তার উদ্দেশ্যেও ক্ষেত্রে সত্য বলে অনুমান করা হয় (উদাঃ ৩) দিয়াবল গীতসংহীতা ৯১:১১- ১২ এর উদ্ধৃতিটি দিয়েছিল। কেউ কেউ বলেছেন দিয়াবল এ পদটি ভুল উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যদিও সে 'তোমার সমস্ত পথে'' কথাগুলি বাদ দিয়েছিল, এ উদ্ধৃতিটি প্রেরিতগণের পুরাতন নিয়মের পুস্তক ব্যবহারের সম পর্য্যায়ে। সমস্যাটি দিয়াবলের দ্বারা পদটি ভুল উদ্ধৃতির জন্য ছিল না কিন্তু তা ভুল প্রয়োগের জন্যই হয়েছিল।

৪:৭ ''যীশু তাহাকে বলিলেন'' ৭পদটি দ্বিতীয় বিবরণ ৬:১৬ থেকে একটি উদ্ধৃতি যা মাসাতে ইসরাইলদের ঈশ্বরকে পরীক্ষা করার বিষয় উল্লেখ করে (উদাঃ যাত্রা ১৭:১- ৭) ইসরাইল জাতি এ মুহুর্তে তাদেরকে মূল চাহিদা মিটানোর যোগান দিতে বিশ্বাস করেনি, কিন্তু তাহা থেকে একটি আশ্চর্য কাজ চেয়েছিল। উদ্ধৃতিতে সর্বনাম 'তুমি'' শব্দটি ইসরাইলদের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত দিয়াবলের সঙ্গে নয় (উদাঃ পদ ১০)

এন, এ, এস, বি (হাল নাগাদ পর্য্যন্ত সংস্কারকৃত) মূল পাঠ্যঃ ৪ঃ৮– ১১।

৮"আবার দিয়াবল তাঁকে অতি উচ্চ এক পর্বতে লইয়া গেল, জগতের সমস্ত রাজ্য ও সেই সকলের প্রতাপ দেখাইল, ৯আর তাঁহাকে কহিল, তুমি যদি ভুমিষ্ট হইয়া আমাকে প্রণাম কর, এই সমস্তই আমি তোমাকে দিব ১০তখন যীশু তাহাকে কহিলেন, দূর হও, শয়তান, কেননা লেখা আছে "তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করিবে, কেবল তাহারই আরাধনা করিবে"। ১১তখন দিয়াবল তাঁহাকে ছাড়িয়া গেল, আর দেখ, দূতগণ কাছে আসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লরাগিলেন।

৪ঃ৮– ৯ এ পরীক্ষাটি প্রকৃত ঘটনার পরিবর্ক্তে একটি দর্শনের ইঙ্গিত বহন করে।
লূক ৪ঃ৫ পদটি তুলনা করুন যা বলেছে "মুহুর্তের মধ্যেই" উভয় ক্ষেত্রেই., যীশু যে পরীক্ষার সম্মূখীন হয়েছিল তা ছিল প্রকৃত এবং ব্যক্তিগত। এর বিষয়ে দিয়াবল কি বুঝাতে চাচ্ছে সে বিষয় অনেক আলোচনা হয়েছে (১) এতে কি ইঙ্গিত বহন করে যে সে পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যেরই যে মালিক ছিল? বা (২) এতে কি এ ইঙ্গিত বহন করে তিনি কেবল পৃথিবীর গৌরব সকল দেখিয়ে পাপকে অকিঞ্চিৎকর করে দেখতে চেয়েছিলেন? দিয়াবল হচ্ছে এই পৃথিবীর দেবতা (উদাঃ যোহন ১২ঃ৩১; ২ করি ৪ঃ৪) এবং এ পৃথিবীর প্রশাসক (উদাঃ ইফি ২ঃ২; ১ যোহন ৫ঃ১৯) এবং তথাপিও এই পৃথিবীর মালিক হলেন ঈশ্বর যিনি তা সৃষ্টি করেছেন, টিকিয়ে রেখেছেন (লালন পালন করছেন)।
দিয়াবলের প্রভাবের সঠিক বিস্তৃতি , মালিকানা (উদাঃ লূক ৪ঃ৬), এবং স্বাধীন ইচ্ছা (উদাঃ ইয়োব ১– ২; সখরিয় ৩) অনিশ্চিত কিন্তু তার ক্ষমতা এবং মন্দতা ব্যাপ্তিশীল (উদাঃ ১ পিতর ৫ঃ৮)
৪ঃ৯ "যদি" এটি একটি ১ম সারির শর্তসাপেক্ষ বাক্য যা ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য কাজের ইঙ্গিত বহন করে।
৪ঃ১০ তখন যীশু তাহাকে কহিলেন" এটি দ্বিতীয় বিবরন ৩ঃ১৩ পদ থেকে শিথিল ভাবে উদ্ধৃতি দিচ্ছে। এটি এ রকম Masorotic text অথবা Septuagint (LXX) দেখা যায় না। এ পদ টি এবং দ্বিতীয় বিবরন ৬ঃ৫ পদ ঈশ্বরের প্রতি প্রয়োজনীয় অঙ্গিকার মনে, প্রানে এবং জীবনে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করে।
"দূর হও শয়তান "! মথি ১৬ঃ২৩ পদের সঙ্গে সদৃশ্য কিন্তু অভিন একই নয়। কতিপয় পুরাতন গ্রীক পান্ডুলিপি C_2 DL এবং Z যোগ করে "আমার পিছনে সরে যাও শয়তান "। স্পষ্টতঃ প্রচীন লেখকগন মথি ১৬ঃ২৩ পদ থেকে এ শব্দ গুচ্ছ যোগ করেছেন।
৪ঃ১১ 'তখন দিয়াবল তাঁহার নিকট হইতে চলিয়া গেল" লূক ৪ঃ১৩ পদ এর সঙ্গে যে শব্দ গুচ্ছটি সংযুক্ত করে তা হলো "একটি সুযোগের সময় পর্য্যন্ত" পরীক্ষা একবার বা চিরকালের জন্য নয়, কিন্তু চলমান, যীশু পুনরায় পরীক্ষার অভিজ্ঞতা লাভ করবেন। সিজারিয়া ফিলিপিতে পতনের কথা গুলো ছিল প্রান্তরের কথা গুলোর মত পরীক্ষা সুলভ (প্রলোভন যুক্ত) বিদ্রুপ পূর্ণ (উদাঃ মথি ১৬ঃ২১– ২৩)

"দূতগণ কাছে আসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন" গ্রীক শব্দ "পরিচয্যা" প্রায়শঃ দৈহিক খাদ্যের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল (উদাঃ মথিঃ ৮ঃ১৫; ২৫ঃ৪৪; ২৭ঃ৫৫; কার্য্যাবলী ২ঃ৬)। এ বিষয় ১ রাজাবলী ১৯ঃ৬– ৭ কথা স্মরন করিয়ে দেয় যেখানে আর্শ্চয্য ভাবে ঈশ্বর এলিয়কে খাদ্য যোগান দিয়েছিলেন। ঈশ্বরের দূত গন তাঁর অদ্বিতীয় পুত্রকে পরিচর্য্যা করেছিল। দিয়াবল যা যোগান দিতে পারবে বলে বলেছিল, ঈশ্বর তা সবই যুগিয়ে দিয়েছিলেন।

কেন মনুষ্যদেহী ঈশ্বরের পুত্রের দূত গনের পরিচর্য্যার প্রয়োজন হবে সেটি একটি রহস্য। দূতগন মুক্তি প্রাপ্ত দেও আত্মার পরিচর্য্যা দিয়ে থাকেন (উদাঃ ইব্রী ২ঃ১৪) যীশুর জীবনে দূতগন দুইবার সাহায্য করেছিল একবার তার দেহিক দুর্বলতার সময়ে এবং অন্য বার গেৎশিমানি বাগানে (উদাঃ লূক ২২ঃ৪৩ Jame MSSN * D and L and the Vulgate এর মধ্যে আছে)।

এন, এ, এস, বি (হাল নাগাদ সংস্কারকৃত) মূল পাঠ্যঃ ৪ঃ১২-১৭।

১২পরে যোহন কারাগাওে সমর্পিত হইয়াছে শুনিয়া, তিনি গালিলে চলিয়া গেলেন; ১৩ আর নাসারত ত্যাগ করিয়া সমুদ্র তীরে সবূলূন ও নপ্তালির অঞ্চলে অবস্থিত কফর নাহূমে গিয়া বাস করিলেন; ১৪যেন যিশাইও ভাববাদী দ্বারা কথিত এইচ্চন পূর্ণ হয়।
১৫"সবূলূন দেশ ও নপ্তালি দেশ সমুদ্র পথে,
যর্দ্দানের পরপারে পারজাতি গনের গালীল,
১৬যে জাতি অন্ধকারে বসিয়া ছিল, তাহারা মহা আলো দেখিতে পাইলো,
যাহারা মৃত্যুর দেশে ও ছায়াতে বসিয়া ছিল ,
তাহাদের উপরে আলো উদিত হইল" ।
১৭"সেই অবধি যীশু প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, বলিতে লাগিলেন, মন ফিরাও কেননা স্বর্গ রাজ্য সনিকট হইল" ।

৪ঃ১২ যোহনের গ্রেফতার হওয়ার নির্দ্দিষ্ট কারন মথি ১৪ঃ৩-৫ পদে দেওয়া হয়েছে।
৪ঃ১৩ "এবং নাসারত পরিত্যাগ" সেটি হয়েছিল তাদের অবিশ্বাসের কারনে (উদাঃ লূক ৪ঃ১৬-৩১) "এবং কনানে বাস করিতে লাগিলেন" এটি ছিল পিতর ও যোহনের নিজেদের শহর।কপর নাহূমের অর্থ "নাহুমের গ্রাম" সেজন্য তা হয়তো ভাববাদীর পরম্পরাগত নিজস্ব শহর হয়ে থাকবে। সেটি গালীল সাগরের তীরে অবস্থিত ছিল।
৪ঃ১৩ সি-১৬/ ভি.১৩ এর শেষ (উপসংহার মূলক) অনুচ্ছেদের কারনে এটি ছিল একটি পূর্ণতা প্রাপ্ত ভাববানী (উদাঃ যিশায় ৯ঃ১-২)। প্রত্যেকেই আশা করেছিল যে মোশীহ প্রথমতঃ যিহুদা এবং যিরুশালেমে পরিচর্য্যা করবেন, যিশায়ের প্রাচীন ভাববানী যীশুর জীবনে আশ্চর্য্যজনক ভাবে পূর্ণ হয়েছিল (উদাঃ যোহন ৭ঃ৪১)।

জেবুলূন এবং নফতালী দেশ ছিল প্রথম (দেশ) যা আশীরীয় আক্রমণকারীদের কাছ পতন হলো এবং তারাই প্রথমে সুসমাচার শুনতে পেল।
৪ঃ১৫ "জর্দ্দনের অপর পারে" এ বাগধারা বা ভাষার বৈশিষ্ট জর্দ্দনের পূর্ব দিকের কথা উল্লেখ করে (জর্দ্দানের পর পা পারস্ত) কিন্তু এখানে পশ্চিম দিকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে (শপথকৃত দেশটা)

- "পরজাতীদের গালীল" গালীল ছিল একটি যিহুদী এবং পরজাতীয় উভয়েরই একটি মিশ্রণ (মিশ্রিত আবাস) সংখ্যায় বেশী ছিল পরজাতীয়েরা । এ পরজাতীয় অন্জলটিকে যিহুদার যিহুগণ অবজ্ঞার চোখে দেখতো । ঈশ্বরের অন্তকরণ সর্বদাই সমস্ত পৃথিবীর মুক্তি চেয়েছে। (উদাঃ আদি ৩ঃ১৫; ১২ঃ৩; যাত্রা ১৯ঃ৫-৬; যোহন ৩ঃ১৬; ইফি ২ঃ১১-৩ঃ১৩)

৪ঃ১৬ "যে জাতি অন্ধকারে বসিয়া ছিল" এটি ছিল হয়তো (১) তাদের একটি পাপের উল্লেখ (২) তাদের একটি অজ্ঞতার উল্লেখ, নয়তো (৩) যীহুদীয়ার অন্তর্গত যীহুদীদের রীতি-নীতি থেকে সরে যাওয়ার সামান্য বিভিনতার কারণের জন্য ব্যবহৃত এটি একটি ভাষারীতি।

- মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যক্যা" এটি ছিল মহা বিপদের একটি রুপক কথা (উদাঃ ইয়োব ৩৮:১৭; গীত ২৩:৪;যিরমিয় ২:৬)

৪:১৭ "সেই অবধি যীশু প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন; বলিতে লাগিলেন, মন ফিরাও, কেননা স্বর্গরাজ্য সনিকট হইল" । এটি যোহন বাপ্তাইজকের বার্ত্তার সমতুল্য (উদাঃ ৩:২)। যীশুর মুখে এটি একটি নতুন গুরুত্ব লাভ করছে। রাজ্যটি বর্তমান এবং ভবিষ্যতের। এটি "ইতিপূর্বের" কিন্তু "এখনকার নতুন" যুগের চাপা উক্তেজনা নয়।

বিশেষ আলোচ্য বিষয়: ঈশ্বরের রাজ্য

পুরাতন নিয়মে ওয়াই, এইচ, ডব্লিউ, এইচ কে ইসরাইল জাতির রাজা বলে চিন্তা করা হতো (উদাঃ ১ শমুয়েল ৮: ৭;গীত ১০:১৬:২৪:৭-৯; ২৯:১০; ৪৪:৪; ১৮; ৯৫:৯;যিশাইয় ৪৩:১৫; ৪:৪-৬) এবং মোশীহকে আদর্শ হিসাবে (উদাঃ গীত ২:৬) বৈৎলেহমে যীশুর জন্মের দ্বারা (৬-৪ খৃ. পূ অব্দ) ঈশ্বরের রাজ্য নতুন পরাক্রম এবং মুক্তি নিয়ে মনুষ্য ইতিহাসের মধ্যে প্রবেশ করাল (নতুন শপথ উদাঃ যিরমিয় ৩১:৩১-৩৪;যিহিস্কেল ৩৬:২৭-৩৬) যোহন বপ্তাইজক নৈকট্য ঘোষনা করেছিলেন (উদাঃ মথি ৩:২;মার্ক ১:১৫) যীশু পরিস্কার ভাবে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে রাজ্য তার এবং তার শিক্ষার মধ্যেই বিরাজিত ছিল (উদা ঃ মথি ৪:১৭,২৩;৯:৩৫;১০:১৭;১১:১১-১২;১২:২৮;১৬:১৯;মার্ক ১২:৩৪;লূক ১০:৯,১১;১১:২০;১২:৩১-৩২;১৬:১৬;১৭:২১) তথাপি রাজ্যটি একটি ভবিষ্যতের বটে (উদাঃ মথি ১৬:২৮;২৪:১৪;২৬:২৯;মার্ক ৯:১;লূক ২১:৩১;২২:১৬,১৮)। মার্ক এবং লূকের অর্ন্তগত সিনপটিক তুলনা সমূহের মধ্যে আমরা যে শব্দ গুচ্ছ পাই তা হচ্ছে "ঈশ্বরের রাজ্য" যীশুর শিক্ষার সাধারণ আলোচ্য বিষয়, মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বরের বর্ত্তমান রাজত্ব অন্তর্ভুক্ত যা একদিন সমস্ত পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করবে । এটি মথি ৬:১০ পদের অন্তর্গত যীশুর প্রার্থনায় প্রতিফলিত হয়েছে। যিহুদীদের উদ্দেশ্যে লিখিত মথি তার সুসমাচারে যে শব্দগুচ্ছ বেছে নিয়েছেন তাতে তিনি ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করে মথি (স্বর্গ রাজ্য) অন্য পক্ষে মার্ক এবং লূক পরজাতীয়দের উদ্দেশ্যে লিখতে গিয়ে, দেবতার নাম প্রয়োগ করে সাধারণ নাম পদবীটি ব্যবহার করেছেন। সিনপটিক সুসমাচার সমূহে এটি এরুপ একটি প্রধান শব্দগুচ্ছ । যীশুর প্রথম এবং শেষ উপদেশ এবং তার অধিকাংশ দৃষ্টান্ত কথায়ই এ আলোচ্য বিষয় সমন্ধে বলা হয়েছে । এটি এখন মনুষ্য হৃদয়ে ঈশ্বরের রাজত্বেও কথা উল্লেখ করে । এটি আশ্চর্য জনক যে যোহন এ শব্দ গুচ্ছটি কেবল মাত্র দুবার ব্যবহার করেছেন এবং যীশুর দৃষ্টান্ত কথা কখনই তা করা হয়নি। যোহনের সুসমাচারে "অনন্ত জীবন" একটি প্রধান পদ এবং রুপক।

এ চাপা উক্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে যীশুর দুইবার আসার কথার জন্যে। পুরাতন নিয়ম আলোকপাত কওেছে ঈশ্বরের মোশীহের (ত্রাণ কর্ত্তার) কেবল মাত্র এশবার আগমনের উপওে একটি সামরিক বিচার সম্বন্ধীয়, গৌরবময় আগমন কিন্তু নতুন নিয়ম প্রমান করেন যে তিনি প্রথমবাবে এসেছিলেন যিশাইয় ৫৩ অধ্যায়ের একজন দুঃখ ভোগী দাস হিসাবে এবং সখরিয় ৯:৯ পদে একজন বিনম্র রাজা হিসাবে। দুইটি যিহুদীয় যুগ, মন্দতার যুগ এবং ধার্মিকতার নতুন যুগ বিশ্বাসি বর্গের হৃদয়ে যীশুর বর্তমান রাজত্বেও উপরে নিরন্তর প্রভাব বিস্তার করছে। কিন্তু তা একদিন সমস্ত সৃষ্টির উপরে রাজত্ব করবে। পুরাতন নিয়মে যেভাবে ভাববাণী করা হয়েছে তিনি সেভাবেই আসবেন।"ইতো পূর্বে বিশ্বাসী বর্গের বাস বনাম ঈশ্বরের রাজ্যের এখনও সময় হয়নি"

উদা: Gordon D. Fee and Doglas Stuart's How to Read The Bible for All its Worth PP. 131-134

ঈশ্বরের সঙ্গে বিশ্বাসের সম্বন্ধের জন্য অনুশোচনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় (উদাঃ মথি ৩:২; ৪:১৭; মার্ক ১:১৫; ৬:১২; লূক ১৩:৩,৫; কার্য্যাবলী ২:৩৮; ৩:১৯; ২০:২১) ইব্রীয় ভাষায় এ শব্দটির অর্থ বলা হয়েছে কর্মের পরিবর্তন, অন্য পক্ষে গ্রীক ভাষায় এর অর্থ বলা হয়েছে মনের পরিবর্ত্তন। অনুশোচনা হচ্ছে কার্ও আত্ম কেন্দ্রিক অবস্থান থেকে একটি ঈশ্বর নির্দ্দেশিত এবং অনুপ্রানিত জীবনে পরিবর্ত্তন। বিষয়টি অগ্রগণ্যতা পূর্ববর্তিতা এবং নিজের দাসত্ব থেকে ফিরে আসার আহবান জানায়।মূলত এটি হচ্ছে একটি নতুন আচরন; একটি নতুন পৃথিবী দর্শন, একটি নতুন প্রভু। অনুশোচনা হচ্ছে তাঁর প্রতিমূর্ত্তিতে তৈরী প্রত্যেক মানুষের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা (উদাঃ যিহিস্কেল১৮; ২১,২৩,৩২ এবং ২ পিতর ৩:৯)।

ইতুন নিয়মের যে অনুচ্ছেদটি অনুশোচনার জন্য বিভিন্ন গ্রীক শব্দের উপরে সবচাইতে বেশি প্রতিফলন ঘঁটায় তা হচ্ছে ২ করি ৭:৮- ১৫২: (১) Lupe "দুঃখ" বা "বিষাদ" ভি ভি ৮ (দুইবার), ৯ এবং (তিনবার), ১০ (দুইবার) ১১; (২) Metamelomai "যত্তের পরবর্ত্তী সময়" ভি ভি ৮(দুইবার), ৯: এবং (৩) Melanoeo, "মন ফিরাও" "পরবর্ত্তী মন" ভি ভি.৯,১০। বৈপরীত্য হচ্ছে অনুশোচনা [metamelomai] (উদাঃ যিহুদা, মথি ২৭:৩ এবং এষৌ, ইব্রীয় ১২:১৬- ১৭) বনাম প্রকৃত অনুশোচনা [Emetanoeo] |

প্রকৃত অনুশোচনা ধর্ম তাত্ত্বিক ভাবে সংযুক্ত; (১) নতুন শপথের শর্তসমূহ সম্বন্ধে যীশুর প্রচার (উদা/ ; মথি ৪:১৭; মার্ক ১:১৫; লূক ১৩:৩,৫) ; (২) কার্য্যাবলীর অন্তর্গত প্রেরিতদের বক্তৃতা সমূহ (উদাঃ কার্য্যাবলী ৫:৩১; ১১:১৮ এবং ২ তীম ২:২৫); এবং (৪) বিন্যাসকরন (উদাঃ ২ পিতর ৩:৯) অনুশোচনা ঐচ্ছিক বিষয় নয়।

এন, এ, এস, বি (হালনাগাদ সংস্কারকৃত): ৪:১৮- ২২

১৮ "একদা তিনি গালীল সমুদ্রের তীর দিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন, দুই ভ্রাতা- শিমোন যাহাকে পিতর বলে, ও তাঁহার ভ্রাতা আন্দ্রিয় সমুদ্রে জাল ফেলিতেছেন, কারন তাঁহারা মৎস্যধারী ছিলেন। ১৯তিনি তাহাদিগকে কহিলেন আমার পশ্চাত আইস। ২০আমি তোমাদিগকে মনুষ্যধারী করিব। আর তখনি তাঁহারা জাল পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার পশ্চাদগামী হইলেন। ২১পরে তিনি তথা হইতে আগাইয়া গিয়া দেখিলেন, আর ও দুই ভ্রাতা- সিবদিয়ের দুই ছেলে যাকোর ও তাঁহার ভ্রাতা যোহন আপনাদের পিতা সিবদিয়ের সহিত জাল সেবিতেছেন; তিনি তাঁহাদিগকে ডাকিলেন। ২২আর তখনই তাঁহারা নৌকা ও আপনাদের পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা পশ্চাদগামী হইলেন" ।

৪:১৮"গালীল সমুদ্র" এ মিঠা পানির সরোবরটি প্রায় দৈর্ঘ্যে ১২ মাইল এবং প্রস্থে ৮ মাইল ছিল। এটি বাইবেলে ৪টি বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল । (১) চিন্নারেত সাগর (উদাঃ নহুম ৩৪:১১); (২) গিনিসারত সরোবর (উদাঃ লূক ৫:১); (৩) তিবিরিয়া সাগর (উদাঃ যোহন ৬:১; ২১:১) এবং (৪) এখানে গালীল সাগর।

- "তিনি দুই ভ্রাতাকে দেখিলেন" এটি অনিশ্চিত যে এসব ভ্রাতারা যীশুকে প্রথম বারের মত দেখিলেন এবং তার কথা শুনেছিল কিনা । স্পষ্টত তাদের তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া তাদের সঙ্গে পূর্বেও সক্ষাৎ প্রতিফলিত করে । সম্ভবত তা যোহন ১:৪৫- ৫১ পদে উল্লিখিত। এটি অবশ্যই স্বরণ রাখতে হবে যে, যোহন একটি প্রাচীন গালীলীয় এবং যিহুদা পরিচর্যার বিষয়

লিখেছিলেন। যোহনের কাল নিরুপন তত্ত্ব যীশুর জীবনের গালীলের যিহুদীয়ার গালীল এবং যিহুদিয়ার ঘটনা সমূহ উল্লেখ করেছে।

৪:১৯ আমার পশ্চাতে আইস এবং আমি তোমাদিগকে মনুষ্যধারী করিব" যিহুদীদের পরিবেশের মধ্যে যীশু এসব লোকদের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে তা শিষ্য হবার জন্য এসব লোকদের আহব্বান জানাচ্ছিলেন। কিছু নির্দ্দিষ্ট নিয়ম এবং রীতি ছিল যেভাবে একজন গুরু একাজ করতেন । এ পরিভাষিক শব্দ তাদের মৎস জীবিকার উপরে একটি শব্দ কৌশল ছিল।

এন, এ, এস, বি (হাল নাগাদ সংস্কারকৃত) মূলপাঠ্য ৪:২৩

২৩ "পরে যীশু সমূদয় গালীলে ভ্রমন করিতে লাগিলেন; তিনি লোকের সমাজ গৃহে উপদেশ দিলেন, রাজ্যেও সুসমাচার প্রচার করিলেন এবং লোকদের সর্বপ্রকার রোগ ও সর্ব প্রকার পীরা ভাল করিলেন" ।

৪:২৩ "যীশু সমুদয় গালীলে ভ্রমন করিতে লাগিলেন" এ বিষয় ৩টি নির্দ্দিষ্ট পরিচর্য্যা সংশ্লিষ্ট ছিল (১) শিক্ষা (২) প্রচার (৩) আরোগ্য করণ । এটি লক্ষ করলে একটি মজা ও ব্যপার দেখা যাবে যে, মানুষরা তৃতীয় বিষয়ে সারা দিয়েছিলেন, কিন্তু সর্বদা ১ম এবং দ্বিতীয়টিতে সারা দেয়নি। তৃতীয়টি ছিল কেবল মাত্র ১ম দুটির বৈধতা এবং শক্তির সমর্থন। আরোগ্য হওয়া সম্ভব ছিল এবং রক্ষা (পরিত্রাণ) পাওয়া সম্ভব ছিল না (উদাঃ যোহন ৫)

এন, এ, এস, বি (হাল নাগাদ সংস্কারকৃত) মূল পাঠ্য ৪:২৪- ২৫

২৪ "ধার তাহার জন রব সমুদয় সুরিয়া দেশে ব্যাপিল এবং নানা প্রকার রোগ ও ব্যধিতে ক্লিষ্ট সমস্ত পীড়িত লোক ভুত গ্রস্ত ও মৃগীরোগী ও পক্ষাঘাতী লোক তাহার নিকটে আনিত হইল আর তিনি তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। ২৫ আর গালীল, দিকাপলি, যিরুশালেম, যিহুদীয়া ও যর্দনের অন্যপার হইতে বিস্তর লোক তাহার পশচাত পশচাত গমন করিল" ।

৪:২৪ 'তাহার জনরব সমূদয় সুরিয়া দেশে ব্যপিল" সুরিয়া ছিল একটি রোমীয় প্রদেশ উক্তর প্যালেষ্টাইন তার অন্তর্গত ছিল। যাহোক সম্ভত এটা হতে পারে যে এ প্রেক্ষাপটে সমস্ত অঞ্চলের কথাই বলা হচ্ছে এতে নাসারত থেকে আগত আরোগ্যকারীর বিপুল জনপ্রিয়তা প্রমান করে।

- নানা প্রকার রোগ ও ব্যধিতে ক্লিষ্ট সমস্ত পীড়িত লোক ভুতগ্রস্ত ও মৃগীরোগী ও পক্ষাঘাতী লোক সকল" সুসমাচারের মধ্যে শারিরীক অসুস্ততা এবং ভুতে পাওয়ার মধ্যে পার্থক্য দেখানো হয়েছে। যদিও ভুতের শক্তি শারিরীক অসুস্ততার লক্ষণসমূহে সংঘটিত করতে পারতো তবু ও প্রত্যেকটির আরোগ্যের কাজ ভিন ভিন ধরণের যাদেরই যীশুর কাছে আনা হয়েছিল তাদেরই তিনি সুস্থ করেছিলেন। আমরা অন্য বিবরণ থেকে জানি যে আরোগ্য করণ কখন কখন ব্যক্তির বিশ্বাসের উপর ভিক্তি করে বা রোগী ব্যক্তির বন্ধুদের বিশ্বাসের উপরে এবং কখনও কখনও একেবারেই বেশী বিশ্বাস না থাকলেও তা ঘটেছিল। শারিরীক আরোগ্য হওয়াটা সর্বদা আত্মিক মুক্তির অর্থ বা ইঙ্গিত বহন করতো না। (উদাঃ যোহন ৯)

৪:২৫ "বিস্তর লোক তাহার পশচাত পশচাত গমন করিল" ২৫ পদ হচ্ছে যীশুর জনপ্রিয়তার একটি বিস্তির্ণ বর্ণনা (উহাঃ মার্ক ৩:৭- ৮; লূক ৬:১৭)

এ জন প্রিয়তা যিহুদী নেতৃবর্গকে ঈর্ষ্যাহ্নিত করে তুললো এবং জনগণ তার উদ্দেশ্যকে ভুল বুঝলো।

আলোচনা সম্বন্ধীয় প্রশ্ন সমূহ।

এটি একটি অধ্যয়ন/ পাঠ নির্দেশক টিকা যার অর্থ আপনি নিজেই আপনার বাইবেল অধ্যায়নের জন্য দায়ী। আমাদের অবশ্যই নিজের আলোকে বিচরণ করতে হবে। আপনি বাইবেল এবং পবিত্র আত্মায় অনুবাদে ক্ষেত্রে আত্তার প্রাধান্যতা (প্রথম স্থানে অবস্থান) দিতে হবে। আপনি অবশ্যই তা টিকা কারের কাছে অগ্রগণ্য করবেন না (ছেড়ে দেবেন না) ।

বইটির গুরুত্ব পূর্ণ মূল বিষয়ের এ অনুচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে চিন্তা করার সাহায্যের জন্য এসব আলোচনার **প্রশ্ন** সমূহ আপনার জন্য যোগান দেয়া হয়েছে। সে সব হচ্ছে চিন্তা উদ্দীপনার অর্থে তবে তাই শেষ কথা নয়।

১. যীশুর পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি ছিল?
২. দিয়াবলটি কে এবং তার উদ্দেশ্য কি?
৩. এসব পরীক্ষা সমূহ কি মনোজাগতিক, দৈহিক বা দর্শন বিষয়ক?
৪. কেন সুসমাচার সমূহ যীশুর গালীলীয় পরিচর্যার বিষয় জোরালো ভাবে প্রকাশ করে?
৫. যখন যীশু শিষ্যদেরকে আহ্বান করেছিলেন তার পূর্বে কি তারা যীশুর সাক্ষাৎ পেয়েছিল কিংবা তার কথা শুনেছিল?
৬. নতুন নিয়ম কি ভুতে পাওয়া এবং দৈহিক অসুস্ততার মধ্যে কোন পার্থক্য দেখায়? ঐদি দেখায়, তবে তা কেন?

মথি- ৫

আধুনিক অনুবাদের পরিচ্ছেদ বিভাগ সমূহ

ইউ বি এস৪	এন কে জে ভি	এন আর এস ভি	টি ই ভি	জে বি
পর্বতে দত্ত উপদেশ	যীশুর আশীর্বাদ ঘোষনা	পর্বতে দত্ত উপদেশ (৫:১- ৭:২৭)	পর্বতে দত্ত উপদেশ	যীশুর আশীর্বাদ ঘোষনা
৫:১- ২ যীশুর আশীর্বাদ ঘোষনা	৫:১- ১২	৫:১- ২ যীশুর আশীর্বাদ ঘোষনা	৫:১- ২ প্রকৃত সুখ	৫:১- ১২
		৫:৩	৫:৩- ১০	
৫:৩- ১২		৫:৪		
		৫:৫		
		৫:৬		
		৫:৭		
		৫:৮		
		৫:৯		
		৫:১০		
		৫:১১- ১২	৫:১১- ১২	
	বিশ্বাসীগন লবন	শিষ্যগনের সাক্ষ্য	লবন এবং আলো	পৃথিবীর লবন এবং

লবন এবং	এবং আলো			পৃথিবীর আলো
আলো				
	৫:১৩- ১৬	৫:১৩	৫:১৩	৫:১৩
৫:১৩- ১৬		৫:১৪- ১৬	৫:১৪- ১৬	৫:১৪- ১৬
	যীশু নিয়ম/	যীশুর বার্ক্তার	নিয়ম/ বিধান	নিয়ম/ বিধানের
নিয়ম/ বিধান	বিধান পরিপূর্ণ	সঙ্গে যিহুদীদের	সম্বন্ধে শিক্ষা	পরিপূর্নতা
সম্বন্ধে শিক্ষা	করেন	নিয়ম/ বিধানের		
		সম্পর্ক	৫:১৭- ২০	৫:১৭- ১৯
৫:১৭- ২০	৫:১৭- ২০	৫:১৭- ২০	ক্রোধ সম্বন্ধে	পুরাতনের চেয়েও
ক্রোধ সম্বন্ধে	হত্যা অন্তঃকরন	নিয়ম/ বিধান	শিক্ষা	নতুন মানদন্ড উঁচু স্ত
শিক্ষা	থেকেই শুরু হয়	সম্বন্ধে প্রকৃত		রের
		জ্ঞানের উদাহরন		
				৫:২০
			৫:২১- ২৪	
৫:২১- ২৬	৫:২১- ২৬	৫:২১- ২৬	৫:২৫- ২৬	৫:২১- ২৬
			ব্যাভিচার সম্বন্ধে	
ব্যাভিচার	ব্যাভিচার অন্তরে		শিক্ষা	
সম্বন্ধে শিক্ষা			৫:২৭- ২০	
৫:২৭- ৩০	৫:২৭- ৩০	৫:২৭- ৩০	(স্ত্রী) ত্যাগ সম্বন্ধে	৫:২৭- ৩০
(স্ত্রী) ত্যাগ	বিবাহ পবিত্র এবং		শিক্ষা	
সম্বন্ধে শিক্ষা	বন্ধন		৫:৩১- ৩২	
৫:৩১- ৩২	৫:৩১- ৩২	৫:৩১- ৩২	প্রতিশোধ সম্বন্ধে	৫:৩১- ৩২
শপথ/ দিব্য	দ্বিতীয় মাইল		শিক্ষা	
সম্বন্ধে শিক্ষা	গমনের আদেশ		৫:৩৮- ৪২	
৫:৩৮- ৪২	৫:৩৮- ৪২	৫:৩৮- ৪২	শত্রুর প্রতি প্রেম	৫:৩৮- ৪২
শত্রুর প্রতি	তোমার শত্রুকে			
প্রেম	প্রেম কর		৫:৪৩- ৪৮	
	৫:৪৩- ৪৮	৫:৪৩- ৪৮		৫:৪৩- ৪৮
৫:৪৩- ৪৮				

পাঠ্যচক্র তিন।

অনুচ্ছেদ সমতলে আদি গ্রন্থকারের অভিপ্রায় অনুস্মরণ। এটি একটি পাঠ নির্দেশক টিকা যার অর্থ হচ্ছে আপনি আপনার নিজেস্ব বাইবেল অনুবাদের জন্য দায়ী। আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই অবশ্যই তা টীকাকারের উপরে ন্যাস্ত করবেন না।

একটি মাত্র অধিবেশনেই অধ্যায়টি পড়ে নিন। বিষয় সমূহ চিহ্নিত করুন ।উপরের পাঁচটি অনুবাদের সঙ্গে আপনার বিষয় বিভাগ সমূহের তুলনা করুন। অনুচ্ছেদে বিভাজন করুন অনুপ্রাণিত বিষয় নয় কিন্তু তা আদি গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য অনুস্মরন করতে একটি চাবি কাঠি। প্রত্যক অনুচ্ছেদেরই একটি কেবল মাত্র একটি বিষয় আছে।

১. প্রথম অনুচ্ছেদ

২. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ
৩. তৃতীয় অনুচ্ছেদ
4. BZ¨w`
৫-৭ অধ্যায়ের মূল বিষয় সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি।
এ. শাস্ত্রের এ উদ্ধৃতিটিকে বলা হয়েছে,
১. ''বারজনকে তাদের ধর্মজাযক পদে নিয়োগের অভিনন্দন''
২. ''খ্রীষ্টিয় তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত সার''
৩. ''রাজ্যের (Magna Carta) সর্বপ্রধান স্বাধিকার সনদ পত্র''
৪. রাজার উদ্দেশ্যে ঘোষনা পত্র''

পর্বতে দত্ত উপদেশ পদটি আগষ্টিন কর্ত্তৃক (৩৫৪-৪৩০ খৃঃ অব্দে) মথির উপরে লিখিত তার ল্যাটিন ভাষার টীকার সর্বপ্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল। এ নামটি ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দের কভারডেল বাইবেলের মধ্যে দিয়ে ইংরেজী বাইবেলে এসেছিল।

বি. মথি ৫-৭ পদের পর্বতে দত্ত উপদেশ এবং লূক ৬ অধ্যায়ের ''সমভূমিতে দত্ত উপদেশ সম্ভবতঃ একই প্রকার। সুসমাচার সমূহের লেখকগনের উদ্দিষ্ট শ্রোতাদের তুলনার দ্বারা বস্তুর অন্তর্গত পার্থক্য ব্যাখ্যা করা যেতে পারে; মথির পাঠক গন ছিল পলেষ্টীয় যিহুদীগন এবং লূকের ছিল পরজাতীয়গন। যাহোক, অনেকেই বিশ্বাস করেন সেসব একই প্রকার উপদেশ নয়, কারন তাদের মধ্যে পার্থক্য গুলো খুব বেশী। সে সব অনেক স্থানে বিভিন প্রকার শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে পুনঃপুনঃ ব্যবহৃত মূলভাবের উদাহরন হতে পারে। এর একটি উদাহরন হচ্ছে হারানো মেষের দৃষ্টান্ত কথা। মথি ১৮ অধ্যায়ে এটি শিষ্যদের প্রতি নির্দ্দেশ করে কিন্তু লূক ১৫ অধ্যায়ে তা পাপীদের প্রতি।

সি. ঈশ্বরের অনুপ্রেরনার বশ বর্ত্তী হয়ে, সুসমাচার লেখকগন ধর্ম তত্বের সত্য জ্ঞ্যাতার্থে যীশুর শিক্ষা সমূহ এবং কার্য্যাবলী নির্বাচনে এবং সময়াক্রমিক বিহীন ভাবে একত্রিত করতে স্বাধীন ছিলেন। সুসমাচার সমূহ জীবন বৃত্তান্ত নয়- সেসব হচ্ছে ধর্ম প্রচার সম্বন্ধীয় পুস্তিকা এবং শিষ্যত্বের সার গ্রন্থ সমূহ। মথি যীশুর শিক্ষা এবং আশ্চয্য কাজ সকল একটি প্রাসংগিক ও মূলভাব ভিত্তিক এককে একত্রিত করেছে অন্য পক্ষে লূক এসব একই শিক্ষা তার সুসমাচার ব্যাপি বিভিন প্রসঙ্গে লিখেছেন।

ডি. যীশুর সম্বন্ধে মথির ১ম এবং দীর্ঘ তম প্রবন্ধের গঠন হচ্ছে খুবই যীহুদী ঘেষা সম্ভবত তা দশ আজ্ঞার ন্যায় একটি সতর্ক গঠনের অনুরুপ। বর্ননা সমূহ হচ্ছে তীক্ষ্ম/ প্রত্যক্ষ প্রবচন সম্বন্ধীয় বাক্যসমূহ তা প্রায়ই প্রচলিত বিরুদ্ধে মত সম্বন্ধীয়, যা সত্যের সার সংক্ষেপ করনে এবং স্মরন করতে চেষ্টা পায়। প্রাসঙ্গিক ভাবে সেসব হালকা সম্পর্ক যুক্ত, কিন্তু ব্যকরন গত ভাবে পৃথক।

ই. এসব শিক্ষা সমূহ হচ্ছে শেষ কালীন রাজ্যের কর্তব্য বিষয়ক এবং নৈতিক অর্থে হারানো ব্যাক্তিকে অভিযুক্ত করেন এবং উদ্ধারকৃতকে (পরিত্রান প্রাপ্তকে) উদ্বুদ্ধ করনামার্থে।
দর্শক গন ছিল কতিপয় বিভিন দল, শিষ্যগন, কৌতুহুলীগন এবং ধর্মীয় সর্বোৎকৃষ্ট লোক সমূহ। বিভিন দলের উদ্দেশ্যে ভিন ভিন মূল পাঠ্য সমূহ ছিল।

এফ. এসব শিক্ষা সমূহ ছিল মূলতঃ জীবন বা একটি "পৃথিবী দর্শন" এর প্রতি একটি মনোভাব যাকে চূড়ান্ত ভাবে পুনরায় বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের প্রতি বাধ্যতার প্রতীক করা হয়েছে। এটি অনেকটা নতুন দশ আজ্ঞার ন্যায় গঠিত করা হয়েছে। স্পষ্টতঃ যাত্রা পুস্তক ২০ এবং দ্বিতীয় বিবরন ৫ অধ্যায়ের উপরে একটি শব্দ কৌশলের ব্যবহার।

জি. হারানো বা নাশপ্রাপ্ত কাউকে কিভাবে উদ্ধার করা হবে তা দেখাবার উদ্দেশ্যে নয় কিন্তু পরিত্রান প্রাপ্ত ব্যাক্তি কিভাবে জীবন যাপন করবে বলে ঈশ্বর আশা করেন তার জন্য পরামর্শ। নতুন রাজ্যের জীবন বিধান এতটা মৌলিক কাঠামো গত যে, এমনকি অত্যন্ত প্রতি শ্রুতিবব্দ সাধুদেও ন্যায় প্রগতিবাদী ও তার তুলনায় নিজেকে অপর্য্যাপ্ত গুন সম্পন (অযোগ্য) বলে অনুভব করে। পরিত্রান এবং পবিত্র আত্মার শক্তির জন্য, যা রাজ্যে বসবাস করার একমাত্র আশা, তার জন্য অনুগ্রহ- ই কেবল মাত্র প্রত্যাশা।

মথি ৫ঃ৩- ১২ (স্বর্গ সুখ/ পরম সুখ) পদ সমূহের প্রেক্ষাপটের অর্ন্তদৃষ্টি।

এ. স্বর্গসুখ আত্মিক সিড়ি গঠন করে (১) পরিত্রান থেকে খ্রিষ্ট সাদৃশ্যের, বা (২) মনুষ্য জগতের আত্মিক প্রয়োজনের অনুভুতি থেকে খ্রিষ্টেতে মনুষ্য জগতের নতুন জীবনে।

বি. বিভিন ভাবে তাদের সংখ্যা জানতে পারা গেছে যেমন ৭,৮,৯ এবং এমন কি ১০।

সি. স্বর্গসুখ আমাদের কাছ থেকে উক্তর দাবী করে। সে সব অনিয়মিত নয় কিন্তু প্রেষনা সম্বন্ধীয় (প্রেষনার ফল)।

ডি. তিনটি সাহায্য কারী উদ্বৃতিঃ

১. প্রত্যেক নৈতিক রীতির ই একটি রাস্তা (পথ) আছে মানুষ তার আত্ম ত্রাগ নিয়মানুবর্তিতা এবং প্রচেষ্টার দ্বারা চরম লক্ষ্যে পৌছাতে চেষ্টা করে। যীশু সে লক্ষ্যে থেকে শুরু করেন এবং তিনি তৎক্ষনাৎ ই তার শিষ্যদের সেখানে স্থাপন করেন যে আসনটি অন্য গুরু জন শেষ প্রান্ত বলে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেন ------। তাঁরা আদেশের দ্বারা শুরু করেছিলেন, তিনি করেছিলেন দানের দ্বারা; কারন তিনি ক্ষমা ও করুনার উক্তম সমাচার নিয়ে আসেন। The life and times of Jesus the Messaiah by Alfred Edersheim , p. 528-529.

২."পর্বতে দক্ত উপদেশ একটি অসাধ্য আদর্শ বা নির্দ্দিষ্ট বৈধ্যতার নিয়ম নয়। বরং তা স্বাভাবিক সমাজের জীবনের রীতি নিয়মের একটি ফিরিস্তি (বর্ননা) --------। উপদেশের অনেক কথাই রুপক বা হিতোপদেশ মূলক বর্ননা এবং তা আক্ষরিক বা বৈধ অর্থে বুঝতে হবে না (বুঝবার জন্য নয়)। সে সবের মধ্যে যীশু বাস্তব শব্দ ব্যবহার করে রীতি নিয়মের উদাহরন সহ ব্যাখ্যা প্রদান করেছিলেন।" The International Standard Bible Encyclopedia. Vol. 4p. 2735.

৩. "মূল রাজনীতি "

এ. চরিত্রই হচ্ছে সুখের রহস্য।

বি. ধার্মিকতা আভ্যন্তরিক জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সি. আভ্যন্তরিন জীবন একটি ঐক্য।

ডি. সার্বজনীন ভালবাসা মৌলিক সামাজিক বিধান।

ই. চরিত্র এবং জীবন সহভাগীতায় এবং সহভাগীতার জন্য পিতাতে অবস্থিতি করে।
এফ. পরিপূর্ণতাই হচ্ছে জীবনের চূড়ান্ত পরীক্ষার উপায়।
জি. কার্য্যসকল এবং চরিত্রই হচ্ছে কেবল মাত্র বিষয় যা সার্বিকভাবে অবস্থিতি করে (প্রত্যাশা করে) এবং সহিষ্ণুতার চূড়ান্ত পরীক্ষার উপায়।" The International Standard Bible Encyclopedia. Vol. 4p. 2735.

শব্দ এ শব্দগুচ্ছ অধ্যায়ন

এন, এ, এস, বি (হাল নাগাদ সংস্কারকৃত) মূল পাঠ্যঃ ৫:১- ২ ১"তিনি বিস্তর লোক দেখিয়া পর্বতে উঠিলেন; আর তিনি বসিলে পর থাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার নিকটে আসিলেন। ২তখন তিনি মুখ খুলিয়া তাহাদিগকে এই উপদেশ দিতে লাগিলেন" ।

৫:১ "যখন যীশু বিস্তর লোক দেখিলেন" সমাজের সর্বক্ষেত্রের লোকজন এসে তাঁর কাছে ভীড় জমালো। এ বিশাল জনতার উপস্থিতির কথা মথি ৪:২৩- ২৬ এবং লূক ৬;১৭ পদে'ও আছে। সম্ভবত শিষ্যগন এবং যারা প্রকৃত আগ্রাহানিত ছিল তারাই পিছনের অন্যান্যদেও সঙ্গে যীশুর একেবারে কাছে এসে একটি আন্তঃচক্র তৈরী করেছিল। (উদাঃ ৭:২৮)

- "পর্বত" লূক ৬:১৭ পদে আছে প্রাকৃতিক বিন্যাসটি একটি সমভূমি, কিন্তু বার্তার বিষয় মূলতঃ একই প্রকার। মনে হয় লূকের ঐতিহাসিক বিন্যাসটি সর্বোত্তম। বারোজন কি বেছে নেওয়ার বিষয়ে যীশু পর্বতের উপরে বসে প্রার্থনা করছিলেন, কিন্তু তিনি জনতাকে অভিনন্দন জানানোর জন্য সমভূমিতে নেমে এসেছিলেন এবং তার পর অল্পদূরে পর্বতের পার্শ্বে পিছনের দিকে উঠে আসলেন, যাতে সবাই তাকে দেখতে পায় এবং তার কথা শুনতে পায়। মথিতে যে গ্রীক শব্দ আছে পার্বত্য দেশ বলতে পারা যায় এবং লূকে যে শব্দ আছে তা পার্বত্য দেশে সমতল ভূমি বলে অর্থ করতে পারে। ইংরেজী অনুবাদ সমস্যায় এরুপ একটি বৈপরীত্য দেখা দিতে পারে। যাহোক দুটি বার্তাই অনেক ভাবে ভিনতর। মথি হয়তো সিনয় পর্বতে বিধান প্রদানের সাদৃশ্য দেখাবার জন্য একটি পর্বত বিন্যাস বর্ননা করে থাকতে পারেন।

- "তিনি বসিয়া পড়িলেন" এটি ছিল সরকারী ভাবে শিক্ষা প্রদানের সময়ে যিহুদী পুরোহীতদের (রব্বিদের) দ্বারা ভাষা রীতির ব্যবহার সম্বন্ধীয়, যেমন ছিল " তিনি তার মুখ খুলিলেন " (পদ ২) এসব শব্দগুচ্ছ এবং নির্ধারিত মান অনুযাই কৃত পদ সমূহ ৭:২৮ পদে পর্য্যবসিত হয়েছে। "যখন যীশু তার এই সকল কথা শেষ করিলেন" তা ইঙ্গিত বহন করে যে, মথি দ্বারা এটি একটি মাত্র উপদেশ হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। মথি লিখিত যীশুর ৫টি উপদেশের মধ্যে এটি হচ্ছে প্রথম এবং দীর্ঘতম উপদেশ (অধ্যায় সমূহ ১০,১৩,১৮,এবং ২৪- ২৫)

- “শিষ্যগন তার নিকটে আসিল” কেউ কেউ অনুমান করছেন যে মথি এবং লূকে লিখিত উপদেশ সমূহ বিভিন ধরনের, দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে এখানে কেবল শিষ্যগনই উপস্থিত ছিলেন। তারাই ছিলেন এ উপদেশের উদ্দেশ্য এবং শ্রোতা, কিন্তু সাধারন জনগন এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ চারিদিকে দাড়িয়ে শুনছিল (উদাঃ ৭ঃ২৮) এটা সম্ভব যে যীশু একটির পর আর একটি দলের সঙ্গে কথা বলছিলেন” ।

৫ঃ২ “তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন” এটি একটি অসম্পূর্ন কাল, যার অর্থ হতে পারে (১) তিনি শিক্ষা দিতে শুরু করলেন, বা (২) তিনি এসব বিষয় বিভিন উপলক্ষ্যে পুনঃ পুনঃ করে চলছিলেন। মথির সুসমাচার যীশুর শিক্ষা সমূহ আলোচ্যবিষয়ে একত্রিত করে বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে। মথি ৫-৭ অধ্যায়ের বিষয় বস্তু লূকের অনেক অধ্যায়ের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

এন, এ, এস, বি (হাল নাগাদ সংস্কারকৃত) মূল পাঠ্যঃ ৫ঃ৩।
“ধন্য যাহারা আত্মাতে দীনহীন, কারন স্বর্গরাজ্য তাদেরই।

৫ঃ৩“ধন্য” এ শব্দটির আর্ত ছিল “সুখী” বা “সম্মানিত” (উদাঃ ভি ভি, ৩-১১). ইংরেজী শব্দ “Happy” (সুখী) পুরাতন ইংরেজী ÒHappenstanceÓ থেকে এসেছে। “বিশ্বাসীবর্গের” ঈশ্বর দত্ত সুখ দৈহিক অবস্থার উপরে ভিক্তি করে নয় বরং তা অন্তরের আনন্দের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।এ বক্তব্যে কোন ক্রিয়াপদ নেই। সে সব গঠনে অরামীয় বা হিব্রু ভাষার ন্যায় বিস্ময় প্রকাশক (উদাঃ গীত ১ঃ১) এ পরম সুখ ঈশ্বরের এবং জীবনের প্রতি আচরন এবং একটি পরলোকের প্রত্যাশা ও বটে।

- “আত্মাতে দীনহীন”, গ্রীক ভাষায় দুইটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছিল দীনতা বর্ননা করার জন্য। দুটির মধ্যে এখানে যেটি ব্যবহার করা হয়েছিল সেটি অন্যটির চেয়েও কঠিন। এটি প্রায় ভিখারীর বেলায় ব্যবহার করা হয়েছিল যে ছিল যোগানদানের (দাতার) উপরে নির্ভরশীল। পুরাতন নিয়মে এটি ঈশ্বরের প্রত্যাশারই ইঙ্গিত বহন করে। মথি এটি স্পষ্ট করে বলেছেন যে তা’ শারীরিক দীনতার কথা বলেনা, কিন্তু তা আত্মিক দীনতার কথা বলে। মানুষকে অবশ্যই ঈশ্বরের পর্য্যাপ্ততার এবং তার নিজের অ পর্য্যাপ্ততার কথা বুঝতে হবে। (উদাঃ যোহন ১৫ঃ৫, ২ করিন্থীয় ১২ঃ৯)।

সম্ভবত এসব ১ম কতিপয় স্বর্গসুখ যিশায় ৬১ঃ১-৩ পদে প্রতিফলিত হয়েছে, যাতে মোশীহর নতুন যুগ আগমনের আর্শীবাদের ভাববানী করা হয়েছে।
“স্বগরাজ্য” এ শব্দগুচ্ছটি “স্বর্গরাজ্য” বা “ঈশ্বরের রাজ্য” সুসমাচারের একশত বারের ও বেশী ব্যবহৃত হয়েছে। লূক ৬ঃ২০ পদে তা “ঈশ্বরের রাজ্য”, মথি সেই সব লোকদের জন্য লিখেছিলেন, যাদের যিহুদী জাতি সাধারন শিক্ষা সংস্কৃতি ছিল, যারা যাত্রা পুস্তক ২০ঃ৭ পদের কারনে ঈশ্বরের নাম উচ্চারন করতে স্নায়ুবিক ভাবে দূর্বল হয়ে পড়তো। কিন্তু মার্ক (উদাঃ ১০ঃ১৪) এবং লূক লিখিত সুসমাচার সমূহ পরজাতীয়দের উদ্দেশ্যেই লিখিত হয়েছিল। দুটি শব্দগুচ্ছই একার্থ বোধক।
শব্দগুচ্ছটি মানুষের অন্তরের ঈশ্বরের বর্ত্তমান রাজত্বের বিষয় বলে যার একদিন পৃথিবী ব্যাপি চুরান্ত উৎকর্ষ সাধিত হবে। (উদাঃ মথি ৬ঃ১০) “বর্ত্তমান কাল” “হয়” ৩ এবং ১০ পদে এবং “ভবিষ্যত কাল” “হইবে” ৪-৯ পদে, এদুটি কাল পর্য্যায়ক্রমে সম্ভবতঃ মথি দ্বারা দৃঢ়ভাবে সমর্থিত হয়েছে।

বিশেষ আলোচ্য বিষয়ঃ ঈশ্বরের রাজ্যে রাজত্ব করা।
যীশুর সঙ্গে রাজত্ব করার ধারনা বৃহত্তর ধর্মতাত্ত্বিক স্বয়ংসম্পূর্ন রীতির অন্তর্গত বিভাগের অংশ, যাকে "ঈশ্বরের রাজ্য" বলা হয়। এটি পুরাতন নিয়ম থেকে ঈশ্বরের সম্বন্ধে ইসরাইলদের প্রকৃত রাজার ন্যায় ধারনা জের টেনে আনা হয়েছে (উদাঃ ১ সমূয়েল ৮:৭) তিনি প্রতীকের মাধ্যমে (১ সমূয়েল ৮:৭; ১০:১৭- ১৯) যীহুদা উপজাতী (আদি ৪৯:১০) এবং জেসী পরিবারের (উদাঃ ২সমূয়েল ৭) একজন বংশধরের মধ্যে দিয়ে রাজত্ব করেছিলেন। যীশু হচ্ছেন পুরাতন নিয়মে মোশীহ সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞাত পরিপূর্ণতা। তিনি বেথলেহেমে তাঁর মানব দেহ ধারনের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের উদ্বোধন করেছিলেন। ঈশ্বরের রাজ্যেই হয়েছিল যীশুর প্রচারের কেন্দ্রীয় স্তম্ভ। রাজ্যটি সম্পূর্ন ভাবেই তাঁর মধ্যে আগমন করেছিল, (উদাঃ ১০:৭; ১১:১২; ১২:২৮; মার্ক ১:১৫; লূক ১০:৯,১১; ১১:২০; ১৬:১৬; ১৭:২০- ২১) যাহোক, রাজ্যটি ভবিষ্যৎ (পরলোকের তত্ত্ব বিষয়ক) ও ছিল। এটি ছিল বর্ত্তমান সময়ের কিন্তু পরিসমাপ্ত/ সম্পূর্ন ছিল না (উদাঃ মথি ৬:১০; ৮:১১; ১৬:২৮; ২২:১- ২৪; ২৬:২৯; লূক ৯:২৭; ১১:২; ১৩:২৯; ১৪:১০- ২৪; ২২:১৬,১৮)। যীশু তার প্রথম আগমনে একজন দুঃখভোগী দাসের ন্যায় এসেছিলেন (উদাঃ যিশায় ৫২:১৩- ৫৩:১২) এবং বিনম্র ব্যাক্তির ন্যায় (উদাঃ সখরীয় ৯:৯), কিন্তু তিনি রাজাধিরাজের ন্যায় ফিরে যাবেন (উদাঃ মথি ২:২; ২১:৫; ২৭:১১- ১৪) "রাজত্বের" ধারনা, নিশ্চয় এ "রাজ্য" ধর্মতত্ত্বের একটি অংশ। ঈশ্বর রাজ্যটি যীশুর অনুস্মরন কারীদেও এবং শিষ্যদের দিয়ে গেছেন। (লূক ১২:৩২ পদদেখুন)
যীশুর সঙ্গে রাজত্বের ধারনার কতিপয় দিক এবং প্রশ্ন আছে।
১. যেসব অনুচ্ছেদ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রকাশ করে যে, ঈশ্বর যীশুর মাধ্যমে বিশ্বাসীদের "রাজ্যটি" দিয়েছেন, তা কি "রাজত্ব" করার বিষয় বলে (উদাঃ মথি ৫:৩,১০; লূক ১২:৩২) ?

২. প্রথম শতাব্দীর যিহুদী প্রেক্ষাপটের অন্তর্গত আদি শিষ্যবর্গের প্রতি যীশুর বাক্য কি সমস্ত বিশ্বাসীবর্গের কথা বলে (উদাঃ মথি ১৯:২৮; লূক ২২:২৮- ৩০) ?

৩. পৌলের এ জীবনের উপরে রাজত্বের জোরাল ভাবে ভাব প্রকাশ করে বা পূরক হয় (উদাঃ রোমীয় ৫:১৭; ১করিন্থীয় ৪:৮) ?

৪. দুঃখ ভোগ করা এবং রাজত্ব করা কিভাবে সম্পর্কযুক্ত (উদাঃ রোমীয় ৮:১৭; ২তীমথীয় ২:১১- ১২; ১পিতর ৪:১৩; প্রকাশিত বাক্য ১:৯) ?

৫. প্রকাশিত বাক্যের পুনরাবর্ত্তক মূলভাব গেন্যরবানিত খ্রিষ্টের রাজত্বের অংশীদার।
এ. পার্থিব, ৫:১০
বি. ১০০০ বৎসর ব্যাপি ২০:৫,৬
সি. অনন্তকাল ২:২৬; ৩:২১; ২২:৫ এবং দানিয়েল ৭:১৪,১৮,২৭

এন, এ, এস, বি (হাল নাগাদ সংস্কারকৃত) মূল পাঠ্যঃ ৫:৪।
৪"ধন্য যাহারা শোক করে, কারন তাহারা শান্তনা পাইবে"

৫:৪"শোক করে" এতে উচ্চস্বরে বিলাপ করা" বুঝায় যা ছিল গ্রীক ভাষায় "বিলাপ করা" বুঝাতে সবচাইতে জোরাল শব্দ। মূল বিষয়টি ইঙ্গিত বহন করে যে বিলাপ করছিল আমাদের পাপের জন্য (উদাঃ যিশায় ৬:৫ এ) এটি সম্ভব, যদি পুরাতন নিয়মের সূত্র হয় যিশায় ৬১:১- ৩ তা হলে শোক করা ছিল একটি সমবেত, সামাজিক অর্থে (উদাঃ যিশায় ৬:৫ বি)।

এন, এ, এস, বি (হাল নাগাদ সংস্কারকৃত) মূল পাঠ্যঃ ৫:৫।

৫“ধন্য যাহারা সরলান্তঃ করণ, কারন তাহারা পৃথিবীর অধিকারী হইবে”

“সরলান্তঃ করণ” এটি আক্ষরিক অর্থে“বিনয়ী” বা “বিনম্র” । যীশু এ শব্দটি তাঁর নিজের ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিলেন (উদাঃ মথি ১১:২৯; ২১:৫) এর আদি একটি গৃহপালিত পশুর শক্তি ইঙ্গিত করে, যা একটি প্রশিক্ষন প্রাপ্ত ঘোড়ার ন্যায়। আমরা আমাদের প্রয়োজন জানি কারন ঈশ্বর আমাদের বিনয়ী এবং শিক্ষায় আগ্রহী করে তোলেন। ঈশ্বর আমাদের শক্তি পরিচালনা করতে চান, তাকে দূর্বল করতে চান না।

- “পৃথিবীর অধিকারী হইবে” এটি (এ পদ সমূহ, ঈশ্বরের দ্বারা) শপথ কৃত দেশের সঙ্গে সম্মন্ধ যুক্ত ছিল (উদাঃ গীতসংহিতা ৩৭:১১), কিন্তু এটি সমস্ত পৃথিবীর জন্য একটি পরকাল তাত্ত্বিক সূত্র ও হতে পারতো (উদাঃ যিশায়ঃ ১১:৬– ৯)।

এন, এ, এস, বি (হাল নাগাদ সংস্কারকৃত) মূল পাঠ্যঃ ৫:৬।
৬“ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত, কারন তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে” ।

৫:৬ “ক্ষুধিত ও তৃষিত” এটি হচ্ছে একটি ক্রিয়া ও বিশেষনের একটি সক্রিয় গুন যুক্ত পদ যা মানুষের চলমান মূলচাহিদা বর্ননা করছে (উদাঃ যোহন ৪:১০– ১৫) এ রুপকটি একটি রাজ্যের ব্যাক্তির ঈশ্বরের প্রতি চলমান আচরনের প্রতিচ্ছবি প্রকাশ করে (উদাঃ গীতসংহিতা ৪২:২; ৬৩:১– ৫; যিশায় ৫৫:১; আমোষ ৮:১১– ১২)

-

এন, কে, এস, বি, এন, কে, জে, ভি।
এন, আর, এস, বি, “ধার্মিকতার জন্য”
টি, ই, ভি “ঈশ্বর যাহা চান তাহাই কর”
জে, বি “কারন যাহা ন্যায্য”

এ প্রধান ধর্মতাত্ত্বিক শব্দটির অর্থ হতে পারে (১) একটি ঘোষিত (আইনতঃ) বা আরোপিত ন্যায্য প্রতিষ্ঠা (উদাঃ রোমীয় ৪), বা (২) একটি ব্যাক্তিগত রাজ্যের নৈতিক কর্তব্য বিষয়ক ব্যাপার যা মথিও শব্দের ব্যবহার করেছে (উদাঃ ৬:১ সমাজ গৃহের প্রথার/ রীতির জন্য) যা সমর্থন এবং ন্যায় বিচার উভয়ই সংশ্লিষ্ট, পবিত্র করন এবং পবিত্র জীবন যাপন উভয়ই! এটি মথির বাগাড়ম্বর পূর্ন বাক্যের আর একটি উদাহরন, ঈশ্বরের নামের অপর একটি শব্দ বা শব্দ গুচ্ছের স্থলে তার ব্যবহার।

- “তুষ্ট” আক্ষরিক ভাবে “ভোজন করে পরিতৃপ্ত”, এ শব্দটি গরু বাজার জাত করার জন্য মোটা তাজা করনার্থে ব্যবহৃত হতো।

এন, এ, এস, বি (হাল নাগাদ সংস্কারকৃত) মূল পাঠ্যঃ ৫:৭।
৭“ধন্য যাহারা দয়াবান, কারন তাহারা দয়া পাইবে” ।

“দয়াবান” দয়া হচ্ছে ফল— ভূমি নয়— ঈশ্বরকে জানার (বিষয়) এটি হচ্ছে একজনকে অন্যের স্থানে স্থাপনের সামর্থ্য এবং করুণা সহকারে কাজ করা (উদাঃ মথি ৬ঃ১২;১৪- ১৫; ১৮ঃ২১- ২৫; লূক ৬ঃ৩৬- ৩৮, যাকোব ২ঃ১৩)
এখানে স্বর্গরাজ্যের পরিবর্ত্তন ঘটছে। যাহোক পরবর্ত্তী সব, আচরনের উপরে আলোকপাত, করে যা কার'ও একজনের কাজকে পরিচালনা কওে। এটিই তৎকালে ফরিশীদের আচার, ব্যবহার ও মতবাদের মধ্যে অভাব ছিল এবং তা এখন আইনের বিধানের চুলচেরা অনুসরনের মধ্যে দেখা যায়না।

- “তাঁহারা দয়া পাইবে” এটি একটি ভবিষ্যত কর্ম বাচ্য সূচক ঘটনা প্রকাশক পদ যা' আক্ষরিক ভাবে “দয়া প্রাপ্ত হইবে” বলে অনুবাদ করা হয়েছে। এ ক্রিয়া কালের ইঙ্গিত সমূহ হচ্ছেঃ (১) ভবিষ্যত কালটি এ কালে, এখনই (বর্ত্তমান) নিশ্চয়তার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল বা (২) শেষ কালীন বিচারের দৃশ্যের সময় ভবিষ্যত আশীবাদ এবং ক্ষমা। কর্ম বাচ্যটি হয়তো স্বর্গরাজ্যের ন্যায় ঈশ্বরের নাম ব্যবহার এড়িয়ে যাবার জন্য অপর একটি বাগড়ম্বর পূর্ন বাক্যের ব্যবহার।

এন, এ, এস, বি (হাল নাগাদ সংস্কারকৃত) মূল পাঠ্যঃ ৫ঃ৮।
৮“ধন্য যাহারা নির্ম্মলান্তঃ করন, কারন তাহারা ঈশ্বরের দর্শন পাইবে” ।

৫ঃ৮ “নির্মলান্তঃ করন” আমাদের আচরন গুরুত্ব পূর্ন। অগ্রগন্যতা ও সমভাবে গুরুত্ব পূর্ন (উদাঃ ইব্রীয় ১২ঃ১৪)। গীতসংহিতা ২৪ঃ৪ এবং ৭৩ঃ১ থেকে, “নির্ম্মল” অর্থ প্রকাশ করতে পারে (১) একাগ্র মন সম্পন, (২) কেন্দ্রীভূত বা (৩) নির্ম্মলকৃত অথবা পবিত্রিকৃত (উদাঃ ইব্রীয় ১২ঃ১৪)। এ শব্দটি পুরাতন নিয়মে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ধৌত করনের ব্যপারে ব্যবহার করা হয়েছে। লক্ষ্য করুন কেন্দ্রীভূত করন হচ্ছে অন্তঃকরনের উপরে, মনুষ্য জাতির কেন্দ্রস্থল, সেটা বুদ্ধির বা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের কর্ম নয়।

বিশেষ আলোচ্য বিষয়ঃ অন্তকরন।
গ্রীক কধৎফরধ শব্দটি, ঝবঢ়ঃঁধমরহঃ এবং নতুন নিয়মে ব্যবহৃত হয়েছে হিব্রু শব্দ ষবন এর উপর প্রতিফলন ঘটাতে। এটি কতিপয় ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে (উদাঃ ইধঁবৎ, অসফঃ, এরহমরপয ধহফ উধহশবৎ, অ এৎববশ- ঊহমষরংয খবীরপড়হ, ঢ়ঢ়. ৪০৩- ৪০৪)ঃ
১. দৈহিক জীবনের কেন্দ্র স্থলটি, ব্যাক্তির জন্য একটি রুপক (উদাঃ কার্য্যাবলী ১৪ঃ১৭; ২করিন্থীয় ৩ঃ২- ৩; যাকোব ৫ঃ৫)

২. আত্তিক (নৈতিক) জীবনের কেন্দ্র স্থল।
এ. ঈশ্বর অন্তঃ করন জানেন (উদাঃ লূক ১৬ঃ১৫; রোমীয় ৮ঃ২৭; ১করিন্থীয় ১৪ঃ২৫; ১থিষলনিকীয় ২ঃ৪; প্রকাশিত বাক্য ২ঃ২৩)

বি. মনুষ্য জাতির আত্তিক জীবনের ব্যবহার (উদাঃ মথি ১৫ঃ১৮- ১৯; ১৮ঃ৩৫; রোমীয় ৬ঃ১৭; ১তীমথীয় ১ঃ৫; ২তীমথীয় ২ঃ২২; ১পিতর ১ঃ২২)

সি. চিন্তাশীল জীবনের কেন্দ্র (উদা বুদ্ধি. উদাঃ মথি ১৩ঃ১৫; ২৪ঃ৪৮; কার্য্যাবলী ৭ঃ২৩, ১৬ঃ১৪;

২৮:২৭; রোমীয় ১:২১; ১০:৬; ১৬:১৮; ২করিন্থীয় ৪:৬; ইফিসীয় ১:১৮; ৪:১৮; যাকোব ১:২৬; ২পিতর ১; ১৯; প্রকাশিত বাক্য ১৮:৭; অন্তঃ করন মনের সঙ্গে সমার্থবোধক ২করিন্থীয় ৩:১৪-১৫ এবং ফিলিপীয় ৪:৭)

৩.ইচ্ছা শক্তির কেন্দ্রস্থল (উদাঃ ইচ্ছা. উদাঃ কার্য্যাবলী ৫:৪; ১১:২৩; ১করিন্থীয় ৪:৫; ৭:৩৭; ২করিন্থীয় ৯:৭)

৪.আবেগের কেন্দ্রস্থল (উদাঃ মথি ৫:২৮; কার্য্যাবলী ২:২৬,৩৭; ৭:৫৪; ২১:১৩; রোমীয় ১:২৪; ২করিন্থীয় ২:৪; ৭:৩; ইফিসীয় ৬:২২; ফিলিপীয় ১:৭)।

৫. আত্মার কার্য্যের অদ্বিতীয় স্থান (উদাঃ রোমীয় ৫:৫; ২করিন্থীয় ১:২২; গালাতীয় ৪:৬ [উদাঃ খ্রিষ্টই আমাদের অন্তঃ করন, ইফিষীয় ৩:১৭])।

৬. ব্যাক্তির সব বুঝাতে রুপকভাবে অন্তঃকরন কথাটি ব্যবহার করা হয় (উদাঃ মথি ২২:৩৭. দ্বিতীয় বিবরন ৬:৫ পদেও উদ্বৃতি দেওয়া হচ্ছে) চিন্তা, মনোভাব এবং কার্য্যসকল অন্তঃকরনের উপরে আরোপিত বিষয় সমূহ সম্পূর্নভাবে ব্যাক্তির ধরন প্রকাশ করে। পুরাতন নিয়মে অত্যান্ত হৃদয় গ্রাহী কিছু শব্দের ব্যবহার আছে।

এ. আদি ৬:৬; ৮:২১, "ঈশ্বর মনে পীড়া পাইলেন " (হোশেয় ১১:৮-৯ পদ'ও লক্ষ্য করুন)
বি. দ্বিতীয় বিবরন ৪:২৯; ৬:৫;, "সমস্ত হৃদয়ের সহিত সমস্ত প্রানের সহিত"
সি. দ্বিতীয় বিবরন ১০:১৬, "একাগ্রচ্ছেদনহীন হৃদয়"
ডি. যিহিস্কেল ১৮:৩১-৩২ "একটি পুরাতন হৃদয়"
ই. যিহিস্কেল ৩৬:২৬, "একটি নতুন হৃদয়" বনাম "একটি প্রস্তরময় হৃদয়"

- "ঈশ্বরের দর্শন পাইবে" তা নির্মলান্তঃ করনের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে। ঈশ্বরকে সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে এবং প্রত্যেক অবস্থানেই দেখা যায়। পবিত্রতা আত্তিক চক্ষু খুলে দেয়। পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের দর্শন লাভ করাকে মৃত্যুর অর্থে বলা হয়েছে (উদাঃ আদি ১৬:১৩; ৩২:৩০; যাত্রা ২০:১৯; ৩৩:২০; বিচার কর্ত্তৃকগন ৬:২২,২৩; ১৩:২২ যিশায় ৬:৫) এ বর্ননাটি, সম্ভবত সে জন্যই শেষ বিচার কালীন বিন্যাসের কথা বলেছে।

এন, এ, এস, বি (হাল নাগাদ পর্য্যন্ত সংস্কারকৃত) মূল পাঠ্যঃ ৫:৯।
"ধন্য যাহারা মিলন করিয়া দেয়, কারন তাহারা ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া আক্ষ্যাত হইবে"

৫:৯ "মিলন কারী গন" এ বিষয় ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে পুণর মিলনের কথা বলে, যা ব্যাক্তিগনের মধ্যে শান্তির ফল দেয়। যা হোক এটি কোন রকমেই যুদ্ধ বা লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি নয় কিন্তু অনুশোচনা এবং বিশ্বাসের মধ্যে দিয়েই শান্তি লাভ হয় (উদাঃ মার্ক ১:১৫; কার্য্যাবলী ৩:১৬,১৯; ২০:২১; রোম ৫:১)

বিশেষ আলোচ্য বিষয়ঃ খ্রিষ্টীয়ান এবং শান্তি

সূচনাঃ

- এ. বাইবেল আমাদের বিশ্বাস এবং চালিত নিয়মের বা অভ্যাসের একটি উৎস, শান্তির উপরে নিশ্চিত বা চূড়ান্ত কোন অনুচ্ছেদ নাই, প্রকৃত পক্ষে, তার উপস্থপনায় একটি আপাত বিরোধী সত্য প্রচলিত মতের বিরুদ্ধ মত। পুরাতন নিয়ম পরোক্ষভাবে একটি শান্তির পথ বলে উল্লেখ করতে পারে তবে তা হচ্ছে বিরোধ ভাবাপন। যা হোক নতুন নিয়ম বিরোধটি আলো ও অন্ধকারের আন্তিক সীমার মধ্যে রাখে।

- বি. বাইবেলের বিশ্বাস, এবং অতীত ও বর্ত্তমান পৃথিবীর ধর্মসমূহ, উৎকর্ষের একটি সোনালী যুগ, যাতে বিরোধ অনুপস্থিত, তার অন্বেষন করছিল এবং এখন'ও তা আশা করছে।
  - যিশায় ২ঃ২-৪; ১১ঃ৬-৯; ৩২ঃ১৫-১৮; ৫১ঃ৩; হোশেয় ২ঃ১৮, মীখায়েল ৪ঃ৩।
  - বাইবেলের বিশ্বাস মোশীহের ব্যাক্তিগত প্রতিনিধিত্বের বিষয় ভাববানী করে, যিশায় ৯ঃ৬-৭।

- সি. যাহোক আমরা কিভাবে বিরোধময় পৃথিবীতে বাস করতে পারি? তিনটি মূল খ্রিষ্টীয় প্রতিবেদন চলে আসছে, যা সময়ানুক্রমিক ভাবে প্রেরিতগনের মৃত্যু এবং যুগের মধ্যে বিকাশ লাভ করছে।

১. বিশ্বজনীন শান্তিবাদ, যদিও তা প্রাচীন কালের সভ্য লোকদের মধ্যে ছিল বিরল, তবু'ও এটি রোমীয় সামরিক সমাজের কাছে প্রাচীন মন্ডলীর প্রতিক্রিয়া।

২. ন্যায় যুদ্ধে কনষ্টান্টাইনের ধর্মান্তরের পরে (৩১৩ অব্দে) ক্রমাগত বর্বরোচিত আক্রমনের বিরুদ্ধে সাড়া দিয়ে মন্ডলী একটি "খ্রিষ্টিয়ান রাষ্ট্রের" সামরিক সমর্থন যুক্তি সঙ্গত করতে শুরু করে । এটি ছিল মূলতঃ একটি চিরাচরিত গ্রীক মনোভাব। এরুপ মনোভাব প্রথমে ক্র্যামব্রুসের দ্বারা স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছিল এবং আগষ্টিনের দ্বারা বিস্তৃতি এবং ক্রমবিকাশ লাভ করেছিল।

৩. ধর্ম যুদ্ধ এটি পুরাতন নিয়মের ধর্মযুদ্ধের ধারনার ন্যায়। পূন্য ভূমি এবং প্রাচীন খ্রিষ্টীয়ান অঞ্চলসমূহ, যেমন উত্তর আফ্রিকা,এশিয়া মাইনর এবং পূর্ব রোমীয় সাম্রাজ্যের উপরে মুসলমানদের আগ্রাসনের বিপরীতে সাড়া দিয়ে মধ্য যুগে বিকাশ লাভ করেছিল। এটি (যুদ্ধ) কোন রাষ্ট্রের পক্ষে করা হয়নি, কিন্তু তা মন্ডলীর পক্ষে, তার উদ্যোগে করা হয়েছিল।

৪. এসব তিনটি অভিমতই একটি খ্রিষ্টীয়ান প্রেক্ষাপটে বিভিন অভিমত সহ খ্রিষ্টীয়ান গন কিভাবে পতিত পৃথিবীর রীতির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারে তা বিকাশ লাভ করেছিল। প্রত্যেকেই একে অন্যকে বর্জন করার জন্য বাইবেলের নির্দ্দিষ্ট পাঠের উপরে জোরালভাবে কথা বলেছিলেন। শান্তি বাদ নিজেই পৃথিবী থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার প্রবনতা দেখালো। "ন্যায় যুদ্ধটির" সাড়া একটি মন্দ পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রন করতে সমর্থন করেছে (গধৎঃরহ খঁঃযবৎ)। ধর্মযুদ্ধের মনোভাব মন্ডলীকে পাপযুক্ত পৃথিবীর রীতিকে আক্রমন করতে সমর্থন করেছে, যাতে তাকে নিয়ন্ত্রন করতে পারে।

৫. জড়ষধহফ ঐ. ইধরহঃড়হ তার ঞযব ঈযৎরংঃরধহ অঃঃরঃঁফবং ঞড়ধিৎফ ডধৎ ধহফ চবধপব,

চঁনষরংযবফ নু অনরহমফড়হ, ১৫ পৃষ্ঠায় বলেছেন, সংস্কারটি ধর্ম যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়েছিল, যাতে তিনটি ঐতিহাসিক মনোভাব পুনঃ জাগরিত হয়েছিলঃ লূথারান এবং এ্যাংলিকানদের মধ্যে, ধর্ম যুদ্ধ রিফর্ম চার্চের মধ্যে এবং শান্তিবাদ অহধনধঢ়ঃরংঃ দের মধ্যে এবং পরবর্ত্তীতে ছঁধশবং সম্প্রদায়ের মধ্যে' ও।

আঠারো শতাব্দি রেঁনেসার মানবতাবাদের সমর্থক শান্তির আদর্শকে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ভাবে নতুন জীবন দান করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দি ছিল তুলনা মূলক শান্তি এবং যুদ্ধ বর্জনের অত্যন্ত উক্তেজনার একটি যুগ। বিংশ শতাব্দি দুইটি বিশ্ব যুদ্ধ দেখেছে। এ সময়ের মধ্যে আবার' ও তিনটি ঐতিহাসিক অবস্থার পুনসংঘটিত হয়েছে। বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্রের মন্ডলী সমূহ ১ম বিশ্ব যুদ্ধে একটি ধর্মযুদ্ধের মনোভাব নিয়েছিল। দুটি যুদ্ধেই শান্তিবাদ বর্ত্তমান ছিলঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মনোভাব ন্যায় যুদ্ধের কাছাকাছি ছিল।

- ডি. ''শান্তির'' সঠিক সংজ্ঞাটি বিতর্কের সৃষ্টি করেছে।
  ১. মনে হয় গ্রীকদের কাছে তা একটি সুশৃংখল এবং সামঞ্জস্যপূর্ন সমাজ।
  ২. রোমীয়দের কাছে তা ছিল রাষ্ট্রক্ষমতার মাধ্যমে ঘটানো একটি বিরোধের অনুপস্থিতি।
  ৩. হিব্রুদের কাছে শান্তি ছিল মনুষ্য জাতির ঈশ্বরের আহবানে যথোপযুক্ত সাড়ার ভিক্তিতে ণঐডঐ এর একটি দান। এটি সাধারনতঃ কৃষি সম্বন্ধীয় শব্দ বুঝাতে ব্যবহৃত হতো। (উদাঃ দ্বিতীয় বিবরন ২৭- ২৮) কেবল মাত্র উৎকর্ষ/ উনতিই নয় কিন্তু এতে ঐশ্বরিক নিরাপক্তা এবং রক্ষা' ও অন্তর্ভূক্ত।

(ওও) বাইবেলের বস্তু।

এ. পুরাতন নিয়ম।

১. ধর্ম যুদ্ধ হচ্ছে পুরাতন নিয়মের একটি মূল ধারনা। যাত্রা পুস্তক ২০:১৩ এবং দ্বিতীয় বিবরনের ৫:১৭ এর শব্দ গুচ্ছ ''নরহত্যা করিও না'' তা অর্থ হচ্ছে পূর্ব পরিকল্পিত নরহত্যা, কিন্তু দুর্ঘটনা বা মনের উক্তেজনা বা যুদ্ধের দ্বারা মৃত্যু নয়। ণঐডঐ কে এমন কি তাঁর জনগনের স্বপক্ষে একজন যোদ্ধা হিসেবেই দেখা হয় (উদাঃ যিহোশুয়া বিচার কর্ত্তৃকগন এবং যিশায় ৫৯:১৭, পরোক্ষভাবে যা ইফিষিয় ৬:১৪ তে উল্লেখ করা হয়েছে)।

২. ঈশ্বর তাঁর স্বেচ্ছাচারী লোকদের শাস্তি দেবার জন্য উপায় হিসাবে এমনকি যুদ্ধকে' ও ব্যবহার করে থাকেন আসীরিয় ইসরাইলদের নির্বাসনে পাঠান (৭২২ খ্রিষ্টাব্দে); নব্য বাবিলন যিহুদাগনকে নির্বাসনে পাঠান (৫৮৬ খৃঃ পূর্ব)

৩. যিশায় ৫৩ অধ্যায়ে (বর্নিত) এমন একটি সামরিক পরিবেশে অবস্থিত, একটি দুঃখ ভোগী দাসের বিষয় জানতে পারা, যা যুক্তি সম্বন্ধিয় শান্তিবাদ হিসাবে শ্রেনী ভূক্ত করা যায়, তা খুবই মর্মান্তিক বিষয়।

বি. নতুন নিয়ম।

১. সুসমাচার সমূহে সৈনিকদের নিন্দা, দোষ রুপ ইত্যাদির কারন হীন বলে উল্লেখ করা

হয়েছে। রোমীয় “শতপতিদের” প্রায়শঃ এবং প্রায় সর্বদাই মহৎ অর্থে উল্লেখ করা হয়েছে।

২. এমনকি বিশ্বাসী সৈনিকদের তাদের বৃত্তি পরিত্যাগ করতে'ও হুকুম দেওয়া হতোনা। (প্রাচীন মন্ডলীতে)

৩. নতুন নিয়ম রাজনৈতিক তত্ব বা কাজের অর্থে সামাজিক মন্দতার খুঁটি নাটি বিশিষ্ট উক্তরের সমর্থন দেয়নি, কিন্তু আত্বিক মুক্তির ক্ষেত্রে সমর্থন দিয়েছে। কেন্দ্র বিঁন্দুটি শারীরিক বিরোধের উপরে নয়, কিন্তু তা আলো ও আঁধারের, ভালো ও মন্দের, ভালবাসা ও ঘৃনার, ঈশ্বর ও শয়তানের উপরেই আত্বিক বিরোধ (ইফিসীয় ৬ঃ১০- ১৭)

৪. পৃথিবীর সমস্যার মধ্যে শান্তি হচ্ছে একটি অন্তকরনের আচরন। তা খ্রিষ্টের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক পরিপূর্ণ ভাবে সম্বন্ধযুক্ত (রোমীয় ৫ঃ১; যোহন ১৪ঃ১৭) (কিন্তু) রাষ্ট্রের সঙ্গে নয়। মথি ৫ঃ৯ পদের মিলনকারী গন রাজনৈতিক নয়, কিন্তু সুসমাচারের প্রকাশক। সহভাগিতাঃ কিন্তু দন্দ নয়, মন্ডলীর জীবনকে বৈশিষ্ট্য মন্ডিত করা উচিত তা নিজ পাপময় পৃথিবীকে'ও করা উচিত।

- “ঈশ্বরেরপুত্র গন” এটি ছিল একটি ইব্রীয় বাকরীতি যা একজনের পারিবারিক চরিত্রের প্রতিফলন ঘঁটতো । খ্রিষ্টধর্মের চরম লক্ষ্য হচ্ছে খ্রিষ্টের সাদৃশ্য (উদাঃ রোমীয় ৮ঃ২৮- ২৯; গালাতীয় ৪ঃ১৯); যা যাত্রা

পুস্তকের অধ্যায়ে অন্তর্গত মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের হারানো প্রতিমুর্ক্তি পুনরুদ্ধার।

এন, এ, এস, বি (হাল নাগাদ পর্য্যন্ত সংস্কারকৃত) মূল পাঠ্যঃ ৫ঃ১০।
“ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য তাড়িত হইয়াছে, কারন স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই”

৫ঃ১০ “যাহারা তাড়িত হইয়াছে” এটি একটি সম্পূর্ণ অকর্ম ক্রিয়ার বিশেষণের গুণ যুক্ত পদ এ কথা তাদের বলা হচ্ছে যারা নিরন্তর তাড়িত হয়ে চলেছে এবং বাইরের শক্তি দ্বারা তাড়িত হচ্ছে (উদাঃ শয়তান, পিশাচগ্রস্ত, অবিশ্বাসী) পতিত (পাপযুক্ত) পৃথিবীতে বিশ্বাসী বর্গের উপরে তাড়না একটি বাস্তব সম্ভাবনা (উদাঃ কার্যাবলী ১৪ঃ২২; রোমীয় ৫ঃ৩- ৪ঃ৮- ১৭; ফিলিপিয় ১ঃ২৯ঃ ১ থীষলঃ ৩ঃ৩; ২ তীম ৩ঃ১২; যাকোব ১ঃ২- ৪; ১পিতর ৩ঃ১৪; ৪ঃ১২- ১৯; প্রকশিত ১১ঃ৭; ১২ঃ৭)

ঈশ্বর এটা ব্যবহার করছে যাতে বিশ্বাসীবর্গ যীশুকে পছন্দ করেন (উদাঃ ইব্রীয় ৫ঃ৮)

এ পদটি একটি প্রয়োজনীয় আধুনিক আমেরিকান তুলা দক্ত (স্বাস্থ্য, ঐশ্বর্য্য এবং সংবৃদ্ধি) যা দ্বিতীয় বিবরনের ২৭- ২৯ অধ্যায়ের (অন্তর্গত) চুক্তি বদ্ধ প্রতিজ্ঞা সমূহের উপরে একটি অতিরিক্ত জোরালো প্রকাশ তা সমস্ত বিশ্বাসী বর্গের বেলায় সরাসরি এবং নিঃশর্তভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। বিশ্বাসীবর্গের ক্লেশের পূণঃপূণ স্বীকৃতির দ্বারা স্বাস্থ্য, ঐশ্বর্য্য এবং সমৃদ্ধির প্রতিজ্ঞার মধ্যে অবশ্যই ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে, কারণ তারা পতিত শাস্তি পৃথিবীর বিশ্বাসী মানুষ। যীশু ক্লেশ ভোগ করেছেন, প্রেরিত গণ ক্লেশ ভোগ করেছেন, প্রাচীন খ্রীষ্টান গণ ক্লেশ ভোগ করেছেন, এরুপে প্রত্যেক যুগেই বিশ্বাসীগণ ক্লেশ ভোগ করবে। মনে এ সত্যটিকে স্থান দিলে এটিও সম্ভব হবে যে, মন্ডলীকে ও দারুন ক্লেশের সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে (কোন অদৃষ্ট উল্লাস নয়)

এন, এ, এস, বি (হাল নাগাদ সংস্কারকৃত) মূল পাঠ্য ৫ঃ১১- ১২।
১১ “ধন্য তোমরা যখন লোকে তোমাদের নিন্দা ও তাড়না করে এবং মিথ্যা করিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে সর্ব প্রকার মন্দ কথা বলে । ১২ অনন্দ করিও উল্লাসিত হইও,কেননা স্বর্গে তোমাদের

পুরস্কার প্রচুর, কারণ তোমাদের পূর্বে যে ভাববাদীগণ ছিলেন, তাঁহাদিগকে তাহারা সেই মত তাড়না করিত" ।

৫:১১- ১২

১১পদ দিয়ে (উদাঃ এন, আর, এস, ভি এবং টি, ই, ভি) একটি নতুন অনুচ্ছেদ শুরু করা উচিত হবে। এসব পদের সর্বনাম সমূহ তৃতীয় পুরুষ থেকে মধ্যম পুরুষে পরিবর্ত্তীত হচ্ছে। লূক ৬:২২-২৩ পদে এর চেয়ের আরও জোরালো শব্দের ব্যবহার রয়েছে।

৫:১১ "তোমাদিগকে নিন্দা ও তাড়না করে"

এসব উভয়ই একটি ক্রিয়ার সংশয়ের ভাব যা একটি আকস্মিক ঘটনা নির্দেশ করেছে কিন্তু তা একটি তৃতীয় শ্রেণীর শর্ত সাপেক্ষ কাঠামো যা প্রমাণ করেছিল যে সেটি ছিল সম্ভাব্য বিষয় (উদাঃ রোমীয় ৫:৩- ৫; যাকোব ১:২- ৪; ১পিতর ৪:১২- ১৯) বিতাড়ন হতে পারে একটি সাধারণ বিষয় কিন্তু তা কমনা করা বা অনুসরণ করা ঠিক হবে না (যেমন টি প্রাচীন মন্ডলীর ফাদারগণ করত)

পুরাতন নিয়মে সমস্যা এবং বিতাড়ন বা নির্য্যাতন প্রায়ই পাপের জন্য ঈশ্বরের বিরাগের কারণের চিহ্ন বলে ব্যাখ্যা প্রদান করা হতো (উদাঃ ইয়োব, গীতসংহিতা ৭৩ এবং হবকুক) তাই এ বিষয়টি আলোচনা করে । ধার্মিকগণই দুঃখ ভোগ করেন। কিন্তু যীশু আর এক ধাপ এগিয়ে গেছেন। যারা বেঁচে থাকবে এবং তার পক্ষে সাক্ষ্য বহণ করবে তাদেরকে পতিত পৃথিবী থেকে প্রত্যাখ্যান এবং নির্যাতন ভোগ করতে হবে যেমনটি তিনি করেছিলেন (উদাঃ যোহন ১৫:২০; কার্যাবলী ১৪:২২; ২ তীমথি ৩:১২)

- এন, এ, এস, বি, এন, কে, জে, ভি,
- এন, আর, এস, ভি "এবং মিথ্যা করিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে সর্ব প্রকার মন্দ কথা বলে"
- টি, ই, ভি "এবং মিথ্যা করিয়া তোমদের বিরুদ্ধে সর্ব প্রকার মন্দ অপবাদ দেয়"
- জেবি "এবং তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার মিথ্যা বিবৃতি দেয়"

বর্ত্তমানে "মিথ্যা করিয়া" শব্দটির সম্বন্ধে কিছুটা পন্ডুলিপির সন্দেহ আছে। এটি পাশ্চাত্য পান্ডুলিপি ডি এর মধ্যে খুজে পাওয়া যায় না। The Diatesseron and the Greek texts of Tertullian and Eusebius. এটি প্রাচীন পান্ডুলিপি সমূহ N B & c and the Vulgate and Copitc অনুবাদে অন্তুর্ভুক্ত করা হয়েছে। তা প্রাচীন মন্ডলীর ঐতিহাসিক অবস্থার প্রতিফলন ঘঁটায়। প্রাচীন খ্রীষ্টিয়ানগণকে অত্যাচার স্বজাতিভক্ষণ, বিশ্বাস ঘাতকতা এবং নস্তিকতার দায়ে অভিযুক্ত করা হতো। এসব অভিযোগ খ্রিষ্টিয়ান শব্দ এবং আরাধনা কার্যের বিষয়ে ভুল বোঝার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ছিল।

- "আমার কারণে" এটি ১০ পদের সঙ্গে সংযুক্ত। আলোচিত নির্যাতনটি বিশেষ ভাবে যীশুর শিষ্য হওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত (উদাঃ ১পিতর ৪:১২- ১৬)

৫:১২ "আনন্দ করিও উল্লাসিত হইও" এদুটি হচ্ছে আদেশ ও উপদেশ সূচক বর্তমান কাল (উদাঃ কার্যাবলী ৫:৪১;১৬:২৫)। আনন্দ করণ যীশুর জন্যে, সঙ্গে দুঃখ ভোগের এবং তাদের জন্য পুরস্কৃত হবার উপযোগী বলে বিবেচিত হবার থেকে আসে । (উদাঃ রোমীয় ৮:১৭) নিজস্ব সহানুভুতি দেখানোর ব্যপারে সতর্ক হোন। ঈশ্বরের সন্তানদের প্রতি কোন কিছুই "যথার্থ ঘঁটনা" ঘটে না (উদাঃ রোমীয় ৫:২- ৫; যাকোব ১:২- ৪)। ঈশ্বরের পরিকল্পনায় দুঃখ ভোগের একটি উদ্দেশ্য আছে।

- "কেননা স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার প্রচুর'

বিশেষ আলোচ্য বিষয়: পুরস্কার এবং মজার পরিমাপ

(ক) ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দেওয়া ঠিক এবং বেঠিক জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত। অল্পজ্ঞান অল্পদায়িত্ব সম্পন।

(খ) ঐশ্বরিক জ্ঞান দু'টি মূল পথে আসে

১. সৃষ্টি (উদাঃ গীতসংহিতা ১৯; রোমীয় ১- ২)

২. শাস্ত্র (উদাঃ ঐ ১৯,১১৯,সুসমাচার)

(গ) পুরাতন নিয়মের সাক্ষ্য

১. পুরস্কার

এ. আদিঃ ১৫:১ (সাধারনতঃ পার্থিব পুরস্কার, দেশ এবং পুত্রগনের সঙ্গে সংযুক্ত)

বি. দ্বিতীয় বিবরন ২৭- ২৮ (চুক্তিবদ্ধ বাধ্যতা আশীর্বাদ আনে)

২. শাস্তি।

এ. দ্বিতীয় বিবরন ২৭- ২৮ (চুক্তিবদ্ধ অবাধ্যতা অভিশাপ আনে)

৩. মানুষের পাপের কারনে পুরাতন নিয়মের ব্যাক্তিগত পুরস্কারের, চুক্তিবদ্ধ ধার্মিকতার ধরন সংশোধিত হয়ে থাকে।এ সংশোধনটি ইয়োবের পুস্তকে এবং গীতসংহীতা ৭৩ অধ্যায়ে দেখা যায়। নতুন নিয়ম জ্যোতি কেন্দ্রটিকে এ পৃথিবী থেকে পরবর্ত্তী পৃথিবীতে পরিবর্ত্তিত করে (উদাঃপর্বতে দত্ত উপদেশ, মথি ৫- ৭)।

ডি. নতুন নিয়মের সাক্ষ্য।

১. পুরস্কার (মুক্তির অতীত)

এ. মার্ক ৯:৪১।

বি. মথি ৫:১২, ৪৬; ৬:১- ৪,৫- ৬,৬- ১৮; ১০:৪১- ৪২; ১৬:২৭; ২৫:১৪- ২৩।

সি. লূক ৬:২৩,৩৫।

২. শাস্তি।

এ. মার্ক ১২:৩৮- ৪০

বি. লূক ১০:১২; ১২:৪৭- ৪৮; ২০:৪৭।

সি. মথি ৫:২২,২৯,৩০; ৭:১৯; ১০:১৫,২৮; ১১:২২- ২৪; ১৩:৪৯- ৫০; ১৮:৬; ২৫:১৪- ৩০।

ডি. যাকোব ৩:১।

ই. কেবল মাত্র আংশিক সাদৃশ্য যা আমার কাছে অর্থবহ তা হচ্ছে গীতি নাট্য থেকে। আমি গীতি নাট্য উপস্থাপনায় হাজির থাকিনা (গীতি নাট্য দেখি না)। সুতরাং আমি সেসব বুঝিনা যদি আমি নাটকের গল্পের ঘটনার সমাবেশের, সংগীতের এবং নৃত্যের কষ্টকর অবস্থার কথা বুঝাতে পারতাম তাহলে তা সম্পাদনের বিষয় আর'ও বেশী করে প্রশংসা করতে পারতাম। আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বর আমাদের পেয়ালা পরিপূর্ন করে দেবেন, কিন্তু আমাদের পার্থিব কাজই পেয়ালার আকার নির্ধারন করে। সে জন্য জ্ঞান এবং সেজ্ঞানের (একটি) সাড়ার (উত্তর) ফলই হচ্ছে পুরস্কার এবং শাস্তি সমূহ (উদাঃ মথি ১৬:৭; ১করি ৩:৮,১৪;৯:১৭,১৮; গালা ৬:৭;২তীম ৪:১৪)। একটি আত্মিক নিয়ম রীতি আছে, আমরা যা বুনি তা কাটি। কেউ কেউ বেশী বুনেন এবং বেশী কাটেন (সংগ্রহ কাটেন)। (উদাঃ মথি ১৩:৮,২৩)

এফ. যীশু খ্রীষ্টের সমাপ্ত কাজের মধ্যেই "ধার্মিকতার মুকুট" (উদাঃ ২তীম ৪:৮) কিন্তু লক্ষ্য করুন "জীবন মুকুট" পরীক্ষাধীন দীর্ঘ সহিষ্ণুতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত (যাকোব ১:২২;প্রকা২: ১০; ৩:১০-১১) খ্রীষ্টান নেতৃবর্গেও "গেনরব মুকুট" তদেও জীবন ধারার সঙ্গে যুক্ত (উদাঃ ১ পিতর ৫:১-৪) পৌল জানেন তার একটি অক্ষয় মুকুট" আছে কিন্তু তিনি অতিশয় আত্ম নিয়ত্রণ করেন (উদাঃ ১করি ৯: ২৪-২৭) খ্রীষ্টিয় জীবনের রহস্য হচ্ছে যে সুসমাচার চুরান্ত ভাবে খ্রীষ্টের সমাপ্ত কাজের মধে মুক্ত কিন্তু যেহেতু আমাদের অবশ্যই খ্রীষ্টেতে ঈশ্বরের প্রস্তাবে সাড়া দিতে হবে আমাদের খ্রীষ্টিয় জীবন যাপনের জন্য অবশ্যই ঈশ্বরের ক্ষমতায়নের সাড়া দিতে হবে। খ্রীষ্টিয় জীবন যেমন একটি অপার্থীব বিষয় মুক্তি, তেমনি তা আমাদের অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এবং তার উপরে নির্ভর করতে হবে । মূল্যহীন এবং সবকিছু মূল্যবান আপাত বিরোধী সত্য অথবা প্রচলিত সত্যের বিরুদ্ধ মত হচ্ছে পুরস্কারের এবং বোনার ও কাটার রহস্য। আমরা ভাল কাজের দ্বারা রক্ষা পাইনা, কিন্তু ভাল কাজ করার জন্যই রক্ষা পেয়ে থাকি (উদাঃ ইফি ২:৮-১০) ভাল কর্ম সকল হচ্ছে সাক্ষ্য, যা আমরা তার সাক্ষাতে পেয়েছি (উদাঃ মথি ৭) মুক্তির ক্ষেত্রে মানুষের যোগ্যতা ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়, কিন্তু ধর্মীয় জীবন যাপন যা মুক্তির থেকে ফলদান করে তা পুরস্কার হয়।

- "ভাববাদীগণ" এটি ছিল খ্রীষ্টের ঈশ্বরের একটি প্রছন উল্লেখ । যেহেতু পুরাতন নিয়মের ভাববাদীগণ তাদের YHWH এর সঙ্গে সম্পর্ক এবং তার প্রতি সেবা প্রদানের জন্য দুঃখ ভোগ করেছিলেন ঠিক তদনুরুপ খ্রীষ্টের সঙ্গে এবং তার প্রতি সেবা প্রদানের কারণ খ্রীষ্টিয়ানগণকে ও দুঃখ ভোগ করতে হবে।

এন, এ, এস, বি (হাল নাগাদ সংশোধিত) মূল পাঠ্য ৫:১৩
১৩ "তোমরা পৃথিবীর লবণ, কিন্তু লবণের স্বাদ যদি যায়, তবে তাহা কিভাবে লবণের গুণ বিশিষ্ট করা যাইবে? তাহা আর কোন কার্যে লাগে না বাহিরে ফেলিয়া দিবার ও লোকের পদতলে দলিত হইবার যোগ্য হয়" ।

৫:১৩ "তোমরা পৃথিবীর লবণ" প্রাচীন পৃথিবীতে লবণের অত্যন্ত উপকারিতার কারণ (১) রোগ নিরাময় ও বিশুদ্ধ করণের জন্য (২) খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য (২) খাদ্য সুবাসিত করার জন্য এবং অত্যন্ত শুস্ক আবহাওয়ায় মানুষের দেহে আদ্রতা বজায় রাখার জন্য লবণ ছিল একটি মূল্যবান বস্তু । এটি প্রায়ই সৈন্যদের বেতন পরিশোধের জন্য ব্যবহৃত হতো । তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও রক্ষা করার ক্ষমতার জন্য পতিত পৃথিবীতে খ্রীষ্টিয়ানগণকে "পৃথিবীর লবণ বলা হয়ে থাকে। "তোমরা একটি বহুবচন এবং ১৪ পদের ন্যায় জোরালো শব্দ। বিশ্বাসীবর্গ হচ্ছে লবণ। এটি পছন্দ অপছন্দের বিষয় নয়। কেবল মাত্র পছন্দের বিষয় হচ্ছে তারা কি প্রকার লবণ হবে। লবণ ভেজাল মিশ্রিত এবং অব্যবহার্য্য হতে পারে। পতিত লোক সর্বদাই সজাগ থাকে।

- "কিন্তু লবণের স্বাদ যদি যায়" এটি একটি তৃতীয় শ্রেণীর শর্তসাপেক্ষ শর্ত সাপেক্ষ বাক্য যার অর্থ ছিল প্রচ্ছন। এটি একটি অব্যক্ত ফল। আক্ষরিক ভাবে লবণ তার শক্তি হারাতে পারে না কিন্তু যখন লবণের সাথে দূষিত দ্রব্যাদি মিশানো হয় তখন লবণ গলে গিয়ে কম শক্তি সম্পন হতে পারে অর্থাৎ তার গুণ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। "স্বাদবিহীন" শব্দটি সাধারণ ভাবে "বোকা" বোঝাতে ব্যবহৃত হতো (উদাঃ রোমীয় ১:২৭; ১করি ১:২০)

- "তাহা আর কোন কার্য্যে লাগে না, কেবল বাহিরে ফেলিয়া দেবার ও লোকের পদতলে দলিত হইবার যোগ্য হয়" । লবণ যা সংরক্ষণ বা সুবাস বৃদ্ধি করণ হিসাবে অব্যবহার্য ছিল

তা সম্পুর্ন ভাবে অকেজো হয়ে পড়লো। তা ফুটপাতে বা ছাদের উপরে কঠিন স্তর তৈরী করার জন্য ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। মরুসাগর থেকে আহরিত লবণের মধ্যে অনেক ময়লা থাকতো। পৃথিবীর এ অংশের মানুষ জন এসব অব্যবহার্য্য লবণ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিল ।

এন, এ, এস, বি (হাল নাগাদ সংশোধিত) মূল পাঠ্য ৫:১৪- ১৬।
১৪ "তোমরা জগতের দীপ্তি" পর্বতের উপরে স্থিত নগর গুপ্ত থাকিতে পারে না। ১৫ আর লোকে প্রদীপ জ্বালিয়া ঢাকনার নিচে রাখে না, কিন্তু দীপাধারের উপরেই রাখে, তাহাতে তাহা গৃহস্থিত সকল লোককে আলো দেয়।১৬ তদ্রুপ তোমাদের দীপ্তি মনুষ্যদের সাক্ষাতে উজ্জ্বল হউক, যেন তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্ত পিতার গৌরব করে" ।

৫:১৪ "তোমরা জগতের দীপ্তি" দীপ্তিকে সর্বদাই সত্য ও আরোগ্য করণের ক্ষেত্রে রুপক হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এটি যীশু নিজেকে বর্ণনা করতে ব্যবহার করতেন (উদাঃ যোহন ৯:৫) প্রশ্ন এটা নয়, "আপনি কি জগতের দীপ্তি হবেন" একজন বিশ্বাসী হিসাবে আপনি পৃথিবীর দীপ্তি। কেবল মাত্র প্রকৃত প্রশ্ন হচ্ছে " আপনি কি প্রকার দীপ্তি হতে চান? কিছু কিছু মানুষ ঈশ্বর সম্বন্ধে যা জানে, তা আপনার এবং আপনার জীবন থেকেই জানে। "তোমরা" শব্দটি বহু বচন এবং ১৩ পদের ন্যায় জোড়ালো "একটি নগর" এটি হয় (১) সমতল ভূমির উপরে নগরের স্থান অথবা (২) এর সাদা চুনা পাথর যা সূর্যের আলোতে অস্পষ্ট ভাবে থেকে থেকে আলোকিত সে বিষয়ের জাতিগতভাবে ব্যাপক উল্লেখ ছিল । যারা এটিকে একটি যিরুশালেমের সঙ্গে সম্পর্ক দেখাতে চেষ্টা করেন তারা নির্দ্দিষ্ট বিশেষণটির অনুপস্থিতির ব্যাখ্যা দিতে খুবই অসুবিধা বোধ করতেন। আলোকে যেভাবে গঠন করা হয়েছে নগর সমূহকেও সেভাবেই করা হয়েছে অথবা তাদের গুপ্ত রাখার উদ্দেশ্য করা হয়নি।
এন, এ, এস, বি, এন, কে, জে, ভি "ঢাকনা"
এন, আর, এস, ভি "দীপাধার"
টি, ই, ভি "বাটি"
জে, বি "গামলা"

এ উল্লেখিত ছিল শস্য মাপবার জন্য ব্যবহৃত একটি মাটির পাত্র সম্বন্ধে

- "দীপাধার" প্রাচীন পলিষ্টিয়দের ঘরের দেওয়ালের থেকে বাইরের দিকে প্রসারিত যে জিনিষটি থাকতো তার উপরেই তৈল প্রদীপ রাখা হতো।

৫:১৬ বিশ্বাসীদের জীবন ধারায় অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতি গৌরব ও সম্মান আনতে হবে (উদাঃ ইফি ২:৮- ১০) । এটি সম্ভবতঃ যে দলবদ্ধভাবে মাঠ পর্যায়ের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ছিল। বিশ্বাসী বর্গের অবশ্যই মন্দ সমাজের সঙ্গে বসবাস করতে হবে কিন্তু তারা তার অঙ্গ হবে না। (উদাঃ যোহন ১৭:১৫- ১৮)

- "পিতা" প্রার্থনার জন্য দেহের স্বাভাবিক ভঙ্গি ছিল, খোলা চোখে মাথা ও বাহু উপরের দিকে উচু করে দাঁড়ান। তারা এমন ভাবে প্রার্থনা করতো তা যেন ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের কথপোকথন হয়।

আলোচনা প্রসূত প্রশ্ন সমূহ।

এটি একটি পাঠ নির্দ্দেশনার টিকা যা অর্থ হচ্ছে যে আপনি আপনার বাইবেল অনুবাদের জন্য নিজেই দায়ী। আমাদের প্রত্যেককে অবশ্যই তার নিজের আলোতে চলতে হবে। আপনি অবশ্যই তা টীকা কারের উপরে ছেড়ে দেবেন না।

এসব আলোচনা প্রসূত প্রশ্ন যোগান হয়েছে আপনাকে সাহায্য করার জন্য যাতে আপনি বইটির এ খন্ডের গুরুত্বপূর্ণ মূল বিষয়ের মধ্যে দিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারেন। সে সব চিন্তা উদ্রেকের অর্থে কিন্তু চুরান্ত কিছু নয়।

১. কাদের উদ্দেশ্যে এ সব বিবরণ নির্দ্দেশ করা হয়েছে?
২. যে কোন কেউ কি এসব মান পূরণ করতে পারে?
৩. কেন মথি এবং লূক একই উপদেশ ভিন ভিন ভাবে লিখলেন?
৪. কেন এসব বিবরণ এত আপাত বিরোধী সত্য?
৫. স্বর্গসুখ কি করে একটির সঙ্গে আর একটি সম্বন্ধ রক্ষা কওে।
৬. পর্বতে দত্ত উপদেশের উদ্দেশ্য কি ছিল?
৭. তোমার নিজের ভাষায় সার সত্য প্রকাশ কর এবং তার পরে পূর্ণ বিষয়টি সংক্ষেপে লিখ?

৫:১৭- ৪৮ পদের পেক্ষাপট সম্বন্ধীয় অন্তরদৃষ্টি

১.

এ. ৫:১৭-২০ পদ বুঝতে হলে যীশু যে যিহুদীদের মৌখিক পরস্পর (তালমুল) প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তা হৃদয়ঙ্গম করতে হবে যা লিখিত পুরাতন নিয়ম অনুবাদ করতে চেষ্টা করেছিল । যীশু পুরাতন নিয়ম জোরালো এবং চুড়ান্ত বর্ণনা উচ্চে স্থাপন করেছিলেন তৎপরে তিনি নিজেকে তার প্রকৃত পরিপূর্ণতা এবং চুরান্ত অনুবাদক বলে দেখিয়েছিলেন। এটি প্রকৃত ঘটনায় দেখা যায় যে “ইহা লিখিত হইয়াছে” এটি যিহুদীদের লিখিত এবং মৌখিক নিয়ম বা বিধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আলোকে একটি শক্তিশালী খ্রীষ্ট তাত্ত্বিক অনুচ্ছেদ।

বি. এ অংশটি ১ম শতাব্দীর ইহুদী ধর্ম মতের সম্পুর্ন ভুল ব্যাখ্যা নয় কিন্তু তার প্রতিনিধি স্থানীয়। এ সম্পূর্ণ উপদেশটি ৫-৭ অধ্যায় বিনম্র বিশ্বাসীবর্গের এবং একটি দর্প নাশকের জন্য স্বধর্ম ব্যক্তির আচরণের একটি বাধাদান। যীশু পাপ এবং ঈশ্বরের বিধানের বিরোধিতার উৎস হিসাবে মন কষ্টের পাশাপাশি স্থান দিয়েছেন। তিনি অন্তরের এবং বাহিরের মানুষটিকে উদ্দেশ্য করেই একথা বলেছেন। পাপের সুচনা হয় চিন্তার জগতে।

সি. ঈশ্বরের বিচারের মানদন্ড মানুষের চেয়ে ভিন প্রকার (উদাঃ যিশাইয় ৫৫:৮-৯) বিশ্বাসীবর্গের ধার্মিকতা একটি প্রারম্ভিকদান এবং একটি উনয়নশীল খ্রীষ্ট সাদৃশ, উভয়ই একটি আদালত সম্বন্ধীয়, আইনী অবস্থা এবং একটি আত্মা নির্দ্দেশিত প্রগতিশীল পবিত্রিকরণ প্রক্রিয়া। এ অংশটি পরবর্ত্তী অংশটিকে ফোকাশে এনেছিল। (কেন্দ্রিভুত করেছিল)

ডি. এসব শব্দ সমূহ যদি আধুনিক ওক্ষণশীল খ্রীষ্টধর্মের প্রেক্ষাপটে বলা হয়ে থাকে আমরা সকলেই প্রচন্ড আঘাত পাবো, যে ঈশ্বর কিভাবে আমাদের ধার্মিকতাকে দেখেন।

শব্দ এবং শব্দগুচ্ছ অধ্যয়ন

এন, এ, এস, বি (হাল নাগাদ সংশোধিত) মূল পাঠ্য ৫:১৭- ১৯
১৭ "মনে করিও না যে আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদি গ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি। ১৮ কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি যে পর্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে সেই পর্যন্ত ব্যবস্থার একমাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না । সমস্থই সফল হইবে। ১৯ অতএব যে কেহ এই সমস্থ ক্ষুদ্রতম আজ্ঞার মধ্যে কোন একটি অন্সা লঙ্ঘন করে ও লোকদিগকে সেইরুপ শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গরাজ্যে অতিক্ষুদ্র বলা যাইবে। কিন্তু যে কেহ সেই সকল পালন করে ও শিক্ষা দেয়, তাহকে স্বর্গরাজ্যে মহান বলা যাইবে" ।

৫:১৭ "মনে করিও না" এটি একটি না- সূচক কর্মবাচ্যনিষ্পন কল্পনা বাচক (শর্ত সূচক) ক্রিয়ার আকার বিশেষ যা ছিল একটি ব্যকরণগত গঠন, যার অর্থ ছিল "কখন ও সুরু করনা" ।
"যে আমি ব্যবন্থা লোপ করিতে আসিয়াছি" ১৭- ২০ পদ সমূহের প্রেক্ষাপট একটি বর্ণনা যা পুরাতন যুক্তির অনুপ্রেরণা এবং নিত্যতা দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করে। যীশু এক অর্থে দ্বিতীয় মশীহের নতুন ব্যবস্থা দাতার ন্যায় কাজ কওেছেন । যীশু নিজেই পুরাতন চুক্তির পরিপূর্ণতা ছিলেন। নতুন চুক্তি শর্তটি হচ্ছে একটি ব্যাক্তি এক প্রস্তর নিয়ম নয়।দুটি চুক্তি মূলত ভিন ধরনের উদ্দেশ্যের জন্য নয় কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সাধনের অর্থেই। যেমন গালাতীয় ৩ অধ্যায়ে আছে, তেমন এখানে জোরালো ধাক্কাটি মানুষকে ঈশ্বরের সমকথা করে তৈরী করতে পারার পুরাতন শর্তের দুর্বলতার উপরে নয় কিন্তু বরং রব্বিদের (গুরুদের) সক্রেটিসের মত তর্কপূর্ণ অনুবাদ প্রক্রিয়ার দ্বারা বাইবেলের মূল গ্রন্থের অসম্পুর্ন এবং অনুপোযুক্ত ব্যাখ্যার উপর।
ফলতঃ যীশু প্রকাশ্যে কৃত কার্য্য সব থেকে মানষিক চিন্তা পর্যন্ত ব্যবস্থা আওতা বিস্তৃত করেছেন । পুরাতন শর্তের মধ্যে দিয়ে অত্যন্ত অসম্ভবের সমান্তরালে এতে প্রকৃত ধার্মিকতায় অসুবিধার সৃষ্টি হয়। অরোপিত ধার্মিকতা বা বিশ্বাসের দ্বারা সমর্থনের মাধ্যমে এ অসম্ভাব্যতা খ্রীষ্ট নিজেই মিটিয়ে দেবেন এবং তা অনুতপ্ত বিশ্বাসী বিশ্বস্ত সমাজকে ফিরিয়ে দেবেন (উদাঃ রোমিও ৪:৬; ১০:৪)। মনুষ্য জাতির ধর্মিয় জীবন হচ্ছে ঈশ্বরের সাথে সর্ম্পকের ফলশ্রুতি, সে সম্পর্কের উপায় নয়।

- "ব্যবস্থা বা ভাববাদী" ইব্রীয় আদর্শের ৩টি বিভাগের মধ্যে ২টি বিষয় উল্লেখে এটি ছিল একটি ভাষার বৈশিষ্ট ব্যবস্থা ভাববাদীগণ এবং লিখিত দলিল। এটি ছিল সমস্ত পুরাতন নিয়মটির নাম করণের একটি পন্থা। এটিও প্রমাণিত হয়েছে যে যীশুর শাস্ত্রজ্ঞান সদ্দুকীদের চেয়েও ফরিশীদের ধর্মতত্বের নিকটতর ছিল, যারা কেবল তোরা বা ব্যবস্থা (আদিপুস্তক দ্বিতীয় বিবরণ) প্রামানিক হিসাবে সঙ্কলণ করেছিল।
- এন, এ, এস, বি, এন, কে, জে, ভি
  এন, আর, এস, ভি "কিন্তু পরিপূর্ণ করতে"
  টি, ই, ভি "বরং তাহাদের শিক্ষা সত্যই"
  জে, বি "পূর্ণ করতে"

এটি ছিল একটি সাধারণ শব্দ যা কতিপয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল । এ প্রেক্ষাপটে এটি সুসম্পূর্ণ করা অথবা মনোনীত সমাপ্তি অর্ত প্রকাশ করেছে।
৫:১৮ "সত্যই" আক্ষরিক ভাবে এটি হচ্ছে "আমেন" নিচের আলোচ্য বিষয় দেখুন।

বিশেষ আলোচ্য বিষয়ঃ আমেন
১. পুরাতন নিয়ম।

ক) “আমেন” শব্দটি একটি হিব্রু শব্দ সত্য (emeth) বা সত্যবাদীতা (emun, emunah) এবং বিশ্বাস বা বিশ্বস্ততা থেকে এসেছে।

খ) এর শব্দের ব্যুৎপত্তি হচ্ছে শারিরীক স্থির ভঙ্গি থেকে। তার বিপরিত হবে কেউ একজন অস্থির, হড়কেযাওয়া (উদাঃ দ্বিতীয় ২৮:৬৪- ৬৭) বা হোঁছোট খাওয়া ব্যক্তি। এসব আক্ষরিক ব্যবহার থেকে বিশ্বাসী বিশ্বাস ভাজন বিশ্বস্ত এবয় নির্ভর যোগ্যগণের রুপক অলংকার যুক্ত ব্যাপ্তির বিকাশ লাভ করেছে (উদাঃ আদি ১৫:১৬; হবকুক ২:৪)।

সি. বিশেষ ব্যবহার সমূহ।

১. একটি স্তম্ভ, ২ রাজা ১৮:১৬ (১ তীম ৩:১৫)

২. নিশ্চয়তা, যাত্রা ১৭:১২

৩. দৃঢ়তা, যাত্রা ১৭:১২

৪. স্থায়ীত্ব, যিশাইয় ৩৩:৬;৩৪:৫- ৭

৫. সত্য, ১ রাজা ১০:৬;১৭:২৪;২২:১৬;হিতো ১২:২২

৬. দৃঢ়, ২ রাজাবলী ২০:২০; যিশাইয় ৭:৯

৭. নির্ভরযোগ্য (তোরা) , গীত ১১৯:৪৩,১৪২,১৫১,১৬৮

ডি. পুরাতন নিয়মে সক্রিয় বিশ্বাসের জন্য অপর দুটি হিব্রু শব্দ ব্যবহার হয়েছে।

১. bathach, বিশ্বাস

২. yra ভয়, সম্মান,আরাধনা (উদাঃ আদি ২২:১২)

ই. বিশ্বাস বা বিশ্বাস যোগ্যতা বোধ থেকে একটি গণ প্রার্থনার বিধিসংক্রান্ত রীতি বিকাশ লাভ করেছে যা ব্যবহৃত হয়েছিল অপরের একটি সত্য বা বিশ্বাস যোগ্য উক্তি দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করতে (উদাঃ দ্বিতীয় বিবরণ ২৭:১৫- ২৬, নহিমিয় ৪:৬, গীতসংহিতা ৪১:১৩,৭০:১৯,৮৯:৫২,১০৬:৪৮)

এফ. এ শব্দের ধর্মতাত্ত্বিক চাবিকাঠির মানুষ জাতির বিশ্বাস যোগ্যতা নয়, কিন্তু ণঐডঐ এর (উদাঃ যাত্রা ৩৪:৬; দ্বিতীয় ৩২:৪; গীত ১০৮:৪,১১৫:১,১১৭:২,১৩৮:২) পতিত মনুষ্যসমাজের একমাত্র আশা হচ্ছে YHWH এর করুনা পূর্ণ, বিশ্বস্ত, চুক্তিবদ্ধ বাধ্যতা এবং তার প্রতিজ্ঞা সমূহ । যারা YHWH কে জানেন, তাদেরকে তারমত হতে হবে (উদাঃ হবকুক ২:৪) বাইবেল হচ্ছে ইতিহসে এবং ঈশ্বরের সাদৃশ্যে মনুষ্য সমাজের মধ্যে পূণ স্থাপনের একটি লিখিত দলিল।

৩. নতুন নিয়ম

এ. “আমেন” শব্দের ব্যবহার গণ প্রার্থনার বিধি সংক্রান্ত বলে বিশ্বাস যোগ্যতার একটি উক্তি দৃঢ়রুপে সত্যকথা যা নতুন নিয়মে সাধারণ বিষয় (উদাঃ ১করিন্থিয় ১৪:১৬; প্রকাশিত ১:৭; ৫:১৪; ৭:১২)

বি. প্রার্থনার সমাপ্তি হিসাবে শব্দটির ব্যবহার নতুন নিয়মে সাধারণ বিষয় (উদাঃ রোম ১:২৫; ৯ঃ৫;১১:৩৬;১৬:২৭; গালা ১:৫;৬:১৮;ইফি ৩:২১; ফিলিপিয় ৪:২০; ২ থিষ ৩:১৮; ১তীম ১:১৭;৬:১৬; ২ তীম ৪:১৮)

সি. যীশুই হলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি উপস্থাপিত করতে গিয়ে এ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন (প্রায়ই যোহন লিখিত সুসমাচারে দ্বিগুণ করে) (উদাঃ লূক ৪:২৪; ১২:৩৭; ১৮:১৭,২৯; ২১:৩২; ২৩:৪৩)

ডি. প্রকাশিত বাক্য ৩:১৪ এবং ২করি ১:২০ পদে যীশুর নাম হিসাবে এটি ব্যবহৃত হয়েছে। (সম্ভবত যিশাইয় ৬৫:১৬ থেকে YHWH এর একটি নাম/ উপাধি)

ই. বিশ্বস্ততা বা বিশ্বাস, বিশ্বাসযোগ্যতা বা প্রত্যয় এর ধারণা গ্রীক ঢ়রংঃড়ং বা ঢ়রংঃরং শব্দে স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে যা ইংরেজীতে trust (প্রত্যয়) faith (বিশ্বাস) believe (বিশ্বাস করা) হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে।

- "স্বর্গ ও পৃথিবী" পুরাতন নিয়মে এদুটি স্থায়ী সত্ত্বা YHWH এর উক্তি দুটি প্রয়োজনীয় সাক্ষ হিসাবে সমর্থন দিতে ব্যবহৃত হয়েছিল ।
- "স্বর্গ ও পৃথিবী" পুরাতন নিয়মে এদুটি স্থায়ী সত্ত্বা YHWH এর উক্তির সমর্থন করতে দুটি প্রয়োজনীয় সাক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল (উদাঃ গুনা ৩৫:৩০; দ্বিতীয় ১৭:৬; ১৯:১৫) সে সব হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর বিষয় সকল যা এ যুগ যতদিন থাকবে তা ততদিন থাকবে। YHWH এর এ উক্তিটি ছিল YHWH এর কাছ থেকে একটি শপথের ন্যায়।
- এন, এ, এস, বি "ক্ষুদ্রমত বর্ণ বা আঁচড়ও নয়"
  এন, কে, জে, ভি "একসর্ণও নয়, একটি বর্ণের আঁচড়ও নয়"
  টি, ই, ভি "একটি বর্ণও নয়, একটি বিন্দুও নয়"
  জে, বি "একটি বিন্দুও নয়, ক্ষুদ্র একটি আঁচড়ও নয়"

এ উল্লেখটি করা হয়েছে (১) হিব্রু বর্ণ মালার সর্ব কনিষ্ট বর্ণ yodh যা গ্রীক বর্ণ মালার সর্ব কনিষ্ঠ বর্ণ ioth এর সমান্তরালে অবস্থিত (২) উপযোগী ইব্রীয় হস্তলিপির সঙ্গে অলংকারিক সংযোজন আধুনিক সুন্দর হস্তলিপির ক্ষেত্রে Serifs এর সঙ্গে সমতুল্য বা (৩) একটি ক্ষুদ্র আঁচড় যা দুটি একই হিব্রু বর্ণের মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন করে। মূল কথা হচ্ছে যে পুরাতন নিয়মের সব অংশ সমূহও ঈশ্বর থেকে প্রাপ্ত। শিক্ষায় তথাপিও পুরাতন নিয়ম সম্পূর্ণ ভাবে যীশুর ব্যক্তি সত্ত্বায় কাজে এবং পরিপূর্ণ তা লাভ করেছিল।

এন, এ, এস, বি "যে পর্য্যন্ত সমস্ত সফল না হয়, সে পর্য্যন্ত ব্যবস্তার বিন্দু মাত্র ও লোপ হইবে না।"

এন, কে, জে, ভি "কোন ভাবেই না.. যে পর্য্যন্ত না সব পরিপূর্ন হয়"

এন, আর, এস, ভি "লুপ্ত হয়ে যাবে না.. যে পর্য্যন্ত না সব কিছু সফল হয়"

টি, ই, ভি 'শেষ হয়ে যাবে না- যে পর্য্যন্ত না সব কিছু শেষ হয়ে যায়"

জে, বি 'শেষ হয়ে যাবে না- যে পর্য্যন্ত না তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হয়"

প্রথম শর্ক্তটিতে, একটি দেয়ালের ন্যায় কোন কিছু টেনে নামিয়ে ধবংস করার কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় শর্ক্তটি ১:২২ পদে পরিপূর্ন করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন এর ঘোষিত কর্ম সম্পাদন করার জন্য।যদি'ও এ শর্তটির নতুন নিয়মের অন্য অংশের কতিপয় অন্য অর্থ ও ছিল, তবু ও এখানে এটি পুরাতন নিয়মে যীশুতে সম্পূর্নতা খুজেঁ পাবার কথা বলে।

যীশুর শিক্ষা সমূহ হচ্ছে নতুন দ্রাক্ষারসের ন্যায় যাতে পুরাতন পাত্রে রাখা চলে না (মথি ৯:১৬-১৭)। এ পরিপূর্ণতা যীশুর জীবনের, মৃত্যুর, পুনুরুত্থানের, দ্বিতীয় আগমনের, বিচারের এবং প্রার্থীর পরবর্ক্তী রাজত্বের কথা বলা হয়েছে, যা কোন কোন অর্থে পুরাতন নিয়মের প্রথম। পুরাতন নিয়ম খ্রীষ্ট এবং তার কাজের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে। প্রেরিত গণ তা খ্রীষ্ট ধর্মতত্ত্বের অর্থে ব্যাখ্যা দিয়েছেন ।

৫:১৯ এ পদটি আধুনিক অনুবাদক এবং শিক্ষকদের প্রতি একটি হুশিয়ারী নির্দ্দেশ করেছে কিন্তু এটি ফরিশীদের পরস্পরাগত আইনের বিধানের চুলচেরা অনুসরণ আধ্যাত্বিক গোড়ামী, উপদল সম্বন্ধীয়, যুক্তিহীন মতবাদ প্রত্যাখ্যান করছে। যীশু নিজেই স্পষ্টভাবে মৌখিক ঐতিহ্য বাতিল করে দিয়েছেন (তাল মুড) কিন্তু লিখিত বিধান, ব্যবস্থার অংশও। দুটি উদাহরণ হচ্ছে (১) দ্বিতীয় বিবরণ ২৪:১- ৪ পদের স্ত্রী ত্যাগের ধারণা ৩১- ৩২ পদে বাতিল বা প্রত্যাখ্যান করেছে এবং (২) লেবীয় ১১ অধ্যায়ের খাদ্যের বিধান মার্ক ৭:১৫- ২৩ পদে প্রত্যাখ্যান ও বাতিল করেছেন। "ক্ষুদ্রতম" "সর্বশ্রেষ্ঠ" কথা দুটি রাজ্যের (স্বর্গরাজ্যের) মধ্যের কোন ধরনের শ্রেণী বিভাগের সাক্ষ হতে পারে (উদাঃ মথি ২০:২০- ২৮; লূক ১২:৪৭- ৪৮; ১ করি ৩:১০- ১৫)

এন, এ, এস, বি (হাল নাগাদ সংশোধিত) মূল গ্রন্থ ৫:২০
২০ "কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, অধ্যাপক ও ফরীশীদের অপেক্ষা তোমাদের ধর্মিকতা যদি অধিক না হয়, তবে তোমরা কোন মতে স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেনা" ।

৫:২০ সাধু, বৈধতা সমর্থক ধর্মের প্রতি উৎকট আগ্রহান্বিত ব্যক্তিগণের পক্ষে এটি ছিল একটি অত্যন্ত তীব্র উক্তি, স্বধর্ম মানুষের একটি সাধারণ নৈতিক অধঃপতনের লক্ষণ (উদাঃ যিশাইয় ২৯:১৩; কলসীয় ২:১৬- ২৩) শুদ্ধ মতবাদ (যাকোব ২:১৯) বা ধর্মীয় ক্রিয়াকান্ড সমূহ (মথি ৭:২১- ২৩) কোনটাই ব্যক্তিগত অনুশোচনার, বিশ্বাস সম্পর্কের পরিবর্ক্তে প্রয়োজন মিটাতে পারে না (উদাঃ মার্ক ১:১৫; কার্যাবলী ৩:১৬; ২০:২১; ফিলিপিয় ৩:৮- ৯; রোমীয় ১০:৩- ৪) এ পদটি এবং ৪৮ পদ হচ্ছে সমস্ত পর্বতে দক্ত উপদেশ অনুবাদের চাবি কাঠি সমূহ। ফরিশীদের আদি এবং পূর্ণ ধর্মতত্ত্ব আলোচনার জন্য ২২:১৫ তে প্রদক্ত নোট দেখুন।

এন, এ, এস, বি (হাল নাগাদ সংশোধিত) মূল গ্রন্থ ৫:২১- ২৬।
২১"তোমরা শুনিয়াছ, পূর্বকালের লোকদের নিকটে উক্ত হইয়াছিল, তুমি নরহত্যা করিও না, আর যে নরহত্যা করে, সে বিচারের দায়ে পরিবে" ।২২ কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, যে কেহ আপন ভ্রাতার প্রতি ক্রোধ করে, সে বিচারের দায়ে পড়িবে। আর যে কেহ বলে, মূঢ় সে অগ্নিময় নরকের দায়ে পরিবে।২৩ অতএব তুমি যখন যজ্ঞবেদির নিকটে আপন নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতেছ, তখন সেই স্থানে যদি মনে পরে যে, তোমার বিরুদ্ধে তোমার ভ্রাতার কোন কথা আছে, ২৪ তবে সেই স্থানে বেদির সন্মুখে তোমার নৈবেদ্য রাখ আর চলিয়া যাও, প্রথমে তোমার ভ্রাতার সহিত সম্মিলিত হও, পরে আসিয়া তোমার নৈবেদ্য উৎসর্গ করিও।২৫ তুমি যখন বিপক্ষের সঙ্গে পথে থাক, তখন তাহার সহিত শীঘ্র মিলন করিও, পাছে বিপক্ষ তোমার বিচার কর্তার হস্তে সমর্পন করে ও বিচার কর্ক্তা তোমাকে রক্ষির হস্তে সমর্পন করে, আর কারাগরারে নিক্ষিপ্ত হও। ২৬ আমি তোমাকে সত্য কহিতেছি, যাবৎ শেষ কড়িটা পর্যন্ত পরিশোধ না করিবে, তাবৎ তুমি কোন মতে সেই স্থান হইতে বাহিরে আসিতে পারিবেনা।

৫:২১ "তোমরা শুনিয়াছ, পূর্বকালের লোকদের নিকটে উক্ত হইয়াছিল" এটি বুঝতে পারা যেতো "পূর্বকালের লোকদের নিকটে" অথবা "পূর্বকালের লোকদের দ্বারা" এ পাদের প্রথম অংশটি এসেছে দশ আজ্ঞা থেকে কিন্তু দ্বিতীয় অংশটি চিহ্নিত করা কঠিনতর এবং তা হতে পারে রব্বিদের (গুরুদের) শিক্ষাদেবার অনুশীলনী হতে পাওয়া (সম্মাই, রক্ষণশীল বা হিল্লেল, উদার পন্থি)। এটি ফরিশীদের ইহুদী শিক্ষকদের অনুবাদের একটি প্রত্যাখানের ইঙ্গিত বহণ করেছিল, অপর পক্ষে সেই একই সময়ে পুরাতন নিয়মের অনুপ্রেরনার সমর্থন করা হয়েছিল।

- ‘‘হত্যা’’ এ উদ্বৃতিটি হচ্ছে Septuagint (Lxx) যাত্রা পুস্তক ২০:১৩ বা দ্বিতীয় বিবরন ৫:১২ এর থেকে। এটি একটি ভবিষ্যত কর্ম বাচ্য নির্দ্দেশক যা অনুজ্ঞা সূচক বাক্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। KJV তে আছে Kill (হত্যা) কিন্তু শব্দটির বর্ননার আওতা অত্যান্ত বিস্তৃত। এন কে জে ভি তে আছে নরহত্যা / হত্যা “Murder” আর ও একটি সঠিক অনুবাদ হয়তো হতো ‘‘বেআইনী পূর্ব পরিকল্পিত খুন, হত্যা, নরহত্যা ছিল। পুরাতন নিয়মে একটি আইনী পূর্ব পরিকল্পিত খুন, নরহত্যা ছিল— ‘‘রক্তের প্রতিশোধ দাতা’’ (উদাঃ দ্বিতীয় বিবরন ১৯; গনণা ৩৫; যিহশূয়ো ২০)।

  ৫:২২ ‘‘ কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলি’’ যীশুর শিক্ষা তার সময়ে রব্বিদের (গুরু দেব) শিক্ষার চেয়ে মূলতঃ ভিন ধরনের সত্ত্ব বিধি সংগত ক্ষমতা পূর্ববর্ত্তী যিহুদী শিক্ষকদের উল্লেখে তাদের কর্ত্তৃত্ব করবার অনুমতি হিসাবে পাওয়া যেতো (উদাঃ মথি ৭:২৮– ২৯; মার্ক ১:২২) যীমুর বিধি সংগত ক্ষমতা তার নিজের মধ্যেই ছিল। তিনি হচ্ছেন পুরাতন নিয়মের প্রকৃত অর্ত প্রকাশক। যীশু হচ্ছে শাস্ত্রের প্রভু ‘‘ধার্মিক’’ হচ্ছে এখানে জোরাল শব্দ ‘‘ধার্মিক নিজে এবং অন্য কেউই নয়’’ বা ‘‘স্বয়ং’’ (ঈশ্বরের পুত্র হিসাবে যিনি ঈশ্বরের মন জানেন) ’’।
- ‘‘প্রত্যেককেই,যে ক্রুদ্ধ’’ এটি একটি বর্ত্তমান মধ্য বিশেষন মূলক। এটি ছিল একটি গ্রীক শব্দ যার অর্থ স্থিরীকৃত, শিক্ষিত ক্ষমাহীন, দীর্ঘকাল ব্যাপী ক্রোধ। এ ব্যাক্তি নিজেই ভীষন ভাবে নিরন্তর রাগ করে চলছিল।
- ‘‘তাহার ভাইয়ের সাথে’’ কে জে ভি ‘‘স্মরণ ব্যতি রেকে কথাটিও এর সাথে যোগ করছে। এটি হচ্ছে গ্রীক পান্ডুলিপির পরিবর্তন। প্রাচীন গ্রীক পান্ডুলিপি সমূহে তা যোগ করা হয়নি ৬৭ এন বি অথবা The volgate যাহোক তা আছে পুরাতন গ্রীক পান্ডুলিপির সমূহ এন ডি কে এল ডবলিউ The diatesserron, এবং প্রাচীন এবং কপটিক অনুবাদ সমূহে। সংকলন (যোগ করণ) অনুচ্ছেদের জোড়ালো গতিবেগকে দুর্বল করে দেয়। শিরোনাম ব্যাখ্যা করলে এখানে তা হয়তো সহয়ক হতোঃ এন (ঘ) এর অর্থ হলো সবচাইতে পুরাতন পান্ডুলিপি ধরণের নকল যা প্রাপ্য Nc এন এর অর্থ হলো নকল নবিশগণের পরবর্ত্তী সংশোধিত কপি (নকল)। সে সব প্রায়শ ১,২,৩ ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত যদি নাকি একটি ধারাবাহিক সংশোধিত নকল থেকে থাকে; পি (P) এর অর্থ হচ্ছে আদিকালের তৈরি কাগজে লিখিত পান্ডুলিপি।

গ্রীক পান্ডুলিপি সমূহ বড় অক্ষরে নামকরণ করা হয় অন্য পক্ষে প্রাচীনকালের কাগজের পান্ডুলিপিসমূহ সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। মূল গ্রন্থের সমালোচনার উপরে অতিরিক্ত তথ্যের জন্য দুই সম্বন্ধ সংযোজনী দেখুন।

এন, এ, এস, বি	‘‘বেমূঢ়’’
এন, কে, জে, ভি	‘‘একজন জীবিত মস্তিস্ক শূন্য মানুষ’’
এন, আর, এস, ভি	‘‘যদি তুমি অপমান কর’’
টি, ই, ভি	‘তুমি অপদার্থ লোক’’
জে, বি	‘‘মূঢ়’’

Roca ছিল একটি অরামীয় শব্দ যার অর্থ জীবিত একজন অক্ষম মস্তিস্ক শূন্য মানুষ। এ অংশটি কেউ একজন কোন বিষেশ নাম পদবী ধরে ডাকতে পারে বা অন্যকে ডাকতে না পারে সে বিষয় নিয়ে অলোচনা করছে না কিন্তু অন্যদের প্রতি একজন কথিত বিশ্বাসীর আচরণ, বিশেষত অঙ্গীকারবদ্ধ ভ্রাতৃগণের প্রতি আচরণের কথাই আলোচনা করছে।

গ্রীক শব্দ Moros অনুবাদিক "মূঢ়" কে অরামীয় শব্দ জধপধ এর তীব্রতা জ্ঞাপন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল। যা হোক যীশুর কৌতুক ছলে কথা বলা গস্খীকশব্দ সড়ৎড়ং এর উদ্দেশ্যে নয়, কিন্তু প্রথমতঃ হিব্রুশব্দ morch এর উদ্দেশ্যেই যার অর্থ " ইশ্বরের বিরুদ্ধচারী" (উদাঃ গুনা ২০,১৩)। যীশু ফরিশীদেও ২৩:১৭ পদেও দ্বারাই আহব্বান করতেন। কেবল মাত্র আমদের কাজ সমূহই নয়, কিন্তু আমাদেও মনের চিন্তা, আচরণ এবং উদ্দেশ্যই আমাদের সহযোগী মানুষদের বিরুদ্ধে পাপ নির্ধারণ করে। নরহত্যা, যেমন ঈশ্বর বলেছেন একটি চিন্তাও হতে পারে। আমাদের ভাই অথবা বোনের উপরে ঘৃণা পরিস্কার ভাবে প্রমান করে যে, আমরা ঈশ্বরকে চিনি না (উদাঃ ১যোহন ২:৯-১১,৩:১৫ এবং ৪:২০) সামাজিক ভাবে বলছি একটি ঘৃন্যচিন্তা একটি মৃত্যুর চেয়েও ভাল কিন্তু মনে রাখবেন যে শাস্ত্রের এ অংশটি সমস্ত স্বধর্ম্মন্যতা এবং কারও নিজের অধিকতর সততা চূর্ণ বিচূর্ণ করার অর্থে। এটি সম্ভবত ত্রিমুখী মতপ্রকাশ লিটিকরদের অনুবাদ প্রক্রিয়ার উপরে একটি ব্যঙ্গসূচক কৌতুক।

এন, এ, এস, বি "অগ্নিময় নরক"
এন, কে, জে, ভি, জে, বি "নরকঅগ্নি"
এন, আর, এ, ভি "অগ্নিময় নরক"
টি, ই, ভি "নরকের আগুন"

নীচের বিশেষ আলোচ্য বিষয়টি দেখুন

(১) পুরাতন নিয়ম

এ. সমস্ত মানুষই সী ওল (She'ol) শব্দের উৎপত্তিস্থল অনিশ্চিত। যেটি মৃত্যু কিংবা কবরের বিষয় অর্থ করার একটি প্রথা ছিল যার অধিকাংশই আছে Wisdom literature and Isaiah তে। পুরাতন নিয়মে এটি একটি অস্পষ্ট সচেতন , কিন্তু উল্লাস বিহীন অস্তিত্ব (উদাঃ ইয়োব ১০:১২- ২২;৩৮:১৭; গীত ১০৭:১০- ১৪)

বি. ঝযবড়ষ বৈশিষ্ট বর্ণিত

১. ঈশ্বরের বিচারের সঙ্গে সংযুক্ত (আগুন) দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:২২
২. এমন কি বিচার দিনের পূর্বেই শাস্তির সঙ্গে সংযুক্ত গীত ১৮:৪- ৫।
৩. ধ্বংসের সাথে সংযুক্ত ঈশ্বরের দিকেও উন্মুক্ত ইয়োব ২৬:৬; গীত ১৩৯:৮; আমোষ ৯:২
৪. কবরের সঙ্গে সংযুক্ত, গীত ১৬:১০, যিশাইয় ১৪:১৫; যিহিস্কেল ৩১:১৫- ১৭
৫. মন্দলোক ঝযবড়ষ এর মধ্যে (নরকের মধ্যে) জীবিত অবস্থায় অবতরন করে । গুনা ১৬:৩০,৩৩; গীত ৫৫:১৫
৬. প্রায়ই বৃহৎ মুখ গহ্বর বিশিষ্ট একটি প্রাণীর সঙ্গে নরত্ব আরোপ করা হয় । গুনা ১৬:৩০; যিশাইয় ৫:১৪; ১৪:৯; হবকুক ২:৫।
৭. সেখানে মানুষদের ছায়া বলা হয়েছে যিশাইয় ১৪:৯- ১১

(৩) নতুন নিয়ম

এ. ইব্রীয় She'ol কে গ্রীক Hades দ্বারা ভাবান্তরিত করা হয়েছে (অদৃশ্য পৃথিবী)

বি. Hades কে বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে।

১. মৃত্যুর বিষয় উল্লেখ করে মথি ১৬:১৮

২. মৃত্যুর সঙ্গে সংযুক্ত প্রকাশিত বাক্য ১:১৮; ৬:৮;২০:১৩- ১৪

৩. প্রায়ই স্থায়ী শাস্তির স্থানের সদৃশ (Gehenna) মথি ১১:২৩ (পুরাতন নিয়ম থেকে উদৃত) লূক ১০:১৫; ১৬:২৩- ২৪)

৪. প্রায়ই কবরের সদৃশ্য, লূক ১৬:২৩

সি সম্ভবত বিভক্ত (রব্বিগণ)

১. ধার্মিক অংশ (দল) Paradise কে স্বর্গ বলে বলতো (যার প্রকৃত নাম হচ্ছে ঐবধাবহ উদাঃ ২করি ১২:৪, পকোশিত ২:৭) লূক ২৩:৪৩

২. মন্দ অংশ (দল) বলতো Tartarus, ২ পিতর ২:৪ যে স্থানটি হচ্ছে মন্দ দূতদের রাখার স্থান (উদাঃ আদি ৬; ১ হনোক)

ডি. Gehenna.

১. পুরাতন নিয়মের শব্দগুচ্ছ "হীনোমের পুত্রগণের উপত্যকা" প্রতি ফলিত করে। (উদাঃ যিহোশূয় ১৫:৮;১৮:১৬;যিশাইয় ৩১:৯;৬৬:২৪; যিরুশালেমের দক্ষিণে) এটি ছিল একটি স্থান যেখানে শিশু বলিদান দিয়ে phoenician অগ্নিদেবতা Molech এর পুজা করা হতো (উদাঃ ২রাজা ১৬:৩;২১:১৬; ২বংশা২৮:৩;৩৩:৬) যা লেবীয় ১৮:২১,২০:২- ৫ পদে নিষিদ্ধ হয়েছিল।

২. যিরমিয় এটিকে প্রতিমা পূজার স্থান থেকে YHWH এর বিচারের স্থানে পরিবর্তন করেন (উদাঃ যির ৭:৩২;১৯:৬- ৭) যা ১ হনোক ৯০:২৬- ২৭ এবং ঝরন ১:১০৩ তে অগ্নিময় শেষ বিচারের স্থান হয়েছিল।

যীশুর কালের যীহুদীগণ তাদের পূর্বপুরুষের পৌত্তলিক উপাসনার মাধ্যমে শিশু বলিদানে অংশগ্রহণের জন্য এত ভীত হয়েছিল যে তারা এ এলাকাটি কে যিরুশালেমের কারণে একটি আবর্জনা স্তুপে পরিবর্ক্তন করেছিল। শেষ বিচার সম্বন্ধে যীশুর অনেক রুপক উপমা অলংকার বিশেষ এ স্থান পুরণ থেকে এসেছিল (অগ্নি ধুম, পোকামাকড়, দূর্গন্ধ উদাঃ মার্ক ৯:৪৪,৪৬) Gehenna শব্দটি কেবলমাত্র যীশুর দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে (যাকোব ৩:৬ পদে ছাড়া)

৩. যীশুর Gehenna ব্যবহার

এ. অগ্নি, মথি ৫:২২; ১৮:৯;মার্ক ৯:৪৩

বি. স্থায়ী, মার্ক ৯:৪৮ (মথি ২৫:৪৬)

সি. বিনাশের স্থান (মন এবং শরীর উভয়ই) মথি ১০:২৮

ডি. She'ol এর সমতুল্য মথি ৫:২৯- ৩০; ১৮:৯

ই. মন্দলোকদের নরকে সন্তান বলে বৈশিষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। মথি ২৩:১৫

এফ বিচারের দন্ডাজ্ঞার ফল মথি ২৩:৩৩; লূক ১২:৫

জি Gehenna এর ধারণা দ্বিতীয় মৃত্যুর সমতুল্য (উদাঃ প্রকাশিত বাক্য ২:১১,২০:৬,১৪) অথবা তা অগ্নিসংযোগ সরোবরের তুল্য (উদাঃ মথি১৩:৪২; ৫০; প্রকাশিত বাক্য ২০:১০,১৪- ১৫; ২১:৮) এটি সম্ভব যে অগ্নিময় সরোবর মনুষ্যদের স্থায়ী বাসস্থান হয়ে দাঁড়ায় (ঝযব্ড়ষ থেকে) এবং মন্দ দূতগণের জন্যও তা হয় (Tartarus থেকে) ২পিতর ২:৪; যিহুদা ৬ অথবা তুল গহ্বর, উদা লূক ৮:৩১; প্রকাশিত বাক্য ৯:১- ১০; ২০:১,৩)

এইচ. মানুষের জন্য এ রুপরেখাটি করা হয়নি, কিন্তু দিয়াবল এবং তার দূত গণের জন্যই করা হয়েছে মথি ২৫:৪১ পদ।

ই. She'ol, Hades এবং Gehenna এর যুগপৎ ব্যবহারের কারনে এটি সম্ভব যে,

১. প্রথমতঃ সমস্ত মনুষ্য She'ol / Hades এ গমন করেছিল।

২. তাদের সেখানকার অভিজ্ঞতা (ভাল বা মন্দ) বিচার দিনের পরে অধিকতর খারাপ করা হয়েছে, কিন্তু মন্দ লোকের স্থান একই ছিল। (এ জন্যই KJV Hades (grave) ‡K Gehenna (Hell) বলে অনুবাদ করেছিল।)

৩. কেবল মাত্র নতুন নিয়মের মূল গ্রন্থে বিচারের পূর্বেও উৎপীরনের বিষয় উল্লেখ করতে হলে তাা হবে লূক ১৬:১৯- ৩১ এর দৃষ্টান্ত কথা (লাসার ও ধনী লোক)। এখন She'ol কে ও শাস্তির স্থান বলে বর্নণা করা হয়েছে (উদাঃ দ্বিতীয় বিবরন ৩২:২২; গীত ১৮:১- ৫) যাহোক, দৃষ্টান্ত কথার উপরে কেউই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না।

(তিন) মৃত্যু এবং পুনুরুত্থানের মধ্যবর্ত্তী অবস্থা।

এ. নতুন নিয়ম "আত্তার নীতি হীনতা" শিক্ষা দেয় না, যা হচ্ছে প্রাচীন কালের মৃত্যু পরবর্ত্তী জীবনের কতিপয় ধারনার মধ্যে একটি।

১. মানুষের আত্তা তাদের দৈহিক জীবনের পূর্বে সম্মান থাকে।

২. মনুষদের মৃত্যুর পূর্বে ও পরে তাদের আত্তা শ্বাশত।

৩. প্রায়শঃ দৈহিক শরীরকে একটি কারাগারের ন্যায় দেখা হয় এবং মৃত্যুকে দেখা হয় মুক্ত হয়ে পূর্বাবস্তায় ফিরে যাওয়া হিসেবে।

বি. নতুন নিয়ম মৃত্যু এবং পুনুরুত্থানের মধ্যে দেহ মুক্ত অবস্থার ইঙ্গিত দেয়।

১. যীশু শরীর এবং মনের মধ্যে পার্থক্যের কথা বলেন, মথি ১০:২৮

২. আব্রাহামের একটি শরীর থাকতে পারে, মার্ক ১২:২৬- ২৭, লূক ১৬:২৩।

৩. মোশী এবং এলিয় এর অলৌকিক ভাবে রুপান্তর পরিগ্রহনের সময়ে তাদেও দৈহিক অবয়ব ছিল। মথি১৭।

৪. পৌল দৃঢ়ভাবে বলেন যে যীশুর দ্বিতীয় আগমনে তার সাথেও আত্তা সমূহ নতুন দেহ প্রাপ্ত হবে, ২থিষল ৪:১৩- ১৮।

৫. পৌল দৃঢ়ভাবে বলেন যে বিশ্বাসী বর্গ পুনুরুত্থান দিনে নতুন আত্তিক দেহ প্রাপ্ত হন, ১করি ১৫:২৩, ৫২।

৬. পৌল দৃঢ়ভাবে বলেন যে, বিশ্বাসী বর্গ নরকে যান না, কিন্তু মৃতু তে যীশুর সঙ্গ লাভ করেন, ২করি ৫:৬, ৮; ফিলি ১:২৩। যীশু মৃত্যুকে জয় করেছেন এবং ধার্মিকদের কে তার সঙ্গে স্বর্গে নিয়ে গেছেন, ১পিতর ৩:১৮- ২২।

(চার) স্বর্গ।

এ. এ শব্দটি বাইবেলের মধ্যে ৩টি পদে ব্যবহার করা হয়েছে।

১. পৃথিবীর উপরের বায়ুমন্ডল, আদি ১:১- ৮; যিশায় ৪২:৫; ৪৫:১৮।

২. তারকায় আলোকিত আকাশমন্ডল, অবধি ১:১৪; দ্বিতীয় বিবরন ১০:১৪; গীত ১৪৮:৪; ইব্রীয় ৪:১৪; ৭:২৬।

৩. ঈশ্বরের সিংহাসনের স্থান, দ্বিতীয় ১০:১৪; ১রাজা ৮:২৭; গীত ১৪৮:৪; ইফি ৪:১০; ইব্রীয় ৯:২৪ (তৃতীয় স্বর্গেও সমতুল্য, ২করি ১২; ২)।

বি. বাইবেল মৃত্যু পরবর্ত্তী জীবনের বিষয়ে বেশী কিছু প্রকাশ করছেনা। সম্ভবতঃ পতিত মানব কূলের কোন পথ বা ক্ষমতা নেই সে বিষয় বুঝবার, এ কারনে (উদাঃ ১করি ২ঃ৯)

সি. স্বর্গ একটি স্থান (উদাঃ যোহন ১৪ঃ২- ৩) এবং একজন ব্যাক্তি (উদাঃ ২করি ৫ঃ৬,৮)। স্বর্গ হতে পারে এদোনের একটি পুনুরুস্থাপিত উদ্দান (আদি ১- ২, প্রকাশিত ২১- ২৩) পৃথিবীকে পরিস্কার করা হবে (উদাঃ কার্য্যা ৩ঃ২১; রোমীয় ৮ঃ২১; ২পিতর ৩ঃ১০) ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি (আদি১ঃ২৬- ২৭) খ্রীষ্টে পুনুরুস্থাপিত হয়েছে। এখন পুনরায় এদোন উদ্দানের ঘনিষ্ট সহভাগিতা সম্ভব।

যা হোক এটি হতে পারে ও রুপক অলংকার যুক্ত (উদাঃ স্বর্গ একটি বিশাল, ঘন নগরী, যাহার দৈঘ্য, প্রস্ত ও উচ্ছতা সমান, যেমন প্রকাশিত বাক্য ২১ঃ৯- ২৭পদে উল্লেখ আছে) ১করি ১৫ পদ, শারীরিক দেহ এবং আত্তিক দেহের মধ্যে ভিনতার বর্ননা দেয় , তা হচ্ছে যেমন পরিপক্ক উদ্ভিদের বীজ। পুনঃরায় ১করি ২ঃ৯ (যিশায় ৬৪ঃ৪ এবং ৬৫ঃ১৭ থেকে উদ্বৃতি) এটি হচ্ছে একটি মহান প্রতিজ্ঞা এবং প্রত্যাশা। বিশ্বাসীবর্গ জানেন যে যখন আমরা তাঁকে দেখব তখন আমরা তার ন্যায়ই যাবো (উদাঃ ১যোহন ৩ঃ২)।

(পাঁচ) সাহার্য্যকারী সম্পদ/ পুস্তক সমূহ।

এ. William Hendriksen, The Bible on the life Hereafter

বি. Dr. M. Rawlings, Beyond death's door.

৫ঃ২৩ এটি একটি তৃতীয় শ্রেনীর শর্ত সাপেক্ষ বাক্য যার অর্থ হলো সম্ভাব্য কাজ।
"তুমি যখন যজ্ঞ বেদীর নিকটে আপন নৈবেদ্য উৎসর্গ করিতেছ" এটি জোরাল ইঙ্গিত বহন করে যে, মথি ৭০ খ্রিষ্টাব্দে রোমীয় সৈনাধক্ষ্য তীতাস কর্ত্তৃক মন্দির ধ্বংস করার পূর্বেই লিখেছিলেন। জীবন যাত্রা প্রণালীর প্রীতি দর্মীয় ক্রিয়া কান্ডের চেয়েও শ্রেষ্ঠতর। সম্পর্ক ধর্মীয় অনুষ্ঠানের চেয়ে'ও বেশী শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। মানুষই হচ্ছে ইশ্বরের কাছে সব চাই তে বেশী অগ্রগন্য। কেবল মাত্র মানুষই নিত্য।
৫ঃ২৪ "তোপমার ভ্রাতার সহীত সম্মিলিত হও" ।
এটি একটি অতীতকালীন অকর্মক ক্রিয়া বাচক উপদেশ সূচক বাক্য। ব্যাক্তিগত সম্পর্ক সমূহ নিয়মিত ব্যবধান পুনঃপুন ঘটিত ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা (পদ ২৪), অথবা (২) বিচারের সিদ্ধান্ত সমূহের (পদ ২৫) চেয়ে'ও অনেক বেশী গুরুত্ব পূর্ন।
৫ঃ২৬ "সত্যই" ৫ঃ১৮ পদে বিশেষ আলোচ্য বিষয় দেখুন।

এন এ এস বি (হালনাগাদ সংশোধিত) মূলগ্রন্থ ৫ঃ২৭- ৩০।
২৭"তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল, 'তুমি ব্যাবিচার করিওনা" । ২৮কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, সে তখনই মনে মনে তাহার সহিত ব্যাভিচার করিল। ২৯আর তোমার দক্ষিণ চক্ষু যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা উপরাইয়া দূরে ফেলিয়া দেও; কেননা তোমার সমস্ত শরীর নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং একটি অঙ্গের নাশ হওয়া তোমার পক্ষে ভাল। ৩০আর তোমার দক্ষিণ হস্ত যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা কাটিয়া দূরে ফেলিয়া দেও; কেননা তোমার সমস্ত শরীর নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং একটি

অঙ্গের নাশ হওয়া তোমার পক্ষে ভাল।"

৫:২৭"ব্যাভিচার" এখানে শব্দটি হচ্ছে Miochaomai এটি দশ আজ্ঞা থেকে একটি উদ্বৃতি যা পাওয়া যায় যাত্রাপুস্তক ২০:১৪ এবং বিচার কর্ত্তৃকগন ৫:১৮ পদে। Septuagint থেকে গ্রীক শব্দটি হচ্ছে porneia। এ শব্দটি সাধারনতঃ বিবাহ বন্ধনের বহির্ভূত যৌন সংসর্গ বুঝতে ব্যবহৃত হতো, কিন্তু এটির বিবাহ বন্ধনে বহির্ভূত অনুচিত যৌন ক্রিয়া কান্ডের ব্যাতিরেখে অতিরিক্ত অন্তর্নিহিত অর্থ ছিল যেমন সমকামিতা হস্থমৈথুন। পুরাতন নিয়মে বিবাহিত ব্যাক্তির যৌন বিষয়ে সংশ্লিষ্টতা ছিল ব্যাভিচার। যীশু যৌন পাপের যে সংজ্ঞা পুনঃ নিরুপন করেছিলেন তা হচ্ছে একটি অন্তঃকরনের আচরন । যৌনতা একটি ঈশ্বরের দান,একটি উত্তম ও পবিত্র জিনিষ। কিন্তু আমাদের মঙ্গল এবং দীর্ঘকাল উপভোগ করার জন্য এর প্রকাশের জন্য ঈশ্বর সীমা ও নির্ধারন করে দিয়েছেন। ঔদ্ধত্যপূর্ন, আত্মকেন্দ্রিক মনুষ্যগন সর্বদাই ঈশ্বর প্রদত্ত সীমার বাইরে চলে যেতে চায়। যীশু এসব কথাগুলি অনুমিতি দ্বারা প্রাক বিবাহ যৌন কর্মের অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।
৫:২৮"অন্তঃ করন" বিশেষ আলোচ্যবিষয় ৫:৮এ দেখুন।
এসব হচ্ছে ১ম শ্রেনীর শর্তসাপেক্ষ বাক্যসমূহ যা গ্রন্থকারের প্রেক্ষাপট থেকে সত্য বলে অনুমান করা হয়েছিল অথবা তার সাহিত্যিক উদ্দেশ্য সমূহের জন্য।
এন এ এস বি "তোমাদের ভুল পথে চালায়"
এন কে জে ভি, এন আর এস ভি,
টি ই ভি, জে বি "যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়"

এ শব্দটি ব্যবহার করা হতো খাবার প্রদত্ত, বন্দুকের গুলির খোসার কৌশল যুক্ত একটি পশুর ফাদেঁর ক্ষেত্রে।
"হারায়" এ শব্দটি পদ ২৯ এবং ৩০ এ উভয়ের মধ্যেই আছে।

বিশেষ আলোচ্য বিষয় Appolumi ২:১৩ তে দেখুন।

এন এ এস বি (হালনাগাদ সংশোধিত) মূলগ্রন্থ ৫:৩১- ৩২।
৩১"উক্ত হইয়াছিল, যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে তাহাকে ত্যাগ পত্র দিউক" ৩২কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহব্যাভিচার ভিন্ন অন্য কারনে আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে, সে তাহাকে ব্যাভিচারিনী করে; এবং যে সেই পরিত্যাক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে, সে ব্যাভিচার করে" ।

৫:৩১"স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে" পদ সমূহে ২৭- ৩২ এবং ১৯:৩- ১২ একই মূল বিষয় আলোচনা করে। ঐ উদ্ধৃতাংশ সমূহের মধ্যে আপনার পূর্ব ধারনা লব্দ সাংস্কৃতিক বিশ্বাস ব্যখ্যা না করা থেকে সতর্ক থাকুন। প্রেক্ষাপটে, যীশু পন্থাগুলো প্রমান করেছিলেন, যেভাবে ইহুদী শিক্ষক গন শিখিয়েছিলেন, তা ছাড়া কিভাবে একজন ব্যাভিচার করে থাকেঃ (১) মানসিক লালসা, এবং (২) যৌন অবিশ্বস্ততা ছাড়া একজনের স্ত্রী ত্যাগ করা (উদাঃ দ্বিতীয় ২৪:১) যীশু প্রমান করেছেন তিনি স্বয়ং ধর্ম শাস্ত্র থেকে ও উত্তম (উদাঃ মার্ক ৭:১৮- ১৯)।
এন এ এস বি, এন কে জে ভি
এন আর এস ভি "একখানি ত্যাগ পত্র"
টি ই ভি "ত্যাগ করার নোটিশ"
জে বি "বিদায়ের লিখন"

দ্বিতীয় বিবরন ২৪:১- ৪ পদ থেকে একটি উদ্বৃতি।
মৌশী স্ত্রীদের রক্ষা করার জন্য এটি করেছিলেন যাদের সেকালে ও সংস্কৃতিতে কোন অধিকার বা স্বত্ব বা সম্পত্তি একেবারেই ছিলনা। পুর্ন বিবাহ অনুমতি প্রতি গৃহিত হয়েছিল। যাহোক, যীশু দৃঢ় উক্তি করেছিলেন যে, তা ছিল তাদের পতনের জন্য একটি ছাড় ঈশ্বরের আদর্শ নয়।
৫:৩২
এন এ এস বি, এন আর এস ভি "ব্যাভিচার ভিন্ন অন্য কারনে"
এন কে জে ভি, "যৌন অনৈতিকতা ভিন্ন অন্য যে কোন কারনে"
টি ই ভি, "স্ত্রী অবিশ্বস্ত না হয়ে থাকলে"
জে বি "ব্যাভিচারের কারন ব্যাতিরেকে"
"ব্যাভিচার" হচ্ছে porneia বলে একটি শব্দ, যা ২৭ পদে পাওয়া যায়। এটির অর্থ হচ্ছে যে কোন ধরনের যৌন অসদাচরন। প্রায়শঃ এর ব্যাখা প্রদান করা হয়েছিল "ব্যাভিচার ও লাম্পট্য" অথবা "অবিশ্বস্ততা" হিসাবে।
রব্বিদের দুইটি ব্যাখ্যার পরিব্যাপ্তি চিন্তা ধারা ছিলঃ (১) Shammai, যিনি কেবল মাত্র অনুপোযোগী যৌন ক্রিয়ার জন্য তালাক স্ত্রী ত্যাগ সমর্থন করেছিলেন এবং (২) Hillel, যিনি যে কোন কারনে স্ত্রী ত্যাগ সমর্থন করেছিলেন। যিহুদী ধর্মের মধ্যে স্ত্রী ত্যাগ একটি গুরুত্বপূর্ন সমস্যা হয়ে দাড়িয়ে ছিল। কোন কোন পন্ডিতগন এ শব্দটিকে দেখে যৌন মিলনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় বলে কিন্তু নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে অবৈধ যৌন মিলনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হিসাবে (উদা:লেবীয় ১৮; ১ম করি ৫:১) তবু'ও অন্যরা মনে করেন কুমারীত্বের মূল বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যা দ্বিতীয় বিবরন ২২:১৩- ২১ পদ সমূহে আলোচনা করা হয়েছে।
"তাহাকে (স্ত্রীকে) ব্যাভিচার করতে বাধ্য করে" অথবা "সে ব্যাভিচার করতে বাধ্য হয়" এটি একটি অতীতকালীন অকর্মক অসমাপিকা ক্রিয়া পদ। কর্ম বাচ্যটি 'তাকে (স্ত্রীকে) ব্যাভিচারে বাধ্য করে" সে বিষয়টিকে উপযুক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করতে একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় স্ত্রী ত্যাগের কাজটি নারীটিকে সমাজ কর্তৃক ব্যাভিচারিনী বলে কলংক চিহ্নিত করতে বাধ্য করে, দোষী হলে'ও অথবা না হলে'ও। কেউ তাকে পুনঃ বিবাহ করলে'ও সে কলংক চিহ্নিত হতো। পুর্নঃ বিবাহ যে ব্যাভিচার, সে অর্থে তা একটি যুক্তিনির্ভর মতবাদের মতামত নয় (উদাঃ A.T. Robertson in his word pictures in the new testament, vol. 1 p.155)।
এটি বলা একান্ত প্রয়োজন যে স্ত্রী ত্যাগের এরুপ কঠিন বিষয় অবশ্যই মূল বিষয়ের মধ্যে আলোচিত হতে হবে। এখানে শিষ্যদের প্রতি এটি একটি বার্ত্তা, অন্যপক্ষে মথি ১৯:১- ৯ এবং মার্ক ১০:২- ১২ পদে বিন্যাসটি ফরিশীদের চাতুর্য্যপূর্ন প্রশ্নসমূহ। এসব মূলবিষয় সমূহ অন্তর্ভূক্তির দ্বারা এবং বিষয়টির সম্বন্ধে যীশুর নিরপেক্ষ ধর্মমতের ধারনা পাবার দাবীর দ্বারা স্ত্রী ত্যাগের উপরের আমাদের নিজস্ব ধর্মমতের রুপদানের বিপরীতে আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে।

এন এ এস বি (হালনাগাদ সংশোধিত) মূলগ্রন্থ ৫:৩৩- ৩৭।
৩৩"আবার তোমরা শুনিয়াছ, পূর্ব কালের লোকদের নিকটে উক্ত হইয়াছিল, 'তুমি মিথ্যা দিব্য করিও না কিন্তু প্রভুর উদ্দেশ্য তোমার দিব্য সকল পালন করি'ও। ৩৪কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, কোন দিব্যই করিওনা; স্বর্গের দিব্যও করিওনা, কেননা তাহা ঈশ্বরের সিংহাসন; এবং পৃথিবীর দিব্য করিও না, কেননা তাহা তাঁহার পাদপীঠ; ৩৫আর যিরুশালেমের দিব্য'ও করি'ও না, কেননা তাহা মহান রাজার নগরী। ৩৬আর তোমার মাথার দিব্য করি'ও না, কেননা এক গাছি চুল

সাদা কি কালো করিবার সাধ্য তোমার নাই। ৩৭কিন্তু তোমাদের কথা হ্যাঁ, হ্যাঁ, না, না, হউক; ইহার অতিরিক্ত যাহা, তাহা মন্দ হইতে জন্মে।”

৫:৩৩ “দিব্য” এটি ছিল একটি পুরাতন নিয়মের মূল গ্রন্থসমূহের প্রতি একটি পরক্ষো উক্তি। এটির অর্থ অভিশাপ প্রদান করা ছিল না বরং তা ছিল কার উক্তির সত্যতার নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য কথোপকতনের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের নাম মুখে আনয়ন করা (উদাঃ মথিঃ ২৩:১৬-২২; যাকোব ৫:১২)। পুরাতন নিয়মের দিব্য বা শপথ যা নির্দ্দেশ করতো তা হলো (১) আরাধনা (উদাঃ যাত্রা ২০:৭; গননা ৩০:২; দ্বিতীয় ২৩:২১-২২) মথি ২৬:৬৩-৬৪ পদে যীশু একটি শপথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পৌল ২করি ১:২৩; গালা ১:২০; ফিলিপিয় ১:৮ এবং ১থীশল ২:৫ পদের মধ্যে শপথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইব্রীয় ৬:১৬ পদে অন্য একটি শপথের সন্ধান পাওয়া যায়। কেন্দ্রটি শপথ গ্রহনের উপরে নয় কিন্তু দিব্যি পূরন সম্পাদন করার ব্যার্থতার উপরেই।
৫:৩৪-৩৬ এটি বিশদ ভাবে প্রমান করে যে, রব্বিগন কভিাবে শপথও বাঁধন ও বাঁধন মুক্তি বিকশিত করেছিলেন (উদাঃ ২৩:১৬-২২) কার'ও এ উক্তি দেবতার সঙ্গে সংযুক্ত করে দৃশ্যতঃ সত্য বলা ছিল একটি পন্থা কিন্তু সর্বদাই কার'ও শপথ কোন নির্দ্দিষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকলে তা সর্বদাই জ্ঞাত হওয়া তাতে আইনের বাঁধন ছিল না।

৫:৩৪ “কোন শপথ কর না” যীশু শপথের মাধ্যমে মথি ২৬:৬৩-৬৪ পদে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন। পৌল প্রায়শঃ ঈশ্বরের নামে শপথের দ্বারা তার কথার দৃঢ়তা প্রকাশ করতো (উদাঃ ২করি ১:২৩; গালা ১:২০; ফিলিপীয় ১:৮; ১থীষল ২:৫,১০) মূল বিষয়টি হচ্ছে সত্যবাদীতা, তা সপথ সমূহকে সীমাবদ্ধ করছেনা (উদাঃ যাকোবঃ ৫:১২)।

৫:১৭“কিন্তু তোমাদের কথা ‘হ্যাঁ, হ্যাঁ’, ‘না, না’, হউক” যীশু সত্যবাদিতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তার রুপের সঙ্গে নয়। অন্যরা যারা ঈশ্বরকে জানে বলে দাবী করে তাদের হওয়া উচিত সৎ, বিশ্বাস যোগ্য, চাতুয্যপূর্ন নয়।

এন এ এস বি “মন্দ”
এন কে জে ভি, এন আর এস ভি,
জে বি “মন্দ”
টি ই ভি “শয়তান”

গ্রীক শব্দটি রুপের পরিবর্ত্তিত গানটি হয় ক্লিবলিংঙ্গ বাচক “মন্দ” বা পুরুষলিংঙ্গ বাচক “শয়তান মন্দটি” ও হতে পারে। এ একই প্রকার দ্ব্যর্থ বোধকতা ৬:১৩; ১৩:১৯,৩৮; যোহন ১৭:১৫; ২থীষল ৩:৩; ১যোহন ২:১৩,১৪; ৫:১৮-১৯ পদ সমূহে ঘটেছে।

এন এ এস বি (হালনাগাদ সংশোধিত) মূলগ্রন্থ ৫:৩৮-৪২।
৩৮তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল, “চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু ও দন্তের পরিশোধে দন্ত ”। ৩৯কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা দুষ্টের প্রতিরোধ করি'ও না; বরং যে কেহ তোমার দক্ষিণ গালে চড় মারে, অন্য গাল তার দিকে ফিরাইয়া দেও। ৪০আর যে তোমার সহিত বিচার স্থানে বিবাদ করিয়া তোমার আঙরাখা লইতে চায়, তাহাকে চোগা'ও লইতে দেও। ৪১আর যে কেহ এক ক্রোশ

যাইতে তোমাকে পীড়া পীড়ি করে, তাহার সঙ্গে দুই ক্রোশ যাও।৪২যে তোমার কাছে যাচঞ্জা করে, তাহাকে দেও; এবং যে তোর নিকট ধার চায়, তাহা হইতে বিমুখ হই'ও না।

৫:৩৮ "চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু" এটি যাত্রা ২১:২৪, লেবী ২৪:২০ এবং দ্বিতীয় বিবরন ১৯:২১ পদ সমূহের প্রতি একটি পরোক্ষ উক্তি। ত্যাগ পত্রের ন্যায়, এ বিধানটি ছিল চেষ্টার দ্বারা ব্যাক্তি গত প্রতিশোধ স্পৃহা সীমিত করে মূলত সামাজিক সমস্যা সমাধান করার উদ্দেশ্যে।এটি কোন ব্যাক্তিবিশেষের বা পরিবারের দ্বারা প্রতিশোধ নেওয়া সমর্থন করে না, কিন্তু তা ছিল কোর্টের (বিচারালয়ের) একটি নির্দ্দেশিকা।যিহুদী বিচারকদের দ্বারা প্রায়ই অর্থের মূল্যমানে হ্রাস করা হতো। যাহোক, সীমিত ব্যাক্তিগত প্রতিশোধের নীতি রীতি বর্ত্তমান আছে।

৫:৩৯- ৪২ এটি ছিল অন্যের প্রতি আমাদের মধ্যে এবং বাইরে উভয় স্থানে বসবাসকারী মানুষের প্রতি আমাদের আচরণ সম্বন্ধে যীশুর নতুন মতবাদের পাঁচটি দৃষ্টান্তের একটি ধারা। এ সব হচ্ছে ঐতিহাসিক ভাবে নিরুপিত দৃষ্টান্ত । সে সব একটি আচরণ সমর্থন করে যা প্রত্যেক সমাজ বা যুগের জন্য ধরা বাধা নিয়ম নয়। এটি হচ্ছে ক্ষুব্ধ অসন্তুষ্ট বিশ্বাসী দলের নৈতিক দিক যা ভালবাসার বাস্তব ও গঠন মূলক কাজের মধ্যে নির্গত হওয়া উচিত। এটি অনুপযুক্ত বা প্রতারক অথবা অলস লোকদের কাছে থেকে প্রাপ্ত নিরন্তর অনুরোধ আড়াল করছে বলে ব্যাখ্যা করা উচিত নয়।

৫:৩৯ "একজন মন্দ লোক" এটি হয়তো রচনার কোন মূল অংশের বর্ণনা প্রসঙ্গে ১ম শতাব্দির বিধি সম্মত ব্যবস্থার বিষয়ে অর্থে উল্লেখ করা হয়েছিল যে একজন বিশ্বাসী ভ্রাতাকে একজন অবিশ্বাসী বিচারকের নিকট নিয়ে যাওয়ার চেয়েও অতিরিক্ত অপমান সহ্য করাও বরং ভাল।

যদি "মন্দ লোক" ৩৭ পদের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়, তবে তার অর্থ শয়তানও হতে পারতো । The Charles B. Williams Translation, The New Testament In The Language of the People এবিষয়টি তৃতীয় পছন্দের কথা বলে, তা হচ্ছে "একজন যে তোমাকে অনুসন্ধান করে" ।

৫:৪০ "শার্ট...কোর্ট" এটি যাত্রাপুস্তক ২২:২৬- ২৭ পদ সমূহের প্রতি পরোক্ষ উক্তি। এ অংশটির অন্তর্নিহিত সত্য হচ্ছে যে অন্যরা যা খ্রীষ্টিয়ানদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করে, তাদের তার চেয়ের বেশী কিছু হওয়া উচিত।

৫:৪১ এটি কোন একটি সময়ে ঐতিহাসিক ভাবে নিয়ন্ত্রত, যখন একটি জাতি সময়িক ভাবে অপর একটি জাতিকে পরাভূত করতো তখন।

"জুলুম" ছিল একটি পার্শি শব্দ থেকে উদ্ভুত শব্দ মূলত যার অর্থ ছিল ডাক বাহক । এটি পরবর্ত্তীকালে যে শব্দটি হঢে দাঁড়ালো তা ব্যবহৃত হতো, হয় দখলদারী সামরিক সরকার, নয় তো জনগনের সরকারের দ্বারা নিয়োজিত বাধ্যতা মূলক শ্রমিক বুঝাতে। খ্রীষ্টিয়ানদের তার চেয়েও বেশী কিছু হওয়া উচিত, এমন কি যা তাদের কাছ থেকে দাবী করা হয় বা প্রত্যাশা করা হয়।

৫:৪২ এটি সহায্য করা সম্বন্ধে ধরা বাধা নিয়ম হিসাবে মনে করা হয়নি কিন্তু অন্যের প্রতি ভালবাসা এবং সরল আচরণের অর্থেই তা করা হয়েছে। (উদাঃ যাত্রা ২২:২৫; দ্বিতীয় বিবরন ১৫:৭- ১১; হিতোপদেশ ১৯:১৭)।

এন এ এস বি (হালনাগাদ সংশোধিত) মূলগ্রন্থ ৫:৪৩- ৪৮।
৪৩"তোমরা শুনিয়াছ, উক্ত হইয়াছিল," "তোমরা প্রতিবেশ কে প্রেম করিবে," এবং "তোমার শত্রুকে দ্বেষ করিবে" । ৪৪কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তোমরা আপন আপন শত্রুকেব প্রেম করি'ও, এবং যাহারা তোমাদিগকে তাড়না করে, তাহাদের জন্য প্রার্থনা করি'ও; ৪৫যেন তোমরা আপনাদের স্বর্গস্ত পিতার সন্তান হও, কারন তিনি ভাল মন্দ লোকদের উপরে জল বর্ষান। ৪৬কেননা

যাহারা তোমাদিগকে প্রেম করে, তাহাদিগকেই প্রেম করিলে তোমাদের কি পুরস্কার হইবে? করগ্রাহীরা ও কি সেই মতে করেনা? ৪৭আর তোমরা যদি আপন আপন ভ্রাতৃগনকে মঙ্গলবাদ কর, তবে অধিক কি কর্ম কর? পরজাতীয়েরা ও কি সেইরুপ করে না? অতএব তোমাদের স্বর্গীয় পিতা যেমন সিদ্ধ তোমরাও তেমনি সিদ্ধ হও।"

৫:৪৪ কে জে ভি, লূক ৬:২৭- ২৮ পদের সঙ্গে একটি অনুচ্ছেদ সংযুক্ত করে। এবিষয় গ্রীক পুরাতন পান্ডুলিপি এন বা বি, অন্য যে সব প্রচীন পান্ডুলিপি ভৌগলিক ভাবে বাছাই করা হয়েছে সে সবের মধ্যে তা দেখা যায় না। ৪৪পদে দুইটি আজ্ঞা সূচক বর্ত্তমান কালের বাক্যাংশ আছে, "প্রেম করিও এবং প্রার্থনা করিও" এবং একটি বর্ত্তমান ক্রিয়ারুপ মূলক বর্ত্তমান কাল আছে: 'যে কেউ একজন বিতাড়ন করে চলেছে।" এসব ক্রিয়ার বর্ত্তমান কাল বিশ্বাসীর পক্ষে প্রেম করা এবং ক্ষমা করার চলমান আদেশের এবং তাদের উপরে চলমান বিতাড়নের সম্ভাবনা, এ উভয়েরই কথা বলে।
৫:৪৫ "যেন তোমরা আপনাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হও" বিশ্বাসীদের জীবন ধারা স্পষ্টতঃ প্রকাশ করে যে তারা কোন পরিবারেরঃ ঈশ্বরের না শয়তানের? শিশুরা তাদের পিতার ন্যায় আচরন করে থাকে (উদাঃ লেবীয় ১৯:২)

৫:৪৬- ৪৭ বিশ্বাসীগনের কার্য্যসমূহকে অবশ্যই অবিশ্বাসীদের প্রত্যাশিত সামাজিক কাজকে ছাড়িয়ে যেতেহ হবে। এসব পদে দুইটি- তৃতীয় শ্রেণীর শর্ত সাপেক্ষে বাক্য আছে, যা ভবিষ্যত সম্ভাব্য কাজের বিষয় ইঙ্গিত বহন করে।

৫:৪৬"পুরস্কার" এটি ছিল পর্বতে দত্ত উপদেশের একটি পুনরুলিখিত বিষয় বস্তু।

৫:৪৮
এন এ এস বি"তোমাদের ও শুদ্ধ হইতে হইবে"
এন কে জে বি "তোমরা শুদ্ধ হইবে"
এন আর এস বি, জে বি "শুদ্ধ হও"
টি ই ভি, "তোমাদের অবশ্যই শুদ্ধ হইতে হইবে"

এটি লেবীয় ১১:৪৪,৪৫; ১৯:২; ২০:৭,২৬ পদের একটি পরোক্ষ উক্তি।
এ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ ছিল পরিপক্ক বা "সম্পূর্ন প্রস্তুত" । এটি একটি জোরাল উক্তি যে ঈশ্বরের ধার্মিকতার মানদন্ড তিনি নিজেই। (উদাঃ দ্বিতীয় বিবরন ১৮:১৩) খ্রিষ্টেতে অবস্থান না থাকলে মানুষ শুদ্ধতা লাভ করতে পারে না।(উদাঃ ২করি ৫:২১)। যাহোক
তার জন্য বিশ্বাসী বর্গকে তাদের দৈনন্দিন জীবনে অবশ্যই চেষ্টা করে যেতে হবে। দুটি বিষয়ের মধ্যে অবশ্যই ধর্মতাত্ত্বিক ভারসাম্য থাকতে হবে তা হচ্ছে (১) খ্রীষ্টের মাধ্যমে মুক্তি বা পরিত্রানকে ঈশ্বরের দান হিসাবে গ্রহন, যাকে বলা হয় মনোভাব সম্বন্ধীয় বলে পবিত্রীকরন এবং (২) যীশুর সাদৃশ্যের জন্য প্রানপন চেষ্টা করা, যাকে বলে অগ্রগতিশীল পবিত্রীকরন।
কোন কোন দোভাষী পদটিকে কেবল মাত্র সনিহিত প্যারাগ্রাফের সারাংশ হিসাবেই দেখেন। যদি তাই হয় তবে ঈশ্বরের অন্তর্নিহিত ভালবাসার উপরেই কেন্দ্রিভূত হবে যাতে তার সন্তান গন তার সমকক্ষ হতে পারেন।
প্রশ্নসমূহের উপরে আলোচনা।

এটি একটি পাঠ নির্দ্দেশক টীকা যার অর্থ তুমি তোমার নিজের বাইবেল অনুবাদের জন্য দায়ী। আমাদের প্রত্যেককেই অবশ্যই তার নিজস্ব আলোতে বিচরণ করতে হবে। আপনি, বাইবেল, এবং পবিত্র আত্মা অনুবাদে অগ্রগণ্য। আপনি অবশ্যই তা একজন টিকাকারের উপরে ছেড়ে দেবেননা। বইটির এ অনুচ্ছেদের গুরুত্বপূর্ন মূল বিষয়ের মধ্যে দিয়ে আপনাকে সাহায্যের জন্য এসব আলোচনার প্রশ্নসমূহ যোগান দেওয়া হয়েছে সেসব চিন্তার উস্কানীমূলক।

১. যীশু কি পুরাতন নিয়ম ভাষান্তর অর্থে পুর্ন ব্যাখ্যা করেছিলেন বা তা কি পরিবর্তন করেছিলেন।
২. ১৭ এবং ১৮ পদের "পরিপূর্ন" এর অর্থ কি?
৩. কেউ কি অপর ব্যাক্তির একটি অবমাননা কর নাম ধরে ডেকে মুক্তি হারাতে পারে (২২পদ)?
৪. ২৩- ২৪ পদ আমাদের আধুনিক উপাসনার বিষয় কি বলে?
৫. পূনঃ বিবাহ কি ব্যাভিচার?
৬. বিচারালয়ে শপথ গ্রহন করা কি পাপ?
৭. ব্যাখ্যা করুন ১৭- ২০ এবং ৪৮ পদসমূহ কেমন করে বাকী পদসমূহ গঠন করে?

মথি ৬

আধুনিক অনুবাদ সমূহের অনুচ্ছেদ বিভাগগুলি।

ইউ বি এস	এন কে জে ভি	এন আর এস ভি	টি ই ভি	জে ভি
দান দেওয়ার শিক্ষা	ঈশ্বরের সনতুষ্টির জন্য উক্তম কাজ করুন	ঈশ্বর ভক্তি বিষয়ে ব্যবহারিক শিক্ষা দান	প্রেম বিষয়ে শিক্ষা	গোপনে দান
			৬:১	
৬:১	৬:১- ৪	৬:১	৬:২- ৪	৬:১- ৪
৬:২- ৪		৬:২- ৪		
প্রর্থনার বিষয়ে শিক্ষা	আদর্শ প্রর্থনা		প্রার্থনার বিষয়ে শিক্ষা	গোপনে প্রার্থনা
৬:৫- ১৫	৬:৫- ১৫	৬:৫- ৬	৬:৫- ৬	৬:৫- ৬
				প্রভুর প্রর্থনা কিভাবে করতে হয়
		৬:৭- ৮		৬:৭- ১৫
		৬:৯- ১৫	৬:৭- ১৩	
উপবাস বিষয়ে শিক্ষা	উপবাস শুধু মাত্র ঈশ্বরই দেখবেন		৬:১৪- ১৫	গোপন উপবাস
	৬:১৬- ১৮	৬:১৬- ১৮	উপবাস বিষয়ে শিক্ষা	৬:১৬- ১৮
৬:১৬- ১৮	স্বর্গের ধন সঞ্চয় কর			প্রকৃত ধন
স্বর্গের ধন	৬:১৯- ২১	৬:১৯- ২১	৬:১৬- ১৮	৬:১৯- ২১

৬:১৯- ২১ শরীরের জ্যোতি ৬:২২- ২৩ ঈশ্বর এবং ধন ৬:২৪ যত্ন এবং উৎকণ্ঠা ৬:২৫- ৩৪	শরীরের প্রদীপ ৬:২২- ২৩ তুমি ঈশ্বর এবং ধন উভয়ের সেবা করতে পারনা ৬:২৪ উদ্বিগ্ন হইও না ৬:২৫- ৩৪	 ৬:২২- ২৩ ৬:২৪ ৬:২৫- ৩৩ ৬:৩৪	স্বর্গের ধন ৬:১৯- ২১ শরীরের প্রদীপ ৬:২২- ২৩ ঈশ্বর এবং ধন ৬:২৪ ৬:২৫- ২৭ ৬:২৮- ৩৪	চক্ষু, শরীরের প্রদীপ ৬:২২- ২৩ ঈশ্বর এবং অর্থ ৬:২৪ ঈশ্বরে বিশ্বাস কর ৬:২৫- ৩৪

পাঠচক্র তিন (দেখুন পৃষ্ঠা ৭)

অনুচ্ছেদ সমতলে আদি (প্রথম) গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য অনুস্মরন।

এটি একটি পাঠ নির্দ্দেশক টিকা যার অর্থ হচ্ছে যে আপনিই আপনার নিজের বাইবেল অনুবাদের জন্য দায়ী। আমরা প্রত্যেককেই অবশ্যই আমাদের নিজস্ব আলোতে বিচরন করবো। আপনি, বাইবেলের এবং পবিত্র আত্মা অনুবাদের ক্ষেত্রে আত্মার প্রাধান্যতা (প্রথম স্থানে অবস্থান) দিতে হবে। আপনি অবশ্যই তা' টিকাকারের উপরে ছেড়ে দেবেন না।

একটি অধিবেশনে অধ্যায়টি পড়ে ফেলুন। বিষয় সমূহ চিহ্নিত করুন। আপনার বিষয় বিভাগসমূহের উপরের পাচঁটি অনুবাদের সঙ্গে তুলনা করুন। অনুচ্ছেদে ভাগ করা অনুপ্রাণিত বিষয় নয়, কিন্তু তা আদি (প্রথম) গ্রন্তকারের অভিপ্রায় অনুস্মরনের চাবিকাঠি, যা হচ্ছে অনুবাদের কেন্দ্রস্থল। প্রত্যেক অনুচ্ছেদেরই একটি কেবল একটি মাত্র একটি বিষয় আছে।

১. প্রথম অনুচ্ছেদ
২. দ্বিতীয় "
৩. তৃতীয় "
৪. ইত্যাদি

১- ৮ এবং ১৬- ১৮ পদ সমূহের প্রসঙ্গানুক্রমিক অন্তদৃষ্টি।

এ. ৫অধ্যায় ঈশ্বরের নতুন মানুষের বৈশিষ্ট্যেও এবং ঈশ্বরের প্রকৃত ধর্মিকতার ধারনার বর্ননা দেয়। ৬অধ্যায় যিহুদীদের ধার্মিকতার অন্তর্গত বিষয়ের পরম্পরাগত ধারনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

বি. এসব ততটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম কানুন নয় বরং বিশ্বাসীদের একটি আচরনের বাধা। ধার্মিকতার প্রকৃত সংজ্ঞার জন্য ৫:২০,৪৮ পদ দেখুন। এটি খ্রিষ্টেতে কেবলমাত্র আমাদর প্রতি একটি দান বলে বিবেচিত হতে পারে (উদা: ২করি ৫:২১) যা হোক, আমাদের কৃতজ্ঞতা আমাদিগকে ঈশ্বরের সাদৃশ্যের দিকে চালিত করে।

সি. শিষ্যগনের প্রয়োজনীয় মৌলিক অঙ্গিকার স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, বাস্তব নিয়ম কানুনের মধ্যে নয় কিন্তু আত্তিক নীতি রীতির মধ্যে।

ডি. পর্ব্বতে দত্ত উপদেশ একটি সুনির্দিষ্ট এবং একটি নেতিবাচক উদ্দেশ্য উভয়ই আছে (১) আমাদেরকে সেই জীবন দেখানো, যে রকম জীবন তার আশা করার অধিকার আছে, যেমন জীবন তার মনুষ্যগণ যাপন করে যেটির ধরণ হবে একটি পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ জীবন এবং (২) ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে মানুষের অক্ষমতা দেখানো। এটা আমাদেরকে আমাদের পাপপূর্ণতা প্রদর্শন করে অনেকটা দশ আজ্ঞার মতো।(উদাঃ গালা ৩:১৫- ২৯) কেহই তার সার্চ লাইটের মধ্যে অবস্থান করতে পারে না।

ই. এটি সম্ভব যে ৫ এবং ৩ পদ প্রার্তনায় যিহুদীদের সমস্যার উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখে অন্যপক্ষে ৭ এবং ৮ পদ প্রার্থনায় প্রতিমা পূজকদের উদ্দেশ্যে বলে।

কব্দ এবং অনুচ্ছেদ পাঠ ঃ

এন, এ, এস, বি (হাল নাগাদ সংশোধিত) মূলগ্রন্থ ৬:১- ৪

১. সাবধান, লোককে দেখাইবার জন্য তাহাদের সাক্ষাতে তোমাদের ধর্মকর্ম করিও না, করিলে তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার নিকটে তোমাদের পুরস্কার নাই।
২. অতএব যখন তুমি দান কর, তখন তোমার সম্মুখে তুরী বাজাইও না, যেমন কপটিরা লোকের কাছে গৌরব পাইবার জন্য সমাজ গৃহে ও পথে করিয়া থাকে; আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি তাহারা আপনাদের পুরস্কার পাইয়াছে।
৩. তুমি যখন দান কর, তখন তোমার দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছে, তাহা তোমার বাম হস্তকে জানিতে দিও না।
৪. এইরুপে তোমর দান যেন গোপনে হয়, তাহাতে তোমার পিতা, যিনি গোপনে দেখেন তিনি তোমার ফল দিবেন।

৬:১

এন, এ, এস, বি, এন, আর, এস, ভি "সাবধান থেকো" বর্তমান কর্ত্তৃবাচক আদেশসূচশ বাক্য।

এন, কে, জে, ভি	"স্মরণ কর যাতে তোমরা তা না কর"
টি, ই, ভি	"সাবধান তা করা থেকে বিরত থাক"
জে, বি	"সাবধান প্রদর্শন করা থেকে বিরত থাকো"

"সাবধান" কথাটি হচ্ছে বর্তমান আদেশসূচক কর্ত্তৃবচ্য। আক্ষরিকভাবে এর অর্থ হচ্ছে "নিরন্তর চিন্তা করা" ঈশ্বর কাজের পূর্বে অন্তঃকরনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে থাকেন।

- "তোমাদের ধার্মিকতা" এ অনুচ্চেদটি যিহুদীদের ১ম শতাব্দির ধর্মাচারনের বিষয় আলোচনায় আনে, যা ণঐডঐ এর সমকক্ষ বলে মনে করা হতো

১. ভিক্ষা প্রদান (২- ৪ পদ); (২) প্রার্থনা (৫—১৪ পদ) (৩) উপবাস (১৬- ১৮)। ধর্মকে জাহির করা থেকে সাবধান থেকো (উদা: ৫:২০)। অনেক কিছুই ভাল বা মন্দ হতে পারে সে সব আমাদের আচরণ, মনোভাব এবং উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল।

"ধার্মিকতা" যীশুর সামনে ভিক্ষাদানের সমতুল্য মনে করা হতো। গরীব এবং অভাব গ্রস্থদের সাহায্যার্থে স্বেচ্ছাদান যিহুদীদের একটি সাপ্তাহিক ভিক্ষাদানের রীতিছিল।

বিশেষ আলোচ্য বিষয়ঃ ভিক্ষাদান

১. শব্দটি স্বয়ং

এ. এ শব্দটি যিহুদীদের ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যেই বিকাশ লাভ করেছিল (উদাঃ The Septuagiant Period)

বি. এতে গরীব এবং অভাব গ্রস্থদেরকে দেওয়া বুঝায়।

সি. (The English Word, almasgiving) ভিক্ষাদান শব্দটি এসেছে গ্রীক শব্দ eleamosune এর সংক্ষিপ্ত রূপ থেকে।

২.পুরাতন নিয়মের ধারণা।

এ . গরীবকে সাহয্য প্রদানের ধরনা প্রাচীন কালে তোমার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল।

১. মূল রচনার প্রতিরুপ এবং আদর্শরুপ প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় বিবরণ ১৫:৭- ১১

২. "শস্যের শীষ কুড়ানো" সংগৃহিত শস্যের কিছু অংশ গরীবের জন্য রেখে দেওয়া, লেবীয় ১৯:৯; ২৩:২২; দ্বিতীয় বিবরণ ২৪:২০

৩. "বিশ্রাম বর্ষ" সপ্তম বৎসরের পতিত বৎসরের উৎপাদন গরীবকে খেতে দেওয়া। (যাত্রা পুস্ত ক ২৩:১০- ১১; লেবীয় ২৫:২- ৭)

বি. ধারনাটি Wisdom Literature (নির্বাচিত নমুনা সমূহ) এর মধ্যে বিকাশ লাভ করেছিল ।

১. ইয়োব ৫:৮- ১৬; ২৯:১২- ১৭ (২৪:১- ১২ পদে মন্দ লোকের বর্ণনা আছে)

২. গীতসংহিতা ১১:৭

৩. হিতপোদেশ ১১:৪;১৪:২১,৩১;১৬:৬;২১:৩,১৩।

৪ যিহুদী ধর্মে বিকাশ লাভ।

এ. মিসনার (mishnah) প্রথম ভাগ কিভাবে গরীব, অভাবগ্রস্ত এবং স্থানীয় লেবীয় (পুরহিত) দের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সে বিষয় আলেচনা করে।

বি. নির্বাচিত উদ্বৃতি সমূহ

১. উপদেশক (Wisdom of Ben Sirah বলেও পরিচিত) ৩:৩০, "যেমন জল প্রজ্জলিত আগুন নিভিয়ে দেয়, তেমন ভাবে ভিক্ষাদান পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে" (এন, আর, এস ভি)

২. উপদেশক ২৯:১২ "ভিক্ষাদান তোমার ধন কোষে সঞ্চয় করিয়া রাখ এবং তা তোমাকে প্রত্যেকটি দূর্যোগ থেকে রক্ষা করবে" । (এন, আর, এস, ভি)

৩. Tobit ৪:৬১১ "কেন না যাহারা সত্যানুসারে কর্ম করে তাহারা তাহাদের সকল কর্মে উনতি লাভ করিবে। যাহারা ধর্মাচারণ করে সকলকেই তোমাদের ধন হইতে ভিক্ষা দান দের এবং তুমি যখন দান দেও তখন তোমর চক্ষু তার প্রতি অসন্তুষ্ট না হোক। দরিদ্রের নিকট হইতে তোমার মুখ ফিরাইয়া নিও না এবং ঈশ্বর'ও তোমা হইতে তাহার মুখ ফিরাইয়া লইবেন না। ৮যদি তোমার অনেক ধন থাকে তবে তার থেকে আনুপাতিক হারে তুমি তার দান দিও, যদি সামান্য থাকে তাহা হইলে সেই সামান্য থেকে'ও দিতে ভীত হইওনা। কেননা তুমি অভাবের দিনের জন্য নিজস্ব প্রয়োজন মিটাতে প্রচুর সঞ্চয় করতে থাকবে। ১০কারন ভিক্ষা দান (তোমাকে মৃত্যু) থেকে এবং অন্ধকার নিমজ্জিত হওয়া থেকে রক্ষা করবে। ১১প্রকৃতই, ভিক্ষা দান যাদের দেওয়ার অভ্যেস আছে, তাদের পক্ষে মহান ঈশ্বরের সাক্ষাতে এটি একটি সর্বোৎকৃষ্ট উৎসর্গ" (এন আর এস ভি)

৪. Tobit (তোবিত) ১২:৮- ৯, "৮প্রার্থনা এবং উপবাস" উত্তম কিন্তু ধার্মিকতার সাথে ভিক্ষাদান দেওয়া উভয়ের চেয়ে অধিকতর উত্তম। ধার্মিকতার সাথে সাথে অল্প আয় বরং অন্যায় কাজের দ্বারা অর্জিত ঐশ্যয্যের চেয়ে'ও অধিকতর ভাল। স্বর্ন সঞ্চয় করা

অপেক্ষা বরং ভিক্ষা প্রদান করা অধিকতর ভাল। ৯“ভিক্ষা দান মৃত্যু থেকে রক্ষা করে এবং সব পাপ দূরিভূত করে। যারা ভিক্ষা প্রদান করবে তারা একটি পরিপুর্ন জীবন উপভোগ করবে” (এন আর এস ভি)

সি. Tobit (তোবিদ) থেকে যে সর্বশেষ উদ্বৃতিটি তা সমস্যা বিকাশের প্রমান করে। মানুষের কর্ম, মানুষের মেধা সমূহকে ভিক্ষা দান এবং প্রাচুর্য্য এ উভয়ের একটি বিশেষ পদ্ধতি হিসাবে দেখানো হয়েছে। এ ধারনাটি Septuagint এ আরও বেশী করে বিকাশ লাভ করেছিল যাতে ভিক্ষা দান অর্থে গ্রীক শব্দ সমূহ (eleamosume) ধার্মিকতার একটি সমার্থকবোধক শব্দ (dikaiosune) হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হিব্রু শব্দ hesed অনুবাদ/ ভাষান্তর করতে একটির স্থানে আর একটিকে অন্যের স্থানে ধরে নেওয়া যেত (ঈশ্বরের সঙ্গে চুক্তি বদ্ধ ভালবাসা এবং বাধ্যতা উদাঃ দ্বিতীয় বিবরন ৬ঃ২৫; ২৪ঃ১৩; যিশায় ১ঃ২৭; ২৮ঃ১৭; ৫৯ঃ১৬; দানিয়েল ৪ঃ২৭)

ডি. এখানে মানুষের করুনার কার্য্যাবলী কার'ও ব্যাক্তিগত প্রাচুর্য্য এবং মৃত্যুতে মুক্তি লাভ তাদের নিজেদের মধ্যে একটি চরম লক্ষ্য হয়ে দাড়ালো। কার্য্যের পশ্চাতে মনোভাবের পরিবর্ক্তে, কার্য্যই ধর্মতাত্ত্বিক ভাবে শ্রেষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো। ঈশ্বর অন্তঃকরনের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, পরে হাতের কার্য্যের বিষয় বিচার করেন। এটি ছিল রব্বিদের (গুরুদের) শিক্ষা কিন্তু তা যে করেই হোক ব্যাক্তিগত স্ব- ধার্মিকতার মধ্যে হারিয়ে গেল (উদাঃ ৬ঃ৮)

(চার) নতুন নিয়মের প্রতিক্রিয়া।

এ শব্দটি পাওয়া যায় (এ গুলির মধ্যে)ঃ

১. মথি ৬ঃ১- ৪।
২. লূক ১১ঃ৪১; ১২- ২৫
৩. কার্য্যাবলী ৩ঃ২- ৩,১০; ১০ঃ২,৪,৩১; ২৪ঃ১৭।

বি. যীশু গ্যানুগতিক ধার্মিকুার বোধগম্যতার উদ্দেশ্যে বলেন যেমন (উদাঃ ২ক্লিমেন্ট ১৬ঃ৪)

১. ভিক্ষাদান
২. উপবাস
৩. প্রার্থনা

সি. যীশুর পর্বতে দত্ত উপদেশের মধ্যে (উদাঃ মথি ৫- ৭)ঃ

কতিপয় যীহুদী তাদের নিজেদের কাজে বিশ্বাস স্থাপন করছিল। ঐসব কার্য্যসমূহের বিষয় ঈশ্বরের, তাঁর বাক্য এবং বিশ্বাসী ভাতৃবর্গ এবং ভগ্নীগনের প্রতি একটি ভালবাসা থেকে উৎসারিত হওয়ার অর্থেই বলা হয়েছে, নিজের স্বার্থ বা স্বধার্মিকতার উদ্দেশে বলা হয়নি। নম্রতা এবং গোপনীয়তা যথোপযুক্ত কার্য্যসমূহের পথ নির্দ্দেশক হয়। অন্তঃকরনটিই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ন। অন্তঃকরন ভীষন ভাবে মন্দ। ঈশ্বর অবশ্যই অন্তঃকরনের পরিবর্ক্তন সাধন করবেন। নতুন অন্তঃকরন ঈশ্বরের অনুকরন করে।

“তাদের দ্বারা দৃষ্ট হইবে” ইংরেজী ÒtheatricalÓ (নাটকীয়ভাবে) এসেছে গ্রীক শব্দ ঃযবধঃসধষ থেকে যার অর্থ “ to behold attentivelyÓ (মনোযোগ দিয়ে দেখা)। ২ পদের অন্তর্গত “ HypocritesÓ (কপটিরা) শব্দটির'ও একটি নাটকীয় বুৎপত্তি আছে। ফরিশীগন ছিল ধর্মের অভিনয়কারী।

➢ ‘‘পুরস্কার’’ এ শব্দটি ১,২,৫,১৬ পদে পাওয়া যায়। বাইবেল পুরস্কার সম্বন্ধে শিক্ষা দেয় কিন্তু তা বিশ্বাসীবর্গের আচরণের ভিত্তিতে, কেবল মাত্র তাদের কার্যের জন্য নয়। ২ পদে একই প্রকার শব্দগুচ্ছ ‘‘একটি স্বাক্ষরিত প্রাপ্তি স্বীকার পত্র’’ ছিল ভাষার বৈশিষ্ট রুপে ব্যবহার।

৬ঃ২ ‘‘গরীবদেরকে দান কর’’ এটি (দান) ছিল সাপ্তাহিক ভাবে গরীবদের সাহায্য করার একটি উপায়। রব্বিগণ (গুরুগণ) ও এটিকে সঞ্চয়গুণ হিসাবে চিন্তা করতো (উদাঃ Tobit ১২ঃ৮- ৯; উপদেশক ৩ঃ৩০;২৯ঃ১১- ১২)।

➢ ‘‘তোমার সম্মুখে তূরী বাজাইও না’’ এ বিষয় তিরিশটি মুদ্রা তূরীর গঠন সদৃশ্য মন্দিরে রক্ষিত পাত্র সমূহ, যেথায় অর্থ রাখা হতো, অর্থের প্রতি পরোক্ষ উক্তি করা হয়েছে বলে প্রায়শঃ অনুবাদ করা হয়েছে (উদাঃ লূক ২১ঃ২পদ) । যাহোক যিহুদীদের সাহিত্যে এসব পাত্র সমূহের সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ঐতিহাসিক সত্য পাওয়া যায়নি। সেজন্যই তাদের ধর্মীয় কজের মনযোগ আকর্ষন করে সম্ভবত এটি কারও একটি ভাষণের চিত্র হয়তো হবে।

➢ ‘‘কপটিগণ’’ এ যুগ্ন শব্দটিকে আক্ষরিক ভাবে ‘‘বিচারের শর্তে’’ বলে অনুবাদ করা হয়েছে। এর অর্থ হতে পারতো (১) মুখোশের অন্তরাল থেকে কথা বলা বলে একটি অভিনয়মূলক শব্দ অথবা (২) এর পুরাকালের শব্দের প্রয়োগরীতি ছিল ‘‘অতিরিক্ত ব্যাখ্যা করা’’ এ মূল রচনা প্রসঙ্গে তা ধর্মীয় অভিনয় বলে অর্থ প্রকাশ করে। ফরিশীগণ ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় আচার পূর্ণ ক্রিয়াকান্ড করতো লোকের দ্বারা প্রশংসিত হবার জন্য ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয় (যদিও) আমি নিশ্চিত যে তা ছিল কতিপয় উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ।

১. ভিক্ষা দিত, কেবল মাত্র গরীবদের সাহায্যার্থে নয়, কিন্তু লোকদের দ্বারা প্রশংসিত হওয়ার জন্য মথি ৬ঃ২
২. সমাজগৃহে এবং প্রকাশ্যে লোককে দেখানোর জন্য প্রার্থনা করতো । মথি ৬ঃ৫
৩. যখন তারা উপবাস করতো তখন তাদের অগোছালো দেখাতো যাতে লোকেরা তাদের আধ্যাত্বিকতায় অনুকূল ধারনার বশবর্তী হয় মথি ৬ঃ১৬
৪. তারা রানাঘরের সরবরাহের জন্য দশমাংশ দিত, ব্যবস্থার গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় মানতে ব্যর্থ হতো। মথি ২৩ঃ২৩
৫. তাহারা পেয়ালার বাহিরে পরিস্কার করতো কিন্তু ভিতরে নয়। মথি ২৩ঃ২৫ (উদাঃ মার্ক ৭ঃ১- ৮)
৬. তারা ছিল স্বধার্মিকম্মন্য, মথি ২৩ঃ২৯- ৩০
৭. তারা অন্যদের রাজ্যে প্রবেশে বাধা দিত, মথি ২৩ঃ১৩- ১৫।
৮. তারা যীশুকে চাতুর্য্যপূর্ণ প্রশ্নের দ্বারা ফাঁদেও ফেলতে চেষ্ঠা করতো, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধান করতো না, মথি ২২ঃ১৫- ২২
৯. তাদের জন্য নরকে একটি বিশেষ স্থান আছে, মথি ২৪ঃ৫১
১০. তারা ছিল অপবিত্রতায় পরিপূর্ণ আস্তর করা বা চুন কাম করা কবর, মথি ২৩ঃ২৭ (উদা ঃ Dictionary of Biblical Imagery P. 415)

➢

এন, এ, এস, বি ‘‘যাতে তারা লোকের দ্বারা সম্মানিত হয়’’ ।
এন, কে, জে, ভি ‘‘যাতে তারা লোকদের কাছ থেকে গৌরব পেতে পারে’’
এন, আর, এস, ভি ‘‘যাতে তারা অন্যের দ্বারা প্রশংসিত হতে পারে’’

টি, ই, ভি "যাতে লোকেরা তাদের প্রশংসা করে"
জে, বি "লোকদের মুগ্ধ দৃষ্টি বা প্রশংসা লাভ করা"

ঈশ্বর অন্তঃকরণের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন (উদাঃ যোহন ১২ঃ৪৩)

➢

এন, এ, এস, বি "সত্যই আমি তোমাদিগকে বলিতেছি"
এন, কে, জে, ভি "নিশ্চিত ভাবেই আমি তোমাদিগকে বলিতেছি"
এন, আর, এস, ভি "সত্যই আমি তোমাদিগকে বলিতেছি"
টি, ই, ভি "এই বিষয়টি মনে রাখিও"
জে, বি "আমি তোমাদিগকে দৃঢ়ভাবে বলিতেছি"

আক্ষরিকভাবে "আমেন, আমেন" (উদাঃ ২,৫,১৬ পদ) এটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য সূচনার জন্য কেবলমাত্র যীশু কর্ত্তৃকই ব্যবহৃত হতো। পুরাতন নিয়মের "আমেন" শব্দের মূল হচ্ছে বিশ্বস্ততা, বাধ্যতা বা নির্ভরশীলতা । এটি ছিল "আমি একটি বিশ্বাস পূর্ণ বক্তব্য রাখছি স্পষ্টভাবে শ্রবণ কর" এ অর্থে বিশেষ আলোচনা বিষয় ৫ঃ১৮ পদে দেখুন।

➢ "তারা তাদের সম্পূর্ণ পুরস্কার পেয়েছে" মিশরীয় পুরাতন পান্ডুলিপির মধ্যে প্রাপ্ত এ শব্দটি – – – কে নির্দেশ করে, যা সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হয়েছে।

৬ঃ৩ এটি গোপনীয়তা শব্দের একটি ভাষা বৈশিষ্ট ছিল। এটি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করার জন্য ছিল না।
এটি ধর্ম বিষয়ে নিজেকে জাহির করার প্রবণতার প্রতি এবং তার বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া ছিল।

৬ঃ৪ "তোমার পিতা তোমার কার্য সকল গোপনে দেখেন" একান্ত ব্যক্তিগত বিশ্বাসের গুরুত্ব, বিশ্বাসীবর্গের ঈশ্বরের প্রতি ব্যক্তিগত বিশ্বাসের মধ্যেই পাওয়া যায়। আরও অন্য পন্থার চেয়েও বেশী করে অলক্ষিত কাজের মধ্যে দিয়ে বিশ্বাসীগণ ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধ প্রমান করে। (উদাঃ ৬ঃ১৮ পদ) গোপনীয়তা নয়, আচরণটিই হচ্ছে চাবি কাঠি (উদাঃ ৫ঃ১৬) প্রায়শঃ টাকা পয়সার জিম্মিদারী একটি বড় সাক্ষী হতে পারে উদাঃ J.C. Penney and R.G. Letourneau.
ঐখন আধুনিক অনুবাদ সমূহের শব্দসব বাকা অক্ষরে ছাপা হয়, এটি তখন পাঠককে তথ্য যোগাবার এ অর্থে ব্যবহৃত হয় যে, সে সব গ্রীক ভাষায় লিখিত মূল গ্রন্থে পাওয়া যায় না। আধুনিক। আধুনিক অনুবাদ সমূহ বিশ্বাস করে যে, সে সব ইংরেজী পাঠকদের কাছে আদি মূল গ্রন্থেও অর্থ পৌছে দেবার অর্থেই প্রয়োজন।

➢ "তোমাদিগকে পুরস্কার দিবেন" গ্রীকশব্দ "খোলামেলা ভাবে" এন, কে, জে, ভি ৪,৬ এবং ১৪ পদে পাওয়া যায়। প্রাচীন কালের গ্রীক টহপরধষ পান্ডুলিপি সমূহ কে এল এবং ডবলিউ এবং Chrysostom কর্ত্তৃক ব্যবহৃত গ্রীক মূল গ্রন্থে "উন্মুক্ত ভাবে" কথাটি তথায় এবং ৬ঃ১৮ পদে সংযুক্ত করা হয়েছে। এ শব্দটি গুওত্বপূর্ণ পুরাতন গ্রীক পান্ডুলিপি সমূহ এ, বি, ডি তে অথবা Origen বা Cyprian, Jerome/ Augustine কর্ত্তৃক ব্যবহৃত গ্রীক মূল গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়নি। তা এখানে মূল বস্তু সর্ব প্রথম নয়।

এন, এ, এস, বি (হাল নাগাদ শংশোধিত) মূলগ্রন্থ ৬ঃ৫– ১৫
৫ "তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন কপটিদের ন্যায় হইও নাঃ কারণ তাহারা সমজগৃহে ও পথের

কোনে দাড়াইয়া লোক দেখানো প্রার্থনা করিতে ভালবাসে, আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, তাহারা আপনাদের পুরস্কার পাইয়াছে। ৬ কিন্তু তুমি যখন প্রার্থনা করা, তখন তোমার অন্তরাগারে প্রবেশ করিও, আর দ্বার রুদ্ধ করিয়া তোমার পিতা যিনি গোপনে বর্তমান, তাহার নিকটে প্রার্থনা করিওঃ তাহাতে তোমার পিতা যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে ফল দিবেন। ৭ আর প্রার্থনাকালে তোমরা অনর্থক পুনরুক্তি করিওনা, যেমন জাতিগণ করিয়া থাকে, কেননা তাহারা মনে করে, বাক্য বাহুল্যে তাহাদের প্র্রানার উত্তর পাইবে। ৮ অতএব তোমরা তাহাদের মত হইয় না, কেননা তোমাদের কি কি প্রয়োজন, তাহা যাঞ্চা করিবার পূর্বে তোমাদের পিতা জানেন।
৯ অতএব তোমরা এই মত প্রার্থনা করিও
হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতঃ
তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হউক
১০ তোমার রাজ্য আইসুক
তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হউক
যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতে ও হউক
১১আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য আজ
আমাদিগকে দেও
আর আমদের অপরাধ সকল ক্ষমা কর
যেমন আমরাও আপন আপন
অপরাধী দিগকে ক্ষমা করিয়াছি
১৩ আর আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিওনা
কিন্তু মন্দ হইতে রক্ষা কর
যেহেতুক রাজ্য এবং পরাক্রম এবং মহিমা চিরকালের জন্য, আমেন
১৪ কারণ তোমরা যদি লোকের অপরাধ ক্ষমা কর, তবে তোমাদের স্বগীয় পিতা তোমাদিগকেও ক্ষমা করিবেন। ১৫ কিন্তু তোমরা যদি লোকদিগকে ক্ষমা না কর, তবে তোমাদের পিতা তোমাদেরও ক্ষমা করিবেন না।

৬:৫ "কারণ তাহারা সমাজ গৃহে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিতে ভালবাসে" প্রার্থনার জন্য যিহুদীদের সাধারণ দেহ ভঙ্গীটি ছিল দুই বাহু এবং মুখ স্বর্গের দিকে চোখ খোলা রেখে দাড়ানো। মূল বিষয়টি শরীরের অবস্থান নয় বরং নিজেকে জাহির করার ব্যাগ্র ব্যক্তির অন্তঃকরণের আচরণ।

- "এবং রাস্তার কোন" যীশুর সময়ে যিরুশালেমের যিহুদীগণ দিনে তিনটি নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রার্থনা করতো। এসব সময়ের মধ্যে দুটি সময় ছিল সকাল ৯টা এবং বিকেল ৩টা যখন মন্দিরে (অবিরাম) নির্দ্দিষ্ট উৎসর্গ প্রদান করা হতো এসব সময়ের সঙ্গে তারা (প্রার্থরার জন্য) নেতৃবর্গেরা ব্যবস্থা করতো যাতে তাদেরকে প্রকাশ্যে ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ে লোকারন্য স্থানে দেখা যায়, যাতে সকলেই তাদের ঈশ্বর ভক্তি দেখতে পায়।
- "যাহাতে লোকে তাহাদিগকে দেখিতে পায়" এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে "লোকদের কাছে চাকচিক্য প্রদর্শন" বিশ্বাসীবর্গ তাদের আলোর উজ্জ্বলতা মানুষকে দেখাতে সতর্ক তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করা কিন্তু নিজেদেরকে নয় (উদাঃ ২; ৫:১৬ এবং যোহন ১২:১৩)
- "সত্যই" ৫:১৮ পদে বিশেষ আলোচ্য বিষয় দেখুন

৬:৬

এন, এ, এস, বি "তোমার অন্তরাগারে প্রবেশ কর"
এন, কে, জে, ভি, এন, আর, এস, ভি "তোমার প্রকোষ্ঠের মধ্যে যাও"
টি, ই, ভি "তোমার প্রকোষ্ঠে যাও"
জে, বি "তোমরা একান্ত প্রকোষ্ঠে যাও"

এর অর্থ হচ্ছে একটি ভাড়ার ঘর (যেখানে গারস্থ্য দ্রব্যসামগ্রী রাখা হয়)। এটি ছিল একটি গ্রীকশব্দ ব্যুৎপত্তিগত ভাবে অর্থ হচ্ছে "কর্ত্তন করা" যা একটি পৃথক অথবা কক্ষের মধ্যে হালকা দেয়াল দ্বারা পৃথক কৃত কক্ষের ইঙ্গিত করে।

৬:৭
এন, এ, এস, বি "অর্থহীন পুনুরুক্তি"
এন, কে, জে, ভি "বৃথা পূনুরুক্তি"
এন, আর, এস, ভি "অনর্থক বাক্য বাহুল্য"
টি, ই, ভি "অনেক অর্থহীন শব্দ"
জে, বি "অনর্থক পূনুরুকক্তি"

এ শব্দটি যা এখানে ব্যবহৃত হয়েছে তা নতুন নিয়মে আছে। এর অর্থ হচ্ছে অনিশ্চিত। ইংরেজী ভার্সনে এ শব্দটিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সে বিভিনতা লক্ষ করুন। যীশু এবং পৌল প্রার্থনা পুনুরুক্তি করেছিলেন (উদাঃ মথি ২৬:৪৪; ২করি ১২:৮) সম্ভবত ব্যাখ্যাটি অর্থহীন শব্দগুচ্ছ সর্বোত্তম।
এ বিষয়টি গণ প্রার্থনার জন্য গীর্জায় ব্যবহৃত নিদ্দিষ্ট বিধি সমূহকে আদর্শ প্রার্থনা পূনুরুক্তি করণ থেকে বাদ দেয় না বা গীর্জায় ব্যবহৃত নিদ্দি বিধির (প্রার্থনার জন্য) সম্ভাব্য বাইবেলের উদাহরন সমূহ দেখুন ১রাজাবলী ৮:২৬ এবং কার্যাবলী ১৯:৩৪
৬:৮ "তোমরা" মূল রচনার প্রেক্ষাপটে এ জোরালে সর্বনামটি দুটি দলের মধ্যেও বৈপরিত্যঃ (১) ৭ পদের প্রতিমা পূজকগণ বা (২) ৫ পদের বিধিসমর্থক ফরিশীগণ।

৯- ১৫ পদ সম্বন্ধে মূল রচনার প্রাসঙ্গিক অন্তর্দৃষ্টি।
এ. ২৫০ খ্রীষ্টাব্দে Cyprian কর্ত্তৃক নমুনা প্রার্থনাটি প্রথমে "প্রভুর প্রার্থনা বলে" আখ্যা দেওয়া হয়েছিল । যা হোক প্রার্থনাটি ছিল যীশুর শিষ্যদের জন্য "আদর্শ্য প্রার্থনা" নামটি একটি আরও ভালভাবে বৈশিষ্ট প্রদর্শন।
বি. আদর্শ প্রার্থনাটি ৭টি শব্দ গুচ্ছের দ্বারা তৈরি। প্রথম ৩টি ঈশ্বর সম্পর্কে। শেষ ৪টি মানুষের প্রয়োজন সম্পর্কে।
সি. এ প্রার্থনাটি হয়তো যীশুর সময়ে দশ আজ্ঞার তার পূনঃ প্রয়োগ। স্বর্গসুখ ও সম্ভবত দশ আজ্ঞার সঙ্গে সম্পর্কিত। মথি যীশুকে দ্বিতীয় মোশী হিসাবে চিত্রিত করেছেন। পৌল যীশুকে দ্বিতীয় আদম হিসাবে উল্লেখ করতে গিয়ে পুরাতন নিয়মের একই ধরনের সম্পুর্ন বিভিন বস্তুর ব্যবহার করেছেন (উদাঃ রোমীয় ৫:১২- ২১)
ডি. আদর্শ প্রার্থনাটি অনুজ্ঞা- সূচক ভাবে বলা হয়েছে। সে সব হচ্ছে ইচ্ছার অনুজ্ঞা- সূচক অনুনয়ের উদাহরণ সব। আমরা ঈশ্বরকে আদেশ করিনা।

ই. লূকের সংস্করণটি (Version) নাতিদীর্ঘ। এটি পাওয়া যায় ১১ অধ্যায়ের দুই থেকে চার পদে এবং ৬ অধ্যায়ে সমভূমিতে দত্ত উপদেশে নয়, যা মথি ৫-৭ অধ্যায়ের তুল্য। মথিও ৬:১৩ বি এর প্রসঙ্গত বিতর্কিত ঈশ্বরের বন্দনাগীতি লূকের সংস্করণে (Version এ) ও অনুপস্থিত।

৬:৯

এন, এ, এস, বি, এন, আর, এস, ভি "এখন হইতে এই ভাবে প্রাথনা করিও"

এন, কে, জে, ভি "অতএব এইভাবে প্রার্থনা করিও"

টি, ই, ভি "এখন হইতে এনরুপে তোমাদের প্রার্থনা করা উচিত"

জে, বি "সুতরাং তোমাদের এইমত প্রার্থনা করা উচিত"

"প্রার্থনা কর" হচ্ছে একটি বর্ত্তমান অনুজ্ঞাসূচক যা জীবন ধারার একটি আজ্ঞা, তা নিরন্তর আভ্যাসগত কাজ নির্দ্দেশ করে। এ প্রার্থনা একটি উদাহরণ অর্থে ছিল, সনিবেশিত ভাবে অপরিহার্য্য ছিল না। প্রার্থনার ব্যাপ্তি এবং মনোভাব নির্দিষ্ট শব্দের চেয়েও অনেক গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়। এটি লূকের ভার্সন ১১:২-৪ পদেও অন্তর্গত বিষয়টি দিয়ে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যে তা ভিনতর। যীশু সম্ভবত প্রায়শ এ প্রার্থনাটি শিক্ষা দিয়ে থাকতে পারেন কিন্তু তা ভিনতর ভাবে।

- "তোমরা" প্রেক্ষপটে এ জোরালো সর্বনামটি যার মধ্যে বৈপরীত্য স্থাপন করে তা হচ্ছে শিষ্যগণ এবং (১) ৭ পদের পরজাতীয় (২) ৫ পদের বৈধ/ বিধি সমর্থক ফরিশীগণ। "তোমাদের পিতা" বলে কেবল মাত্র যীশুর শিষ্যগণই প্রার্থনা করতে পারে।
- "আমাদের" এ প্রার্থনাটি সমবেত জনগণের জন্য, ব্যক্তিগত নয়। আমারা আব্বার একটিই পরিবার । এ আলোকে ১৪-১৫ আরও অনেক অর্থবহ।
- "পিতা" অর্থ কাজ বংশধর বা বংশাবলীর সময়ানুক্রমিক পর্য্যায়ক্রম নয়, কিন্তু তা যিহুদী পরিবারের মধ্যে ঘনিষ্ট ব্যক্তিগত সম্বন্ধ বুঝায়। পুরাতন নিয়মের পটভুমি হলো দ্বিতীয় বিবরণ ৩২:৬, গীত ১০৩:১৩ যিশাইয় ৬৩:১৬, মালাখী ২:১০ এবং ৩:১৭ পিতা বলে ঈশ্বরের ধারনা পুরাতন নিয়মে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বস্তু ছিল না অথবা রব্বনীদের লোখায়ও তা ছিল না । এ বিষয়টি আশ্চর্য জনক যে, বিশ্বাসীবর্গ যীশুর সঙ্গে তাদের বিশ্বাসের সম্বন্ধের মাধ্যমে YHWH কে "পিতা" বলে সম্বধন করতে পারে।

  ৬:৯-১০ "পবিত্র বলিয়া মান্য হউক ... আইসুক ... (স্বর্গে যেমন)"

  এ সব অতীত অনুজ্ঞাসূচক পদ। আবার জোর দিয়ে বলার জন্য সে সবকে গ্রীক বাক্যের প্রথমে ব্যবহার (স্থাপন) করা হয়। স্থাপনের কাজ, ক্রিয়ার কাল এবং ক্রিয়ার প্রকার সবই জরুরী প্রয়োজনীয়তা এবং জোরের বিষয় প্রকাশ করে। এভাবেই বিশ্বাসী বর্গে ঈশ্বওকে ভক্তি করা উচত। শব্দগুচ্ছটি এ তিনটি ক্রয়ার অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। "স্বর্গে যেমন এই পৃথিবীতে তেমনি হোক"
- "পবিত্র বলিয়া (মান্য হউক) " এ শব্দটি "পবিত্র" যার অর্থ মান্য "সম্মানিত" বা "উচ্চ সম্মানে স্থাপিত" এসবের মূল থেকে এসেছে। জোর সৃষ্টি করার জন্য গ্রীক ভাষার বাক্যে ক্রিয়া পদ প্রথমে বসে।

  ৬: "নাম" এটি বসেছে ঈশ্বরের চরিত্র এবং ব্যক্তিত্বেও প্রকাশের জন্য (উদাঃ যিহিস্কেল ৩৬:২২; যোয়েল ২:৩২)

  ৬:১০ "তোমার রাজ্য আইসুক" ঈশ্বরকে তার নিজের ক্ষমতা বলে রাজা হিসাবে (থাকতে) আহ্বান করা হয়েছে। এটি ছিল ঈশ্বরের পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণের একটি প্রার্থনা যেমন তার স্বর্গের উপরেও (নিয়ন্ত্রণ) আছে। ঈশ্বরের রাজ্য নতুন নিয়মে প্রকাশ করা হয়েছে, উভয় ক্ষেত্রেই

যেমন (১) বর্তমান বাস্তবতা (উদাঃ মথি ৪:১৭; ১২:২৮; লূক ১৭:২১) এবং (২) একটি ভবিষ্যত পূর্ণতাদান (উদাঃ মথি ৬:১০; ১৩:২ এফ এফ, লূক ১১:২; যোহন ১৮:৩৬) এ বাক্যটি ঈশ্বরের নিয়মের আপাত দৃষ্টিতে স্ববিরোধী কিন্তু সত্যবর্জিত নয় বলে প্রকাশ করে যা তার দ্বিতীয় আগমনে পূর্ণতা দান করবে কিন্তু বর্তমানেই প্রকৃত শিষ্যদের জীবনের তা বিরাজমান।

- "এই দিন" ঈশ্বর চান যেন তার সন্তানগণ তার প্রতি বিশ্বাসের দ্বারা দৈনন্দিন জীবনে বেঁচে থাকে। একটি নতুন নিয়মের উদাহরণ ছিল যে, প্রতি দিন মানা দেওয়া হতো (উদাঃ যাত্র পুস্তক ১৬:১৩-২১) মধ্য প্রাচ্যে প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে রুটী তৈরী করা হয়, রাতে সে সব হয় খেয়ে ফেলা হয় নতুবা শুকিয়ে শক্ত করে রেখে দেওয়া হয়। আজকের রুটী কালকের জন্য থাকবে না।
- "দৈনিক" এটি একটি বিরল গ্রীক শব্দ ছিল । এ বিষয় ব্যবহৃত হয়েছিল (১) নল খাগড়া দিয়ে তৈরী পুরাকালের মিশরীয় কাগজের পান্ডুলিপিতে উল্লিখিত প্রভুর (মালিকের) কৃতদাসের নিজুক্ত নির্দ্দিষ্ট কাজ সমাধা করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য প্রদান করা অথবা (২) সম্ভবত "অদ্যকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য" ("আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য") এটি একটি গ্রীক ভাষার বৈশিষ্টঃ (৩) Tyndale Commentry on Matthew এর ৭৪ পৃষ্ঠায় আছে। "আমাদেরকে প্রয়োজনীয় শক্তি প্রদান করুন যেন জীবনের ক্লেশ সমূহ আমদের পক্ষে আত্মিক পরীক্ষার উপলক্ষ্য হয়ে না দাঁড়ায়" মব্দটি কেবল মাত্র এখানে নতুন নিয়মে এবং লূক ১১:৩ পদেও সমতুল্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।
- "রুটি/ খাদ্য" কিভাবে "রুটি/ খাদ্য" কথার অর্থ বোঝা যাবে তার কতিপয় সম্ভাবনা (১) আক্ষরিক রুটীঃ (২) প্রভুর ভোজ (উদাঃ কার্য্যাবলী ২:৪৬); (৩) ঈশ্বরের বাক্য বাইবেল (উদাঃ ৪:৪; লূক ৪:৪); (৪) জীবন্ত বাক্য, যীশু (উদাঃ লূক ১৪:১৫)। এক নম্বর বিষয়টি মূল রচনা প্রসঙ্গে সর্বোত্তম ভাবে খাপ খায় । যা হোক রুপক অলংকার যুক্ত ভাবে (আক্ষরিক নয় এমন ভাবে) তা জীবনের প্রয়োজনের ঈশ্বর প্রদত্ত যোগানের (বস্তুর) চিহ্ন রুপে কাজ করেছিল।

৬:১২

এন, এ, এস, বি, এন, আর, এস, ভি "ক্ষমা করিয়াছি"

এন, কে, জে, ভি, টি, ই, ভি, জে, বি "ক্ষমা করা"

এ স্থানে গ্রীক পান্ডুলিপির "ক্ষমা করা" ক্রিয়ার দ্বিতীয়বার ব্যবহারের জন্য ক্রিয়ার কাল সম্পর্কে একটি ভিনতা বর্ত্তমান রয়েছে। MSS N, B & Z & Vulgate এ Aorist শব্দটি পাওয়া যাচ্ছে। অন্য সব MSS এ তে বর্ত্তমান কাল আছে। শব্দটির অর্থ ছিল "কোড়াইয়া দেওয়া" অথবা "ভিতর মুছিয়া ফেলা" যা উভয়ই পুরাতন নিয়মের ক্ষমা সম্পর্কে রুপক উপমা প্রকাশ করে।

- "ঋণ সমূহ" লূক ১১:৪ পদে যে সম্পূর্ণ বিষয় আছে তা হলো "পাপ সমূহ" প্রথম শতাব্দীর যিহুদী ধর্ম 'ঋণ সমূহ" কে "পাপ সমূহের" একটি ভাষার বৈশিষ্ট রুপে ব্যবহার করেছে। পাপ আমদের ঈশ্বরের ধর্মিকতা এবং পবিত্রতার একটি কৃতজ্ঞতার ঋণের মধ্যে ফেলে।
- "আমরাও যেমন আমাদের অপরাধী দিগকে ক্ষমা করিয়াছি" এটি একটি Aorist কর্ত্তৃবাচ্য। ইশ্বর যেমন বিশ্বাসীবর্গকে ক্ষমা করেন তারাও অন্যদের তদ্রুপ ক্ষমা করে থাকেন (উদাঃ ১৮:৩৫)

যীশুর মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের চিহ্ন হচ্ছে যে, আমরা তার কার্যসকল অনুকরণ করতে শুরু করি।

৬:১৩

এন, এ, এস, বি, এন, কে, জে, ভি "আমাদিগকে পরীক্ষাতে আনিওনা"
এন, আর, এস, ভি "আমাদিগকে বিচারে আনিওনা"
টি, ই, ভি "আমাদিগকে কঠিন পরীক্ষায় আনিওনা"
জে, বি "আমাদিগকে কঠিন পরীক্ষায় আনিওনা"

এটি একটি না সূচক Aorist কর্র্তৃবাচ্য। এ ব্যকরণগত গঠনের অর্থ " কখনও কার্য সম্পাদন শুরু করিও না"। যাকোবের ১:১৩ পদের তুল্য পরীক্ষায় ঈশ্বরের কারকতা সম্বন্ধে এ পদটি নিয়ে অনেক আলোচনা করা হয়েছে। অনুবাদকৃত গ্রীক শব্দ দুটি "পরীক্ষা" (Test) A_ev Òc ix¶v/ চেষ্টা" (Try) অন্তর্নিহিত অর্থের উপরে একটি কথার খেলা বা শেষোক্তি। এখানকার এবং যাকোব ১:১৩ পদের একটির "পরীক্ষার" অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে বিনাশের (Peirasmo) উদ্দেশ্যে; অন্যটির পরীক্ষার অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে শক্তিশালি (Dokimazo) করার উদ্দেশ্যে। ঈশ্বর বিনাশ করার জন্য বিশ্বাসীবর্গকে পরীক্ষা করেন না। ৪:১ পদে বিশেষ আলোচ্য বিষয় সম্ভবত এ বিষয়টি সে কালের প্রবল সরকারী এবয়ং বিধিসম্মত বিচারের উল্লেখ করছে (উদাঃ ২৬:৪১; মার্ক ১৩:৮) CC. Torrey in The Four Gospels, ১২,১৪৩ পৃষ্ঠায় তাকে অনুবাদ করেছেন এই বলে, "আমাদিগকে পরীক্ষায় পড়া হইতে রক্ষা কর" (উদাঃ লূক ২২:৪০)

➢

এন, এ, এস, বি "মন্দ হইতে"
এন, কে, জে, ভি, এন, আর, এস, ভি, জে, বি "মন্দ লোক হইতে রক্ষা কর"
টি, ই, ভি "শয়তান হইতে"

ব্যকরণ গত ভাবে নির্ণয় করা অসম্ভব এ পদটি পুংলিঙ্গ ছিল না ক্লীব লিংঙ্গ ছিল। এ একই শব্দের গঠনটি ৫:৩৭; ১৩:৩৮; এবং ১৭:১৫ পদে শয়তানের বিষয়ে বলা হয়েছে। এ একই দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ৫:৩৭; ৬:১৩; ১৩:১৯,৩৮; যোহন ১৭:১৫; ২ থীষল ৩:৩; ১যোহন ২:১৩,১৪; ৩:১২; ৫:১৮-১৯ পদে দেখা যায় । ১৩ বি এর ঈশ্বরের বন্দন গীতি (এসবে) পাওয়া যায় না (১) লূক ১১:২-৪ পদের সম্পুর্ণ সাদৃশ্য (২) পুরাতন গ্রীক Uncial পান্ডুলিপি সমূহ এ, বি, ডি অথবা (৩) Origen, Cyprian, Jerome or Augustine এর টীকা সমূহের মধ্যে। মথির বিভিন গ্রীক পান্ডুলিপিতে এ ঈশ্বরের বন্দনাগীতির কতিপয় ধরণ আছে। যেমন ভাবে প্রাচীন মন্ডলীর দ্বারা প্রভুর প্রার্থনা গণ প্রার্থনার মত ব্যবহার শুরু হয়েছিল সম্ভবত তেমন ভাবে এটি ১ বংশাবলী ২৯:১১-১৩ পদ থেকে এনে তা তার সঙ্গে যোগ করা হয়েছিল। এটি মৌলিক ছিল না। রোমান ক্যাথলিকগণ তা বাদ দিয়েছি এ জন্য যে এটি Vulgate এ ছিল না । A.T. Robertsonএ মূল গ্রন্থটির উপরে তার Word Pictures in The New Testament এ মন্তব্য করেছেন। "ঈশ্বরের বন্দনাগীতিটি জবারংববফ (সংশোধিত সংস্করণ) এর মার্জিনে রাখা হয়েছে। এটি সবচাইতে পুরাতন এবং সর্বোত্তম গ্রীক পান্ডুলিপিতে নাই। অতি প্রাচীন গঠন (রকম) সমূহ অত্যন্ত সুপ্রাচীন বিন্যাস অত্যন্ত ভিনতা প্রকাশ করে যা কিছু সংখ্যক খুবই নাতিদীর্ঘ কিছু সংখ্যক authorised version এ যা আছে তার চেয়েও দীর্ঘ। একটি ঈশ্বরের বন্দনাগীতির উদ্ভব হয়েছিল তখনই, যখন এ প্রার্থনাটি একটি গুপ্রার্থনার জন্য গীর্জায় ব্যবহৃত বিধি বলিয়া ব্যবহৃত হওয়ার জন্য শুরু হলো যা গণ আরাধনায় উদ্বৃত বা উচ্চারিত হতো। যীশু যে আদর্শ প্রার্থনা প্রদান করেছিলেন এটি তার মৌলিক অংশ ছিল না। পৃঃ ৫৫

৬১৪- ১৫
১৪- ১৫ পদ সমূহ আদর্শ প্রার্থনার উপসংহার। সে সব দৃঢ় ভাবে বলে না যে আমাদের কার্যসকল আমদের জন্য মুক্তি অর্জন করে। কিন্তু সে সব আমাদের মুক্তির সাক্ষ্য বহণ করে (দুটি তৃতীয় শ্রেণীর শর্ত সাপেক্ষ বাক্য)। সে সব ভিক্তি নয়, কিন্তু ফল (উদাঃ মথি ৫:৭;১৮:৩৫;মার্ক ১১:২৫;লূক ৬:৩৬-৩৭; যাকোব ২:১৩;৫:৯)। যখন আমরা এ প্রার্থনাটি করবো "আমাদের পিতা" আমরা অবশ্যই আমাদের বিশ্বাসী ভ্রাতৃবর্গের সঙ্গে ব্যবহারে এ পারিবারিক সত্যের বাইরে বসবাস করবো।
৬:১৪ "অপরাধ সমূহ" এটি আক্ষরিকভাবে "একদিকে পড়ে যাওয়া" । এটির অর্থ যেমন পাপ অর্থে অধিকাংশ ইব্রীয় এবং গ্রীক ভাষার শব্দের অর্থ প্রকাশ করে থাকে, মান দন্ড কে বিচ্যুতি যা ঈশ্বরের আচরণ বা বৈশিষ্ট। এটি একটি নির্দ্দিষ্ট সীমা লংঘনের একটি সচেতন কাজের ইঙ্গিত বহণ করে।

এন, এ, এস, বি (হাল নাগাদ সংশোধিত) মূল গ্রন্থ ৬:১৬- ১৮
"১৬ আর তোমরা যখন উপবাস কর, তখন কপটিদের ন্যায় বিষন বদন হইয় না; কেননা তাহারা লোককে উপবাস দেখাইবার নিমিক্ত আপনাদের মুখ মলিন করে; আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, তাহারা আপনাদের পুরস্কার পাইয়াছে। ১৭ কিন্তু তুমি যখন উপবাস কর, তখন মাথায় তৈল মাখিয় এবং মুখ ধুইও; ১৮ যেন লোকে তোমার উপবাস দেখিতে না পায়, কিন্তু তোমার পিতা, যিনি গোপনে বর্তমান, তিনিই দেখিতে পান; তাহাতে তোমার পিতা, যিনি গোপনে দেখেন, তিনি তোমাকে ফল দিবেন।

৬:১৬- ১৮ এসব হচ্ছে অতিরিক্ত ধর্মীয় ভাবে নিজেকে জাহির করার উদাহরণ সমূহ।
৬:১৬ "উপবাস" কেবল মাত্র একটি উপবাস ছিল যা নিদ্দিষ্ট ভাবে পুরাতন নিয়মে উল্লিখিত আছে, প্রায়শ্চিক্তের দিন (উদাঃ লেবী- ১৬), যা সপ্তম মাসে উদজাপিত হতো। যিহুদীত্বে নেতৃবর্গ ইসরাইলদের জাতীয় ইতি মাসের নিদ্দিষ্টি দুর্দ্দিন স্মরনার্থে অতিরিক্ত উপবাসের দিন নিরুপন করেছিল (উদাঃ সখরীয় ৭:৩- ৫; ৮:১৯)। তা বাদেও রব্বিগণ উপবাসের সময় সপ্তাহে দুইবার পর্য্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, সোমবার এবং বৃহস্পতিবার (উদাঃ লূক ১৮:১২) বৃহস্পতিবার এশারণে যে তারা বলেছে ঐদিন মোশী সিনয় পর্বতে উঠেছিলেন এবং সোমবার এশারণে যে ঐদিন ছিল এমন একটি দিন যখন তিনি সেখান থেকে নেমে এসেছিলেন। তারা তাদের আধ্যাতিকতা জাহির করার উপায় হিসাবে এসব উপবাস ব্যবহার করতো।

বিশেষ আলোচ্য বিষয়ঃ উপবাস
উপবাস, যদিও নতুন নিয়মে তা কখন আদেশ করা হয়নি, কিন্তু তা যীশুর শিষ্যদের জন্য উপযুক্ত সময়ে প্রত্যাশা করা হতো (উদাঃ ২:১৯; মথি ৬:১৬,১৭;৯:১৫; লূক ৫:৩৫) উপযুক্ত উপবাস করণ যিশাইয় ৫৮ অধ্যায়ে বর্নিত হয়েছে। যীশু নিজেই নজির স্থাপন করেছিলেন (উদাঃ মথি ৪:২) প্রাচীন মন্ডলী উপবাস করতো (উদাঃ কার্যা ১৩:২- ৩;১৪:২৩;২ করি ৬:৫; ১১:২৭) মনোভাব এবং আচরণই হচ্ছে গুত্তত্ব পূর্ণঃ দৈর্ঘ্য এবং পূণ পূণ সংঘটন সমূহ হচ্ছে বাছাই যোগ্য। পুরাতন নিয়মের উপবাস নতুন নিয়মের বিশ্বাসী বর্গের প্রয়োজন নয় (উদাঃ কার্য্যা ১৫) কিন্তু তা ঈশ্বরের সানিধ্য লাভ এবং তার দিক নির্দ্দেশনা পাওয়ার জন্য। তা আধ্যাতিক ভাবে সাহায্যকারী হতে পারে।
প্রাচীন মন্ডলীর বৈরাগ্যের কৃচ্ছব্রতের প্রতি প্রবণতা লিপিকারদিগকে কতিপয় আলোচিত অংশে "উপবাস" উল্লেখ করতে সমর্থন দান করেছিল (উদাঃ মথি ১৭:২১; মার্ক ৯:২৯; কার্য্যাবলী ১০:৩০; ১করি ৭:৫) আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য Bruce Metzger's Atextual Commentary on the Greek New Testament Published by United Bible Societies on this questionable text আলোচনা করুন।

➢ "প্রকৃত পক্ষে" ১৫:১৪ তে (উল্লেখিত) বিশেষ আলোচ্য বিষয়টি দেখুন।
৬:১৭, ৬ পদের ন্যায় এটি একটি সত্য। এ অংশের প্রসঙ্গটি একটি ধর্মীয় ভাবে জাহির করুন।

আলোচনার প্রশ্ন সমূহঃ

এটি একটি পাঠ নির্দ্দেশক টীকা যার অর্থ আপনি আপনার নিজের বাইবেল অনুবাদে জন্য দায়ী। আমাদের প্রত্যেককেই আমাদের নিজস্ব আলোকে চলা ফেরা করতে হবে। আপনি বাইবেল এবং পবিত্র আত্মাই অনুবাদে অগ্রগন্য। আপনি অবশ্যই তা একজন টীকা কারের উপরে ছেড়ে দেবেন না।

এ সকল আলোচনার প্রশ্ন সমূহ আপনাকে চিন্তা করার জন্য বইটির এ অংশের গুরুত্বপূর্ণ মূল বিষয়ের মাধ্যমে যোগান দেওয়া হয়েছে। সে সব চিন্তার উক্তেজক অর্থে নিশ্চয়ক কিছু নয়।

১. যীশু কেন কুঁবাক্যের এ ৩টি ক্ষেত্রে (ভিক্ষাদান, প্রার্থনা এবং উপবাস) দোষ প্রদানের (দোষযুক্ত হওয়ার) জন্য বেছে নিলেন?
২. আমরা আমাদের সময়ে এই ভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি?
৩. কেন একজনের আচরণ তার কাজের চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ?

১৯- ২৪ পদ সমূহের প্রাসঙ্গিক অন্তর্দৃষ্টি।

১. এ অনুচ্ছেদের সত্য সমূহ লূক লিখিত সুসমাচারে পূর্ণ ব্যক্তি করা হয়েছে কিন্তু বিভিন বিন্যাসে (১) মানুষকে অবশ্যই স্বর্গে ধন সঞ্চয় করতে হবে (লূক ১২:৩৩- ৩৬) (২) চক্ষু হচ্ছে শরীরের প্রদীপ (লূক ১১:৩৪- ৩৬); (৩) একজন লোক দুই কর্তার দাসত্ব করতে পারে না (লূক ১৬:১৩) এবং (৪) প্রকৃতির জন্য সরবরাহ মানুষের জন্য ঈশ্বরের যোগানের (সরবরাহের) দৃষ্টান্ত দেয় (লূক ১২:২২- ৩১) যীশু বিভিন দলের জন্য তার শিক্ষা পূর্ণ ব্যক্ত করেছিলেন এবং বিভিন বিন্যাসে একই প্রকার বস্তুর ব্যবহার করেছিলেন।
২. যীশু ঈশ্বরের সম্বন্ধে শিক্ষা দেবার জন্য প্রকৃতিকে ব্যবহার করেছিলেন (১) সব কিছুরই মালিক ঈশ্বর এবং (২) মানুষ বস্তু বা নীচুপ্রাণী থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।
৩. এ অংশটিকে অবশ্যই আক্ষরিক অর্থে বুঝাতে হবে না, কিন্তু বৈসাদৃশ্যে বুঝাতে হবে বা প্রতি তুলনায় বুঝাতে হবে। পার্থিব ধন মন্দ কিছু নয়, কিন্তু বস্তুর অগ্রগন্য তা অন্য স্থানে স্থাপন মন্দ হতে পারে (উদাঃ ১ তীম ৬:১০) মানুষের জীবনের প্রয়োজন সম্বন্ধে সমীচিন নয়, উৎকণ্ঠায় তার প্রতি ঈশ্বরের যত্নের এবং প্রয়োজনের জন্য সরবরাহের বিশ্বাসের অভাব প্রমান করে (উদাঃ ফিলিপীয় ৪:৬) বিশ্বাস হচ্ছে মূল চাবিকাঠি।
৪. ধর্মশাস্ত্রে এ অংশটি তিনটি সম্পর্কযুক্ত আলোচ্য অংশের প্রেক্ষাপটে ভাগ করা যায় (১) ১৯- ২১ পদ (২) ২২- ২৪ এবং (৩) ২৫- ৩৪ পদ এ বিষয় রব্বিগণ যা বলেন "একটি সুতায় গাঁথা মুক্তা" তার সঙ্গে সাদৃশ্য পূর্ণ যার অর্থ কতিপয় সম্পর্কহীন বিষয় অতি সানিধ্যে আলোচনা করা।

শব্দ এবং শব্দগুচ্ছ অধ্যায়ন।

এন, এ, এস, বি (হাল নাগাদ সংশোধিত) মূল গ্রন্থ ৬:১৯- ২৩।
১৯ "তোমরা পৃথিবীতে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় করিও না; এখানে তো কীটেও মরিচায় ক্ষয় করে এবং এখানে চোরে সিঁধ কাটিয়া চুরি করে। ২০ কিন্তু স্বর্গে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় কর; সেখানে কিটে ও মরিচায় ক্ষয় করে না, সেখানে চোরেও সিঁধ কাটিয়া চুরি করে না। ২১ কারণ

যেখানে ধন সেখানে তোমার মনও থাকিবে। ২২ চক্ষুই শরীরের প্রদীপ; অতএব তোমার চক্ষু যদি সরল হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর দ্বীপ্তিময় হইবে। ২৩ কিন্তু তোমার চক্ষু যদি মন্দ হয়, তবে তোমার সমস্ত শরীর অন্ধকারময় হইবে। অতএব তোমার আন্তরিক দ্বীপ্তি যদি অন্ধকারময় হয়, সেই অন্ধকার কত বড়।

৬:১৯ "ধন সঞ্চয় করো না" এটি আক্ষরিক ভাবে "ধন সঞ্চয় করা বন্ধ কর"
এ একই প্রকার শব্দ নিয়ে লেখাও ২০ পদে পাওয়া যায়। এটি একটি অপ্রধান পদ সহ বর্তমান অনুজ্ঞা সূচক বর্ত্তমান কাল যার অর্থ হচ্ছে পূর্ব থেকে চলে আসা কোন কাজকে থামিয়ে দেওয়া। পতিত মানবতার ইচ্ছা হলো তাদের নিজেদের সম্পদের দ্বারা সুখী জীবনের জন্য যা প্রয়োজন তা যোগান দিতে চেষ্ঠা করা। ব্যকরণগত গঠন এখানে প্রমান করে যে, মুক্তি প্রাপ্ত লোকের পক্ষে একটি পরীক্ষাও বটে। প্রকৃত সুখ এবং কৃতকার্যতা কেবল মাত্র ঈশ্বরের উপরে নির্ভরতা এবং আত্ম সন্তুষ্টি, যা তিনি জুগিয়ে দিয়েছেন তার মধ্যে পাওয়া যায়। (উাদঃ উপদেশক ১- ২,২:২৪- ২৫; ৩:১২,২২; ৫:১৮; ৮:১৫; ৯:৭- ৯;ফিলিপীয় ৪:১১- ১২)

- "ধন প্রাচীন পৃথিবীতে ৩টি উৎস থেকে ঐশ্বর্য্য উৎসারিত হতো (১) খাদ্য, (২) খাদ্য বস্তু এবং (৩) মূল্যবান ধাতু ও রত্ন। এর প্রত্যেকটি পদই হয় ধ্বংস বা চুরি হতে পারে। পোকায় বস্ত্র আক্রমন করবে। মরিচা (Rust) শব্দটি "খাওয়া" (to eat) বা খেয়ে ফেলা (eat away) বা মরিচায় ক্ষয় করা "CorrodeÓ শব্দ সমূহের মূল থেকে এসেছে এবং তা পোকার খাদ্য খাওয়া বুঝতে রুপক ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। চুরির অর্থ মূল্যবান ধাতু রত্ন বা অন্য জিনিস অপহরণ,ডাকাতি করণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলতঃ এর অর্থ আমাদের পার্থিব ধন ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন । যদি কারও সুখ ধনের উপরে নির্ভর করে, তবে সে সব যেকোন মূহুর্তেই হারাতে হতে পাওে। নিরাপক্তা এবং সুখ প্রার্থি ও বস্তুর মধ্যে পাওয়া যায়। তা যে ভ্রান্ত ধারন সে বিষয় লূক ১২:১৫ পদে বলা হয়েছে।
- "বিনাশ" (Destroy) পদটির অর্ধ "বিলোপ সাধন করা" (To Cause to disappear)
- "চোর এস সে সব চুরি করে নিয়ে যাবে" (Thieves breaking and steal them) "আসবে" শব্দটির আক্ষরিক অর্থ ছিল সিঁধ কাটা (dig through) একালে অনেক ঘরই ছিল মাটির দেওয়ালের তৈরী। গ্রীক ভাষায় চোর বা ডাকাতের অর্থ এসেছে "মাটি কখন কারী" (Mud digger) শব্দ সমূহ থেকে।

৬:২০ "কিন্তু স্বর্গে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় কর" (but store up for your selves treasuresin heaven) এটি একটি কর্ত্তৃবাচক বর্তমান অনুজ্ঞাশুচক বাক্য মূলত তা আধ্যাত্মিক আচরনের এবং কার্যের অর্থেই ১ তীমথীয় ৬:১৭- ১৯ সুন্দর ভাবে সেই ধারনাই প্রকাশ করে। ঈশ্বর নিজেই আমাদের স্বগীয় ধন সুরক্ষা করেন (উদাঃ ১ পিতর ১:৪- ৫)
২০ পদের ক্রিয়াপদটি বিশেষ্যের ন্যায় একই মূল থেকে এসেছে। আক্ষরিক ভাবে এটি এরুপ বুদ্ধি দীপ্ত তর্কাদি হতে পারতো "তোমাদের নিজেদের জন্য স্বর্গে ধন সঞ্চয় কর"
৬:২১ "কারণ যেখানে তোমাদের ধন সেখানে তোমার মনও থাকিবে" এটি গুরুত্বপূর্ণ যে সর্বনামের বহুবচনটি যা পূর্ববর্ত্তী পদ সমূহে ব্যবহৃত হয়েছে এবং এখন এক বচনে পরিবর্ত্তন হচ্ছে। এ অনুচ্ছেদটি পার্থিব বস্তুর নশ্বরতা এবং পবিত্র বস্তুর চিরকালটিকে শিক্ষা দেয় এ বিষয় একথাও জোরালো ভাবে প্রকাশ করে যেখানে কারও স্বার্থ এবং শক্তি নিয়োজিত সেখানে প্রকৃত পক্ষে তার অগ্রগন্যতা প্রকাশ পায়। অন্তঃকরণ (একটি ইব্রীয় ভাষার শব্দ প্রয়োগের কৌশল) হচ্ছে ব্যক্তি কেন্দ্রস্থল। এটি একজনের আপন সত্ত্বার সার্বিক প্রকাশ।

৬ঃ২২ "চক্ষু" শরীরের প্রদীপ" এ বাক্যের পটভূমি ছিল যীহুদীদের চক্ষুর ধারনা যাকে আত্মার জানালা বলে বলা হতো। চিন্তার জীবনে যা একজন সমর্থন করে তাই প্রমাণ করে যে সে কে? চিন্তা বাসনার জন্ম দেয়, বাসনা কর্মের সৃষ্টি করে কর্ম ব্যক্তিকে প্রকাশ করে।

৬ঃ২২- ২৩ এ দুটি পদ স্পষ্টতঃ পরস্পর বিপরীত। বৈপরিত্য যে শব্দ সমূহে প্রকাশ করা হয়েছিল তা হচ্ছে "ভাল" বনাম "মন্দ" "একটি" বনাম "দ্বিগুণ" "সহৃদয়" বনাম "কৃপণ" বা "সাস্থ্যবান" বনাম "রোগগ্রস্থ। চক্ষু শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল একত্বের কারণে যে স্বাস্থবান দৃষ্টি সংস্থান কওে,যোগায় বনাম দ্বিগুন অস্পষ্ট দৃষ্টি রোগের সৃষ্টি করে।

এসব পদে ৩টি শর্তসাপেক্ষ বাক্য আছে (যেমন) প্রথম দুটি হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর শর্ত সাপেক্ষ যা সম্ভাব্য কর্মের বিষয় প্রকাশ করে। কিছু কিছু মানুষ আছে যারা আধ্যাত্বিক সত্য স্পষ্ট দেখতে পায় এবং অনেকে আছেন যারা আধ্যাত্বিক ভাবে অন্ধ। শেষের "যদি" কথাটি থাকায় তা একটি ১ম শ্রেণীর শর্ত সাপেক্ষ বাক্য হয়ে দাড়িয়েছে যা অন্ধকে বৈশিষ্ট প্রদান কনের, যারা মনে করে যে তারা দেখতে পায় ।

এন, এ, এস, বি (হাল নাগাদ সংস্কারকৃত) মূল পাঠ ৬ঃ২৪
২৪ "সেই দুই কর্ত্তার দাসত্ব করতে পারে না, কেননা সে হয়তো একজনকে দ্বেষ করিবে, আর একজনকে প্রেম করিবে, নয়তো একজনের প্রতি অনুরক্ত হইবে আর একজনকে তুচ্ছ করিবে, তোমরা ঈশ্বর এবং ধন উভয়ের দাসত্ব করিতে পার না" ।

৬ঃ২৪"কেহই দুই কর্তার দাসত্ব করিতে পারে না" এ বিষয়টি পৃথিবীকে কঠিন বাস্তবতায় পর্য্যবসিত করে। এটি হচ্ছে প্রকৃত জীবন ত্রাসের একটি সহজ পছন্দ। মনুষ্য প্রকৃতি পক্ষে স্বাধীন মুক্ত নয়। তার এক কিংবা দুই প্রভুর দাসত্ব করে (উদাঃ ১যোহন ২ঃ১৫- ১৭)

- "সে হয়তো একজনকে দ্বেষ করিবে, নয় আর একজনকে প্রেম করিবে" এ সব হচ্ছে সমতুল্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে। ইব্রীয় ভাষার শব্দ "দ্বেষ" (hate) এবং 'প্রেম" (love) তুলনার বাগরীতি ছিল (উদাঃ আদি ২৯ঃ৩০,৩১,৩৩; মালাখী ১ঃ২- ৩; মথি ২১ঃ১৫;লূক ১৪ঃ২৬; যোহন ১২ঃ২৫ এবং রোমীয় ৯ঃ১৩) পরস্পরাগত অর্থে তা দ্বেষ নয়, কিন্তু তা কারও অগ্রগণ্যতা।

এন, এ, এস, বি, এন, আর, এস, ভি "তুমি ঈশ্বর এবং ধনের দাসত্ব করিতে পার না"
এন, কে, জে, ভি 'তুমি ঈশ্বর এবং ধন সম্পদের দাসত্ব করিতে পার না"
টি, ই, ভি 'তুমি ঈশ্বর এবং অর্থ উভয়েরই দাসত্ব করিতে পার না"
জে, বি 'তুমি ঈশ্বর এবং অর্থ এ উভয়েরই দাস হইতে পার না"

"সম্পদ" (Wealth) শব্দটি ইব্রীয় ভাষার মূল "সঞ্চয় করা" (to store up) বা "ন্যাস্ত করা" (to entrust) থেকে এসেছে। এটি মূলত একজন লোক অন্য আর একজন লোকের কাছে অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশ্বাস স্থাপনের ক্ষেত্রে অর্থ নির্দ্দেশ করতে ব্যবহৃত হতো। এ অর্থ হলো "যে একজন (আর একজনকে) বিশ্বাস করতো" মনে হয় এটি লক্ষের উপরে জোর দেয় যার উপরে একজন তার নিরাপক্তা নির্ভর করে। A.T.Robertson দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে, এ শব্দটি অর্থের দেবতার নামের জন্য সিরীয়গণ কর্ত্তৃক অস্বীকার করা হয়েছে, তথাপিও একটি যুক্তি সঙ্গত সাদৃশ্য বলে মনে হয়। Willium Barclay Zvi Daily Study Bible On Matthew Vol. 1P. 252 তে দৃঢ়তার সঙ্গে

ব্যক্ত করেছেন যে প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় পৃথিবীতে ধন (mammon) বড় হাতের অক্ষর "M" দিয়ে বানান করণ হতে থাকলো, এটি ছিল দেবতার নাম করণের একটি পন্থা। অর্থই সমস্যা নয়, কিন্তু অর্থের অগ্রগণ্যতাই সমস্যা (উদাঃ ১ম তীমথিয় ৬:১০)। অর্থের বাস্তব জীবনের দুঃখজনক অভিজ্ঞতা হচ্ছে যে আমদের কখনই যথেষ্ট টাকা থাকে না এবং সত্ত্বর তা আমরা অধিকার করার পরিবর্তে তা আমাদের অধিকার করে বসে। যত আমরা পাই, ততই আমরা তা হারানোর বিষয়ে ব্যতিব্যাস্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি, আমরা তা রক্ষা করতে গিয়ে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়ে যাই।
নীচের বিশেষ আলোচ্য বিষয় দেখুনঃ

বিশেষ আলোচ্য বিষয়ঃ ঐশ্বর্য্য

১. পুরাতন নিয়মের সার্বিক প্রেক্ষাপট।

এ. ঈশ্বরই সর্ব বিষয়ের মালিক

১. আদিপুস্তক ১- ২

২. বংশাবলী ২৯:১১

৩. গীতসংহিতা ২৪:১;৫০:১২;৮৯:১১

৪. যিশাইয় ৬৬:২

বি. ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে মানুষই ধনের তত্ত্বাবধায়ক

১. দ্বিতীয় বিবরণ ৮:১১- ২০

২. লেবীয় পুস্তক ১৯:৯- ১৮

৩. ইয়োব ৩১:১৬- ৩৩

৪. যিশাইয় ৫৮:৬- ১০

সি. ধন হচ্ছে উপাসনার একটি অঙ্গ

১. দুইটি দশমাংশ

এ. গনণাপুস্তক ১৮:২১- ২৯; দ্বিতীয় বিবরণ ১২:৬- ৭; ১৪:২২- ২৭।

বি. দ্বিতীয় বিবরণ ১৪:২৮- ২৯; ২৬:১২- ১৫।

২. হিতোপদেশ ৩:৯

ডি. ধনকে অঙ্গিকারের যথার্থতার স্বচক্ষে একটি দান হিসাবে দেখা হয়।

১. দ্বিতীয় বিবরণ ২৭- ২৮

২. হিতোপদেশ ৩:১০;৮:২০- ২১;১০:২২;১৫:৬

ই. অন্যদের বিনিময়ে মূল্যে ধনের (ধন প্রাপ্যতার বিরুদ্ধে সতর্কবানী

১. হিতোপদেশ ২১:৬

২. যিরমিয় ৫:২৬- ২৯

৩. হোশেয় ১২:৬- ৮

৪. মীখা ৬:৯- ১২

এফ. ধনই পূর্ণ বস্তু নয় যদি না তা অগ্রগণ্য বিবেচিত হয়।

১. গীত সংহিতা ৫২:৭; ৬২:১০; ৭৩:৩- ৯

২. পরমগীত ১১:২৮;২৩:৪- ৫;২৭:২৪;২৮:২০- ২২

৩. ইয়োব ৩১:২৪- ২৮

(২) পরমগীতের অদ্বিতীয় প্রেক্ষাপট

এ ধনকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে মধ্যে স্থাপন করা হয়েছে।

১.ঢিলেমী এবং আলোস্যকে নিন্দা করা হয়েছে পরমগীত ৬:৬- ১১; ১০:৪- ৫,২৬; ১২:২৪,২৭; ১৩:৪; ১৫:১৯; ১৮:৯; ১৯:১৫,২৪,২০:৪,১৩; ২১:২৫; ২২:১৩; ২৪:৩০- ৩৪; ২৬:১৩- ১৬।

২.কঠোর শ্রম সমর্থিত হয়েছে পরমগীত ১২:১১,১৪; ১৩:১১

বি. ধার্মিকতা বনাম মন্দতার উদাহরণ দুতে দরিদ্রতা বনাম ব্যবহৃত হয়েছে ১০:১ এফ, এফ; ১১:২৭- ২৮;১৩:৭;১৫:১৬- ১৭;২৮:৬,১৯- ২০।

সি. জ্ঞান (ঈশ্বর এবং তার বাক্য জ্ঞাত হওয়া এবং এ জ্ঞান টিকিয়ে রাখা) ধনের চেয়ে ও অধিক উত্তম পরমগীত ৩:১৩- ১৫;৮:৯- ১১;১৮:২১;১৩:১৮

ডি. সতর্কবাণী এবং মৃদুভর্ৎসনা

১. সতর্কবাণী/ সাবধান বাণী সমূহ

এ প্রতিবাসীর ঋণের নিরাপত্তা দেওয়া সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া পরমগীত ৬:১- ৫;১১:১৫;১৭:১৮;২০:১৬;২২:২৬- ২৭;২৭:১৩।

বি. মন্দ উপায়ে ধনার্জন থেকে সাবধান হও। পরমগীত ১:১৯; ১০:২, ১৫;১১:১; ১৩:১১; ১৬:১১; ২০:১০,২৩; ২১:৬; ২২:১৬,২২; ২৮:৮।

সি. ঋণ করা থেকে সাবধান হওয়া পরমগীত ২২:৭

ডি. ধনরক্ষণ স্থায়ীত্বের থেকে সতর্ক হউন পরমগীত ২৩:৪- ৫

ই. বিচার দিনে ধন কোন কাজে আসবে না পরমগীত ১১:৪

এফ. ধনের অনেক “বন্ধু” আছে পরমগীত ১৪:২০.১৯:৪।

২. মৃদুভর্ৎসনা সমূহ

এ. দয়া সমর্থিত পরমগীত ১১:২৪- ২৬, ১৪:৩১; ১৭:৫; ১৯:১৭; ২২:৯; ২২:২৩; ২৩:১০- ১১; ২৮:২৭।

বি. ধার্মিকতা ধন থেকে শ্রেয় পরমগীত ১৬:৮;২৮:৬,৮,২০- ২২

সি. একান্ত প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনা, প্রাচুর্য্যের জন্য নয় পরমগীত ৩০:৭- ৯

ডি. গরীবকে দান করা ঈশ্বরকেই দেওয়া পরমগীত ১৪:৩১

(৩) নতুন নিয়মের প্রেক্ষাপট।

এ. যীশু ।

১. ঈশ্বর ও তার সম্পদের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করার পরিবর্ক্তে আমাদের নিজেদের এবং আমাদের সম্পদের উপরে বিশ্বাস স্থাপন করার বিষয়ে ধন একটি অদ্ভুত প্রলোভনের সৃষ্টি করে।

এ. মথি ৬:২৪;১৩:২২;১৯:২৩

বি. মার্ক ১০:২৩- ৩১

সি. লূক ১২:১৫- ২১,৩৩- ৩৪

ডি. প্রকাশিত বাক্য ৩:১৭- ১৯

২. ঈশ্বর আমাদের পার্থিব প্রয়োজনের যোগান দেবেন

এ. মথি ৬:১৯- ৩৪

বি. লূক ১২:২৯- ৩২

৩. বীজবপন করা শস্য সংগ্রহ করার সংগে সম্পর্ক যুক্ত (আধ্যাত্বিক এবং পার্থিব)

এ. মার্ক ৪:২৪
বি. লূক ৬:৩৬- ৩৮
সি. মথি ৬:১৪; ১৮:৩

৪. অনুশোচনা ধনকে প্রভাবিত করে।

এ. লূক ১৯:২- ১০
বি. লেবীয় ৫:১৬ ৫

৫. অর্থনৈতিক শোষণকে নিন্দা করা হয়েছে।

এ. মথি ২৩:২৫
বি. মার্ক ১২:৩৮- ৪০

৬. শেষ কালীন বিচার আমাদের সম্পদের ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত- মথি ২৫:৩১- ৪৬

বি. পৌল

১. পরমগীতের (কাজ) ন্যায় ব্যবহারিক দৃষ্টি

এ. ইফিষিয় ৪:২৮
বি. ১ থীষল ৪:১১- ১২
সি. ২ থীষল ৩:৮,১১- ১২
ডি. ১ তিমথীয় ৫:৮

২. যীশুর ন্যায় আত্মিক দৃষ্টি (বস্তু সব ক্ষণস্থায়ী, তৃপ্তি লাভ কর)

এ ১ তীমথি ৬:৬- ১০ (আত্মতুষ্টি)
বি. ফিলিপীয় ৪:১১- ১২ (আত্মতুষ্টি)
সি.ইব্রীয় ১৩:৫ (আত্মতুষ্টি)
ডি. ১ তীমথিয় ৬:১৭- ১৯ (উদারাতা এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস, ধনে নয়)
ই. ১ করিন্থিয় ৭:৩০- ৩১ (বস্তুর ওপান্তর)

৩. উপসংহার

এ. ধন সম্বন্ধে বাইবেলে কোন প্রণালীবদ্ধ ধর্মতত্ত্ব নেই।
বি. এ বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদ নাই সেজন্য অবশ্যই অনুচ্ছেদ থেকে অন্তর্দৃষ্টি আহরণ করতে হবে। আপনি এসব বিচ্ছিন মূল গ্রন্থের মধ্যে আপনার ধারনা ব্যাখ্যা না করার থেকে সতর্ক থাকুন।
সি. পরমগীত যা জ্ঞানি সাধু ব্যক্তি গণের দ্বারা লিখিত হয়েছিল সে সবের বাইবেলের যে সব অন্য ধরনের সাধারণ জীবন হতে অংকিত দৃশ্যাদির চেয়েও ভিন ধরনের প্রেক্ষাপটে আছে। পরমগীত হচ্ছে কার্যকর এবং স্বতন্ত্র ভাবে কেন্দ্রিভুত। এটি ভারসাম্য রক্ষা করে এবং অবশ্যই অন্য ধর্ম শাস্ত্রের দ্বারা তার ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে।
ডি. বাইবেলের আলোকে ধন সম্বন্ধে ধারনা এবং তার ব্যবহার বিশ্লেষণ করা আমাদের সময়ে তার প্রয়োজন আছে। আমাদের অগ্রগন্যতা ভুল স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা হবে, যদি নাকি ধনতন্ত্র বা একজন কত ধন সঞ্চয় করেছে তার চেয়েও বেশী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে, সে কেন এবং কেমন করে তা করতে সফলকাম হয় ।
ই. ধন সঞ্চয়কে অবশ্যই ঈশ্বরের প্রকৃত উপাসনা এবং দায়িত্বশীল ধনাধ্যক্ষতার সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে (উদা ২ করিন্থিয় ৮- ৯)

এন, এস, এস, বি (হালনাগাদ সংশোধিত) মূলপাঠ ৬:২৫- ৩৩
২৫ "এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, কি ভোজন করিব, কি পান করিব বলিয়া প্রাণের বিষয়, কিংবা কি পরিব বলিয়া শরীরের বিষয়ে ভাবিত হইও না, ভক্ষ্য হইতে প্রাণ ও বস্ত্র হইতে শরীর কি বড় বিষয় নয়? ২৬ আকাশের পক্ষিদেও প্রতি দৃষ্টি পাত কর,তাহারা বুনেও না কাটেও না, গোলাঘরে সঞ্চয়ও করে না, তথাপি তোমাদের স্বর্গীয় পিতা তাহাদিগকে আহার দিয়া কেন, তোমরা কি তাহাদের হইতে অধিক শ্রেষ্ঠ নও? ১৭ আর তোমাদের মধ্যে কে ভাবিত হইয়া আপন বয়স এক হস্ত মাত্র বৃদ্ধি করিতে পারে? ২৮ আর বস্ত্র নিমিক্ত কেন ভাবিত হও? ক্ষেত্রের কানুর পুস্পের বিষয়ে বিবেচনা কর, সেই গুলি কেমন বাড়ে; ২৯ সেই সকল শ্রম করে না সূতাও কাটে না, তথাপি আমি তোমাদিগকে বলিতেছি শলেমনও আপনার সমস্ত প্রতাপে ইহার একটির ন্যায় সুসজ্জিত ছিলেন না । ৩০ ভাল ক্ষেত্রের যে তৃণ আজ আছে ও কাল চুলায় ফেলিয়া দেওয়া যাইবে, তাহা যদি ঈশ্বর একরুপ বিভুষিত করেন, তবে হে অল্প বিশ্বাসিরা, তোমাদিগকে কি আরও অধিক নিশ্চয় বিভুষিত করিবেন না? ৩১ অতএব ইহা বলিয়া ভাবিত হইও না যে, ৩২ কি খাব, কি পরিব বা কি পান করিব ? কেননা পরজাতীয়রাই এসকল বিষয় চেষ্ঠা করিয়া থাকে, তোমাদের স্বর্গীয় পিতাও জানেন যে, এই সকল দ্রব্য তোমদের প্রয়োজন আছে। ৩৩ কিন্তু তোমরা প্রথমে তার রাজ্যের ও তার ধার্মিকতার বিষয় চেষ্ঠা কর, তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যও তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে" ।

৬:২৫ "এই কারণে আমি তোমাদিগকে বলিতেছি" এ বিষয় ১৯- ২৪ পদসমূহের সঙ্গে যুক্তি সম্মত সম্বন্ধ প্রমাণ করে।

- "প্রাণের বিষয় ভাবিত হইওয়া না" এটি আর একটি নাসূচক বর্ত্তমান অনুজ্ঞা জ্ঞাপক বাক্য যার অর্থ হচ্ছে, যে কাজটি পূর্ব থেকেই চলে আসছে তা থামিয়ে দেওয়া। সমতুল্য উদ্ধৃতির জন্য ফিলিপীয় ৪:৬ দেখুন। ২৫ পদটি পূর্বের পদগুলির আলোকে সাধারণ রীতি- নীতির কথা বলে ।

৬:৩০ "কিন্তু যদি ঈশ্বর" এটি একটি ১ম শ্রেণীর শর্তসাপেক্ষ বাক্য যা বক্তার প্রেক্ষাপট বা তার আক্ষরিক উক্তির উদ্দেশ্য সমূহের জন্য সত্য বলে অনুমান করা হয়। ঈশ্বর তার সৃষ্টির জন্য (সব কিছু) যোগান দিয়ে থাকেন ।

- "যে (তৃণ) আজ আছে ও কাল তাকে চুলায় ফেলিয়া দেওয়া যাইবে" ছোট চুলায় রুটি শিখার জন্য আগুন জ্বালাতে শুকনো তৃলের ব্যবহার ছিল সাধারণ বিষয়। এটি ছিল জীবনেরের ক্ষণ স্থায়িতের সম্বন্ধে একটি রুপক উপমা আক্ষরিক অর্থে অনন্তকালিন বিচারের সম্বন্ধে নয়। বিশ্বাসীগণ বনজ সুন্দর তুণকালের চেয়ে ও অনেক বেশী মূল্যবান।
- "হে অল্প বিশ্বাসীগণ" এ খন্ড বাক্যটি মথি লিখিত সুসমাচরে কয়েকবার ব্যবহার করা হয়েছে (উদাঃ ৮:২৬,১৪:৩১,১৬:৮) বিশ্বাসীগণের বিশ্বাস বৃদ্ধির জন্য যীশুর শিক্ষার রুপদান করা হয়েছিল ।

৬:৩১ "অতএব ভাবিত হইয় না" এটি একটি সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যখন এক ব্যক্তি মনে করে যে, সে কেমন করে তার মূল চাহিদা মিটাবে তাতে ঈশ্বরের উপরে তার বিশ্বাসের ঘাটতি প্রমাণ করে, যেখানে ঈশ্বর বিশ্বাসী গণের অভাবে যোগান দেবার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন।

৬:৩২

এন, এ, এস, বি "কেননা পরজাতীয়রাই এই সকল বিষয় চেষ্ঠা করিয়া থাকে"

এন, কে, জে, ভি "কারণ পরজাতীয়েরাই এ সকল বিষয় অন্বেষণ করিয়া থাকে"

এন, আর, এস, ভি "কারণ পরজাতীয়েরাই, যারা এ সকল বিষয়ের জন্য সংগ্রাম করিয়া থাকে"

টি, ই, ভি "এ সকল বিষয় সম্বন্ধে পৌত্তলিকেরা সর্বদাই উদ্বিগ্ন"

জে, বি "পৌত্তলিকরাই এ সকল বিষয়ের প্রতি মননিবেশ করে থাকে"

পতিত মনবের বৈশিষ্ট গুলির মধ্যে একটি হচ্ছে বস্তুর প্রতি তাদের অতৃপ্ত বাসনা। বিশ্বাসীগনের এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে কি প্রয়োজন তা জানেন। তিনি তাদের একান্ত প্রয়োজনীয় যোগান দেবেন কিন্তু সব সময় তাদের কমতি অনুযায়ী নয়।

৬:৩৩

এন, এ, এস, বি, এন, কে, জে, ভি "কিন্তু প্রথমে তাহার রাজ্য ও তাহার ধার্মিকতার বিষয় চিন্তা কর"

এন, আর, এস, ভি "কিন্তু প্রথমে চেষ্ঠা কর ঈশ্বরের রাজ্য এবং তার ধার্মিকতার জন্য সংগ্রাম কর"

টি, ই, ভি "অন্যান্য প্রত্যেকটি বিষয়ের চেয়েও ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে চিন্তা কর"

জে, বি "প্রথমে তার রাজ্যের বিষয় সনসংযোগ কর এবং তার ধার্মিকতার বিষয়"

কে, জে, ভি অনুবাদটি "কোন বিষয়ের সঙ্গে জড়িত নয়" হচ্ছে দুর্ভাগ্য জনক, কারণ আমাদের যুগে তা ইঙ্গিত বহণ করে যে ভবিষ্যতের যে কোন বিষয়ের পরিকল্পনা অনুচিত । অবশ্যই বিষয়টি তাই নয় (উদাঃ ১তীম, ৫:৮) প্রধান ভাবনা হচ্ছে "উদ্বিগ্নতা" (উদাঃ পদসমূহ ২৫,২৭,২৮,৩১ এবং ৩৪)

- ✓ "ভক্ষ হইতে প্রাণ এবং বস্ত্র হইতে শরীর কি বড় বিষয় নয়" ? দৈহিক প্রাণ হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কিন্তু তাই শাশ্বত বিষয় নয়। এ পৃথিবী ঈশ্বরের সঙ্গে পূর্ণতর এবং অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সহভাগীতার কেবল মাত্র একটি প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র। এটি বাইবেলের সত্য যে, ঈশ্বর তার সন্তানদের যত্ত নিয়ে থাকেন এবং তিনি তাদের প্রয়োজনুযায়ী যোগান দেন।

৬:২৬,২৮ "আকাশের পক্ষিগণ মাঠের কানুড় পুস্প সকল" অনুবাদটি "বন্য পাখী সব এবং পুস্প সব" হলেই উপযুক্ত হতো কারণ মূল প্রন্থটি নির্দিষ্ট করে বিশেষ কোন পাখী বা ফুলের বিষয় প্রকাশ করেনি কিন্তু কেবল মাত্র সাধারণ গুলোর কথাই প্রকাশ করেছে। কারণ বিন্যাসটি (নিদ্দিষ্ট বিষয়টি) ছিল পর্বতে দত্ত উপদেশ, সম্ভবতঃ যীশু নিকটস্থ বন্য পাখীর ঝাঁক বা বনফুলের প্রতি অঙ্গুলী নির্দেশ করেছিলেন। এ বিষয়টি ছিল রব্বনীদের (গুরুদের) ক্ষুদ্রতর থেকে বৃহত্তর বিষয়ের দুর্বোধ যুক্তি।

৬:২৭

এন, এ, এস, বি "আপন বয়স এক ঘন্টা মাত্র বৃদ্ধি করতে পারে" ?

এন, কে, জে, ভি "আপন উচ্চতা এক হস্ত মাত্র বৃদ্ধি করিতে পারে" ?

এন, আর, এস, ভি "আপন আয়ুকাল এক মুহূর্ত বৃদ্ধি করতে পারে" ?

টি, ই, ভি "আয়ুকাল হইতে কিঞ্চিত বেশী সময় বাঁচাতে পারে" ?

জে, বি "আপন আয়ুকাল এক হস্ত মাত্র বৃদ্ধি করিতে পারে" ?

এটি হচ্ছে আক্ষরিক ভাবে একটি হিব্রুশব্দ "হস্ত" । হস্তের অর্থ হচ্ছে একজন মানুষের কুনুই থেকে তার হাতের দীর্ঘ্যতম আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত অংশকে এক হস্ত দীর্ঘ বলা হয়। বিষয়টি ছিল পুরাতন নিয়মের একটি মাপ, যা নির্ম্মান কাজে ব্যবহৃত হতো এবং সাধারণত তা ছিল আঠারো ইঞ্চি দীর্ঘ।

যা হোক একটি রাজোচিত হস্তে মাপছিল যা মন্দিরের বেলায় ব্যবহৃত হতো, তা ছিল একুশ ইঞ্চি দীর্ঘ্য। নতুন নিয়মে এটি হয় উচ্চতা, নয় তো সময়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতোঃ উচ্চুর বিষয় লূক ১৯:৩ পদে এবং সময়ের বিষয় যোহন ৯:২১ পদ ও ইব্রীয় ১১:১১ পদ সমূহে উল্লিখিত আছে। কারণ এক জন মানুষের পক্ষে তার স্বাভাবিক উচ্চতার চেয়ে এক ফুট বেশী লম্বা হওয়া এক অদ্ভুত ব্যাপার, হয় কথাটি (১) বয়োবৃদ্ধির রুপালঙ্কার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে নয় তো (২) তা একটি প্রাচ্যের অতি রঞ্জিত বর্ণনা। এ একটি বর্ত্তমান অনুজ্ঞাসূচক বাক্য যা রীতিগতভাবে একটি আদেশ। সত্যটি হচ্ছে বিশ্বসীগণের জীবনে ঈশ্বরকে অবশ্যই অগ্রগন্য হতে হবে। "তাঁর ধার্মিকতা" শব্দগুচ্ছটি এখানে নৈতিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল, যেমন পৌলের লেখায় আছে তেমন বৈধ্য অর্থে নয়। ঐ নৈতিক অর্থ মথি ৫:৬,১০,২০, ৬:১, দ্বিতীয় বিবরণ ৬:২৫, যিশায় ১:২৭- ২৮ এবং দানিয়েল ৪:২৭ পদে দেখা যায়। এটি ধার্মিকতার কাজের একটি আহ্বান নয়; বরং তা তাকে (ঈশ্বরকে) কোন ব্যক্তি জানে বলে নির্দ্দেশ করে, তার জীবন সৎ কর্মের দ্বারাই বৈশিষ্য লাভ করবে (উদাঃ ইফি ২:১০) অবস্থাগত, আরোপিত ধার্মিকতা খ্রিষ্টিয় জীবনে প্রতিফলিত হওয়া উচিত।

"তাঁর কাজ" শব্দগুচ্ছটি ছিল মানুষের অন্তরে ঈশ্বরের রাজ্যের বর্ত্তমান ধারণা যা একদিন সর্ব পৃথিবী ব্যাপি পরিব্যাপ্ত হবে। এটা ছিল যীশুর প্রচার কেন্দ্রের উৎসবিন্দু। এ রাজ্যের জীবন বিধান অবশ্যই সর্বচ্চো অগ্রগন্য হতে হবে। পুরাতন গ্রীক পান্ডুলিপিতে (N & B) "ঈশ্বরের" সম্বন্ধে কোন পুরুষবাচক শব্দগুচ্ছ নেই (উদাঃ এন আর এস ভিএবং টি ই ভি)।

"এবং এসকল বিষয় তোমাতে যোগ করা হবে" এ বিষয় জীবনের দৈহিক এবং স্বাভাবিক প্রয়োজনের বিষয় বলে।

ঈশ্বর বিশ্বাসী গনকে আটকে পড়া অবস্থায় ছেড়ে দেবেন না। এটি একটি সাধারণ রীতি নীতি যা সর্বদা নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন সমূহের উত্তর দিতে পারেনা, কেন এ ব্যক্তি বা ঐ ব্যক্তি ক্ষতি ভোগ করছে বা কেন সে অভাব গ্রস্ত আছে। কখন কখন ঈশ্বর প্রয়োজনের একটি সময় বরাদ্ধ করবেন যাতে বিশ্বাসী বর্গ তাকে বিশ্বাস করে, তার দিকে ফিরে বা তাদের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করতে পারে।

এন, এ, এস, বি (হাল নাগাদ সংশোধিত) মূল পাঠ ৬:৩৬
৩৪ অতএব কল্যকার নিমিক্ত ভাবিত হইওনা; কেননা কল্য আপনার বিষয় আপনিই ভাবিত হইবে; দিনের কষ্ট দিনের জন্যই যথেষ্ট।

৬:৩৪ এ পদটি চিন্তারাশির পতন ঘটায়। পতিত পৃথিবীতে খ্রিষ্টীয় জীবন একটি দৈনিক পদচরন। মন্দ বিষয় সব যা অবিশ্বাসীদের বেলায় ঘটে তা প্রায়ই বিশ্বাসীবর্গের বেলায়'ও ঘটে। এর অর্থ এ নয় যে ঈশ্বর তত্ত্বাবধান করেন না। এর অর্থ কেবল মাত্র এ যে বিশ্বাসী বর্গ পতিত পৃথিবীর নিয়ম শৃংখলায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে। জীবনের সমস্যা কে তোমাকে এ চিন্তায় প্রতারনা করতে দিও না যে, ঈশ্বর যত্ন নিয়ে থাকেন না।

আলোচনার প্রশ্ন সমূহ।

এ একটি পাঠ নির্দ্দেশক টীকা যার অর্থ আপনি আপনার নিজের বাইবেল অনুবাদের জন্য দায়ী। আমাদের প্রত্যেককেই নিজস্ব আলোকে বিচরন করতে হবে। আপনি বাইবেল এবং পবিত্র আত্মাই অনুবাদে অগ্রগন্য। আপনি অবশ্যই তা একজন টীকা কারের উপরে ন্যাস্ত করবেন না।

এ সকল আলোচনার প্রশ্ন সমূহ বইটির এ অনুচ্ছেদের গুরুত্বপূর্ণ মূল বিষয়ের চিন্তায় সাহায্য করতে যোগান দেওয়া হয়েছে। সে সব চিন্তার উদ্দিপক অর্থে এবং নির্দ্দিষ্ট কিছু নয়।

১. পদ সমূহ ১৯- ৩৪ সমস্ত পর্বতে দত্ত উপদেশের উপস্থাপনা সঙ্গে কিভাবে সম্পর্ক যুক্ত?
২. লোক সকল যারা যীশুর কথা শুনছিল তার কি পৃথিবীতে ধন সঞ্চয় করে চলছিল? যারা যীশুর কথা শুনছিল তারা কি পৃথিবীতে ধন সঞ্চয় করে চলছিল? এ সব আমাদের আধুনিক সঞ্চয় হিসাব বীমা অবসরের পরিকল্পনার উপরে কতটা জোরালো ভাবে সম্পর্ক প্রকাশ করে?
৩. কেমন করে একজন স্বর্গে ধন সঞ্চয় করে? স্বর্গীয় ধনগুলির মধ্যে কি আছে?
৪. তোমার নিজের ভাষায় এবং তোমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ২২- ২৪ পদের আধ্যতিক সত্যের ব্যাখ্যা কর।
৫. টাকা কি মন্দ জিনিস?
৬. উদ্বিগ্নতা কি পাপ (পঃ ৩১)?
৭. ৩৩ পদ কি ধার্মিকতার কাজ শিক্ষা দেয়?
৮. ব্যাখ্যা কর খ্রীষ্টানগণ কেন ক্লেশ ভোগ করে?

মথি ৭
আধুনিক অনুবাদের অনুচ্ছেদ বিভাগ

ইউ, বি, এস	এন, কে, জে, ভি	এন, আর, এস, ভি	টি, ই, ভি	জে, বি
অন্যের বিচার করা	বিচার করো না	যীশুর বার্ত্তার প্রয়োগিক উদাহরণের অর্থ	অনের বিচার করা	বিচার করো না
৭:১- ৬	৭:১- ৬	৭:১- ৬	৭:১- ৫	৭:১- ৬
				ঈবিত্র বস্তুকে অপবিত্র করো না
		৭:৬	৭:৬	৭:৬
প্রার্থনা জানা ও অনুসন্ধান কর, দরজায় করাঘাত করা	অনুরোধরত থাক, অনুসন্ধানরত থাক, দরজায় করাঘাত করতে থাক	-	অনুরোধ কর, অনুসন্ধান কর, দরজায় আঘাত কর	কার্য্যকরী প্রার্থনা
৭:৭- ১২	৭:৭- ১২	৭:৭- ১১	৭:৭- ১১	৭:৭- ১১
				স্বর্ণ সূত্র
		৭:১২	৭:১২	৭:১২
সঙ্কীর্ণ দ্বার	সঙ্কীর্ণ পথ	-	সঙ্কীর্ণ পথ	দুটি পথ
৭:১৩- ১৪	৭:১৩- ১৪	৭:১৩- ১৪	৭:১৩- ১৪	৭:১৩- ১৪
ফলের দ্বারাই	তোমরা তাদের	-	গাছ এবং তার	ভাক্ত ভাববাদী

বৃক্ষের পরিচয়	ফলের দ্বারাই জানতে পারবে		ফল	
৭:১৫- ২০	৭:১৫- ২০	৭:১৫- ২০	৭:১৫- ২০	৭:১৫- ২০
আমি তোমাকে চিনি না একেবারেই	আমি তোমাকে চিনি না একেবারেই	-	আমি তোমাকে একেবারেই চিনি না	প্রকৃত শিষ্য বর্গ
৭:২১- ২৩	৭:২১- ২৩	৭:২১- ২৩	৭:২১- ২৩	৭:২১- ২৩
দুটি ভিক্তি	পাথরের উপরে স্থাপিত	-	দুটি গৃহের নির্মাণ কর্তা	-
৭:২৪- ২৭	৭:২৪- ২৭	৭:২৪- ২৭	৭:২৪- ২৫	৭:২৪- ২৭
			৭:২৬- ২৭	-
			যীশুর ক্ষমতা	জনতার বিস্ময়
৭:২৮- ২৯	৭:২৮- ২৯	৭:২৮- ২৯	৭:২৮- ২৯	৭:২৮- ২৯

পাঠ চক্র তিন

অনুচ্ছেদ বরাবরে মূল গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য অনুস্মরণ।

এটি একটি পাঠ নির্দ্দেশক টীকা যার অর্থ আপনি, আপনার নিজস্ব বাইবেল অনুবাদের জন্য দায়ী। আমাদের প্রত্যেককেই অবশ্যই নিজ আলোকে বিচরণ করতে হবে। আপনি, বাইবেল এবং পবিত্র আত্মা অনুবাদে অগ্রগণ্য। আপনি অবশ্যই তা টীকা কারের উপরে ছেড়ে দেবেন না।

অধ্যয়নটি একটি মাত্র অধিবেশনেই পড়ে ফেলুন। বিষয় সমূহ চিহ্নিত করণ উপরের পাঁচটি অনুবাবেদর সঙ্গে আপনার বিষয় বিভাগ সমূহ তুলনা করুন। অনুচ্ছেদের বিভাজ্যতা অনুপ্রাণিত বিষয় নয় কিন্তু তা মূল গ্রন্থকারের অভিপ্রায় অনুসরনের চাবিকাঠি, যা হচ্ছে অনুাবাদের প্রধান বিষয় (মধ্যমনি)। প্রত্যেক অনুচ্ছেদের একটি কেবল, একটি মাত্র বিষয়ই আছে।

১. প্রথম অনুচ্ছেদ।
২. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ।
৩. তৃতীয় অনুচ্ছেদ।
৪. ইত্যাদি।

মথি লিখিত সুসমাচারের ভূমিকা ৭:১- ২৯।

এ. লূকের সম্পূর্নসদৃশ্য বক্তব্য একই অনুচ্ছেদে স্পষ্ট বক্তব্যের দ্বারা শুরু করা হয়েছে। “দয়ালু হও যেমন ...” লূক ৬:৩৬- ৩৮, ৪১- ৪২. সাধারনতঃ লুকের বিষয়ে যীশুর উপদেশের বিবরণ মথির চেয়েও সংক্ষিপ্ত কিন্তু এখানে মথি যীশুর বাক্য অনেক বেশী পরিমানে লিখেছেন।

বি. এ অধ্যায়ের মধ্যে যোগসুত্রের কতিপয় অভাব আছে, যা গ্রীক ভাষায় সচরাচর দেখা যায়, তার পদ সমূহ হচ্ছে ১,৬,৭,১৩ এবং ১৫। এটি ব্যক্তির সত্যকে স্পষ্টভাবে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরার ছিল একটি ব্যাকরণগত পন্থা। এটি পূর্ব থেকেই অনুমেয় বিষয় যে যীশুর উপদেশ ছিল একটি একত্রিকৃত মূল সূর অথবা সুগঠিত রুপরেখা। তিনি হয়তো রব্বুনিদের (গুরুদের) সাধারণ শিক্ষা কৌশল যাকে “সুতোয় গাঁথা মুক্তা” বলা হতো তিনি অনুসরণ করতেন। যদিও বিচ্ছিন বিষয়ের

মধ্যে প্রথমে কয়েকটি তাদের চারিদিকের প্রেক্ষাপটের এককসমূহের মধ্যে সম্পর্ক বিহীন মনে হয় (১) একটি ও অপরটি এবং (২) অন্য সুসমাচার ব্যবহারের সদৃশ আলোকে নিঃছিদ্র পন্থায় অনুবাদ করাই হবে উত্তম। গ্রন্থকার মথিও একটি একিভূত মূল সুর এবং সুগঠিত রূপরেখা যা সঠিকভাবে নির্দ্দিষ্ট করে যে, যীশুর শিক্ষার মধ্যে কোনটি লেখা হবে এবং কোন ধারাবাহিকতা করা হবে।

সি. ১- ১২ পদ সমূহ পূর্ববর্ত্তী প্রেক্ষাপটের সঙ্গে নিমে প্রদত্ত পদ্ধতিতে সম্পর্কযুক্ত করা সম্ভব (১) ১- ৫ পদ সমূহ ৫ঃ২০ পদের আশংকা প্রমান করে এবং ৪৮ (২) ৬ পদ ভাবশ্রবণ, অদৃশ্য প্রীতির আশংকা প্রমান করে (৩) ৭- ১১ পদ সমূহ প্রার্থনাই হচ্ছে বিশ্বাসীর উপযুক্ত উপলব্ধির চাবিকাঠি এবং (৪) ১২ পদ মহান সত্যের সংক্ষিপ্তরূপ যাতে সমস্ত রাজ্যের জনগণকে বৈশিষ্ট প্রদান করা উচিত।

ডি. এ অনুচ্ছেদটি পর্বতে দত্ত উপদেশের ন্যায় জীবনকে হাতে কলমে রঞ্জিত করে। মথি লিখিত সুসমাচারের উপরে লিখিত উহলিয়াম হেনড্রিকসনের ১- ৫ পদ এবং ৬ পদের মধ্যে সম্পর্কের অতি উত্তম আলোচনা পাওয়া যায়, "প্রভু তার শ্রোতাদের অন্যের বিচার করা থেকে বিরত থাকার জন্য সতর্ক করে আসছিলেন (১- ৫) এটিও বিচার করতে হবে (৬ পদ) অত্যাধিক সমালোচক হতে হবে না তথাপিও সমালোচক হতে হবে। বিনয়ী এবং ধৈর্য্যশীল হতে হবে, তথাপি অতিরিক্ত ধৈর্য্যশীল হতে হবে না" পৃ ৩৬০

ই. মনে রাখুন এটি সুসমাচারের উপস্থাপনা নয় কিন্তু মশীহের রাজ্যের জীবন সম্বন্ধে একটি বার্ত্তা।এর ৩টি গুরুত্ব পূর্ণ সত্য হচ্ছে (১) ধার্মিকতার পাপ (২) ঈশ্বর সমন্ধে যীশুর শিক্ষার উত্তমতা এবং (৩) যীশু এবং তার শিক্ষার আমাদের সাড়া এবং ঈশ্বরের বিচারে আমাদের সাড়া।

এফ. পর্বতে দত্ত উপদেশ সমাপ্ত হয়েছে তিনটি অথবা চারটি আহ্বান এবং সাবধান বানী নিয়ে তার দুটি পছন্দের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত যা মানবকুলের সম্মুখীন হতে হয় (৭ঃ ১৩- ২৭) (১) দুটি পথ (২) দুটিফল (৩) দুটি জীবিকা এবং (৪) দুটি ভিত্তি। সে সবই শেষ কালীন বিচারের উপরে প্রতিষ্ঠিত বর্ত্তমান কার্য সকলের সঙ্গে সম্পর্কিত।

জি. এ বিষয়টি অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে. এ পর্য্যায়ে যীশুর প্রচার ও শিক্ষার পূর্ণ সুসমাচার এ পর্যন্ত জানা যায়নি। শ্রোতাগণ এমন কি শিষ্যবর্গ সম্পূর্ণ বুঝতে পারে নাই যে যীশু ছিলেন এবং শিষ্যত্বের মূল্য যা তাতে নির্যাতনে, প্রত্যাখ্যানে এবং মৃত্যুকালে অনুসরণ করতে প্রয়োজন ছিল।

শব্দ এবং শব্দ গুচ্ছ অধ্যয়ণ।

এন, এ, এস, বি (হাল নাগাদ সংশোধিত) মূল পাঠ্য ৭ঃ১- ৫

১ তোমরা বিচার করিও না যেন বিচারিত না হও। ২ কেননা যেরুপ বিচারে তোমরা বিচার কর, সেইরুপ বিচারে তোমরাও বিচারিত হইবে এবং তোমরা যে পরিমানে পরিমাপ কর, সেই পরিমাপে তোমাদের নিমিত্ত পরিমাপ করা যাইবে। ৩ আর তোমার ভ্রাতার চক্ষে যে কুঠা আছে, তাহাই কেন দেখিতেছ, কিন্তু তোমার নিজের চক্ষে যে করিকাঠ আছে, তাহা কেন ভাবিয়া দেখিতেছ না? ৪ অথবা তুমি কেমন করিয়া আপন ভ্রাতাকে বলিবে, আইস, আমি তোমর চক্ষু হইতে কুটাগাছটা বাহির করিয়া দেই? আর দেখ তোমার নিজের চক্ষে কড়িকাট রহিয়াছে। ৫ কপটি, আগে আপনার চক্ষু হইতে কড়িকাট বাহির করিয় ফেল, আর তখন তোমার ভ্রাতার চক্ষু হইতে কুটা গাছটা বাহির করিবার নিমিত্ত স্পষ্ট দেখিতে পাইবে।

৭:১ “করোনা” এটি একটি না সূচক বাক্য সহ আজ্ঞা সূচক বর্ত্তমানকাল যার অর্থ হচ্ছে ইতোমধ্যে চলমান কাজ থেকে থেমে যাওয়া খ্রীষ্টানদের একে আপরের সমালোচনা করার প্রবনতা আছে। এ পদটি প্রায়ই উদ্ধৃত করা হয় প্রমাণ করার কজ্য যে খ্রীষ্টানদের একে অপরের বিচার করা মোটেই উচিত নয়। কিন্তু পদসমূহ ৫,৬,১৫; ১ করিন্থীয় ৫:১- ১২ এবং ১ যোহন ৪:১- ১৬ প্রমাণ করে যীশু অনুমান করছিলেন একজনের আচরণ এবং মনের গতিই হচ্ছে একটি চাবিকাঠি (উদাঃ গালা ৬:১; রোমিয় ২:১- ১১,১৪:১- ২৩; যাকোব ৪:১১- ১২)

- “বিচারক” এ গ্রীক শব্দটি হচ্ছে (আমাদের) ইংরেজী “সমালোচক” শব্দ পতঙ্গ সম্বন্ধীয় উৎস থেকে। ৫ পদের অন্তর্গত এ একই মূলের অপর একটি শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে “সর্পটি” বলে । মনে হয় এ বিষয় সমালোচনা মূলক/ সঙ্কট পূর্ণ, বিচার্য্য নৈতিক ও মানসিক দিকের ইঙ্গিত বহন করে নিজে যা করে যা স্বয়ং সংঘটিত করে তা তার চেয়েও তীব্রতর ভাবে বিচার করে।

এ বিষয় একটি পাপ বিন্যাসের উপর অপর একটি পাপ বিন্যাসের গুরুত্ব আরোপ করে। বিষয়টি কোন একজনের নিজের পাপ মাফ করে কিন্তু তা অন্যান্যদের পাপ মাফ করে না (উদাঃ ২য় সমূয়েল ১২:১- ৯)।

বিশেষ আলোচ্য বিষয়ঃ খ্রিষ্টীয়ানদের কি একজন আর একজনের বিচার করা উচিৎ ?

এ মূল বিষয়টি অবশ্যই দুভাগে আলোচনা করতে হবে। (১) বিশ্বাসীবর্গকে একে অপরের বিচার না করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে (উদাঃ মথি ৭:১- ৫; লূক ৬:৩৭,৪২, রোমীয় ২:১- ১১; যাকোব ৪:১১- ১২) (২) যা হোক বিশ্বাসীগনকে নেতাদের মূল্যায়ন করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে (উদাঃ মথি ৭:৬, ১৫- ১৬; ১ করি ১৪:২৯; থীষলনিকীয় ৫:২১; ১ তীম ৩:১- ১৩; এবং ১ যোহন ৪:১- ৬)

উপযুক্ত মূল্যায়নের জন্য কিছু বিচারের মান বা নীতি সাহায্য কারী হতে পারেঃ

১. মূল্যায়ণ হওয়া উচিত সত্যতা সমর্থনের উদ্দেশ্যে (উদাঃ ১ যোহন ৪:১- “পরীক্ষা প্রমানের লক্ষ্যে)
২. বিনয় শান্ততার মধ্যে দিয়ে মূল্যায়ণ হওয়া উচিৎ (উদাঃ গালাতীয় ৬:১)
৩. ব্যাক্তিগত উৎকর্ষের বিষয়ের উপরে অধিকতর গুরুত্বকে কেন্দ্র বিন্দু করে অবশ্যই উচিৎ হবে না
৪. মূল্যায়নের সে সব নেতৃবর্গ কে চিহ্নিত করা উচিৎ যাদের মন্ডলী অথবা জনগনের মধ্যে সমালোচনার জন্য হাত অথবা পরিচালনা ছিল না । (উদাঃ ১তীম ৩)

- “যেন বিচাররিত না হও” এ অকর্ম ক্রিয়াপদটি ছিল ঈশ্বর কে উদ্দেশ্য করে বলার একটি পথ। এটি ছিল মথিও সাধারন ভাব প্রকাশের নিমিক্ত প্রয়োজনাতিরিক্ত শব্দে প্রয়োগ গুলোর মধ্যে একটি।

খ্রিষ্টীয়ান গন তবু'ও পাপ করে থাকে (উদাঃ রোমীয় ৭:১- ২৫; ১যোহন ১:৯- ২:১) ভীষন ভাবে অন্যের সমালোচক হওয়া একটি বোকামী হয়ে দাড়ায়, যেহেতু এই একই প্রকার মারাত্মক প্রবনতা সব বিশ্বাসীবর্গের মধ্যেই আছে, এমনকি যদি একই এলাকার মধ্যে না'ও হয়।

৭:২ দুই পদের গ্রীক মূল পাঠ ছন্দঃপূর্ন কবিতার আকারে প্রতীয়মান হয়। এটি হয়তো একটি সুপরিচিত প্রবাদ বাক্য হয়ে থাকবে। প্রকৃত বিষয়টি হচ্ছে এ বর্ননাটি অন্য যে সব বিভিন্ন বিন্যাসে

এ অনুবাদকে সর্মথন করে সেই অন্য সুসমাচারে ব্যবহৃত হয়েছিল। এ পদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ন সত্য আছে যা প্রায়ই নতূন নিয়মে একেবারে পূনঃ পূনঃ বলা হয়েছিল (উদাঃ (মথিঃ ৫:৭; ৬:১৪-১৫; ১৮:৩৫; মার্ক ১১:২৫; যাকোব ২:১৩ এবং ৫:৯) বিশ্বাসী গন অন্যের প্রতি কেমন আচরন করে তা হচ্ছে ঈশ্বর তাদের প্রতি যে রুপ আচরন করেছেন তারই একটি প্রতিফলন। এ বিষয়টি বাইবেলের সত্যেও সমর্থনকে বিশ্বাসের দ্বারা বিনষ্ট অর্থে নয়। এটির অর্থ হচ্ছে, যাদের বিনামূল্যে ক্ষমা করা হয়েছে তাদের উপযুক্ত আচরন এবং জীবন যাত্রার উপরে গুরুত্ব আরোপ করার অর্থে (এ কথা বলা হয়েছে)।

৭:৩ "ধার তোমার ভ্রাতার চক্ষে যে কুটা আছে, তাহাই কেন দেখিতেছ?" পাখির বাসা তৈরী করিতে যে কুটা ব্যবহৃত হয়, তা বুঝতে শ্রেষ্ট গ্রীক লেখক গন "কুটা শব্দটি ব্যবহার করেছেন। সেজন্য আমরা গাছের গুল্মেও ছোট দ্রব্যের বিষয় বলছি যা ছোট একই প্রকার ক্ষূদ্র বস্তুর ন্যায় অকিঞ্চিৎকর।

- "কিন্তু তোমার চক্ষে যে করিকাঠ আছে, তাহা কেন ভাবিয়া দেখিতেছ না?"
- এটি একটি প্রাচ্য দেশীয় অতিরঞ্জন ছিল। "কাষ্ট খন্ডে" বলতে একটি বড় কাঠের টুকরোকে বুঝায়, একটি নির্ম্মানের কাঠ বা ঘরের চালের আড়া বুঝানো হয়েছে। যীশু প্রায়ই আধ্যাত্তিক সত্য সমূহ জ্ঞাত করতে এ অতিব যুক্তির আক্ষরিক শব্দটি ব্যবহার করতেন (উদাঃ অনুরুপ উল্লেখ মথি ৫:২৯-৩০; ১৯-২৪ এবং ২৩:২৪)।

৭:৫ "হে কপটি" এ যৌগিক শব্দটি অভিনয় জগত থেকে এসেছিল এবং মুখোশ ধারী একজন অভিনেতার সম্বন্ধে বলা হতো Òto judge Ó এবং ÒunderÓ এ দুটি গ্রীক শব্দ থেকে এসেছে । এ বিষয় একজন ব্যাক্তির এককভাবে দুই অভিনয় করার বর্ননা করতো কিন্তু সে প্রকৃত পক্ষে অন্য কেউ হয়ে থাকবে (লূক১৮:৯) এ ধরনের কাজের একটি উত্তম উদাহরন দেখা যায় দায়ূদের জীবনে (উদাঃ ২সমূয়েল ১২:১-৯) যীশু এ শব্দটি সধর্ম মত ফরিষীদের বেলায় ব্যবহার করেছিলেন, ৫:২০; ৬:২,৫,১৬; ১৫:১,৭; ২৩:১৩পদে আছে।

এ পদটি বিশ্বাসীবর্গের উপযুক্ততার সম্বন্ধে অন্য খ্রিষ্টীয়ানদের জন্য ইঙ্গিত বহন করে যখন তা প্রষন বা সহৃদয় তা সহকারে স্বধর্মম্মন্য ভাবে না করা হয়। গালাতীয় ৬:১ পদ খ্রিষটীয়ানদের উপযুক্ত আচরন এবং মনের গতি সম্বন্ধে, একে অন্যকে সংশোধনের জন্য উপকারী। মন্ডলীকে সর্বদাই তার সভ্য পদ ও নেতৃত্বের জন্য আধ্যাত্তিক ভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে এবং পরামর্শ দিতে হয়েছে।

এন, এস, বি (হাল নাগাদ সংশোধিত) মূল পাঠ ৭:৬।
৬ "পবিত্র বস্তু কুকুর দিগকে দিও না. এবং তোমাদের মুক্তা শূকরদেও সম্মূখে ফেলিও না, পাছে তাহারা পা দিয়া তাহা দলায়, এবং ফিরিয়া তোমাদিগকে আক্রমন করে"।

৭:৬ "পবিত্র জিনিষ কুকুর দিগকে দিওনা" এটি একটি -ন- সূচক বাক্যংশ সহ একটি কর্ত্তৃবাচ্য অতীত কাল যা "কখন'ও এমন কাজ করার কথা চিন্তাও করো না" এ কথার ইঙ্গিত বহন করে। The Diache , গির্জায় ব্যবহৃত একটি অতিরিক্ত গির্জার বিধান সম্বলিত বই, যে সব লোক বাপ্তিস্ম নেয় নাই যাদের প্রভুর ভোজ থেকে বাদ দেওয়া হতো (Diache ৯.৫) পদটি তাদের শিক্ষার বেলায় প্রয়োগ করা হতো। সর্বদাই প্রকৃত প্রশ্নসমূহ হয়ে দাড়িয়েছে (১) পবিত্র বস্তু সমূহ কি? (২) কাদের বেলায় "কুকুর" এবং "শূকর" শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়? "পবিত্র বস্তুসব" অবশ্যই পর্বতে দত্ত উপদেশের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করতে হবে যে শিক্ষা ছিল ঈশ্বর সম্বন্ধে, নাসরতীয় যীশুর জীবন

ও পরিচর্য্যার মধ্যে সন্নিবিষ্ট, অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে, তা ছিল সুসমাচারে কিছু লোক সম্বন্ধে "কুকুর" বা "শূকর" বলে যীশুর উল্লেখ টীকাকারদের মধ্যে ভীষন আতংকের সৃষ্টি করেছিল। যীশু যে সমাজের কথা বলেছিলেন সেখানে উভয় প্রাণীই ছিল কলুষিত বিদ্বেষপূর্ণ এবং বিকর্ষী ও বিরক্তিকর। এসব শব্দ কাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে সে সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়েছে। যীশু জীবনে এ বিষয়টি হয়তো স্বধার্মিক ইহুদী নেতাদের এবং বেদনা বোধহীন ও উদাসীন পলেষ্টীয় রোকদের সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়ে থাকবে।

এ বিষয়টি হতে পারে ইহুদী নেতৃত্ব এবং যীরুশালেমের জনতা কর্তৃক যীশুকে পরিত্যাগ এবং তার মৃর্ত্যুর সম্বন্ধে ভাববানীর উল্লেখ। যাহোক এ বিষয়টি মন্ডলীর জীবনে ততটা স্পষ্ট নয় যে এ কথা সবার সম্বন্ধে বলা হচ্ছে। উইলিয়াম হেনড্রিকসেন মথি লিখিত সুসমাচারের উপরে তার টীকায় লিখেছেন, "উদাহরন স্বরুপ এর অর্থ হচ্ছে যে যারা ভ্রুকুটী করে থাকে তাদের কাছে যীশুর শিষ্যগন যেন অবশ্যই নিরন্তর সুসমাচারের বার্ত্তা তুলে না ধরেন।" *(পৃ: ৩৫৯) এর একটি উদাহরন মথি* ১০:১৪ পদে লিখিত হয়েছে, "তোমরা তোমাদের পায়ের ধুলা ঝাড়িয়া ফেলিও" (উদা: প্রেরিতদের কার্য্যাবলী ১৩:৫১ এবং ১৮:৫-৬)

- 'মুক্তা" প্রাচীন পৃথিবীতে এসব ছিল খুবই মূল্যবান।

এন, এ, এস, বি (হাল নাগাদ সংশোধিত) মূল পাঠ ৭:৭-১১।
৭"যাঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষন কর পাইবে; দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে। ৮কেননা যে কেহ যাঞা করে, সে গ্রহন করে; এবং যে অন্বেষন করে সে পায়; আর যে আঘাত করে, তাহার জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে। ৯তোমাদের মধ্যে এমন লোক, কে যে, আপন পুত্র রুটি চাইলে তাকে পাথর দিবে, ১০কিংবা মাছ চাইলে, তাকে সাপ দেবে? ১১অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি তোমাদের সন্তান দিগকে উত্তম দ্রব্য দান করিতে জান, তবে ইহা কতক অধিক নিশ্চয় যে, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা, যাহারা তাঁহার কাছে যাঞ্চা করে, তাহাদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিবেন।"

৭:৭"যাঞা কর ... অন্বেষণ কর ... দ্বারে আঘাত কর" এসব হচ্ছে বর্ত্তমান আজ্ঞাসূচক বাক্য সব, যা অভ্যাসগত, জীবন ধারী নিয়ন্ত্রনের কথা বর্ননা করে। (উদা: দ্বিতীয় বিবরন ৪:২৯; যিরমীয় ২৯:১৩) একজনের (মানুষর) ঈশ্বরের সাড়া দেওয়া আচরনের স্বভাবের সঙ্গে ভালভাবে স্বীয় ভারসাম্য বজায় রাখা গুরুত্ব পূর্ণ। বিশ্বাসীবর্গের জন্য যা মঙ্গল জনক নয় তা করতে তারা ঈশ্বরের প্রতি বল প্রয়োগ করতে পারে না।
যা হোক, একই সময়ে তারা স্বর্গীয় পিতার নিকটে তাদের চাহিদা উপস্থাপন করতে পারে। যীশু সেইরুপ প্রার্থনাই তিনবার গেৎসীমানী বাগানে বসে জানিয়ে ছিলেন। (উদা: মার্ক ১৫:৩৬, ৩৯,৪১; মথি ২৬:৩৯,৪২,৪৪) পৌল'ও তার মাংসের মধ্যে কন্টকের জন্যে তিনবার প্রার্থনা জানিয়ে ছিলেন (উদা: ২করিন্থীয় ১২:৮) কিন্তু কেউ একজন তার প্রার্থনার বিষয়ে নির্দ্দিষ্ট উত্তর পায় সেটাই বড় বিষয় নয় কিন্তু তিনি যে পিতার সঙ্গে সময় কাটান সেটাই মহৎ বিষয়।
৭:৮-১০ অটল থাকা গুরুত্ব পূর্ন (উদা: লূক ১৮:২-৮) যা হোক এত অনিচ্ছুক ঈশ্বরকে বাধ্য করা হয় না কিন্তু তাতে আগ্রহের মান এবং ব্যাক্তির আগ্রহ এবং সংশ্রব প্রকাশ পায়। না বহু বাক্য না পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা এর কোনটাই যা কার'ও সর্বোত্তম স্বার্থ নয়, তা দিতে দিতে পিতাকে কেউ হা

প্রেরনা যোগাতে পারবে না। প্রার্থনার মাধ্যমে, বিশ্বাসীগন যা পেয়ে থাকে তা হলো একটি বর্ধিষঞ্চু সম্পর্ক এবং ঈশ্বরে উপরে নির্ভরশীলতা।

৭ঃ ৯-১০ যীশু প্রার্থনার রহস্য বর্ননা করতে পিতা এবং পুত্রের অনুরুপতা প্রয়োগ ব্যবহার করেছেন। মথি দুটি উদাহরন দিচ্ছেন অন্য পক্ষে লূক দিচ্ছেন তিনটি (উদাঃ লূক ১১ঃ১২) সমস্ত উদাহরনের বিষয় ছিল ঈশ্বর বিশ্বাসী গনকে "উত্তম দ্রব্য" দিয়ে থাকেন। লূক এ "উত্তমের" সংজ্ঞা দিয়েছেন "পবিত্র আত্মা" বলে (উদাঃ লূক ১১ঃ১৩) আমাদের পিতা সবচাইতে মন্দ কাজ প্রায়ই যা করতে পারতেন তা হলো আমাদের অনুপোযুক্ত স্বার্থপর প্রার্থনার উত্তর প্রদান। এ তিনটি উদাহরন হচ্ছে কোন কিছুর উপরে কৌশল প্রয়োগ, সে সব একই রকম বলে মনে হয়ঃ পাথর রুটির মত, মাছ বা মাছের মত এবং ডিম কোঁকড়ানো, বিবর্ণ বিছার মত।

৭ঃ১১ "অতএব তোমরা যদি" এটি একটি প্রথম শ্রেনীর শর্ত সাপেক্ষ বাক্য যা গ্রন্থকারের যথানুপাতিক বা তার আক্ষরিক উদ্দেশ্যের জন্য সত্য বলে অনুমিত হয়। বরং তির্য্যকভাবে সমস্ত পাপী লোকদের জন্য একটি সমর্থন। (উদাঃ রোমীয় ৩ঃ৯, ২৩) এর বৈপরিত্য হচ্ছে একটি মন্দ মনুষ্য এবং স্নেহময় পূর্ণ ঈশ্বরের মধ্যের পার্থক্য। ঈশ্বর তার আচরন মনুষ্য পরিবারের মধ্যে দিয়ে প্রমান করেন। "যাহারা তাঁহার কাছে যাঞ্চা করে, তাহাদিগকে উত্তম দ্রব্য দান করিবেন" লূক ১১ঃ১৩ পদে যে সাদৃশ্য আছে তা হচ্ছে "উত্তমের" স্থানে "পবিত্র আত্মা" লূক লিখিত সুসমাচারে কোন আর্টিকেল নেই, অতএব এর অর্থ পবিত্র আত্মা কর্তৃক প্রদত্ত "অনুগ্রহ দান" হতে পারতো। এটি অব্যর্থ মূল গ্রন্থ হিসাবে ব্যবহার করা যায় না, যে কেউ অবশ্যই ঈশ্বরকে পবিত্র আত্মার জন্য প্রার্থনা জানাতে পারেন, কারন শাস্ত্রের মধ্যে প্রচন্ড ধাক্কা সহকারে বলা হয়েছে যে পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীগনের মুক্তিতে বসবাস করে। (উদাঃ রোমীয় ৮ঃ৯ এবং গালাতীয় ৩ঃ২,৩,৫,১৪) তথাপি একটি অর্থ, একটি অনুভূতি আছে, পবিত্র আত্মা পূরন কর, যা বিশ্বাসীগনের মননের উপরে প্রতিষ্ঠিত তা পুনরা বৃত্তি যোগ্য।

এন, এ, এস, বি (হাল নাগাদ সংশোধিত) মূল পাঠ ৭ঃ১২।
১২"অতএব সর্ব বিষয়ে তোমরা যাহা যাহা ইচ্ছা কর যে, লোকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও তাহাদের প্রতি সেইরুপ করি'ওঃ কেননা ইহাই ব্যবস্থা এবং ভাববানী গ্রন্থের সার।"

৭ঃ১২ এটিকে প্রায়ই স্বর্ণ সুত্র বরা হয়েছে (উদাঃ লূক ৬ঃ৩১) সার বক্তব্য এ অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, বিশ্বাসীগন নতুন অন্তঃকরন বিশিষ্ট রাজ্যের লোক (প্রজা)।এটি একটি আত্ম কেন্দ্রিক পূর্ণ পতিত মানবের সাড়া। যীশু ছিলেন একটি মাত্র ব্যাক্তি যিনি এ প্রবাদ বাক্য টি যথার্থ রুপে বনর্না করে ছিলেন, যদিও এর বিপরীত (প্রবাদ) রব্বুণী (অধ্যাপক) দের রেখা থেকে জানা ছিল (উদাঃ Tobit 4:15 and Rabbi Hillel, found in the Talmud, b Shabbath 31a, and philo of Alexandria). এ বিষয়টি একটি অনুপোযুক্ত আত্ম মূল্যের উপরে জোরাল প্রকাশ নয় কিন্তু তা হচ্ছে বিশ্বাসীগন খ্রিষ্টেতে কারা, তা জানার বিষয়ে এবং উত্তম বাক্য ও সেই শান্তি এবং ধার্মিকতা বোধ, যীশুর নামে কোন একজন সহযোগী মানুষের মধ্যে অন্তরে অভিক্ষেপন। এর প্রয়োজন আছে যে, মানুষ যা ভাল বলে মনে করে তাই করে, যা অন্যায় কাজ করা থেকে বিরত থাকার চেয়ে'ও অনেক ভাল।

- “কেননা ইহাই ব্যবস্থা এবং ভাববানী গ্রন্থের সার।” ব্যবস্থা এবং ভাববানী হচ্ছে, ইব্রীয় ভাষায় যে সব বই প্রামান্য বলিয়া স্বীকৃত বা যাজকীয় অনুসনের বিধান এবং নিয়মের তিনটির মধ্যে দুটি বিভাগের নাম। এটি ছিল হিব্রুভাষার সংক্ষিপ্ত বাগ বৈশিষ্ট্য, সমস্ত পুরাতন নিয়মে যার উল্লেখ আছে (উদঃ ৫:১৭)।

ইহা গুরুত্বপূর্ন যে পুরাতন নিয়ম যে সকল বিষয় দাবি করে তা মোটামুটি বর্ননা করে যীশু একটি সংক্ষিপ্ত উক্তি করেছিলেন (তুলনা করুন মথি ২২ঃ ৩,৪- ৪০; মার্ক ১২ঃ ২৮- ৩৪) প্রথম শতাব্দীর একজন ইহুদীর নিকট এই উক্তিটি চূড়ান্তভাবে বিতর্কিত হতো (রোমিয় ১৩:৯)।

এন.এস.বি (হালনাগাদ) পদঃ ৭ঃ ১৩- ১৪
[১৩]“সঙ্কীর্ন দ্বার দিয়া প্রবেশ কর; কেননা সর্ব্বনাশে যাবার দ্বার প্রশস্ত ও পথ পরিসর এবং অনেকেই তা দিয়ে প্রবেশ করে; [১৪]কেননা জীবনে যাবার দ্বার সঙ্কীর্ন ও পথ দুর্গম ও এবং অল্প লোকেই তাহা পায়।”

৭ঃ ১৩ এই পদটি কি অর্থ প্রকাশ করেঃ (১) একটি দ্বার দিয়ে প্রবেশ করা এবং তারপর একটি পথে হাটা; অথবা (২) একটি পথ দিয়ে হাটা যা একটি দ্বারের নিকট পৌছায়; অথবা (৩) ইহা কি ইহুদী উপমার একটি উদাহরন? প্রকৃত সত্য এই যে একটি দ্বার সর্বপ্রথম দেখা যায় এবং তারপর একটি পথ এ অর্থ প্রকাশ করে যে ইহা যীশুর শিক্ষার মাধ্যমে একটি ব্যক্তিগত পথে ঈশ্বরকে জানার জন্য একজনের আসা এবং তারপর একটি রাজ্যে জীবন যাপন করা । কতগুলো সন্দেহ এখানে বাইবেলে উল্লেখিত পরিত্রাণকে তিনভাগে বিভক্ত দৃষ্টিভঙ্গির কারন অথবা উৎসরুপে গন্য হতে পারে (১) প্রাথমিক বিশ্বাস এবং অনুতাপ (২) খ্রীষ্টের মত জীবনযাত্রা (৩) শেষকালীন সর্ব্বোচ্চ সীমা। এই উপমা লুক ১৩:২৩- ২৭ এর অনুরূপ।

- “সঙ্কীর্ন দ্বার” এই প্রকার প্রবাদগত সত্য ঐতিহ্যগতভাবে “দুটি পথ” হিসাবে পরিগনিত হয়েছে। (দ্বিতীয় বিবরন ৩০ঃ ১৫,১৯; গীতসংহিতা ১; হিতোপদেশ ৪ঃ ১০- ১৯; যিশাইয় ১:১৯- ২০ এবং যিরমিয় ২১:৮)। ইহা সনাক্ত করা কঠিন যীশু কাদের সাথে কথা বলতেছিলেনঃ (১) শিষ্যদের সাথে (২) ফরিশীদের সাথে, অথবা (৩) সমবেত লোকদের সাথে। এই সর্বজনীন প্রসঙ্গটি এই অর্থপ্রকাশ করতে পারে যে এই পদটি ৫:২০ এবং ৫:৪৮ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই যদি হয়, তাহলে এই অর্থ হতে পারে যে ফরিসীয় আইনের চুলচেরা অনুসরনের মত, দ্বারের সীমাবদ্ধ প্রকৃতির অনেকগুলো আইন ছিল না, কিন্তু জীবনযাপনের ভালবাসা খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্ক হতেই প্রবাহিত। খ্রীষ্টের অবশ্যই কতগুলো নিয়ম রয়েছে (তুলনা করুন ১১ঃ ২৯- ৩০), কিন্তু তা একটি পরিবর্তিত হৃদয় হতে প্রবাহিত হয়। আমরা যদি এই পদটি একটি ইহুদী ধর্মবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিতে চিন্তা করি (তুলনা করুন ৬:৭, ৩২), তাহলে ইহা পরিত্রাতা হিসেবে যীশুতে (দ্বার) এবং প্রভুতে (পথ) বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কিত করে।

মথি ৭:১৩- ১৪ দিয়ে শুরু করে ধর্মপরায়ন ব্যক্তিদের সম্পর্কে একটি ধারাবাহিক তুলনা রয়েছেঃ (১) ধর্মীয় কর্তব্য পালনের দুইটি পথ(১৩- ১৪); (২) দুই প্রকারের ধর্মীয় নেতা (১৫- ২৩); এবং (৩) ধর্মীয় জীবনের দুইটি ভিত্তি (২৪- ২৭)। প্রশ্নটি এই নয় যে যীশু কোন প্রকার ধর্মপরায়ন লোকদের নির্দেশ করেছেন কিন্তু নির্দেশ করেছেন কিভাবে ধর্মপরায়ন লোকেরা ঈশ্বরের ইচ্ছার সম্পর্কে তাদের উপলব্ধির প্রতি সাড়া প্রদান করে। কিছু কিছু লোক অন্যান্য লোকদের নিকট হতে তাৎক্ষনিক প্রশংসা এবং পুরস্কার লাভের জন্য ধর্মকে পোষাকের মত ব্যবহার করে। ইহা হোল একটি ‘আমি’ এবং ‘এখন’ কেন্দ্রীভূত জীবনপ্রণালী (তুলনা করুন যিশাইয় ২৯:১৩; কলসীয় ২ঃ ১৬- ২৩)। ঈশ্বরের

বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ রাজ্যের জন্য প্রকৃত শিষ্যেরা যীশুর বাক্যগুলোর আলোকে তাদের জীবন সাজায়।

- "কেননা সর্ব্বনাশে যাইবার দ্বার প্রশ্বস্থ ও পথ পরিসর" "পথ" হতে পারেঃ (১) জীবনযাত্রার একটি রূপক সরূপ এবং (২) মন্ডলীর সর্বপ্রথম নাম (তুলনা করুন প্রেরিত ৯:২; ১৯:৯,২৩; ২২:৪; ২৪:১৪,২২; ১৮:২৫-২৬)। এই পদটি এই অর্থ প্রকাশ করে যে পরিত্রান এমন একটি সহজ সিদ্ধান্ত নয় যা সংস্কৃতির মূলস্রোতের সাথে সময়োপযোগী হয়, কিন্তু জীবনের একটি চূড়ান্ত পরিবর্তন যা ঈশ্বরের নীতিগুলোর প্রতি বাধ্যতা সৃষ্টি করে। প্রকৃত অবস্থা হল যে একটি পথ যা সর্বনাশের দিকে নিয়ে যায় তা ঐ সকল লোকদেরকে চূড়ান্ত পরিনতি দেখিয়ে দেয় যারা ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করে জীবন যাপন করে না। কখনও কখনও তাদেরকে খুব ধর্মপরায়ন মনে হয় (তুলনা করুন যিশাইয় ২৯:১৩; মথি ৭:২১-২৩ কলসীয় ২:২৩)।

৭:১৪ "সহজ বিশ্বাস-বাদ" এর দিনে এটি একটি প্রয়োজনীয় সাম্যতা। এখানে বলা হচ্ছে না যে খ্রীষ্টধর্ম মানুষের কঠোর প্রচেষ্টার উপর নির্ভরশীল, বরং বিশ্বাসপুর্ন জীবন অত্যাচার দ্বারা পুর্ন হবে। এই পদে উল্লেখিত "সরু" শব্দটি নুতন নিয়মের "যন্ত্রনা" অথবা "নির্যাতন" এর মত শব্দগুলোর একই মূল প্রকাশ করে। এই গুরুত্বারোপ মথি ১১:২৯-৩০ এর ঠিক বিপরীত। এ দুটি শব্দকে "দ্বার" এবং "পথ" হিসাবে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। ঈশ্বরের বিনামুল্যে দান হিসাবে যীশুর মধ্য দিয়ে আমরা ঈশ্বরের কাছে আসি (তুলনা করুন রোমীয় ৩:২৪; ৫:১৫-১৭; ৬:২৩; ইফিষীয় ২:৮-৯)। কিন্তু যখণ একবার আমরা তাকে জানতে পারি, তা হয় মহামুল্যবান মনিমুক্তার মত এবং তাকে অনুসরন করার জন্য আমরা আমাদের যা কিছু আছে তা বিক্রি করি। পরিত্রান নিঃসন্দেহে বিনামূল্যে পাওয়া যায় কিন্তু এর মূল্য হল সবকিছু যা আমাদের রয়েছে এবং আমরা।

"অল্প লোকেই তাহা পায়" এ'শব্দ সমষ্টিটিকে মথি ৭:১৩ এবং লুক ১৩:২৩-২৪ এর সাথে তুলনা করা উচিত। প্রশ্ন হল "অনেকে কি পরিত্রান পাওয়ার পরিবর্তে হারিয়ে যেতে চলেছে?" পদটি কি এ'সংখ্যাবিষয়ক পার্থক্য শিক্ষা দেয়?

এন.এস.বি (হাল নাগাদ) পদ ৭:১৫-২০

[১৫]ভাক্ত ভাববাদিগন হইতে সাবধান; তাহারা মেষের বেশে তোমাদের নিকটে আইসে, কিন্তু অন্তরে গ্রাসকারী কেন্দুয়া। [১৬]তোমরা তাহাদের ফল দ্বারাই তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে। লোকে কি কাঁটাগাছ হইতে দ্রাক্ষাফল, কিম্বা শিয়ালকাঁটা হইতে ডুমুরফল সংগ্রহ করে?" [১৭]সেই প্রকারে প্রত্যেক ভাল গাছে ভাল ফল ধরে কিন্তু মন্দ গাছে মন্দ ফল ধরে। [১৮]ভাল গাছে মন্দ ফল ধরিতে পারে না। [১৯]যে কোন গাছে ভাল ফল ধরে না, তাহা কাটিয়া আগুনে ফেলিয়া দেওয়া যায়। [২০]অতএব তোমরা উহাদের ফল দ্বারাই উহাদিগকে চিনিতে পারিবে।

৭:১৫ "ভাক্ত ভাববাদিগন হতে সাবধান" এটি বর্তমান কালের জন্য আদেশ। যীশু মাঝে মাঝে ভাক্ত ভাববাদিগনের বিষয়ে কথা বলতেন (তুলনা করুন মথি ২৪:৪,৫,১১,২৩-২৪; মার্ক ১৩:২২)। ভাক্ত ভাববাদিদেরকে চিহ্নিত করা সবসময় একটি কঠিন কাজ কারন সাধারনত তাদের প্রদত্ত শিক্ষায় সত্যের কোন কোন উপাদান থাকতে পারে, এবং তাদের উদ্দেশ্য কোন ব্যক্তি সবসময় বুঝতে নাও পারে। সেজন্য এটি একটি সমস্যা মূলক প্রশ্ন কিভাবে বিশ্বাসীবর্গ নিশ্চিত হবেন কারা

ভাক্ত ভাববাদি। মূল্যায়নের জন্য যে'সকল উপাদানকে বিবেচনা করতে হবে তা'হোলঃ (১) দ্বিতীয় বিবরন ১৩:১- ৩ এবং ১৮:২২; (২) তীত ১:১৬ এবং ১ যোহন ৪:৭- ১১; এবং (৩) ১ যোহন ৪:১- ৩। এ নীতির উপর ভিক্তি করে, খ্রীষ্টিয়ানগন তাদের মূল্যায়ন করতে সমর্থ । ১৫ হতে ২০ পর্যন্ত পদগুলো ফল পরীক্ষার বিষয়ের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে, যখন একই অধ্যায়ের ২১- ২৩ পদগুলো সে'সকল লোকদের নির্দেশ করে যারা ভাল ফল ধরে বলে মনে হয় কিন্তু ঈশ্বরের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নাই। একটি দ্বার এবং একটি পথ উভয়ই রয়েছে; কিন্তু একটি প্রাথমিক বিশ্বাস এবং বিশ্বাসের জীবন উভয়ই।

- "তারা মেষের বেশে তোমাদের কাছে আসে, কিন্তু অন্তরে গ্রাসকারী কেন্দুয়া" কেন্দুয়া হল মেষের ঐতিহ্যগত শত্রু (তুলনা করুন মথি ১০:১৬; প্রেরিত ২০:২৯)। এর অর্থ হল যে পথটির একটি কঠিন দিক হল যা জীবনের দিকে নিয়ে যায় তা হল যে কিছু লোক রয়েছে যারা অসত্য শিক্ষা বা বানীর মাধ্যমে আমাদেরকে ভূল পথে চালাতে চেষ্টা করে (তুলনা করুন ইফিসীয় ৪:১৪)। ভাক্ত ভাববাদিগনের জন্য সাধারনত এই বানীতে কিছু ব্যক্তিগত সুবিধা থাকবে। তাদেরকে অত্যন্ত ধর্মপরায়ন মনে হয়। ২১ পদ থেকে ২৩ পদ পর্যন্ত পদগুলো দেখিয়ে দেয় কিভাবে কেন্দুয়াগুলোকে মেষের মত দেখাতে পারে।

৭:১৬ "তোমরা ওদের ফল দ্বারাই ওদেরকে চিনতে পারবে" মথি লিখিত সুসমাচারে এ উপমাটি অদ্বিতীয়। এটি ভবিষ্যতের জন্য একটি নির্দেশ যা বর্তমান কালে একটি আদেশ হিসাবে ব্যবহৃত (আরো দেখুন ২০ পদ)। "জ্ঞান" শব্দটি জোরালো, যা প্রকাশ করে যে বিশ্বাসীগন ভাক্ত ভাববাদিগনকে চিনতে পারবে এবং অবশ্যই চিনতে হবে। আমরা তাদেরকে তাদের জীবনযাত্রার অধিকার এবং তাদের ধর্মীয় মতবাদ সংক্রান্ত শিক্ষা দ্বারা চিনতে পারি। কখনও কখনও প্রশ্ন করা হয়েছে এ'সবের কোন বিষয়টি একজনের ফল তৈরী করে, যখন প্রকৃত পক্ষে উভয় বিষয় (১) তাদের শিক্ষা (তুলনা করুন দ্বিতীয় বিবরন ১৩:১- ৩; ১৮:২২; লুক ৬;৪৫; ১ যোহন ৪:১- ৩); এবং (২) তাদের কাজসমূহ (তুলনা করুন লুক ৩:৮- ১৪; ৬:৪৩- ৪৬; যোহন ১৫:৮- ১০;ইফিষীয় ৫:৯- ১২; কলসীয় ১:১০; তীত ১:১৬; যাকোব ৩:১৭- ১৮; ১যোহন ৪:৭- ১১) সম্পন্ন করে।

৭:১৯ যেহেতু ৩:১০ এর এই শব্দসমষ্টি যোহন বাপ্তাইজক ব্যবহার করেছেন, অনেকে বিশ্বাস করেন এটি ছিল একটি সর্বজনীন প্রবাদবাক্য।

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) পদঃ ৭:২১- ২৩

[২১]যারা আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু বলে, তারা সকলেই যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে এমন নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে সে পাবে। [২২]সেদিন অনেকে আমাকে বলবে, হে পভু, হে প্রভু আপনার নামেই আমরা কি ভাববানী বলি নাই? আপনার নামেই কি ভূত ছাড়াই নাই? আপনার নামেই কি অনেক পরাক্রম কার্য্য করি নাই? [২৩]তখন আমি তাহাদেরকে স্পষ্টই বলব আমি কখনও তোমাদেরকে চিনি নাই; হে অধর্মচারীরা, আমার নিকট হতে দূর হও।

৭:২১ "যারা আমাকে বলে তারা সকলেই নয়" এটি একটি বর্তমান কর্তৃবাচক বিশেষন যা বিরতিহীন কাজ সম্পর্কে কথা বলে। তারা এ সকল শব্দগুলো বারবার বলত।

- "প্রভু, প্রভু" ইহুদী আইনজ্ঞগন বলতেন যে একটি নামের দ্বিরুক্তি আবেগ প্রকাশ করে (তুলনা করুন আদি প্রস্তক ২২: ১১)।

❑ "কুরিওস (Kurios) " গ্রীক শব্দটি প্রথম শতাব্দীতে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হত। এর সহজ অর্থ হতে পারত (১) "মহাশয়" (২) "প্রভু"; (৩) মালিক; অথবা (৪) "ভুস্বামী"। কিন্তু ধর্মীয় মতবাদের পরিপ্রেক্ষিতে, ইয়াহোয়ে (YHWH) নামের পুরাতন নিয়মের অনুবাদ থেকে উদ্ভুত এর সম্পুর্ন অর্থ দিয়ে সাধারনত এর ব্যখ্যা দেয়া হয় (তুলনা করুন অদিপুস্তক ২২:১১)

এ পরিপ্রেক্ষিতে এসকল লোকেরা যীশুর সম্পর্কে একটি ধর্মতাত্ত্বিক উক্তি করে থাকত, কিন্তু তাঁর সাথে একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল না। যীশুর পরিচর্যা কাজের প্রাথমিক স্তরে এটি জানাতে পারা কঠিন ছিল এ'শব্দটির উপর কি পরিমান ধর্মতাত্ত্বিক গুরুত্ব সংযুক্ত। পিতরও এটিকে যীশুর জন্য একটি ধর্মতাত্ত্বিক উপাধি হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। (তুলনা করুন লুক ৫:৮) যেমন করেছিলেন লুক ৬:৪৬ -য়ে, যেখানে যীশু একজনের মৌখিক ঘোষনাকে বাধ্যতার সাথে সংযুক্ত করেন। যাহোক, এ পরিপ্রেক্ষিতে দৃশ্যটি হল শেষ সময়ে অর্থাৎ যীশুর দ্বিতীয় আগমনের সময়ে এসকল ভাক্ত ভাববাদিগনকে বিচারে আনা হবে।

বিশেষ আলোচ্য বিষয়ঃ স্বধর্ম ত্যাগ (এ্যফিসন্ট্যামি)

গ্রীক শব্দ এ্যাফিস্ট্যামি (স্বধর্ম ত্যাগ) এর একটি বড় অর্থ রয়েছে। যাহোক, ইংরেজী শব্দ "ধঢ়ড়ংঃধংু" একটি গ্রীক শব্দ থেকে উদভূত হয়েছে এবং আধুনিক পাঠকগনের কাছে এর ব্যবহারকে পক্ষপাতদুষ্ট করে। সব সময়েই এটি একটি চাবিস্বরূপ, কিন্তু একটি বর্তমান সময়ের সংজ্ঞা নয়। এটি একটি যৌগিক শব্দ যা "ধঢ়ড়চ অব্যয়ের সাথে যুক্ত, যার অর্থ হোল "থেকে" অথবা "কোন কিছু থেকে দূরে" এবং যরংঃধসর শব্দটির অর্থ হল "বাসা", "দাঁড়ানো", অথবা"দৃঢ় করা"। নিম্নে উল্লেখিত (অ- ধর্মতাত্ত্বিক) ব্যবহারগুলো লক্ষ্য করুন।

১। শারিরীকভাবে চলে যাওয়া

(ক) মন্দির হতে , লুক ২:৩৭

(খ) একটি বাড়ি হতে, মার্ক ১৩:৩৪

(গ) এক ব্যক্তি হতে, মার্ক ১২:১২, ১৪:৫০ প্রেরিত ৫:৩৮

(ঘ) সমস্ত কিছু হতে, মথি ১৯:২৭,২৯।

২। রাজনৈতিকভাবে চলে যাওয়া, প্রেরিত ৫:৩৭

৩। আত্মীয়ভাবে চলে যাওয়া প্রেরিত ৫:৩৮; ১৫:৩৮; ১৯:৯; ২২:২৯

৪। চলে যাওয়া (বিবাহ বিচ্ছেদ) দ্বিতীয় বিবরন ২৪:১,৩ (৭০) এরবং নতুন নিয়ম মথি ৫:৩১, ১৯:৭; মার্ক ১০: ৪,১ করিন্থীয় ৭:১১

৫। ধার দুর করা, মথি ১৮:২৪

৬। পরিত্যাগ করে সম্পর্ক শুন্যতা দেখানো মথি ৪:২০’ ২২:২৭’ যোহন ৪:২৮’ ১৬:৩২

৭। পরিত্যাগ না করে সম্পর্ক দেখানো, যোহন ৮:২৯’ ১৪:১৮

৮। অনুমতি প্রদান করা, মথি ১৩:৩০’ ১৯:১৪’ মার্ক ১৪:৬; লুক ১৩:৮

ধর্মতাত্ত্বিকভাবে ক্রিয়াপদটির একটি ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে;

১। বাদ দেওয়া, ক্ষমা করা, পাপের অপরাধ মার্জনা করা, যাত্রা ৩২:৩২; গননা ১৪:১৯, ইয়োব ৪২:১০ এবং নতুন নিয়ম, মথি ৬:১২, ১৪- ১৫, মার্ক ১১:২৫- ২৬ - এর গ্রীক অনুবাদ (ঞযব ঝবঢ়ঃঁধমরহঃ) হতে।

২। পাপ করা থেকে বিরত থাকা, ২য় তীমথিয় ২:১৯

৩। যে সকল বিষয় থেকে দূরে থাকাটা অবহেলা করতে হবে তা হলঃ

(ক) নিয়ম, মথি ২৩:২৩; প্রেরিত ২১:২১

(খ) বিশ্বাস, যিহিস্কেল ২০:৮ (গ্রীক অনুবাদ); লুক ৮:১৩; ২ থিষলনীকীয় ২:৩; ১তীমথিয় ৪:১, ইব্রীয় ৩:১২

আধুনিক বিশ্বাসীরা এমন অনেক ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্ন করেন যা নূতন নিয়মের লেখকগন কখনও চিন্তা করেন নাই। বিশ্বাসকে বিশ্বস্ততা থেকে আলাদা করার জন্য এদের মধ্যে হয়ত একটি আধুনিক প্রবনতার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করত।

ঝাইবেলে এমন অনেক ব্যক্তি রয়েছেন যারা ঈশ্বরের লোকদের সাথে অর্ন্তভূক্ত এবং কিছু ঘটনা ঘটে।

১। পুরাতন নিয়ম

(ক) কোরহ, গননা ১৬

(খ) এলির পুত্ররা, ১ সমুয়েল ২,৪

(গ) শৌল, ১ সমুয়েল ১১- ৩১

(ঘ) ভাক্ত ভাববাদিগন (উদাহরনসমূহ)

১। দ্বিতীয় বিবরন ১৩:১- ৫, ১৮:১৯- ২২

২। যিরমিয় ২৮

৩। যিহিস্কেল ১৩:১- ৭

(ঙ) ভাক্ত ভাবাদিনীগন

১। যিহিস্কেল ১৩:১৭

২। নহিমিয় ৬:১৪

(চ) ইস্রায়েলের খারাপ নেতারা (উদাহরনসমূহ)

১। যিরমিয় ৫:৩০- ৩১; ৮:১- ২; ২৩:১- ৪

২। যিহিস্কেল ২২:২৩- ৩১

৩। মীখা ৩:৫- ১২

২।　　নূতন নিয়ম

(ক) এই গ্রীক শব্দটি আক্ষরিকভাবে হল ধঢ়ড়ংঃধংুব পুরাতন নিয়ম এবং নূতন নিয়ম উভয়ই যীশুর দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে খারাপ

এবং অসত্য শিক্ষার প্রচন্ডতাকে নিশ্চিত করে। (তুলনা করুন মথি ২৪:২৪, মার্ক ১৩:২২; প্রেরিত ২০:২৯,৩০; ২ থিষলনীকীয় ২:৩,৯-১২; ২ তীমথিয় ৪:৪)। এ গ্রীক শব্দটি বিভিন্ন প্রকারের ভূমির উপমাতে যীশুর কথাকে প্রতিফলিত করে যা লুক ৮:১৩ তে পাওয়া যায়। এ সকল ভাক্ত শিক্ষকগন সুস্পষ্ট ভাবে খ্রীষ্টিয়ান নয়, কিন্তু তারা খ্রীষ্টিয় সমাজ হতেই এসেছিল (তুলনা করুন ২০:২৯-৩০; ১যোহন ২:১৯); যাহোক তারা সত্যকে এবং বিশ্বাসীগনকে ভূলাতে এবং বলপূর্বক বন্দী করতে সমর্থ, কিন্তু তারা অবিস্মরনীয় (ইব্রীয় ৩:১২)।

ধর্মতাত্বিক প্রশ্নটি হল ভাক্ত শিক্ষকগন কি কখনও বিশ্বাসী ছিল? এর উত্তর দেওয়া কঠিন কারন স্থানীয় মন্ডলী গুলিতে ভাক্ত শিক্ষকেরা ছিল (তুলনা করুন ১ যোহন ২:১৮-১৯)। কখনও কখনও আমাদের ধর্মতাত্বিক অথবা ধর্মীয় সম্প্রদায়গত ঐতিহ্য বাইবেলের বিশেষ পদসমূহের উল্লেখ ছাড়া এ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে (বাইবেল থেকে কোন পদ উল্লেখ করে যদি প্রমান করা না হয় তবে তা দ্বারা কারো পক্ষপাতিত্ব প্রমান হবে)।

(খ) আপাত বিশ্বাস

১.　যুদাস, যোহন ১৭:১২

২.　শিমোন ম্যাগনাস, প্রেরিত ৮

৩.　মথি ৭:২১-২৩ পদে যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৪.　মথি ১৩:১-২৩; মার্ক ৪:১-১২; লুক ৮:৪-১০ পদে যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।

৫.　যোহন ৮:৩১-৫৯ পদে যে যিহুদীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৬.　আলেকসান্দর এবং হুমিনায়, ১ তীমথিয় ১:১৯-২০

৭.　১তীমথিয় ৬:২১ এ উল্লেখিত ব্যক্তিগন

৮.　হুমিনীয় ফিলীত, ২ তীমথিয় ২:১৬-১৮

৯.　দীমা, ২ তীমথিয় ৪:১০

১০.　ইব্রীয় ৩:৬-১০ পদে উল্লেখিত আপাত বিশ্বাসীগন।

১১.　শিক্ষকেরা, ২ পিতর ২:১৯-২১; যিহুদা ১২-১৯

১২.　খ্রীষ্টানেরা, ১ যোহন ২:১৮-১৯

(গ) ফলবিহীন বিশ্বাস

১.　মথি ৭:১৩-২৩

২.　১ করিন্থীয় ৩:১০-১৫

৩.　২ পিতর ১:৮-১১

আমরা খুব অল্প সময়েই এই পদগুলো নিয়ে চিন্তা করি কারন আমাদের ধর্মতত্ব (ক্যালভিন মতবাদ, আরমেনিয়ান মতবাদ প্রভৃতি) ক্ষমতাপূর্ন জবাব কর্তৃত্বের সাথে নির্দেশ দেয়। এ বিষয়টি উত্থাপন করার জন্য অনুগ্রহপূর্বক আমাকে দোষী সাব্যস্ত করবেন না। আমার কাছে গুরুত্বপূর্ন হল

সেই যথাযথ পদ্ধতি যে পদ্ধতিতে বাইবেলের ব্যাখ্যা করা হয়, আমাদেরকে অবশ্যই বাইবেলকে কথা বলতে দিতে হবে এবং পূর্বে স্থির করা ধর্মতত্ত্বে রূপ দিতে চেষ্টা করা উচিত নয়। কখনও কখনও ইহা কষ্টকর এবং বেদনাদায়ক কারন আমাদের ধর্মতত্ত্বের অনেক কিছুই সম্প্রদায়গত, সাংস্কৃতিক এবং আত্মীয়তা সম্পর্কিত (পিতামাতা, বন্ধু, পালক) কিন্তু বাইবেল সম্পর্কিত নয়। কিছু লোক যারা ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে রয়েছে তারা সবাই ঈশ্বরের লোক নয়।

- ❑ "স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করবে" এটি ভবিষ্যতের জন্য একটি নির্দেশ। যীশুর প্রচারের মূলবিন্দু ছিল স্বর্গরাজ্য। এটি মার্ক এবং লুক লিখিত সুসমাচারে ব্যবহৃত শব্দগুচ্ছ "ঈশ্বরের রাজ্য" এর সদৃশ। যিহুদীদের কাছে লিখবার সময়ে মথি "ঈশ্বর" শব্দটির পরিবর্তে "স্বর্গ" শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। এ পদটি একটি ভবিষ্যত রীতির অর্থ প্রকাশ করে, অপরদিকে মথি ৩:২ বর্তমান রীতির অর্থ প্রকাশ করে। বর্তমানে স্বর্গরাজ্য হল মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বরের রাজ্য যা একদিন সমুদয় জগতে পরিপূর্নতা লাভ করবে। যীশু মথি ৬:১০ এ তাঁর আদর্শ প্রার্থনায় (প্রভুর প্রার্থনায়) এ জগতে ঈশ্বরের রাজ্য আগমনের জন্য প্রার্থনা করতেছিলেন।

❑ "যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে" এটি একটি বর্তমান কর্তৃবাচ্যের বিশেষন। পরবর্তী কয়েকটি পদের প্রকৃত মুল বিন্দু হল ঐ সকল লোকদের উপর যারা বলে থাকে তারা হলেন রাজ্যের প্রজা কিন্তু তারা এমন পথে চলে যা প্রকাশ করে যে তারা সেই রাজ্যের নয়। ২৩, ২৪ এবং ২৬ পদের উপসংহার মূলক অংশে এটা দেখা যেতে পারে। ঈশ্বরের দৃঢ় ইচ্ছা হল তাঁর পুত্রের উপর বিশ্বাস (তুলনা করুন যোহন ৬:২৯, ৩৯- ৪০)। এ'সকল ধর্মীয় ভাক্ত ভাববাদিদের এই প্রকার ব্যক্তিগত সম্পর্কের অভাব ছিল (তুলনা করুন ৬:২৩)। ইহা ন্যায়, শাস্ত্রসম্মত অথবা প্রচলিত মত বিরোধী অথচ সত্য হল বাইবেলের সত্যের ঐ প্রকার বৈশিষ্ট্য। ঈশ্বরের ইচ্ছা হল একটি প্রথম দিকের সিদ্ধান্ত (দ্বার) এবং বিরামহীন জীবন যাত্রা (পথ) উভয়ই।

❑

বিশেষ আলোচ্য বিষয়: ঈশ্বরের ইচ্ছা (এঃযবষবসধ)

যোহনের সুসমাচার

যীশু পিতার ইচ্ছা পূর্ন করতে এসেছিলেন (তুলনা করুন ৪:৩৪; ৫:৩০; ৬:৩৮)

শেষদিনে তাদেরকে উঠানো যাদেরকে পিতা তাঁর পুত্রকে দিয়েছিলেন (তুলনা করুন ৬:৩৯)।

যাতে সকলে পুত্রকে বিশ্বাস করে (তুলনা করুন ৬:২৯, ৪০)।

তাদের প্রার্থনায় উত্তর দেন যারা তাঁর ইচ্ছা পালন করে (তুলনা করুন ৯:৩১ এবং ১ যোহন ৫:১৪)।

সংক্ষিপ্ত সুসমাচার সমূহ

ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করা ক্রুশতুল্য (তুলনা করুন মথি ৭:২১)

যে কেহ ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে , সে যীশুর ভ্রাতা ও ভগ্নী (তুলনা করুন মথি ১২:৫; মার্ক ৩:৩৫)

ইহা ঈশ্বরের ইচ্ছা নয় যে অনেকে বিনষ্ট হয় (মথি ১৮:১৪; ১তীমথিয় ২:৪; ২ পিতর ৩:৯)

কালভেরী ছিল যীশুর জন্য পিতার ইচ্ছা (তুলনা করুন মথি ২৬:৪২; লুক ২২:৪২)

পৌলের পত্রসমূহ

সকল বিশ্বাসীর পরিপক্কতা এবং কার্য (তুলনা করুন রোমীয় ১২:১- ২)

বিশ্বাসীগনকে এই উপস্থিত মন্দ যুগ হতে উদ্ধার করেন। (তুলনা করুন গালাতীয় ১:৪)
ঈশ্বরের ইচ্ছা হল তাঁর মুক্তির পরিকল্পনা (তুলনা করন ইফিসীয় ১:৫,৯,১১)
বিশ্বাসীগন পবিত্র আত্মাতে পূর্ন জীবন অভিজ্ঞতা লাভ এবং জীবনযাপন (তুলনা করুন ইফিষীয় ৫:১৭)
বিশ্বাসীগন ঈশ্বরের জ্ঞানে পূর্ন হয় (তুলনা করুন কলসীয় ১:৯)
বিশ্বাসীগন সিদ্ধ এবং কৃত নিশ্চিত হন (তুলনা করুন কলসীয় ৪:১২)
বিশ্বাসীগন পবিত্রীকৃত হন (তুলনা করুন ১ থিষলনীকীয় ৪:৩)
বিশ্বাসীগন সর্ব বিষয়ে ধন্যবাদ করেন (তুলনা করুন ১ থিষলনীকীয় ৫:১৮।

পিতরের পত্রসমূহ
বিশ্বাসীবর্গ সদাচরন করতে করতে নির্বোধ মানুষদেরকে নিরুত্তর করবেন। (তুলনা করুন ১ পিতর ২:১৫)
বিশ্বাসীবর্গ দুঃখ ভোগ করবেন (তুলনা করুন ১ পিতর ৩:১৭; ৪:১৯)
বিশ্বাসীবর্গ আত্মকেন্দ্রিক অর্থ্যাৎ নিজের অভিলাষে জীবন যাপন করেন না (তুলনা করুন ১ পিতর ৪:২)

যোহনের পত্রসমূহ
বিশ্বাসীগন অনন্তকাল স্থায়ী (তুলনা করুন ১ যোহন ২:১৭)
প্রার্থনার উত্তর পাবার জন্য বিশ্বাসীগনের উপায় (চাবি) (তুলনা করুন ১ যোহন ৫:১৪)

- ‘‘সেই দিন অনেকে আমাকে বলবে’’ এই গ্রীক প্রশ্নের কাঠামোটি একটি ‘‘হ্যাঁ’’ উত্তর আশা করত। ‘‘সেই দিন’’ পদ দুইটি যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনকে নির্দেশ করে। এটিকে কখনও কখনও পুনরুত্থান দিন বা বিচারের দিন বলা হয়ে থাকে, যা নির্ভর করে আপনি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনেন কিনা অথবা চিনেন না।

- ‘‘আপনার নামে...আপনার নামে... আপনার নামে’’ এই বাক্যাংশটির অর্থ হল ‘‘আপনার আধিপত্যে’’ অথবা ‘‘আপনার শিষ্যের মত’’। ২৩ পদে এটা সুষ্পষ্ট যে তারা ব্যক্তিগতভাবে যীশুকে জানতে পারেনি। লক্ষ্য করুন তারা যে সকল কাজ করে তা নিয়মসম্মত কাজ। কিন্তু সম্পর্ক ছাড়া ফল ফলছাড়া সম্পর্কের মত জঘন্য। ইস্কারিয়ত যুদাসসহ যীশুর প্রকৃত শিষ্যগন একইপ্রকার আশ্চর্য কাজ করেছিলেন (তুলনা করুন ১০:১- ৪)। আশ্চর্য কাজসমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঈশ্বর হতে একটি চিহ্ন নয় (তুলনা করুন মথি ২৪:২৪ এবং ২ থিষলনীকীয় ২:৯- ১০) । ধর্মীয় আত্ম প্রবঞ্চনা একটি দুঃখদায়ক ঘটনা।

- ৭:২৩ ‘‘আমি তাদেরকে স্পষ্টই বলব’’ এই গ্রীক শব্দটির অর্থ হল প্রকাশ্যে ‘‘ঘোষনা করা’’ অথবা ‘‘স্বীকার করা’’। এই বিবৃতির প্রকাশিত অর্থ হোল যে যীশুর বিচার করবার ক্ষমতা রয়েছে এবং ঐ বিচার হোল তাঁতে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের সম্পর্কে।

- ‘‘আমি কখনও তোমাদেরকে জানি না’’ গ্রীক ভাষায় এটি ছিল একটি দৃঢ় ব্যাকরনগত গঠন। ‘‘জানা’’ শব্দটির একটি পুরাতন নিয়মানুগ পটভূমিকা রয়েছে যার অর্থ হল ‘‘ঘনিষ্ট, ব্যাক্তিগত সম্পর্ক’’ (তুলনা করুন আদি ৪:১ এবং যিরমিয় ১:৫)। ইহা চিন্তা করা ভীতিকর যে ২২ পদে

উল্লেখিত ধর্মীয় কার্যক্রম এই প্রকার আত্ত প্রবঞ্চনার পথে সম্পাদন করা যেতে পারে (তুলনা করুন ১ করিন্থীয় ১৩:১- ৩)

- "আমার নিকট হতে দূর হও" এটি একটি বর্তমান কালের জন্য সক্রিয় আদেশ, আক্ষরিক অর্থে "আমার নিকট হতে দূর হতে থাক" এর মত একটি বিরামহীন আদেশ।" অতএব এর প্রকাশিত অর্থ হল "তুমি ইতিমধ্যে দূরে চলে গেছ - কেবল চলতে থাক।" ইহা হল গীতসংহিতা ৬:৮ এর পরোক্ষ উল্লেখ।
- "তোমরা যারা অধর্মচারী" ইহা অতি জঘন্য যে এই সকল আপাত দৃষ্টিতে কার্যকর ধর্মীয় নেতাগন যীশুর ক্ষমতা এবং ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভরশীল ছিল না।

এন.এ.এস.বি (হাল নাগাদ) পদ ৭:২৪- ২৭

[২৪] অতএব যে কেহ আমার এই সকল বাক্য শুনিয়া পালন করে, তাহাকে এমন একজন বুদ্ধি মান লোকের তুল্য বলতে হবে, যে পাষানের উপরে আপন গৃহ নির্ম্মান করল। [২৫] পরে বৃষ্টি নামল, বন্যা আসল, বায়ূ বইল এবং সেই গুহে লাগল, তথাপি তাহা পড়ল না, কারন পাষানের উপরে তাহার ভিত্তিমূল স্থাপিত হয়েছিল। [২৬] আর যে কেহ আমার এই সকল বাক্য শুনিয়া পালন না করে, তাকে এমন একজন নির্ব্বোধ লোকের তুল্য বলতে হবে, যে বালুকার উপরে আপন গৃহ নির্ম্মান করল। [২৭] পরে বৃষ্টি নামল, বন্যা আসল, বায়ূ বইল, এবং সেই গৃহে আঘাত করল, তাতে তাহা পড়ে গেল, ও তার পতন ঘোরতর হোল।"

৭" ২৪ "যে কেহ আমার এই সকল বাক্য শুনে পালন করে" মথি এবং লুকের নিকট এ উপমাটি অদ্বিতীয় ছিল (৬:৪৭- ৪৯)। এটি সেই চিন্তার মত যা দ্বিতীয় বিবরন ৬:১ এর গ্রীক শব্দ "Shama" তে পাওয়া যায়, যেখানে শব্দটি পরোক্ষভাবে "শুনে পালন করে" অর্থ করে। খ্রীষ্ট ধর্মে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে: (১) জ্ঞান (য) ব্যক্তিগত সাড়া; এবং (৩) সেবার জীবন যাত্রা। ইহা আকর্ষনীয় বিষয় যে উভয় প্রকার নির্মাতারাই যীশুর কথা শুনেন। আবার, ইহা মনে হয় যে এই সকল সতর্কবানীর প্রসঙ্গ হল সেইসব ধর্মপরায়ন লোকেরা যারা কিছু পর্যায়ে শুনেছে এবং পালন করেছে।

৭:২৪- ২৭ এই সকল পদ সত্যের অর্থ্যাৎ বিভিন প্রকার ভূমির উপমার সদৃশ। কেবলমাত্র যাতনা এবং দুঃখ ভোগ দ্বারা "ভন্ড" বিশ্বাসীদের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশিত হয়। একটি যাতনা দায়ক জীবন হল খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য প্রকৃত সম্ভাবনা (তুলনা করুন যোহন ১৫:২০; ১৬:৩৩; প্রেরিত ১৪:২২; রোমীয় ৮:১৭; ১ থিষলনীকীয় ৩:৩; ২ তীমথিয় ৩:১২; ১ পিতর ২:২১; ৪:১২- ১৬)

৭:২৬ ইহা আগ্রহোদ্দীপক যে উভয় প্রকার নির্মাতারাই যীশুর কথা শুনেছিলেন। আবার ইহা মনে হয় এই সকল সতর্কবানীর প্রসঙ্গ হল সে, সকল ধর্ম পরায়ন লোকেরা যারা কোন এক পর্যায়ে শুনেছে এবং পালন করেছে। এ.টি. রবার্টসন "নুতন নিয়মের বাক্যের ছবিতে" (Word Pictured in the New Testament) বলেছেন "ধর্মীয় উপদেশগুলি শোনা একটি বিপদজনক কাজ যদি কোন ব্যক্তি সেগুলি কার্য্যে রূপ দান না করেন।

এন.এ.এস.বি. (হালনাগাদ) শাস্ত্র পদ ৭:২৮- ২৯

[২৮]"যীশু যখন এই সকল বাক্য শেষ করলেন, লোকসমূহ তাঁর উপদেশ চমৎকার জ্ঞান করিল; [২৯]কারন তিনি ক্ষমতা সমপন ব্যক্তির ন্যায় তাহাদেরকে উপদেশ দিতেন, তাদের অধ্যাপকদের ন্যায়

নয়।”

৭:২৮ “যীশু যখন এই সকল বাক্য শেষ করলেন” মথি তার লিখিত সুসমাচারের অনেকগুলো প্রধান প্রধান অংশ শেষ করবার জন্য এই পদগুলো ব্যবহার করেছিলেন (তুলনা করুন ৭:২৮; ১১:১; ১৩: ৫৩; ১৯:১; ২৬:১)। শব্দগুলি বইটির সম্ভাব্য রূপ রেখা তৈরী করেছে ।

❑ “লোকসমূহ তাঁর উপদেশে চমৎকার জ্ঞান করিল” যীশুর উপদেশ অধ্যাপকদের উপদেশ থেকে অনেক অন্যরকম ছিল। পূর্ববর্তী শিক্ষকদের উপর তিনি তাঁর ক্ষমতা প্রতিষ্টিত করেন নাই, কিন্তু নিজের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যীশুর ক্ষমতার এই দিকটি মথি লিখিত সুসমাচারের একটি বৈশিষ্ট (তুলনা করুন ১০:১; ২১:২৩-২৪; ২৭; ২৮:১৮)। যীশু প্রতিশ্রুতি মশীহ এবং শেষদিনের বিচারক এই উভয় পদটি দাবি করেছিলেন।

আলোচনার জন্য প্রশ্নসমূহ

এটা হল একটি পাঠ সহায়ক টীকা যার অর্থ হল যে বাইবেল সম্পর্কে আপনার নিজস্ব ব্যাখ্যার জন্য আপনি দায়ী। আমাদের প্রত্যেকেরই যে আলো রয়েছে সেই আলোতে চলতে হবে। এই ব্যাখ্যাতে আপনার, বাইবেলে এবং পবিত্র আত্মার অগ্রাধীকার রয়েছে। একজন ব্যাখ্যাকারীর কাছে এটাকে আপনি অবশ্যই ছেড়ে দিতে পারেন না।

আলোচনার সময় এই সকল প্রশ্ন আপনাকে সাহায্য করার জন্য দেয়া হয়েছে যাতে আপনি বইটির প্রধান প্রধান অংশের বিষয়গুলি পুঙ্খানু পুঙ্খভাবে চিন্তা করতে পারেন। এগুলোর উদ্দেশ্য হল চিন্তাকে জাগিয়ে তোলার জন্য, চূড়ান্ত করার জন্য নয়।

১. একে অপরকে বিচার করা কি খ্রীষ্টিয়ানদের জন্য পাপ?
২. ৬ষ্ট পদ কি অর্থ প্রকাশ করে?
৩. ৭ম পদটি কি প্রকাশ করে যে প্রার্থনাতে মানুষের অধ্যবসায় কি কোন পারে?
৪. ১৩ তম পদটি প্রকাশ করে যে পরিত্রান পাওয়াটা কি শক্ত কাজ? প্রকৃত পক্ষে পথ দুইট কি কি?
৫. আপনি কিভাবে জানেন কে ভাক্ত ভাববাদি?
৬. “ফল” শব্দটির অর্থ কি?
৭. সাফল্যজনক পরিচর্য্যাকাজগুলোর জন্য ইহা কি সম্ভব যে যীশুর সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে দূরে থেকে ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়া যায়?
৮. খ্রীষ্টিয়ান বিশ্বাসে শোনা এবং পালন করার মধ্যে কি সম্পর্ক রয়েছে?
৯. খ্রীষ্টিয় জীবনে নির্যাতনের প্রয়োজন রয়েছে কি?

মথিঃ ৮

অনুচ্ছেদ হিসাবে আধুনিক অনুবাদের বিভাজন সমূহ

ইউ.বি.এস[৪]	এন.কে.জে. ভি	এন.আর.এস.ভি	টি.ই.ভি	জে.বি

একজন কুষ্টির শুচিকরন ৮:১- ৪ একজন শতপতির দাসের সুস্থকরন ৮:৫- ১৩ অন্য অনেক লোকের সুস্থ লাভ ৮:১৪- ১৭ যীশুর হবু অনুসারীগন ৮:১৮- ২২ একটি ঝড় থামানো ৮:২৩- ২৭ গাদারীয় ভূত	যীশু একজন কুষ্ঠকে শুচি করেন ৮:১- ৪ যীশু একজন শতপতির দাসকে সুস্থ করেন ৮:৫- ১৩ পিতরের শাশুরীর সুস্থতা লাভ করলেন ৮:১৪- ১৫ শাব্বাথ দিনের সূর্য্যাস্তের পর অনেকে সুস্থ হলেন ৮:১৬- ১৭ শিষ্যত্বের মূল্য ৮:১৮- ২২ বাতাস এবং ঢেউ যীশুর আজ্ঞা পালন	গালিলের ঘটনাগুলি (৮:১- ৯: ৩৮) ৮:১- ৪ ৮:৫- ১৩ ৮:১৪- ১৭ ৮:১৮- ২২ ৮:২৩- ২৭ ৮:২৮- ৩৪	যীশু একজন কুষ্ঠীকে শুচি করেন ৮:১- ২ ৮:৩- ৪ যীশু একজন রোমীয় অধ্যক্ষের চাকরকে সুস্থ করেন ৮:৫- ৬ ৮:৭ ৮:৮- ৯ ৮:১০- ১৩খ ৮:১৩গ যীশু বহু লোককে সুস্থ করেন ৮:১৪- ১৫ ৮:১৬- ১৭ যীশুর হবু অনুসারীগন ৮:১৮- ১৯ ৮:২০ ৮:২১ ৮:২২ যীশু একটি ঝড় থামান ৮:২৩- ২৭ যীশু দুইজন লোকের	একজন কুষ্ঠীর আরোগ্য লাভ ৮:১- ৪ একজন শতপতির দাসের আরোগ্য লাভ ৮:৫- ১৩ যীশু অনেককে সুস্থ করেন ৮:১৪- ১৫ ৮:১৬- ১৭ যীশুকে অনুসরন করার মূল্য ৮:১৮- ১৯ ৮:২০ ৮:২১ ৮:২২ যীশু ঝড়টি থামান ৮:২৩- ২৭ দুইজন ভূতগ্রস্থ

গ্রস্থদের সুস্থতা লাভ ৮:২৮- ৩৪	করে ৮:২৩- ২৭ ভূত গ্রস্থ লোকেরা সুস্থতা লাভ করল ৮:২৮- ৩৪		ভূত ছাড়ান ৮:২৮- ২৯ ৮:৩০- ৩১ ৮:৩২ ৮:৩৩- ৩৪	লোকের সুস্থতা লাভ ৮:২৮- ২৯ ৮:৩০- ৩১ ৮:৩২- ৩৪

পাঠ সিরিজ তিন পৃষ্টা দেখুন)
অনুচ্ছেদ পর্যায়ে মূল লেখকের অভিপ্রায় অনুসরন করে

এটি একটি পাঠ সহায়ক টীকা যার অর্থ হল যে বাইবেল সম্পর্ক আপনার নিজস্ব ব্যাখ্যার জন্য আপনি দায়ী। আমাদের প্রত্যেকেরই সেই আলোতে চলতে হবে যে আলো আমাদের মাঝে রয়েছে। এই ব্যাখ্যার আপনার, বাইবেলের এবং পবিত্র আত্মার অগ্রাধীকার রয়েছে। আপনি একজন ব্যাখ্যাকারীর উপর এই ব্যখ্যাকে ছেড়ে দিতে পারেন না। আসন থেকে না উঠে একবারেই অধ্যায়টি পড়ুন। বিষয়টি চিহ্নিত করুন । উপরে উল্লেখিত পাঁচ প্রকারের অনুবাদের আলোকে আপনার বিষয় বিভাজন গুলোকে তুলনা করুন। অনুচ্ছেদে ভাগ করাটা ঐশী প্রেরনার বিষয় নয়, কিন্তু এটা মূল লেখকের অভিপ্রায় অনুসরনের চাবি বা উপায় সরূপ, যা হল ব্যাখ্যার হৃদপিন্ড সরূপ। প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদের একটি এবং কেবলমাত্র একটি বিষয় রয়েছে।

১। প্রথম অনুচ্ছেদ
২। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ
৩। তৃতীয় অনুচ্ছেদ
৪। ইত্যাদি

মথি ৮:১- ৩৪ এর পঠভুমিকা

(ক) ৮ম এবং ৯ম অধ্যায় দশটি আশ্চর্য কাজের একটি সাহিত্য বিষয়ক ইউনিট বা মাত্রা তৈরী করে যা কেবলমাত্র মানুষের উপর যীশুর ক্ষমতা এবং আধিপত্য বর্ননা করে না, কিন্তু রোগ এবং প্রকৃতির উপর তাঁর ক্ষমতা এবং আধিপত্য বর্ননা করে। এটা দুর্ঘটনা বশত হয় নাই যে এই সকল আশ্চর্য কাজের ক্ষমতা পর্বতে দত্ত যীশুর উপদেশের পরে এসেছে। আশ্চর্য কাজের অর্থ হল (১) যীশুর সুসমাচার নিশ্চিত করা (২) শেষের দিনের ঘটনাগুলোর বাস্তবতা দেখানো, এবং (৩) ঈশ্বরের সহানুভূতি প্রদর্শন করা।

(খ) কাল, স্থান এবং অন্যান্য বিষয়ভেদে এই সকল বিষয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে। আর এই সকল বিষয় সংক্ষিপ্ত সুসমাচার গুলোতে (মথি, মার্ক, লুক) লিপিবদ্ধ রয়েছে । এই পার্থক্য গুলো কথা বলে (১) ঐশী প্রেরনার অধীন প্রত্যেক সুসমাচার লেখকের ক্ষমতা সম্পর্কে যারা বিশেষ শ্রোতাদের প্রতি যীশুর সম্পর্কে তাদের প্রচারমূলক উপস্থাপনা তৈয়ার করে (২) চাক্ষুস সাক্ষীদের বিবরনের সত্যতা সম্পর্কে। সংক্ষিপ্ত সুসমাচার কেন এবং কিভাবে লেখা হয়েছিল তা আমরা ব্যখ্যা করতে পারি না, কিন্তু আমাদের জীবনের জন্য তাদের বিশ্বস্ততা, ঐশ্বী প্রেরনা এবং আধিপত্য আমরা সত্য বলে স্বীকার করতে পারি।

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্র্য পাঠঃ ৮ঃ১- ৪
[১]তিনি পর্বত হতে নামলে বিস্তর লোক তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করল। [২]আর দেখ, একজন কুষ্ঠী নিকটে এসে তাঁকে প্রনাম করে বলল, "হে প্রভু, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আমাকে শুচি করতে পারেন। [৩]তখন হাত বাঁড়ায়ে তাকে স্পর্শ করলেন, বললেন আমার ইচ্ছা, তুমি শুচীকৃত হও; আর তখনই সে কুষ্ঠ হতে শুচীকৃত হল। [৪]পরে যীশু তাকে বললেন, দেখিও, এই কথা কাকেও বলিও না; কিন্তু যাজকের নিকটে গিয়ে নিজেকে দেখাও, এবং মোশীর আজ্ঞানুসারে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর, তাদের কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য।

৮ঃ১ " যীশু যখন পর্বত হতে নামলেন" এই উক্তি এবং ৫ঃ১ একটি সাহিত্যিক কাঠামো গঠন করে। ৫ম থেকে ৭ম অধ্যায়ে পর্বতে দত্ত যীশুর উপদেশের উপসংহারের সম্পর্কে ইঙ্গিত করে। কেহ কেহ এটাকে ব্যখ্যা করেছেন যীশুকে একজন আজ্ঞা প্রদানকারী হিসাবে, পর্বত থেকে নেমে যেমন মোশী করেছিলেন।

- "বিস্তর লোক তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করল", এই সকল আশ্চর্য কাজের উদ্দেশ্য ছিল এই বার্তাটিকে যথার্থতা প্রদান করা। পতিত মানব জাতি চিরস্থায়ী, যৌথ এবং আধ্যাত্মিক বিষয়ের পরিবর্তে তাৎক্ষনিক, আত্মকেন্দ্রিক এবং পার্থিব বিষয়ের প্রতি সর্বদা আকর্ষিত হয়।

৮ঃ২ "একজন কুষ্ঠী তাঁর নিকট আসল", ইংরেজি শব্দ ষবঢ়বৎ গ্রীক শব্দ ষঋপধষবংচ থেকে উদ্ভুত। আমাদের আধুনিক নামকরনের চেয়ে প্রাচীন শব্দটি আরো অনেক চর্ম রোগকে বুঝিয়ে থাকে। লেবীয় ১৩ এবং ১৪ অধ্যায় কুষ্ঠ রোগের পুরাতন নিয়মের উদাহরনগুলোর সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে। ঘটনাটা হল যে যীশুর কাছে আসা কুষ্ঠী সামাজিকভাবে অযোগ্য ছিল; সে ধর্মতাত্বিকভাবে অযোগ্য ছিল কারন কুষ্টকে ঈশ্বরের বিচার ফল স্বরূপ একটি রোগ হিসেবে বিবেচনা করা হত। উষীয় রাজা হলেন পুরাতন নিয়ম এবং ধর্মতাত্বিক ভিত্তি (২য় বংশাবলী ২৬ঃ১৬- ২৩)

- "প্রভু" এই শব্দটির গ্রীক প্রতিশব্দ হোল "Kurios"| এটি "Sir" এর মত একটি ভদ্র উপাধী হিসেবে অথবা যীশুর ঐশ্বরিক মশীহত্বের ধর্মতাত্বিক উপাধি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রসঙ্গটি নির্নয় করে কোন ব্যবহারটি কাঙ্খিত। কখনও কখনও ইহা অনিশ্চিত, যেমন এই প্রসঙ্গে।
- "যদি আপনার ইচ্ছা হয়" এটি একটি তৃতীয় শ্রেনীর শর্তমূলক বাক্য যার অর্থ ছিল সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ কার্য। এই লোকটি যীশুর আশ্চর্য কাজ সম্পর্কে শুনেছিল এবং বিশ্বাস করেছিল। তিনি যদি চান তবে তিনি তাকে সুস্থ করতে পারতেন।

৮ঃ৩ "যীশু হাত বাড়ালেন এবং তাকে স্পর্শ করলেন" একজন কুষ্ঠীকে স্পর্শ করাটা পুরাতন নিয়মের আদেশের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা ঐ সকল দিনের সাংস্কৃতির বিরুদ্ধে ছিল (তুলনা করুন ১৩ঃ৪৫- ৪৬)। এটি যীশুর সহানুভূতি এবং ভয়শুন্যতা দেখিয়েছিল।

- "আমার ইচ্ছা" সে সকলের উপর ভিত্তি করে যীশুর ক্ষমতার উপর তার বিশ্বাস ছিল যা সে শুনেছিল কিন্তু যীশুর ইচ্ছা সম্পর্কে সে নিশ্চিত ছিল না।

৮:৪ “দেখিও এ কথা কাকেও বলিও না” এ প্রকার উক্তিকে কখনও কখনও মশীহ সম্পর্কিত গোপন কথা বলা হয়ে থাকে (তুলনা করুন মথি ৮:৪; ৯:৩০; ১২:১৬; ১৬:২০; ১৭:৯; মার্ক ১:৪৪; ৩:১২; ৫:৪৩; ৭:৩৬; ৮:৩০; ৯:৯; লুক ৪:৪১; ৫:১৪; ৮:৫৬; ৯:২১)। যীশুর অনিচ্ছার সাথে ইহা সম্পর্কযুক্ত যাকে সহজভাবে একজন সুস্থতাদানকারী হিসাবে জানা যায়। তখনও সুসমাচারের বার্তাটি সম্পূর্ন হয় নাই (তুলনা করুন ১৭:৯; মার্ক ৯:৯)। তিনি জানতেন ঐ লোকটি ভূল কারনে তাঁর প্রতি সাড়া দিবে।

“কিন্তু যাকজের নিকটে গিয়ে আপনাকে দেখাও, এবং মোশীর আজ্ঞানুসারে নৈবেদ্য উৎসর্গ কর” লেবীয় ১৩:১৪ এর মোশীর ব্যবস্থাকে দৃড় ভাবে বলার জন্য এটি ছিল যীশুর একটি চেষ্টা।এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠঃ ৮:৫- ১৩

[৫]“আর তিনি কফরনাহুমে প্রবেশ করলে একজন শতপতি তার নিকটে এসে বিনতিপূর্ব্বক বললেন [৬]হে প্রভু, আমার দাস গৃহে পক্ষাঘাতে পড়ে আছে, ভয়ানক যাতনা পাচ্ছে। [৭]তিনি তাহাকে কহিলেন, আমি গিয়া তাহাকে সুস্থ করব। [৮]শতপতি উত্তর করলেন, হে প্রভু, আমি এমন যোগ্য নই যে, আপনি আমার ছাদের নীচে আইসেন; কেবল বাক্যে বলুন, তাহাতেই আমার দাস সুস্থ হইবে। [৯]কারন আমিও কর্ত্তৃত্বের অধীন লোক, আবার সেনাগন আমার অধীন; আমি তাহাদের এক জনকে ‘যাও’ বলিলে সে যায় এবং অন্যকে ‘এসো’ বললে সে আসে আর আমার দাসকে ‘এই কর্ম্ম কর’ বললে সে তা করে। [১০]এই কথা শুনে যীশু আশ্চর্য্য জ্ঞান করলেন, এবং যারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসতেছিল, তাদের বললেন আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, ইস্রায়েলের মধ্যে কারও এত বড় বিশ্বাস দেখতে পাই নাই। [১১]আর আমি তোমাদের বলতেছি, অনেকে পুর্ব্ব ও পশ্চিম হতে আসবে, এবং অব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের সহিত স্বর্গ- রাজ্যে একত্র বসবে; [১২]কিন্তু রাজ্যের সন্তানদের বাইরের অন্ধকারে ফেলে দেয়া যাবে; সেখানে রোদন ও দন্তঘর্ষন হবে। [১৩]পরে যীশু সেই শতপতিকে বললেন, চলে যাও , যেমন বিশ্বাস করলে, তেমনি তোমার প্রতি হোক। আর সেই দন্ডেই তার দাস সুস্থ হোল।

৮:৫ “কফরনাহুম” নাসারথে তাঁর পুনরুত্থানের পরে এ নগরী পরিনত হয়েছিল যীশুর গালিলীয় প্রধান দপ্তরে (তুলনা করুন ৪:১৩)। এটি ছিল একটি কেন্দ্রীয় অঞ্চল। এখানে পিতর ও আন্দ্রিয়ের একটি বাড়ি ছিল।

- “একজন শতপতি” ইহুদী সমাজে কুষ্টীদের এবং রোমীয় সামরিক অফিসারদের চেয়ে আরো বেশী সমাজ বিছিন ব্যক্তিগন ছিল না (পদ ২)। এ ধারনাটি সকল মানবের জন্য যীশুর প্রেমকে প্রদর্শন করে, যেমন করে তিনি ব্যবহার করেছিলেন গাদারীয় লোকদের সাথে, ৮:২৪; ৩৪; এবং সোর ও সীদোন প্রদেশের স্ত্রীলোকের সাথে (১৫:২১- ২৮) এ একই বিবরনটি লুক ৭:১- ১০ এর সদৃশ কিন্তু একটি ভিন প্রেক্ষিতে।

৮:৬ “আমার দাস” লুক সুসমাচারে বর্নিত এই কাহিনী বর্ননা করে যে ইহুদীদের জন্য এই লোকটির অনেক প্রেম ছিল। মথিতে লিখিত কাহিনী প্রমান করে যে তার চাকরের জন্য তার অনেক স্নেহ ছিল। সারা নূতন নিয়ম ব্যাপী শতপতিদেরকে সাধারনত একটি হ্যাঁ বোধক আলোতে পরিচয় প্রদান করা হয়েছে।

৮:৭ "আমি গিয়ে তাকে সুস্থ করব" এখানে "আমি" শব্দটির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যা ৮ম পদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যীশুর সেই কাজ দ্বারা যা কোন দিন শোনা যায় নাই কারন একটি গালিলীয় বাড়িতে প্রবেশ করার ইচ্ছা ছিল,একটি অধিক গুরুত্বপূর্ন সাংস্কৃতিক অথবা ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ কাজ।

৮:৮ "কেবল বাক্যে বলুন, তাতেই আমার দাস সুস্থ হবে" একজন সামরিক ব্যক্তি হয়েও এ লোকটি যীশুর ক্ষমতা উপলব্দি করেছিলেন এবং তার দাসের সুস্থতার জন্য একটি ধর্মীয় আচার-অনুষ্টান, অথবা যাদুর সুত্র অথবা এমনকি যীশুর শারীরিক উপস্থিতি দাবী করেন নাই। লুক লিখিত সুসমাচারে দেখা যায় ঐ শতপতি ব্যক্তিগতভাবে যীশুর কাছে আসেন নাই কিন্তু তার প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেনঃ (১) ইহুদী প্রাচীনগন (তুলনা করুন লুক ৭:৩-৫) এবং তার বন্ধুগন (তুলনা করুন লুক ৭:৬)। এটি একটি উত্তম উদাহরন কিভাবে সুসমাচার গুলিতে একই ঘটনা বিভিন ভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। প্রশ্নটি এই নয় যে কোন ঘটনাটি সত্য কিন্তু কেন লেখকগন সেভাবে এটাকে লিপিবদ্ধ করেছেন যেভাবে তারা করেছিলেন।

৮:১০

এস.এ.এস.বি (NASB) "সত্যই, আমি তোমাদেরকে বলছি"
এন.কে.জে.ভি (NKJV) "নিশ্চিতই আমি তোমাদেরকে বলছি"
এন.আর.এস.ভি (NRSV) "সত্যিই আমি তোমাদেরকে বলছি"
টি.ই.ভি (TEV) "আমি তোমাদের বলছি"
জে.বি (JB) " আমি শ্রদ্ধাভরে তোমাদেরকে বলছি"

গুরুত্ব আরোপ করার জন্যই এটাই ছিল যীশুর সহজে চিহ্নিতকরন যোগ্য পদ্ধতি। গ্রীক সাহিত্যে আর কোন উদাহরন নাই। একটি বাক্য শুরু করার জন্য আমেনের একক অথবা দ্বৈত ব্যবহার কোন বিবৃতির বা কথার গুরুত্বকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। ৫:১৮ তে বিশেষ বিষয় দেখুন।

৮: ১১ "অনেকে পুর্ব্ব ও পশ্চিমে হতে আসবে, এবং অব্রাহাম, ইসহাক ও যাকোবের সহিত স্বর্গরাজ্যে একত্রে বসিবে" এটা ছিল ছিল ঈশ্বরের পরিবারের অইহুদীর অন্তর্ভুক্তির পরোক্ষ উল্লেখ। এটা রোমীয় যে কোন ব্যক্তির বিশ্বাসের চেয়ে বেশী ছিল যাকে যীশুর মুখোমুখি হতে হয়েছিল। অইহুদীদের সহিত এই প্রকার অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ এবং এর সাথে যখন তাদের বিশ্বাসের ব্যপারে যীশুর শক্তিশালী মন্তব্য মিশ্রিত হয় তখন তা সুসমাচারের সর্বজনিন প্রকৃতি এবং প্রচারের উদ্দেশ্যর প্রমান হয়ে উঠে (তুলনা করুন মথি ১৫:২৮; লুক ৭:৯) এই রচনা বৈশিষ্ট গ্রহন করা হয়েছিল শেষ সময়ে মশীহের ভোজের ধারনা থেকে (তুলনা করুন লুক ১৪:১৫; ২২:১৬; প্রকাশিত বাক্য ১৯:৯)

৮:১২ "কিন্তু রাজ্যের সন্তানদেরকে বাইরের অন্ধকারে ফেলে দেয়া যাবে" ঈশ্বরের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কে অনেক যিহুদী কিছুই জানত না কিন্তু কেবলমাত্র জানত জাতিগত, আইননানুগ এবং ধর্মীয় অনুষ্টানপূর্ন একটি ধর্ম সম্পর্কে যা তাদের কাছে দেয়া হয়েছিল (তুলনা করুন যিশাইয় ২৯:১৩)। তারা তাদের জাতি এবং মোশীর সন্ধির কার্যক্রমের উপর ভিক্তি করে গর্বিত এবং আত্ত ধার্মিক ছিল (তুলনা করুন মথি ৩:৯)। ১২ তম পদে যীশু জোরালভাবে বলেন যে যারা ঐতিহাসিকহারে ঈশ্বরের

মনোনিত জাতির অংশ ছিল না তারার অন্তর্ভূক্ত হবে, এবং অনেকে যারা চিন্তা করে তারা ঈশ্বরের মনোনিত জাতির অংশ ছিল তাদেরকে বাদ দেয়া হবে। এখনও এটি একটি যথার্থ সতর্ক সঙ্কেত।

❑ "বাইরের অন্ধকারে; সেই স্থানে রোদন ও দন্তঘর্ষন হবে" এই রূপক গুলির ব্যবহার করা হয়েছিল মথি ১৩:৪২,৫০; ২২:১৩:২৪:৫১; ২৫:৩০ এ। আর রুপক গুলো ব্যবহার করা হোত ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়ার পরিনতি হিসেবে নরকে তাদের পরম ঘৃনা বর্ননা করার জন্য। এখন নর এবং নারীগন যীশুকে সাথে নিয়ে যা কিছু করবেই তাই তাহাদের চূড়ান্ত গন্তব্য নির্নয় করবে। স্বয়ং যীশু হলেন এমন একজন যিনি তাদের সম্মুখীন হয়ে আমাদেরকে ভয়ানক পরিবর্তনকে দেখিয়েছেন যারা তাঁকে বিশ্বাস করতে অস্বীকার করে।

❑

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্র্য পাঠ ৮:১৪- ১৭

[১৪]আর যীশু পিতরের গৃহে এসে দেখলেন, তার শাশুরী শয্যাগত, তাহার জ্বর হয়েছে। [১৫]পরে তিনি তার হস্ত স্পর্শ করলেন, আর জ্বর ছেড়ে গেল; তখন তিনি উঠে যীশুর পরিচর্য্যা করতে লাগলেন। [১৬]আর সন্ধ্যা হলে লোকেরা অনেক ভূতগ্রস্তকে তাঁহার কাছে আনল, তাতে তিনি বাক্য দ্বারাই সেই আত্মাগনকে ছাড়ালেন, এবং সকল পীড়িত লোককে সুস্থ করলেন; [১৭]যেন যিশাইয় ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ন হয়, "তিনি আপনি আমাদের দুর্ব্বলতা সকল গ্রহন করলেন ও ব্যাধি সকল বহন করলেন।"

৮:১৪ "আর যীশু পিতরের গৃহে আসিয়া দেখলেন, তাঁর শাশুড়ী শয্যাগত, তার জ্বর হয়েছে" পিতর বিবাহিত ছিলেন (১করিন্থীয় ৯:৫) এটা ইহুদী সমাজের মধ্যে বিবাহের স্বাভাবিকতার সম্পর্কে কথা বলে। ইহুদী ধর্মগুরুরা বলতেন যে, আদি ২:২৪ এ দেয়া আদেশের কারনে বিবাহ ছিল একটি আইনগত বাধ্যবাধকতা। আমরা তাঁর স্ত্রীর সম্পর্কে কিছু শুনি নাই; তিনি হয়তো অনেক আগে মরেছিলেন। আমাদের কৌতুহল মিটাবার জন্য সুসমাচারগুলো লেখা হয় নাই।

৮:১৬ "আর সন্ধ্যা হলে" শাব্বাথ শেষ হল এবং সে সকল যিহুদীরা এখন পিতরের বাড়ীর সামনের দরজার সামনে এসেছিল তাদেরকে শিক্ষা দেয়া হয়েছিল যে শাব্বাথ দিনে রোগ নিরাময় করার কোন অনুমতি নাই। শুক্রবার সন্ধ্যায় শাব্বাথ শুরু হয়েছিল এবং শনিবার সন্ধ্যায় শেষ হয়েছিল। গীতসংহিতা ১:৫,১৩,১৯,২৩,৩১- এ ইহা সৃষ্টি কার্যের সপ্তাহের দিনগুলোর বিন্যাসকে অনুসরন করে।

❑ "লোকেরা অনেক ভূতগ্রস্তকে তাঁর নিকট আনল, তাতে তিনি বাক্য দ্বারাই সেই আত্মাগনকে ছাড়ালেন, এবং সকল পীড়িত লোককে সুস্থ করলেন" নুতন নিয়মে ভূতগ্রস্থ এবং শারীরিক রোগের মধ্যে সর্বদা একটি পার্থক্য ছিল । কখনও কখনও ভূতেরা শারীরিক সমস্যার কারন ঘটাত, কিন্তু অবশ্যই সর্বদা নয়। শারীরিক অসুস্থতা, জখম, এবং রোগসমূহের অপরিহার্যত আধ্যাত্বিক কারন নাই।

৮:১৭ এটি যিশাইয়র ৫৩:৪ এর একটি উদ্ধৃতি, কিন্তু হিব্রু অথবা গ্রীক অনুবাদের থেকে নয়। নূতন নিয়মে এই একটি মাত্র জায়গায় এই পদটি উদ্ধৃতি করা হয়েছে। অনেক আধুনিক দল দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষনা করেছেন যে শারীরিক নিরাময় যীশুর দুঃখ ভোগ ও মৃত্যুর সাথে জন্মগত। ঈশ্বর হলেন অতি

প্রাকৃত ঈশ্বর যিনি সব সময়ই মানুষের জীবনে কাজ করেন। এই পদের উপর ভিত্তি করে পবিত্র বাইবেলে যথেষ্ট প্রমান নাই যা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষনা করেন যে সর্ব ক্ষেত্রে সকল রোগ ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে হয়ে থাকে এবং তা নিরাময় হবে যদি আমরা যথেষ্ট বিশ্বাস অথবা প্রার্থনা দিয়ে কেবলমাত্র সাড়া প্রদান করি (তুলনা করুন ২ করিন্থীয় ১২:৮- ১০; ২তীমথিয় ৪:২০)

কখনও কখনও গীতসংহিতা ১০৩:৩ খ- ও এই সম্পর্কে উদ্ভুত করা হয়। ১০৩:৩ক এবং ৩ খ এর মধ্যে একটি হিব্রু কার্যকে একই প্রকার সম্পর্ক রয়েছে। উভয় পদই আধ্যাত্বিক ক্ষমতাকে নির্দেশ করে। পুরাতন নিয়মে শারীরিক অসুস্থতাকে আধ্যাত্বিক সমস্যাদিও প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হত। তুলনা করুন যিশাইয় ১:৫- ৬)

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ ৮:১৮- ২২
[১৮]আর যীশু আপনার চারিদিকে বিস্তও লোক দেখে পরপারে যাইতে আজ্ঞা করলেন। [১৯]তখন এক জন অধ্যাপক এসে তাকে বললেন, হে গুরু, আপনি যে কোন স্থানে যাবেন, আমি আপনার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাব। [২০]যীশু তাঁহাকে কহিল, শৃগালদের গর্ত আছে; এবং আকাশের পক্ষিগনের বাসা আছে; কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মস্তক রাখিবার স্থান নাই। [২১]শিষ্যদের মধ্যে আরএকজন তাহাকে বললেন, হে প্রভু অগ্রে আমার পিতাকে কবর দিয়া আসতে অনুমতি করুন। [২২]কিন্তু যীশু তাহাকে কহিলেন, আমার পশ্চাৎ আইস; মৃতেরাই আপন আপন মৃতদের কবর দিক।

৮:১৯ "অধ্যাপক" এরা যিহুদীদের মৌখিক নিয়ম (তালমূদ) এবং লিখিত ঐতিহ্যসমুহে (শাস্ত্র) অভিমত ছিলেন। শাস্ত্র ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে এরা পুরাতন নিয়মের স্থানীয় লেবীয়দের স্থান দখল করেছিলেন। দৈনন্দিন কাজে মোশীর ব্যবস্থাকে কিভাবে প্রয়োগ করা যায় সেই বিষয়ে তাদের পরামর্শ নেয়া হত। যীশুর সময়ে এরা সবাই ছিল ফরিসী।

৮:২০ "যীশু তাদেরকে বললেন" । এই পরিস্থিতিতে দুইজন লোক অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। একজন যে কোন জায়গায় যেতে ইচ্ছুক ছিল; যীশু তাকে থামতে বললেন এবং তাঁর পশ্চাতে আসার মূল্য বিবেচনা করতে বললেন, (তুলনা করুন ২০ পদ) আরেক জন তাঁর পশ্চাতে আসতে অনিচ্ছুক ছিল; মানুষের জীবনের উপরে ঈশ্বরের আহবানের অগ্রাধিকারের কারনে যীশু তাকে যেমূল্যে তার পশ্চাতে আসতে বলেছিলেন (তুলনা করুন ২১ পদ) সত্য কখনও কখনও দুই পথকে বাদ দেয়।

- "মনুষ্যপুত্র" এটি ছিল যীশুর নিজের পছন্দ করা উপাধি। এটি ছিল হীব্রু ভাষার শব্দ সমষ্টি যা একজন মানুষকে নির্দেশ করে (তুলনা করুন গীত সংহিতা ৮:৪; যিহিস্কেল ২:১)। কিন্তু দানিয়েল ৭:১৩- তে এর ব্যবহার কারনে এটি ঐশ্বরিক গুনাবলী ধারনা করেছিল। সেজন্য, এই পদটি যীশুর এবং মানবত্ব এবং ঈশ্বরত্বকে সংযুক্ত করে। অধ্যাপকগন এই উপাধি (মনুষ্যপুত্র) ব্যবহার করেন নাই, এর কোন জাতীয়তাবাদী অথবা সামরিক প্রয়োগ ছিল না।

৮:২১ "অগ্রে আমার পিতাকে কবর দিয়ে আসতে অনুমতি দিন" আপাত দৃষ্টিতে এটা একটি যৌক্তিক অনুমতি মনে হয়। যাহোক, বাড়িতে থাকার জন্য এবং কারোর পিতামাতা যতদিন জীবিত থাকেন ততদিন তাদের সেবাযত্ন করার জন্য এটা ছিল একটি সাংস্কৃতিক প্রবাদ। আর এটা ছিল একটি সামাজিক বাধ্য বাধকতা (তুলনা করুন ১ রাজাবলী ১৯:২০)

৮:১২ "মৃতেরাই আপন আপন মৃতদের কবর দিউক" এটি ছিল "মৃত" শব্দ নিয়ে কৌতুক। যীশু যা বলতে চেয়েছিলেন তা হল যে আধ্যাত্বিক জীবন এবং স্বগীয় পিতার প্রতি বাধ্যতা একজনের পার্থিব পিতামাতার প্রতি সামাজিক বাধ্যবাধকতার চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ন।

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) পাঠঃ ৮:২৩- ২৭
[২৩]আর তিনি নৌকায় উঠলে তাঁর শিষ্যগণ তাঁর পশ্চাৎ গেলেন। [২৪]আর দেখ, সমুদ্রে ভারী ঝড় আসল, এমন কি, নৌকা তরঙ্গে আচ্ছন্ন হইতেছিল; কিন্তু তিনি নিদ্রাগত ছিলেন। [২৫]তখন তাঁরা তাঁর নিকটে গিয়া তাঁকে জাগিয়ে বললেন, হে প্রভু, রক্ষা করুন, আমরা মারা পড়লাম। [২৬]তিনি তাঁদেরকে বললেন, হে অল্পবিশ্বাসীরা, কেন ভীরু হও? তখন তিনি উঠে বায়ু ও সমুদ্রকে ধমক দিলেন; তাতে মহা শান্তি হল। [২৭]আর সেই ব্যাক্তিরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করে বললেন, আঃ! ইতিন কেমন লোক, বায়ু ও সমুদ্র ও যে এর আজ্ঞা মানে!

৮:২৪

এন.এ.এস.বি (NASB) "আর দেখ, সমুদ্রে একটি বড় ঝড় উঠল"
এন.কে.জে.ভি (NKJV) "আর সমুদ্রে হঠাৎ করে একটি ঝড় উঠল"
এন.আর.এস.ভি (NRSV) "একটি সমুদ্রের উপর একটি বাতাস ঝড় উঠল"
টি.ই.ভি (TEV) "হঠাৎ করে একটি ভয়ানক ঝড় হ্রদকে আঘাত করল"
জে.বি (JB) "সতর্ক সঙ্কেত না দিয়ে হ্রদের উপর একটি ঝড় ভেঙ্গে পড়ল"

গালীলে সাগরটি পাহাড় দিয়ে পরিবেষ্টিত এবং নিকটতম হের্মন পর্বত এবং ভূমধ্যসাগরের দ্বারা প্রভাবিত। আর এর জলরাশির উপর নেমে আসা শক্তিশালী ঝড় কখনও কখনও ছিল আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত এবং ভয়ঙ্কর। এমনকি এ সকল পেশাগত জেলেরা ভীত ছিল।

৮:২৫ "প্রভু, আমাদেরকে বাঁচান" আর এ হল "বাঁচাও" শব্দটির পুরাতন নিয়মের ব্যবহার যার অর্থ হল শারীরিক মুক্তি (তুলনা করুন যাকোব ৫:১৫)।

৮:২৬ "তাতে মহা শান্তি হল" এমনকি প্রকৃতির উপর যীশুর অধিপত্য দেখে তারা অত্যন্ত বিস্মিত হোলেন। গীতসংহিতা ৮৯:৮,৯ - এর কারনে এটা হয়তো ছিল যীশুর ঈশ্বরত্বের সুপ্ত এবং পরোক্ষ উল্লেখ।

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) পাঠ ৮:২৮- ৩৪
[২৮]পরে তিনি পরপারে গাদারীয়দের দেশে গেলে দুই জন ভূতগ্রস্ত লোক কবরস্থান হতে বের হয়ে তার সন্মুখে উপস্থিত হল; তারা এত বড় দুর্দ্দান্ত ছিল যে, ঐ পথ দিয়া কেহই যাইতে পারিত না। [২৯]আর দেখ, তারা চেচাইয়া উঠল, বলল, হে ঈশ্বরের পুত্র, আপনার সহিত আমাদের সম্পর্ক কি? আপনি কি নিরুপিত সময়ের পূর্ব্বে আমাদিগকে যাতনা দিতে এখানে আসিলেন? [৩০]তখন তাহাদের হইতে কিছু দুরে বৃহৎ এক শুকর পাল চরছিল। [৩১]তাতে ভূতেরা বিনতি করে তাঁকে বলল, যদি আমাদিগকে ছাড়ান, তবে ঐ শুকর পালে পাঠাইয়া দিউন। [৩২]তিনি তাহাদিগকে বললেন, চলে যাও।

তখন তারা বাহির হইয়া সেই শুকর পালে প্রবেশ করল; আর দেখ, সমুদয় শুকর মহা বেগে ঢালু পাড় দিয়া দৌড়িয়া গিয়া সমুদ্রে পড়ল, ও জলে ডুবে মরল। [৩৩]তখন পালকেরা পলায়ন করল, এবং নগরে গিয়া সমস্ত বিষয়, বিশেষতৎ সেই ভুতগ্রস্তদের বিষয় বর্ননা করল। [৩৪]আর দেখ, নগরের সমস্ত লোক যীশুর সহিত সাক্ষাৎ করবার জন্য বের হয়ে আসল, এবং তাঁকে দেখিয়া নিজেদের সীমা হতে চলে যেতে বিনতি করল।

৮:২৮
এন.এ.এস.বি (NASB),
এন.আর.এস.ভি (NRSV), জে.বি (JB), "গাদারীয়দের দেশের মধ্যে"
এন.কে.জে.ভি(NKJV), "গাদারীয়দের দেশে"
টি.ই.ভি (TEV), "হ্রদের ওপারে গাদারীয়দের অঞ্চল"

এই ভৌগলিক অঞ্চলের উপর অনেক আলোচনা করা হয়েছে। তিনটি ভিন সুসমাচারে তিনটি ভিন উপায়ে এ জায়গাটির উল্লেখ করা হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে এ জায়গাটি খেরসা নগরীর কাছে ছিল, কিন্তু গাদারীয় শহরটির এমন কিছু ভূমি হ্রদের নিকটবর্তী ছিল এবং এই জায়গাটিকে কখনও কখনও গাদারীয়দের জিলা বলে অভিহিত করা হোত, যদিও এ নগরটি ছয় মাইল দূরে ছিল।

- "দুইজন লোক" মথি এই ক্ষেত্রে দুইজন লোকের কথা উল্লেখ করেছেন কিন্তু মার্ক এবং লুক একজন লোকের কথা উল্লেখ করেছেন। (তুলনা করুন মার্ক ৫:১, লুক ৮:২৬)। আর একটি উদাহরন হতে পারে যিরোহোর অন্ধ লোকটি/লোকগুলো (তুলনা করুন মথি ২০:২৯; মার্ক ১০:৪৬, লুক১৮:৩৫)। কেহ কেহ মনে করেন যে দুইজন লোককে উল্লেখ করা হয়েছে কারন বিচারালয়ে সাক্ষী দেয়ার জন্য এই সংখ্যাটি (২) প্রয়োজন ছিল। তুলনা করুন গননা পুস্তক ৩৫:৩০; দ্বিতীয় বিবরন ১৭:৬; মথি ১৮:১৬)।

- "যারা ভূতগ্রস্থ ছিল তারা কবরস্থান হতে বের হল" তারা সমাজের দ্বারা বহিস্কৃত লোক ছিল এবং আর এটাই ছিল একমাত্র জায়গা যেখানে তারা আশ্রয় খুজে পেত। এই যুগে মানুষের তৈরী ছোট ছোট গুহা অথবা প্রাকৃতিক গুহা কবর স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হত।এ জায়গাটিতে ভূতগ্রস্থরা ছিল কিনা তা নিশ্চিত নয়। ভূত এবং দূতদের সম্পর্কে অনেক বিশেষ প্রশ্ন রয়েছে যার উত্তর দেয়া যায় না কারন বাইবেলে এ সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য নাই। আমাদের জগতটি মন্দতা, আর দাসদের এবং পতিত দূতদের দ্বারা পরিব্যপ্ত যারা বের হয়েছে ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যাহত করাতে, এবং ঈশ্বরের সবচেয়ে সুন্দর সৃষ্টি মানুষকে এবং তাঁর প্রেম এবং মনোযোগের দৃষ্টিকে ধ্বংস করতে।

- "ঐ পথ দিয়ে কেহই যেতে পারত না" মার্ক ৫:২- ৬ এবং লুক ৮:২৭

৮:২৯ 'তুমি, হে ঈশ্বপুত্র" এ সকল ভূতরা চিনতে পেরেছিল যীশু কে ছিলেন (তুলনা করুন যাকোব ২:১৯)। "ঈশ্বরপুত্র" নামটি অনেকবার ব্যবহার করা হয়েছে (মথি ৪:৩; ১৪:৩৩; ১৬:১৬; ২৭:৪৩, ৫৪ - এ)। এটা ছিল "পুত্র" শব্দটির উপর একটি কথার খেলা (তুলনা করুন মথি ২:১৫; ইস্রায়েল জাতি ছিল পুত্র; ইস্রায়েলের রাজা হলেন পুত্র এবং ইস্রায়েলের মশীহ হলেন পুত্র। সুসমাচার গুলিতে অনেকবারই ভুতেরা যীশুকে চিনতে পারে এবং তাঁকে "ঈশ্বরপুত্র" হিসেবে সম্বোধন করে।

যীশু তাদের সাক্ষ্যকে স্বীকার করেন না। তাঁকে সাহায্য করার জন্য তারা এ কথা বলে নাই। পরবর্তীতে যীশুকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল যে তিনি শয়তানের শক্তি ব্যবহার করেছেন (১২:২৪)। তাঁর সম্পর্কে ভূতদের এই সাক্ষ্য এই অভিযোগটির উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারত।

- এন.এ.এস.বি (NASB), এন.কে. জে.ভি (NKJV),
 এন.আর.এস.ভি (NRSV), জে.বি (JV)- " নিরুপিত সময়ের পূর্বে আমাদেরকে কি আপনি যাতনা দিতে এখানে এসেছেন? "
- টি.ই.ভি (TEV) "আপনি কি সঠিক সময়ের পূর্বে আমাদেরকে শাস্তি দিতে এসেছেন?"

আধ্যাত্বিক শক্তি জানে যে একটি সময় নিরুপিত হয়েছে যাতে ঈশ্বর জীবিতদের এবং মৃত মানুষদের এবং দুতদের বিচার করতে পারেন। (তুলনা করুন ফিলিপীয় ২:১০-১১; প্রকাশিত বাক্য ১১:১৫)

৮:৩০ "অনেক শুয়োরের পাল" এ সকল শুয়োরের উপস্থিতি থেকে বুঝা যায় যে এটি ছিল একটি অইহুদী এলাকা। যথাযথভাবে ভূতগুলো কেন শুয়োরের পালে প্রবেশ করেছিল তা স্বাভাবিকভাবেই একটি আনুমানিক ধারনা। এ ব্যপারে যথেষ্ট তথ্য নাই। এই শুয়োরের দলের ধ্বংস তাদের আশ্রয়দাতাদের প্রতি ভূতদের মৃত্যুর সর্বশেষ কারনকে দেখিয়ে দেয়।

- "যদি" এটি একটি প্রথম শ্রেনীর শর্ত মূলক বাক্য। যীশু ভূতদের তাড়াতে যাচ্ছিলেন।
- "ভূতেরা" ১০১ - এ বিশেষ বিষয়গুলো দেখুন।

৮:৩৪ "তাঁকে দেখে নিজেদের সীমা হতে চলে যেতে বিনতি করল" সমগ্র বাইবেলের মধ্যে সবচেয়ে দুঃখজনক পদগুলোর মধ্যে এটি হল একটি পদ। ইতিহাসের সবচেয়ে মহান ব্যক্তির উপস্থিতিতে এসকল গ্রামের লোক দুইজন ভূতগ্রস্থ লোকের পরিত্রান এবং মুক্তি এবং তাদের এলাকার জন্য সুসমাচারের অধ্যাত্বিক শক্তির চেয়ে কিছুসংখ্যক শুয়োরের মৃত্যু সম্পর্কে বেশী চিন্তিত ছিল।

আলোচনার জন্য প্রশ্নাবলীঃ

এটা হল একটি পাঠ সহায়ক টীকা যার অর্থ হল যে বাইবেল সম্পর্কে আপনার নিজস্ব ব্যাখ্যার জন্য আপনি দায়ী। আমাদের প্রত্যেকেই যে আলো রয়েছে সেই আলোতে চলতে হবে। এই ব্যাখ্যাতে আপনার বাইবেলে এবং পবিত্র আত্বার অগ্রাধীকার রয়েছে। একজন ব্যাখ্যাকারীর কাছে এটাকে আপনি অবশ্যই ছেড়ে দিতে পারেন না।

আলোচনার জন্য এই সকল প্রশ্ন আপনাকে সাহায্য করার জন্য দেয়া হয়েছে যাতে আপনি বইটির প্রধান অংশের বিষয়গুলি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চিন্তা করতে পারেন। এগুলোর উদ্দেশ্য হল চিন্তাকে জাগিয়ে তোলার জন্য, চূড়ান্ত করার জন্য নয়।

১. সংক্ষিপ্ত সুসমাচারগুলো (মথি, মার্ক,লুক) যীশুর বাক্য এবং কার্যগুলো কেন ভিন্ন ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন?

২. কেন একজন কুষ্ঠীর সুস্থতা এমন একটি গুরুত্বপুর্ন ঘটনা ছিল (তুলনা করুন ১১:৫)

৩. যীশু কেন চেয়েছিলেন সে সকল লোক যেন পুরোহিতদের কাছে যায় এবং নিজদেরকে দেখায় যাদেরকে তিনি সুস্থ করেছিলেন ?

৪. একজন রোমীয় সামরিক অধ্যক্ষের সাথে কাজ করাটা যীশুর জন্য কি খুবই অস্বাভাবিক ছিল ?

৫. ১১ এবং ১২ পদ দুইটির গুরুত্বটা কি ?

৬. ভূতেরা কারা অথবা কি ? আমাদের পৃথিবীতে তাদের উদ্দেশ্যটা কি ?

৭. ১৭ পদ কি শিক্ষা দেয় যে শারীরিক নিরাময় প্রায়শ্চিত্তের একটি অংশ ?

৮. "মনুষ্যপুত্র" এবং "ঈশ্বরের পুত্র" এই দুটি পদের গুরুত্বটা কি ? (তুলনা করুন যিহিস্কেল ২:১; দানিয়েল ৭:১৩)

মথি ৯

অনুচ্ছেদ হিসাবে আধুনিক অনুবাদের বিভাজন সমূহ

ইউ.বি.এস[4]	এন.কে.জে. ভি	এন.আর.এস.ভি	টি.ই.ভি	জে.বি
একজন পক্ষাঘাতীর	যীশু একজন	গালিলের ঘটনাবলী	যীশু একজন	একজন পক্ষাঘাতীর
আরোগ্য	পক্ষাঘাতীকে	(ক্রমশ)	পক্ষাঘাতগ্রস্থ	সুস্থতা লাভ
	ক্ষমা করেন এবং	(৮:১- ৯: ৩৮)	ব্যাক্তিকে সুস্থ	
	আরোগ্য করেন	৯:১	করেন	
৯:১- ৮		৯:২- ৮	৯:১- ২	৯:১- ৮
	৯:১- ৮		৯:৩	
			৯:৪- ৬	
মথিা আহবান			৯:৭- ৮	মথির আহবান
৯:৯- ১৩	করগ্রাহক মথি			৯:৯
	৯:৯- ১৩	৯:৯	যীশু মথিকে	
			আহবান করেন	
			৯:৯ক- খ	পাপীদের সাথে
		৮:১০- ১৩		ভোজন
			৯:১০- ১১	৯:১০- ১৩
উপবাস সম্পর্কে			৯:১২- ১৩	
প্রশ্ন	যীশুকে উপবাস			উপবাসের উপর
	সম্পর্কে প্রশ্ন করা	৯:১৪- ১৭	উপবাস সম্পর্কে	একটি আলোচনা
৯:১৪- ১৭	হয়		প্রশ্ন	৯:১৪- ১৭
	৮:১৪- ১৭		৯:১৪	
			৯:১৫	
			৯:১৬- ১৭	
শাসনকর্তার কন্যা				একজন প্রদররোগ
এবং এক স্ত্রীলোক	একটি বালিকা			গ্রস্থ স্ত্রীলোকের সুস্থ
যে যীশুর বস্ত্র স্পর্শ	জীবন ফিরে		অধ্যক্ষের কন্যা ও	তা; অধ্যক্ষের
করেছিল	পেলএবং একটি	৯:১৮- ২৬	স্ত্রীলোকটি যে যীশুর	কন্যার জীবন লাভ
	স্ত্রীলোক সুস্থ হলেন		বস্ত্র স্পর্শ করেছিল	৯:১৮

৯:১৮- ২৬			৯:১৮	৯:১৯- ২২
	৯:১৮- ২৬		৯:১৯	
			৯:২০- ২১	
			৯:২২	৯:২৩- ২৬
			৯:২৩- ২৪ক	দুইজন অন্ধের
দুইজন অন্ধের		৯:২৭- ৩১	৯:২৪খ- ২৬	সুস্থতা
আরোগ্য লাভ	দুইজন অন্ধ		যীশু দুইজন	৯:২৭- ৩১
৯:২৭- ৩১	আরোগ্য লাভ		অন্ধকে সুস্থ করেন	একজন ভূতগ্রস্তকে
	করলেন		৯:২৭	সুস্থতা লাভ
	৯:২৭- ৩১		৯:২৮ক- খ	৯:৩২- ৩৪
			৯:২৮গ	
		৯:৩২- ৩৪	৯:২৯- ৩০	
একজন গোঁগার			৯:৩১	
সুস্থতা লাভ				
৯:৩২- ৩৪	একজন গোঁগা কথা	৯:৩৫- ৩৮	যীশু একজন	
	বলে		গোঁগাকে সুস্থ	
যীশুর সমবেদনা	৯:৩২- ৩৪		করেন	৯:৩৫
৯:৩৫- ৩৮			৯:৩২- ৩৩	৯:৩৬- ৩৮
			৯:৩৪	
	৯:৩৫- ৩৮		৯:৩৫- ৩৮	

পাঠ সিরিজ তিন (এর পৃষ্টা দেখুন)
অনুচ্ছেদ পর্যায়ে মূল লেখকের অভিপ্রায় অনুসরন করে

এটি একটি পাঠ সহায়ক টীকা যার অর্থ হল যে বাইবেল সম্পর্ক আপনার নিজস্ব ব্যাখ্যার জন্য আপনি দায়ী। আমাদের প্রত্যেককে সেই আলোতে চলতে হবে যে আলো আমাদের মাঝে রয়েছে। এই ব্যাখ্যার আপনার, বাইবেলের এবং পবিত্র আত্মার অগ্রাধীকার রয়েছে। আপনি একজন ব্যাখ্যা কারীর উপর এই ব্যখ্যাকে ছেড়ে দিতে পারেন না। আসন থেকে না উঠে একবারেই অধ্যায়টি পড়ুন। বিষয়টি চিহ্নিত করুন । উপরে উল্লেখিত পাঁচ প্রকারের অনুবাদের আলোকে আপনার বিষয় বিভাজন গুলোকে তুলনা করুন। অনুচ্ছেদে ভাগ করাটা ঐশী প্রেরনার বিষয় নয়, কিন্তু এটা মূল লেখকের অভিপ্রায় অনুসরনের চাবি বা উপায় সরুপ , যা হল ব্যাখ্যার হৃদপিন্ড সরুপ। প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদের একটি এবং কেবলমাত্র একটি বিষয় রয়েছে।

১। প্রথম অনুচ্ছেদ
২। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ
৩। তৃতীয় অনুচ্ছেদ
৪। ইত্যাদি

মথি ৯:১- ৩৪ এর পঠভূমিকা

ক. মথি কখনও কখনও ঘটনা গুলোকে অল্প কথায় প্রকাশ করেন যা মার্ক এবং লুক উভয়ই অনেক স্পষ্ট এবং খুটিনাটিভাবে লিপিবদ্ধ করেন। যারা ব্যাখ্যা করেন তাদের উচিত নয় স্পষ্ট এবং খুঁটিনাটি বিষয় চেয়ে অন্যান্য সুসমাচারের মধ্যে তুলনা করা যতক্ষন না তারা নির্নয় করতে পেরেছেন কিভাবে/কেন প্রথ্যেক সুসমাচার লেখকগন তাদের মত করে ঘনটাগুলোকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। আমরা একটি সম্পূর্ন ইতিহাস অনুসন্ধান করছি না কিন্তু পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রানিত ধর্মতাত্বিক অভিপ্রায় অনুসন্ধান করছি। তুলনা করুন গর্ডন ফি এবং ডগলাগ ষ্টুয়ার্টসের কিভাবে বাইবেল অধ্যায়ন করতে হবে এর সকল মুল্যের জন্য (পৃষ্টা ১২০- ১২৯)

খ. এই অধ্যায়টি অনেক স্বতন্ত্র ইউনিটে বিভক্তঃ

১. ১ থেকে ৮ পদ পর্যন্ত তুলনা করুন মার্ক ২:৩- ১২ এবং ৫:১৭- ২৬.
২. ৯ থেকে ১৭ পর্যন্ত পদ সমূহ (তুলনা করুন মার্ক ২:১৪- ২২ এবং লুক ৫:২৭- ৩৮
৩. ১৮থেকে ২৬ পর্যন্ত পদসমূহ (মার্ক ৫:২২ এবং লুক ৮:৪১- ৫৬।
৪. ২৭ থেকে ৩১ পর্যন্ত পদসমূহ যা মথিতে ও অপূর্ব
৫. ৩২ থেকে ৩৪ পর্যন্ত পদসমূহও মথিতে অপূর্ব
৬. ৩৫ থেকে ৩৮ পর্যন্ত পদসমূহ অনেকে বিশ্বাস করেন যে এটা হল বার জন শিষ্যের প্রেরিত পদে নিযুক্তির একটি ভূমিকা যা দশম অধ্যায়ের সাথে যাওয়া উচিত।

গ. অষ্টম অধ্যায় রোগের প্রকৃতির এবং ভূতদের উপরে যীশুর ক্ষমতা প্রকাশিত করে। বিভিন প্রকার অবস্থার উপর যীশুর ক্ষমতা এবং আধিপত্য দেখানোর জন্য মথি এই অংশটি ব্যবহার করেছেন।

শব্দ এবং শব্দ সমষ্টি অধ্যায়ন

এন. এস. বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ ৯:১
পরে তিনি নৌকায় উঠে পার হলেন, এবং নিজ নগরে আসলেন।

৯:১ প্রাসঙ্গিকভাবে এই পদটি ৮ অধ্যায়ের সাথে যাওয়া উচিত, কেননা এটা একটি মধ্যবর্তী পদ যা পরবর্তী ঘটনাকে প্রদর্শন করে। যীশু সে শহরে তার শৈশব কাটিয়েছিলেন নাসারতে অবিশ্বাস এবং প্রত্যাখানের অভিজ্ঞতা লাভের পর কফরনাহুম যীশুর প্রচার কার্যের প্রধান কার্যালয়ে পরিনত হয়েছিল।
৯:২ ‘তারা তাঁর কাছে একজন পক্ষাঘাতীকে আনল” এ ঘটনার সম্পূর্ন বিবরন মার্ক ২:১- ২২ পদে পাওয়া যায়। এটা হল সেই কাহিনী যেখানে
পক্ষাঘাতীর বন্ধুরা ছাদ খুলেছিল এবং তাকে যীশুর পায়ের কাছে তাকে নামিয়ে দিয়েছিল।

❑ ‘‘তাদের বিশ্বাস দেখে যীশু’’ প্রাসঙ্গিকভাবে ‘‘তাদের বিশ্বাস’’ কেবলমাত্র ঐ লোকটিকে নির্দেশ করে না যার সুস্থতা প্রয়োজন ছিল, কিন্তু প্রাথমিকভাবে তার বন্ধুদেরকে নির্দেশ করে যাদের অনেক সরল চিক্ততা এবং অধ্যবসায় ছিল।

❑ ‘‘সাহস কর, বৎস্য; তোমার পাপ ক্ষমা হল’’ এটি একটি বর্তমান কর্তৃবাচক আদেশ এবং একটি বর্তমান কর্মবাচক নির্দেশ । যিহুদীরা কখনও কখনও পাপ এবং অসুস্থতা সম্পর্কে গল্প বলতেন (তুলনা করুন যোহন ৫ঃ ১৪; ৯ঃ২; এবং যাকোব ৫ঃ১৫- ১৬। যদিও যীশু এই বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে উপলব্ধি করেছিলেন, এটাও মনেও হয়েছিল যে তিনি সংযুক্ত করার একটি বাহ্যিক কাজের বিরোধিতা করেছিলেন (তুলনা করুন যোহন ৯ঃ৩ এবং লুক ১৩ঃ২- ৩)।এটি যীশুর আত্ম- উপলব্ধির একটি শক্তিশালী উক্তি। কেবলমাত্র ঈশ্বও ক্ষমা করতে পারেন।

৯ঃ৩ ‘‘অধ্যক্ষ গন’’ ব্যাবিলনীয় বন্দিদশার সময় থেকে, ইহুদী সমাজে একটি সম্মানজনক জায়গা হিসাবে ইহুদীদের ধর্মসভা (সিনাগগ) জেরুশালেম মন্দিরের কিছুটা প্রতিদ্বন্দী হয়েছিল। ইহুদী আইনে অভিজ্ঞ এই সকল স্থানীয় লোকেরা ইষ্রার ঐতিহ্য অনুসরন করে অধ্যক্ষ হিসেবে পরিচিত হয়েছিল (ইষ্রা ৭ঃ৮,১০)। বিভিন্ন ধর্মতাত্বিক পরিবেশ থেকে তারা এসেছিলেন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই ফরিশী ছিলেন। সত্যিকার আগ্রহের জন্য অথবা যীশুর উপর গোয়েন্দাগিরি করার জন্য তারা সেখানে উপস্থিত ছিল কিনা তা নিশ্চিত নয়। পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা আছে বলে যীশুর এই দাবি শুনে তারা অবশ্যই অবাক হয়েছিলেন। তারা বিশ্বাস করতেন যে ঈশ্বরের এই ক্ষমতা ছিল। এই প্রেক্ষিতে , যীশুর এই মৌলিক দাবিকে তারা ঈশ্বর- নিন্দা বলে বাতিল করেছিলেন (মার্ক ২ঃ৭); প্রকৃত পক্ষে এটা ঈশ্বর নিন্দা হোত যদি যীশু ঈশ্বরের মানবরূপ ধারনকারী পুত্র না হতেন।

৯ঃ৪ ‘‘আর যীশু তাদের চিন্তা বুঝতে পেরে’’ এটা যীশুর ঐশ্বরিক জ্ঞানের একটি উদাহরন কিনা, যা এই অবস্থার থেকে মনে হয়, অথবা লোকের ভীড়ের মধ্য থেকে কেহ কেহ তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন কিনা তা নিশ্চিত নয়। নূতন নিয়মে কতগুলি অংশ রয়েছে যা প্রকাশ করে যে যীশু মানব প্রকৃতি ভালভাবে জানতেন এবং অন্যান্য অংশ প্রকাশ কওে যে তিনি তার ঐশ্বরিক জ্ঞান ব্যবহার করেছিলেন।

৯ঃ৫ ‘‘কোনটা বলা সহজ, ‘তোমার পাপ ক্ষমা করা হল’ বলা, না ‘তুমি উঠে বেড়াও’ বলা ‘‘তোমার পাপ ক্ষমা করা হল’’ বলা কঠিনতর কিন্তু একটি শারীরিক সুস্থতার মত এটা স্পষ্ট নয়। পাপ পূর্ন মানুষের পক্ষে উভয় কাজই অসম্ভব।

৯ঃ৬ ‘‘কিন্তু যেন তোমরা জানতে পার’’ সমস্ত সুসমাচারগুলোতে যীশু কেবলমাত্র গরীব এবং অভাবীদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, কিন্তু ইহুদি নেতাদের ও সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন (তুলনা করুন যোহন ১১ঃ৪২,৪৫)। মুখোমুখি হয়েছিলেন যাতে তারা তাতে বিশ্বাস করার জন্য ফিরতে পারে। এই আরোগ্যলাভ যতটা অধ্যাক্ষের জন্য প্রয়োজন ছিল ততটা প্রয়োজন ছিল পক্ষাঘাতী ব্যক্তি এবং তার বন্ধুদের জন্য। বাস্তবিক পক্ষে, যীশু সকল স্বাস্থ পরিচর্যা ক্ষেত্রে এটা সত্য কখনও কখনও এ সকল ক্ষমতার কার্যসমূহ করা হয়েছিল শিষ্যদের বিশ্বাস অনুপ্রানিত করার জন্য অথবা পার্শ্বস্থ ব্যক্তিদের মধ্যে বিশ্বাস সৃষ্টি করার জন্য।

❑ ‘‘মনুষ্যপুত্র’’ পুরাতন নিয়ম থেকে এটা হোল একটি বিশেষনীয় বাক্যাংশ। যিহিস্কেল ২:১ এবং গীতসংহিতা ৮:৪ এ ইহা ব্যবহার করা হয়েছিল এর সত্যিকার বুৎপত্তিগত অর্থে এবং এর অর্থ হল ‘‘মনূষ্য’’। যাহোক, ইহা দানিয়েল ৭:১৩ এ একটি অদ্বিতীয় অবস্থায় ব্যবহার করা হয়েছিল যা এ উপাধি বা নাম দ্বারা ব্যক্তিটির মানবীয় এবং ঐশ্বরিক উভয়ই প্রকাশ করে। সেসময় থেকে এ নামটি ইহুদী অধ্যক্ষগন ব্যবহার করেন নাই এবং সেজন্য যীশু ইহা জাতীয়তা বাদী, স্বৈরাচারী এবং সামরিক কোন ভাবেই ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু ইহাকে তিনি তাঁর দ্বৈত প্রকৃতি (মানবিক এবং ঐশ্বরিক) গোপন করা এবং প্রকাশ্যের জন্য যথার্থ নাম হিসাবে পছন্দ করেছিলেন (তুলনা করুন ১ যোহন ৪:১- ৬)। এটা ছিল তাঁর নিজের প্রিয় নাম।

❑ ‘‘পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করার ক্ষমতা রয়েছে’’ ‘‘অধিকার’’ ‘‘ক্ষমতা’’ অথবা ‘‘আধিপত্য’’ অর্থে এই অধিকার শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল। ইহা জোরালোভাবে যীশুর মশীহত্ব প্রকাশ করে, যদিতা না করে তবে তাঁর ঈশ্বরত্ব প্রকাশ করে। ইহুদিরা আশা করেন নাই মশীহ একজন ঐশ্বরিক ব্যক্তি হবেন কিন্তু মশীহকে আশা করেছিলেন একজন অতি প্রকৃত ক্ষমতাধর সামরিক অথবা রাজনৈতিক নেতা হিসাবে। ইহা হল কেবলমাত্র অধিকতর প্রকাশ প্রাপ্তির মাধ্যমে যে বিশ্বাসীগন মশীহের মানবরুপ ধারন/ আধ্যাত্বিক প্রকৃতি বুঝতে পেরেছিলেন।

❑ ‘‘তিনি পক্ষাঘাতীকে বললেন, ‘উঠ, তোমার শয্যা তুলে লও, এবং তোমার ঘরে চলে যাও’’। এই বাক্যটিতে তিনটি ক্রিয়াপদ রয়েছে: (১) ‘‘উঠ’’ হল একটি অতীত কর্তৃবাচক বিশেষন যা একটি আদেশ হিসাবে ব্যবহৃত (২) ‘‘তোমার শয্যা তুলে লও’’ হল একটি অতীত কর্তৃবাচক আদেশ (৩) ‘‘ঘরে চলে যাও’’ হল একটি বর্তমান কর্তৃবাচক আদেশ । এ সকল ক্রিয়ার কালের প্রয়োগ হয়তো করা হয়েছিল যে ঈশ্বর ছিলেন ‘‘উঠ’’ কর্মবাচ্যের কর্তা বা শক্তি। সুস্থতা লাভের পর লোকটির যা কিছু করা দরকার ছিল এই দুইটি আদেশমূলক ক্রিয়াপদ সে সম্পর্কে কথা বলতে পারে। তার শয্যা তুলে লওয়াটা ছিল এমন একটি চিহ্ন যে তার ভিক্ষা করার দিনগুলো শেষ হয়ে গেছে এবং সে ঘরে দিকে ফিরতেছিল। এই সুস্থতালাভ যীশুর ঈশ্বরত্বের এবং মশীহত্বের দাবি নিশ্চিত করে।

৯:৮ ‘‘কিন্তু যখন লোকরা ইহা দেখল, তারা সন্ত্রস্থ হল’’ এখানে এটা হল গ্রীক পান্ডুলিপির সমস্যা যা ‘‘সন্ত্রস্ত হওয়া’’ অথবা ‘‘ভীত হওয়া’’ শব্দটির সাথে সম্পর্কযুক্ত। সবচেয়ে প্রাচীন এবং সবচেয়ে উত্তম গ্রীম পদগুলি হলো ‘‘ভীত হলো’’। পরবর্তীতে পদগুলো শব্দটিকে নমনীয় করে ‘‘বিস্মিত’’ অথবা রাজা জেমসের নতুন সংস্করনে ‘‘চমৎকৃত’’ করা হয়েছিল। কিন্তু গ্রীক পান্ডুলিপি সহজভাবে বাক্যাংশটিকে বাতিল করা হয়।

লোকেরা অভ্যস্থ ছিল না কাউকে এই প্রকার ক্ষমতা নিয়ে কথা বলতে । ঐতিহ্য এবং ইহুদী ধর্মযাজকদের প্রাচীন উক্তির উদ্ধৃতি ধর্মযাজক শাসিত ইহুদী ধর্ম ফাঁদে পড়েছিল। যীশু এমন ধরনের সত্য এবং অসাধারন ক্ষমতা নিয়ে কথা বলতেন যা ইহুদী সমাজের এই প্রজন্ম কখনও শুনে নাই। একজন মানুষকে এই প্রকার ক্ষমতা দেবার জন্য তারা ঈশ্বরের প্রশংসা করেছিলেন। এটা হতে পারে যীশুর মানবত্বের প্রতি একটি লুকানো উক্তি যা প্রাথমিক মন্ডলীর বন্যতন্ত্রের সন্মুখীন হতে হয়েছিল। নূতন নিয়মের উপর অধিক পড়াশুনা থেকে এটাও বিশ্বাসযোগ্য যে ধর্মীয় নেতাগন যীশুর জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত ছিলেণ।

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ: ৯:৯

[৯]‘‘আর যীশু সেখান থেকে যেতে যেতে, তিনি মথি নামক এক ব্যক্তিকে করগ্রহন স্থানে বসে থাকতে

দেখলেন; আর তিনি তাকে বললেন "আমার পশ্চাতে আস" আর তিনি উঠলেন এবং তাঁর পশ্চাৎে গমন করলেন।"

৯:৯ "আর যীশু সেখান থেকে যেতে যেতে" ৯ পদ থেকে ১৭ পদগুলো অন্যান্য সংক্ষিপ্ত সুসমাচারে আরো বিস্তারিতভাবে বর্ননা করা হয়েছে যেমন করা হয়েছে মার্ক ২ এবং লুক ৫ অধ্যায়ে।

- "তিনি মথি নামক এক ব্যক্তিকে দেখলেন" মার্ক ২:১৪ এবং লুক ৫:২৭ থেকে আমরা জানতে পারি যে, তার আরেকটি নাম হোল লেবি। এর অর্থ এই নয় যে তিনি একজন যাজক অথবা একজন লেবীয় ছিলেন। যিহুদীদের কখনও কখণও দুইটি নাম থাকত, একটি ইহুদী নাম এবং অন্যটি গ্রীক নাম। আর সাধারনত এ নামগুলো দেয়া হত জন্মের সময়ে। আর ইনি হলেন সেই শিষ্য যাকে এই সুসমাচারের লেখকের সম্মান দেয়া হয়। যীশু তাকে হয়তো পছন্দ করেছেন হিসাব নিকাষ বা দলিল পত্রাদি যথাযথভাবে রাখার গুনের অথবা সকল লোকের প্রতি তাঁর প্রেম দেখানোর একটি উপায় হিসাবে।
- "শরগ্রহন স্থানে বসে" শাষনকর্তা ফিলিপ এবং শাসনকর্তা হেরোদের শাসন এলাকার মাঝে গালীল সাগরের পার্শ্বে কফরনাহুমে অবস্থিত ছিল সেজন্য সিরীয়া এবং যুদেয়ার মধ্যবর্তী কোন স্থানে এই কর গ্রহন স্থানটি অবস্থিত ছিল। শাসনকর্তা হেরোদ অথবা রোমীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হতে এই কর গ্রহন স্থানটি ক্রয় করা হয়েছিল। আর এটা করা হত এমন চিন্তা নিয়ে যে আদায় কৃত অতিরিক্ত রাজস্যের পুরাটাই পরিগনিত হত। যীশুর সময়ে কুখ্যাতভাবে এই ধরনের কাজ করা হত এবং সেজন্য করগ্রহন স্থানগুলো ছিল মন্দতা এবং শোষনের সমার্থক শব্দ হিসাবে পরিগনিত হয়েছিল।" স্থানীয় ইহুদী উপাসনালয়ে অথবা ইহুদী সমাজে সরগ্রহনকারীরা অবশ্যই সমাদৃত ছিলেন না।
- "আমার পশ্চাতে এস; তাতে সে উঠে তাঁর পশ্চাৎ গমন করল" খুব সম্ভবত এটাই সর্বপ্রথম সময় ছিল না যে মথি যীশুর কথা শুনেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় তিনি অনেকবারই যীশুর শিক্ষা শুনেছিলেন আর এটা ছিল ধর্মগুরুর পশ্চাতে আসা এবং একজন পূর্ন শিষ্য হবার জন্য একজন ধর্মগুরুর নিকট হতে একজন শিষ্যের প্রতি একটি আনুষ্ঠানিক আহবান। (তুলনা করুন ৪:১৯, ২১)

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ ৯:১০- ১৩

[১০]পরে তিনি গৃহমধ্যে ভোজন করতে বসেছেন, আর দেখ, অনেক করগ্রাহী ও পাপী আসিয়া যীশুর এবং তাঁহার শিষ্যদের সহিত বসিল। [১১]তাহা দেখিয়া ফরীশিরা তাঁহার শিষ্যদিগকে বলল, তোমাদের গুরু কি জন্য করগ্রাহী ও পাপীদের সাথে ভোজন করেন? [১২]তাহা শুনিয়া তিনি বললেন, সুস্থ লোকদের চিকিৎসকের প্রয়োজন নাই, বরং পীড়িতদেরই প্রয়োজন আছে। [১৩]কিন্তু তোমরা গিয়া শিক্ষা কর, এই বচনের মর্ম্ম কি, "আমি দয়া চাই, বলিদান নয়"; কেননা আমি ধার্ম্মিক দিগকে নয়, কিন্তু পাপীদিগকে ডাকিতে আসিয়াছি।

এটা মথির গৃহকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছিল, যীশুর গৃহকে উদ্দেশ্য করে নয়। আপাতদৃষ্টিতে জীবনে এই প্রকার একটি অর্থপূর্ন সিদ্ধান্ত গ্রহনের পরে একটি ভোজ আয়োজন করা সম্পুর্ন রুপে সবার কাছে গ্রহনীয় ছিল কারন সখরিয় নামের অন্য একজন করগ্রাহী এই প্রকার কাজ করেছিলেন (তুলনা করুন লুক ১৯)। মূলতঃ "কুখ্যাত পাপিরা" শব্দ দুইটি দ্বারা ইহুদী সমাজের সে সকল সমাজ হতে বহিস্কৃত লোকদের বুঝানো হতে পারে যারা মোশীর ব্যবস্থার খুটিনাটি কাজগুলো করতে পারত না যা ধর্মগুরু শাসিত ইহুদী ধর্মের মৌখিক ঐতিহ্যে শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে। আর

এটা সম্ভব যে তাদের মধ্যে কেহ কেহ ছিল, কিন্তু আবার, এটা হতে পারে যে ইহুদী নেতাদের নিকট তাদের ব্যবস্থা অথবা পেশা গ্রহনযোগ্য ছিল না।
"তারা বরলেন" শব্দ সমষ্টির অর্থ হল হেলান দিয়েছিলেন। এই ঐতিহাসিক যুগে লোকেরা খাওয়ার সময় বাম কনুইয়ের উপরে ভর দিয়ে হেলান দিতেন।
৯:১১ "যখন ফরিশীরা এটা দেখলেন, তারা তার শিষ্যদেরকে বললেন," এসকল ফরিসীরা ভোজনের সময় উপস্থিত ছিলেন কিন্তু ভোজনের শরিক ছিলেন না। ইহাকে অস্বাভাবিক মনে হতে পারে কিন্তু প্রাচীন কালে কোন ভোজে অতিথী হিসাবে নিমন্ত্রিত না হলেও কোন ব্যক্তি ঘরের চারপার্শ্বে আসতে এবং দাঁড়াতে পারত অথবা জানালা দিয়ে দেখতে পারত এবং কথাবার্তায় অংশগ্রহন করতে পারতো।মনে হতে পারে "ফরিশীরা" হল "অধ্যক্ষদের" আর একটি নাম যাদের বিষয়ে পূর্বে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছিল। এরা ছিলেন অঙ্গীকারাবদ্ধ ইহুদীদের একটি দল যারা একটি বিশেষ ঐতিহ্য অনুসরন করতেন যা ইহুদীদের মৌখিক ঐতিহ্যের (তালমুদ) সমর্থন করত। লক্ষ্য করুন যে তারা শিষ্যদের মুখোমুখি হয়েছিলেন, স্বয়ং যীশুর মুখোমুখি নয়।

যীশু এসকল কুখ্যাত পাপীদের সাথে ভোজন করে সহভাগিতা এবং বন্ধুত্ব প্রকাশ করতেছিলেন। যোহন বাপ্তাইজক একজন সন্ন্যাসী হিসেবে যীশুর আসার পুর্বেই এসেছিলেন কিন্তু ইহুদী নেতাগন তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন আর এখন তারা প্রত্যাখ্যান করল যীশুকে যিনি একজন আরো সামাজিক ব্যক্তির মত এসেছিলেন। (তুলনা করুন ১১:১৯, লুক ৭:৩৪)। তারা এমনকি যীশুকে দোষী সাব্যস্থ করেছিল "মাতাল" বলে যার অর্থ হল "একজন অতিভোজী ব্যক্তি" অথবা "একজন যিনি অতিরিক্ত পান করেন" অনেক সময় ধর্মীয় সংলাপের একটি কুৎসিত এবং আত্ম- ধার্মিক দিক থাকে।

ফরিশীদের উৎপত্তি এবং ধর্মতত্ত্বের উপর একটি পূর্ন আলোচনার জন্য ২২:১৫ - এ টীকা দেখুন।

৯:১২ "আর যখন যীশু তা শুনলেন, তিনি বললেন" এই অবস্থায় যীশু স্পষ্টত ফরিশীদের মন গুলো পরীক্ষা করেন নাই (দেখুন একই অধ্যায়ের ৪ পদ) হয় তাদের কথা গুলো তাকে জানানো হয়েছিল অথবা তিনি নিজেই শুনেছিলেন।

- "সুস্থ লোকদের চিকিৎসকে প্রয়োজন নাই, বরং পীড়িতদেরই প্রয়োজন রয়েছে" এর অর্থ এই নয় যে ফরীশিরা পাপী ছিলেন না; বরঞ্চ এটা ছিল একটি তীব্র ব্যঙ্গপূর্ন জবাব। ধর্মীয় শিক্ষকদের জন্য জায়গাটি হওয়া উচিত তাদের সাথে যাদের শিক্ষা প্রয়োজন।

৯:১৩ "কিন্তু যাও এবং শিক্ষা কর এই বচনের মর্ম্ম কি?" ইহা হল হোশেয় ৬:৬ থেকে একটি উদ্ধৃতি (যেমন পাওয়া মথি ১২:৭) এই পদটি শুরু হয়েছে একটি অতীত নির্দেশমূলক শব্দ সমষ্টি যা একটি বাগধারা ছিল যা ইহুদী অধ্যক্ষগন কোন একটি বিশেষ বিষয় অধ্যয়ন করার জন্য তাদের ছাত্রদের সাধারনত বলতেন। ১৩ পদটি মথি লিখিত সুসমাচারের একটি অদ্বিতীয় পদ।

- "কেননা আমি ধার্ম্মিকদেরকে নয়, কিন্তু পাপীদেরকে ডাকতে এসেছি" লুক ৫:৩২ যা এই ঘটনার একটি সংক্ষিপ্ত ঘটনা, এর সাথে যোগ করেছে "অনুতপ্তদেরকে"। যদিও মথির এই বিবরনীতে বিশেষভাবে ইহা লিপিবদ্ধ করা হয় নাই। কিন্তু মথির বিবরন ইহাকেই নির্দেশ করে ।

লোকদের জন্য যে দুইটি প্রয়োজনীয় জবাব ঈশ্বরের কাছে সঠিক তা হোল অনুতাপ এবং বিশ্বাস (তুলনা করুন মার্ক ১:১৫; প্রেরিত ৩:১৫; ১৯; ২০:১২)। যীশু এমনকি দৃঢ়ভাবে ঘোষনা করেছেন যে যতক্ষন লোকেরা অনুতাপ না করেন তারা সকলেই নিষ্ট হবে (তুলনা করুন লুক ১৩:৫)। একজনের জীবনের জন্য অনুতাপ মূলতঃ হোল নিজের থেকে পাপ থেকে এবং বিদ্রোহ করা থেকে ফিরে আসা এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং পথে ফিরে আসা। ইহা একটি বড় আবেগ নয় কিন্তু এটা হোল অগ্রাধিকার এবং জীবন যাত্রায় একটি পরিবর্তন । ইহা হোল পরিবর্তনের দিকে ইচ্ছা।

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ ৯:১৪- ১৭
[১৪]তখন যোহনের শিষ্যগন তাহার নিকটে আসিয়া কহিল, ফরীশীরা ও আমরা অনেক বার উপবাস করি, কিন্তু আপনার শিষ্যগন উপবাস করে না, ইহার কারন কি? [১৫]যীশু তাঁহাদিগকে বললেন, বর সঙ্গে থাকতে কি বাসর ঘরের লোকে বিলাপ করিতে পারে? ডকন্তু এমন সময় আসিবে, যখন তাহাদের নিকট হতে বর নীত হইবে; তখন তারা উপবাস করিবে। [১৬]পুরাতন বস্ত্রে কেহ কোরা কাপড়ের তালী দেয় না, কেননা তাহার তালীতে বস্ত্র ছিড়িয়া যায়, এবং আরও মন্দ ছিদ্র হয়। [১৭]আর লোকে পুরাতন কুপায় নূতন দ্রাক্ষারস রাখে না; রাখিলে কুপাগুলি ফাটিয়া যায়, তাহাতে দ্রাক্ষারস পড়িয়া যায়, কুপাগুলিও নষ্ট হয়; কিন্তু লোকে নূতন কুপাতেই টাটকা দ্রাক্ষারস রাখে, তাহাতে উভয়েরই রক্ষা হয়।

৯:১৪ "তারপর যোহনের শিষ্য গন তার কাছে আসলেন" ইহা অনিশ্চিত যে (১) তারা তারা সত্যিকার ভারে আগ্রহী ছিলেন কিনা (২) তারা সত্যিকার ভাবে বিভ্রান্ত ছিলেন কিনা অথবা (৩) তারা তাকে প্রতারিত করতে চেষ্টা করেছিলেন কিনা। ফরীশী দের মত তারা নিমন্ত্রিত ছিরেন না কিন্তু ভোজনে আপতঃ উপস্থিত ছিরেন। প্রেরিত ১৯:১ পদে আমরা দেখতে পারি যে যোনের অনেক শিষ্য ছিল ।

- "আমরা এবং ফরিশীরা উপবাস করি, কিন্তু আপনার শিষ্যগন উপবাস করে না" পুরাতন নিয়মে একটি মাত্র উপবাস দিন, যাকে মহা প্রায়শ্চিত্ত দিন বলা হয়, প্রত্যেক বছর উদযাপিত হত। যাহোক, ইহুদী ধর্মীয়গুরুগন সপ্তাহের দ্বিতীয় এবং পঞ্চম দিনগুলোকেও উপবাস দিন করেছিলেন, এই অনুমানের উপর ভিক্তি করে যে ঐ দিন দুইটির একটিতে মোশী সিনাই পর্বতে উঠেছিলেন এবং অন্যাদিন নেমে এসেছিলেন। উপবাস কারোর ধর্মীয় অঙ্গীকার প্রমান করার একটি উপায় হিসাবে পরিনত হয়েছিল। যীশু এই অনুষ্ঠানকে বাতিল করেন না কিন্তু তিনি এটাকে একটি মান নির্ধারক হিসাবে নিশ্চয়তা প্রদান করেন না।

এই পদটিতে একটি গ্রীক পান্ডুলিপিগত সমস্যা রয়েছে যা "প্রায়ই" বহুবার শব্দটির সাথে সংযুক্ত। "ফপবাস" শব্দটির দুইটি ভিন গ্রীক শব্দ রয়েছে যা এই ধারনা প্রতিফলিত করে। একটি শব্দ একই অর্থে পাওয়া যায় লুক ৫:৩৩- এ। মার্ক ২:১৮তে একইভাবে লিখিত আছে "উপবাস" সম্পর্কে। ইউ.বি.এস কমিটি অন্য একটি শব্দ "অনেক" কে বন্ধনীর মধ্যে রেখেছেন কারন তারা অনিশ্চিত ছিলেন এটা মথিতে প্রথমেই ছিল কিনা অথবা পরবর্তীতে একজন লেখকদ্বারা এটা যোগ করা হয়েছে কিনা।

৯:১৫ " কিন্তু এমন দিন আসবে যখন তাদেও নিকট হতে বর নীত হবেন, আর তখন তারা উপবাস করবে" তিনি সত্য বলে ধরে নিয়েছিলেন যে তাঁকে ক্রুশারোপিত করার পর তাঁর শিষ্যগন উপবাস করবেন। এটা হোল সর্বপ্রথম সময় যখন ক্রুশারোপনের বিষয় ইঙ্গিত করা হয়েছিল। এই শব্দ

সমষ্টিতে ব্যবহৃত এ্যাপাইরো শেব্দটির একটি প্রচন্ড অর্থ রয়েছে। যীশুর ‘‘বর’’ উপমাটির মানবজাতির ত্রানকর্তা সংক্রান্ত অর্থ রয়েছে। বিশেষ বিষয় দেখুনঃ ৬:১৬ তে।

৯:১৬- ১৭ উপবাস কিভাবে এই সত্যকে প্রয়োগ করা যায় সে সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়েছে। কারো বিশ্বাসে নমনীয় হওয়ার প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব প্রদান করা মনে করা হতে পারে। যাহেক। একজন ব্যক্তিকে প্রকৃতির এবং ইহার নমনীয়তার প্রসার বিষয়ে অবশ্যই সতর্ক হতে হবে। আর এটা হোল ইহুদী ধর্মগুরুদের ইহুদী মতবাদের মৌখিক ঐতিহ্য সম্পর্কে আক্ষরিক ব্যাখ্যার একটি নিন্দা। ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করুন । কখনও ঈশ্বরের প্রতি আমরা কতটুকু বাধ্য তার চেয়ে আমরা আমাদের ঐতিহ্য এবং বাধ্যবাধকতার উপর বেশী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ (তুলনা করুন যিশাইয় ২৯:১৩)। এই উপমা মার্ক ২:১৯- ২০ এবং লুক ৫:৩৩- ৩৯ এর অনুরুপ।

এন.এস.বি (হাল নাগাদ) শাস্ত্রপাঠঃ ৯: ১৮- ১৯ [১৮]‘‘তিনি তাদের এই সকল কথা বলিতেছেন, আর দেখ একজন অধ্যক্ষ এসে তাকে প্রনাম করে বললেন, আমার কন্যাটা এতক্ষন মরিয়া গিয়াছে; হস্তার্পন করুন, তাতে সে বাচবে। [১৯]তখন যীশু উঠিয়া তার পশ্চৎ গমন করলেন, তার শিষ্যগনও চললেন।

৯:১৮ ‘‘ইহদী ়পাসনালরে একজন অধ্যক্ষ আসরেন এবং তার সন্মখে মাথা নত করলেন’’ মার্ক ৫:২২- ৪৩ এবং লুক ৮:৪১- ৫৬ তে একটি আরো অনেক বিস্তারিত বিবরন পাওয়া যায়। আক্ষরিক অর্থেই লোকটি ইহুদি উপাসনালয়ের একজন অধ্যক্ষ বা কর্মকর্তা ছিলেন (তুলনা করুন মার্ক ৫:২২। ইনি ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি ইহুদী উপাসনালয়ের ভৌত অবস্থার সাথে সাথে এর মিয়মিত কাজগুলোর জন্য কৈফিয়ত দিতে বাধ্য ছিরেন । যীশুর মত একজন বিতর্কমূলক এবং বেসরকারী ধর্মগুরুর নিকটে প্রকাশ্যে দৌড়ে এসে এবং তার পায়ের উপর মাথা নত করে তিনি একটি অবৈশিষ্টশূলক ভাবে কাজ করেছিলেন। যাহোক, যে কন্যাকে তিনি ভালবাসতেন তার অবস্থা সম্পর্কে তিনি চিন্তিত ছিলেন। যখন কোন ব্যক্তি এই পদগুলোকে মার্ক ৫:২১ এবং ৮:৪২ এর সাথে তুলনা করেন, তাহলে একটি অমিল পাওয়া যায় যেমন মেয়েটি মুমূর্ষ্য প্রায় ছিল কিনা অথবা এতক্ষন মরে গিয়েছিল কিনা।

৯:১৯ ‘‘যীশু উঠলেন এবং তার পশ্চাৎ হাটতে শুরু করলে’’ আপাতদৃষ্টিতে এ লোকটির বিশ্বাস (১) যীশুর শারীরিকভাবে উপস্থিতি (২) মাথার উপর হস্ত অর্পন এবং (৩) প্রার্থনার সাথে সম্পর্ক যুক্ত ছিল। ১১:৫- এ একজন মৃত ব্যক্তির জেগে উঠা ছিল অনেক চিহ্নের মধ্যে একটি যা যোহন বাপ্তাইজকের জন্য উল্লেখ করা হয়েছিল যীশুর মশীহ হিসাবে পরিচর্যা কাজ বৈধ করার জন্য। আর এটা সত্যিকার ভাবে পুনরুত্থানের একটি ঘটনা অথবা সংজ্ঞাহীন অবস্থা থেকে আরোগ্য হবার বিষয় ছিল কিনা তা এই বর্ননাপ্রসঙ্গ থেকে অনিশ্চিত।

৯:২০ ‘‘বারো বছর অবধি প্রদও রোগগ্রস্ত একটি স্ত্রীলোক’’ মার্ক ৫:২৬ এবং লুক ৮:৪৩ থেকে আমরা এই কাহিনী সম্পর্কে আরো বিস্তারিত বর্ননা জানতে পারি। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে তিনি চিকিৎসার জন্য ডাক্তারদেরকে তার সমস্ত টাকা ব্যয় করেছিলেন এবং কোন সাহায্য পান নাই। তাল মুদ ____ বিশেষ করে সাব, ১১০ক এবং খ থেকে ধর্মগুরু শাসিত ইহুদী ধর্ম মতবাদে কিছু যাদুকরী সুস্থতা সম্পর্কে জানি। এরকম সুস্থতা লাভের একটি সুস্থতা ছিল একজন লোকের ঘাড়ের চারপাশে একটি সাদা রংয়ের গাধার গোবর থেকে প্রাপ্ত উট পাখির ডিমগুলো অথবা যবের দানা

বহন করা। একজন লোক অদ্ভুদ প্রকারের সুস্থতা লাভ সম্পর্কে কল্পনা করতে পারে যা এই স্ত্রীলোকটি এই বারো বছর ধরে চেষ্ট করেছে। এই বিশেষ প্রকারের অসুস্থতা তাকে অনুষ্ঠানিকভাবে অশুচি করেছিল এবং ইহুদীদের নিয়মিত উপাসনা অনুষ্ঠানগুলোতে অবাঞ্ছিত করেছিল। (তুলনা করুন লেবীয় ১৫ঃ২৫)। খুব সম্ভবত ঐ স্ত্রীলোকটি বেশীর ভাগ সময় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল।

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ ৯ঃ২৭- ৩১
[২৭]পরে যীশু সেখান হতে প্রস্থান করলেন, দুই জন অন্ধ তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলল; তারা চেচাইয়া বলিতে লাগিল, হে দায়ুদ- সন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন। [২৮]তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করলে পর সেই অন্ধেরা তাঁর নিকটে আসিল; তখন যীশু তাদের বললেন, তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, আমি ইহা করিতে পারি? তারা তাকে বলল, হ্যাঁ, প্রভু। [২৯]তখন তিনি তাদের চক্ষু স্পর্শ করিলেন, আর কহিলেন, তোমাদের বিশ্বাস অনুসারে।

৯ঃ২১ ‘‘তার বস্ত্র স্পর্শ করতে পারলেই আমি সুস্থ হব’’ এই স্ত্রীলোকটির বিশ্বাসের মধ্যে কুসংস্কারের একটি উপাদান ছিল এবং যদিও যীশু তার দূর্বল বিশ্বসকে সম্মানিত করেন (তৃতীয় শ্রেনীর শর্তমূলক বাক্য)। লেবীয় ১৫ঃ১৯ এর উপর ভিক্তি করে এটা তার লক্ষে অবৈধ ছিল একজন ধর্ম গুরুর বস্ত্র স্পর্শ করা কারন এটা যীশুকে অনুষ্টানিকভাবে অশুচি করতে পারত। অনুষ্টানিক নিয়ম কানুনের চেয়ে লোকদের সম্পর্কে উদ্বিগ্ন ছিলেন। বস্ত্রটি দ্বারা খুব সম্ভবত যীশুর প্রার্থনার শাল (তালিথ- ঞঃধষরঃয) নির্দেশ করে যা তিনি উপাসনাকালে তার মাথাকে ঢাকবার জন্য ব্যবহার করতেন। (তুলনা করুন গননা ১৫ঃ৩৮- ৪০;ইদ্বতীয় বিবরন ২২ঃ১২; মথি ২৩ঃ৫)

এন.এস.বি (হাল নাগাদ) শাস্ত্রপাঠঃ ৯ঃ ২৩- ২৬
[২৩]‘‘পরে যীশু সেই অধ্যক্ষের বাটীতে আসিয়া যখন দেখলেন, বংশীবাদকগন রয়েছে, ও লোকেরা কোলাহল করিতেছে, [২৪]তখন বললেন, সরিয়া যাও, কন্যাটা ত মরে নাই, ঘুমিয়ে আছে।তখন তারা তাকে উপহাস করিল। [২৫]কিন্তু লোকদিগকে বের করে য়ো হলে তিনি ভিতরে গিয়া কন্যাটার হাত ধরিলেন, তাতে সে উঠল। [২৬]আর এই জনরব সেই দেশময় ব্যাপিল।

৯ঃ২২ ‘‘তোমার বিশ্বাস তোমাকে সুস্থ করল’’ আক্ষরিক অর্থে শব্দটি হল ‘‘মুক্তি প্রাপ্ত’’। এটা ব্যবহৃত হয়েছিল ইহার শারিরীক মুক্তি পুরাতন নিয়মের যৌক্তিকতায় (তুলনা করুন যাকোব ৫ঃ১৫)। কুসংস্কারের কারনে স্ত্রীলোকটির বিশ্বাস দুর্বল হলেও যীশু তার বিশ্বাসকে সম্মান দেখিয়েছিলেন। বিচার বিষয় হলো নুতন নিয়মের এটা কারো বিশ্বাসের উদ্দেশ্য।

৯ঃ২৩ ‘‘পরে যীশু সেই অধ্যক্ষের বাটীতে এসে যখন দেখলেন, বংশীবাদকগন রয়েছে, ও লোকরো কোলাহল করছে’’ ধর্মীয় গুরু শাসিত ইহুদী সমাজে এটা ছিল এমন একটি সর্বজনীন আচার (তুলনা করুন যিরমিয় ৯ঃ১৭; ৪৮ঃ৩৬) যে যখন কেহ মৃত্যু বরন করে গরীব হলেও, একটি প্রচলিত অন্তে াষ্টিত্রিয়ার জন্য কমপক্ষে দুইজন বংশীবাদক এবং কান্নাকাটি করার জন্য একজন মহিলাকে ভাড়া করা হোত। অন্তোষ্টিত্রিয়াা গুলো ছিল অত্যন্ত বাহ্যিক এবং আবেগপুর্ন সাম্প্রদায়িক অভিজ্ঞতা।

৯:২৪ “সরে যাও; কারন মেয়েটি মরে নাই, ঘুমায়ে রয়েছে”। “ঘুম” কে সৃত্যুর সাথে ঘন ঘন ব্যবহার করা হোত না, কিন্তু এই প্রেক্ষিতে মৃত্যুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। এটা একটি গভীর সংজ্ঞাহীন অবস্থা অথবা মৃত্যু যা হোক না কেন, সত্যিকারভাবে একটি সুস্থতার অলৌকিক কার্য সংগঠিত হয়েছিল।

৯:২৫ “আর যখন লোকদের সরিয়ে দেয়া হোল” লুক ৮:৫১ উল্লেখ করে যে পিতামাতা এবং শিষ্যদের ঘনিষ্টজন, পিতর, যাকোব, এবং যোহনকে থাকবার জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছিল।
ইংরেজি- ৮৯

- “তার হাত ধরলেন” যীশু বালিকাটিকে কি বলেছিলেন তার আরো বিস্তারিত বর্ননা মার্ক ৫:৪১ এ যে লিপিবদ্ধ করা আছে। মৃত ব্যক্তিকে স্পর্শ করলে তাকে হয়তো আনুষ্ঠানিক ভাবে অসূচি হতে হোত। কিন্তু, মৃত্যুর উপর কারো যখন জীবনের শক্তি থাকে, তখন মৃত শরীর হিসেবে এরুপ কোন জিনিষ থাকে না।

৯:২৬ “এ সংবাদ সেই দেশময় ব্যপল” যে কারনে যীশু ঘরটি খালি করেছিলেন তা হল যে কোন ব্যক্তি যেন এই অলৌখিক সুস্থতা লাভের সংবাদ ছড়াতে না পারে (তুলনা করুন ৮:৪; ৯:৩০; ১২:১৬; ১৬:২০; ১৭:৯; মার্ক ১:৪৪; ৩:১২; ৫:৪৩; ৭:৩৬; ৮:৩০; ৯:৯; লুক ৪:৪১; ৫:১৪; ৮:৫৬; ৯:২১;)। যাহেক, অন্তেষ্টিক্রিয়ার সুষ্টুভাবে চলার সাথে সাথে, এই বালিকাটির আরোগ্যলাভ অবশ্যই ছড়িয়ে যেতে পারত।

৯:২৭ “দুইজন অন্ধ চেচাইয়া বলতে বলতে তাঁকে অনুসরন করল” সংক্ষিপ্ত সুসমাচার গুলোতে অলৌকিক কাহিনীর যে বৈশিষ্ট ছিল তা হল মথি সব সময় দুইজন ব্যক্তির বিষয় লিপিবদ্ধ করেন, অপর দিকে মার্ক এবং লূক একজন ব্যক্তির বিষয় লিপিবদ্ধ করেন (তুলনা করুন মথি ৮:২৮ এবং ২০:৩০)। এর প্রকৃত কারন অনিশ্চিত। এটা অনুমান করা হয়েছে যে মথি পুরাতন নিয়মের বৈধ পূরন করবার জন্য দুইজন স্বামী চেয়েছিলেন (তুলনা করুন গননা ৩৫:৩০; দ্বিতীয় বিবরন ১৭:৬; ১৯:১৫)

- “হে দায়ুদ সন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন” পুরাতন নিয়মের এই শিরোনাম ও মথি ১৫:২২ এবং ২২:৪২ এ ব্যবহার করা হয়েছিল। ২য় সমূয়েল ৭ অধ্যায়ে ফিরে যাওয়ার জন্য আপাতভাবে এর একজন মুক্তিদাতা বা মশীহের সংশ্লিষ্টতা ছিল। এ শিরোনামটি দ্বারা লোকেরা সত্যিকার ভাবে কি বুঝতে পেরেছিল তা নিশ্চিত নয়। কিন্তু ইহা অবশ্যই তাদের বিশ্বাসের একটি চিহ্ন ছিল, আর তা যদি না হয় তবে তা ছিল যীশুর সম্পর্কে ঐ ব্যক্তির ধর্মতাত্বিক উপলব্ধি।

৯:২৮ “হ্যাঁ, প্রভু” গ্রীক ভাষায় এ শিরোনামটি হল “কিউরিতাস (শঁৎরঃধং) বাবু/ জনাবঅথবা “মহাশয় ” অর্থে এটাকে ব্যবহার করা হয়েছিল অথবা যীশুর ঈশ্বরত্বের এক সম্পূর্ন ধর্মতাত্বিক শিব নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। এখানে মনে হয় যে এ শিরোনামটি একটি জনপ্রিয় অর্থে আরো ব্যবহার করা হয়েছে যদিও এ অন্ধ লোকদের ব্যবহৃত “দায়ূদ সন্তান” শিরোমানটি কিছু ধর্ম তাত্বিক উপলব্ধির অর্থ প্রকাশ করে। যীশু তাদেরকে জনতার থেকে সরাতে চেয়েছিলেন

কারন তিনি চান নাই তারা তাদের সুস্থতা সম্প্রচার করে (তুলনা করুন একই অধ্যায় ২৬,৩০; ৮:৪)।

৯:২৯ "তিনি তাদের চক্ষু স্পর্শ করলেন" ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় অন্ধ লোকদের আরোগ্য লাভের কুটি কাহিনী সুসমাচারগুলোতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। যাহোক, অনেক বৈচিত্র নিয়ে এগুলি কার্যে পরিনত হয়েছিল। এখানে দেখা যায় যীশু তাদের চক্ষু স্পর্শ করলেন, আপাত তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করার জন্য। অন্ধদের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেয়াটা ছিল মশীহের সম্পর্কে ভবিষ্যত বানীর প্রমানগুলোর মধ্যৌ একটি প্রমান। (তুলনা করুন গীতসংহিতা ১৪৬:৮; যিশাইয় ২৯:১৮; ৩৫:৫; ৪২:৭; ১৬; ১৮; মথি ১১:৫)।

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ ৯:৩২- ৩৪
[৩২]তারা বাইরে যাচ্ছে, আর দেখ, লোকেরা এক ভূতগ্রস্থ গোঁগাকে তার নিকটে আনল। ভুত ছাড়ান হলে সেই গোঁগা কথা কহিতে লাগিল; তখন লোক সকল আশ্চর্য্র জ্ঞান করল, ইস্রায়েলের মধ্যে এমন কখনও দেখা যায় নাই। কিন্তু ফরীশীরা বলতে লাগল, ভূতগনের অধিপতি দ্বারা সে ভূত ছাড়ায়।

৯:৩২ "এক ভূতগ্রস্ত গোঁগা" সুসমাচার গুলোতে ভূতগ্রস্ত এবং শারিরীক অসুস্থতার মধ্যে একটি প্রবল পার্থক্য তৈরি করা হয়েছিল। মার্ক ৭:৩২ এবং ৯:২৫ এ এর একটি উক্তম উদাহরন পাওয়া যায়; একজন শারীরিকভাবে বাকশক্তিহীনকে সুস্থ করা হয়েছিল অন্যদিকে একজন ভূতগ্রস্থ কে গোঁগার মধ্যে অবস্থিত ভূতকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। যদিও ভূতের শক্তিগুলি শারীরিক অসুস্থতার কারন হতে পার, কিন্তু সকল অসুস্থতাই ভূতের কারনে আমাদের পৃথিবীতে যে ভূতের উপস্থিতি ওয়েছে তা নূতন নিয়ম দৃঢ় ভাবে সমর্থন করে। যারা অনেক সময় তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে কাটিয়েছেন তারা এ সত্যতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন এবং এ বহিপ্রকাশকে অনেক সময় এবং নূতন নিয়মের বিভিন ঘটনায় দেখে থাকেন। এর অর্থ এই নয় যে তৃতীয় বিশ্বে আরো বেশী ভূত রয়েছে। আধুনিক পশ্চিমা জগতের দৃষ্টিভঙ্গি এই অতিপ্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে রয়েছে। ১০:১ এর বিশেষ বিষয় দেখুন।
৯:৩৪
এন.এ.এস.বি (NASB), এন.কে.জে.ভি(NKJV),
এন.আর.এস.ভি(NRSV), - "ভূতদের অধিপতি দ্বারা তিনি ভূত ছাড়ান"
টি.ই.ভি(TEV) "ভূতদের অধিপতি তাকে ক্ষমতা দিয়েছেন যাতে তিনি তাদের তাড়াতে পারেন"
জে.বি(JB) "শয়তানদের রাজপুতের মাধ্যমেই তিনি ভূত ছাড়িয়ে ছিলেন"

ইহা আশ্চর্যের বিষয় যে যেসকল ফরীসীরা যীশুর ক্ষমতা দেখেছিলেন এবং তাঁর শিক্ষামালা শুনেছিলেন তারা সহজেই যীশুকে প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছিলেন কারন তিনি তাদের ঐতিহ্য প্রমানে চলেন নাই। এই একই বিবরন মার্ক ৩:২২ এবং লুক ১১:১৫ তে পাওয়া যায়। যোহন ৭:১০ তে একই প্রকার ঈশ্বও নিন্দার সিষয় লেখা রয়েছে যা জনতার মধ্য থেকে এসেছিল। এই সকল অলৌকিক ঘটনার সত্যতা তারা অস্বীকার করতে পারে নাই তাই তারা এগুলোকে ভূতের ক্ষমতা বলে গন্য করেছিল।

যীশু এই অভিযোগটির সম্পূর্নরুপে উক্তর দিয়েছিলেন। আর এই অভিযোগটিকে মথি ১২:২২ এ কখনও কখনও "ধমার্জনীয় পাপ অভিহিত করা হয়। এই অমার্জনীয় পাপ হল মহা আলোর উপস্থিতিতে যীশুতে বিশ্বাসের অবিরত প্রত্যাখ্যান। এ সকল লোকেরা তাদের অশাল প্রসুত কল্পনা ধারা এমন ভাবে অন্ধ ছিল যে তারা সেই সুসমাচার দেখতে অসমর্থ ছিল সেই সুসমাচার অত্যন্ত পরিস্কার ভাবে যীশু খ্রীস্টের ভূমিকাকে অত্যন্ত পরিস্কার ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে । যখন আপনার আলো অন্ধকারে পরিনত হযেছে তখন অন্ধকারটি কত না বড় তুলনা করুন ৬:২৩; ২য় করিন্থীয় ৪:৪; । এটা কৌতুহল উদ্দীপক যে এই গ্রীক পান্ডুলিপি- ডি তে (ইবুধষ) বাদ দেয়া হয়েছি কিন্তু প্রাচীন গোলাকার ক্যাপিটাল অক্ষরের ন্যয় অক্ষর লিখন পদ্ধতির পান্ডুলিপি এই পদটি বিদ্যমান। মথি ১২:২৪ এবং লুক ১১:১৫ তে এই পদটি পাওয়া যায়।

- "ভূত গনের অধিপতি দ্বারা" এই বাক্যাংশটি শয়তানকে নির্দেশ করে (তুলনা করুন ১২:২৪, ৩২; মার্ক ৩:২২ এবং লুক ১১:১৫)। যীশুর ক্ষমতা এবং আধিপত্যকে অস্বীকার করার ফরীসীদের মনোভাবটি তাদেরকে পরিচালিত করেছিল ঈশ্বরের আলোকে অন্ধকারে পরিনত করার অমার্জনীয় পাপের দিকে।
-

এন.এ.এস.বি. (তালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ ৯:৩৫- ৩৮
[৩৫]আর যীশু সমস্ত নগরে ও গ্রামে ভ্রমন করিতে লাগিলেন; তিনি লোকদের সমাজগৃহে উপদেশ দিলেন ও রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করলেন, এবং সর্ব্বপ্রকার রোগ ও সর্ব্বপ্রকার ব্যধি আরোগ্য করলেন। [৩৬]কিন্তু বিস্তর লোক দেখিয়া তিনি তাদের প্রতি করুনাবিষ্ট হইলেন, কেননা তারা ব্যাকুল ও ছিনভিন ছিল, যেন পালক বিহীন মেষপাল। [৩৭]তখন তিনি আপন শিষ্যদিগকে কহিলেন, শস্য প্রচুর চটে, কিন্তু কার্য্যকারী লোক অল্প; [৩৮]অতএর শস্য ক্ষেত্রের স্বামীর নিকটে প্রার্থনা কর, যেন তিনি নিজ শস্যক্ষেত্রে কার্য্যকারী লোক পাঠাইয়া দেন।

৯:৩৫- ৩৮ এই সারমর্মমূলক বিবৃতি বর্ননা করার জন্য দুইটি সম্ভাব্য উপায় রয়েছে (১) ৪:২৩ ফিরে গিয়ে একটি সারমর্ম অথবা ১০ম অধ্যায়ে বারো জন শিষ্যকে প্রেরিত হিসেবে প্রচার কার্যে পাঠানোর ভূমিকা হিসেবে।

৯:৩৫ "রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করতে" ঈশ্বরের রাজ্য ছিল যীশুর প্রথা এবং শেষ উপদেশের এবং তাঁর অধিকাংশ উপমার কেন্দ্রবিন্দু। আপাতভাবে ইহা এখন মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বরের রাজ্য নির্দেশ করে যা একদিন সমগ্র পৃতিবী সম্পূর্নতা দান করবে।(তুলনা করুন মথি ৬:১০)। ৪:১৭ তে বিশেষ আলোচ্য বিষয় দেখুন।
মথি ৯:৩৬ "তিনি করুনাবিষ্ট হলেন" এটা জানা স্বস্তিদায়ক যে সামাজিক এবং ধর্মীয়ভাবে বহিস্কৃত লোকদের প্রতি যীশু কতই না করুনাবিষ্ট ছিলেন। তাদের জন্য তাঁর সহানুভূতি লুক ১৩:১৪ তে এই সকল পদের দ্বারা বর্ননা করা হয়েছে।

- "পালক বিহীন মেষপাল এর মত" ধর্মীয় নেতাদের জন্য "মেষপালক" ছিল একটি সার্বজনীন রূপক (তুলনা করুন গননা ২৭:১৭; ১ রাজাবলি ২২:১৭; যিহিস্কেল ৩৪:১- ১৬)। ভ্রান্ত মেষপালকের অর্থে কখনও কখনও ইহাকে ব্যবহার করা হয়েছিল (তুলনা করুন যিহিষ্কেল ৩৪: সখরিয় ১১:৫)। যীশু হলেন উক্তম মেষপালক (তুলনা করুন যোহন ১০; সখরিয় ১১:৭- ১৪; ১৩:৭- ৯)।

৯:৩৭-৩৮ মানুষের থেকে সম্পূর্ন ভিন আলোতে ঈশ্বর তাঁর জগতকে দেখেন (তুলনা করুন যিশাইয় ৫৫:৮-৯) ঈশ্বরের কাছে বিশ্বাসীদের প্রার্থনা করা দরকার যেন তিনি নিজ শস্য ক্ষেত্রে মজুর পাঠায়ে দেন। প্রয়োজন দেখাটা একটি আহবান তৈরী করে না যখন আমরা প্রার্থনা করি, ঈশ্বর আমাদেরকে যাবার জন্য কখনও কখনও অনুমতি দেন । লক্ষ্য করুন যে জগতকে ঈশ্বরের শষ্য ক্ষেত্র হিসেবে দেখা হয়। এটি তাঁর জগত। তিনি এটাকে ভালবাসেন। তিনি চান এটা যেন মুক্তি পায় (তুলনা করুন যোহন ৩:১৬; ১তীমথিয় ২:৪; ২ পিতর ৩:৯)।

আলোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

এটা হোল একটি পাঠ সহায়ক টীকা যার অর্থ হল যে বাইবেল সম্পর্কে আপনার নিজস্ব ব্যাখ্যার জন্য আপনি নিজেই দায়ী। আমাদের প্রত্যেকেরই যে জ্ঞান/ আলো রয়েছে তাতে চলতে হবে। এই ব্যাখ্যাতে আপনার বাইবেলে এবং পবিত্র আত্মার অগ্রাধীকার ওয়েছে। একজন ব্যাখ্যাকারীর কাছে এটাকে আপনি অবশ্যই ছেড়ে দিতে পারেন না।

আলোচনার জন্য এই সকল প্রশ্ন আপনাকে সাহায্য করার জন্য দেয়া হয়েছে যাতে আপনি বইটির প্রধান অংশের বিষয়গুলি পুঙখানুপুঙখভাবে সহজভাবে চিন্তা করতে পারেন। এগুলেঅর উদ্দেশ্যে হল চিন্তাকে জাগিয়ে তোলার জন্য চূড়ান্ত করার জন্য নয়।

১. সংক্ষিপ্ত সুসমাচারগুলোতে এ সকল একই প্রকার শিক্ষামালাকে বিভিন বর্ননা এবং পরিবেশে আবিভূত হতে মনে হয় কেন?
২. পক্ষাঘাতী ব্যক্তিটির পাপগুলো যীশুর ক্ষমা কওে দিবার গুরুত্বটা কি?
৩. "মনুষ্যপুত্র" শব্দটির ধর্মতাত্বিক গুরুত্বটা কি?
৪. কেন এটা গুওুত্বপূর্ন যে যীশু পাপীদের এবং করগ্রাহীদের সাথে আহার করতেন?
৫. উপবাস সম্পর্কে যীশু কি বলেন?
৬. অসুস্থ স্ত্রীলোকটি কেন যীশুর বস্ত্র স্পর্শ করতে চেয়েছিলেন?
৭. একটি পাচ্য দেশীয় অন্তেষ্টিক্রিয়া বর্ননা করুন।
৮. মথি কেন দৃঢ়ভাবে দুইজন অন্ধ লোকরে কথা লিপিবদ্ধ কওেছেন যেখানে মার্ক এবং লুক একজনের কথা লিপি বদ্ধ করেছেন?
৯. কারীরিক অসুস্থতা এবং ভূত গ্রস্থ হওয়ার মধ্যকার পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন
১০. উরীসীরা কেন ৩৪ পদে উল্লেখিত অমার্জনীয় পাপ করেছিলেন?
১১. ঈশ্বরের হৃদয় সম্পর্কে ৩৭ এবং ৩৮ পদ কি বলে?

মথি ১০

অনুচ্ছেদ হিসাবে অধুনিক অনুবাদের বিভাজন সমূহ

ইউ.বি.এস	এন.কে.জে.ভি	এন.আর.এস.ভি	টি.ই.ভি	জে.বি
বারজনের প্রচারকদল ১০:১- ৪	বারজন প্রেরিত ১০:১- ৪	বার জনকে ক্ষমতা প্রদান এবং নির্দেশ প্রদান (১০:১- ১১:১) ১০:১- ৪	বারজন প্রেরিত ১০:১- ৪	বারজনের প্রচারকদল ১০:১
বারজনকে ক্ষমতা প্রদান ১০:৫- ১৫	বারজনকে প্রেরন ১০:৫- ১৫	১০:৫- ১৫	বারজনের প্রচারকদল ১০:৫- ১০ ১০:১১- ১৫	১০:৫খ- ১০ ১০:১১- ১৬
আসন্ন অত্যাচারসমূহ ১০:১৬- ২৩	অত্যাচারগুলি আসছে ১০:১৬- ২৬	১০:১৬- ২৩ ১০:২৪- ২৫	আসন্ন অত্যাচারসমূহ ১০:১৬- ২০ ১০:২১- ২৩ ১০:২৪- ২৫	প্রচারকদলকে অত্যাচার করা হবে ১০:১৭- ২০ ১০:২১- ২৩ ১০:২৪- ২৫
কাদেরকে ভয় করতে হবে ১০:২৬- ৩১	যীশু ঈশ্বরের ভয় সম্পর্কে শিক্ষা দেন ১০:২৭- ৩১	১০:২৬- ৩১	কাদেরকে ভয় করতে হবে ১০:২৬- ৩১	উন্মুক্ত এবং ভয়হীন ভাষন ১০:২৬- ২৭
লোকদেও সম্মুখে যীশুকে স্বীকার ১০:৩২- ৩৩	লোকদের সামনে যীশুকে স্বীকার কর ১০:৩২- ৩৩	১০:৩২- ৩৩	যীশুকে স্বীকার করা এবং প্রত্যাখান করা ১০:৩২- ৩৩	১০:২৮- ৩১ ১০:৩২- ৩৩
শান্তি নয় কিন্তু তরবারী ১০:৩৪- ৩৯	খ্রীষ্ট বিভাজন আনেন ১০:৩৪- ৩৯	১০:৩৪- ৩৯	শান্তি নয় কিন্তু একটি তরবারী ১০:৩৪- ৩৬ ১০:৩৭- ৩৯	যীশুকে অনুসরন করার জন্য নিজেকে অস্বীকার করা ১০:৩৭- ৩৯
	শীতল জলের বাটি	১০:৪০- ১১:১	পুরষ্কারসমূহ	

পুরষ্কারসমূহ ১০:৪০– ১১:১	১০:৪০– ৪২		১০:৪০– ৪২	প্রেরেতিক বক্তৃতার উপসংহার ১০:৪০ ১০:৪১ ১০:৪২

পাঠ সিরিজ তিন (পরের পৃষ্টা দেখুন)
অনুচ্ছেদ পর্যায়ে মূল লেখকের অভিপ্রায় অনুসরন করে

এটি একটি পাঠ সহায়ক টীকা যার অর্থ হল যে বাইবেল সম্পর্ক আপনার নিজস্ব ব্যাখ্যার জন্য আপনি দায়ী। আমাদের প্রত্যেককে সেই আলোতে চলতে হবে যে আলো আমাদের মাঝে রয়েছে। এই ব্যাখ্যার আপনার, বাইবেলের এবং পবিত্র আত্মার অগ্রাধীকার রয়েছে। আপনি একজন ব্যাখ্যা কারীর উপর এই ব্যখ্যাকে ছেড়ে দিতে পারেন না। আসন থেকে না উঠে একবারেই অধ্যায়টি পড়ুন। বিষয়টি চিহ্নিত করুন । উপরে উল্লেখিত পাঁচ প্রকারের অনুবাদের আলোকে আপনার বিষয় বিভাজন গুলোকে তুলনা করুন। অনুচ্ছেদে ভাগ করাটা ঐশী প্রেরনার বিষয় নয়, কিন্তু এটা মূল লেখকের অভিপ্রায় অনুসরনের চাবি বা উপায় সরূপ , যা হোল ব্যাখ্যার হৃদপিন্ড সরূপ। প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদের একটি এবং কেবলমাত্র একটি বিষয় রয়েছে।

১। প্রথম অনুচ্ছেদ

২। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৩। তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৪। ইত্যাদি

মথি ১০:১- ৪২ এর পটভূমিকা

ক. এটি ছিল বারোজনের একটি প্রচারযাত্রা। যীশু পরবর্তীতে সত্তুর জন শিষ্যের একটি বৃহৎ দলকেও পাঠিয়েছিলেন (তুলনা করুন লুক ১০:১)

খ. এই অনুচ্ছেদেটি মার্ক ৬:৭- ১৩ এবং লুক ৯:১- ৬ এর অনুরুপ।

গ. বারো জনের প্রতি যীশুর বার্তার তিনটি ভাগ ওয়েছে যা যা "আমি তোমাদেরকে সত্য বলছি" পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা শব্দসমষ্টি করা বিভিন অংশে ভাগ করা হয়েছে পদসমূহ ১৫,২৩,৪২

শব্দ এবং শব্দসমষ্টি অধ্যয়ন

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ১০:১ [১]যীশু বারোজন শিষ্যকে কাছে ডাকলেন এবং তাদেরকে অশুচি আত্মাদের উপরে ক্ষমতা দিলেন, যেন তারা তাহাদেরকে ছাড়াতে এবং সর্বপ্রকার রোগ এবং ব্যধি আরোগ্য করতে পারেন।

১০:১ "বারো" সর্বপ্রথম সময় এই সংখ্যাটি বিবৃত করা হয়েছে, আর এটা খুব সম্ভবত ইস্রায়েল বারো বংশের অনুরুপ। বিশেষ আলোচ্য বিষয় দেখুনঃ ১৪:২০ তে বারো সংখ্যাটি।

- “শিষ্যগন” আক্ষরিক ভাবে এটার অর্থ হোল “শিক্ষার্থীবৃন্দ”। নূতন নিয়মটি শিষ্যদের উপর গুরুত্বারোপ করে সিদ্ধান্তের উপর নয়।

- “তাদেরকে ক্ষমা প্রদান করলেন” যীশু তাঁর ক্ষমতার এসকল অনুসারীকে ক্ষমতা প্রদান করলেন। তারা তাঁর রীতি মাফিক প্রতিনিধিতে পরিনত হলেন। শারীরিক অলৌকিক কাজ গুলো ছিল যীশুর বার্তা নিশ্চাত করার একটি উপায়।

- “তাদেরকে অশুচি আত্মাদের উপরে ক্ষমতা দিলেন যেন তারা সর্বপ্রকার রোগ ও ব্যাধি আরোগ্য করতে পারেন” **লক্ষ্য** করুন ভূতগ্রস্ত এবং রোগের মধ্যে একটি পার্থক্য তৈরী করা হয়েছে। ভূতেরা রোগের কারন ঘাটাতে পারে, তন্তু সবসময় নয়।

বিশেষ আলোচ্য বিষয়ঃ ভূত (অশুচি আত্মাগুলি)

প্রাচীন কালের লোকেরা সর্বপ্রানবাদী ছিলেন। তারা প্রকৃতির বলগুলির প্রাকৃতিক বস্তুসমূহ এবং মানব ব্যক্তিত্বের উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করত।মানুষের সাথে এসকল আধ্যাত্মিক সত্তার মিথস্ক্রিয়া মাধ্যমে জীবনকে ব্যখ্যা করা হয়।
এই ব্যক্তিত্ব আরোপ করার ফলে বহু ঈশ্বর বাদ সৃষ্টি হল। যা ভূতেরা ছিল ক্ষুদ্রতর দেবদেবী অথবা উপদেবতা (উক্তম অথবা মন্দ) যা ব্যক্তিগত মানব জীবনকে আঘাত করত।

মেসোপটেমিয়া, বিশৃঙ্খলা এবং বিবাদ
মিসর, শৃঙ্খলা এবং কাজ
কনান, দেখুন ডব্লিউঃ এফ.অলব্রাইটের প্রত্ন বিদ্যা এবং ইস্রায়েল ধর্ম, ৫ম সংস্করন পৃষ্টা ৬৭-৯২ (w.p- Hb bright’s Archiology and religion of Isreal, Fifth Edition)

পুরাতন নিয়ম ছোট ছোট দেবতা, দূত, অথবা ভূতদের বিষয়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে না বা চিন্তা করে না অথবা বর্ননা করে না , খুব সম্ভবত কারন হল এর কঠোর একশ্বেরবাদ (তুলনা করুন যাত্রা ৮:১০; ৯:১৪; ১৫:১১; দ্বিতীয় বিবরন ৪:৩৫,৩৯; ৬:৪; ৩৩:২৬; গীতসংহিতা ৩৫:১০; ৭১:১৯; ৮৬:৬; যিশাইয় ৪৬:৯; যিরমিয় ১০:৬-৭; মীখা ৭:১৮)। পুরাতন নিয়ম পৌত্তলিক জাতিসমূহের ভ্রান্ত দেবতাদের নামোল্লেখ করে না (সেদিম, তুলনা করুন দ্বিতীয় বিবরন; গীতসংহিতা ১০৬:৩৭) এবং ইহা কিছু কিছু দেবতার নাম উল্লেখ করে।
ছাগ দেবতা (অর্ধমানব ও অর্ধ ছাগলের নয় আকারযুক্ত বন দেবতা বিশেষ, চুলওয়ালা অপ দেবতা, তুলনা করুন লেবীয় ১৭:৭; ২বংশাবলি ১১:১৫)
লিলিথ (স্ত্রীলোক , মোহিনী শক্তি সম্পন দৈত্য বা অপদেবতা (তুলনা করুন যিশাইয় ৩৪:১৪)
কশাদেবতা (মৃত্যুকে বুঝানোর জন্য এটি একটি হীব্রু শব্দ যা মট নামক কনান দেশীয় পাতাবাসী দেবতাকে বুঝায় (তুলনা করুন যিশাইয় ২৮:১৫,১৮; যিরমিয় ৯:২১; এবং খুব সম্ভবত দ্বিতীয় বিবরন ২৮:২২)
রেসেফ দেবতা (মারামারী, দ্বিতীয় বিবরন ৩৩:২৯; গীতসংহিতা ৭৮:৪৮; হবকূক ৩:৫)

ডেভার দেবতা (মহামারী রোগ, তুলনা করুন গীতসংহিতা ৯১:৫- ৬, হবক্কুক ৩:৫)
আজ্জজেল- ছাগ দেবতা (নাম অনিশ্চিত, কিন্তু খুব সম্ভবত এটি একটি মরুভূমির অপদেবতা অথবা জায়গার নাম (তুলনা করুন লেবীয় ১৬:৮,১০,২৬)
(এ সকল উদাহরন জুডাইকা বিশ্বকোষ Encyclopaedia Judaica হতে চয়ন করা হয়েছে, ৫ম খন্ড পৃষ্ট ১৫২৩)
যাহোক, পুরাতন নিয়মে ইয়াহোয়ে (YHWH) থেকে কোন প্রকার দ্বৈবাদ অথবা দেবদূতোপম স্বতন্ত্র্য নাই।শয়তান হল ইয়াহোয়ে(YHWH) এর ভৃত্য (তুলনা করুন ইয়োব ১- ৩; সখরিয় ৩), একজন শত্রু নয় (তুলনা করুন এ.বি. ডেভিড সনের A theology of the old testament পুরাতন নিয়মের উপর ঈশ্বরতত্ত্ববিদ্যা, পৃষ্টা ৩০০- ৩০৬)

ব্যবিলনীয় বন্দিদশার (৫৮৬- ৫৩৮ খ্রীষ্টপুর্ব) সময় ইহুদী ধর্ম বিস্তার লাভ করে এবং জরাথুষ্ট ধর্ম মতবাদ (অগ্নি উপাসনামূলক ধর্ম) এর পারস্পরিক নরত্ব আরোপ করা দ্বৈত বাদের মাজদা অথবা অয়মাজদ নামক একজন উত্তম এবং উচ্চ ক্ষমতার দেবতা এবং আহরিমান নামক একটি মন্দ এবং বিপথের দেবতা দ্বারা ধর্মতাত্বিক ভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। আর এতে ব্যবিলনীয় বন্দীদশা থেকে মুক্ত হবার পর ইহুদী ধর্মে ইয়াহোয়ে এবং তার দূতদের মধ্যে এবং শয়তান এবং তার দূতদের অথবা অপদেবতার মধ্যে মানবরুপ ধারনকারী দ্বৈতমতবাদ মেনে নেওয়া হয়।
ব্যক্তিত্ব আরোপ করা মন্দতার উপর ইহুদী ধর্মের ধর্ম তত্ব আলফ্রেড এরিসীমের যীশু মশীহের জীবন এবং সময় (The Life and Times of Jesus the Messiah) দ্বিতীয় খন্ড, পরিশিষ্ট ১৩ (পৃষ্টা ৭৪৯- ৮৬৩) এবং পরিশিষ্ট ১৬তে (পৃষ্ট ৭৭০- ৭৭৬)বর্ননা করা এবং প্রকৃত ঘটনাসমূহকে সনিবেশ করা হয়েছে। ইহুদী ধর্ম তিনটি পন্থায় মন্দতাকে ব্যক্তিত্ব আরোপ করা হয়েছে।

শয়তান অথবা সামিল (samail)
মানুষের মধ্যে মন্দ ইচ্ছা (Yetzer Hara)
মৃত দূত

এডার সীম এসকলকে বৈশিষ্ট্য প্রদান করা হয়েছে (১) ফরিয়াদী/ অভিযোগকারী (২) প্রলোভন প্রদানকারী (৩) শাস্তি প্রদানকারী হিসাবে। মন্দতার বিষয়ে ব্যবীলনের বন্দী দশার পরে ইহুদী ধর্ম এবং নূতন নিয়মের বর্ননা এবং ব্যখ্যার মধ্যে একটি জোরাল ধর্মতাত্বিক পার্থক্য রয়েছে।

নূতন নিয়ম , বিশেষ করে সুসমাচারগুলি মানবজাতি এবং ঈশ্বরের (YHWH) বিপক্ষ হিসাবে মন্দ- আত্মার অস্তিত্ব এবং বিরোধীতাকে দৃড়ভাবে ঘোষনা করে (ইহুদী ধর্মমতবাদে শয়তান মানবজাতির শত্রু ছিল কিন্তু ঈশ্বরের নয়। তারা ঈশ্বরের ইচ্ছা, নিয়ম এবং রাজ্যের বিরোধিতা করত। যীশু এই অপদেবতা (যাকে অশুচি আত্মা বলা হত, তুলনা করুন লুক ৪:৩৬; ৬:১৮) অথবা মন্দ আত্মাকে (তুলনা করুন ৭:২১; ৮:২) বিরোধিতা করেছিলেন এবং মানবজাতি থেকে বিতাড়িত করেছিলেন । যীশু পরিষ্কারভাবে অসুস্থতা (শারীরিক এবং মানসিক) এবং ভূতপ্রস্ততার মধ্যে একটি পার্থক্য তৈরি করেছিলেন। এ সকল মন্দ আত্মাকে সনাক্ত করে এবং ভূত প্রেতাদি দূরী ভূত করে তাঁর ক্ষমতা এবং আধ্যাত্মিক অন্তদৃষ্টিকে প্রদর্শন করেছিলেন। তারা কখনও কখনও তাঁকে স্বীকার কওেছে এবং তাঁকে উদ্দেশ্য করে কথা বলতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু যীশু

তাদের সাক্ষ্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, তাদের নীরব থাকতে আদেশ দিয়েছিলেন এবং বহিষ্কার করেছিলেন।

এই বিষয়ে নূতন নিয়মের প্রেরিতদের চিঠিতে তথ্যের একটি বিস্ময়কর অভাব ওয়েছে। ভূত ছাড়ানো কাজ বা মন্ত্রকে কখনই একটি অধ্যাত্মিক বর হিসাবে অথবা প্রভুর বাক্য পরিচর্যাকারী অথবা বিশ্বাসীদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য প্রদত্ত একটি পদ্ধতি অথবা কার্যপ্রনালী হিসাবে তালিকাভূক্ত করা হয় নাই।

মন্দতা হোল বাস্তব; মন্দতা হোল ব্যক্তিগত মন্দতা বিদ্যমান। ইহার উৎপত্তি নয় এবং উদ্দেশ্যও প্রকাশিত নয়। বাইবেল ইহার প্রভাবকে অদম্যভাবে বিরোধিতা করে।বাস্তবতায় কোন চূড়ান্ত দ্বৈবাদ নাই। সম্পূর্ন কিছুই ঈশ্বরের নিয়ন্ত্রনে; মন্দতা পরাজিত এবং বিচারিত এবং সৃষ্টি হতে দূরীভূত করা হবে।

ঈশ্বরের লোকেরা অবশ্যই মন্দতার প্রতিরোধ করে (যাকোব ৪:৭)। তার এর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না (তুলনা করুন ১যোহন ৫:১৮), কিন্তু তারা প্রলোভিত হতে পারেন এবং তাদের সাক্ষ্য গুলো এবং প্রভাব নষ্ট হতে পারে (তুলনা করুন ইফিষীয় ৬:১০- ১৮)। মন্দতা খ্রীষ্টিয়ানদের জীবন দৃষ্টিতে একটি প্রকাশিত অংশ। আধুনিক খ্রীষ্টিয়ানদের মন্দতাকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করার কোন অধিকার নাই (ব্যাল্টম্যান এর পৌরনিক আকার পরিহার করা); নৈর্ব্যক্তিক মন্দতা (পল টিলিচের সামাজিক কাঠামো), মনোবৈজ্ঞানিক শব্দগুলো দিয়ে এটাকে সম্পুর্নরূপে ব্যাখ্যা করার কোন অধিকার নাই (সিগমান্ড ফ্রয়েড), কিন্তু এর প্রভাব পরিব্যাপক।

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ ১০:২- ১৫

[২]সেই বারো জন প্রেরিতের নাম এই এই - প্রথম, শিমোন, যাঁকে পিতর বলে, এবং তাঁর ভ্রাতা আন্দ্রিয়, সিদিয়ের পুত্র যাকোব এবং তাঁর ভ্রাতা [৩]যোহন, ফিলিপ ও বর্থলময়, থোমা ও করগ্রাহী মথি, আলফেয়ের পুত্র যাকোব ও থদ্দেয়, [৪]কানানী শিমোন এবং ঈষ্করিয়োতীয় যিহুদা, যে তাঁকে শত্রুহস্তে সমর্পন করল। [৫]এই বারো জনকে যীশু প্রেরন করিলেন, আর তাঁদের এই আদেশ দিলেন-

[৬]তোমরা পরজাতিগনের পথে যাইও না, এবং শমরীয়দের কোন কোন নগরে প্রবেশ করিও না; বরং ইস্রায়েল- কুলের হারান মেষগনের কাছে যাও। [৭]আর তোমরা যেতে যেতে এই কথা প্রচার কর, স্বর্গরাজ্য সনিকট হইল। [৮]পীড়িত দিগকে সুস্থ করিও, মৃতদিগকে উত্থাপন করিও, কুষ্টীদিগকে শুচি করিও, ভূত দিগকে ছাড়াইও; তোমরা বিনামূল্যে পাইয়াছ, বিনামুল্যেই দান করিও। [৯]তোমাদের গেজিয়ায় স্বর্ন কি রৌপ্য কি পিত্তল, [১০]এবং যাত্রার জন্য থলি কি দুইটি আঙরাখা কি পাদুকা কি যষ্টি, এ সকলের আয়োজন করিও না; কেননা কার্য্যকারী নিজ আহারের যোগ্য। [১১]আর তোমরা যে নগরে কি গ্রামে প্রবেশ করবে, তথাকার কোন ব্যক্তি যোগ্য, তাহা অনুসন্ধান করিও, আর যে পর্য্যন্ত অন্য স্থানে না যাও, সেখানে যাইও। [১২]আর তাহার গৃহে প্রবেশ করিবার সময়ে সেই গৃহকে মঙ্গলবাদ করিও। [১৩]তাতে সেই গৃহ যদি যোগ্য হয়, তবে তোমাদের শান্তি তার প্রতি বর্ত্তুক; কিন্তু যদি যোগ্য না হয়, তবে তোমাদের শান্তি তোমাদের কাছে ফিরিয়া আইসুক। [১৪]আর যে কেহ তোমাদেরকে গ্রহন না করে, এবং তোমাদের কথা না শুনে, সেই গৃহ কিম্বা সেই নগর হইতে বাহির হইবার সময়ে আপন আপন পায়ের ধূলা ঝাড়িয়া ফেলিও। [১৫]আমি তোমাদের সত্য বলতেছি, বিচার- দিনে সেই নগরের দশা অপেক্ষা বরং সদোম ও ঘমোরা দেশের দশা সহনীয় হইবে।

১০:২ "বারো জন প্রেরিতের নাম" মার্ক ৩:১৩- ১০, লুক ৬:১২- ১৬, এবং ১:১৩- ১৪ তে প্রেরিতদের নামের তালিকা পাওয়া যায়। নামগুলো এবং বিন্যাস সামান্যমাত্রায় পরিবর্তন হয়। যাহোক, চারটি অথবা তিনটি গ্রুপে তারা সমর রয়েছেন।সবসময় পিতর সর্বপ্রথমে এবং সবসময় ইষ্করিয়োতীয় যিহুদা সর্বশেষে ওয়েছেন। গ্রুপগুলো একই প্রকার থাকে। এই গ্রুপগুলো খুব সম্ভবত পালাক্রমে রাখা ছিল যাতে কোন কোন শিষ্য অল্প সময়ের জন্য তাদের পরিবারগুলোর খবরাখবর নিতে বাড়িতে যেতে পারতেন।

১০:৩ "বর্থলময়" তাকে নথনিয়েল বলেও ডাকা হোত (তুলনা করুন যোহন ১:৪৬)

- "মথি" তাকে লেবি বলেও ডাকা হোত (তুলনা করুন মার্ক ২:১৪; লুক ৫:২৭)
- "থদ্দেয়" তাকে যিহুদার পুত্র অথবা বাই যিহুদা (তুলনা করুন লুক ৬:১৬; প্রেরিত ১:১৩) অথবা লেবিয়েয়ুস গ্রীক MSS M, Ges W|

১০:৪

এন.এ.এস.বি (NASB), জে.বি (JB) "উৎসাহী শিমোন"
এন.কে.জে.ভি (NKJV) "কনানীয় শিমোন"
এন.আর.এস.ভি (NRSV) "কনানীয় শিমোন"
টি.ই.ভি (TEV) "দেশপ্রেমিক শিমোন"

তাকে "কানানীয়ও বলা হোত। কনানীয় শব্দটি ছিল ক্যানানাই - শব্দটির গ্রীক ভাষার প্রতিবর্গকরন । তিনি ছিলেন একজন ইহুদী দেশপ্রেমিক এবং বিচ্ছিনতাবাদী। কেননা মথি এবং শিমোনের একই গ্রুপে থাকাটা সেই আমূল পরিবর্তনকে সম্পন করেছিলেন।

- "ঈষ্করিয়োতীয়" এই শব্দটি যুদেয়ার কিরিয়োত (হীব্রু ভাষা থেকে) নামের একটি শহর অথবা একজন হত্যাকারীর ছুরিকা (গ্রীক ভাষা থেকে) বুঝায়।যদি তিনি যুদেয়া থেকে এসে াকেন তাহলে তিনি ছিলেন একমাত্র প্রেরিত যিনি দক্ষিন অন্তল কে এসেছিলেন।
- "যে তাঁকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক পরিত্যাগ করেছিল" যুদাস, যীশুর বিশ্বাসঘাতক অথবা বন্ধু নামের একটি কৌতুহল রয়েছে যা যুদাসকে আরো ইতিবাচক ভাবে নূতন করে ব্যখ্যা করার অনেক চেষ্টা করা হয়েছে। বইটি উইলিয়াম ক্ল্যাসিন কর্তৃক লিখিত এবং ১৯৯৬ সালে ফোর্ট্রে'স প্রেস (Fortress Press) কর্তৃক প্রকাশিত।

১০:৫ "প্রেরন" এটি একই গ্রীক মূল শব্দ "Apostle"(Apostello) থেকে এসেছে, এবং ইহুদী ধর্মগুরু পরিমন্ডলে যার অর্থ ছিল "একজন যাকে প্রেরন করা হয়েছে" । আর এই শব্দটি সরকারী কর্মকর্তার ক্ষমতার অর্থপ্রকাশ করত । মার্ক ৬:৭ আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে যীশু প্রেরিতদেরকে জোড়ায় জোড়ায় পাঠিয়েছিলেন।

- "পরজাতিগনের পথে যেও না এবং শমরীয়দের কোন নগরে প্রবেশ কর না" মথি ১৫:২৪ দেখুন। এটা খুব সম্ভবত; ছিল পৌলের "প্রতমতঃ যিহুদীর পক্ষে, আর গ্রীকেরও পক্ষে" উৎস (তুলনা করুন রোমীয় ১:১৬)। এটা কোন একচেটিয়া বাদ ছিল না, কিন্তু তাঁর গুরুত্বদানকে নিয়ন্ত্রিত কওে নিজ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্টত্বে বিশ্বাসী ইহুদীগনকে সকলপ্রকার সুযোগ প্রদান করা যাতে তারা সাড়া দিতে পারে। যিহুদী শমরীয়দেরকে ঘৃনা করত কারন তাদেরকে বর্নসঙ্কট বিবেচনা করা হোত। ইহা ৭২২ খ্রীষ্টপূর্বে ইস্রায়েলের উক্তর অংশের বারো বংশের অ্যাসিরিয়া দেশে বন্দীদশাকে নির্দেশ

করে। হাজার হাজার যিহুদীকে মাদিয়া দেশে বিতাড়িত করা হয়েছিল এবং ইস্রায়েলে দেশে তাদের জায়গা দখল করার জন্য হাজার হাজার অনহুদীকে আনা হয়েছিল। অনেক বছর ধরে ধর্মের এবং সামাজিক প্রথার মিলন বা একত্রীকরন ঘটে (তুলনা করুন ইস্রা এবং নহিমিয়)।

১০:৬ "হারান মেষগন" এটা ছিল বিভিন শব্দের একটি সংযুক্তি; "মেষগন" শব্দ সমষ্টি দ্বারা অনেক সময় ঈশ্বরের লোক বুঝানো হয় (তুলনা করুন যোহন ১০), যখন "হারান" শব্দটি দ্বারা তাদের আধ্যাত্তিক অসহায়ত্ব এবং আক্রমতাকে বুঝানো হয়।

১০:৭ "তোমরা যেতে যেতে" এটি একটি বর্তমান কর্তৃবাচক বিশেষন যা আদেশ বা অনুজ্ঞা হিসেবে ব্যবহৃত (তুলনা করুন ২৮: ২৯)।

- "প্রচার কর" এটি ছিল একটি বর্তমান অনুজ্ঞা সূচক/ আদেশ ব্যঞ্জক/ এটি হোল ২৮: ১৯– ২০ এর মহা ক্ষমতা অর্পনের প্রতিচ্ছবি।

- "স্বর্গরাজ্য সনিকট হল" এর মূল কথা ছিল যে তাদেরকে প্রচার করতে হয়েছিল এখন রাজ্যাটি হল মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বরের রাজত্ব যা একদিন সমগ্র পৃথিবীতে পূর্নাঙ্গ রুপ পাবে। যদিও শিষ্যগন তখন এটা বুঝতে পারেন নাই, এটা শুরু হয়েছিল খ্রীষ্টের (মশীহ) মাবরুপ ধারন করা নিয়ে এবং এটা পূর্নাঙ্গ রূপ ধারন করবে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের মাধ্যমে । শুরুতে যোহন বাপ্তাইজকের মতই যীশু এবং শিষ্যগন সুসমাচার প্রচার করেছিলেন। ৪:১৭ তে ঈশ্বরের রাজ্য বিষয়ে বিশেষ আলোচ্য বিষয় দেখুন।

১০:৮ "সুস্থ করিও.... উত্থাপন করিও...শুচি করিও ... ভূতদিগকে ছাড়াও..." এসবই বর্তমান অনুজ্ঞাসূচক বা আদেশব্যঞ্জক (তুলনা করুন ১৩:১)। তারা গেলেন এবং প্রভুর নির্দেশ অনুসারে পরিচর্যার কাজগুলো করেছিলেন। তাঁর ক্ষমতা এবং আধিপত্য তাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতেছিল ।
এ সকল চিহ্ন তাঁর সম্পর্কে তাদের বার্তাকে নিশ্চিত করেছিল।

গ্রীক পান্ডুলিপি গুলিতে "মৃতদের উত্থাপন" শব্দ সমষ্টির অনেক প্রকার ভিনতা রয়েছে। এর কারন হতে পারে (১) বাইবেলে লিখিত প্রমানের অভাব রয়েছে যে প্রেরিতগন মৃতদের উত্থাপিত করেছিলেন, (২) এটা ছিল আধ্যাত্বিক মৃত্যুর একটি রূপক, এবং (৩) "মৃতদের উত্থাপন" উল্লেখ না করে মথি কখনও কখনও অন্য তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন ।

- **"কুষ্ঠীদেরকে"** পুরাতন নিয়মে কুষ্টীরোগটি ছিল ঈশ্বরের বিরাগের চিহ্ন স্বরুপ (তুলনা করুন বংশাবলী ২৬:১৬– ২৩)

- "ভূতদেরকে ছাড়াও" যীশুর ক্ষমতা শয়তান এবং ভূতদের চেয়ে চেয়ে বড় (তুলনা করুন ১ যোহন ৪:৪)। "আত্মাগন" (তুলনা করুন ৮:১৬)

- "ধশুচি আত্মাগন" শব্দ গুলো দ্বারা ভূতদেরকে নির্দেশ করা হয়। পবিত্র বাইবেলে ভূতদের উৎপত্তি সম্পর্কে কোন কিছু প্রকাশ করা হয় নাই। মনে করা হয় তারা পতিত দূত ছিলেন, যারা

সেই শয়তানকে সেবা করত যে একজন দ্বিতীয় সারির দেবদূত ছিলেন (তুলনা করুন যিহিস্কেল ২৮:১২- ১৬)।

❑ "বিনামূল্যে পেয়েছ, বিনামূল্যেই দান কর" এটি এমন একটি অনুচ্ছেদ নয় যা মিশনারীদের পরিশ্রমিকের বিরোধিতা করে, কিন্তু বরঞ্চ বিশ্বসীগনকে ঈশ্বরে আস্থা রাখতে অনুপ্রানিত করে যখন তারা রাজ্যের কাজ করে (১) তাঁর ক্ষমতায়, (২) তাঁর সরবরাহকৃত দ্রব্যসমূহে (৩) তাঁর উদ্দেশ্যগুলো সম্পন্ন করতে হবে। এসকল পদ সর্বজনীন নীতি নয় কিন্তু এ বিশেষ মিশন যাত্রার জন্য নীতি সম্পর্কে নির্দেশাবলী (তুলনা করুন ২২:৩৫- ৩৬)। এগুলো হোল বর্তমান অবস্থার জন্য মথি ৬:২৫- ৩৪ এর বাস্তব প্রয়োগ।

১০:৯ "তোমাদের গোঁজিয়াগুলো" এভাবেই প্রথম শতাব্দীর যিহুদীরা তাদের ধাতবমুদ্রাগুলো বহন করত।

১০:১০ "থলে" এ ধরনের থলে সুকেসের মত কাজ করত।

❑ "অথবা এমনকি দুটি আঙরাখা, অথবা পাদুকা, অথবা একটি যষ্টি" মার্ক ৬:৮- ৯ এর সাথে তুলনাগুলো বড় বিতর্কের কারন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধারনাগুলো হোলঃ (১) দুটি ভিন অর্থে যষ্টি ব্যবহৃত হতে পারে; একটি হাঁটবার জন্য যষ্টি অথবা প্রতিরোধের জন্য একটি যষ্টি; (২) ১০ পদে উল্লিখিত দুটি আঙরাখা নির্দেশ করে "এ সকল জিনিষের অতিরিক্ত কিছু আয়োজন করনা" অথবা (৩) লুক ২২:৩৫- ৩৬ একটি সমন্বয় প্রদর্শন করে।
বিবরন গুলো তুলনা করার উদ্দেশ্যে সুসমাচারগুলো আমাদের জন্য লেখা হয় নাই। এই পদের মূল বিষয় হোল যে বিশ্বসীগনকে ঈশ্বরের উপর আস্থা রাখতে হবে তাঁর সরবরাহকৃত দ্রব্য সমূহে ; তাঁর সংস্থানের উপর আস্থা সহকারে নির্ভর করে।

এন.এ.এস.বি (NASB) "সেখানের কোন ব্যক্তিযোগ্য তা অনুসন্ধান কর; আর যতক্ষন না অন্য স্থানে না যাও, সেখানেই থাক।"
এন.কে.জে.ভি (NKJV) "তথাকার কোন ব্যক্তি যোগ্য তা অনুসন্ধান কর, আর সে পর্যন্ত অন্য স্থানে না যাও সেখানেই থাক।"
এন.আর.এস.ভি (NRSV) "খুঁজে বের কর কোন ব্যক্তি সেখানে উপযুক্ত যতক্ষন না সে স্থান ত্যাগ কর সেখানেই থাক"
টি.ই.ভি (TEV) "যাও এবং এমন একজনকে খুঁজে বের কর যে তোমাদের কে স্বাগতম জানাবে আর যতক্ষন না তোমরা ঐ জায়গা ত্যাগ কর সেখানেই তার সাথে থাক।"
জে.বি (JB) "এমন একজনের সন্ধান লও যিনি বিশ্বাস যোগ্য এবং তার সাথে থাক যতক্ষন না তোমরা ঐ স্থান ত্যাগ না কর" ।

যখন তারা একটি গ্রামে আসল (১) তাদেরকে এমন একটি ধর্মপরায়ন গৃহ অনুসন্ধান করতে বলা হয়েছে যে পরিবার তাদের উপস্থিতির জন্য আশীর্বাদ পেতে ইচ্ছুক ছিল, এবং (২) আরো ভাল বাসস্থানের জন্য বারবার স্থান পরিবর্তন করতে তাদেরকে বলা হয় নাই। এটা সম্ভব ছিল যে ধর্ম পরায়ন পরিবারটি এমন একটি স্থান হবে যেখানের লোকেরা তাদের প্রচারে সাড়া দিত।

১০:১২"সে গৃহকে মঙ্গলবাদ করিও" ইহা ঐতিহ্যগত ইহুদীদের শান্তির আশীষবচন, "সালোম (ঝধষড়স) কে নির্দেশ করে।

১০:১৩ "যদি ...যদি..." দুটি তৃতীয় পর্যায়ের শর্তমূলক বাক্য রয়েছে যা সম্ভাব্য ভবিষ্যত কাজকে নির্দেশ করে।

১০:১৪ "তোমাদের পায়ের ধূলা ছেড়ে ফেলিও" এটা ছিল প্রত্যাখান করার জন্য একটি ইহুদী প্রতীক (তুলনা করুন ১৩:৫১; ১৮:৬)

১০:১৫ **এটি** হোল একটি অনুচ্ছেদ যা সেইপরিমান আলোর উপর স্থাপন করা বিচারের মাত্রাকে নির্দেশ করে যা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে (তুলনা করুন ১১:২২-২৪) একই বইটির আরো লক্ষ্য করুন যা ঈশ্বরের তুলনাহীন প্রেম, ঈশ্বরের ক্রোধ এবং বিচারও প্রকাশ করে।৫:১২ তে বিশেষ আলোচ্য বিষয় দেখুনঃ পুরষ্কার এবং শাস্তিসমূহের মাত্রাগুলো।

- "সত্যই" ৫:১৮ তে বিশেষ আলোচ্য বিষয় দেখুন।

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ ১০:১৬-২০
[১৬]দেখ, কেন্দুয়াদের মধ্যে যেমন মেষ, তেমনি আমি তোমাদিগকে প্রেরন করছি; অতএব তোমরা সর্পের ন্যায় সতর্ক ও কপোতের ন্যায় অমায়িক হও। [১৭]কিন্তু মনুষ্যদের হতে সাবধান থেকো; কেননা তারা তোমাদের বিচার সভায় সমর্পন করবে, এবং আপনাদের সমাজ-গৃহে কোড়া মারবে। [১৮]এমন কি, আমার জন্য তোমরা দেশাধ্যক্ষ ও রাজাদের সম্মুখে, তাদের ও পরজাতিদের কাছে সাক্ষ্য দেবার জন্য , নীত হবে। [১৯]কিন্তু যখন লোকে তোমাদের সমর্পন করবে, তখন তোমরা কিরুপে কি বলবে, সে বিষয়ে ভাবিত হওো না; কারন তোমাদের যা বলবার , তা সেই দন্ডেই তোমাদের দান করা যাবে। [২০]কেননা তোমরা কথা বলবে , এমন নয়, কিন্তু তোমাদের পিতার যে আত্মা তোমাদের অন্তরে কথা বলে , তিনিই বলবেন।

১০:১৬ "যেমন মেষ, তেমনি আমি তোমাদেরকে প্রেরন করছি" লুক ১০:৩ এবং যোহন ১০ যেখুন । এটি হোল প্রাণী জগতের চারটি রূপকের সর্বপ্রথম রুপক যা মানব বৈশিষ্ট বা চরিত্র বর্ননা করে।

- "কেন্দুয়াদের মধ্যে" মথি ৭:১৫-২৭; লুক ১০:৩; যোহন ১০:১২; প্রেরিত ২০:২৯ দেখুন।

- "সর্পের ন্যায় সতর্ক ও কপোতের ন্যায় অমায়িক হও" বিশ্বাসীগনকে অবশ্যই বিজ্ঞ এবং অমায়িক হতে হবে (তুলনা করুন রোমীয় ১৬:১৯) যখনই সম্ভব তখন তাদেরকে বিবাদ পরিহার করতে হবে কিন্তু সুসমাচারের সাহসী ঘোষনাকারী হতে হবে।

১০:১৭ "বিচার সভা গুলো" ইহা ইহুদীদের সমাজ গৃহের সাথে বিচার সভাগুলোকে নির্দেশ করে। ইহা উল্লেখ করা কৌতুহল উদ্দীপক যে যীশু সম্পর্কে মার্কের শেষ সময়কালীন ঘটনাগুলো (মার্ক

১৩:৯- ১৩) মথি ২৪ এর পরিবর্তে এখানে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে। সেজন্য, শিষ্যদের এই প্রচার কার্যে যাওয়াটা একটি শেষ সময়কালীন প্রয়োগ রয়েছে।

"কোড়া মার্ক" এটা যিহুদীদের আঘাত করার নিয়মকে (তুলনা করুন দ্বিতীয় বিবরন ২৫:৩) নির্দেশ করে যাতে উনচল্লিশ আঘাতের বিষয় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে, এক তৃতীয়াংশ বার শরীরের সন্মুখ অংশে এবং দুই তৃতীয়াংশ বার পিছনের অংশে (তুলনা করুন ২ করিন্থীয় ১১:২৪)।

- ১০:১৮ "তোমাদেরকে এমনকি দেশাধ্যক্ষ এবং রাজাদের সন্মুখে নেয়া হবে" ইহা সুসমাচারের সর্বজনীন বিস্তার নির্দেশ করেছিল। (তুলনা করুন মথি ২৮:১৯- ২০)। ইহা গুওুত্বপুর্ন যে ৫ পদে উল্লেখিত সংকীর্ন একচেটিয়া বাদকে এই পদটি দ্বারা সুষম করা হয়েছে।

১০:১৯ এই পদটি অত্যাচারের সময়ে বিশেষ দ্যুতি এবং করুনার বিষয় কথা বলে। প্রচার করার পূর্বে অধ্যায়ন করেন নাই এমন প্রচারক এবং শিক্ষকবৃন্দের জন্য ইহা একটি প্রমানসিদ্ধ পদ নয়। এই পদটি এবং ২৬ পদটি হল না বাচক বিশেষসহ একটি তুীত কালের সংযোজক যা কখনই একটি কাজ শুরু করা বুঝায় না। ২৮ এবং ৩১ পদ, যা ভয় সম্পর্কে কথা বলে, নাবাচক বিশেষন একটি বর্তমান নির্দেশাবলী বা অনুজ্ঞা যা চলমান একটি কাজকে বন্ধ করাকে বুঝায়।

১০:২০ "এটা হোল তোমাদের পিতার আত্মা " এখানে পবিত্র আত্মা পিতার সাথে সংযুক্ত (তুলনা করুন রোমীয় ৮:১১,১৪)। রোমীয় ৮:৯; ২ করিন্থীয় ৩:১৭; গালাতীয় ৪:৬ এবং ১ পিতর ১:১১ তে লেখা হয়েছে পবিত্র আত্মা মনূষ্যপুত্র (যীশু) এর সাথে সংযুক্ত। পবিত্র ত্রিত্বের তিন ব্যক্তির মধ্যে একটি প্রবহনশীলতা রয়েছে। তাঁরা সবাই মুক্তির কাজে অংশগ্রহন করেন।

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ: ১০:২১- ২২
[২১]আর ভ্রাতা ভ্রাতাকে ও পিতা সন্তানকে মৃত্যুতে সমর্পন করবে; এবং সন্তানেরা মাতাপিতার বিপক্ষে উঠিয়া তাঁদেরকে বধ করাবে। [২২]আর আমার নাম প্রযুক্ত তোমরা সকলের ঘৃনিত হবে; কিন্তু যে কেহ শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকবে, সেই পরিত্রান পাবে।

১০:২১ এই পদ শিষ্যত্বের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক সংকল্পের বিষয় কথা বলে যা এমনটিক পারিবারিক ভালবাসাকে অতিক্রম করে এবং কখনও কখনও পরিবার গুলোর মধ্যে বিবাদের কারন হয়ে উঠে (তুলনা করুন মথি ১০:৩৪- ৩৯)

১০:২২ "আমার নাম প্রযুক্ত তোমরা সকলের গৃনিত হবে" দেখুন ২৪:৯; মথি ৫:১০- ১২ রোমীয় ৮:১৭; ফিলিপীয় ১:২৯; ২তীমথিয় ৩:১২; ১পিতর ৪:১২- ১৬)

- "যে কেহ শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকবে, সেই পরিত্রান পাবে" সাধুদের অধ্যাবসায়ের ধর্মীয় মতবাদ "বিশ্বাসীবর্গের নিরাপত্তা" এর মত বাইবেল সম্মত।(তুলনা করুন মথি ২৪:১৩, গালাতীয় ৬:৯; প্রকাশিত বাক্য ২:৭,১১,১৭,২৬; ৩:৫,১২; ২১:৭)। আমাদেরকে উভয় সত্যকে অবশ্যই মেনে নিতে হবে, যদিও তারা ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে চাপা উক্তেজনার কারণ হতে পারে। ধর্মীয় মতবাদগুলো চাপা উক্তেজনার মধ্যে অন্যান্য ধর্মীয় মতবাদের প্রতি দেয়া হয় বিছিন সত্যগুলোর প্রতি নয়। সবচেয়ে উক্তম উদাহরন হোল যে বাইবেলের সত্যগুলো প্রকাশিত হয় তারার পুঞ্জের মত, একটি

তারার মত নয়। বাইবেলে যা প্রকাশ করা হয়েছে তার সম্পূর্ন আদেশের উপর আমাদের আলোকপাত করতে হবে।

"মুক্তি প্রাপ্তদের" বুঝতে হবে এর জাগতিক মুক্তির পুরাতন নিয়মের অর্থে অথবা আধ্যাত্বিক পরিত্রানের নূতন নিয়মের অর্থে।

বিশেষ আলোচ্য বিষয় ঃ অধ্যবসায়

খ্রীষ্টিয়ান জীবনের সাথে সংযুক্ত বাইবেলের ধর্মীয় মতবাদগুলো ব্যখ্যা করা কঠিন কারন সেগুলো বৈশিষ্ট সূচকভাবে প্রাচ্যদেশীয়, দ্বান্দ্বিকতা মূলক সাদৃশ্যে উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সকল সাদৃশ্য পরষ্পর বিরোধী মনে হতে পারে, তথাপি উভয় মেরু দুইট বাইবেল সম্মত। পাশ্চাত্যের খ্রীষ্টিয়ানগত একটি সত্য পছন্দ করতে ইচ্ছুক এবং বিপরীত সত্যকে এড়িয়ে অথবা মূল্যহ্রাস করতে পছন্দ করতে পারেন। কতগুলো উদাহরন ঃ

পরিত্রান কি খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করার একটি প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অথবা শিষ্যত্বের প্রতি জীবনব্যাপি সঙ্কল্প ?

পরিত্রান কি একটি নির্বাচন যা স্বার্বভৌম ঈশ্বরের নিকটে হতে আসা অনুগ্রহের কারনে পাওয়া যায় অথবা পরিত্রান কি ঐশ্বরিক দানের প্রতি মানুষের অংশের একটি বিশ্বাস এবং অনুতপ্ত সাড়া প্রদান।

পরিত্রান কি একবার পাওয়া যায়, যা হারিয়ে ফেলা অসম্ভব অথবা একটি বিরামহীন পরিশ্রম অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে ?

মন্ডলীর ইতিহাস ব্যাপী অধ্যবসায়ের বিষয়টিকে বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে এমন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সমস্যা শুরু হয়েছে নূতন নিয়মের আপাত দৃষ্টিতে পরষ্পর বিরোধী উদ্ধৃত অংশ দিয়েঃ

নিশ্চয়তার উপর শাস্ত্রের পদগুলো

(ক) যোহন লিখিত সুসমাচারে যীশুর বিবৃক্তিগুলো (যোহন ৬:৩৭; ১০:২৮- ২৯)

(খ) পৌলের বিবৃতি গুলো (রোমীয় ৮:৩৫- ৩৯; ইফিষীয় ১:১৩; ২:৫ ; ৮- ৯; ফিলিপীয় ১:৬; ২:১৩; ২ থিষলনীকীয় ৩:৩; ২ তীমথিয় ১:১২; ৪:১৮)

(গ) পিতরের বিবৃতিগুলো (১ পিতর ১:৪- ৫)

অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তার উপর শাস্ত্রের পদগুলোঃ

(ক) সংক্ষিপ্ত সুসমাচারগুলোতে যীশুর বিবৃতিগুলো (মথি ১০:২২; ১৩:১- ৯; ২৪- ৩০; ২৪:১৩; মার্ক ১৩:১৩)

(খ) যোহন লিখিত সুসমাচারে যীশুর বিবৃতিগুলো (যোহন ৮:৩১; ১৫:৪- ১০)

(গ) পৌলের বিবৃতিগুলো (রোমীয় ১১:২২; ১ করিন্থীয় ১৫:২; ২করিন্থীয় ১৩:৫; গালাতীয় ১:৬; ৩:৪; ৫:৪; ৬:৯; ফিলিপীয় ২:১২; ৩:১৮- ২০; কলসীয় ১:২৩; ২তীমথিয় ৩:২)

(ঘ) ইব্রীয় পুস্তকের লেখকের বিবৃতিগুলো (২:১; ৩:৬, ১৪; ৪:১৪; ৬:১১)

যোহনের বিবৃতিগুলো (১ যোহন ২:৬; ২ যোহন ৯ প্রকাশিত বাক্য ২:৭,১৭,২০; ৩:৫,১২,২১; ২১:৭)

বাইবেলে উল্লিখিত পরিত্রান সার্বভৌম ত্রিত্ব ঈশ্বরের প্রেম , দয়া, এবং অনুগ্রহ হতে উৎসারিত হয়। পবিত্র আত্মার ক্ষমতা ছাড়া কোন মানুষ পরিত্রান প্রাপ্ত হতে পারে না। ঈশ্বর সর্বপ্রথম আসেন এবং আলোচ্যসূচী নির্ধারন করেন , কিন্তু দাবি করেন যে সকল মানুষকে বিশ্বাসে এবং অনুতাপে সাড়া প্রদান করতে হবে, প্রাথমিক এবং অবিরত উভয় ভাবে। একটি চুক্তিবদ্ধ সম্পর্কের মাধ্যমে ঈশ্বর মানবজাতির সাথে কাজ করেন। এগুলো হোল সুযোগ- সুবধা এবং কর্তব্য।

সকল মানুষের জন্য পরিত্রান প্রদান করা হয়েছে। যীশুর মৃত্যু পতিত সৃষ্টির পাপ সমস্যার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করেছে। ঈশ্বর একটি পথ প্রদান করেছেন এবং তিনি চান যারা তাঁর প্রতিমূর্তিতে নির্মিত তারা যীশুতে তার প্রেম এবং সংস্থানের প্রতি সাড়া প্রদান করবে।

আপনি যদি এ বিষয়ের উপর আরো অধ্যায়ন করতে চান তবে দেখুনঃ

১। ডেল মুডি (Dale Moody) সত্যের কথা (The Word of Truth) ইউম্যানস, ১৯৮১ (৩৪৮– ৩৬৫ পৃষ্ঠা)

২। হাওয়ার্ড মার্শাল (Howard Marshall) ঈশ্বরের ক্ষমতার দ্বারা রক্ষিত (Kept by the Power of God), বেথানি ফেলোসিয়া, ১৯৬৯।

৩। রবার্ট স্যাঙ্কের (Robert Shank) এর পুত্র ঈশ্বরের জীবন (Life in the Son) ওয়েষ্ট কট (Westcott) ১৯৬১

বাইবেল এক্ষেত্রে দুটি ভিন সমস্যাকে চিহ্নিত করে (১) নিস্ফল, স্বার্থপর জীবনের একটি লাইসেন্স হিসাবে নিশ্চয়তা গ্রহন অথবা (২) তাদেরকে উৎসাহিত করা যারা পরিচর্যা কাজ এবং ব্যক্তিগত পাপ নিয়ে লড়াই করছে। সমস্যাটি হোল যে ভ্রান্ত দলগুলো ভ্রান্ত বার্তা গ্রহন করছে এবং সীমাবদ্ধ বাইবেলে উল্লেখিত বাক্যাংশগুলোর উপর ধর্মতাত্ত্বিক মতবাদগুলো তৈরি করে।কিছু কিছু খ্রীষ্টিয়ানের প্রচন্ডভাবে নিশ্চয়তার বার্তা প্রয়োজন হয়, যখন অন্যান্য খ্রীষ্টিয়ান গনের অধ্যাবসায়ের কঠোর সতর্কবানী প্রয়োজন । আপনি কোন দলে রয়েছেণ ?

আগষ্টিন বনাম পেলাজিয়াস এবং ক্যালভিন বনাম আরমেনিয়াস (অর্ধসামুদ্রিক) কে সংশ্লিষ্ট করে একটি ঐতিহাসিক ধর্মতাত্ত্বিক বিরোধীতা রয়েছে। বিষয়টি পরিত্রানের প্রশ্নটি অন্তর্ভূক্ত করেঃ যদি একজন সত্যিকার ভাবেই মুক্তিপ্রাপ্ত হয়, তাকে কি অবশ্যই বিশ্বাসে এবং কৃতকার্যতায় অধ্যবসায়ী হতে হবে ?

ক্যালভিন মতবাদের অনুসারীরা ঐসব বাইবেলের পদগুলোকে অনুসরন করে যা ঈশ্বরের স্বার্বভৌমত্ব এবং সযত্নে রক্ষিত ক্ষমতাকে (তুলনা করুন যোহন ১০:২৭– ৩০; রোমীয় ৮:৩১– ৩৯ ১ যোহন ৫:১৩,১৮; ১পিতর ১:৩– ৫) এবং ইফিষীয় ২:৫, ৮ এর মত কর্মবাচক বিশেষনগুলোকে ক্রিয়ার কালগুলোকে দৃঢ়ভাবে ঘোষনা করে।

আরমেনিয়াসের মতবাদের অনুসারীরা ঐ সকল বাইবেলে পদগুলোকে অনুসরন করে যা বিশ্বাসীগনকে “অধ্যাবসায়সহকাওে লেগে থাকা”, “সহ্য করা” অথবা “চালিয়ে যাওয়া” জন্য সতর্ক করে (মথি ১০:২২; ২৪:৯– ১৩; মার্ক ১৩:১৩; যোহন ১৫:৪– ৬; ১করিন্থীয় ১৫:২; গালঅতীয় ৬:৯; প্রকাশিত বাক্য ২:৭,১১,২৬; ৩:৫,১২,২১; ২১:৭)। আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করিনা যেইব্রীয় ৬ এবং ১০ এখানে প্রযোজ্য, কিন্তু আমেনিয়ান মতবাদে বিশ্বাসীগন এগুলোকে ভ্রান্ত– মতবাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেন। মথি ১৩ অধ্যায় এবং মার্ত ৪ অধ্যায়ের বীজ বপকের উপমাটি আপত বিশ্বাসের বিষয়টিকে উপস্থাপন করে, যেমন ৮:৩১৫৯ উপস্থাপন করে। যেমন করে কেলভিন মতবাদের অনুসারীগন পরিত্রানকে বর্ননা করার জন্য ___________ ___________ক্রিয়াগুলোকে উদ্ধৃত করে, আর্মেনিয়ান মতবাদের বিশ্বাসীগন ১করিন্থীয় ১:১৮; ১৫:২; ২করিন্থীয় ২:১৫ এর পদগুলো মত বর্তমান কালের অনুচ্ছেদগুলোকে উদ্ধৃত করে।

কিভাবে ধর্মতাত্ত্বিক পদ্ধতিগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য শাস্ত্রের পদগুলো প্রমান করার পদ্ধতি গুলোকে অপব্যবহার করে। সাধারনত একটি পথ নির্দেশক নীতি অথবা শাস্ত্রের একটি প্রধান পদ ব্যবহৃত হয় একটি ধর্মতাত্ত্বিক ঝাঁঝরি তৈরি করার জন্য যা দ্বারা অন্যান্য পদগুলো বিবেচনা করা

হয়। যে কোন উৎসের ঝাঁঝরি সম্পর্কে সতর্ক থকুন। এগুলো পাশ্চাত্য যুক্তি থেকে এসে থাকে, ঐশ্বরিক প্রকাশ থেকে নয় । বাইবেল হোল একটি প্রাচ্য দেশীয় পুস্তক। ইহা মানসিক চাপের মধ্যে সত্যকে উপস্থাপন করে যদিও আপাতদৃষ্টিতে আত্মবিরোধী বলে মনে হয় অথচ সত্য। এই উভয় সত্যকে খ্রীষ্টিয়ানদেরকে সমর্থন করতে হবে এবং মানসিক চাপের মধ্যে বাস করতে হবে। নূতন নিয়ম বিশ্বাস গনের নিরাপত্তা এবং বিশ্বাস এবং ধার্মিকতায় স্থিরতাকার জন্য দাবী উভয় বিষয়কে উপস্থাপন করে। খ্রীষ্ট ধর্মত্ব হল অনুতাপ এবং বিশ্বাসের একটি প্রামিক সাড়া প্রদান যা পরে একটি অবিরাম চলতে থাকা অনুতাপ এবং বিশ্বাসকে এসে থাকে।পরিত্রান একটি উৎপন্ন দ্রব্য নয় (স্বর্গে যাবার চিঠিই অথবা একটি অগ্নি বীমা পলিসি নয় কিন্তু একটি সম্পর্ক । এটি একটি সিদ্ধান্ত এবং শিষ্যত্ব। ত্রিয়ার সকল কালে নূতন নিয়মে ইহার বর্ননা করা হয়েছে।

অতীত (সমাপ্ত কাল), প্রেরিত ১৫:১১; রোমীয় ৮:২৪; ২ তীমথিয় ১:৯; তীত ৩:৫

পূরাঘটিত (অবিরাম কর্মফল নিয়ে সমাপ্ত কাজ) ইফিসীয় ২:৫,৮

বর্তমান (অবিরাম কাজ) ১করিন্থীয় ১:১৮; ১৫:২; ২করিন্থীয় ২:১৫।

ভবিষ্যত (ভবিষ্যত ঘটনাসমূহ এবং বিশেষ ঘটনা সমূহ) রোমীয় ৫:৮,১০; ১০;৯; ১করিন্থীয় ৩:১৫; ফিলিপীয় ১:২৮; ১থিষলনীকীয় ৫:৮- ৯; ইব্রীয় ১:১৪; ৯:২৮।

১০:২৩ ‘‘কিন্তু, তারা যখন তোমাদেরকে তাড়না করবে’’ মথি ৫:১০- ১৬ দেখুন।

‘‘পরবর্তী নগরে পলায়ন করির’’ যখন সম্ভব তখনই বিশ্বাসীগনকে অবশ্যই বিবাদ এবং সংঘর্ষ এড়িয়ে চলতে হবে।

‘‘সত্যই’’ ৫:১৮ তে বিশেষ আলোচ্য বিষয় দেখুন।
‘‘ইস্রায়েলের সকল নগরে তোমাদের কার্য্য শেষ হবে না, যে পর্যন্ত মনুষ্যপুত্র না আসেন’’ এটাকে খুব সম্ভবত কালভেরীর পর গৌরবের সাথে যীশুর অব্যবহিত আগমনের মত বিষয় বলে ধারনা করা হয়, কিন্তু এটা ঘটে নাই। এটি যে সঠিক ব্যাখ্যা নয় তার একটি কারন হল এই যে এই যাত্রায় ‘‘ইস্রায়েলের সকল নগরে’’ বারো জনকে পাঠানো হয় নাই।
এই প্রেক্ষিতে ‘‘আসেন’’ শব্দটি যে সকল বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষন করে তা হল (১) পুনরুত্থানের পর ৪০ দিনে যীশু সকল প্রতিশ্রুতি পূরন যা তিনি শিষ্যদের নিকটে করেছিলেন (তুলনা করুন যোহন ১৩:১৭) এবং দ্বিতীয় আগমন নয়, অথবা (২) দানিয়েল ৭:১৩- ১৪ এর উল্লেখ সেখানে যীশু সম্পুর্ন বিশ্বের শাসনভার পান যা শুরু হয়েছিল কিন্তু পরিপূর্ন হয় নাই।

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ ঃ ১০:২৪- ২৫
[২৪]শিষ্য গুরচ হতে বড় নয়, এবং দাস কর্ত্তা হতে বড় নয়। [২৫]শিষ্য আপন গুরুর তুল্য ও দাস আপন কর্ত্তার তূল্য হলেই তার পক্ষে যথেষ্ট। তারা যখন গৃহের কর্ত্তাকে বেলসবূল বলেছে, তখন তার পরিজনগনকে আরও কি না বলবে?

১০:২৫ ‘‘যদি’’ এটি একটি প্রথম পর্যায়ের শর্তমূলক বাক্য যা লেখকের অবস্থানগত সঠিক কৃষ্টি থেকে অথবা তার আক্ষরিক কারন গুলোর জন্য সত্য বলে মনে হয়।

❑ **"বেল্সবুল"** এটি একটি যৌগিক শব্দ যা "বাল" এবং "সবূর" শব্দ দুইটি হতে এসেছে। আর এটা ছিল ইক্রোনের স্থানীয় দেবতা বালসবূর (তুলনা করুন ২ রাজাবলি ১:১৬)। ইহুদীগন পৌত্তলিক দেবতাদের নামের মধ্যকার স্বরবর্নগুলো পরিবর্তন করে নামের পরিবর্তন করে তাদের নিয়ে মজা করত। শব্দটি "প্রভুর গৃহ" 'মৌমাছির অধিপতি" অথবা "গোবরের অধিপতি" হিসেবে অনুবাদ করত।
দ্বিতীয় শব্দটিকে কখনও কখনও বানান করা হোত ইহুদী লোক সাহিত্য ভূতগনের অধিপতি "সবূল" মত (তুলনা করুন ১২:২৪; লুক ১১:১৫)। আর এটাই ব্যাখ্যা করে কেন এন.এ.এস.বি (NASB) এবং এন.আর .এস.ভি (NRSV) তে "বেলসবূল" রয়েছে এবং এন.কে.জে.ভি এবং, এন.আই.ভি (NIV) তে "বেলসবূর" রয়েছে।

এন.এস.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠঃ ১০:২৬- ২৭
[২৬]অতএব তোমরা তাদের ভয় করিও না, কেননা এমন ঢাকা কিছুই ন্যই, যাহা প্রকাশ পাবে না, এবং এমন গুপ্ত কিছুই নাই, যাহা জানা যাবে না। [২৭]আমি যাহা তোমাদের অন্ধকারে বলি, তাহা তোমরা আলোতে বলিও; এবং যাহা কানে কানে শুন, তাহা ছাদের উপরে প্রচার কর।

১০:২৬ "তাদেরকে ভয় করিও না" এটা ১৯ পদের মত একটি অতীত কালের কর্মবাচ্যের না বোধক ক্রিয়া যা ২৮ এবং ৩১ পদেও মত অতীত কালের কর্তৃবাচক অনুজ্ঞা হিসাবে কাজ করে। এই পদ গঠনের দ্বারা বোঝানো হোত "এমন কি একটি কাজ শুরু করবে না।" এই পদটি বর্ননা করে যে মানুষের হৃদয়ের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় প্রকার অভিপ্রায় এবং উদ্দেশ্য বিচার দিনে প্রকাশিত হবে।

১০:২৭ "ছাদের উপরে" প্রশস্ত ছাদগুলো ছিল প্যালেষ্টাইনে একটি প্রচলিত সামাজিক কর্মকান্ডের স্থান, আর সেখানে যা বলা হোত তা প্রকাশ্য জ্ঞানে পরিনত হোত। যীশু চান তার সুসমাচার সকল মানবজাতির কাছে প্রাপ্তি সাধ্য হয়।

এন.এস.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠঃ ১০:২৮- ৩১
[২৮]আর যারা শরীর বধ করে, কিন্তু আত্মা বধ করিতে পারে না, তাদের ভয় করো না; কিন্তু যিনি আত্মা ও শরীর উভয়ই নরকে বিনষ্ট করতে পারেন, বরং তাকেই ভয় কর। [২৯]দুইটি চড়াই পাখী কি এক পয়সায় বিক্রয় হয় না? আর তোমাদের পিতার অনুমতি বিনা তাদের একটিও ভুমিতে পড়ে না। [৩০]কিন্তু তোমাদের মস্তকের কেশগুলির সমস্ত গনিত আছে। [৩১]অতএব ভয় করো না, তোমরা অনেক চড়াই পাখী হতে শ্রেষ্ট।

১০:২৮ "ভয় করিও না" ১৯ এবং ২৬ পদের টীকাগুলো দেখুন।

❑ "বিনষ্ট করতে" বিশেষ আলোচ্য বিষয় দেখুনঃ ২:১৩ তে এ্যাপোল্লামি (Apollumi)

❑ "আত্মা এবং শরীর" এটা আদি সুক্ষ অবিধানকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলে না কিন্তু এটা হোল শারীরিক মৃত্যুর সম্ভাবনার বিষয়ে একটি অভিব্যক্তি, কিন্তু বিশ্বাসীদের জন্য চিরস্থায়ী মৃত্যু নয়।

- "নরকে" হীব্রু ভাষায় এই শব্দটিকে বলা হয় "জেহেনা" ইহা একটি যৌগিক শব্দ যা উপত্যকা এবং "হিনমের (পুত্র) " শব্দ দুইটি হতে। জেরুসালেমের বাইরে এটি একটি উপত্যকা যেখানে উর্বরতা এবং অগ্নির কলানীয় দেবতা কে বংশজাত সন্তানদেওকে (মোলেক বলা হয়) বলিদান করা হোত। ইহুদীরা এ স্থানকে জেরুসালেম নগরীর জন্য একটি ভাগাড়ে পরিনত করেছিল। চিরস্থায়ী শাস্তি র উপর যীশুর এই রুপকটি এই জ্বলন্ত, দুর্গন্ধপূর্ন, কীটপতঙ্গ পূর্ন ভাগাড় থেকে লওয়া হয়েছে। বিশেষ আলোচ্য বিষয় দেখুনঃ মৃতরা কোথায়? ৫:২২ - এ।

১০:২৯ "দুইটি চড়াই পাখী কি এক পয়সায় বিক্রয় হয় না? আর তোমাদের পিতার অনুমতি বিনা তাদের এশটিও ভূমিতে পড়ে না"। বিশ্বাসী বর্গের জীবনের সকল বিষয়ের ব্যপারে ঈশ্বর যত্ন নেন এবং জানেন (তুলনা করুন লুক ১২:৬; ২১:১৮; ১পিতর ৫:৭)।

- "একটি পয়সা" এটা ছিল আক্ষরিক অর্থে "এ্যাসারিয়ন (Assarion) যা ছিল একটি তামার তৈরি রোমীয় ধাতব মুদ্রা। একটি এ্যাসারিয়ন (পয়সা) দ্বারা অনেকগুলি চড়ুই পাখি ক্রয় করা যেত।

১০:৩১ "অতএব ভয় করিও না" ১৯ এবং ২৬ নং টীকা দেখুন। এটা ছিল ঈশ্বরের সন্তানদেও প্রতি হয় যীশুর অথবা একজন দেবদূতের সুসমাচার।

এন. এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ ১০:৩২- ৩৩ [৩২]অতএব যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে, আমির আপন স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে স্বীকার করব। [৩৩]কিন্তু যে কেহ মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে অস্বীকার করে, আমিও আপন স্বর্গস্থ পিতার সাক্ষাতে তাকে অস্বীকার করব।

১০:৩২ "যে মনুষ্যদের সাক্ষাতে আমাকে স্বীকার করে" এতদ্বারা "প্রকাশ্যে স্বীকার" করা বুঝানো হোত (তুলনা করুন মার্ক ৮:৩৮; লুক ১২:৮- ৯)। ৩২ এবং ৩৩ পদ দুইটি তুলনামূলক বিরোধিতামূলক অনুরুপ বিবৃতি। খ্রীষ্টিধর্ম হল ঈশ্বর প্রদত্ত সন্ধি যা ব্যক্তিগতভাবে, প্রকাশ্যে পাওয়া যায়, মানতে হবে এবং রক্ষা করতে হবে।

বিশেষ আলোচ্য বিষয় : স্বীকার (ক) স্বীকার অথবা প্রকাশ্য ঘোষনার জন্য গ্রীক ভাষায় শব্দের একই প্রকার ধাতুর দুইটি আকার রয়েছে। আর তা হল হমোলেজেস (ঐড়সড়ষবমবং) এবং এক্সোমোলোজেস (ঊীড়সড়ষড়মবং) জেমস অনুবাদে যে যৌগিক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা এসেছে হমো (ঐড়সড়)যার অর্থ হোল একই প্রকার, লেজো (ষবমড়) যার অর্থ হোল কথা বলা এবং এক্স (বী) যার যার অর্থ হোল বাহিরে থেকে। এক্স (বী) অংশটি প্রকাশ্যে ঘোষনার ধারনার সাথে যোগ করা হয়েছে। (খ) এই শব্দ গুচ্ছের ইংরেজি অনুবাদ হল প্রশংসা করা একমত হওয়া ঘোষনা করা প্রকাশ্যে ঘোষনা করা

স্বীকার করা
(গ) এই শব্দগুচ্ছের আপাতদৃষ্টিতে দুইটি বিপরীত ব্যবহার রয়েছেঃ
প্রশংসা করা (ঈশ্বরকে)
পাপ স্বীকার করা
এ সকল বিষয় হয়তো বৃদ্ধি পেয়েছে মানুষের ঈশ্বরের পবিত্রতার এবং এর নিজ পাপ পঙ্কিলতার উপলব্ধি থেকে। একটি সত্যকে স্বীকার করার হোল উভয়কে স্বীকার করা। এটা হয়তো তিনটি প্রশ্নের সূত্রপাতকে ব্যাখ্যা করতে পারে, প্রথম এবং তৃতীয় প্রশ্ন রোডাভেদা করা এবং অসুস্থ্য (খুব সম্ভবত পাপের কারনে) বিষয় নিয়ে কাজ কওে এবং তৃতীয়টি আনন্দপূর্ন প্রশংসা নিয়ে কাজ কর।
(ঘ) নূতন নিয়ম আলোকে এ শব্দ গুচ্ছের ব্যবহারঃ
প্রতিজ্ঞা করা (তুলনা করুন মথি ১৪:৭ প্রেরিত ৭:১৭)
কোন কিছুর সাথে একমত হওয়া অথবা রাজি হওয়া (তুলনা করুন যোহন ১:২০; লুক ২২:৬; প্রেরিত ২৪:১৪; ইব্রীয় ১১:১৩।
প্রশংসা করা (তুলনা করুন মথি ১১:২৫; লুক ১০:২১; রোমীয় ১৪১১; ১৫:৯)
সম্মত দেয়া
একজন ব্যক্তির প্রতি (তুলনা করুন মথি ১০:৩২; লুক ১২:৮, যোহন ৯:২২; ১২:৪২; রোমীয় ১০:৯; ফিলিপীয় ২:১১; প্রকাশিত বাক্য ৩:৫)
সত্যেও প্রতি (তুলনা করুন প্রেরিত ২৩:৮; ২ করিন্থীয় ১১:১৩; ১ যোহন ৪:২)
একটি প্রকাশ্য ঘোষনা করা (ধর্মীয় বিষয় অনুমোদনের মধ্য দিয়ে আইনগত বোধ প্রসার লাভ করেছিল, তুলনা করুন প্রেরিত ২৪:১৪; ১তীমথিয় ৬:১৩)
অপরাধ স্বীকার ছাড়া (তুলনা করুন ১তীমথিয় ৬:১২, ইব্রীয় ১০:২৩)
অপরাধ স্বীকার করে (তুলনা করুন মথি ৩:৬; প্রেরিত ১৯:১৮; ইব্রীয় ৪:১৪; যাকোব ৫:১৬; ১যোহন ১:৯)

১০:৩৩ এটি একটি অতি বেদনাদায়ক পদ, যেমন ২ তীমথিয় ২:১২, ইহা অবশ্যই স্মরন করতে হবে যে কথায় বেং কাজে প্রকাশ্যে স্বীকার সমস্যামূলক হয়। এখন যে সিদ্ধান্ত করা হয় তা চিরকালে প্রতি ফলিত হয়।

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠঃ ১০:৩৪- ৩৬
[৩৪]মনে কর না যে, আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি; শান্তি দিতে আসি নাই, কিন্তু খড়গ দিতে এসেছি। [৩৫]কেননা আমি পিতার সহিত পুত্রের, মাতার সহিত কন্যার, এবং শাশুড়ীর সহিত বধূর বিচ্ছেদ জন্মাইতে এসেছি; [৩৬]আর আপন আপন পরিজনই মনুষ্যের শত্রু হবে।

১০:৩৪ "মনে করিও না" যীশু এসকল কথা বলতে ছিলেন মশীহ, যাকে "শান্তি রাজ" বলা হোত (তুলনা করুন যিশাইয় ৯:৬) সম্পর্কে ইহুদী জাতির আকাঙ্খার দৃশ্যাবলীর বিরুদ্ধে । ইহুদীরা আশা করেছিলেন সেই মশীহকে যিনি ইহুদী জাতির জন্য সামরিক শৃঙ্খলার এবং জাহীয়তাবাদী শান্তির আগমনবার্তা নিয়ে আসবেন (তুলনা করুন লুক ১২:৪৯- ৫৩)।

❑ "শান্তি" এ শব্দটির বুৎপক্তিগত অর্থ ছিল "সেই জিনিষকে একসঙ্গে আনতে যা ভেঙ্গে গিয়েছিল" (তুলনা করুন যোহন ১৪:২৪)

❑ "আমি শান্তি দিতে আসি নাই, খড়গ দিতে এসেছি" যীশু যুদ্ধ অথবা বিবাদ আনবার জন্য আসেন নাই কিন্তু কত্য ঘটনা হল যে তিনি মানুষকে শক্তি যোগাতে এসেছিলেন যাতে তারা "সহভাগিতা" অথবা "প্রত্যাখ্যানের" মধ্যে একটি মৌলিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে (তুলনা করুন যোহন ৩:১৭, লুক ১২:৫১- ৫৩)

১০:৩৫ "কেননা আমি পিতার সাথে পুত্রের বিচ্ছেদ ঘটাতে এসেছি" ২১ পদ দেখুন। লুক ১৪:২৬ এ তুলনার একটি হীব্রু বাগধারা, "পিতাকে ঘৃনা কর" রয়েছে। এটা ছিল তুলনা করার জন্য একটি বাগধারা। আক্ষরিকভাবে ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে একটি হিব্রু বাগধারা হিসাবে এটাকে আমাদের অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে। (তুলনা করুন আদি ২৮:৩১,৩৩ দ্বিতীয় বিবরন ১৫; মালাখি ১:২- ৩; যোহন ১২:২৫)। ইহা যীশুর প্রতি একটি মৌলিক অগ্রাধিকার ভিক্তিক সঙ্কল্প সম্পর্কে কথা বলে যা জাগতিক সকল চুক্তিকে অতিক্রম করে।

১০:৩৫- ৩৬ এটা হোল মালাখি ৭:৬ থেকে একটি উদ্ধৃতি। শেষসময়কালীন পরিবেশে এই অনুচ্ছেদটি কখনও কখনও ব্যবহৃত হত (তুলনা করুন মার্ক ১৩:২২ এবং লুক ১২:৫৩)

১০:৩৬ "আর আপন আপন পরিজনই মনুষ্যের শত্রু হবে" এ প্রকারের সুপরিচিত চাপের একটি উত্তম উদাহরন যা মশীহ হিসাবে যীশুর দাবির প্রতি উত্তরে পিতরের জবাবের মধ্যে দেখা যেতে পারে (তুলনা করুন মথি ১৬:২২)

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ: ১০:৩৭- ৩৯
[৩৭]যে কেহ পিতা কি মাতাকে আমা হতে অধিক ভাল বাসে, সে আমার যোগ্য নয়; এবং যে কেহ পুত্র কি কন্যাকে আমা হতে অধিক ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়। [৩৮]আর যে কেহ আপন ক্রুশ তুলিয়া লইয়া আমার পশ্চাৎ না আসে, সে আমার যোগ্য নয়। [৩৯]যে কেহ আপন প্রান রক্ষা করে, সে তাহা হারাবে; এবং যে কেহ আমার নিমিক্তে আপন প্রান হারায়, সে তাহা রক্ষা করবে।

১০:৩৭ "যে কেহ পিতা কি মাতাকে আমা হতে অধিক ভালবাসে" এখানে মূল বিষয় হল মৌলিক অগ্রাধিকার সঙ্কল্প।

❑ "সে আমার যোগ্য নয়" লুক ৯:৬২

১০:৩৮ "যে কেহ আপন ক্রুশ তুলে লয় এবং আমার পশ্চাতে আসে" ক্রুশ ছিল মৃত্যুদন্ড কার্যকারী করনের একটি ফিনিশীয় পদ্ধতি যা রোমীয়রা গ্রহন করেছিল এবং মৃত্যুও পূর্বে কয়েক দিনের জন্য তীব্র যন্ত্রনাদায়ক ব্যথার বিচার প্রনালীতে সম্প্রসারিত করেছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল অরোমীয়দেরকে অপরাধমূলক কর্মকান্ড করা থেকে নিরুৎসাহিত করতে । প্যালেস্টাইনে একটি ঐতিহাসিক পূর্ব ঘটনা ছিল (১) চতুর্থ আন্তিওখাস "এফিফানিস" আটশত ফরিশীকে ক্রুশে দিয়েছিলেন। (২) ভ্যরাস (Varus) নামের একজন রোমীয় সেনাপতি একটি বিদ্রোহ দমন করেছিলেন এবং প্যালেস্টাইনের

প্রধান সড়কের দুই পার্শ্বে দুই হাজার ইহুদীকে ক্রুশে দিয়েছিলেন (তুলনা করুন "যোসেফাস, ইহুদীদের প্রাচীন যুগ ১৭:১০:১০)। এ রূপকটি আপনার জীবনের কিছু বিশেষ সমস্যাকে বোঝায় না। ইহা দ্বারা মৃত্যুকে নিজের জন্য মৃত্যুকে বোঝানো হয়ে থাকে। (তুলনা করুন ২করিন্থীয় ৫:১৪-১৫; গালাতীয় ২:২০; ১যোহন ৩:১৬)

১০:৩৯ "জীবন.... জীবন" এর গ্রীক শব্দটি হোল সুকে (Psuche) ।এই শব্দটি কখনও কখনও "ধাত্মা" (Pneuma) এর সমার্থক ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে, যাহোক, মনে হয় সে এটি এক ব্যক্তিকে অথবা নিজেকে বুঝায়। এ বিবৃতিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যীশুর প্রভাবের আলোতে আত্ম- অধিকারের একটি মৌলিক ক্রুশারোপন (তুলনা করুন মথি ১০:৩৯; ১৬:২৫; মার্ক ৮:৩৫; লুক ৯:২৪; যোহন ১২:২৫)।

- "হারায়" বিশেষ আলোচ্য বিষয় দেখুনঃ ২:১৩ তে এ্যাপোল্লুমি (Apollumi)

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠঃ ১০: ৪০- ৪২

[৪০]যে তোমাদের গ্রহন করে, সে আমাকেই গ্রহন করে, আর যে আমাকে গ্রহন করে, সে আমার প্রেরনকর্ত্তাকেই গ্রহন করে। [৪১]যে ভাববাদীকে ভাববাদী বলে গ্রহন করে, সে ভাববাদীর পুরস্কার পাবে; এবং যে ধার্ম্মিককে ধার্ম্মিক বলিয়া গ্রহন করে, সে ধার্ম্মিকের পুরস্কার পাবে । [৪২]আর যে কেহ এই ক্ষুদ্রগনের মধ্যে কোন এক জনকে শিষ্য বলিয়া কেবল এক বাটী শীতল জল পান করিতে দেয়, আমি তোমাদের সত্য বলিতেছি, সে কোন মতে আপন পুরস্কারে বঞ্চিত হবে না।

১০:৪০- ৪১ "যে তোমাদেরকে গ্রহন করে, সে আমাকেই গ্রহন করে; আর যে আমাকে গ্রহন করে, সে আমার প্রেরন কর্ত্তাকেই গ্রহন করে। যে ভাববাদীকে ভাববাদী বলে গ্রহন করে, সে ভাববাদীর পুরস্কার পাবে; এবং যে ধার্ম্মিককে ধার্ম্মিক বলে গ্রহন করে, সে ধার্মিকের পুরষ্কার পাবে।" এই অংশটি যে অর্থ প্রকাশ করে তা হল যে এই তিনটি শব্দের (আমাকে. ভাববাদী. ধার্মিক) প্রত্যেকটি শব্দই যীশুকে নির্দেশ করে। "ভাববাদী" শব্দটি দ্বিতীয় বিবরন ১৮:১৫ এবং ১৮ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। "ধার্মিক ব্যক্তি শব্দটি প্রেরিত ৭:৫২ তে উল্লিখিত "একজন ধার্মিক ব্যক্তি" এবং লোহিত সাগরের পাড়ে প্রাপ্ত প্রাচীনগ্রন্থ সমূহে উল্লেখিত বাক্যাংশ "ধার্মিকতার শিক্ষক" এর সমতুল্য।

"বৈথসদা" সেখানে দু ধরনের বৈথসদা ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল করফরনাহুমের খুবই কাছে অপরটি ছিল যেখানে ঝর্দন নদী প্রবাহিত হয়ে গালীল সাগরে পড়ে ছিল তারই কাছে।

টায়ার এবং সীদনঃ পবিত্র শাস্ত্রের পুরাতন নিয়ম অনুযায়ী টায়ার ও সীদনের লোকজন ছিল পাপপূর্ন ও অহংকারী জাতি। ২৩ পদটি সম্পর্ক যুক্ত যিশাইও ১৪:১৩- ১৫ যিহিস্কেল ২৮:১২- ১৬. এই পদগুলো ব্যাবিলনের রাজাদের অহংকার গর্ব সম্পর্কেই প্রকাশ করেছে এবং টায়ার কে শয়তানের অহংকার হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে ।

চট এবং ছাইঃ চট পরিধান এবং ছাই মাখানোর অর্থই হচ্ছে কৃত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়া। (যোনা ৩:৫- ৮)

১১:২২পদ যারা শ্রবণ করে এবং সেইমত কাজ করে, তাদের কাজের ফল হিসাবে শাস্তি অথবা পুরস্কৃত হতে পারে। (লূক ১২:৪৭,৪৮, মথি ১০:১৫)
১১:২৩: এবং তোমাকে করফরনাহুম স্বর্গ পর্যন্ত উচ্চীকৃত করা যাবে না, তুমি যাবে? ব্যাকরন গত উক্তর বলা যায় না। ইহা সম্ভবত যিশাইয় ভাববাদীর উক্তির পরোক্ষ উদ্ধৃতি : যিশাইয় ১৪:১৩-১৪, যিহি: ২৮:২,৫-৬,১৭, যেখানে ব্যাবিলন ও টায়ারের রাজার অহংকারকে শয়তানের অহংকারের প্রতিফলন হিসাবে ধরা হয়েছে। (যিহি:২৮:১২-১৬)

অবতরন থেকে নরক / পাতাল: এই উক্তিটি যিশাইয় ভাববাদীর পরোক্ষ উক্তি যিশাইয় ১৪:১৫ যিহি ২৬:২০, ২৮:৮, ৩১:১৪, ৩২:১৮, ২৪:১ মৃত্যু ও রাম সম্পর্কে বলা হয় (লূক ১৬:২৩)। রাব্বিদের নিয়ম অনুযায়ী ধামিকতার একটি প্রধান অংশ ছিল। এই অংশকে স্বগীয় কানন বলে ডাকা হত, আবার দুষ্টতার অংশ'ও ছিল। দুষ্টতার অংশকে দূনীতির আকড়া নামে ডাকা হত। এটা সত্য যে যীশুর বাক্য অনুসারে একজন দুস্কৃতিকারী তার সাথে মৃত্যুবরন করেন। লূক ২৩:৪৩। প্রভু যীশু মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই নরকে প্রবেশ করেছেন এবং ধার্মিকতাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রভু যীশু স্বর্গে পঞ্চাশ না হওয়া পর্যন্ত ফিরবেননা। প্রভু যীশুর পুনুরুত্থানের সময়ই নরকে ধার্মিকতাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাই প্রেরীত পৌল বলেছেন ২য় কর ৫:৮ দেহের অনুসন্ধিতি হতে প্রভুর সাথেই উপস্থিতি। অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে এবং ধারনা পোষন করতে হবে পাতাল থেকে নরক যাতনা। নতুন নিয়মে দূরে রাখা হয়েছে।

বিশেষ বিষয়: মৃত্যু কোথায়?
পবিত্র শাস্ত্র অনুযায়ী ৪টি বিষয় জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।
১. পুরাতন নিয়ম অনুযায়ী মৃত্যু সংগৃহিত হয় সচেতনতায় কিন্তু নিরবে এবং অকার্যকর হিসাবে ধারন করে এসব জায়গাকে বলা হয় সিওল (ঝযবড়ষ)। সিওল এর গ্রীক শব্দ হেডীজ (ঐধফবং) পাতাল হিসাবে বর্ননা করা হয়েছে যা দৃশ্যমান নয়।
পুরাতন এবং নতুন নিয়মে উভয় ক্ষেত্রেই মানবিক মৃত্যু নরকের যাত্রাকে বর্ননা করা আছে। রাব্বিগন দুটি ভাগকে প্রমান করেছেন,যথা দুষ্টতা অপরটি ধামিকতা। লূক লিখিত মঙ্গল সুসমাচারে প্রকাশ আছে লূক ২৩:৪৩। একই ভাবে পৌল শুধুমাত্র স্বর্গকে প্রকাশ করেছেন ২য় কর ১২:৪।

২. ২য় পিতর ২:৪ (যিহুদা ১:৬) দুষ্টতাকে ব্যবহার করা হয়েছে দূতেরা কিভাবে প্রকাশ করেছেন। গ্রীক পৌরানিক কাহিনীতে বলা হয়েছে পাতালে কারাগার ছিল অর্ধ মানুষ, অর্ধ টিটানস এর জন্য। যিহুদীদের প্রকাশিতব্য আন্তঃবাইবেল অনুযায়ী দূতদের জন্য বিশেষ ধারন করে ব্যাখা করা হয়েছে (আদি: ৬ অধ্যায়ের ইনকের জন্য)
৩. নূতন নিয়মের ৩য় শব্দটি হচ্ছে জেহেনা (Gehenna) KJV (KingJames Virson) তে নরকে (Hell) হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে। হিব্রু শব্দ গুলো হিব্রু বাক্যে অনেক সময় জটিলতা সৃষ্টি করে যথা "হিল্লম হ্রদের পুত্র"। এই হ্রদ জেরুশালেমের দক্ষিণে, যেখানে ফনিসিয়ানদের দেবতা ছিল। মলেখ শিশু উৎস্বর্গ করে উপসনা করত। দেবতা পূজায় অংশ গ্রহন করতো। এমনকি রাজা মানেষ দেবতা পূজায় অংশগ্রহন করত।
ইহুদী জাতি প্রথম শতাব্দীতে এই জায়গা থেকে সরে যায় এবং যেরুশালেমের আবর্জনার স্তুপ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যীশু রুপক অর্থে এই আবর্জনার স্তুপকে অনন্ত শাস্তি হিসাবে ব্যবহার করেছেন (আগুন, ধুম্র, গন্ধ গরম)।জেনা শব্দটি প্রভু যীশু মাত্র একবারই ব্যবহার করেছেন।

(যাকোব ৩:৬)
এই স্থানটি শয়তানের জন্যই প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং তাঁর দূতগনের জন্য, কিন্তু বিদ্রোহী, অনুতপ্ত কারী নয় এমন লোকজনই নিজেদের পৃথক করেছিল। বর্তমানে নরক নেই। শেষ বিচারের পর শুধু মাত্র নরকটি নির্ধারিত করা হবে।
৪. শেষ শব্দটি হচ্ছে স্বর্গ। স্বর্গ সম্পর্কে বর্ননা অনুযায়ী
একটি সুন্দর এবং ব্যায়বহুল হিসাবে পৃথিবী থেকে রুপক অর্থে ব্যবহার করা হয়। একমাত্র শাব্দিক হিসাবে বাইবেলের লেখক গন পৃথিবীতে বর্ননা করেছেন। বাইবেল অনুযায়ী মৃত্যুর পর স্বর্গ অথবা নরক সম্পর্কে তেমন বিস্তারিত আলোচনা বা বর্ননা করেনি। প্রকৃত অর্থে বর্ননা হয়নি, কারন মনে করা হয় ইহা আমাদের সাধ্যের বাইরে এবং অনুভূতির'ও উর্দ্ধে। স্বর্গ সম্পর্কে ভাল এইটুকুই বর্ননা করেছেন কিন্তু তেমন জাকঁজমকের সাথে বর্নিত হয়নি। বর্তমানে ত্রিত্ব ইশ্বরের উপস্থিতি ও তাঁর সাথে সহভাগিতার সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

যদি শব্দটি ২য় শর্তের বাক্য যাকে বলা হয় প্রকৃততার সমন্বয় সাধনকারী। অনুবাদটি এভাবে হওয়া উচিত যদি আশ্চর্য কাজটি প্রকাশিত সদমে হয়, সেটি তোমার মধ্যেও প্রকাশিত হতে পারেন। (কিন্তু তাদের মধ্যে হয়নি) তখন ইহা অবশ্যই বর্তমানে'ও প্রকাশিত হত বা স্থায়িত্ব লাভ করতো।
১১:২৪ "সদমের ভূমি" ভূমি শব্দটি সম্ভবত অরামিক শব্দ হিসাবে 'নগর' শব্দটি থেকে এসেছে। আধুনিক ভূতত্ত্ব বিদ গন বিশ্বাস করেন যে পুরাতন নিয়মের এই শহরটি মরু সাগরের দক্ষিণ প্রান্তের শেষ প্রান্তে অবস্থিত ছিল।

এন এ এস বি (আধুনিক করা / হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ১১:২৫- ২৭।
২৫ পদ- "সেই সময়ে যীশু বলেছেন হে পিতা, স্বর্গের প্রভু আমি তোমার গৌরব করি, কেননা তুমি বিজ্ঞ ও বুদ্ধি মান কাছ থেকে সকল বিষয় গুপ্ত রাখিয়া শিশুদের কাছে প্রকাশ করেছ।
২৬ পদ- হে পিতঃ এভাবেই তোমার দৃষ্টিতে ও ইচ্ছায় প্রীতিজনক হইল।
২৭ পদ- সকলই আমার পিতা হইতে আমাতে সমর্পিত হইয়াছে। আর পুত্রকে কেহ জানে না, কেবল মাত্র পিতা জানেন এবং পিতা কে কেহ জানে না কেবল পুত্র জানেন। পুত্র যাহার কাছে ইচ্ছা তাহার কাছে প্রকাশ করেন এবং শুধু মাত্র তিনিই জানেন।"

১১:২৫"আমি তোমার গৌরব করি" এই মিশ্র বাক্যটি বর্তমান অবস্থার জন্য সত্য বলিয়া ঘোষনা করা হয়েছে। (তুলনা ৩:৬ ফিলিপিয় ২:১১) গৌরবান্ধিত অথবা অনুষ্ঠানাদি পালনে প্রসিদ্ধ করা (লূক ১:২১) একইভাবে গ্রীক ও হিব্রুতে সেপ্টুজেন্টে গৌরবান্বিত শব্দে অনুবাদিত করা হয়েছে। অরামিক ভাষাতে'ও সম্ভবত প্রকাশ্যে সম্মত প্রকাশ করেছে।

'তুমি এই সকল দ্রব্য বিজ্ঞ ও বুদ্ধিমানদের দৃষ্টিতে গুপ্ত রাখিয়াছ এবং শিশুদের কাছে প্রকাশ করেছে" । ইহা সেমিটিক জাতির ভাষা প্রকাশের বৈশিষ্ট অনুযায়ী সকল ধরনের মানব কুলকে প্রকাশ করে, শুধু মাত্র ধমীয় নয় অথবা বাক্য নয় কিন্ত ইশ্বর সম্বন্ধীয়। শিশুদের বলতে এখানে নূতন বিশ্বাসী বর্গ কে বলা হয়েছে (মথি ১৮:৬)। ইহা ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের আশ্চর্য্যান্ধিত করেছিল, যে পুরাতন নিয়মে যীশুকে চিনতে পারে নাই এবং তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে নাই।

১১:২৭ পদ : সমস্ত বস্তুই তিনি আমার উপর ন্যাস্ত করেছেন এবং ইহা পিতা কর্তৃক করা হয়েছে। তাই বাক্যটি প্রভু যীশু সম্পর্কে গভীর ভাবে সমর্থন করে; নিজস্ব চিন্তায়, অনুভূতিতে সর্বময় কর্তৃত্বের ভার তাঁর উপরই (মথি ২৮:১৮, ইফি১:২০- ২২, কলসীয় ২:১০ এবং ১ম পিতর ৩:২৭)

কেহ, একজনও, পিতাকে জানেনা, "জানা" এই গভীরতম শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে দু'বার, অর্থ হল পুরোপুরিভাবে বা সম্পূর্নভাবে জ্ঞানকে বলা হয়েছে। কেহ, পিতা কে জানেনা কিন্তু পুত্র জানেন, (যোহন ১:১৮, ১৭:২৫)

"এবং যে কেহ যাহার জন্য পুত্রের ইচ্ছা তাহার উপর প্রণোমিত হয়, ইহা প্রমাণিত শাস্ত্র বাক্য নয় যে যীশুর পছন্দ অথবা অন্যদের পছন্দ নয়। ২৮ পদে বলা হয়েছে ইহা ঈশ্বরেরই পছন্দ, যীশু খ্রীষ্টের পছন্দ এবং সকল মানব সন্তানের পছন্দ (তিমোথী ২:৪ ২য় পিতর ৩:৯) ইহা প্রমানিত হয়েছে যে যীশু নিজ থেকেই প্রকাশিত হয়েছেন অদৃশ্যভাবে অনন্ত ঈশ্বরের পক্ষে (যোহন ১:১,১৮ কল, ১:১৫ ইব্রীয় ১:৩)

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রবাক্য: ১১:২৮- ৩০।
২৮-পদ: যারা ভীত সন্ত্রস্ত যারা ভারাক্রান্ত তারা আমার কাছে এসো। আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব।
২৯ পদ: আমার জোয়ালী আপন কাঁধে তুলে লও এবং আমা হতে শিক্ষা গ্রহন কর, কেননা আমি শান্ত এবং নম্রচিত্ত এবং তুমিও তোমার আত্মায় বিশ্রাম খুঁজে পাবে।
৩০ পদ- কারন আমার জোয়ালী সহজ এবং আমার বোঝা খুবই উজ্জল।

১১:২৮- ৩০, এই পদগুলো মথি লিখিত সুসমাচারে অদ্বিতীয় ও অন্যতম। ২৮ পদ সমর্থন করে সত্য মতবাদ গুলোকে কারন ২৯ পদে পবিত্রতা অগ্রগতিকে পুরোপুরিভাবে সমর্থন করে।

১১:২৮ 'আমার কাছে এসো' এখানে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ব্যাক্তিগত সম্পর্ককে, কোন মতবাদ বা অনুষ্ঠানকে নয়। একই সত্যতা বার বার যোহন লিখিত সুসমাচারে প্রকাশ করা হয়েছে।

'ভীত' ইহা বর্তমানে সক্রিয় কার্যক্রম। এই শব্দটি একজন ভার বোঝাকারী হিসাবে বর্নিত আছে। শব্দটি সমার্থ বা প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

ভার বোঝা ইহা বর্তমানে'ও পরোক্ষ কার্যক্রম; এই দুটি শব্দ যিহুদী সমাজের রাব্বিদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় হিসাবে দেখাত সেটি হলো বাধ্যতা বা অবশ্যই পালনীয় (প্রেরীত ১৫:১০) একই ধারনা যীহুদী সমাজের ভাব ধারায় প্রকাশিত হয়েছে 'যোয়ালী' হিসাবে (২৯, ৩০ মথি২৩:৪) এইসকল ভাবধারা ব্যবহৃত হয়েছে আজগুবি কাহিনী হিসাবে বিশেষ করে মৌখিক ভাবে (টালমুদ) যিহুদী সমাজের প্রচলিত মৌখিক অনেক বিষয় গুলো অবশ্যই পালনীয় করে ভার বোঝা স্বরুপ করা হয়েছে। ঈশ্বরের কাছে আনার পরিবর্তে বিধি ব্যবস্থাগুলো চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। যিহুদী ব্যবস্থা গুলো কালক্রমেই বাঁধা হয়ে দাড়িয়েছিল, সম্পর্কে পরিবর্তে। (মন্ডলীতে সতর্কতা দরকার)

আমি তোমাকে বিশ্রাম দেব। ইহা অবশ্যই নিশ্চয়তা। যীশু বলেছিলেন "আমি নিজেই তোমাকে বিশ্রামের জন্য পরিচালনা দান করবো।" বিশ্রাম বলতে কোন করনীয় কার্যক্রম সম্পর্কে বলা হয়নি

কিন্তু সময়ের সতেজতাকে বলা হয়েছে, সুতরাং খ্রীষ্টের পক্ষে প্রয়োজনীয় কাজ করা ও প্রশিক্ষণ একান্ত দরকার।

১১:২৯ "শিক্ষা" ইহা ধমনী যুক্ত সক্রিয় কাজ। শব্দটি পৌরানিক শব্দ 'শিষ্য' এর সাথে ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত। ১১:১ পদ অনুযায়ী বিশ্বাসীবর্গ কে আদেশ দিয়েছেন যে তারা যেন শিক্ষা গ্রহন করে এবং পরিপক্ক হন।
"আমি শান্ত এবং নম্র" গ্রীক মতাদর্শে এই বাক্যটি সত্য নয় কিন্তু প্রভু যীশু তার শিক্ষার মনোভাবে শান্ত ও নম্রতাকে প্রধান চাবিকাঠি হিসাবে গ্রহন করেছেন। শান্ত ও নম্রতাই হচ্ছে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য।
১১:৩০: "আমার যোয়ালী সহজ এবং আমার বোঝা উজ্জল" এখানে নতুন চুক্তির মাধ্যমে নতুন কার্য্যক্রম শুরু করার পরামর্শ আছে। বিশ্বাস ও অনুতপ্ত প্রভু যীশুর নাম হচ্ছে প্রথম ধাপ, দ্বিতীয়টি হচ্ছে বাধ্যতা ও পরিপক্ষতা। তৃতীয়টি হচ্ছে পৃথকীকরন।
একমাত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টই ফরিশীদের ভারবোঝা সরুপকাজ পরিবর্তন করতে পারেন অন্য কথায় এ সকল ধাপ হচ্ছে অনুতপ্ত, বিশ্বাস, বাধ্যতা, পৃথকীকরন, উপসনা ও পরিচর্য্যা।

<u>আলোচনার প্রশ্ন সমূহঃ</u>

এই পড়ার পাঠ্য তালিকা অনুযায়ী আপনি কোন অর্থে আপনার নিজের বাইবেল অনুবাদের দায়িত্বটি আছে বলে মনে করেন ?

আমাদের প্রত্যেকের অবশ্যই জ্যোতিতে চলা দরকার, এধরনের জ্যোতি কি আমাদের আছে ?

বাইবেলের অনুবাদের জন্য,আপনি পবিত্র শাস্ত্র এবং পবিত্র আত্মা সম্পর্কে কোনটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন বলে মনে করেন?

আপনি অবশ্যই মন্তব্য থেকে আশা ত্যাগ করেননি।

এই আলোচনায় প্রশ্নগুলি আপনাকে আরোও গুরুত্বপূর্ন বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে সাহায্য করবে। স্পষ্ট ভাবে নয় কিন্তু ভাববানী হিসাবে।

১. যোহন বাপ্তাইজক কেন সন্দেহ করেছিলেন যে, যীশু প্রতিজ্ঞাত মোশীহ হিসাবে এসেছেন।
২. কেন যীশু বলেছেন যোহন বাপ্তাইজক ঈশ্বরের নতুন রাজ্যের লোক নয়।
৩. ১৭ পদ যোহন বাপ্তাইজক ও যীশুকে কিভাবে উপস্থাপন করেছেন?
৪. সেখানে কি শাস্তির কোন কারন আছে?
৫. যীশু খ্রীষ্ট সকল মানব সন্তানকে তার কাছে আসার জন্য আমন্ত্রণ করেছেন অথবা একটি বিষয় পছন্দ করতে বলেছেন।
৬. "বোঝা ও জোয়ালী" সম্পর্কে ব্যাখ্যা দাও? কোন সংস্কৃতি বা ধর্মীয় পরিমন্ডলে দেখা যায়?

<u>মথিঃ ১২:</u>

আধুনিক অনুবাদে পাঠের ভিনতা

ইউ বি এস	এন কে জে ভি	এন আর এস ভি	টি ই ভি	জে ভি
বিশ্রাম বারে শস্য মর্দন ১২:১- ৮ পদ	বিশ্রাম বারের কর্তা যীশু খ্রীষ্ট ১২:১- ৮ পদ	যীশু, বিশ্রামবারের ব্যবস্থা আইন ১২:১- ৮ পদ	বিশ্রামবার সম্পর্কে প্রশ্ন ১২:১- ২, ৩- ৪ পদ	বিশ্রামবারে শস্য সংগ্রহ ১২:১- ৮ পদ
মানুষটির শুকনো হাত ১২:৯- ১৪ পদ	বিশ্রামবারে সিদ্ধান্তা করেন ১২:৯- ১৪ পদ	১২:৯- ১৪ পদ	মানুষটির কুকড়ানো হাত ১২:৯- ১০, ১২:১১- ১৩, ১২:১৩- ১৪	মানুষটির শুকনো হাত সুস্থ্য করেন
দাসকে মনোনিত করছে ১২:১৫- ২১ পদ	আমার দাস স্থির থাক ১২:১৫- ২১ পদ	কাজই সুস্থ্যতা ১২:১৫- ২১ পদ	ঈশ্বর তার দাসকে মনোনিত করেন ১২:১৫- ২১ পদ	যীশু, (ইয়াহুয়ার) ঈশ্বরের দাস ১২:১৫- ২১ পদ
যীশু এবং ১২:২২- ৩২ পদ	বিভক্ত ঘর একত্রে দাড়াতে পারে না ১২:২২- ৩২ পদ	যীশু শক্তির উৎস ১২:২২- ৩২ পদ	যীশু এবং ১২:২২- ২৩ ১২:২৪ ১২:২৫- ২৮ ১২:২৯ ১২:৩০- ৩২	যীশু এবং ১২:২২- ২৪ ১২:২৫- ২৮ ১২:২৯ ১২:৩০- ৩২
	ক্ষমার অযোগ্য পাপ ১২:৩১- ৩২			

ইউ বি এস	এন কে জে ভি	এন আর এস ভি	টি ই ভি	জে ভি
পদ ও ফল	ফলে গাছ চেনা	১২:৩৩- ৩৭	গাছ ও তার ফল	বাক্য হৃদয়ের

১২:৩৩- ৩৭	যায় ১২:৩৩- ৩৭		১২:৩৩- ৩৭	বিরোধিতা করে ১২:৩৩- ৩৭
চিহ্নের গুরুত্বতা ১২:৩৮- ৪২	অধ্যাপক’ও ফরিশীরা চিহ্ন দেখতে চাইল ১২:৩৮- ৪২	চিহ্নের জন্য আবেদন ১২:৩৮- ৪২	আশর্চয্য কাজের গুরুত্বতা ১২:৩৮	যোনা ভাববাদীর চিহ্ন ১২:৩৮- ৪২
অসূচী আত্মাটি ফিরে আসে ১২:৪৩- ৪৫	অসূচী আত্মাটি ফিরে ১২:৩৮- ৪২	অসূচী আত্মাটি ফিরে আসে ১২:৩৮- ৪২	দুষ্ট আত্মা ফিরে ১২:৩৮- ৪২	ফিরে অসূচী আত্মা ১২:৪৩- ৪৫
যীশুর মাতা ও ভ্রাতারা ১২:৪৬- ৫০	যীশুর মাতা ও ভ্রাতাদেরকে তার কাছে প্রেরন করেন ১২:৪৬- ৫০	যীশুর সত্য পরিবার ১২:৪৬- ৫০	যীশুর মা ও ভ্রাতারা ১২:৪৬- ৪৭ ১২:৪৮- ৫০	যীশুর সত্য আত্মায় বর্গ ১২:৪৬- ৫০

শব্দ ও পংতির বিষয়ে পড়াশুনা।

এন এ এস বি (হাল নাগাদ) শাস্ত্র বাক্যঃ ১২ঃ ১- ৮

১. সেই সময়ে যীশু বিশ্রাম বারে শস্য ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তার শিষ্যরা ক্ষুধিত হওয়ায় শষ্যের শিষ ছিড়ে খেতে লাগলেন।
২. কিন্তু ফরিশীরা যখন এটি দেখলেন তখন যীশুকে তারা বললেন বিশ্রাম বারে বিধেয় নয়, তথাপি আপনার শিষ্যরা করছে।
৩. কিন্তু যীশু তাদের উক্তরে বললেন দায়ুদ যখন ক্ষুধা পেলেন তখন তিনি এবং সঙ্গীরা কি করেছে।
৪. তারা কিভাবে ধর্ম ধামে প্রবেশ করলেন এবং তার মন্দিরের রুটি ভোজন করেছিলেন যাহা তাঁর এবং তার সঙ্গীদের ভোজন করা বিধেয় ছিলনা।
৫. অথবা তোমরা কি ব্যবস্থায় পাঠ করনাই যে বিশ্রামবারে যাজকেরা ধর্মধামে বিশ্রামবার পালন না করলেও নির্দোষ থাকে।
৬. কিন্তু আমি তোমাদের বলছি এখানে মন্দিরের চেয়ে যে কেউ মহৎ ও গুরুত্ব আছেন।
৭. কিন্তু যদি তোমরা জানতে ইহার অর্থ কি? আমি দয়া চাই, বলিদান চাই না। তোমরা নির্দোষদিগকে দোষী করতে পারনা। মনুষ্য পুত্রই বিশ্রাম বারের কর্তা।

১২:১ যীশু বিশ্রাম বারে শস্য ক্ষেত্রের মধ্যে দিয়ে গেলেন টালমুদ শিক্ষা দেয় যে যেকোন লোক যাতায়াতে ২০০০ হাজার লোকের মধ্যে যাতায়াত করতে কোন অন্ধজাতির প্রয়োজন নেই। ইহা মজার ব্যাপার ছিল যে সেই ভির প্রযুক্ত লোকের মধ্যে ফরিশী এবং অধ্যাপক সহ বিশ্রামবারের যাতায়াত করেছিলেন। সুতরাং সকলই দোষী ছিল, বিশ্রাম বারের ব্যবস্থা লংঘন করেছিল। প্রকৃতপক্ষে ধর্মতত্ত্বে ফরিশীদের জন্যেও বিচারিত সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে । (নোট ২২:১৫)

শিষ্যের শিষ ছিড়ে খেতে আরম্ভ করল সাধারনত এধরনের কাজ অনুমোদিত ছিল। (২য় বিবরন ২৩:২৫) সমস্যাটি ছিল যে এধরনের কাজ বিশ্রামবারে সংগঠিত হয়েছে (যাত্রা ৩৪:২১) অন্যান্য

সিনপটিক সুসমাচার অনুযায়ী জানা যায় শিষ্যরাও ক্ষুধার্ত ছিল । সুযোগ বা কায়দা অনুযায়ী রাব্বিরাও বিভিন্ন কর্মে দোষী ছিল যথাঃ

১. শষ্য মর্দন
২. পদ্ধতিতে আনা
৩. বিশ্রাম বারে খাদ্য প্রস্তুত
৪. এবং প্রতিটা অনুষ্ঠানাদি অশুচী হস্তে সম্পাদিত করত।

১২:৩,

তোমরা কি পড় নাই দায়ুদ ক্ষুধিত হওয়ার সময় কি করেছিল ? (১ম শমূঃ ২১:১)

১২:৪,

এন এ এস বি- “রুটির দিগে মনোযোগ”
এ কে জে ভি- “রুটিটি লোকে দেখতে পেল’’
এন আর এস ভি- “প্রতিজ্ঞত রুটি ছিল’’
টি ই ভি- “ রুটিটি ঈশ্বরকে উৎস্বর্গ করা হল”
জে ভি- “ রুটিটি উৎস্বর্গের”

এই গুলোতে “রুটি প্রদর্শিত” করা হয় অথবা “বৃষ্টির উপস্থিতি” করে দেখানো হয়ঃ যেটি নাকি পবিত্র ন্থান নিয়ম সিন্দুকে সংস্থাপিত করা হয় এবং পরবর্তিতে মন্দিরে (প্রতিষ্ঠার মূল্যে ১২ পন্ডিতের উর্দ্ধে)। এইটি শুধু মাত্র পুরোহিতদের জন্যই পবিত্র সহকারে তৈরী করা হত(লেবীয় ২৪:৫- ৯; যাত্রা ২৫:৩০) ঐ ১২টি রুটি প্রতি সপ্তাহে সংস্থাপিত করা হত। যে কোন ভাবে ১ম শমূঃ ২১ অধ্যায় অনুযায়ী বিশেষ শর্ত অনুযায়ী দায়ূদকে খাবারের অনুমতি প্রদান করা হয়।

১২:৫

পুরোহিত গন মন্দিরের ভিতর অজান্তেই বিশ্রাম বারকে লংঘন করেছিলেন? বিশ্রামবার কি যাজকবর্গদের কাজের দিন ছিল।(গনন ২৮:৯- ১০)

১২:৬

“কিন্তু আমি তোমাদের বলছি যে কোন দিক থেকে ধর্ম ধাম অপেক্ষা মহৎ ব্যাক্তি এখানে আছেন” । কিছু শাস্ত্র বাক্য পুরুষ জাতির উপর প্রধান্য অনুবাদিত হয়েছে, আবার কোন কোন শাস্ত্র বাক্য নিরপেক্ষ্য ভাবে অনুবাদিত হচ্ছে।‘কোন কিছু’ (এন এ এস বি, এন আর এস বি, টি ই ভি, জে বি) এইটা মনে হচ্ছে স্বর্গরাজ্য ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে। মোসীহ সম্পর্কে বলা হচ্ছে (২৮:৪১- ৪২) যিহুদীদেরকে কিছু নাড়া দিয়ে বলা হচ্ছে।

১২:৭

“ইহার অর্থ কি যদি তোমরা জানতে” ইহা দ্বিতীয় শর্ত আরোপিত বাক্য “ঘটনার মতানৈক্য” বাক্যটি বলা হচ্ছে যদি তুমি জানতে? (কিন্তু সে জানেনা) সুতরাং অসহায় অজ্ঞদের দোষী করতে পারনা (কিন্তু তুমি করে থাক)

“আমার আশা সহানুভূতি, কিন্তু স্বার্থত্যাগ নয়” এইটি হোশেয় ৬:৬ পদ থেকে চয়ন করা। ইহা একটি ভাববাদীদের প্রচারের উদাহর সেটি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কে (মিখা ৬:৬- ৮)

১২:৮ “কেননা মনুষ্য পুত্র বিশ্রাম বারের কর্তা” এটি মারাত্মকভাবে মর্মাহত করেছে যিহুদীদের, যারা ত্বকচ্ছেদ ও বিশ্রামবারকে অবশ্যই পালনীয় হিসাবে পালন করে চলেছেন (মার্ক ২:২৭)
যখন লোকজন কোন কিছু প্রশ্ন করতেন এবং ঈশ্বর ব্যাতিরেখে প্রতিবাদ করতেন, তখনই তাকে দেবতা পুজারী মনে করা হত।

এন এ এস বি (হাল নাগাদ) শাস্ত্র বাক্যঃ ১২ঃ ১- ১৪
৯পদঃ
পরে সে জায়গা ছেড়ে সমাজ গৃহে গেলেন।
১০পদঃ
সেখানে একজন লোক ছিল যার একটা হাত শুকিয়ে গিয়েছিল। এবং তারা যীশুকে দোষী করার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করলেন বিশ্রাম বারে কি সুস্থ করা বিধেয়? তারা যীশু কে দোষী সাব্যস্ত করতে চেয়েছিল।
১১ পদঃ
তিনি তাদের বললেন তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে যে বিশ্রাম বারে কারোর ভেড়া যদি গর্তে পড়ে তিনি তাকে গর্ত থেকে তুলে নিবেন না?
১২পদঃ
ইহা কত অধিক মূল্যবান যে ভেড়ার চেয়ে মানুষ! সুতরাং বিশ্রাম বারে সুস্থ্য করা বিধেয়।
১৩ পদঃ
তখন তিনি লোকটিকে বললেন তোমার হাত বাড়িয়ে দাও, লোকটি বাড়িয়ে দিল এবং সুস্থতা লাভ করল অন্যান্য সাধারন লোকদের মত।
১৪ পদঃ
তখন ফরিশীরা বাইরে গেলেন এবং তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন কিভাবে তাকে ধ্বংশ করা যায়।

১২:১০ “বিশ্রাম বারে কি সুস্থ করা বিধেয়” ? পুরাতন নিয়মে এর কোন পরিষ্কার বক্তব্য নেই কিন্তু ইহা নতুন নিয়মে মৌখিকভাবে চলে এসেছে। ঐতিহ্য গত যেগুলো নাকী রাব্বিরা পুরাতন নিয়মে অনুবাদ করেছেন সেগুলো এভাবে অনুবাদিত হয়েছে। এখানে মানবিকতাকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে (যিশাইয় ২৯:১৯) কিন্তু জন সাধারনের চাহিদাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি।

“এবং যেখানে একজন লোক ছিল যার হাত অবশ হয়ে পড়েছিল” অ্যাপোক্রিপাল অনুযায়ী যিহুদীদের জন্য সুসমাচার ঐতিহ্যগত আমরা শিখতে পারি লোকটি ছিল একজন রাজমিস্ত্রি, এবং এ কারনেই তাঁর ডান হাত অবশ হয়ে পড়েছিল। সুতরাং তিনি কাজ করতে অক্ষম ছিলেন।
১২:১১
“মেষ” এটি অনেকগুলো উদাহরনের মধ্যে একটি যেখানে মৌখিক ঐতিহ্য গত চলে এসেছে এবং আনন্দের চেয়ে বোঝা স্বরুপ হয়ে আছে। মেষ মানুষের চেয়ে ক্রমাগত সমস্যার (১০:৩১)

“যদি” ইহা তৃতীয় পক্ষের বক্তব্য ।
১২:১৪
ফরিশীরা বাইরে গিয়ে তার বিরুদ্ধে মন্ত্রনা করতে লাগল। মার্ক ৩:৬ হতে আমরা শিখতে পাই যে এধরনের পরামর্শ হেরোদিয়ার কাছ থেকেই এসেছিল, ফরিশীরা সর্বদা বিরুদ্ধাচারন বা শত্রুতা করত। (রাজনৈতিক ভাবে এবং ধর্মীয় ভাবে)

“তাহারা তাঁকে কিভাবে বিনষ্ট করতে পারে” নেতাগন নিজেদেরকে ঈশ্বর নির্ভরশীল মনে করত। ধর্মীয় নেতাদের ধারনার বাইরে ছিল যে তার অনুষ্ঠানাদি ও বিশ্রামবার ভঙ্গের কারনে যীশুকে হত্যা করা পাপ নয় (২৬:৪, লূক ৬:১১, যোহন ১১:৫৩)

এন এ এস বি (হালনাগাদ শাস্ত্র পাঠ১২: ১৫- ২১)
১৫ কিন্তু জানার পর সেখান থেকে চলে গেলেন অনেকে তাকে অনুসরন করেছে এবং তাদেরকে তিনি সুস্থ করলেন। ১৬তিনি (যীশু) নিষেধ করে দিলেন যে তাঁকে যেন পরিচয় না দেওয়া হয়। ১৭যিশাইয় ভাববাদীর বচন পূর্ন হয়েছে। ১৮“আমার মনোনীত দাসের উপর বিশ্বাস রাখ, আমার প্রিয়, যার উপর আমার আত্মা সন্তুষ্ট, আমার আপন আত্মাকে তাঁর উপর স্থাপন করব” এবং তিনি ন্যায্যতার উপর ঘোষনা করবেন পরজাতিদের কাছে। ১৯তিনি ঝগড়া করবেন না, তিনি কাঁদবেননা, পথে কেহ তার রব শুনতে পাইবেনা।
২০তিনি কেন নল ভাঙ্গিবেননা। কোন দগ্ধকারীকে তিনি তুলে নিবেননা, যতক্ষন পর্যন্ত না ন্যায় বিচার জয়ীরুপে পরিচালনা না করেন।
২১তার নামেই পরজাতিগন প্রত্যাশা লাভ করবে।

১২:১৫
“এবং তিনি তাদের সকলকে সুস্থ করলেন” এখানে যে ধরনের ক্ষমতা, সহানুভুতি তিনি প্রদর্শন করলেন**!** যীশু লোকদের গুরুত্ব দিতেন, যত্ন নিতেন । শারীরিক সুস্থতা ছিল স্মরন যোগ্য। এমন কি ভূত ছাড়ানো, আপনা আপনি আত্মার কার্যক্রম উদ্ধার করা এবং মুক্তি পাওয়া হযনি। কিছু কিছু পদ প্রভু যীশুর সুস্থ করন কার্যক্রম কে বিভিন ভাবে প্রকাশ করেছেন:

১. মাঝে মাঝে তারা বলেছে“সকলে” মথি ৮:১৬, ১২:১৫ লূক ৪:৪০, প্রেরীত ১০:৩৮)
২. মাঝে মধ্যে তারা বলেছে সকলেই “দয়া” / অনুগ্রহ, প্রত্যেকে নয় “একজন” (মথি ৪:২৩, ৯:২৩)
৩. মাঝে মধ্যে বলে “অনেকেই” সকলে নয় (মার্ক ১:৩৪, ৩:৪০, লূক ৭:২১)
৪. প্রায় তারা প্রয়োগ করেছেন যে “তিনি সকলকে সুস্থ করলেন” (মথি ১৪:১৪, ১৫:৩০, ১৯:২, ২১:১৪)

১২:১৬
“এবং তিনি তাদের নিষেধ করে দিলেন, তিনি কে; সে বিষয়ে যেন বলা না হয়”
১২:১৬ এবং তিনি তাদের নিষেধ করে দিলেন, তিনি কে,সে বিষয়ে যেন না বলা হয়। ইহা মশীহ গ্রন্থের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যীশু লোকদের অনুরোধ করে দিলেন যেন বিষয়টি নিয়ে সহভাগ না করেন। তাঁর আশ্চর্য কাজ কিন্তু সংবাদ দিল সহভাগের মূল বিষয় যা প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিল। সুসমাচার

তখনও শেষ হয়ে যায়নি। মোশীহ গ্রন্থটিই ছিল সুসমাচারের মূল বিষয়। (৮:৪,৯:৩০, ১৭:৯ মার্ক ১:৪৪, ৩:১২, ৫:৪৩, ৭:৩৬, ৮:৩০, ৯:৯ লুক ৪:৪১,৮:৫৬,৯:২১) যীশু কখনও চাননি, তিনি যেন সমগ্র জায়গায় একজন সুস্থ্যকারী হিসাবে পরিচিত না হন।

১২:১৮ আমার দাস মোশী, যোশুয়া ও দায়ুদ সম্পর্কে পুরাতন নিয়মে এই বিশেষ পদবীটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। কারন বিশেষ কবিতায়/ পদ্য অনুসারে যিশাইয় ভাববাদী গ্রন্থে "আমার দাস নামে ডাকা হয়েছে (যিশাইয় ৪২:১- ৯,৪৯:১৭,৫০:৪- ১১,৫২:১৩- ৫৩,১২) ইহা মশীহ স্বভাবের নিগুরতত্ত্ব বর্ননা থেকে নেওয়া হয়েছে । এই চরম উপাদানটি মোশীহের। (যিশাইয় ৫২:১৩- ৫৩: ১২ যাতনার দাসটি। ইহুদিদের যীশু, তারা প্রত্যাশা করেনি যে মশীহ যাতনার হবেন, কিন্তু স্বর্গীয় ক্ষমতায়নে সেনাবাহিনীর মশীহ।এই বর্ননায় যীশুকে ইহুদী নেতাগন কেন গ্রহন করতে পারেনি। (এমন কি যোহন ও বুঝতে পারেনি ১১:৩)

১২:১৭, যিশাইয় ভাববাদী" পদ ১৮- ২১ যিশাই ৪২:১ পদ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে । ইহা প্রকৃতভাবে হিব্রু মেসোরেটিক লেখা থেকে গ্রহন করেনি অথবা সিপ্টোজেন্ট গ্রীক সংকলন থেকেও গ্রহন করেনি। কিন্তু ইহা পরিস্কারভাবে প্রকাশ হয়েছে যীশুই মশীহ।

যিহুদী নেতাগন সর্বদা বুঝতে পারতেন দাস গীতটি, যে গীতটি ইস্রায়েল জাতীকে বুঝাতে হত এবং গীতটি ছিল প্রকৃত অর্থে সত্য (যিশাইয় ৪১:৮,৪২:১,১৯,৪৩:১০,৪৯:৩- ৬) যাইহোক গীতটি ছিল স্বাতন্ত্র বিশেষ ও আদর্শ ইস্রায়েল জাতির (যিশাইয় ৫২:১৪ (LXX) ইস্রায়েলদো ব্যর্থতা ছিল (যিশাইয় ৪২:১৯,৫৩:৪ জগতিস্থ ক্রিয়াকর্মে (আদি ১২:৩ যাত্রা ১৯:৫- ৬) কারন মোশীর স্বেচ্ছাশ্রম চুক্তি (লেবি ২৬:দ্বিতীয় ২৭:২৮) সুতরাং আশীর্বাদের পরির্তে সমগ্র বিষয় ঈশ্বরের বিচার কে দেখতে পেয়েছিল। (যিহি ৩৬:২২- ৩৮) আমার ভালবাসা যার উপর আমার আত্মা সন্তুষ্ট " এই উক্তিটি অবশ্য প্রভূযীশুর বাপ্তিষ্ম ও রূপান্তরের সময়ের করা হয়ে ছিল (৩:১৭,১৭:৫) পিতা তাঁর পুত্রের কাজের জন্য সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।

১২:১৮,২১, "তিনি পরজাতিদের কাছে ন্যায্যতা সম্পর্কে প্রচার করেন . . . . . তার নামে যেন পরজাতিরা প্রত্যাশা পায় " এই ঘোষনাটির মধ্যে সে পরজাতিদের জন্য স্বর্গরাজ্যের দুয়ার খুলে দিলেন, পরজাতি বিশ্বাসীরা যিহুদিদেরকে প্রচন্ড ধিক্কার দিয়েছিলেন। (যিশাইয় ২:১- ৪, ইফি ২:১১- ৩:১৩)

১২:১৯, তিনি ঝগড়া করিবেন না ও চিৎকারও করবেন না " ইহা প্রভূ যীশুর কার্যের বিশেষ গুন সম্পর্কে প্যালেস্টাইন সরকারী কর্মকর্তাদের সামনে বর্ননা করেছেন, যেমন হেরোদ ও পিলাত।
১২:২০, তিনি থেৎলা নল ভাঙিবেন না, এবং শলিতা নির্মান করিবেন না, সে পর্যন্ত ন্যায়বিচার জয়ীরুপে প্রচলিত করেন " ইহার অর্থ এরুপ হতে পারে ——

১. যীশু পরজাতিদের সাথে পাপী হিসাবে সনাক্ত হতে পারেন ।

২. যীশু স্বর্গরাজ্যর অতি দূর্বলদের এবং ছোটদের খুজেঁন যতক্ষন পর্যন্ত মর্তে আনন্দ পরিপূর্ণ না হয়।

এন এ এস বি (হালনাগাদ - শাস্ত্র পাঠঃ ১২ঃ২২- ২৪)

২২ পদ তখন একজন ভূতগ্রস্থকে তাহার কাছে নিয়ে আসা হল। সে ছিল অন্ধ ও গোঁগা। যীশু তাকে সঙ্গী করলেন। তাহাতে সেই অন্ধ ও বোবা লোকটি দেখতে ও কথা বলতে পারল।

২৩ পদ, তখন সমস্ত লোক আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগল ইনি কি সেই দায়ুদ সন্তান? ২৪ পদ কিন্তু ফরিশীরা যখন শুনতে লাগলেন তারা বলতে শুরু করল "এই ব্যাক্তি আর কিছু নয় কেবল ভূতগনের অধিপতি বেলসবুল ছাড়াই ভূত ছাড়াই।

১২ঃ২২- এটা ছিল শুধুমাত্র মশীহের চিহ্ন কার্য (যিশাই ২৯ঃ১৮, ৩৫ঃ৫, ৪২ঃ৭, ১৬) যিহুদী জাতির জন্যও এ ধরনের সুস্থ্যহতার কার্যক্রম অতিব জরুরী ছিল।

১২ঃ২৩ এই লোকটি কি দায়ুদ সন্তান অথবা কে ? গ্রীক অনুযায়ী প্রশ্নের উক্তর না হওয়ার কথা, কিন্তু উক্তরটা হয়েছিল সত্য অথবা না। দায়ুদ সন্তান বিষয়টি ২য় শমুয়েল ৭ অধ্যায় অনুযায়ী মশীহ সম্পর্কে বলা হয়েছে। ইহা মথি লিখিত সুসমচারে প্রায়শইঃ উল্লেখ করেছেন।

(৯ঃ২৭, ১২ঃ২৩, ১৫ঃ২২, ২০ঃ৩০- ৩১, ২১ঃ৯, ১৫; ২২ঃ২৪)

১২ঃ২৪ ফরিশী শুনে বলেছিল, এটা অক্ষমাপ্রাপ্ত পাপের মূল, যেখানে ঐশ্বরিক অবদানকে শয়তানের কাজে ঠেলে দেওয়া হয়েছে এবং বলা হচ্ছে কোনটি সত্য? মিথ্যা এবং কোনটি অন্ধকার আর কোনটি আলোর? ফরিশীরা প্রভূযীশুর আশ্চর্যকাজ সম্পাদনকে অস্বীকার করতে পারেনি, তাই তারা এটাকে দৈব শক্তি ও শয়তানেরই কাজ বলে অভিহিত করেছেন (মথি
৯ঃ৩২- ৩৪, মার্ক ৩ঃ২২- ৩০, লুক ১১ঃ১৪- ২৬)

বেলসবুল- বেলসবুল বলতে জেবুদ শহরের " দেবতাকে বুঝানো হয় (কনান দেশের উর্বরা শক্তির পুরুষ দেবতা) (২য় রাজা ১ঃ) যিহুদী জাতি কিছু পরিবর্তন করে নাম রাখা হয়েছে "জেবুলের বাল' যার অর্থ জমির উর্বরা বৃদ্ধিকারী ঈশ্বর"। এই শব্দটি প্রচীন কালে প্রাচীন গ্রন্থে অন্য ভাবে উচ্চারন হয়েছে। জেবুল শব্দটি ল্যাটিন পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ "ভালগেট " এবং পিসিটা অনুবাদ অনুযায়ী জেবুল হচ্ছে গ্রীক শাস্ত্র থেকে লওয়া। ইহা শয়তানদের পদবী ছিল। পরবর্তীতে জুদাইজিম অনুযায়ী জেবুল হল শয়তান প্রধান।

এন এ এস বি হালনাগাদ শাস্ত্র পাঠঃ ১২ঃ২৫- ৩০
২৫ পদ এবং তাদের চিন্তা জানতে পেরে যীশু তাদেরকে বললেন, যে কোন রাজ্য আপনার বিপক্ষে ভিন হয়" যে কোন শহর অথবা ঘর বিভক্ত হয় " যে টি স্থির থাকতে পারেনা "
২৬ পদ যদি শয়তান শয়তানের বিপক্ষে যায়,সে নিজেই নিজেকে বিপক্ষে করে তোলে। তখন কিভাবে তাঁর স্বর্গ রাজ্য দাড়াতে পারে ?
২৭ পদ আমি যদি বেলসবুল দ্বারা ছাড়াই তবে তোমাদের সন্তানেরা কার দ্বারা ভূত ছাড়াবে? এর কারনের জন্যই তারা তোমাকে বিচারে আনবেনা
২৮ পদ কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার দ্বারা ভূত ছাড়াই তখন ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য তোমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে।
২৯ পদ অথবা কে কিভাবে সেই বলবান লোকের ঘরে প্রবেশ করবে এবং তার সম্পত্তি বহন করবে? যতক্ষন তিনি প্রথমে তাঁকে বেঁধে রাখবেন ? তখন তিনি তার ঘর লুট করবেই ।
৩০ পদ সে আমার পক্ষে নয় বরং বিপক্ষ, এবং সে আমার সহিত কুড়াইনা বরং সে বিপক্ষে দাড়াই।

১২ঃ২৫- ৩৯, যীশু যুক্তিযুক্ত ভাবে এবং বিশ্লেষনাত্মক আবেদন ফরিশীদের সামনে তাদের দাবি অনুযায়ী তুলে ধরেছেন (মার্ক ৩ঃ২৩- ২৭, লুক ১১ঃ১৭- ২২) সেখানে তিনি বারটি উদাহরন তুলে ধরেছেন

- ২৫ পদ
- ২৭ পদ
- ২৮-পদ
- ২৯ পদ

এই ধাপ গুলো ছিল প্রথম সারির শর্ত বাক্য যেটি মনে করা হয় লেখকের প্রেক্ষাপট থেকে সাহিত্যিক ভাবে সত্যতা প্রকাশ পেয়েছে (২৬,২৭ এবং ২৮ পদ গুলো)
১২ঃ২৫ এবং তাদের চিন্তা জানতে পেরে " ইহা অপ্রত্যাশিত ভাবে একটি অবস্থা সৃষ্টি করেছিল, যীশু তার ঐশ্ব শক্তি প্রকাশ করা সামর্থ দেখিয়ে লোকদের চিন্তা ও দর্শনকে আশ্চর্য করতে বাধ্য করেছিল এবং আপনা থেকে মন্তব্য করতে দেখা যায় (৯ঃ৪)
১২ঃ২৭

- কিসের দ্বারা তোমার সন্তানের ভূত ছাড়ান হল ?
- কিসের দ্বারা তোমার পবিত্র নাম উচ্চারন সহ ভূতগ্রস্থদের দূরীভুত করা হয়।
- কে তোমার অনুসারীদের ক্ষমতা দিয়েছেন যে তাদেরকে তাড়ানোর জন্য ?
- কার মাধ্যমে তোমার নিজের ভূত গ্রস্থদের ছাড়ানো হয়েছে ?
- যিহুদিদের পবিত্র নাম উচ্চারন করে তাদক/ ভেলকী/ ম্যাজিক পদ্ধতিতে ভূত ছাড়াতেন (মর্ক ৯ঃ৩৮ , প্রেরিত ১৯ঃ১৩) অব্যবহৃত পদ গুলো হচ্ছে ৪৩- ৪৫, মনে করা হয় যিহুদী ভূত ছাড়ানোর জন্য সম্পর্কযুক্ত , যে ভাবে ভূত তাড়ানো করা হত , কিন্তু ইহা কোন পুনঃস্থাপন করা হয়না , ইহা পূর্ণ ঈশ্বরের উপরে বিশ্বাস , ও আস্থার পূর্ণতায় জীবন ধারন।

১২ঃ২৮ " যদি... স্বর্গরাজ্য আপনার মধ্যে নেমে আসে " ইহা লোকদের সাহিত্যিক সত্যতার প্রকাশ । এটা ছিল লেখকের মশিহের বিষয়ে উন্মোচন ফলক । ইহা ছিল উচ্চমানের যা মথি সুসমচার

ব্যবহার করেছেন “ স্বর্গরাজ্য হিসাবে ” মার্ক মথি লুক বিভিন্ন সময় “স্বর্গ” হিসাবেই ব্যবহার করা হয়েছে। যেখানে মোট বারটি প্রত্যাশিত বিষয় ঃ-

- ইহা উক্তরন
- ১৯ঃ২৪
- ২১ঃ৩১
- ২১ঃ৪৩

যীশু জোর দিয়েছেন যে তাঁর পবিত্র বাণী প্রযুক্ত ভূত তাড়ানো তাঁর মশীহের ক্ষমতা বলে বিশেষ বিষয় স্বর্গরাজ্য হিসাবে দেখানো যায় ৪ঃ১৭

১২ঃ২৯ এই পদটি প্রায়ই বর্তমানেও আধুনিক চর্চায় ভূত তাড়ানোর জন্যে উপাসনাতে ব্যবহৃত করে । কিন্তু অবস্থা অনুযায়ী ইহা একটি প্রতিজ্ঞা নয়, শাস্ত্র বাক্য যৌথভাবে ভূত ছাড়াই । বিশ্বাসীরা ভূতকে বাধার জন্যে ক্ষমতা দেয়না (যিহুদানঃ) প্রেরিতদেরকে সত্তর বার ভূত তাড়ানোর জন্য ক্ষমতা দিয়েছেন (লুক ১০ঃ১ লুক ১০ঃ১৭- ২০) যাইহোক ইহা কখনো তালিকাভুক্ত হয়নি যে মন্ডলীর জন্যে আত্মা প্রদান একটা পুরস্কার নয় । উদাহরনটি মার্ক সুসমাচারে প্রকাশ পেয়েছে মার্ক ৩ঃ২২- ২৭ লুক ১১ঃ২১- ২৩

১২ঃ৩০ তিনি আমার সঙ্গেও না আমার বিরুদ্ধেও নয় একটি পরিস্কার ও অন্তর্নিহিত পছন্দ অবশ্যই তৈরী করা হয়েছে (মার্ক ৯ঃ৪৯, ৫০ঃ১১ঃ২৩) যীশু নুতন যুগের সূচনা করেন, জনগন অবশ্যই সাড়া দেওয়া উচিত ।

এন.এ এস বি হালনাগাদ শাস্ত্র বাক্য ১২ঃ৩১- ৩২
৩১ পদ এই কারন আমি তোমাদিগকে বলিতেছি যে মনুষ্যদের সকল পাপ ক্ষমা হইবে, কিন্তু আত্মার প্রতি বিরুদ্ধ কারিদের ক্ষমা করা হইবে না ।

৩২ পদ যে কেহ মনুষ্যপুত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা কহে যে ক্ষমা পাইবে কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে যে কেহ কথা বলে যে কখনও ক্ষমা, পাবেনা ইহকালেও নয়; পরকালেও নয়।

১২ঃ৩১- ৩২, এই পদ গুলো প্রায়ই স্বরণ করে দেয় যে পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধাচরন হচ্ছে “ অক্ষমাপ্রাপ্ত পাপ ” । মার্ক ৩ঃ২৮, ইহা পরিস্কার ভাবে বলা হয়েছে যে “ মনুষ্যপুত্র ” পদটি যীশু খ্রীষ্টের জন্য ছিলনা এই অবস্থার জন্য কিন্তু যিহুদী জাতির বর্ণ গোত্র ও আদর্শ অনুসারেই ব্যবহৃত হয়েছে “ মনুষ্যপুত্র ” হিসাবে, অথবা ব্যাক্তি হিসাবে । এই অর্থটি ৩১ ও ৩২ পদকেও সমতা হিসাবে সমর্থন করেছে । পাপ বিষয়ক আলোচনা অজ্ঞতাই আলোচনা ছিলনা কিন্তু ইচ্ছাকৃত ঈশ্বরের প্রত্যাখান হিসাবে, এবং তাঁর সত্যতা ও মহা আলোকের উপস্থিতিকে বুঝানো হয়েছে । অধিকাংশ লোকজন আবহাওয়া সম্মন্ধে চিন্তিত তারা মনে করে ইহা একমাত্র পপের জন্যই । জনসাধারন যারা ঈশ্বর সম্পর্কে জানতে আগ্রহী , অথবা ভীত তারা পাপে আসক্ত হতে পারেনা । এধরনের পাপের প্রক্রিয়া যীশুর কাছে , যীশুর আলোর উপস্থিতিতে ও কঠিন আধ্যাত্বিকতায় প্রত্যাখাত হয় এইটার সাদৃশ্যটা ইব্রিয় ৬ঃ এবং ১০ঃ।

বিষয়ঃ এই সময় এবং সময়টি আসবে,
পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের ভবিষ্যৎ বাণী গুলোই বর্তমানে প্রসারিত হচ্ছে। তাদের জন্য ভবিষতে ইস্রায়েলের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে রাজ্যটি পুনঃস্থাপিত হবে । ইয়াহুয়া বা ঈশ্বরের প্রতিনিয়ত প্রত্যাখানের এবং অব্রাহামের ভাববাদিদের জন্য (নির্বাসিতদের পরে) একটা নতুন স্বর্গরাজ্যের সূচনা হবে যা যিহুদী ভবিষ্যতব্য সাহিত্যে প্রকাশ করা হয়। এই লেখাগুলো দুটো যুগের মধ্যবর্তি সময়ে শুরু করেন ঃ- একটি হচ্ছে যখন মন্দআত্মা বা শয়তান কর্তৃত্ব করেন , এবং অন্যটি হচ্ছে ধার্মিকতার কর্তৃত্ব যা মশীহ দ্বারা শুভসূচনা করেন এবং আত্মায় পরিচালনা করেন । (সর্বদা দক্ষ ও প্রচুর শক্তিধরের মত)
এই বিষয়টি ধর্মতত্ত্বের (পুনরাগমন) দিক থেকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে উন্নত করা হয়েছে । ধর্মতত্ত্ববিদগন " উন্নয়নের প্রকাশ " হিসাবে বর্ণনা করেন । যীশু এবং প্রেরীত পৌল উভয়ই এর প্রকৃততা ও সত্যতা সম্পর্কে তাদের সময়ে নতুন সৃষ্টি সংক্রান্ত সমর্থন জ্ঞাপন করেন ।

যীশু	**পৌল**	**ইব্রীয়**
মথি ১২:৩২	রোমীয় ১২:২	১:২
১৩:২২,২৯	১ম করিঃ ১:২০,২:৬,৮,৩:১৮	৬:৫
	২য় ৪:৪	১১:৩
	গালাতীয় ১:৪	
মার্ক ১০:৩০	ইফি ১:২১,২:১,৭,৬:১২	
	১ম তিমঃ ৬:১৭	
লুক ১৬: ৮	২য় তিম ৪:১০	
১৮:৩০	তীত : ২:১২	
২০:৩৪- ৩৫		

নতুন নিয়মের ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী এই দুটো যীহুদী সময়ে একই বিষয়ে পূনঃ পূনঃ প্রকাশ করেছে কারন অপ্রত্যাশিতভাবে মশীহের আগমন দিন ছিল মূখ্য । যীশুর অবতার হিসাবে বেথলেহেমে জন্ম গ্রহন , পুরাতন নিয়মের ভাবাদীদের ভবিষ্যৎ বাণীর পূর্নতা ও নতুন যুগের শুভসূচনা । যে হোক পুরাতন নিয়ম তার আগমন সম্পর্কে এক বিচারক ও যুদ্ধ বিজয়ী হিসাবে বর্ণনা করেছেন যতক্ষন পর্যন্ত না তিনি প্রথমে একজন যাতনাকারী দাস হিসাবে প্রকাশিত হয়েছেন (যিশাইয় ৫৩:) পরিশ্রমী ও শান্ত (যিহি : ৯:৯), তিনি ভাববাদিদের ভাববাণী পূর্ণ করার জন্য ক্ষমতা নিয়ে প্রত্যাগমন করেন (প্রকাশিতঃ ১৯) । এই দুটি ধাপ পরিপূর্ণ করার অর্থই হল স্বর্গ রাজ্য ; বর্তমানে (উন্মোচন) কিন্তু ভবিষ্যতে (ধংবশ হবেনা) , বিশেষ দেখার জন্য ২য় তিমথী ২:১২, এটা নতুন নিয়মের একটা চিন্তার আবার বিদ্যমান কিন্তু এখন নয় ।

এন এ এস বি হালনাগাদ পাঠ ১২:৩৩- ৩৭
৩৩ পদ - গাছকে ভাল কর অথবা ফলকে কর, গাছকে মন্দ বল অথবা ফলকে মন্দ বল,
৩৪ পদ হে সর্পের বংশেরা তোমরা মন্দ হইয়া কেমন করিয়া ভাল কথা কহিতে পার? কেননা হৃদয় হতে যাহা ছাপিয়া উঠে তাহাই মুখে বলে থাক।
৩৫ পদ ভাল মানুষ, ভাল ভান্ডার হতে ভাল দ্রব্য বাহির করে এবং মন্দ ভান্ডার হতে মন্দ দ্রব্য বাহির করে ।
৩৬ পদ কিন্তু আমি তোদের বলিতেছি, মানুষ যত অনর্থক কথা বলে বিচারের দিনে সে সকলের হিসাব দিতে হবে ।
৩৭ পদ তোমাদের এই বাক্যেই বিচারিত হবে, কেউ নির্দোষ অথবা দোষী হিসাবে পরিগনিত হবে।

১২:৩৩ পদ "গাছকে ফল দ্বারা চেনা যায়" ৭:১৬ পদের ব্যাখা দেখতে হবে।

১২:৩৪ পদ 'তোমরা সর্পের বংশধর " যীশু তার এই কঠিন আজ্ঞা ব্যবহার করেছেন ধর্মীয় নেতাদের প্রতি তার সময়ে। এই বিষয়ে তিনি যোহন বাপ্তাইজকের প্রচারের ভাষা ব্যবহার করেছেন (মথিঃ ৩:৭) আদিতে ৩ঃ সর্পটি ধর্মীয় দ্বৈব চরিত্রের অধিকারী (প্রকাঃ ১২:৯, ২০:২)

"হৃদয়ে যা চাপে মুখে বের হয় " ইহা মনুষ্যের অন্তরে যা প্রবেশ করে তা নয় কিন্তু যা বের হয় সে সম্পর্কে বলা হয়েছে (মার্ক ৭:১৭- ২৩) । মানুষ তাঁর কথার মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করে । কথা বলা হচ্ছে ঈশ্বরের সাদৃশ্যের বহিঃ প্রকাশ, কথা বলায় তার মন মানষিকতা প্রকাশ করে (মথিঃ ৭:১, ১৬,২০, লুক : ৬:৪৪, যাকোব ৩:১২)।

১২:৩৬, " বিচারের দিনে তাদের হিসাব দিতে হবে " যীশু পুনরায় শেষ বিচার সম্পর্কে পুনঃউক্তি করলেন এবং এটা হচ্ছে জীবনের অনন্ত পরিণতি (মথি ২৫) । এটা তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যা যীশুকে প্রত্যাখান করে ।
তাদের জীবনের প্রাধান্যতা, এবং বাক্যেই তাদের আধ্যাত্মিক জীবনের পছন্দের প্রতিফলন ঘটায় (পদ ৩৭)

এন এ এস বি হালনাগাদ পাঠ ১২:৩৮- ৪২

৩৮ পদ: তখন কয়েকজন অধ্যাপক ও ফরীশি তাহাকে বলিল, হে গুরু, আমরা আপনার নিকট কোন আশ্চর্য চিহ্ন দেখিতে ইচ্ছা করি ।
৩৯ পদ: তিনি উত্তর করিয়া তাদের বললেন, দুষ্ট ও ব্যাভিচারী লোক সকল চিহ্নের অন্বেষন করছ কেন ? যোনা ভাববাদির চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্ন ইহা দিগকে হইবে না

৪০ পদ: কারন যোনা যেমন তিন দিবারাত্র বৃহৎ মৎসের উদরে ছিলেন, তেমনি মনুষ্যপুত্র পৃথিবীর গর্তে থাকবেন ।

৪১ পদ: নীনবীর লেকেরা বিচারে এই কালের লোকদের সহিত দাড়াইয়া ইহদিগকে দোষী করিবে, কেননা তাহারা যোনার প্রচারে অনুতপ্ত হয়েছিল, আর দেখ যোনা হতে মহান এক ব্যাক্তি এখানে আছেন ।

৪২ পদ: দাক্ষিণ দেশের রানী বিচারে এই কালের লোকদের সহিত উঠিয়া ইহাদিগকে দোষী করিবেন কেননা শলোমনের জ্ঞানের কথা শুনিবার জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত থেকে আসিয়াছিল, আর দেখ, শলোমন হতে মহান এক ব্যাক্তি এখানে আছেন।

১২:৩৮: “ আমরা আপনার কাছ থেকে একটা চিহ্ন দেখতে চাই ” তারা যীশুর শিক্ষা ও সুস্থ্যকরন সম্পর্কে শুনেছিল, এবং পবিত্র নাম উচ্চারনের মাধ্যমে কিভাবে কার্য সম্পাদন করতেন তাও জানতেন, তথাপি তারা চেয়েছিল বিশেষ চিহ্নকার্য যার মধ্যমে তারা তারা বিশ্বাস করতে পারেন । এটা প্রকৃতভাবে মথি সুসমাচরে প্রান্তরে পরিক্ষার মত (মথি ৪:৫- ৭) যে নাকি যীশুর উপরে এক ধরনের চাপ বা প্রলোভনের মত ছিল। যাই হোক প্রকৃতপক্ষে তিনি বারবার বিভিন কার্য দেখানোর পরও দেখতে পাইনি বা বুঝতে চেষ্টা করেনি ।

১২:৩৯ “ব্যাভিচারী” ব্যাভিচারী ছিল একটি রূপলঙ্কার যার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক অবিশ্বস্ততাকে বুঝানো মত (লেবীয় ২০:৫, গননা, ২৫:১, হোশেয় ১:২, ৪” ১০, ১৮, ৫:৩, যাকোব ৪:৪)।

যেনো ভাববাদির চিহ্ন যেনো যেমন তিন দিন একটি বড় মাছের পেটে ছিলেন , তেমন যীশু ও গুহার গর্তে ছিলেন ।তোদের অবশ্যবই মনে রাখতে হবে যিহুদীরা তিনদিনকে সনাক্ত করে ছিলেন , চব্বিশ ঘন্টার তিনটি সময়কে নয়। দিনের যে কোন অংশ , বলতে সন্ধা থেকে সন্ধা পর্যন্তকে (আদি ১), একটি পূর্ণ দিন হিসাবে গননা হয়েছে।
যীশু পরোক্ষভাবে যোনার ঘটনাকে যোন পুস্তক থেকে নেওয়া গুরুত্ব সহকার তুলে ধরেন ।

১২:৪০ “ পৃথিবীর অন্তর মধ্যে ” এটা ‘ এডেস ’ থেকে নেওয়া হয়েছে মৃত্যুর এলাকা, গহব্বরটি, অথবা সেখানে কোন শিশু জন্ম গ্রহন করেনা । (গীত ১৩৯:১৫,১৬) এটা সৃষ্টিতত্ত্বের অতিপ্রাকৃত ভাষা। এই ভাষা একটি সাধারন মানবীয়কে বর্ণনা করে । যিহুদী জাতি আমাদের পছন্দ করেন , মৃত লাশ কবর দেওয়া হয় , তাই তারা মাটিতেই বাস করে ।

১২:৪১ “ নীনবী দেশের লোক ” ইহা ১১:২০- ২৪ পদের সাথে সম্পর্ক যুক্ত ৪২ পদের মত, যোনার প্রচারে নীনবীবাসী অনুতপ্ত এবং পরিণামে ঈশ্বরের বিচারের জন্য ক্রোধ থেকে নিবৃত করেন ।

“ অনুতপ্ত ” নোট ৪:১৭ পদ দেখুন ।

১২:৪২ দক্ষিন অঞ্চলের রাণী । রাণীর সেবাকে এইভাবে বর্ননা করেছেন।

এখানে শলোমনের চেয়েও মহৎ আবেদন ” এটা আর একটি মশীহ সম্পর্কে পরিস্কার দাবি । ইহা যীশু নিজেকেই প্রকাশ করেছেন । তিনি নিজেকে জ্ঞানীর প্রাচীন চেয়ে শ্রেষ্ঠ হিসাবে দাবি করেছেন (১ম রাজা ৩:১২, ৪:১৯- ৩৪)।

এন এ এস বি হালনাগাদ পাঠ ১২:৪৩- ৪৫
৪৩ পদঃ আর যখন অশুচী আত্মা মানুষ হতে বের হয়ে যায় তখন জলবিহীন নানা স্থানে বিশ্রাম করতে চায়, কিন্তু তাহা পায়না ”
৪৪ পদঃ তখন সে বলে, আমি যে স্থান হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি আমার সেই গৃহে ফিরিয়া যায়, পরে আসিয়া তাহা শুন্য মার্জিত ও শোভিত দেখে ” ।
৪৫ পদঃ তখন সে গিয়া আপনা হতেও দুষ্ট অপর সাত আত্মা কে সঙ্গে লইয়া আসে । আর তাহারা সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া বাস করে , তাহাতে সেই মানুষের প্রথম দশা শেষ আরও মন্দ হয় । এই কালের দুষ্ট লোকদের প্রতিও তাহাই ঘটিবে।

১২:৪৩ “ অশুচী আত্মাটি ” ১০:১ পদের নোট দেখুন।

১২:৪৪- ৪৫, এই পদ গুলোতে তিনটি অর্থ বহন করতে পারে । যথাঃ-

- যিহুদীরাও পবিত্র বাক্যাদি উচ্চারন করতে পারত , কোন ব্যাক্তিগত বিশ্বাস ছাড়া এবং কোন অলৌকিক কাজ ছাড়া এবং শয়তানের আত্মা ফিরে আসতো ।
- ইহা ইস্রায়েল জাতির মনের ধারনা বা কল্পনা প্রসূত ছিল, বিশেষভাবে মূর্তি পুজার প্রত্যাখান থেকেই এধরনের ধারনার উদ্ভব হয়েছে । কিন্তু ইহা ঈশ্বরের বা ইয়াহুয়ার পুনঃ সংস্থাপনের বিশ্বাস ছিলনা ।
- ইহা যোহন বাপ্তাইজকের প্রচারকে স্বরণ করিয়েছে । যাকে তারা ঈশ্বর হতে প্রেরীত বলে বিশ্বাস করেছে । যীশুকে প্রত্যাখান করেছে। শেষের শর্তটি ছিল অনেক খারাপ এবং তখনই সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

এন এ এস বি হালনাগাদ পাঠ ১২:৪৬- ৫০,
৪৬ পদঃ তিনি লোক সমুহের সহিত কথা কহিতেছেন এমন সময়ে তাঁর মা ও ভ্রাতারা তাঁর সহিত কথা কহিবার চেষ্টায় বাহিরে অপেক্ষা করছিলেন।
৪৭ পদঃ তখন একজন তাঁকে গিয়ে জানালেন যে, তোমার মাতা ও ভ্রাতারা তোমার সাথে কথা বলার জন্যে বাহিরে অপেক্ষা করছে ”

৪৮ পদঃ কিন্তু যীশু তাঁকে উক্তর করে বললেন, কে আমার মাতা? আর কারাইবা আমার ভ্রাতা?
৪৯ পদঃ পরে তিনি তাঁর শিষ্যগনের দিকে হাত বাড়াইয়া কহিলেন, ঐ দেখ আমার মাতা ও ভ্রাতারা।
৫০ পদঃ কেননা যে কেহ আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই আমার ভ্রাতা ও ভগ্নি এবং মাতা ।

১২ঃ৪৬ " তাঁর মাতা ও ভ্রাতারা বাহিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন " সংগত কারনে তারা চিন্তা করছিলেন যে যীশু কঠোর পরিশ্রম করছেন অথবা তিনি প্রথাসমুহ ভঙ্গ করছিলেন (মার্ক ৩ঃ২০- ২১)

১২ঃ৪৭ এই পদটি গ্রীক বর্ণে অনুবাদ হয়নি, ÔN' অথবা ÔB' পেসিটা বা কপটিকে অনুবাদিত। N, C, এবং D ভালগেট ভিয়াটাসরনে অনুবাদ হয়েছে । ইহা মার্ক সুসমাচারেও দেখা যায় মার্ক ৩ঃ৩২ এবং লুক ৮ঃ২০ । মনে করা হয় ইহা ফরিশীরা যুক্ত করেছেন । এই পদে তিনটি সমান্তরাল রয়েছে । ইহা সংযুক্তি হয়েছে NASB, NKJB, NRSV এবং TEV অনুবাদে। ইউনাইটেড বাইবেল সোসাইটি বিশ্বাস করেন যে গ্রীক ভাষার চতুর্থ সংস্করনে নতুন নিয়ম অনুবাদে অমনোযোগীতার দরুন পদটি বাদ পড়েছে, কারন গ্রীক শব্দের সাদৃশ্যতার জন্যেই কারোর নজরে তেমন পড়েনি।

১২ঃ৫০ পদ " কেননা যে কেহ পিতার ইচ্ছা পালন করে " ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন হচ্ছে অনুতপ্ত এবং তার উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা, তিনি পাঠিয়েছেন (যোহন ৬ঃ৩৯ - ৪০) । তিনি এক সময় রক্ষা পাবেন, প্রত্যেক বিশ্বাসীই যীশুর সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করবে (রমীয় ৮ঃ২৮- ২৯, গালাতীয় ৪ঃ১৯) বিশেষ বিষয় ঈশ্বরের ইচ্ছা ৭ঃ২১।
" তিনি আমার পিতা ভ্রাতা ও ভগ্নি এবং মাতা" খ্রীষ্টের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাসই হচ্ছে জগতিস্থ পারিবারিক বন্ধন । খ্রীষ্ট ধর্ম একটি পরিবার এবং ঈশ্বর হলেন পরিবারের পিতা ও ভ্রাতা হলেন যীশু খ্রীষ্ট (রোমীয় ৮ঃ১৫ - ১৭)

আলোচনার প্রশ্ন সমুহঃ
এই টিকা পড়াশুনার নির্দেশিকা মাত্র, যার অর্থ পড়াশুনার সময় নিজের মত করে বাইবেল পড়তে হবে । আমাদের যা আছে তা দিয়েই আলোর পথে চলতে হবে । পবিত্র আত্মার মাধ্যমে আপনাকে পবিত্র বাইবেলের অনুবাদ করতে হবে। অনুবাদের সময় আপনাকে অধিক বেশী প্রভাব বিস্তার করা ঠিক না ।

এই প্রশ্ন আলোচনা এই বইয়ের বিশেষ বিশেষ বিষয় সমুহ জানতে ও চিন্তা করতে সাহায্য করবে । ভাববাদীর মত চিন্তা করতে সাহায্য করবে, বর্ণনা মুলক নয় ।

১. কেন প্রভূযীশু খ্রীষ্ট পুরাতন নিয়মের আইন মথি সুসমাচরের সমর্থন করে দেখিয়েছেন মথি ৫ঃ১৭ - ২১, এবং এখনও কি প্রত্যাখান করে, সুতরাং মৌখিক ঐতিহ্যকে আগ্রহভরে যিহুদীরা কেন পালন করছে ?
২. যীশু কি ১২ঃ অধ্যায়ে নিজেকে মশীহ হিসাবে দাবি করেছেন ?
৩. ফরিশীদের মনে প্রতিক্রিয়া বা বিরোধিতা করার জন্যে যীশু কি অলৌকিক কার্য সাধন করেছেন?

৪. যিশাইয় ৪২:১ - ৪ পদে কতটুকু মশীহ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন ?

৫. ফরিশীরা প্রভূ যীশুকে বেলজিবুল বলে আখ্যায়িত করেছেন ব্যাখ্যা করুন ।

৬. " হেডেস " কি ? এবং কোথায় ?

৭. ৪৩ - ৪৫ পদের উপমাটি বর্ণনা করুন ?

মথি ১৩ঃ অধ্যায় সমুহের আধুনিক অনুবাদ

ইউ বি এস	এন কে জে ভি	এন আর এস ভি	টি ই ভি	জে বি
বীজ বাপকের উপমা ১৩:১- ৯	বীজ বাপকের উপমা ১৩:১- ৯	উপমায় শিক্ষা ১৩:১- ৯	বীজ বাপকের উপমা ১৩:১- ৩ ১৩:৩- ৮	সূচনা ১৩:১- ৩
উপমা দেওয়ার উদ্দেশ্য ১৩:১০- ১৭	উপমা দেওয়ার উদ্দেশ্য ১৩:১০- ১৭	১৩:১০- ১৭	উপমা দেওয়ার উদ্দেশ্য ১৩:১০, ১৩:১১- ১৫, ১৩:১৬- ১৭	উপমার মাধ্যমে যীশু কথা বলেছেন ১৩:১০- ১৭
বীজবাপকের উপমার ব্যাখ্যা ১৩:১৮- ২৩	বীজবাপকের উপমার ব্যাখ্যা ১৩:১৮- ২৩	১৩:১৮- ২৩	যীশু বীজবাপকের উপমার ব্যাখ্যা করেন ১৩:১৮- ২৩	বীজবাপকের উপমার ব্যাখ্যা ২৩:১৮- ২৩
গম ও আগাছার উপমা ১৩:২৪- ৩০	গম ও ঘাসের উপমা ১৩:২৪- ২০	গমের মধ্যে আগাছা ১৩:২৪- ৩০	আগাছার উপমা ১৩:১৮- ২৩	শষ্যক্ষেত্রের আগাছার উপমা ১৩:২৪- ৩০
গরিষা বীজ ও তাড়ীর উপমা ১৩:৩১- ৩২	সরিষা বীজের উপমা ১৩:৩১- ৩২	সরিষা বীজ ১৩:৩১- ৩২	সরিষা বীজের উপমা ১৩:৩১- ৩২	সরিষা বীজের উপমা ১৩:৩১- ৩২
১৩:৩৩	উপমাটি তাড়ির ১৩:৩৩	ইষ্ট (গোজানো পদার্থ বিশেষ ১৩:৩৩	উপমাটি ইষ্টের ১৩:৩৩	১৩:৩৩
ব্যবহৃত উপমা ১৩:৩৪- ৩৫	ভাববাণী ও উপমা ১৩:৩৪- ৩৫	১৩:৩৪- ৩৫	যীশু, ব্যবহৃত উপমা ১৩:৩৪- ৩৫	লোকজন উপমাতেই চিন্তা করত ১৩:৩৪- ৩৫
উপমাটিতে আগাছা সম্পর্কে বর্ণীত হয়েছে	উপমাটিতে ঘাস সম্পর্কে বর্ণীত ১৬:৩৬- ৪৩	১৩:৩৪- ৪৩	যীশু উপমার মাধ্যমে আগাছা সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিলেন ১৩:৩৬	উপমাটি আগাছা সম্পর্কে ব্যাখ্যা ১৩:৩৬- ৪৩

১৩:৩৬- ৪৩			১৩:৩৭- ৪৩	

ইউ বি এস	এন কে জে ভি	এন আর এস ভি	টি ই ভি	জে বি
তিনটি উপমা ১৩:৪৪	উপমাটি গুপ্ত ধনের ১৩:৪৪	গুপ্ত ধন ১৩:৪৪	উপমাটি গুপ্ত ধনের ১৩:৪৪	উপমা, ধন এবং মুক্তার ১৩:৪৪
১৩:৪৫- ৪৬	উপমাটি বহুমুল্য মুক্তার ১৩:৪৫- ৪৬	ঊহুমল্যের মুক্তাটি ১৩:৪৫- ৪৬	মুক্তার উপমা ১৩:৪৫- ৪৬	১৩:৪৫- ৪৬
১৩:৪৭- ৫০	উপমাটি টানা জালের ১৩:৪৭- ৫০	টানা জালটি ১৩:৪৭- ৫০	উপমাটি জালের ১৩:৪৭- ৫০	টানা জালের উপমা ১৩:৪৭- ৫০
পৃষ্ঠা - ১		১০৪		
নতুন এবং পুরাতন ধর্ম ১৩:৫১- ৫২	—	১৩:৫১- ২৫	নতুন এবং পুরাতন সত্যতা ১৩:৫১ ১৩:৫১ ১৩:৫২	উপসংহার ১৩:৫১- ৫২
নাসারথে যীশুকে প্রত্যাখ্যান ১৩:৫৩- ৫৮	নাসারথে যীশু প্রত্যাখ্যান হয়েয়েছে ১৩:৫৩- ৫৮	নিজের ঘরে প্রত্যাখ্যান ১৩:৫৪- ৫৮	যীশু নাসারথে প্রত্যাখ্যান হয়েছে ১৩:৫৩- ৭৫ ১৩:৫৭- ৫৮	নাসারথে পরিদর্শন ১৩:৫৩- ৫৮

তৃতীয় অংশটি চক্রাকারে পড়তে হবে (পৃষ্ঠা- ৭)

লেখকের আসল উদ্দশকে অনুসরন করা হয়েছে অধ্যায় পর্যায়ে ।

এই ব্যাখ্যার পড়ার নির্দেশক যার অর্থ বাইবেল অনুবাদের সময় নিজের মত অনুবাদ করে পড়তে হবে। আমাদের প্রত্যেকের নিজস্ব চিন্তায় অগ্রসর হতে হবে। আপনি নিজে একজন অনুবাদক

হিসাবে পবিত্র শাস্ত্রের পবিত্র আত্মার উপর গুরুত্ব দিয়ে অনুবাদ করুন। আপনি অবশ্যই ব্যাখ্যার সময় প্রভাবিত হবেন না।

একটা অধ্যায় একবার বসার সময়ই শেষ করুন । বিষয়বস্তু চিহ্নিত করুন । উপরে যে ভাবে পাঁচভাগে অনুবাদ করা হয়েছে অনুরুপভাবে বিষয় গুলো তুলনা করুন । ধাপ গুলো প্রভাবিত করেনা কিন্তু লেখকের আসল উদ্দেশ্য গুলো নিহীত আছে যে গুলো অন্তরে উপলব্ধি করতে হয় । প্রত্যেকটা ধাপে একটি বিষয় আছে এবং বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়েছে ।

যথাঃ

১. প্রথম ধাপ
২. দ্বিতীয় ধাপ
৩. তৃতীয় ধাপ
৪. ইত্যাদি

মথি এর পটভূমি ১৩:১- ৫৮,

(ক) পাঠে বোঝা যায়, উপমাটি ছিল প্রতিজ্ঞাত বিশ্বাসের উপর গুরুত্ব ও সম্পর্কযুক্ত । এমনকি শিষ্যবর্গরাও যীশুর শিক্ষা পরিস্কারভাবে বুঝতে পারেনি। বিভিনভাবে বুঝতে পেরেছে , যেমন ঃ- নির্বাচনের উপর , আত্মার উপর নির্ভর ও পরিচালনায় , ইচ্ছাকৃত অনুতপ্তের মাধ্যমে এবং গভীর বিশ্বাসে। জানতে পেরেছে স্বগীয় আবেশে এবং মানবিক বিশ্বাসে সাড়া দিয়ে।

(খ) “উপমা” ছিল একটি জটিল শব্দ গ্রীক অর্থ অনুযায়ী “ একই সাথে ছুড়ে দেওয়া” । সাধারন ঘটনা ব্যবহৃত হত আধ্যাত্মিক সত্যতাকে প্রকাশের জন্য । যেকোন ভাবে এটা সকলের স্বরণ থাকত, তাই যিহুদী লেখকরাও গ্রীক শব্দে প্রকাশ করেছে, হিব্রু শব্দ “মাশাল ” যার অর্থ “ধাঁধা” “উদাহরন” বা জ্ঞানী শব্দ ” । কেউ যদি একবার ইচ্ছা করে বিষয়টি পুনঃ চিন্তা করতে এবং গ্রহন আলো থেকে কি আসে, আশ্চর্যভাবে জ্ঞানী শব্দ থেকে অনেক কিছু বেরিয়ে আসতে পারে।

(গ) সাতটি উপমা গুলোই ১৩ ধাপে প্রকাশিত হয়েছে । একই সত্যতাকে বিভিন উপমা বিভিনভাবে প্রকাশ করেছে ।

১. আগাছা এবং টানা জাল,
২. সরিষা বীজ এবং তাড়ী
৩. গুপ্তধন এবং মুল্যবান মুক্তা

ইহা প্রায় আটটি উপমা হিসাবে প্রকাশ করা সম্ভব **(৫১- ৫২)**

মথি	মার্ক	লূক
১৩:১- ৯,১৮- ২৩	৪:১- ৯,১৩- ২০	৮:৪- ৮,১১- ১৫
১৩:৬- ৯	—	—
১৩:২৪- ৩০,৩৬- ৪৩	—	—

১৩:৩১– ৩২	৪:৩০– ৩২	১৩:১৮– ১৯
১৩:৩৩	—	১৩:২০– ২১
১৩:৩৪	—	—
১৩:৪৪	—	—
১৩:৪৫– ৪৬	—	—

(ঘ) মথি ১৩ঃ অধ্যায়ে মোট সাতটি উপমা , বীজ বাপক ও সরিষা বীজ , মার্ক ও লূকে আছে আবার তাড়ির কথা শুধুমাত্র মথি সুসমাচারেই যীশুর দীর্ঘ শিক্ষা হিসাবে উল্লেখ আছে ৫– ৭ অধ্যায় পর্যন্ত । সুতরাং তিনি যীশুর উপমা গুলোকে অবস্থা অনুযায়ী একত্রে সংগ্রহ করেছেন ।

(ঙ) মথি সুসমাচারের গঠন তাঁর সুসমাচরে যীশুর শিক্ষা ও প্রচারকে একত্র করেছেন যেমন ঃ- ৮– ১২ অধ্যায় পর্যন্ত । কতকগুলোতে সাড়া দেওয়া হয়েছে আবার কতকগুলোতে করা হয়নি । যদি যীশু ঈশ্বর মশীহ হন , তাহলে সবগুলোর কেন উত্তর দেননি ? এই প্রশ্নের উত্তর অনুযায়ী বিভিন উপমা ব্যবহৃত হয়েছে এবং উপমাতে উত্তর খুঁজে পাওয়া যায়।

বিশেষ বিশেষ — উপমার অনুবাদ —
প্রভূ যীশুর জীবনের অনেক পরে সুসমাচার লেখা হয়েছে। সুসমাচার লেখকগন
(পবিত্র আত্মার অবদানে) মৌখিক তত্বের উপর বিশেষ নির্ভর করেছেন । রব্বিগন মৌখিক ভাবে উপস্থাপন করতেন । যীশুই প্রকৃত কর্তা যিনি মৌখিক শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাঁর অনুসরন করা হয়েছে । আমাদের জানা মতে তিনি কখনও তার প্রচার ও শিক্ষাকে লিখে রেখে যাননি । স্বরনের মধ্যে দিয়ে শিক্ষাকে পুনঃরালোচনা করা হয়েছে এবং সারমর্ম করা হয়েছে ও উদাহরন গুলোকে লিপিবদ্ধ করা হয় । সুসমাচার লেখকগন তারা যা ধারন করেছেন তা লেখায় প্রকাশ করেছেন । উপমাগুলো এমন কৌশলে পড়েনা । উপমাগুলো আরও কঠিন ভাবে সুসমাচারে বর্ণিত হয়েছে।
“ উপমাগুলো গল্প হিসাবে দুটি অর্থে আরও উৎকৃষ্টতায় বর্ননা করা হয়েছে, গল্প আকারের উপমাগুলো আয়নারমত পরিস্কার ভাবে অনুভব ও বুঝার জন্যে সাহায্য করে, “ যীশুর অভিধান এবং সুসমাচার পৃষ্ঠা ৫৯৪, দেখুন।

“ উপমা বলছে অথবা গল্প যে অনুসন্ধান করে বক্তার প্রকৃত বক্তব্য যার উপর তিনি জোর দিয়েছেন এবং উদাহরনটি বাস্তব অবস্থা ও জীবনের বাস্তবতার সাথে মিল আছে । (ঝনদারন্ডেন বাইবেল শব্দ কোষ থেকে লওয়া হয়েছে পৃষ্ঠা—৫৯০)
ইহা কষ্ট করে প্রকৃত অর্থে যীশুর সময়ে যা বুঝানো হয়েছিল তার উপর ভিত্তি করে বুঝার জন্যে বর্ননা করা হয়েছে।

১. অনেকে মনে করে ইহা হিব্রু শব্দ ”মাশাল” থেকে লওয়া হয়েছে যার অর্থ ধাঁধার মত (মার্ক ৩:২৩) দক্ষতা পূর্ণ লোকদের মতে (লূক ৪:২৩) সংক্ষিপ্ত ভাবে (মার্ক ৭:১৫) রহস্যতায় (অন্ধকার বলছে)

২. অন্যান্যরা ছোট গল্প হিসাবে সংক্ষিপ্তভাবে অনেকগুলো উদাহরন ধারন করে আছে।

এটা নির্ভর করে বিষয়ের উপর সংগতি রেখে বর্ণনা করে এক তৃতীয়াংশই যীশুর শিক্ষাকে উদাহরন আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । এটা নতুন নিয়মে সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ণ অংশ কৃতিত্ব। উপমাগুলোই যীশুর শিক্ষার একমাত্র প্রামান্য । দ্বিতীয় বারের মত বর্ণনা গুলো গ্রহন করলে, সংক্ষিপ্ত ভাবে আরও অনেক বিভিনভাবে বর্ণনা গুলো দেখা যায়।

১. সাধারন গল্প (লূক ১৩:৬- ৯)
২. মিশ্র গল্প (লূক ১৫:১১- ৩২)
৩. তুলনামুলক গল্প (লূক ১৬:১- ৮, ১৮:১- ৮)
৪. আজগুবী গল্প (মথি ১৩:২৪- ৩০, ৪৭- ৫০, লূক ৮:৪- ৮, ১১- ১৫, ১০:২৫- ৩৭, ১৪:১৬- ২৪, ২০:৯- ১৯, যোহন ১০; ১৫:১- ৮)

অনেক গুলো উপমা “ বলছে ” এই শিরোনামে বিভিনভাবে সুসমাচরে বিভিন ধাপে বর্ণিত আছে । প্রথম ধাপের উপমা গুলো সাধারন বর্ণনা গূলোকে ও প্রয়োগকৃত নীতি সমুহ মাত্র যা পবিত্র শাস্ত্রের কৃতিত্ব । কিছু নির্দেশনা নিমরুপঃ

১. সমগ্র শাস্ত্রের উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা হয় অথবা বৃহদাকারের সাহিত্যের সমাবেশ মাত্র।
২. প্রকৃত শ্রোতাদের সনাক্ত করুন । ইহা যথার্থ হয়েছে যে প্রায় সময় বিভিন দলের জন্যে একই বিষয় বিভিনভাবে উদাহরন দিয়েছেন।

(ক) হারানো মেষ লূক ১৫: পাপীদের নির্দেশ করা হয়েছে।
(খ) হারানো মেষ মথি ১৮: শিষ্যদের নির্দেশ করা হয়েছে ।

ব্দ ও ভাষার প্রকাশ ভঙ্গিঃ

এন এ এস বি (হালনাগাদ শাস্ত্র পাঠ) ১৩:১- ২
১পদ সেই দিন যীশু ঘর থেকে বেড় হয়ে সাগর ধারে গিয়ে বসলেন।
২পদ এবং অনেক লোক এসে তার কাছে জড়ো হলো তাই তিনি একটা নৌকায় গিয়ে বসলেন আর সমস্ত লোকজন সাগর পারে গিয়ে দাড়িয়ে রইল।

১৩:১
“সাগরধারে বসেছিল” বসা বলতে রাব্বিরা অফিসের কার্যক্রম অনুযায়ী শিক্ষা দিতেন। অবস্থাটি এমন একটি জায়গা ও শিক্ষাকে বুঝাতে চান যে সেটি ছিল শিক্ষা দেওয়ার সময়। সমুদ্রকে একটি প্রাকৃতিক নাট্যমঞ্চের মত মনে করা হয়েছে।
১৩:২
“আর তিনি একটি নৌকা পেলেন এবং সেখানে বসেছিলেন” নৌকা ছিল সমুদ্রধারে পর্যাপ্ত, যখন যীশু শিক্ষা দিচ্ছিলেন তখন অনেক লোকজন ছিল। (মার্ক ৩:৯)

এন এ এস বি (হালনাগাদ শাস্ত্র পাঠ) ১৩:৩- ৯
৩পদ- তখন তিনি গল্পের মাধ্যমে অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। একজন চাষী বীজ বুনতে

গেল।
৪পদ- এবং বীজ বুনার সময় কতক বীজ পথের পাশে পড়ল আর পাখিরা এসে তা খেয়ে ফেললো।
৫পদ- অন্যান্য বীজ পাথরের জমিতে পড়ল, সেখানে বেশী মাটি ছিল না। মাটি গভীর ছিল না বলে তাড়াতাড়ি চারা গজিয়ে পড়ল।
৬পদ- কিন্তু সূর্য উঠলে পর তা পুড়ে গেল এবং শিকড় ভাল করে বসেনি বলে শুকিয়ে গেল।
৭পদ- অন্যান্যগুলো কাটাবনে পড়ল, কাটা গাছ গুলো বেড়ে উঠে চারাগুলোকে চেপে রাখল।
৮পদ- আর কতকগুলো বীজ উত্তম জমিতে পড়ল, কতকগুলো শতগুন, ষাটগুন ও ত্রিশগুন ফসল দিল।
৯পদ- যার শুনবার কান আছে সে শুনুক।

যাই হোক দুঃখ জনকভাবে উপমাগুলোকে অপব্যবহার করছে এখন'ও অনেকেই শিক্ষাই, সত্যে, মতবাদে অপব্যবহার করছে। এখানে বার্ণাড রামের উক্তি প্রণিধান যোগ্য।
উপমা মতবাদের শিক্ষা দেয় এবং দাবী করে যে তারা মতবাদ গুলো সঠিকভাবে ব্যবহার করেনা - - - আমাদের অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখা দরকার আমাদের পরিকল্পনানুযায়ী প্রভুর শিক্ষা প্রামান্য এবং সেগুলো নতুন নিয়মে সংরক্ষিত।
উপমা গুলোকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা দাকার, হতে পারে উদাহরন পদ্ধতিতে, খ্রীষ্টিয়ানদের অভিজ্ঞতার আলোকে এবং বাস্তব সম্মত শিক্ষা দেয়া দরকার" (প্রোটেষ্টান্ট বাইবেল অনুবাদ পৃঃ ২৮৫)
উপসংহারে আমাকে ৩টি উক্তি উপস্থিত করতে হচ্ছে যেটি আমাদের উপমা অনুবাদে সাবধান থাকতে সাহায্য করবে।

১. পবিত্র শাস্ত্র কিভাবে পড়তে হয় তা গর্ডন ফি এবং ডো সুয়ার্ট লিখেছেন "উপমাটি ভূল অনুবাদের জন্য যথেষ্ট যাতনা বা বিকৃত হচ্ছে, মন্ডলীতে। (দ্বিতীয় প্রকাশিত পৃঃ ১৩৫)
২. বাইবেল জানা ও প্রয়োগ থেকে লওয়া, লেখক রবার্টসন মেকুইলকিন। "উপমা হচ্ছে, না বলা ঈশ্বরের আশীর্বাদের উৎস এই উৎসে আত্মার সত্যে মানুষের প্রতি ঈশ্বরের গুরুত্বতা প্রকাশ পায়" একই সময়ে উপমা হচ্ছে না বলা বা অব্যক্ত দ্বিধাদন্দের বিষয় যা মন্ডলীতে মতবাদে বা চর্চায় বিরাজমান।
৩. হারমেনেটিক স্নাইরাল থেকে লওয়া গ্রান্ট ওসবরণ, "উপমা গুলো অধিকাংশ সময়ে লেখা এবং অনুবাদে অপব্যবহার করছে এমনকি শাস্ত্রে অনুবাদে'ও। অনুভূতিতে ও অদম্যে সবচেয়ে শাস্ত্র অনুবাদ কঠিন । যোগাযোগের জন্য উপমা অদ্বিতীয়, তখনও ইহা গল্পের মত ব্যবহৃত, ও নির্ভর করে নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা, যাই হোক উপমার যোগ্যতা আছে নিজস্ব অর্থ বহন করতে, আধুনিক শ্রোতারা শুনতে কষ্ট পায়, কারন প্রাচীন অনুবাদ পৃষ্টা ২৩৫, একটি সাহায্যকারী উক্তি গ্রহন করা হয়েছে লিংগুইসটিক এবং বাইবেল অনুবাদ পুস্তক থেকে লিখেছেন পিটার কটেরেল এবং ম্যাক্স টারনার। "ইহা এডলফ হলিসাবে বিচার ক্ষমতা সম্পন দৃষ্টি ভঙ্গিতে নূতন নিয়মের যীশুর উপমার মাধ্যমে শিক্ষাকে বুঝার জন্য যিনি নূতনভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন। উপমা গুলো আপনা থেকে রুপক অর্থে পর্যাপ্ততা প্রমাণ করেছে এবং সত্য অর্থে পর্যবেক্ষনের জন্য আরম্ভ করেন। কিন্তু যিরমিয় পরিস্কার ভাবে তুলে ধরেন,তাঁর উপাদান ছিল উপমাগুলোকে রোমাঞ্চ থেকে মুক্ত করা এবং কোন বিধিনিয়মে আবদ্ধ না করেঃ নির্ভুল ভাবে অনুবাদ করা। ভূল গুলোকে গুরুত্ব দিয়ে শুধুমাত্র

উপম কে সাধারনভাবে বুঝতে এবং একটি ধারনা নিয়ে, কিন্তু ধারনাটি হবে সাধারন এবং সহজতর” (পৃষ্টা ৩০৮)

অন্য একটি সাহায্য কারী উক্তি হল- গ্রান্ট ওসবরনের, “এই পর্যন্ত আমি উপমা সমন্ধীয় কেবল প্রয়োজনীয় রুপকার নির্দেশ করিনি, আলবিট লেখকের উদ্দেশ্য কে নিয়ন্ত্রন করেছেন। ব্লোমবার্গ (১৯৯০) খ্রীঃ প্রকৃতভাবে যুক্তি দেখিয়েছেন যে উপমাগুলোতে অনেক গুলো বিষয় আছে, চরিত্র আছে যে গুলোতে রুপক ব্যবহার একান্ত অপরিহার্য্য। এগুলো কোথাও বেশী করে তুলে ধরা হয়েছে। সেগুলো সত্যতার খুবই কাছে। এবং একটি বিষয়কে বেশী প্রাধান্য দিয়েছে। (পৃষ্ঠা২৪০)

উপমাগুলো মতবাদ অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া উচিত। অথবা সত্যতার মতবাদকে আলোকিত করা উচিত। অধিকাংশ অনুবাদকগন রুপকার পদ্ধতিতে অনুবাদ করতে অনুপ্রানিত হন এবং মূল বিষয়কে ধ্বংশ কওে। তারা মনে করে মতবাদের সাথে যীশুর সাথে কোন সম্পর্ক নেই, তাই সুসমাচার লেখকগন সেটিই বেশী ব্যবহার করে। অর্থটি অবশ্যই লেখকের উদ্দেশ্য। যীশু এবং সুসমাচার লেখকগন আত্মায় উদ্দিপ্ত ছিলেন, কিন্তু অনুবাদকগন নয়। যাইহোক উপমাগুলো প্রায়ই জনবহুল জায়গায় বলা হয়েছে। (মথি ১৫:১০, মার্ক ৭:১৪) এবং ফরিশীরা (মথি ২১:৪৫, মার্ক ১২:১২, লূক ২০:১৯) যীশু যা বলেছেন তারা অস্বীকার করেছেন, বিশ্বাসে ও অনুতপ্তে সাড়া দেয়নি। এক অর্থে এটা সত্য যে মাটির তুল্য উপমাটি (মথি ১৩, মার্ক ৪, লূীক ৮) উপমার অর্থই ছিল কোন গুপ্ত বিষয়কে সত্যে প্রকাশিত করা। (মথি ১৩:১৬- ১৭; ১৬:১২; ১৭:১৩, লূক ৮:১০; ১০:২৩- ২৪) গ্রান্ট ওসবরন তার হারমেটিক স্নাইরাল পুস্তকে পৃষ্ঠা ২৩৯, একটি বিষয় বলেছেন যে উপমা হচ্ছে “প্রতিদন্দিতার কারিগর” এবং বিভিনভাবে কার্যক্রম শ্রোতাদের সামনে তুলে ধরা হয়- - - - - - প্রত্যেক দলে (নেতা, জনগন, শিষ্য) প্রত্যেকের সামনে উপমার মাধ্যমে তুলে ধরা হয় । প্রায়ই তার শিষ্যবর্গরা তার উপমা অথবা শিক্ষাকে বুঝতে পারেনি।(মথি ১৫:১৬, মার্ক ৬:৫২; ৮:১৭- ১৮,২৯, ৯:৩২, লূক ৯:৪৫; ১৮:৩৪; ১২:১৬)

চতুর্থ ধাপেও মতবিরোধ। ইহা উপমার সত্যতার উপর গুরুত্ব দেয়। অধিকাংশ আধুনিক অনুবাদক গন প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করেন যে হিসাবে উপমা গুলোকে অনুবাদ করায়। রুপক বর্ননায় বিস্তারিত ভাবে সত্যতাকে প্রকাশ করা হয়। এই পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক তথ্য, সাহিত্যিক, অথবা কর্মাধ্যক্ষের উদ্দেশ কে সঠিকভাবে তুলে ধরা হয় না বা অনুবাদ করেনা, সে তার চিন্তাকে প্রকাশ করে কিন্তু শাস্ত্রের মূল বিষয় প্রকাশ করেনা। যাই হোক যীশু উপমার মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন, উপমাগুলো রুপক অর্থে অথবা অত্যন্ত পদ্ধতিগতভাবে। যীশু সত্যতার উপরই বর্ননা করেছেন। (বীজবাপক মথিঃ১৩, মার্কঃ ৮, লূকঃ৮, দুষ্ট দাস মথিঃ ২১, মার্কঃ ১২, লূকঃ ২০) অন্যান্য উপমাগুলোর মধ্যে অনেক সত্যতা আছে। সুন্দর উদাহরন হিসাবে অপব্যায়ী পুত্র (লূক ১৫:১১- ৩২) ইহা শুধুমাত্র পিতার ভালবাসা নয় এবং কনিষ্ট পুত্রের অবাধ্যতা কিন্তু জেষ্ট পুত্রের আচরন সবগুলো মিলিয়ে সুন্দর উপমা তৈরী হয়েছে।

৫. প্রথম শতাব্দীর যিহুদী শ্রোতাগন উপমা শ্রবন মাত্রই আসর বিষয় বুঝতে সক্ষম হতেন। তখন তারা ঘুরপাক খেয়ে আশ্চর্য হতেননা সাধারনত এ অবস্থায় পড়তো গল্পের শেষে। (বার্কলি মাইকেল সেন্স, বাইবেলের অনুবাদ পৃষ্ঠা ২২১)

৬.সব উপমাই এক গুপ্ত বিষয়ে সাড়া দিত/ ঐ সাড়া দেওয়া সাধারনত স্বর্গরাজ্যেও সম্পর্কে ধারনা পেতে সাহায্য করত। যীশু ছিলেন একজন নূতন স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রতিষ্ঠাতা। (মথিঃ ২১:৩১ লূক ১৭:২১) যে কেউ তার বাক্য শুনেছে সেই তৎক্ষনাৎ সাড়া দিতে হয়েছে। স্বর্গরাজ্য ছিল ভবিষ্যতের (মথি ২৫) এক ব্যাক্তির জন্যে ভবিষ্যৎ নির্ভর করতো, তিনি যীশুর কথা শুনে

বর্তমানে কি প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করেছেন। স্বর্গরাজ্য উপমা বর্ননা করেছেন যীশুর মধ্যেই নূতন স্বর্গরাজ্য বিদ্যমান। তারা ইহাকে নীতিগত এবং আপনা থেকেই শিষ্যদের জীবনেদাবী কওেছেন। ইহা ছাড়া কিছুই করবার ছিলনা। সবগুলোই ভিক্তি গত নূতন এবং যীশুর উপর নির্ভর ও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

৭.উপমা গুলো প্রায় সময় আসল বিষয়ের উপর বর্ননা করা হয়নি। একজন অনুবাদক অবশ্যই অবস্থার মূখ্য বিষয়কে গুরুত্ব দিতে হবে কেননা প্রকৃততা, সংস্কৃতিতে ও সত্যতায় বর্তমানে অস্পষ্ট।

তৃতীয় ধাপে, উপমার গুপ্ত বিষয়ের সত্যতার উপর প্রায়ই বিতর্কিত করে তুলেছে। যীশু প্রায়ই গুপ্ত বিষয়ক উপমা তুলে ধরেছেন (মথি ১৩:৯- ১৫, লূক ৮:৮- ১০, যোহন ১০:৬; ১৬:২৫) এটা যিশাইয় ভাববাদীর ভাববাণীর সাথে সম্পর্কযুক্ত (যিশাইয় ৬:৯- ১০)। আন্তরিকতায় যারা শ্রবণ করেছে তারাই তাঁর দৃঢ়তা বুঝতে পেরেছে। (মথি ১১:১৫; ১৩:৯,১৫,১৬,৪৩, মার্ক ৪:৯,২৩,৩৩- ৩৪; ৭:১৬; ৮:১৮, লূক ৮:৮; ৯:৪৪; ১৪:৩৫)

(৩)উদাহরন বা উপমা দেওয়া হয়েছে যেন পরবর্তী অবস্থা অনুসরন করতে পারে। প্রায়ই যীশু এবং সুসমাচার লেখক গন প্রকৃত ও প্রধান প্রধান বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। (সাধারনত পরে অথবা তৎক্ষনাৎ ঘটনার উপর বলা হয়েছে।)

(৪) প্রকৃত উদ্দেশ্যকে উপমাগুলোতে ঘোষনার মত বর্ননা করা হয়েছে। উপমাতে প্রধানতঃ দুটো অথবা তিনটি প্রধান চরিত্র করা হয়েছে। সাধারনত সত্যতাকে প্রয়োগ করেছেন উদ্দেশ্য সাধন ও সঠিক পথ নির্দ্দেশনার জন্যই প্রত্যেকটিকে পবিত্রসহকারে সুন্দরভাবে চিত্রায়িত করেছে।

(৫) একই বিষয়ের উপর লেখা বিভিন সুসমাচার অথবা অন্যান্য নূতন নিয়ম অথবা পুরাতন নিয়মে লেখা গুলো সঠিক অনুসন্ধান করা দরকার।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদের নীতি অবলম্বন করে উপমার উপাদান গুলোকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

(১) উপমাগুলোকে বার বার পড়তে হবে (সম্ভব হলে শুনতে হবে) এই গুলোকে মৌখিক ফল বলা হয়েছে লেখার বিশ্লেষনাত্বক নয়।

(২) অধিকাংশ উপমার একটিমাত্র বিশেষ সত্যতা থাকে যে গুলো নাকী ইতিহাসের সাথে এবং সাহিত্যের সাথে অথবা যীশু ও প্রচারকদের সাথে মিল আছে।

(৩) ব্যাপক অনুবাদে সতর্কতা থাকতে হয়। প্রায় উপমাতে শুধুমাত্র ঘটনার অংশ বিশেষ মাত্র উল্লেখ করে থাকে।

(৪) মনে রাখতে হবে উপমা প্রকৃত ঘটনা নয়। অধিকাংশ উপমা জীবনের সাদৃশ্য মাত্র কিন্তু প্রায় অতিরঞ্জিত করা হয়েছে।

১৩:৩

"একজন বীজ বাপক বীজ বুনতে গেল" পদ ৩- ৯। এই উপমাটি খুবই গুরুত্বপূর্ন কারন যীশু নিজেই এই অনুবাদটি করেছেন। বীজ, বীজবাপক ও মাটি যীশু নিজেই। উপমার অনুবাদ (পদ ১৮- ২৩) অনুযায়ী, ইহা অন্যান্য উপমা থেকে ভিন, অধ্যায় ১৩: কারন ইহা যারা সুসমাচার শুনে তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যেখানে টানা জালের উপমা সমগ্র বিশ্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

ইহা আবার যেকোন ভাবে রূপক অর্থেও কিছুটা ভিন্ন অথবা উপমাটি পর্যায়ক্রমিক ভাবে বর্ণিত। রূপক উপমাগুলো অনুসন্ধান করে অর্থের গভীরতা ও রহস্যগুলো প্রত্যেকটি শাস্ত্রে পাঠ অনুযায়ী অর্থ বহন করে। লেখকের উদ্দেশ্য অনুযায়ী কোনটা মিল পড়েনা।অথবা লেখকের ইচ্ছা বা পাঠের সাথেও মিল থাকে না।পদ্ধতিগত অথবা ধারাবাহিকতায় অথবা অন্য কথায় সমগ্র বাইবেল কি বলতে চায়, সেটি বিশেষভাবে নির্ভর করে স্বর্গীয় লেখক ও তাদের পরিকল্পনাগুলোতে পুরাতন নিয়ম ও নূতন নিয়মের সাথে সাদৃশ্যতা রয়েছে কিনা। এই সাদৃশ্যতা প্রাকৃতিক ভাবেই হয়েছে পুরো বাইবেল অধ্যয়ন করলে তা স্পষ্ট বুঝা যায়। (রোমীয় ১৫:৪, ১ম করিন্থীয় ১০:৬,১৪)

১৩:৮- ৭ পদ"রাস্তায় --- পাথরের জায়গায় ----- কাটা বনে, "

সাধারনত গ্রাম্য কৃষকেরা একত্রে কাজ করে এবং লাঙ্গল দ্বারা চাষাবাদ করে তাদের বাড়ীর আঙ্গিনা জুড়ে। এই ধরনের খামার যত্রতত্র কতগুলো অগভীর জলে মগ্ন এবং কতকগুলো জায়গা কাটাবন এবং ঝোপে নিজেরাই ভরপুর। সর্বত্র মাঠেই লাঙ্গল দ্বারা চাষ করা হয়। বীজ বাপক সেখনে কোন কার্পণ্য না করে বিরাট এলাকায় চাষ করে, বীজ বপন করে।

১৩:৮ পদ "এবং কতকগুলো ভাল জমিতে পড়ল, এবং শষ্যগুলো শতগুন, ষাটগুন ও ত্রিশগুন করে প্রদান করল"

ফল বহন করা একটি গুরুত্ব পূর্ন পরিমান নয়, বরং একটি লক্ষ্যনীয় বিষয় মাত্র। আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে যে মুক্তির জন্য অংকুরিত হওয়াকে চিহ্নিত করা নয়। যোহন ৮:৩১ বলে যে "যিহুদীরা তার উপর বিশ্বাস করেছিল" এই পর্যন্ত পরবর্তী অবস্থাতে তারা সুষ্ঠভাবে মুক্তি পায় না। পবিত্র শাস্ত্র পৃথক করেছে তাদেরকে, যারা আবেগে যারা সাড়া দিয়েছে এবং জীবনের পরিবর্তনে স্থায়ীভাবে যারা সাড়া দিয়েছে তাদেরকে গ্রহন করেছে। এই উপমার মাধ্যমে প্রথম শ্রেনীর লোকদের কে বলা হয়েছে এবং ফল বহন করেছে দ্বিতীয় শ্রেনীর লোকেরাই।

এন এ এস বি (হালনাগাদ শাস্ত্র পাঠ) ১৩:১০- ১৭

১০ পদ "এবং শিষ্যরা তার কাছে আসল এবং জিজ্ঞাসা করল, কেন আপনি তাদের সাথে উপমায় কথা বলেন ? "

১১ পদ "যীশু তাদের উত্তর করলেন, স্বর্গরাজ্যের গুপ্ত সত্য গুলো তোমাদের জানতে দেওয়া হয়েছে কিন্তু তাদের জানতে দেওয়া হয়নি" ।

১২ পদ "কারন যার আছে তাকে আরও দেওয়া হবে, আর তাতে তার অনেক হবে। কিন্তু যার নেই তার যা আছে, তাও তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে।"

১৩ পদ সেই জন্য আমি গল্পের মধ্যে দিয়ে তাদের শিক্ষা দেই, কারন তারা দেখেও দেখে না, শুনেও শুনে না বুঝেও বুঝেনা।

১৪ পদ তাদের মধ্যে দিয়ে যিশাইও ভাববাদীর কথা পূর্ন হয়েছে- তোমরা শ্রবনে শুনিবে, কিন্তু কোন মত বুঝিবেনা; আর দৃষ্টিতে দেখিবে, কোন মতে জানিবে না;

১৫ পদ এসব লোকদের অন্তর অসাড় এবং কান বন্ধ হয়ে গেছে, আর তারা তাদের চোখ ও বন্ধ করে রেখেছে, যেন তারা চোখ দিয়ে না দেখে, কান দিয়ে না শোনে এবং অন্তর দিয়ে না দিয়ে বোঝে, আর ভাল হবার জন্য আমার কাছে ফিরে না।

১৬ পদ কিন্তু তোমরা ধন্য কারন তোমাদের চোখ দেখতে পায় এবং তোমাদের কান শুনতে পায়।

১৭ পদ "আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তোমরা যা যা দেখেছ তা অনেক নবী ও ঈশ্বর ভক্ত লোকেরা দেখতে চেয়েও দেখতে পাননি, আর তোমরা যা যা শুনছ তা তাঁরা শুনতে চেয়েও শুনতে পাননি" ।

১৩:১০-১৩ পদ যীশুর উপমা সঠিকভাবে অনুবাদে অঙ্গিকার কৃত বিশ্বাস জড়িত। যারা শ্রবন করেছে তারা পবিত্র আত্মার শক্তিতে আলোকিত করেছে। উপমাতে সারা দেওয়াকে প্রত্যাশা করেন। এই সাড়া দেওয়া ঈশ্বরের শক্তি ও নিজস্ব বিশ্বাসের ইচ্ছাকে সমন্বয় করে।

১৩:১১ "স্বর্গ রাজ্যের রহস্য"

পৌল এই উক্তিকে বর্ননার সময় বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেছেন তার মতে, ঈশ্বরের অভ্যন্তরীন পরিকল্পনায় এখনও প্রকাশিত হয়ে থাকেন (লূক ২২:২২; প্রেরীত ২:২৩, ৩:১৮, ৪:২৮ ইফি: ১:১১, ১ম পিতর ১:১২)

১৩:১৪-১৫ পদ "ভাববাদী যিশাইয়র ভাববাণীর পূর্নতায় এই উক্তি সেপ্টোজেন্ট হইতে গ্রহন করা। এটা যিশাইয়ের আহবানের সাথে সম্পর্কযুক্ত (যিশাইয় ৬:৯-১০) ঈশ্বর তাকে বলেছেন যে, তিনি যেন কথা বলেন কিন্তু লোকেরা শুনেনি এবং কোন সাড়া দেয়নি। পুরাতন নিয়মের এই একই উক্তি নূতন নিয়মের করেছে (যোহন ১২:৪০, প্রেরিত ২৮:২৫-২৭)

যাদের বিশ্বাস আছে ঈশ্বর তাদের কাছে অধিক সত্যতায় ও উনতিতে প্রকাশিত হন। যেন তারা আলোতে চলতে পারে। কিন্তু যাদের বিশ্বাস নেই শাস্ত্র তাদের কাছে অন্ধকার ও নীরব। উপমাগুলো শ্রবন কারীদের কাছে সত্যতা খুলে দেয় এবং যারা খ্রীষ্টকে অস্বীকার ও বিশ্বাস করেনা তাদের কাছে সত্যতা আবদ্ধ থাকে।

১৩:১৭ "সত্যতা" বিশেষ বিষয় ৫:১৮ পদ দেখতে হবে

অনেক ভাববাদী এবং ধার্মিক লোকদের ইচ্ছা তুমি যা দেখ তা দেখার এবং ইহা দেখতে পাইনি" নূতন নিয়মের বিশ্বাসীরা ঈশ্বর সম্পর্কে অধিক জানত পুরাতন নিয়মের চরিত্রেই অনেক পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য গুলো বর্ণিত ছিল (১ম পিতর ১:১০-১২ পদ) এটা যে কোন ভাবে আমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে বলা হয়েছে।

এন এ এস বি (হালনাগাদ শাস্ত্র পাঠ) ১৩:১৮-২৩ পদ

১৮ পদ "এখন বীজ বাপকের গল্পটি শুন ।"

১৯ পদ যখন কেউ স্বর্গরাজ্যের কথা শুনেও এবং ইহাকে না বুঝেন তখন শয়তান এসে তার অন্তরে যে কথাগুলো বলা হয়েছিল তা কেড়ে নেয়। সে পথের পাশে পড়া বীজের মধ্যে দিয়ে এ রকম লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে।

২০ পদ আর পাথরে জমিতে পড়া বীজের তাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যারা স্বর্গরাজ্যের কথা শুনে তখনই আনন্দের সঙ্গে তা গ্রহন করে।

২১ পদ এ পর্যন্ত তার মধ্যে ভাল শিকর বসে নাই কিন্তু শুধুমাত্র অস্থায়ী যখন সেই কথার জন্য কষ্ট এবং অত্যাচার আসে তখনই তারা সমস্ত ভুলে গিয়ে পিছিয়ে যায়।

২২ পদ এবং কাঁটা বনের মধ্যে বুনা বীজ হচ্ছে তারা যারা সেই শুনে এবং সংসারের চিন্তা ভাবনা, ধন সম্পক্তির মায়া সে কথাকে চেপে রাখে এবং সে ফল হীন হয়ে যায়।

২৩ পদ: এবং যে বীজটি ভাল জমিতে পড়ে তাদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যারা সেই কথা শুনে এবং বুঝে ফল দেয়, কেউ দেয় একশত গুন কেউ দেয় ষাট গুন আর কেউ দেয় ত্রিশ গুন।

১৩:১৮-২৩ পদ যীশু এই উপমাটি শিষ্যদের জন্য আলাদা করে অনুবাদ করে বলেছিলেন।

১১৯

১৩:১৯ পদঃ "মন্দতা এসে তার অন্তরে যে কথা বুনা হয়েছিল তা কেড়ে নেয়।"
মার্ক ৪:১৫ পদের এর সাদৃশ্য পাওয়া এখানে শয়তান নাম দেওয়া হয়েছে ২য় করিন্থীয় ৪:৪ পদে বর্ননা করা হয়েছে শয়তানের কাজ'ও মানুষের মধ্যে করে । ইহা অশ্চর্য্য করে যে মন্দতা উপমাতে প্রায়ই উপস্থাপন করা হয়েছে (২৫,২৮,২৯ পদ) যীশু মন্দতার ব্যাক্তিগত শক্তিকে ও উপস্থিতিকে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধ অনুযায়ী উভয় ক্ষেত্রে জাতিতে এবং ব্যাক্তিগত ভাবে তুলে ধরেছেন। সেখানে উপমাগুলোতে মানুষের তিনটি শত্রু হিসাবে বৈধ সুপারিশ করেছেন যথাঃ

১. শয়তান (১৯ পদ)
২. পৃথিবীর নিয়ম (২২পদ)
৩. মানুষ অবস্থার স্বীকার (ইফিষীয় ২:২- ৩)

১৩:২০ পদ "যে মানুষ বাক্যকে আনন্দের সাথে তৎক্ষনাৎ গ্রহন করে।"
এটা পরিস্কার ছিল যে অলৌকিকভাবে যীশুকে সাড়া দিয়েছেন এবং তাঁর অবস্থানুসারেই দেখিয়েছেন। মুক্তির সত্যতা প্রকৃত সাড়া দেওয়া যেখানে থাকবে সেখানে অনুতপ্ত ও বিশ্বাস সাড়া দেওয়ার অর্থই হলো অনুতপ্ত ও বিশ্বাসের চলমান প্রক্রিয়া (১ম যোহন ২:১৯ পদ)। সেখানে অনেকগুলো দৃশ্যমান মন্ডলী আছে যারা খ্রীষ্টের বাক্যকে ব্যবহার করে। খ্রীষ্টানদের সভায় যোগ দেন এবং খ্রিষ্টানদের বাইবেল অধ্যায়ন করেন কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের সাথে কোন ব্যাক্তিগত সম্পর্ক নেই। (মথি ৭:২১- ২৩)

১৩:২১- ২১ "কিন্তু শুধুমাত্র অস্থায়ী এবং যখন কষ্ট অথবা যাতনা আসে তখনই তারা পিছিয়ে পড়ে।" খ্রীষ্টের ন্যায় বলতে আচরনে, জীবন ধারনে, এবং বৈধ পেশার প্রামান্য থাকা একান্ত দরকার। ব্যাক্তি গত সাড়া দেওয়া এমনকি যখন ত্যাগ করে কোনটাই সর্বদা স্থায়ী নয়। (বিশেষ বিষয় মথি ৭:২১)
১৩:২৩ পদঃ ইহা ক্রমশই ফল হীন হয়ে পড়ে ফল বহন করার অর্থই হলো খাঁটি ধর্মান্তরিত হওয়া। এটা আবেগের ও ব্যাক্তি গত সিদ্ধান্ত নয়, খ্রীষ্ট ধর্ম একটা উচুমানের ও বিলাসবহুল নয় কিন্তু শিষ্যত্ব জীবন।

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ১৩:২৪- ৩০ পদ
যীশু তাদের শিক্ষা দেবার জন্য আরেকটি উপমা বললেন।
২৪ পদ গল্পটি এই স্বর্গরাজ্য এমন একটি লোকের তুল্য যিনি নিজের জমিতে ভাল বীজ বুনলেন।
২৫ পদঃ কিন্তু যখন তার লোকেরা ঘুমিয়ে পড়েছিল তখন সেই লোকের শত্রু এসে গমের বীজের সাথে শ্যামা ঘাসের বীজ বুনে চলে গেল।
২৬পদঃ শেষে গমের চারা বেড়ে উঠল ও ফল ধরল তখন তার মধ্যে শ্যামা ঘাস ও দেখা গেল।
২৭পদঃ তার লোকেরা বাড়ি এসে মনিবকে বলল, মহাশয় আপনি কি জমিতে ভাল বীজ বুনেননি? তবে শ্যামা ঘাস কোথা থেকে আসল।
২৮-পদঃ তিনি তাদের বললেন কোন শত্রু এসে এটি করেছে, দাসেরা তাকে এসে বললেন আপনি কি চান আমরা সেগুলো তুলে ফেলব।
২৯পদঃ কিন্তু তিনি বললেন, না শ্যামা ঘাস তুলতে গিয়ে তোমরা হয়তো ঘাসের সঙ্গে গমও তুলে

ফেলবে।
৩০পদঃ ফসল কাটবার সময় পর্যন্ত ও গুলো একসঙ্গে বাড়তে দাও। যারা ফসল কাটে আমি তখন তাদের বলব যেন তারা প্রথমে শ্যামা ঘাসগুলো জড়ো করে পুড়াবার জন্য আঁটি করে বাঁধে আর তারপরে গম আমার গোলাঘরে জমা করে” ।

১৩ঃ২০- ৩০ পদ উপমাটি বন্য গম হিসাবে মথি সুসমাচারে সংরক্ষিত হয়েছে (৩৬- ৪৩ পদ)
১৩ঃ২৫পদঃ
“শ্যামাঘাসটি” বন্য গম এবং গৃহজাত গম দেখতে একই রকম যতক্ষন না পর্যন্ত তারা ফল দেয় বন্য বীজে কালো শষ্য উৎপাদিত হয়। এবং গৃহজাত শষ্যে বাদামী শষ্য আলোকিত করে।
১৩ঃ২৯পদঃ
“যখন তোমরা শ্যামা ঘাসটি সংগ্রহ কর তখন সেখানে হয়তো গমও থাকতে পারে।” অবস্থাকে মনে হয় যীশুর সময়ে ধর্মীয় নেতাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। সেখানে কোন মানবিকতা ছিলনা অন্য মানুষদের জন্য। ঈশ্বরের ইচ্ছা সকলের জন্য “শেষ বিচারের দিন” । শয়তান ধর্মীয় ক্ষেত্রে অতি সক্রিয়। মানুষকে মনে হয় খুব আধ্যত্তিকতা কিন্তু তারা আসলে নয়। গম এবং শ্যামা ঘাস দেখতে একই রকম কিন্তু ফসল প্রদানের সময় দেখা দেয় ভিনতা। অনেক লোক ধর্মীয় ভাবে খুব উৎসাহী (যিশাইয় ২৯+ ঃ ১৩, কলসীয় ২ঃ১৬- ২৩) সত্যতায় ও আধ্যাত্তিকতায় ।(মথি ৭অধ্যায়)
১৩ঃ৩০ পদ
“শ্যামা ঘাসকে একত্র কর এবং বোঝা করে বেঁধে তাদের আগুনে পুড়ে ফেল; কিন্তু গম গোলা ঘরে সংগ্রহ কর।” আপনা থেকেই ব্যাক্তি যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার মানবিক যীশু খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যকে সমন্বয় করেছে। (৪২ ও ৫০পদ) ইহা মজার ব্যাপার যে, একমাত্র যীশু খ্রীষ্টই জোড় দিয়েছেন যদি তাকে প্রত্যাখান করে তবে তার ভয়াবহ হবে।

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ ১৩ঃ৩১- ৩২ পদ
৩১পদ তিনি তাদের জন্য আরেকটি উপমা বললেন “স্বর্গরাজ্য সরিষা দানার তুল্য” যা একজন লোক নিজের জমিতে বপন করল।
৩২পদঃ সমস্ত বীজের মধ্যে সত্যি এ বীজটি ছোট কিন্তু যখন সে বড় হয়ে উঠে তখন পখিরা এসে তার ডালপালায় বাসা বাঁধে।”

১৩ঃ৩১- ৩২ পদঃ উপমাটি সরিষা দানার এবং ইষ্ট এর ৩১- ৩৩পদ সাদৃশ্য। তারা এটাকে পুনর্বার মার্ক এর সুসমাচারে প্রকাশ করেছে। (মার্ক ৪ঃ৩০- ৩২) এবং (লূক ১৩ঃ১৮,১৯) যারা সুসমাচারে সাড়া দেয় তারা ছোট হলেও পরিনতি অনেক ভাল। কিন্তু আধ্যাত্তিক স্বর্গরাজ্য যা নাকি এই পৃথিবী ও আপনা থেকেই প্রতিষ্ঠা করে।

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্র বাক্য ১৩ঃ৩৩ পদ
তিনি আর একটি উপমা তাদের কে বললেন, উপমাটি এই “স্বর্গরাজ্য এমন একটি খামির তুল্য একজন স্ত্রীলোক তিন প্যাকেট ময়দার মধ্যে তা মিশাল। যতক্ষন পর্যন্ত না খামি তৈরী হয়।

১৩:৩৩ পদঃ “খামি” পুরাতন নিয়মে ইষ্ট/ খামির প্রতীক ছিল মন্দতার কিন্তু এখানে পরিস্কার ভাবে স্বর্গরাজ্যের সংজ্ঞার সমন্বয় কারী শব্দকে বিশেষভাবে অবস্থা অনুসারে অবস্থাই অর্থের দৃঢ়তা প্রকাশ করে।

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ ১৩:৩৪- ৩৫ পদ
৩৪পদঃ যীশু গল্পের মধ্যে দিয়ে লোকদের এসব শিক্ষা দিলেন যীশু গল্প ছাড়া কোন শিক্ষাই তাদের দিতেন না।
৩৫পদঃ এটা হলো যাতে ভাববাদীর মধ্যে দিয়ে এই যে কথা বলা হয়েছিল তা পূর্ন হয়।
- আমি উদাহরনের মধ্য দিয়ে মুখ খুলবো
- জগতের আলোতে যা লুকানো ছিল তা বলব।

১৩:৩৫পদঃ এই কথা পূর্ন হয়েছিল যা ভাববাদীর মাধ্যমে বলা হয়েছিল। এই উক্তিটি নেওয়া হয়েছে (গীত ৭৮:২ পদ)
প্রাচীন গ্রীসের পান্ডুলিপি গুলোতে বিভিন সময়ে প্রকৃত বিষয়গুলো সংযুক্ত করা হয়েছে। এবং গ্রীক পান্ডুলিপিটি ইসুবিয়াস দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে এবং জেরোম যিশাইয় ভাববাদীর শিক্ষাকে ধারন করেছেন। ইহার প্রকৃত শাস্ত্রটি আসপের মাধ্যমে সম্প্রসারিত হয়েছে। গীত ৭৮ মেসোবেটিক শাস্ত্রপাঠটি তুলে ধরেছেন। সেখানে কোন গ্রীক শাস্ত্রবাক্য নেই। সেখানে শুধুমাত্র নাম আছে। শুরুতে অধ্যাপকেরা লিখেছেনঃ

১. লেবীয় মন্দির কয়রি নেতা তাদের কে চিহ্নিত করে নেয় এবং যিশাইয় নাম পরিবর্তন করেছে ।
২. ১৪- ১৫ পদে যেকোন ভাবে শুরু করেছে এবং সুত্রানুসারে শিক্ষা দিয়েছে। যিহুদীরা বিশ্বাস করতো যে সকল লেখক গনই ভাববাদীদের বাক্য দ্বারা অনুপ্রানিত হয়েছে। অধিকাংশ প্রাচীন পান্ডুলিপিতে যিশাইয়ের নাম নেই।

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ ১৩:৩৬- ৪৩ পদ
৩৬পদ পরে যীশু লোকদের ছেড়ে ঘরে ঢুকলেন, তখন তার শিষ্যরা এসে তাকে বললেন, “জমির ঐ শ্যামাঘাসের গল্পটা আমাদের বুঝিয়ে দিন।
৩৭পদ এবং যীশু উত্তরে তাদের বললেন, যিনি ভাল বীজ বুনেন তিনি মনুষ্য পুত্র।
৩৮পদ আর জমি এবং জগৎ হলো স্বর্গরাজ্যের লোকেরা ভাল বীজ, শয়তানের লোকেরা হল সেই শ্যামা গাছ।
৩৯পদঃ যে শত্রু তা বুনে ছিল সে হলো শয়তান। আর ফসল কাঁটবার সময় হলো এ যুগের সময় হলো। যারা শষ্য কাঁটবেন তারা হলেন স্বর্গদূত।
৪০পদঃ শ্যামা ঘাস জড়ো করে যেমন আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হবে যুগের শেষের সময়ে’ও ঠিক তেমনি করা হবে।
৪১পদঃ মনুষ্য পুত্র তার স্বর্গদূতদের পাঠিয়ে দিবেন এবং যারা অন্যদের পাপ করাই ও যারা নিজেরা পাপ করে তাদের সবাইকে সেই স্বর্গদূতেরা মনুষ্য পুত্র রাজ্যের মধ্যে থেকে একসঙ্গে জড়ো করবেন।
৪২পদঃ এবং জলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দিবেন। সেখানে লোকেরা কান্নাকাটি করবে ও যন্ত্রনায় দন্ত ঘর্ষন করবে।

৪৩পদঃ সে সময় ঈশ্বর ভক্ত লোকেরা স্বর্গস্থঃ পিতার রাজ্যে সূর্যের মত উজ্জল হয়ে দেখা দিবে। যার শুনবার কান আছে সে শুনুক।

১৩ঃ৩৬– ৪৩পদঃ এটি ছিল যীশু খ্রীষ্টের উপমার ব্যাখ্যা ২৪– ৩০ পদে শিষ্যদের জন্য আলাদা ভাবে দেওয়া হয়েছে।

১৩ঃ৩৭পদঃ "যিনি ভাল বীজ বুনেন তিনিই মনুষ্যপুত্র" এই উপমাগুলো উভয় যীশুই ঈশ্বর ও মশীহের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যিনি নিয়ে এসেছেন সত্য ও জীবন এবং সুসমাচারের বার্তার সূচী হচ্ছে সত্যতা। ঈশ্বর সত্য ইহা উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যথা ব্যাক্তি (বীজবাপক) এবং বার্তা (বীজ)।

- "জমিই এই জগত" এই উপমা বুঝার জন্য এটাই মূখ্য বিষয় ইহা মন্ডলী নয় কিন্তু পৃথিবী বা জগৎ। (৪৭ পদ) যারা বীজ বাপকের উপমাটি শুনে তাদের জন্যই শুধুমাত্র সুসমাচার।
  ১৩ঃ৪০ পদঃ "এ যুগের শেষ সময়" এটা শেষ বিচারের সময়। স্বর্গরাজ্য উভয় হতে পারে "ইতিমধ্যে" কিন্তু 'এখনও না' শেষ বিচারের সময়।
  ১৩ঃ৪১ পদঃ এই উক্তি সখরিয় ভাববাদীর কিছু অংশ (১ঃ৩ পদ)
  ১৩ঃ৪৩ পদঃ "স্বর্গস্থ পিতার স্বর্গরাজ্যে সূর্যের মত উজ্জল হয়ে দেখা দিবে।" দানিয়েল ১২ঃ৩ পদের বক্তব্যের সাথে সাদৃশ্য আছে।

- "যার শুনবার কান আছে সে শুনুক।" ঈশ্বর যাদেরকে সুসমাচার বুঝার জন্য মনোনয়ন করবে তারা তখনই অবশ্যই সাড়া দেবেন এই গোপন অধ্যায়টি নূতন নিয়মে বিভিন সময়ে প্রকাশ করেছে (মথি ১১ঃ১৫; ১৩ঃ৯,৪৩, মার্ক ৪ঃ৯,২৩, লূক ৮ঃ৮; ১৪ঃ৩৫ প্রকাশিত বাক্য ২ঃ৭; ১১ঃ২৯; ৩ঃ৬,১৩– ২২; ১৩ঃ৯)
  এই উপমাটি বিরোধিতা করে জরুরীভাবে মনে রাখতে। জরুরীভাবে শোনার প্রয়োজনীয়তা তাকে বিশ্বাস সহকারে সারা দেওয়া এবং এখনই সাড়া দিতে হয়।

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ ১৩ঃ৪৪ পদ।
৪৪"স্বর্গরাজ্য জমির মধ্যে লুকিয়ে রাখা ধনের মতো একজন লোক তা খুজে পেয়ে আবার লুকিয়ে রাখল তারপর সে খুশি মনে চলে গেল এবং তার যা কিছু ছিল সব বিক্রি করে সেই জমিটা কিনল।

১৩ঃ৪৪ পদ "স্বর্গের স্বর্গরাজ্য" পদ ৪৫,৪৭,৫২ এই পদগুলো ঈশ্বরের স্বর্গ রাজ্যের তুল্য। মার্ক, এবং লূক, মথি যিহুদীদের জন্য লেখা হয়েছে। ঈশ্বরের নাম ব্যবহৃত হয়নি কিন্তু "স্বর্গের" মাধ্যমে তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই উপমাটি মথি লিখিত সুসমাচারে গুরুত্ব সহকারেই লিপিবদ্ধ আছে।

"জমিতে লুকায়িত" প্রাচীনকালে পূর্ব এশিয়ায় মূল্যবান কোন বস্তুকে মাটিতে পুঁতে রাখা একটা সাধারন চর্চা ছিল এবং এটা ছিল সংরক্ষনের সুন্দর মাধ্যম। সেই সময়ে কোন ব্যাংক ছিল না।

"সমস্তই বিক্রি করল" শিষ্যদের স্বভাবকেই এখানে প্রকৃতিগতভাবে দেখানো হয়েছে। মতবিরোধী অথচ সত্য (১) একমাত্র ঈশ্বরের অনুগ্রহেই বিনাপণে মুক্তি লাভ করা যায় এবং সেটাই চরম মুক্তি। (রোমীয় ৩ঃ২৪, ৫ঃ১৫, ৬ঃ১৩, ইফিষীয় ২ঃ৮৯) কিন্তু (২) এই সমস্তই শিষ্যত্বের মূল্য (১০ঃ৩৪,৩৯; ১৩ঃ৪৪,৪৬)

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্র ১৩ঃ৪৫- ৪৬
৪৫পদঃ আবার স্বর্গরাজ্য এমন এখানে সওদাগরের তুল্য যিনি ভাল মুক্তা খুঁজেন।
৪৬পদঃ এবং একটা দামীমুদ্রার খোঁজ পেয়ে সে গিয়ে তার যা কিছু ছিল সব বিক্রি করে সে মুক্তাটি কিনল।

১৩ঃ৪৫- ৪৬পদঃ মুক্তার এই উপমাটি অধিক মূল্যের মথি সুসমাচারে উপমাটি অদ্বিতীয়।
১৩ঃ৪৫পদঃ "মুক্তা" প্রাচীন কালেও মুক্তা ছিল মহামূল্যবান। মুক্তা স্বর্নের সাথেই মাধ্যম হিসাবে বিনিময়যোগ্য ছিল ।

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্র ১৩ঃ৪৭- ৫০
৪৭পদ; আবার স্বর্গরাজ্য এমন একটি বড় জালের মত যা সাগরে ফেলা হল আর তাতে সব রকম মাছ ধরা পড়ল।
৪৮পদঃ এবং জাল পূর্ণ হলে পর লোকেরা সেটা পাড়ে টেনে তুলল পরে তারা বসে ভাল মাছ গুলো বেছে ঝুড়িতে রাখলো এবং খারাপ গুলো ফেলে দিল।
৪৯পদঃ সুতরাং যুগের শেষে সমস্ত এই রকমই হবে। স্বর্গ দূতেরা এসে ঈশ্বর ভক্ত লোকদের মধ্যে থেকে দুষ্টদের আলাদা করবেন।
৫০পদঃ এবং জলন্ত আগুনের মধ্যে তাদের ফেলে দেবেন। সেখানে তারা কানাকাটি করবে এবং যন্ত্রনায় দন্ত ঘর্ষন করবে।

১৩ঃ৪৭- ৫০পদঃ টানা জালের এই উপমাটি একমাত্র মথি সুসমাচারেই আছে।

১৩ঃ৪৮পদঃ এই পদটি বর্ননা করা হয়েছে শেষ সময়ে যখন লোকদেরকে পৃথক করা হবে। নির্ভর করবে কতজন যীশু ও তাঁর সুসমাচারের উপর সাড়া দিয়েছে (মথি ২৫ঃ৩১- ৪৬, প্রকাশিত বাক্য ২৩ঃ১১- ১৫)
১৩ঃ৪৯পদঃ 'শেষ সময়' যিহুদীদের লক্ষ্য ছিল প্রকৃত দুটি সময়ের উপর। প্রথমটি হচ্ছে বর্তমান মন্দতার যুগ, দ্বিতীয়টি হচ্ছে যে যুগটি আসছে। তাদের বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর মনুষ্য নেতাদের ক্ষমতায়ন করবে এবং নিজ ক্ষমতা বলে নূতন যুগের সুচনা করবে। নূতন নিয়ম হতে আমরা বর্তমান যুগের সময় পর্যন্তকে বুঝি যে আংশিক আবরন দ্বারা যীশুর বেথলেহেম থেকে অবতরন থেকে দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত। এটা শেষ বিচারের দিন সম্পর্কে কথা বলা হয়েছে।
১৩ঃ৫০পদঃ "এবং তাদেরকে জলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলে দেওয়া হবে। ঐ জায়গায় তারা কানকাটি করবে এবং যন্ত্রনায় দন্ত ঘর্ষন করতে থাকবে।" (পদঃ ৩০,৪২,৫০; ৮ঃ১২, ২৫ঃ৩১)
যীশু প্রায়ই নীরব সম্পর্কে কথা বলেছেন।

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্র ১৩ঃ৫১- ৫২
৫১পদঃ তোমরা কি এসব বুঝতে পেরেছ? তাঁরা তাকে বললেন হ্যাঁ পেরেছি।
৫২পদঃ এবং যীশু তাদের বললেন তাই স্বর্গরাজ্য বিষয়ে যে সব ধর্ম শিক্ষক শিক্ষা পেয়েছেন তারা সবাই এখন এখানে গৃহস্থের মত যিনি তাঁর ভান্ডার থেকে নূতন ও পুরাতন জিনিষ বের করেন।

১৩:৫২পদ: ‘‘প্রত্যেক ধর্ম শিক্ষক যারা ক্রমশই শিষ্যের মত’’। একজন ধর্ম শিক্ষক আইনগত বৈধ্য ছিলেন। একজন বিশ্বাসী পুরাতন নিয়ম থেকেই সত্যতা বিষয় যেমন জানতে পারতেন তেমনি যীশুর শিক্ষাতেও তারা পেয়েছিলেন। রোমিয়ঃ ৪ঃ ২৩-২৪, ১৫ঃ ৪, ১ম করিঃ ১০ঃ ৬-১১, ২য় তীমঃ ১০ঃ ১৬ পদ।

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্র ১৩:৫৩-৫৮
৫৩ পদ: যীশু উপমা বলে শেষ করার পর সেখান থেকে চলে গেলেন।
৫৪ পদ: তিনি তাঁর নিজের গ্রামে ফিরে আসলেন এবং সমাজ গৃহে লোকদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। তাঁর কথা শুনে লোকেরা আশ্চর্য হলেন এবং বলতে লাগলেন ‘‘এই জ্ঞান ও আশ্চর্য কাজ করার ক্ষমতা কোথা থেকে পেল’’? একি সেই ছুঁতার মিস্ত্রির ছেলে নয়?
৫৫পদ: তার মায়ের নাম কি মরিয়ম নয়? এবং তার ভাই যাকোব, যোষেফ, শিমন ও যিহুদা নয়?
৫৬পদ: এবং তার বোনেরা কি আমাদের মধ্যে নেই? তাহলে কোথা থেকে এসব পেল?
৫৭পদ: এবং তারা যীশুকে এই ভাবে বাঁধা দিতে থাকল। কিন্তু যীশু তাদের বললেন নিজের গ্রাম ও নিজের বাড়ি ছাড়া অন্য সব জায়গাতেই ভাববাদীরা সম্মান পায়।
৫৮পদ: এবং সেখানে তিনি বেশী আর্শ্চয্য কাজ করলেননা কারন সেখানকার লোকেরা অবিশ্বাসী ছিল।

১৩:৫৩পদ: ‘‘উপমাগুলো’’ গ্রীক অনুযায়ী শব্দটি মিশ্র শব্দ। যার অর্থ- সাথে ছুড়েঁ ফেলা। সাধারন ঘটনা গুলোই আধ্যাত্তিক সত্যে দৃষ্টান্ত সহকারে তুলে ধরা হত।

যেকোন ভাবেই উপমাগুলো মনে রাখত। যিহুদী লেখকগন গ্রীক শব্দ ‘প্যারাবলো শব্দ’ দিয়ে হিব্রু শব্দ ‘মার্শাল’ শব্দ দিয়ে প্রকাশ করেছেন যার প্রকৃত অর্থ উদাহরন বা উপমা। যে কেউ অবশ্যই ইচ্ছা করে বিক্রয় অনুযায়ী পূন: চিন্তা করতে এবং আশানুযায়ী আর্শ্চযভাবে মাঁশালের স্বভাব ও ফলকে স্মরন করতে পারে। সেখানে মিথ্যা হলেও সত্য হিসাবে যীশুর উপমাকে দুটি কারন হিসাবে মনে করা হয়েছে।

১. আত্তিক সত্যকে পরিষ্কার ভাবে বুঝানোর জন্যই তাঁর উপর বিশ্বাসের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে।
২. গোপনীয় আত্তিক সত্যকে তাদের কাছে বিশ্বাসের দৃঢ়তার জন্যই তুলে ধরা হয়েছে।

১৩:৫৪পদ: ‘‘তিনি নিজ বাড়িতে আসলেন’’ একই বিষয় লূক সুসমাচারে উল্লেখ করা হয়েছে (লূক ৪:১৬-৩০) এই বিষয় নিয়ে লেখকও মন্তব্য কারীদের সাথে যথেষ্ট আলোচনা করেছেন। এটা কি একই পরিদর্শন না আলাদা পরিদর্শন সে বিষয় নিয়ে। যীশুর একই পরিচর্যা কাজের সাদৃশ্য রয়েছে (যোহন ২:১৩-২২, মথি ২১:১২-১৬, মার্ক ১১:১৫-১৮, লূক ১৯:৪৫-৪৭) কিন্তু পন্ডিতগন অবশ্যই সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। পশ্চিমাদের সাহিত্যে অনুযায়ী সমর্থনযোগ্য বিষয় গুলো তুলে ধরেছেন। ধারনা করা হয় কোন এক ঘটনাকে উল্লেখ করে নাই। মন্দির পরিষ্কার সম্পর্কে দুইবার উল্লেখ করা হয়েছে, উদাহরন হিসাবে লূক অন্য ঘটনা সম্পর্কেই প্রকাশ করেছেন।

- ‘তাদের সমাজ গৃহে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করলেন ’’। যীশুর অভ্যাস ছিল যে নিয়মিত সাব্বাথ উপসনায় উপস্থিত হতেন। পুরাতন নিয়ম সম্পর্কে নাসরতে থাকা অবস্থায় যীশু

সমাজগৃহে শিক্ষা গ্রহন করেছিলেন। যিহুদীদের ‘সমাজ গৃহ’ একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ব্যাবিলন নির্বাসনের সময়ে প্রতিষ্ঠানটি উনত করা হয়। উদ্দেশ্য ছিলঃ
শিশুদেরকে প্রশিক্ষন দেওয়া
উপাসনা
যিহুদী সমাজকে পরিচর্যা করা
যিহুদী সংস্কৃতিতে একমাত্র সংস্কৃতি হিসাবে ধারন করা।
যেখানে নির্বাসনের সময়ে পিতৃকুলদের আইন/ ব্যবস্থা ও ঐতিহ্য বলে জোড়া দেওয়া হয়েছিল।

- “তারা আশ্চর্য্য হয়েছিল” তারা অবিশ্বাস্য হয়েছিল শুধুমাত্র তার আশ্চর্য্য শিক্ষা দেখে নয় কিন্তু তিনি যে ক্ষমতা বলে, যে ভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। অধ্যাপকেরাও প্রারম্ভে ক্ষমতা নিয়েই গুরুদের মত শিক্ষা দিতেন কিন্তু যীশু নিজস্ব ক্ষমতাতেই শিক্ষা দিয়েছেন (৭ঃ২৮-২৯)

- “কোথা থেকে এই লোকটি জ্ঞান ও আশ্চর্য্য কাজ করার ক্ষমতা পেয়েছে?” যীশুর উৎসই ছিল ক্ষমতা যা ছিল বিতর্কিত তিনি কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ভাল প্রশিক্ষন পায়নি কিন্তু একজন স্থানীয় বালক ছিলেন। যিহুদীরা তার বৈধতা নিয়ে দোষারোপ করেন দুস্কৃতি হিসাবে অভিহিত করেন। তাদের জন্য যীশুর কার্যক্রম ছিল বিরোধিতা। যা মৌখিক ব্যবস্থা হিসাবে বলা হয়েছে “ক্ষমার যোগ্য নই”। ঐ সময়ে নাসরতে বিশ্বাস করা বড়ই কঠিন ছিল যে, একজন স্থানীয় বালক কিভাবে মোশীহ বা দেবতা হিসাবে অবতার হয়েছেন?

১৩ঃ৫৫- ৫৬পদঃ “একি সেই ছুঁতার মিস্ত্রিও ছেলে নয়” ? কাঠ মিস্ত্রি বলতে যে কাঠের কাজ করেন তাকেই বুঝানো হয়। এখানে কাঠ মিস্ত্রি বলতে যারা পাথর খোদাই করে বা লোহার কাজ করে বা কাঠ নিয়ে কাজ করে তাদেরকেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। ইংরেজদের মতে ঘরে যিনি কাজ করেন বিষয়টি এসেছে, গ্রীক শব্দ থেকেই। এ প্রশ্নগুলো যীশুর নিজস্ব শহরের ও ঘরের লোকেরাই করেছে যে, যীশু ছিলেন এখানে সাধারন বালক। (লূক ২ঃ৪০- ৫২পদ)

- “তাঁহার ভ্রাতারা- - - তাঁহার বোনেরা” এটা পরিস্কারভাবে অর্থ বহন করে যে মাতা মরিয়ম ও পিতা যোষেফের ঘরে যীশুর অর্ধেক ভাই এবং বোন ছিল। (১ঃ২৫,১২ঃ৪ পদ)(মার্ক ৬ঃ৩পদ)

১৩ঃ৫৭পদঃ তারা তাঁর বিরুদ্ধাচারন করলেন। তিনি বিরুদ্ধাচারনের সময় পাথর এবং হোচট খাওয়ার সময় ছোট পাথরটির নির্মাতার প্রত্যাখান করেছে এবং সেটি কোনায় প্রধান হিসাবে স্থাপন করা হয়েছে।

“একজন ভাববাদী” এটা ছিল সাধারন উদাহরন। উহা সমধিক ভাবে পরিচিত ছিল হারনের পরিনতি হিসাবে।

১৩:৫৮পদ: “তিনি সেখানে কোন আশ্চর্য্য কাজ করেন নাই” ঈশ্বর সর্বদাই তাঁর বিশ্বাসীবর্গদের নিয়োগ করেন তাঁর সাথে সম্পর্ক রাখার জন্য এবং কোন সমস্যা সমাধানের জন্য (চুক্তি) এই ভাবে করেন নাই। তিনি কাউকে নিয়োগ দেন নাই। আমরা লূক ৪:২৮- ২৯ পদে শিক্ষা পাই যে তারা তাকে তার বক্তব্যের জন্য হত্যা করতে চেয়েছিল।

আলোচনার প্রশ্ন: ইহা পড়াশুনার নির্দ্দেশক ও সহায়ক যার অর্থ আপনার নিজেকেই বাইবেল অনুবাদে দায়িত্ব বহন করতে হবে। আমাদের প্রত্যেককেই আমদের নিজেদের প্রতিভায় যেতে হবে। আপনি বাইবেলটি পবিত্র আত্মার শক্তিতেই অনুবাদ করবেন। আপনি এখানে মন্তব্যকারী হিসাবে কোন কিছু পরিত্যাগ করবেন না। এই আলোচনার প্রশ্নগুলি আপনাকে নূতনচিন্তা সরবরাহ করতে সাহায্য করবে। আপনি গুরুত্বপূর্ন ভাবে চিন্তা করবেন এই অধ্যায়ের বিষয়গুলো নিয়ে। এইগুলির অর্থ ভাববাণী করার শিক্ষা। কিন্তু স্থিরিকৃত নয়।

১. আপনার নিজের ভাষায় উপমাগুলোর সত্যতাকে তালিকা করুন। এই অধ্যায়ে কোন গুরুত্বপূর্ন বিষয় বা মূলসুর কি আছে ?
২. কিভাবে পূর্বমুক্তি সম্পর্কে অথবা মুল্যে সমঝোতা করবেন ?
৩. “নরক” ও স্বর্গ বাইবেল অনুযায়ী মতবাদ।
৪. কিভাবে যীশুর শিক্ষা গুরুদের থেকে আলাদা ?
৫. নাসরতে তাকে কেন প্রত্যাখান করেছিল?

মথি: ১৪

আধুনিক অনুবাদে অধ্যায় সমূহের ভিনতা

ইউ বি এস৪	এন কে জে ভি	এন আর এস ভি	টি ই ভি	জে বি
যোহন বাপ্তাইজকের মৃত্যুর তারিখ	যোহন বাপ্তাইজকের মস্তক ছেদন	প্রতারনার ঘটনা, গ্রহনযোগ্যতা অথবা প্রত্যাখান যীশুকে	যোহন বাপ্তাইজকের মৃত্যু	হেরোদ এবং যীশু
		১৩:৫৩- ১৭:২৭ যোহনের মৃত্যু		
১৪:১- ১২	১৪:১- ১২	১৪:১- ১২	১৪:১- ২	১৪:১- ২ যোহন বাপ্তাইজকের মস্তক ছেদন
			১৪:৩- ৫ ১৪:৬- ৭ ১৪:৮ ১৪:৯- ১২	১৪:৩- ১২
পাঁচ হাজার লোককে আহার	পাঁচ হাজারকে আহার	পাঁচ হাজার খেয়েছে	যীশু পাঁচ হাজারকে খাবার দিয়েছে	এটি দিয়ে প্রথম আর্শ্চয্য কাজ
১৪:১৩- ২১	১৪:১৩- ২১	১৪:১৩- ২১	১৪:১৩- ১৪ ১৪:১৫	১৪:১৩- ২১

			১৪:১৬ ১৪:১৭ ১৪:১৮– ২১	
জলের উপর হাঁটা	যীশু সমুদ্রের উপর হাটেন	যীশু জলের উপর হাটেন	যীশু জলটির উপর হাটেন	যীশু জলের উপর হাটেন এবং সঙ্গে পিতর
১৪:২২– ২৩	১৪:২২– ২৩	১৪:২২– ২৭ ১৪:২৮– ৩৩	১৪:২২– ২৬ ১৪:২৭ ১৪:২৮ ১৪:২৯– ৩০ ১৪:৩১ ১৪:৩২– ৩৩	১৪:২২– ২৩
গেনাসরটে একজন অসুস্থকে সুস্থ করেন	তাঁকে অনেকেই স্পর্শ করে সুস্থ হয়েছেন		গেনাসরটে যীশু একজন অসুস্থকে সুস্থ করেন	গেনাসরটে সুস্থ করন
১৪:৩৪– ৩৬	১৪:৩৪– ৩৬	১৪:৩৪– ৩৬	১৪:৩৪– ৩৬	১৪:৩৪– ৩৬

পড়ার তিনটি ধাপ (পৃঃ ৬)
লেখকের আসল উদ্দেশ্যকে এঅধ্যায়ে অনুসরন করা হয়েছে। ইহা পড়াশুনার নির্দ্দেশক ও সহায়ক যার অর্থ আপনার নিজেকেই বাইবেল অনুবাদে দায়িত্ব বহন করতে হবে। আমাদের প্রত্যেককেই আমদের নিজেদের প্রতিভায় যেতে হবে। আপনি বাইবেলটি পবিত্র আত্মার শক্তিতেই অনুবাদ করবেন। আপনি এখানে মন্তব্যকারী হিসাবে কোন কিছু পরিত্যাগ করবেন না।

একটি অধ্যায় একেবারেই পড়ে শেষ করতে হয়। বিষয়গুলি চিহ্নিত করতে হয়। উপরের ছকের বর্ণিত অনুসারে বিভিন বিষয়ের উপর ৫টি যেভাবে অনুবাদ করা হয়েছে সেভাবে তুলনা করুন। আসল উদ্দেশ্যকে অনুসরন করতে হবে। যে অনুবাদটি হৃদয় স্পর্শ করেছে। প্রত্যেক অনুচ্ছেদে মাত্র একটি করে বিষয় আছে যেমনঃ

১. প্রথম ধাপ
২. দ্বিতীয় ধাপ
৩. তৃতীয় ধাপ
৪. ইতাদি।

মথিঃ ১৪:১– ৩৬ পদের পটভূমি
(ক) হেরোদ এক চতুর্থাংশ সাম্রাজ্যের শাসন কর্তা যিনি মথি সুসমাচারে উল্লেখ করেছেন। মথি ১৪:১পদ, লূক ৩:১, ৯:৭, ১৩:৩১, এবং ২৩:৭পদ) যিনি মহান হেরোদের পুত্র ছিলেন। মহান হেরোদ মৃত্যুর সময়ে তাহার সাম্রাজ্য তার তিন সন্তানের মধ্যে ভাগাভাগি হয়েছিল। টেট্রার্কের অর্থই চারটি সাম্রাজ্যের মধ্যে এক সাম্রাজ্যের নেতা। হেরোদ, আন্তিপার্স হিসাবেই সমধিক পরিচিত

ছিলেন, যিনি তার শমাসনামলে অল্প বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিল তিনি গালীল এবং পেরোর তার নিয়ন্ত্রনে রেখেছিল এর অর্থই যীশুর পরিচর্যা কাজ ছিল দ্বিতীয় বংশধরদের শাসনামলে ইদুমী শাসকেরা শাসন করেছেন।

(খ) হেরোদিয়া হেরোদ আন্তিপার আরিস্তবুলের মেয়ে, যা তার সম্পর্কে ভাগ্নি। সে পূর্বে ফিলিপকে বিবাহ করেছিলেন। যিনি হেরোদ আন্তিপাসের সৎ ভাই। যিনি চারটি সাম্রাজ্যের (ঞবঃৎধৎপয) মধ্যে এক সাম্রাজ্যকে অথাৎ উত্তর গালীল কে শাসন করতেন তিনি সেই ফিলিপ নয় কিন্তু তিনি ছিলেন অন্য আর একজন ফিলিপ যিনি রোমে বাস করেছিলেন। হেরোদিয়া ফিলিপের একটি মাত্র কন্যা ছিলেন (শালমী)। হেরোদ আন্তিপাস রোম পরিদর্শনে যান তিনি হেবোদিটাসের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং প্রলোভিত হয়ে পড়েন। যিনি নাকি রাজনৈতিক ভাবে অগ্রগন্য ছিলেন তাই হেরোদ আন্তিপাস তার স্ত্রীকে তালাক দেন তার স্ত্রী ছিলেন নাবাটিয়ানের রাজকন্যা। হেরোদিয়া ফিলিপকেও ত্যাগ করেন সুতরাং রাজকন্যা যেন হেরোদ আন্তিপাসকে বিবাহ করিতে পারেন। তিনি ছিলেন হেরোদ আগ্রিপা-১ এর বোন (প্রেরিত১২)

(গ) আমরা হেরোদিয়ার কন্যা শালমী সম্পর্কে জানতে পারি প্লেবিয়াস যোষেফাসের বই থেকে বইটির নাম যিহুদীদের প্রাচীনতা (১৮:৫:৪পদ) তিনি অবশ্যই ১২ তেকে ১৭ বছর যুগের মধ্যেই ছিলেন। তিনি স্পষ্টভাবে নিয়ন্ত্রন এবং নিপূনভাবে তার মায়ের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। পরবর্তিতে তিনি সম্রাট ফিলিপকে বিয়ে করেন কিন্তু শীঘ্রই বিধবা হয়েছিলেন।

(ঘ) প্রায় দশ বছর পরে যোহন বাপ্তাইজকের মস্তক ছেদন করা হয় হেরোদ আন্তিপাস রোমে গিয়েছিলেন এবং তার স্ত্রী হেরোদিয়া দ্বারা প্ররোচিত হয়ে তার পদবী সম্পর্কে খোজছিলেন কারন সম্রাট আগ্রিপা-১ তার ভাই ঐ পদবী গ্রহন করেছিলেন কিন্তু আগ্রিপা-১ রোমে লিখেছেন এবং আন্তিপাসকে দোষী সাবস্ত করেছেন। তার প্রাচীর এবং বিশৃংখলার জন্য। রোমকে শত্রু ভেবে ঘৃনা করেছেন যদিও উর্বর ভূমি ছিল। (মেসোপটেমিয়া) সম্রাট আগ্রিপা-১ সভাবঃতই বিশ্বাস করেছিলেন যে, হেরোদ আন্তিপাস তার স্ত্রী হেরোদিয়াসের সাথে স্পেনে নির্বাসিত হয়েছেন।

(ঙ) ইহা সহজেই স্মরন করতে এবং ভিনতাকে বুঝতে সাহায্য করে যে, হেরোদ হচ্ছে নূতন নিয়মে বর্ণিত, স্মরন করা যায় যিনি বেথলেহেমের শিশুদেরকে মহা হত্যাযজ্ঞ করেছেন। হেরোদ আন্তিপাস হত্যা করেছেন যোহন বাপ্তাইজককে। হেরোদ আগ্রিপা-১ হত্যা করেছেন প্রেরিত যাকোবকে এবং হেরোদ আগ্রিপা-২ পৌলের আবেদন সংরক্ষন করেছেন প্রেরিত কার্য্যবিবরনীতে।

শব্দ ও অধ্যায়ের পড়াঃ

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠঃ ১৪:১-৫

১পদঃ সেই সময়ে যীশুর বিষয়ে প্রদেশের শাসনকর্তা হেরোদ শুনেছিলেন

২পদঃ এবং তিনি তার কর্মচারীদের বললেন, “ইনি বাপ্তিস্মদাতা যোহন যিনি মৃত্যু থেকে বেচে উঠেছেন ? সেই জন্যই তিনি এমন আশ্চর্য্য কাজ করছেন ?

৩পদঃ যখন হেরোদ যোহন বাপ্তাইজককে আটক করেন এবং তিনি বাধ্য হয়েছিলেন তাকে কারাগারে আটকে রাখতে, কারন হেরোদিয়া ভাই ফিলিপের স্ত্রী তাকে প্ররোচিত করেছিল।

৪পদঃ এর জন্য যোহন তাকে বলেছিলেন, “ইহা ব্যবস্থা নয় যে তাকে স্ত্রী হিসাবে গ্রহন করা।”

৫পদঃ হেরোদ যোহনকে মেরে ফেলতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি লোকদেরকে ভয় করতেন। কারন লোকে যোহনকে ভাববাদী বলে মান্য করতেন।

১৪:১পদ: সেই সময়ে প্রদেশ সম্রাট হেরোদ যীশু সম্পর্কে শুনেছিলেন। মথি জ্যেষ্ঠতায় অংশ বিশেষ নিবন্ধন করেছেন (১- ২ পদ) এবং ১৩ পদ যোহন বাপ্তাইজকের মৃত্যু সম্পর্কে তুলে ধরেছেন। ১৩ পদে যীশু কি শুনেছেন? যোহন বাপ্তাইজক মৃত্যু ছিলনা কিন্তু তথ্যটি ছিল যে, হেরোদ শুনেছেন তার সম্পর্কে এবং চিন্তা করেছিল যে, যোহন বাপ্তাইজক তার জীবন ফিরে পেয়েছে।

১৪:২পদ: "এই কি যোহন বাপ্তাইজক" ? লূক ৯:৭- ৯ পদ দেখুন।

- "এর জন্যই আশ্চর্য্য ক্ষমতা তাঁর কার্য্যে" হেরোদ অংশ বিশেষে আলৌকিত ছিলেন। এবং তার নিজের দোষকে যোহন বাপ্তাইজকের মস্তক ছেদনের মধ্য দিয়ে বৃদ্ধি করেছেন। সেখানে কোন ইতিহাসে রেকর্ড নেই যে, যোহন বাপ্তাইজক আশ্চর্য্য কাজ সম্পাদন করেছেন।

১৪:৩পদ: হেরোদ যোহনকে আটক করেছেন তাকে বাধ্য করেছেন জেলখানায় আটক করতে। আমরা শিখতে পাই যোষেফাসের লিখিত প্রাচীনতম পত্রের যিহুদা বই অনুসারে (১৮:৫:২ পদ) মিখিরাজের একটি জেল খানা ছিল। ইহার অংশ বিশ্যেষ খুবই উচু ছিল। গাছে চড়েও পাড় করা যেত না। নেবাথান সম্রাটের দক্ষিন পূর্ব অঞ্চলের মরু সাগরের ধারে ইহা ছিল। ইহা মজার ব্যাপার যে হেরোদের প্রথম স্ত্রী তার বাবার অপূর্নতায় আরিটায় সফলতা অর্জন করেছেন। (২করঃ ১১:৩২) তিনি অনুরোধ করেছেন বিশেষ ভাবে গ্রীস্ম কালীন জায়গা হিসাবে। পরবর্তীতে তাঁর বাবার সৈন্য বাহিনীর সাথে সমস্যা বাঁধে তার প্রাক্তন স্বামী হেরোদ আন্তিপাস এবং সম্পূর্নভাবে তিনি পরাজিত হন। হেরোদ তার সমস্ত কার্যক্রম সেখান থেকে বন্ধ করতো যদি রোমীয় কর্মকর্তাগন কোন বাঁধা সৃষ্টি না করে।
১৪:৪পদ: যোহন তাঁকে বলেছিলেন এটা অসমাপিকা ক্রিয়ার কাল যার অর্থ অতীতের কার্যক্রমের পুনরা উক্তি। যোহন আবারো তার অভিযোগকে পুনরাবৃক্তি করেছেন। এই শাস্তি হয়তো হেরোদ আন্তিপাস অথবা হেরোদীয়ার জন্য। কেননা হয়তো ইহা নীবিঢ়ভাবে সম্পর্কযুক্ত তাদের বিবাহের সাথে। (লেবীয় ১৮:১৬) খুব সম্ভবত তারা অন্যায়ভাবেই পরিত্যাগ করেছিল (দ্বিতীয় বিবরন ২৪:১- ১৪)
১৪:৫ পদ: যদিও হেরোদ তাকে বধ করতে চেয়েছিল তিনি জনসাধারন কে ভয় করতেন ইহা সরাসরিভাবে বিতর্কিত করে (৯ পদ) যেই হোক পুর্বাঞ্চলের অনেক চিন্তাবিদদের অনুভূতি অনুযায়ী এ ধরনের কুখ্যাত ছিল। প্রায়ই যোহনের সাথে আকর্ষনে মুদ্ধ ছিলেন কারন হেরোদ প্রায়ই যোহনের সাথে কথা বলতেন। তখন পর্যন্তএকই সময়ে ভীষন ভয়ের কারনও ছিল।

- " কারন তারা যোহনকে ভাববাদী হিসাবে মান্য করত" যীশু মথি সুসমাচারে বলেছেন (১১:৭- ১১) যোহন বাপ্তাইজক পুরাতন নিয়মের শেষ নবী এবং শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে পুরাতন চুক্তি অনুযায়ী নারীর মাধ্যমে জন্মগ্রহন করেছেন।

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠঃ ১৪:৬- ১২
৬পদ: কিন্তু যখন হেরোদের জন্মদিন আসল সে দিন জন্মদিনের উৎসবে হেরোদিয়ার মেয়ে উপস্থিত লোকদের সামনে নেচে হেরোদকে সন্তুষ্ট করলেন। ৭পদ: সেই জন্যে হেরোদ শপথ করে বললেন যে যা চাইবে তাই তিনি তাকে দেবেন।
৮পদ: মেয়েটি তার মায়ের কাছ থেকে পরামর্শ পেয়ে বলল থালায় করে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের

মাথাটা আমার কাছে এনে দিন।
৯পদঃ এত রাজা হেরোদ দুঃখিত হলেন কিন্তু যারা তার সঙ্গে খেতে বসেছিলেন তাঁদের সামনে শপথ করেছিলেন বলে তিনি তা দিতে আদেশ দিলেন।
১০পদঃ তিনি লোক পাঠিয়ে জেল খানার মধ্যেই যোহনের মাথা কাটালেন পরে মাথাটি থালায় করে এনে মেয়েটিকে দিলে সে তাঁর মায়ের কাছে এনে দিল।
১২পদঃ এর পর যোহনের শিষ্যরা এসে তার মৃত দেহটাকে নিয়ে কবর দিলেন এবং সে খবরটা যীশুকে গিয়ে দিলেন।

১৪:৬পদঃ " কিন্তু যখন হেরোদের জন্মদিন আসল।" এটা কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক সাহিত্যিক প্রামান্য যে এটা সম্ভবত বার্ষিকী ভোজেই তার সূচনাটা চিহ্নিত করেছিলন। পর্যাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্যেই বিচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইহা ছিল সাধারন তার জন্মদিন। এ ধরনের অনুষ্ঠানে মহা ভোজ প্রস্তুত করা সে সময়ের নিয়ম ছিল ।

- "হেরোদিয়ার কন্যা তাদের সামনে নাচলেন" এটা অবশ্যই প্রত্যেক উপস্থিতিকে মারাত্মক ভাবে আশ্চর্য্য করেছে। কারন এ রকম দিনে এবং সময়ে কোন নারীর নাচ অসাধারন ছিল ও অনৈতিক ছিল।

একজন রাজকন্যার নাচ মদ্যপায়ীদের সামনে বিশেষভাবে একজন যুবতীর নাচ অবশ্যই সকলকে আশ্চর্য্য করেছে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যৌন আবেদন মূলক নাচ তাঁর মা দ্বারাই অনুপ্রানিত করেছিল। লক্ষ ছিল হেরোদের মন জয় করা।

১৪:৮পদঃ তাঁর মায়ের পরামর্শ লাভে গ্রীক শব্দ আর্গ থেকে পরামর্শ শব্দটি লওয়া হয়েছে। এটা লক্ষনীয় যে যুবতী মেয়েটি তার মা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়নি কিন্তু বাধ্য হয়েছিল সমস্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে সেই পরিকল্পনা অনুসারে যোহন বাপ্তাইজকের মৃত্যু হয়েছিল।
১৪:৯পদঃ "যদিও তিনি দুঃখ পেয়েছিলেন" তিনি দুঃখিত ছিলেন কারন পূর্বপরিকল্পনা অনুসারে একজন নিরীহ লোককে হত্যা করতে চলেছেন। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধায় পড়েছিলেন। এবং তিনি মদ্যপায়ী অথিতিদের সামনে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে চাইলেন না।

১৪:১১ পদঃ এবং তার মাথা থালায় করে আনা হল এবং মেয়েকে দিলে সে তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে এসেছিল। আমরা জানিনা যে তার মা মাথা দিয়ে কি করেছিল? সেখানে ঐতিহ্য অনুসারে যেরোম চতুর্থ শতাব্দীতে মন্তব্য করেছিলেন যে সে তার জিহ্বা বের করেছিল এবং সেই জিহ্বায় অনেকগুলো পিন ফুটে দিয়েছিল। গ্রীক নিয়ম অনুসারে মেয়ে শব্দটি উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে যেমন যায়ীরের কন্যা। (মার্ক ৫:৪১- ৪২ সেখানে তিনি বার বছরের কন্যা) এবং শালমী। সুতরাং সে সম্ভবত কিশোরী ছিল।

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্র ১৪:১৩ পদঃ
১৩পদঃ যোহনের মৃত্যুর খবর শুনে যীশু একাই সেখান থেকে একটা নির্জন জায়গায় চলে গেলেন। লোকেরা সেই কথা শুনে ভিন ভিন গ্রাম থেকে পথে হেটে তার পিছন ধরল।
১৪পদঃ তিনি নৌকা থেকে নেমে লোকদের ভীড় দেখে মমতায় পূর্ণ হয়ে গেলেন। তাই তাদের মধ্যে যারা অসুস্থ ছিল তাদেরকে সুস্থ করলেন।

১৪:১৩পদঃ “যখন যীশু যোহন সম্পর্কে শুনলেন” এটা মনে হয় ১:২ পদেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে *এবং ৩- ১২ পদের অংশ বিশেষ মনে হলেও মধ্যপথে বাধা হয়নি।

- “তিনি নিজেই সেখান থেকে নৌকায় করে অন্য জায়গায় চলে গেলেন”
  যীশুর পাঁচ হাজার লোককে খাওয়ানোর ঘটনাকে মার্ক লিখিত সুসমাচারে বর্ননা করা হয়েছে। (মার্ক ৬:৩২- ৪৪, লূক ৯:১০- ১৭, যোহন ৬:১- ১৩ প্রতীয়মান হয় যে, তিনি প্রার্থনার জন্যই উঠে পড়েছিলেন। এটা ছিল তার নিয়মিত অভ্যাস। কোন সমস্যায় পড়ার আগে অবস্থা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি হিসাবে প্রার্থনার জন্যই উঠে পড়েছিলেন। যদি যীশু প্রার্থনাকেই নিতান্ত প্রয়োজনে মনে করেন বিশ্বাসীরা তা কতটুকু করে থাকেন ?

- “যখন লোকেরা এটা শুনলেন, তখন লোকেরা পায়ে হেঁটেই শহর থেকে তাকে অনুসরন করলেন” । যীশু কখনও পরিশ্রান্ত বোধ করেননি। লোকদের দেখে নির্দয় হননি, কিন্তু সর্বদা সহানুভূতিতে ভরে যেতেন। (১৪পদ) এটাই মথি সুসমাচারের মূল সুর (৩:৩৬, ১৫:৩২) যদিও যীশু পরিশ্রান্ত বোধ করতেন এবং প্রার্থনার মধ্য দিয়ে পূনঃশক্তি পেতেন। এখনও লোকদেরকে প্রার্থনার গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ আছে। যাদের কে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হয়েছিল তাদের কে তিনি সুস্থ করলেন। যদিও তিনি সর্বদা সুস্থ করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি চাননি তাঁকে যেন সুস্থকারী হিসাবে না চেনে, কিন্তু তার সহানুভূতি ছিল। সর্বত্রই তিনি মানুদের কষ্ট যাতনায় উপস্থিত থাকতেন, যীশু সুস্থ করার সময় দুইটি জিনিষ করতেনঃ

১. তারা তার সুসমাচারে বিশস্ত থাকতেন।
২. তারা দেখতে পেয়েছিল মোশীহের বৈশিষ্ট ও সাম্রাজ্যকে।

যীশু যে লোকদেরকে সুস্থ করেছিলেন মথি সুসমাচারে তা বিভিন সময় বর্ণিত করেছে। (৪:২৩, ৮:১৬, ৯:৩৫, ১৪:১৪, ১৫:৩০, ১৯:২, ২১:১৪)
আমি এখনও বিশ্বাস করি ঈশ্বরের অলৌকিক কার্য্যকে যিনি সুস্থ করেন। আমি বুঝতে পারিনা ঈশ্বর অনেককে কেন সুস্থ করেন এবং অনেককে সুস্থ করেন না। আমি বিশ্বাস করি যে প্রথম শতাব্দিতে সুস্থ্যতার উপর বিশেষ জোড় দেওয়া হয়েছিল কারন যীশূও সুসমাচারকে সত্যতা প্রমান করতে এবং মন্দতার সময়কে দূর করতে সুস্থ্য করেছিলেন।এধরনের ও একই ধরনের ঘটনা যীশুর দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে পুনরায় ঘটতে পারে।

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্র ১৪:১৫- ২১ পদঃ
১৫পদঃ যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসল, তখন শিষ্যরা তাঁর কাছে এসে বলল, “জায়গাটা নির্জন এবং সময়ও দেরী হয়ে গেছে সুতরাং লোকদের কে পাঠিয়ে দিন যেন তারা গ্রামে গিয়ে নিজেদের জন্য খাদ্য ক্রয় করতে পারে” ।
১৬পদঃ কিন্তু যীশু তাদের বললেন, “তাদের যাওয়ার দরকার নেই তোমরাই ওদের খাবারের জন্য কিছু দেও” ।
১৭পদঃ তারা তাকে বললেন, “ আমাদের কাছে মাত্র পাঁচটি রুটি এবং দুটি মাছ আছে” ।
১৮পদঃ এবং তিনি বললেন, “সেগুলো আমাকে দাও” ।
১৯পদঃ পরে তিনি লোকদেরকে ঘাসে বসার নির্দেশ দিলেন, তিনি পাঁচটা রুটি এবং দুটি মাছ নিয়ে

উর্দ্ধে স্বর্গের দিকে তাকালেন তিনি খাদ্যকে আশির্বাদ করলেন এবং রুটি ভাঙ্গলেন এবং সেগুলি শিষ্যদেরকে দিলেন এবং শিষ্যরা লোকজনকে দিলেন।
২০পদঃ এবং তারা সকলেই তৃপ্ত সহকারে খেয়েছিল। তাহারা বাড়টি গুড়া গাড়া গুলি ১২ টি ঝুড়িতে পূর্নভাবে সংগ্রহ করলেন।
২১পদঃ সেখানে প্রায় পাঁচ হাজার পুরুষ ছিল, যারা খেয়ে ছিল। নারী ও শিশুদেরকে গননা করা হয়নি।

১৪:১৫পদঃ "যখন ইহা সন্ধা ছিল" পদঃ ২৩ দেখুন।
মথি এই অধ্যায়টি যীশুর জীবনের একটি গুরুত্ব পূর্ন দিন হিসাবে তুলে ধরেছেন। ইহা অনুমান করা হয় যে, যিহুদীদের সকাল সন্ধ্যা এবং দেরীতে সন্ধ্যা ছিল। সকাল সন্ধ্যা বলতে বিকাল ৩টা পর্যন্ত যখন মন্দিরে সন্ধ্যায় বলি উৎস্বর্গ করা হত। পরবতী সন্ধ্যা বলতে সূর্য ডোবার পরের সময়টিকে বলা হয়।

- "জায়গাটি নির্জন" এর অর্থ ছিল সেখানে কোন বড় শহর ছিলনা। অথবা সাথে কোন গ্রাম'ও ছিল না। এবং লোকদের কোন বসবাস ছিলনা, মরু অঞ্চল ছিল।

১৪ পদের ১৬অধ্যায় ইহা প্রতীয়মান হয় যে, যীশু শিষ্যদের বলেছিলেন জনগনকে খাবার দিতে (মার্ক ৬:৩৭) পদ গ্রীক শাস্ত্রানুসারে ইহা একটি সহানুভূতি। তারা হতবাক হয়ে পড়েছিল। তারা সহজেই ভুলে গিয়েছিলেন কে তাদের সঙ্গে আছেন।
১৪:১৭পদঃ " আমাদের কাছে মাত্র পাঁচটি রুটি ও দুটি মাছ আছে" । এটা ছিল একজন বালকের দুপুরের খাবার। (যোহন ৬:৯ পদ) মন্তব্যকারী এ আশ্চর্য্যকাজে হতভম্ব (উইলিয়াম বার্কলে এবং অন্যান্যরা ইতিবাচক যুক্তি দেখান) অনেকেই বলতে চেষ্টা করে যে, ঘটনাটি কি ঘটেছিল? বালকটি তাঁর খাবার নিয়ে অন্যান্যদের সাথে সহভাগ করেছিল। এবং অন্যান্যরাও তা দেখে নিজেদের জন্য আনা দুপুরের খাবার সহভাগ করেছে। যেটি নাকি প্রতিদিনের খাবারের পর্যাপ্তটা ছিল। এটা উদাহরন হিসাবে পূর্ব সমর্থন যোগ্য হিসাবে বাইবেল লেখকদের স্পষ্ট অর্থ থেকে ভূল অনুবাদ করে থাকে। যেখানে বারটি ঝুড়ি ভর্তি ছিল, যে খাবার সহভাগের পরও অতিরিক্ত হিসাবে সংগ্রহ করেছিল। এটা লক্ষ্যনীয় যে যীশু অলৌকিক কাজের মাধ্যমেই রুটিকে অধিক তৈরী করেছিলেন কিন্তু কোনটাই নষ্ট করেননি কারন শিষ্যরা অতিরিক্ত রুটিগুলোকে পরবতীতে সংগ্রহ করেছে। অধিক খাদ্য তৈরী ছিল প্রকৃত শয়তান দ্বারা যীশুর পরিক্ষা, মথি ৪:১- ৪ পদ যীশু মানবিক চাহিদা অনুসারে খাবার দিয়েছিলেন। একটা কারন হিসাবে দেখা যায় যীশু কেন পূর্বের পরিক্ষাতেও প্রার্থনা করতে চেয়েছেন। লোকেরা চেয়েছিল তিনি যেন রুটির রাজা হন। (যোহন ৬:১৫পদ)

১৪:১৮ পদঃ "সেগুলো আমার কাছে আনো" যীশু শুধুমাত্র জনসাধারনকে খাওয়ানোর জন্য এটা করেছিলেন এমন নয় কিন্তু শিষ্যদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং তাদের বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য করেছিলেন। তার অন্যান্য অলৌকিক কাজের মত এটাও ছিল একটা সত্য উদ্দেশ্য। অসহায়দের প্রতি সহানুভূতি এবং শিষ্যদের প্রতি বিশ্বাসের প্রত্যাশাকে তৈরী করতে এ ধরনের দুটো প্রেষনাদায়ক আশ্চর্য্য কাজ তিনি করেছেন।

এই খাবার ছিল যিহুদীদের মোশীহের ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ যিহুদীদের প্রত্যাশা ছিল একমাত্র মোশীহই মোশীর মত কাজ সম্পাদন করতে পারবেন। এ খাবার ছিল নূতন মানা যা অতীতেও করা হয়েছিল। (যোহন ৬)

১৪:১৯পদঃ "লোকদেরকে ঘাসে বসানোর জন্য নির্দেশ দিলেন" সাহিত্যে বলে "প্রত্যাশায় ঘাসে বসেছিল" এটা ছিল সাধারন খাবার। পলেষ্টিয়রা সাধারনত ঘাসে বসেই খেতেন তারা প্রতি দলে পঞ্চাশ থেকে একশত জন করে বসেছিল। (মার্ক ৬:৩৯- ৪০) এই পরিপূর্ন উপস্থিতি সবুজ ঘাসের অর্থ ইহা ছিল সম্ভবত বসন্ত কাল।

"স্বর্গের দিকে চাইলেন ও খাবারকে আশির্বাদ করলেন"
যিহুদীদের প্রার্থনার সাধারন অবস্থা ছিল, চোখ এবং হাত স্বর্গের দিকে উত্তলোন করা। হাটু গেড়ে প্রার্থনা ছিল যিহুদীদের জন্য অসাধারন। বর্তমানে আমাদের আধুনিক অভ্যাস হচ্ছে মাথা নত করা এবং চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করা। ইহা যীশুর উপমা এবং ফরিশী ও একজন পাপীর প্রার্থনা থেকে এসেছে। যদি আমরা আমাদের মাথা নত করে এবং চোখ বন্ধ করে প্রার্থনা করি তা সত্যই বাইবেল সিদ্ধ কিন্তু মনে রাখতে হবে আমরা যেন আমাদের বুকে'ও অবশ্যই আঘাত করি। (লূক ১৮:৯- ১৪)

১৪:২০পদঃ "বারটি ঝুড়ি ভর্তি"
বিশেষ বিষয়টি- সংখ্যাটি বার অনুস্মরন করে

"বিশেষ বিষয় বার সংখ্যাটি"
বার সর্বদা সংগঠনের প্রতীক সংখ্যা বহন করে।

১. বাইবেলের বাইরেঃ
(ক) যোদিয়াক ১২ টি চিহ্ন
(খ) বছরে বারটি মাস।

২. পুরাতন নিয়মে
(ক) যাকোবের বারজন পুত্র
(খ) প্রতিফলন ঘটে নিমরুপঃ
- ১. বেদীতে বারটি স্তম্ভ। যাত্রাঃ ২৪:৪
- ২. মহাযাজকের বুকপাটায় বারটি স্বর্ণালংকার। যাত্রাঃ ২৮:২১
- ৩. তাবুর পবিত্র স্থানে বারটি রুটি। লেবীয় ২৪:৪
- ৪. কনানে বারজন গুপ্তচর পাঠান। গননা ১৩
- ৫. খড়ায় বারটি লাঠি প্রদর্শিত। গননা ১৭:২
- ৬. যিহুশুয়ের বারটি পাথর। যিহুশুয়ো ৪:৩,৯,২০
- ৭. শলোমনের বারটি প্রসাশন শহর। ১ম রাজাবলী ৪:৭
- ৮. এলিয়ের বেদীতে বারটি পাথর। ১ম রাজাবলী ১৮:৩১

নূতন নিয়ম অনুসারেঃ

(ক) বারজন প্রেরীত নির্বাচন
(খ) বারটি ঝুড়ি। মথি ১৪:২০
(গ) বারটি রাজ সিংহাসন। মথি ১৯:২৮
(ঘ) বারজন স্বর্গদূত যীশুকে উদ্ধার। মথি ২৬:৫৩
(ঙ) প্রকাশিত বাক্যের প্রতীক:-
১. ১৪৪,০০০ (১২*১২) ৭:৪,১৪; ১- ৩
২. নারীদের মুকুটে বারটি তারা। ১২:১ পদ
৩. বারটি দরজা, বারজন দূত বারটি গোষ্ঠীর। ১২:১২পদ
৪. যেরুশালেমের বারটি ভিত্তি প্রস্তর, বারজন প্রেরীতের নাম। ২১:১৪ পদ:
৫. বার হাজার ষ্টাডিয়া। ২১:১৬ পদ:
৬. মুক্তার বারটি গেইট। ২১:২১ পদ
৭. যেরুশালেমের বৃক্ষে বার ধরনের ফল। ২২:২ পদ

১৪:২১" যারা খেয়েছিল তাদের মধ্যে স্ত্রীলোক ও ছোট ছেলে মেয়ে ছাড়া কম বেশী পাঁচ হাজার পুরুষ ছিল।"
এটা যে কোনভাবে পরিত্যক্ত জায়গা ছিল সেখানে সম্ভবত খুব বেশী স্ত্রীলোক অথবা ছোট ছেলে মেয়ে উপস্থিত হতে পারেনি। যারা ছিল তাদের মধ্যে অসুস্থদেরকেই সুস্থ করার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল। উপস্থিত সর্বশুদ্ধ লোকের সংখ্যা ৬- ৭ হাজারের মত ছিল, কিন্তু ইহাও কোন নিশ্চিত নয়।

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্র ১৪:২২- ২৭
২২পদ: তৎক্ষনাৎ যীশু শিষ্যদেরকে তাগাদা দিলেন যেন তারা নৌকায় উঠে তার আগে অন্য পারে যান। আর এদিকে যীশু লোকদেরকে বিদায় করলেন।
২৩পদ: লোকদেরকে বিদায় করে প্রার্থনা করবার জন্য তিনি একা পাহাড়ে উঠে গেলেন। যখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসল তখনও তিনি সেখানে একাই রইলেন ।
২৪পদ: ততক্ষনে শিষ্যরা নৌকা ডাঙ্গা থেকে অনেক দূরে গিয়ে পড়েছিল এবং বাতাস উল্টো দিকে থাকাতে ঢেউয়ের কারনে নৌকা ভীষন ঢুলছিল।
২৫পদ: শেষ রাতে যীশু সমুদ্রের উপর দিয়ে হেটে শিষ্যদের কাছে আসছিলেন।
২৬পদ: শিষ্যদের একজন সাগরের উপর হাটতে দেখে ভীষন ভয় পেয়ে বললেন "ভূত ভূত" আর তারা পরে চিৎকার করে বলতে লাগলেন ভূত ভূত।
২৭পদ: যীশু তখনই তাদের বললেন, "এইতো আমি ভয় করোনা, সাহস কর।"

১৪:২২পদ: তৎক্ষনাৎ যীশু শিষ্যদেরকে নৌকায় উঠতে তাগাদা দিলেন। যীশু জলের উপর হেটে যাওয়ার ঘটনাটি আর একটি উদাহরন এবং তার অলৌকিক কাজ করার ক্ষমতা যেন শিষ্যদের বিশ্বাসের দৃঢ়তা বৃদ্ধি পায়।

- "যখন তিনি লোকেদের বিদায় দিলেন" তারা সকলেই আশ্চর্য্যভাবে খাবার দেওয়ার জন্য উক্তেজিত হয়েছিলেন এবং তাকে রাজা বানাবার জন্য পদক্ষেপ গ্রহন করেছিলেন (যোহন ৬:১৫) এটি ছিল শয়তার দ্বারা পরীক্ষিত হওয়ার মত। (মথি ৪:১- ৪ পদ) সেখানে বলা হয়েছে "পাথর যেন রুটিতে পরিনত হয়"। ইহা একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় ছিল যে, পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য যীশুর অত্যন্ত জরুরীভাবে প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল পিতার কাছে প্রার্থনা ও কথা বলা। সেখানে মারাত্তকভাবে লোকদের কাছে সন্দেহ হয়ে পড়েছিল তার সুস্থতা প্রদান ও খাবার বৃদ্ধি নিয়ে।

১৪:২৩পদ: "তিনি নিজেই প্রার্থনার জন্য পাহাড়ে উঠলেন।" এটি ছিল তার কাজের মূল বিষয়ে ফিরে যাওয়া, ১৩পদ। সুসমাচারে বার বার যীশুর একাকীত্ব প্রার্থনাকে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। যদি তিনি ঈশ্বর থেকে অবতার হয়ে থাকেন তথাপিও তাঁর প্রার্থনার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু আমরা কতটুকু এইরুপ করে থাকি?

১৪:২৪পদ: "নৌকাটি ইতিমধ্যে ডাঙ্গা থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিল"। মার্ক ৬:৪৭ পদ অনুসারে নৌকাটি হ্রদের মাঝখানে চলে গিয়েছিল।

১৪:২৫ পদ-
এন এ এস বি, এন কে জে ভি, জে বি- "রাত্রির ৪র্থ প্রহরে"
এন আর এস ভি- "খুব ভোরে"
টি ই ভি - "ভোর ৩টা থেকে ৬টার মধ্যে"
রোমীয়দের সময় গননা অনুসারে এটি ছিল কৌশলগত সময়ের ব্যবহারের কৃত নাম যে টি ছিল ৩ ঘটিকা,ও ৬ ঘটিকা (মার্ক ১৩:৩৫) প্রকৃত পক্ষে যিহুদীদের রাতের মাত্র তিনটি সময় ছিল (বিচার ৭:১৯ বিলাপ ২:১৯ পদ) কিন্তু রোমান সম্রাটের সময়েই তারা চারটি ভাগে সময়কে ভাগ করেছেন। লক্ষনীয় যে যীশু অধিকাংশ সময়ে রাতেই প্রার্থনা করেছেন।

- "তিনি সাগরের উপর দিয়ে হেটে তাদের কাছে এসেছিলেন"। কারন সমুদ্রে প্রচন্ড বাতাসের ঢেউ ছিল। তাঁর আসার অবশ্যই দরকার ছিল এবং দূর থেকে দেখতে পেলেন ঢেউয়ে নৌকা গুলি উঠে আসছিল এখানে যীশু আবারো প্রকৃতির উপর তার ক্ষমতাকে দেখালেন। আমরা অন্যান্য সুসমাচার থেকে শিক্ষা পাই যে, যীশু অতি সহজেই শিষ্যদের কাছে হেঁটে আসছিলেন। কিন্তু তাদের ভয়ের কারনেই তাদের নৌকায়, তাঁর আসার প্রয়োজন ছিল।

১৪:২৬ পদ "ইহা ভূত" লূক ২৪:৩৭ পদ অনুযায়ী উপরের কুঠুরীতে যা বলা হয়েছিল তারই প্রকৃত ঘটনা। তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। যীশূর প্রথম শব্দই ছিল "ভয় করনা" (বর্তমান কার্যক্রমের সাথে নেতীবাচক অভ্যাস)। এই শব্দ উৎসাহ মূলক এবং বারবার পুনরুক্তি হয়েছে (মথি: ১৪:২৭; ১৭:৭; ২৮:১৯, মার্ক: ৬:৫০, লূক: ৫:১০; ১২:৩২, যোহন: ৬:২০, প্রকাশিতবাক্য ১:১৭)।

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্র ১৪:২৮- ৩৩।
২৮-পদ: পিতর তাঁকে বললেন, "প্রভু যদি আপনিই হন তবে জলের উপর দিয়ে আপনার কাছে যেতে আমাকে আদেশ দিন"।
২৯পদ: এবং তিনি বললেন, "এসো, তখন পিতর নৌকা থেকে নেমে জলের উপর দিয়ে হেটে

যীশুর কাছে চললেন" ।
৩০পদঃ কিন্তু জোড়ে বাতাস বইতে দেখে তিনি ভয় পেয়ে ডুবে যেতে লাগলেন এবং চিৎকার করে বললেন, "প্রভু আমাকে বাঁচান" ।
৩১পদঃ যীশু তখনই তাঁকে হাত বাড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন, তুমি অল্প বিশ্বাসী কেন সন্দেহ করলে ?
৩২পদঃ তারা নৌকায় উঠলে পর বাতাস থেমে গেল।
৩৩পদঃ এবং যারা নৌকায় ছিল তারা যীশুকে ঈশ্বরের সম্মান দিয়ে বললেন সত্যি আপনি ঈশ্বরের পুত্র।

১৪ঃ২৮পদঃ পিতর তাঁকে বললেন, পিতর দ্রুতবেগে ধাবমান হয়েছিল। সে দৃঢ় বিশ্বাস ও সন্দেহে হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল।

"যদি তুমি হও" ইহা প্রতীয়মান শ্রেনীর শর্তআরোপিত বাক্য। যেটি মনে করা হয় সত্য লেখকের প্রেক্ষাপট অথবা তার সাহিত্যের উদ্দেশ্য। পিতর জানতেন তিনি যীশু ছিলেন।

১৪ঃ৩০পদঃ "বাতাস দেখতে ছিলেন" যখন তিনি দেখলেন ঢেউ হচ্ছে ও বাতাস বইছে তখন তার বিশ্বাস হারাতে বসেছিল।

"প্রভু আমাকে রক্ষা করুন" "রক্ষা করা" শব্দটি পুরাতন নিয়মে সুন্দর ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে এটি শারিরিক মুক্তির কথাও বলা হয়েছে। (যাকোব ৫ঃ১৫ পদ)
১৪ঃ৩১ পদঃ 'তুমি অল্প বিশ্বাসী" মথি লিখিত সুসমাচারের এটিই মূল সূর (৬ঃ৩০, ৮ঃ২৬, ১৬ঃ৮) যীশুর অনেক গুলো আশ্চর্য্য কাজের মধ্যে দিয়ে শিষ্যদের বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করেছিল। যাদের অল্প বিশ্বাস আছে ঈশ্বর তাদের সাথেই কাজ করেন। (আমেন)
১৪ঃ৩২পদঃ 'তাকে সম্মান করে বললেন" সত্যিকারে তুমি ঈশ্বরের পুত্র যীশু' ও এই সম্মান যীশু গ্রহন করেছিলেন। তারা ঈশ্বরের পুত্র সম্পর্কে কতটুকু জানতে পেরেছিল ? এবং তার আলৌকিক কার্য্য দেখে এবং শুনে তারা কতটুকু বুঝতে পেরেছিল। এই ধাপটি স্পষ্টভাবে ও পরিপূর্ন ভাবে ধর্মতত্ত্বে স্বীকার করে। ইশ্বর পুত্র শব্দটি বা বিষয়টি মথি লিখিত সুসমাচারে প্রায়ই ব্যবহার করা হয়েছে (১৬ঃ১৬, ২৬ঃ৬৩, ২৭ঃ৪০, ৪৩ঃ৫৪) লূক ২৭ঃ৬৪ পদে এ ধরনের বিষয়ের কোন উল্লেখ নেই। অনেকেই মনে করেন যে, এই ধরনের প্রয়োগ পূর্ন ধর্মতাত্ত্বিক নয় কিন্তু পূর্ন দেবতা হিসাবে প্রয়োগ করে। এটাও সত্য হতে পারে। তাদের বুঝার উনতি ছিল। কিন্তু ইহা বর্তমানে মারাত্তক ধর্মতাত্ত্বিক দিক দিয়ে তৈরী করা অথবা গ্রীকদের বিষয় অনুসাওে প্রকাশ করা।
আলোচনার প্রশ্নঃ-
ইহা পড়াশুনার নির্দ্দেশক ও সহায়ক যার অর্থ আপনার নিজেকেই বাইবেল অনুবাদে দায়িত্ব বহন করতে হবে। আমাদের প্রত্যেকেরই আমাদের নিজস্ব প্রতিভায় যেতে হবে। আপনি বাইবেলটি পবিত্র আত্তার শক্তিতেই অনুবাদ করবেন। আপনি একজন মন্তব্যকারী হিসাবে কোন কিছু ত্যাগ করবেন না। এ আলোচনার প্রশ্নগুলি এই বইয়ের বিশেষ বিষয় গুলো নিয়ে চিন্তা করতে সাহায্য করবে। এর অর্থ ভাববাণী করার শিক্ষা, কিন্তু স্থিরিকৃত নয়।

১. কেন ৩- ১২ পদগুলির শিক্ষা সম্পর্কহীন শব্দ
২. আপনি কি নূতন নিয়ম অনুযায়ী হেরোদকে ভিন হিসাবে চিহ্নিত করতে পারেন ?

৩. যোহন বাপ্তাইজকের প্রতি হেরোদিয়ার রাগের কি কারন ছিল?
৪. যীশুর অলৌকিক কাজের উদ্দেশ্য কি ছিল?
৫. মথি ৪:১ পদ অনুসারে যীশু শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত ও পরিত্যাগপ্রাপ্ত হওয়ার পরও অনেক লোকদেরকে দুবার খাইয়েছিলেন।
৬. পিতরের ভয়ের প্রতিক্রিয়া কি রকম ছিল? এবং আমাদের বিশ্বাসে শিষ্যরা কি খুবই সাহায্যকারী?

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্র ১৪:৩৪- ৩৬
৩৪পদ: পরে তারা সাগর পাড় হয়ে গীনেসরৎ এলাকায় এসে নামলেন।
৩৫পদ: সেখানকার লোকেরা যীশুকে চিনতে পারল এবং এলাকার সব জায়গায় খবর পাঠাল এবং অসুস্থ লোকদিগকে তাঁর কাছে আনা হল।
৩৬পদ: এবং তাকে অনুরোধ করল যেন সেই অসুস্থ্যরা তাঁর চাঁদরের কিনারাটা কেবল ছুতে পারে । আর যত লোক তার কাপড় ছুলো ততলোক সুস্থ হল।

১৪:৩৪পদ: " তারা সাগর পাড় হয়ে গীনেসরতে এসে নামলেন" ।
'পার হওয়া' শব্দটি সন্দেহ জনক শব্দ। মার্ক ৬:৪৫ পদ বৈথসদা নামে একটি জায়গা আছে যার অর্থ মাছের ঘর। বৈৎসদা নামে অবশ্যই দুইটি জায়গা আছে। ভৌগলিক বর্ননায় কিছু সন্দেহ থাকলেও তিনটি সুসমাচারে বৈৎসদা সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। যীশু ফিলিপের সাম্রাজ্যে অবস্থান করছিলেন। এবং হেরোদের সাম্রাজ্যে তিনি ফিরে যাননি। গিনেসরত প্রাথমিকভাবে পরজাতীয় এলাকা সম্ভবত এইভাবেই তিনি যিহুদী লোকদের মধ্যে থেকে গ্রহন করেছিলেন এবং পরবর্তীতে কৈশর ফিলিপকে পেয়েছিলেন।

১৪:৩৫ পদ: 'লোকেরা ঐ জায়গায় তাঁকে চিনতে পারল" একই ঘটনা ১৩ পদে আবারো ঘটেছে এবং যীশু আবারো তার কাছে দরিদ্র লোকদেরকে গ্রহন করেছে। সে প্রদর রোগ গ্রস্থ মহিলার মত যার বিশ্বাসে অলৌকিক কার্য্য সংঘঠিত হয়েছিল (৯:২০) তারা চেয়েছিল তার কাপড়ের কিনারা স্পর্শ করতে (৩৬পদ) যীশু তাদের বিশ্বাসে দূর্বল থাকলেও গ্রহন এবং কাজ করেছেন। তাঁর সহানুভূতি পরিস্কার ভাবে দেখা যায় যে অযিহুদীদের উপরই অলৌকিক কাজ হয়েছে।

মথি ১৫
আধুনিক অনুবাদে অধ্যায় সমূহের ভিনতা

ইউ বি	এন কে জে ভি	এন অর এস ভি	টি ই ভি	
পূর্ব পুরুষদের প্রথা	গংকীর্নতার মধ্য থেকে উঠে আসা	পূর্ব পুরুষদের প্রথা	পিতৃ পুরুষদের শিক্ষা	ফরিশিদের প্রথা
১৫:১- ৯	১৫:১- ২০	১৫:১- ৯	১৫:১- ২ ১৫:৩- ৯	১৫:১- ৯
১৫:১০- ২০			বিষয়, সম্পদ	শুচী ও অশুচীর

			গুলোই ব্যক্তিকে অশুচী করে ১৫:১০- ১১ ১৫:১২ ১৫:১৩- ১৪ ১৫:১৫ ১৫:১- ২০	উপর ১৫:১০- ১১ ১৫:১২- ১৪ ১৫:১৫- ২০
কনানীয় স্ত্রীলোকের বিশ্বাস ১২:২১- ২৮	একজন অযিহুদীর বিশ্বাস ১৫:২১- ২৮	কনানীয় স্ত্রীলোক ১২:২১- ২৮	একজন নারীর বিশ্বাস ১৫:২১- ২২ ১৫:২৩ ১৫:২৪ ১৫:২৫ ১৫:২৬ ১৫:২৭ ১৫:২৮	কনানীয় স্ত্রীলোকের মেয়ের সুস্থতা লাভ ১৫:২১- ২৮
লোকদের সুস্থ করন ১৫:২৯- ৩১	ভীড়ের মধ্যে যীশুর সুস্থ করন ১৫:২৯- ৩১	সুস্থ করন ১৫:২৯- ৩১	যীশু অনেক লোককে সুস্থ করেন ১৫:২৯- ৩১	যীশুর হ্রদের কাছে অভিশাপ ১৫:২৯- ৩১
চার হাজার লোককে খাওয়ানো ১৫:৩২- ৩৯	চার হাজার লোককে খাওয়ানো ১৫:৩২- ৩৯	চার হাজার লোককে খাওয়ানো ১৫:৩২- ৩৯	যীশু চার হাজার লোককে খাওয়ান ১৫:৩২ ১৫:৩৩ ১৫:৩৪এ ১৫:৩৪বি ১৫:৩৫- ৩৮ ১৫:৩৯	রুটির দ্বিতীয় আশ্চর্য্য কাজ ১৫:৩২- ৩৯

তৃতীয় ধাপের পড়া (পৃষ্ঠা ৭ দেখতে হবে)
লেখকের আসল উদ্দেশ্যকে এতঅধ্যায়ে অনুসরন করা হয়েছে। ইহা পড়াশুনার নির্দেশক ও সহায়ক যার অর্থ আপনার নিজেকেই বাইবেল অনুবাদে দায়িত্ব বহন করতে হবে। আমাদের প্রত্যেকেরই আমাদের নিজস্ব প্রতিভায় যেতে হবে। আপনি বাইবেলটি পবিত্র আত্মার শক্তিতেই অনুবাদ করবেন। আপনি একজন মন্তব্যকারী হিসাবে কোন কিছু ত্যাগ করবেন না।
একেবারেই একটি অধ্যায় পড়ে শেষ করতে হয়। বিষয় বস্তু গুলোকে চিহ্নিত করতে হয়। উপরের ছকের মত বিষয় বস্তু পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করে অনুবাদের সাথে তুলনা করুন। অধ্যায় গুলো যেন আপনাকে অনুপ্রানিত না করে কিন্তু আসল উদ্দেশ্যকে অনুসরন করতে হবে। প্রত্যেক অনুচ্ছেদে একটি করে বিষয় বস্তু আছে যেমনঃ

১. প্রথম অনুচ্ছেদ

২. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ
৩. তৃতীয় অনুচ্ছেদ
৪. ইত্যাদি।

শব্দ ও শব্দগুচ্ছের পড়া

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্র ১৫:১- ১১ ১পদঃ যিরুশালেম থেকে কয়েকজন ফরিশী ও ধর্ম শিক্ষক যীশুর কাছে এসে বললেন, ২পদঃ "পুরানো দিনের ধর্ম শিক্ষকদের দেওয়া যে নিয়ম চলে আসছে আপনার শিষ্যরা তা মেনে চলে না কেন? খাওয়ার আগে তারা হাত ধোয়না"। ৩পদঃ উত্তরে যীশু বললেন, "যে নিয়ম চলে আসছে তার জন্য আপনারাই বা কেন ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করেন"? ৪পদঃ ঈশ্বর বলেছেন, "মা বাবাকে সম্মান করো" এবং যার কথায় মা বাবার প্রতি অশ্রদ্ধা থাকে তাকে অবশ্যই মেরে ফেলতে হবে। ৫পদঃ কিন্তু তারা বলে থাকেন, যদি কেউ তার মা কিংবা বাবাকে বলে, আমার যে জিনিষ দ্বারা তোমার সাহায্য হতে পারত, তা ঈশ্বরের কাছে দেওয়া হয়েছে। ৬পদঃ তবে মা বাবাকে তার আর সম্মান করবার দরকার নেই। আপনাদের এসব চলতি নিয়মের জন্য আপনারা ইশ্বরের বাক্য বাতিল করেছেন। ৭পদঃ ভন্ডেরা! আপনাদের সম্বন্ধে নবী যিশাইয় ঠিক কথাই বলে ছিলেন।

১৫:১পদঃ "ফরিশিরা" প্রথম শতাব্দীতে যিহুদীধর্মে তারাই ছিল সবচেয়ে বাহ্যিকগত ভাবে একটি রক্ষনশীল ধর্মীয় দল। তারা মাক্কাবীয়দের আমলে উনতি লাভ করেছিল। এ নামের অর্থ হতে পারে "পৃথক কৃত জনেরা"। যীশু সমস্ত ফরিশীকে দোষারোপ করেনি কিন্তু কেবল যারা বাহ্যিকভাবে নিজেদের কে ধার্মিক গনিত করে তাদেরকে তিনি দোষারোপ করেন (যিশাইয় ২৯:১৩) ফরিশীদের উৎপত্তি ও ধর্মতাত্ত্বিক বিষয় সমূহকে পরিপূর্নভাবে জানতে হলে (মথি ২২:১৫ পদ পড়তে হবে)।

- "যিহুদী লেখক" এরা পেশাগত ভাবেই ধর্মীয় ব্যবস্থা ব্যক্তার দল, ব্যবস্থা পত্র লেখা এবং বাচনিক প্রথায় অত্যন্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, যিহুদীদের প্রাত্যহিক ধর্মীয় জীবনে তারাই ব্যবস্থা সংক্রান্ত কাজ গুলো পরিচালনা করতেন।

- " যিরুশালেম থেকে" যীশু এই সময়ে গালীলে ছিলেন সুতরাং এই সমস্ত লোকেরা তাঁর কথা শুনার জন্য দীর্ঘ পথ ধরে যাত্রা করেছিলেন।

১৫:২ পদঃ "তোমার শিষ্যগন" শিষ্যরা ছিলেন গালীলের, যেখানে যিহুদী ধর্ম যিরুশালেম এলাকার মত কঠিন ছিল না।

- " পূর্ব পুরুষদের প্রথা" এটা বৃহত্তম বাচনিক প্রথা বলা 'মিস্‌না' এর নিকট নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেটি মোশীর ব্যবস্থাকে অনুবাদ করা হয়েছিল এবং দৈনিক জীবনে প্রয়োগ করতে সাহায্য করেছিল। মিস্‌না সম্পূর্নভাবে যিহুদা রাব্বিদের দ্বারা সংকলন করা হয়েছিল খ্রীষ্টের মৃত্যুর ২০০ শতাব্দীতে এবং পরবর্তীতে এটি তালুকদের অংশ হিসাবে পরিগনিত হয়। রাব্বিরা ইহাকে ব্যবস্থার নির্ভর যোগ্য হিসাব বিশ্বাস করেছিল। (আদিঃ দ্বিতীয় বিবরন) এর

জন্যই ইহা বিশ্বাস করা হয়েছে যে মোশীর নিকট ঈশ্বর মৌখিক ভাবে দর্শন দিয়েছিলেন। (দ্বিতীয় বিবরন ৪:১৪)

- " খাওয়ার আগে তারা হাত ধোয়না" হাত ধোয়ার উদ্দেশ্য বিধান সম্মত ছিল না কিন্তু এটা ছিল পর্বটি পালনের জন্য পরিস্কৃত হওয়া। পুরাতন নিয়ম প্রতিটি আহারের পূর্বে হাত ধোয়ার কথা উল্লেখ করেনি কিন্তু যাত্রা পুস্তক থেকে ৩০:১৯ পদ থেকে ঐতিহ্যগতভাবে চলে এসেছে। যেখানে পুরোহিতরা হাত ধুয়েছিল লেবীয়ঃ ১৫ অনুযায়ী অশুচী দ্রব্য স্পর্শ করলে পরে হাত ধুতো। যীশু খ্রীষ্টের সময়ে খাবারের পূর্বে হাত ধোয়া ছিল যিহুদী সমাজে ধর্মীয় জীবনের একটি প্রধান অংশ। প্রাথমিক পর্যায়ে একজন গুরুকেও সমাজ চ্যুত্য করা হয়েছে নিয়মানুযায়ী হাত পরিস্কার না করার জন্য। শুধুমাত্র খাবারের পূর্বেই ধৌত করার নির্দেশ ছিল না।কিন্তু স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একান্ত যৌন ক্রিয়ার পরেও ধৌত করা ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠান।

১৫:৪পদঃ "ঈশ্বর বলেছেন" মার্ক ৭:১১ পদে আছে মোশী বলেছেন, এটা দেখানো হয়েছে যে, যীশুর ক্ষমতার উদ্দেশ্যটি পুরাতন নিয়ম থেকেই প্রভাবিত করা হয়েছে। নূতন নিয়মের অধিকাংশ উক্তি পুরাতন নিয়ম থেকেই লওয়া হয়েছে।

- "তোমার পিতা মাতাকে সম্মান করিও" যীশুর দশ আজ্ঞার উক্তিটি এখানে করেছেন (যাত্রা ২০:১২, দ্বিতীয় বিবরন ৫:১৬) সম্মান শব্দটি ছিল ব্যবসায়িক শব্দ যার অর্থ ওজন অনুসারে প্রদান করা।
- তিনি পিতা মাতার মন্দতা সম্পর্কে বলেছেন যে মৃত্যুতে রাখা হয়েছে। (যাত্রা ২১:১৭, লেবীয় ২০: দেখুন)

১৫:৫ পদঃ

এন এস বি, এন আর এস ভি– "ঈশ্বরকে দত্ত হয়েছে"

এন কে জে ভি– "মন্দিরে উৎস্বর্গ করেছে"

টি ই ভি– "ঈশ্বর হতে জাত"

জে ভি– "ঈশ্বরকে উৎস্বর্গ করেছে"

নত হওয়া বা উৎস্বর্গ করার ধারনাটি ঈশ্বরের উৎসের অপ্রয়োজনীয়তাকে বলা হয়েছে কোরবান অথবা দাবীর নীচে "মার্ক ৭ এই নত যেভাবেই হোক অপর্য্যাপ্ত উৎস থেকেই বৈধ করে সাহায্যের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। (যদিও তারা নিজস্ব কারনে অন্যদের জন্য ব্যবহার করেছে)

১৫:৬ পদঃ "তোমার ঐতিহ্যগত কারনে" এই বিষয়টি অনুভূতিতেই বারবার ব্যবহার করা হয়েছে।

১. প্রথম করিন্থীয় ১১:২– ২৩ সুসমাচারের সত্যতার
২. মথি ১৫:৬, ২৩:১, মার্ক ৭:৮, গালাতীয় ১:১৪পদ (যিহুদীদের ঐতিহ্য)
৩. কলসী ২:৬– ৮ জ্ঞানবাদের দৃষ্টিতে
৪. রোমান ক্যাথলিকরা এই পদটিকে বাইবেলের প্রমানিত শাস্ত্রবাক্য এবং কর্তৃত্বের ঐতিহ্যগত ক্ষমতা বলে মনে করেন। যাইহোক বর্তমান অবস্থাতে ইহা প্রেরীতদের সত্যতা অথবা বলা অথবা লিখিত হিসাব মনে করা হয়। ২ থিষলনীয় ৩:৬ পদ।

১৫:৭ পদঃ "তুমি কপট" এটা সাহিত্যিকের দিক থেকে সংশোধনী মূলক বাক্য ইহা বিচারাধীন কিন্তু অনুভূতিতে পর্দার পিছনের একটি অংশ মাত্র।

১৫:৮- ৯পদ: এই লোকেরা তাদের ঠোঁটে আমাকে সম্মান করে এই উক্তিটি যিশাইও ২৯:১৩ পদ। এই ক্ষমতাবান পদটি দেখিয়েছে যে, একজন ব্যাক্তি তার বিশ্বাসকে প্রকাশ করতে পারে। রোমীয় ৪:৩- ৬, যাকোব ২:১৪- ২৬।

১৫:৮ "অনেক দূরে" এই অনুচ্ছেদটি কোন কিছুর ধারনা বহন করার অথবা যে কেউ একবাহু দূরত্বে ধারন করাকে প্রকাশ করে।

১৫:১০পদ: "যীশু লোকদের কে তাঁর কাছে ডাকলেন" যীশু প্রকাশ্যেই ধর্মীয় নেতাদেরকে যিরুশালেম থেকে বিতারিত করলেন।

১৫:১১পদ: "মুখের ভিতরে যা যায় তা মানুষকে অশুচি করেনা, কিন্তু মুখের ভিতর থেকে যা বের হয়ে আসে তাই মানুষকে অশুচি করে" । এটা প্রাথমিক ভাবে হাত ধোয়া প্রশ্নের সাথে সম্পর্কযুক্ত (২০পদ কিন্তু মার্ক ৭:১৯ পদে অনুচ্ছেদেও সাথে সব খাদ্যকে যুক্ত করেছেন (প্রেরীত ১০)

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ ১৫:১২- ১৪

১২পদ: তখন শিষ্যরা এসে তাকে বললেন, ফরিশীরা এসে আপনার এই কথা শুনে যে অপমান বোধ করেছেন, তা কি আপনি জানেন?

১৩পদ: উত্তরে তিনি বললেন যে চারা আমার স্বর্গস্থ পিতা লাগাননি এর প্রত্যেকটাকে উপড়ে ফেলা হবে।

১৪:পদ: অন্ধদের পথ দেখাবার কথা তাঁদেরই কিন্তু তারা নিজেরাই অন্ধ।

অন্ধকে পথ দেখাতে গেলে দুজনই গর্তে পড়ে।

১৫:১২পদ: "ফরিশীরা অপমান বোধ করেছেন" ধর্মীয় নেতাদের প্রতি যীশুর সরাসরি হস্তক্ষেপের জন্য যীশুর শিষ্যরা মনে আঘাত পেয়েছিল, বাচনীক প্রথা সম্বন্ধোন মন্তব্য ছিল, এবং প্রয়োগ।

১৫:১৩পদ: "যে চারা আমার স্বর্গস্থ পিতা লাগাননি এর প্রত্যেকটাকে উপড়ে ফেলা হবে" । এটি ফরিশীদের শিক্ষা তথা ফরিশীদেরকেই দোষারোপ করা হয়েছে। ইহা দেখিয়েছেন যে তারা ঈশ্বরের ছিল না। (৫:২০, ৭:২১- ২৩) শান্তি যে কোন মূল্যে যীশুর পথে ছিল না।

১৫:১৪ এটি তৃতীয় শ্রেনীর বাক্যের অবস্থান যেটি কার্য্যে বহন করা হয়েছে।

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ ১৫:১৫- ২০

১৫ পিতর তাকে বললেন, "আপনি যে দৃষ্টান্ত দিলেন তা আমাদের বুঝিয়ে দিন।

১৭ তোমরা কি এখনও অবুঝ রয়েছ? তোমরা কি বুঝনা যে, যা কিছু মুখের মধ্যে যাবে তা পেটের মধ্যে ঢোকে এবং শেষে বের হয়ে যায়?

১৮পদ: কিন্তু যা মুখের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে তা অন্তর থেকে আসে, আর সেগুলোই মানুষকে অশুচি করে।

১৯পদ: অন্তর থেকেই মন্দ চিন্তা, খুন, সব রকম ব্যাভিচার, চুরি, মিথ্যাসাক্ষ্য ও নিন্দা বের হয়ে আসে।

২০পদ: এই সবই মানুষকে অশুচি করে, কিন্তু হাত না ধুয়ে খেলে মানুষ অশুচী হয় না।

১৫:১৫- ২০ এই কথা বলার প্রয়োজন ছিল আধ্যাত্মিক সমঝোতার জন্যই খ্রীষ্টে স্বাধীনতা এবং নিজস্ব দায়িত্বেই খ্রীষ্টের ভালবাসা অন্যদের প্রকাশ করার জন্য। (রোমীয় ১৪; ১ম করিন্থীয় ৮ অধ্যায় ১০:২৩- ৩৩ ১ম তীম ৪:৪পদ, তীত ১:১৫পদ)।

১৫:১৮ পদঃ কি ধরনের খাবার খাবে কিংবা খাবে না এটা প্রধান বিষয় নয় কিন্তু ব্যাক্তির মনই আসল (মথি ১২:৩৪, মার্ক ৭:২০) এই উক্তি দ্বারা লেবীয় ১১ অধ্যায়ে বর্ণিত খাবারের আইন সম্পর্কে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। যীশু সাধারনত বলেছেন রব্বিদের মৌখিক যে আইন তা তিনি প্রত্যাখান করেন। কিন্তু পুরাতন নিয়মকে নিশ্চিত করেছেন। যেই হোক স্ত্রী পরিত্যাগ বিষয়ে তাৎক্ষনিক ভাবে সৎপরামর্শ দিয়েছেন ৫:৩১- ৩২, ১৯:৮- ৯। তিনি পুরাতন নিয়মের আইন পরিবর্তন করেছেন। একজন আর্শ্চাযান্বিত হয়েছেন। কারন পুরাতন নিয়ম যে কতখানি ক্ষতি হয়েছে ইহা কি যীশুই সর্বোচ্চ নিশ্চয়তা দিয়েছেন, সঠিক এবং প্রভাবিত হয় উভয় পুরাতন নিয়ম এবং রব্বিদের ঐতিহ্যকে পূনঃঅনুবাদ করা দরকার। আধুনিক লেখকগন অনুপ্রানিত হন না কিন্তু বিশদ ব্যাখা দিয়েছেন। আমরা যীশুর শিক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিত কিন্তু তাঁর বর্ননায় যে কৌশল সেটা আমরা গুরুত্ব সহকারে অনুসরন করিনা।
১৫:১৯পদঃ (ব্যাভিচারী) ইংরেজী শব্দ "পর্নোগ্রাফি" সহভাগ করে গ্রীক শব্দের অর্থকে। ইহার অর্থ অবৈধভাবে যৌন কার্য্য করা যা বিবাহিত জীবনের পূর্বে অথবা অতিরিক্ত যৌন সম্পর্ক, সহকামী, ও কামুক এবং বৈধ্য দায়িত্বকে অস্বীকার করে। এক ব্যাক্তি কোন এক বিধবার সাথে যৌন সম্পর্কে পতিত হয়, উত্তরাধিকারী ভাই হিসাবে সমস্ত কিছু সরবরাহ করে। পুরাতন নিয়মে বিবাহিত ব্যাভিচার সম্পর্কে পৃথকীকৃত করা হয়েছে এবং বিবাহের পূর্বে অবৈধ যৌন কার্যক্রমকের উল্লেখ করা আছে।
"চোর" এর ইংরেজী শব্দ 'ক্লেটোমেনিয়া যার আসল শব্দ গ্রীক।
"অপবাদ" এই সমস্তই দশ আজ্ঞার প্রতি দায়িত্ব। দায়িত্বটি আরোপ করা হয়। অধার্মিকেরা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কথা বার্তা বলেছিল।

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ ১৫:২১- ২৮
২১পদঃ পরে যীশু সেই জায়গা ছেড়ে সোর ও সীদোন এলাকায় চলে গেলেন।
২২পদঃ সেখানকার একজন কনানীয় স্ত্রীলোক এসে চিৎকার করে বলতে লাগলো "হে প্রভু দায়ুদের বংশধর, আমাকে দয়া করুন, মন্দ আত্মায় ধরবার দরুন আমার আমার মেয়েটি কষ্ট পাচ্ছে।"
২৩পদঃ যীশু কিন্তু একটা কথাও তাকে বললেন না। তখন তার শিষ্যরা এসে তাঁকে অনুরোধ করে বললেন, ওকে বিদায় করে দিন, কারন ও আমাদের পিছনে পিছনে চিৎকার করছে"।
২৪পদঃ উত্তরে যীশু বললেন, "আমাকে কেবল ইস্রায়েল বংশের হারানো মেষদের কাছেই পাঠানো হয়েছে"।
২৫পদঃ সেই স্ত্রীলোকটি কিন্তু যীশুর কাছে এসে তাঁকে প্রনাম করে বলল, "প্রভু, আমার এই উপকারটি করুন"।
২৬পদঃ যীশু উত্তরে বললেন ছেলে মেয়েদের খাবার নিয়ে কুকুরের সামনে ফেলা ভাল নয়"।
২৭পদঃ সে বলল ঠিক কথা, প্রভু তবু'ও মনিবের টেবিল থেকে খাবারের যে টুকরা পড়ে তা কুকুরই খায়"।
২৮পদঃ তখন যীশু তাকে বললেন, "সত্যি তোমার বিশ্বাস খুব বেশী। তুমি যেমনি চাও তেমই হোউক" আর তখনই তার মেয়ে সুস্থ হয়ে গেল।

১৫:২১"সোর ও সীদোন" নগরগুলো ছিল অযিহুদী এলাকা পুরাতন নিয়মের বেশীর ভাগ জায়গায় উল্লেখ করা আছে যেকোন ভাবে তারা দেব পূজা করত এবং তারা দুষ্ট ছিল।

(১) শলোমন শিল্পীদের সংগ্রহ এবং মন্দিরের জন্য জিনিষপত্র গুলো হিরোম পর্বত থেকে সংগ্রহ করেছিলেন, সোরের রাজা (১ম রাজাবলী ৭) এবং

(২) এলিজা এই এলাকার একজন বিধবা মহিলাকেই সাহায্য করেছিল। (লূক ১৪:২৫- ২৬)

১৫:২২পদ: "একজন কনানীয় মহিলা" মার্ক ৭:২৬ পদে স্ত্রীলোকটি ছিল সুর- ফৈনীকীয় বর্তমান সময়ে মহিলাটি হবে দক্ষিন লেবাননের। নিশ্চিত যে স্ত্রীলোকটি ছিল অযিহুদী।৮:৫- ১৩ পদ দেখিয়েছেন যে যীশু অযিহুদীদের সেবা করেছিলেন। এই সুস্থ করনের কাজকে ২৯:৩১ পদে সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ননা করা হয়েছিল অযিহুদীদের অঞ্চলে (মার্ক ৭:৩১ পদ)

"কাঁদতে শুরু করলেন, বললেন" ইচ্ছা করেই চিৎকার করে তিনি এটি পূনরাবৃক্তি করেছিলেন। অসমাপ্ত বাক্যের অর্থ হতে পারে,

(১) অতীতের কাজকে পূনরাবৃক্তি করেছে

(২) অতীতের মতই আবার শুরু করেছে।

১৫:২২পদ: "প্রভু" ইহা ছাড়াও:

(১) মহাশয় বলে সম্বোধন

(২) ধর্মতাত্ত্বিক দিক থেকে শিক্ষক ও মোশীহ বলা হয়েছে। শুধুমাত্র অবস্থা অনুসারে বলা হয় কারন এখানে মোশীহ শব্দের সাথে সমন্বয় করে। উক্তমতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

"দায়ুদের পুত্র" এটি ছিল মোশীহের পদবী (২শমূয়েল ৭) যিহুদীদের বিশ্বাস এবং প্রত্যাশা সম্পর্কে তিনি কিছু জানতেন।

"আমার কন্যা মন্দ আত্তা দ্বারা প্রাপ্ত" বিশেষভাবে শিশুরাই মন্দ আত্তা দ্বারা আক্রান্ত হতেন। (মথি ১৭:১৪- ১৮পদ) আমরা এই সম্পর্কে এত কিছু জানিনা। আমি মন্দ আত্তা দ্বারা আক্রান্ত ব্যাপারে সমস্যার মধ্যে পড়ে যায়। আমি বিশ্বাস এবং সমর্থন করি এটা বাইবেলের বিশ্ব দৃষ্টি মাত্র। যাই হোক আমার মতে ইহা উভয় দিকেই:

১. পবিত্র আত্তার শক্তি হিসাবে মন্ত্র দ্বারা ভূত তাড়ানো সম্পর্কে কোন তালিকা নেই।
২. এই সম্পর্কে নূতন নিয়মের পত্রাবলীতে কোন আলোচনা হয়নি।
৩. আমি পবিত্র আত্তার সঠিক কার্যক্রম সম্পর্কে লেখকগন কিভাবে অনুপ্রানিত হয়েছেন সে সম্পর্কে জানাইনি। আমি জানি ইহা কিভাবে সম্বোধন করা হয়েছে অথবা বাদ পড়েছে অথবা প্রকৃত ঘটনাকেই ত্যাগ করা হয়েছে কিন্তু চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। দেখুন মন্দ আত্তা সম্পর্কে বিশেষ বিষয় (১০:১পদ)

১৫:২৩পদ: শিষ্যরা সে তাঁকে অনুনয় করলেন, ক্রিয়াটি অসমাপিকা ক্রিয়া, যীশু উক্তর করলেন, ২৪ পদে তাদে কে উদ্দেশ্য করে বললেন স্ত্রীলোকটি নয় এই অনুচ্ছেদটি মার্ক সুসমাচারে বাদ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তিনি লিখেছিলেন পরজাতি সম্পর্কে যিনি শিষ্যদের সম্পর্কে জানতে পারেননি এবং শিষ্যরা' ও পরজাতিদের সাহায্য করার জন্য বিমুখ ছিলেন।

১৫:২৪পদ: "আমাকে শুধুমাত্র ইস্রায়েল কোলের হারানো মেষদের জন্য প্রেরন করা হয়েছে"। স্মরনযোগ্য যে যীশু অন্যান্য অযিহুদীদেরকে সাহায্য করেছেন। কিন্তু তিনিও শুধুমাত্র প্রতিজ্ঞাত

জায়গায় ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছেন। যদিও পরজাতিয়দের জায়গায় সুস্থতার মধ্যে দিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। তিনি যিহুদী সমাজের কাছ থেকে প্রত্যাখাত হয়েছেন কারন যিহুদী সমাজের এটাই ছিল পূর্ব ধারনা। এই কর্মটি ইস্রায়েল কুলের হারানো মেষদের জন্যই। বিষয়টি দেখানো হয়েছে যে, যিহুদী লোকদের মধ্যে আধ্যাত্তিক জীবন সম্পর্ক।
“কুকুরেরা” এটা শুধুমাত্র নূতন নিয়মেই ব্যবহৃত হয়েছে। এই কটুবাক্য ক্রমশই কমতে থাকে প্রকৃতগতভাবে যে ক্ষুদ্রত্ব বাচক শব্দে কুকুরের বাচ্চা, (জে বি অনুসারে গৃহের কুকুর) যিহুদীরাই পাজাতিদেরকে কুকুর বলে ডাকত। এই কথোপকথনটি উদ্দেশ্য প্রনোদিত ছিল, শিষ্যরা যেন পরজাতিদের বিরুদ্ধে যিহুদীদের যেসব পূর্ববাণী ছিল সেখান থেকে ফিরে আসতে পারে। যীশু বুঝতে পেরেছিলেন যে, মহিলাটির বিশ্বাস ছিল অতি গভীর।
১৫:২৭পদ: “টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলা” জনগন প্রায়ই রুটি খাবারের পর টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে তাদের হাত পরিষ্কার করতেন।

১৫:২৮ পদ: “ওহে স্ত্রীলোক তোমার বিশ্বাস অত গভীর” যীশু প্রায় সময়ই পরজাতিদেরকে পূর্নতা দেখিয়েছেন (৮:১০) ইহা ছিল:

১. পরজাতিদের প্রতি তার ভালবাসার প্রকাশ
২. শিষ্যদেরকে বিশ্ব দৃষ্টির উপর উক্তেজিত সৃষ্টি করেন।

“তৎক্ষনাৎ তার কন্যা সুস্থ হয়েছিল” স্ত্রীলোকটি অলৌকিক কাজের নিয়ম নীতি অনুস্মরন করতে পারেনি। (৮:৮- ৯পদ) যীশু যখন স্ত্রীলোকটিকে বলছিল তখন তার কন্যা সুস্থ হয়েছিল। স্ত্রীলোকটি বিশ্বাস করেছিল।

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ ১৫:২৯- ৩১।
২৯পদ: পরে যীশু সেই জায়গা ছেড়ে গালীল সাগরের পাড় দিয়ে চললেন এবং একটা পাহাড়ে উঠে সেখানে বসলেন।
৩০পদ: তখন লোকেরা খোঁড়া, অন্ধ, নূলা বোবা এবং আরো অনেককে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে আসল। তারা ঐ সব লোকদের তাঁর পায়ের কাছে রাখল আর তিনি তাদের সুস্থ করলেন।
৩১পদ: লোকেরা যখন দেখল বোবা কথা বলছে, নূলা সুস্থ হচ্ছে, খোড়া চলা ফেরা করছে এবং অন্ধ দেখতে পাচ্ছে, তখন তারা আশ্চর্য্য হল এবং ইস্রায়েলীদের ঈশ্বরের গৌরব করতে লাগল।

১৫:৩০পদ: “অনেক জনতা” ঐ জনতার দল জানার জন্য আগ্রহী হলে, ধর্মীয় নেতাগন অসুস্থ লোকের প্রতি প্রতিজ্ঞায় ছিল।

- “তিনি তাদের সুস্থ করলেন” এটা ছিল মোশীহের চিহ্ন (১১:৫) যেটি ঈশ্বরের আত্তা হিসাবে দেখানো হয়েছে।

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ ১৫:৩২- ৩৮ পদ।
৩২পদ: এরপর যীশু তাঁর শিষ্যদের ডেকে বললেন, এই লোকদের জন্য আমার মমতা হচ্ছে, কারন আজ তিন দিন হল এরা আমার সঙ্গে সঙ্গে আছে; আর তাদের কাছে কোন খাবার নেই। এই অবস্থায় আমি তাদের বিদায় দিতে চাই না, হয়তোবা তারা পথে অজ্ঞান হয়ে পড়বে”।
৩৩পদ: শিষ্যরা তাঁকে বললেন, “এই নির্জন জায়গায় এত লোককে খাওয়াবার মত রুটি আমরা

কোথায় পাব ?
৩৪পদঃ যীশু তাদের বললেন, “তোমাদের কাছে কয়টা রুটি আছে” ? শিষ্যরা বললেন, “সাতটা রুটি এবং কয়েকটি ছোট মাছ আছে” ।
৩৫পদঃ লোকদের মাটিতে বসতে আদেশ দিয়ে যীশু সেই সাতটা রুটি আর মাছ গুলো নিলেন।
৩৬পদঃ পরে তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে সেগুলো ভাঙ্গলেন ও শিষ্যদের হাতে দিলেন, আর শিষ্যেরা তা লোকদের দিলেন।
৩৭পদঃ লোকেরা সবাই পেট ভরে খেল, আর যে টুকরা গুলো পড়ে রইল শিষ্যেরা তা তুলে নিয়ে সাতটা ঝুড়ি পূর্ন করলেন।
৩৮পদঃ যারা খেয়েছিল তাদের মধ্যে স্ত্রীলোক ও ছোট ছেলেমেয়ে ছাড়া চার হাজার পুরুষ ছিল।

১৫ঃ৩৩পদঃ “শিষ্যেরা বললেন” কিভাবে শিষ্যরা অতি তাড়াতাড়ি ভাবে ৫০০০ লোকদের খাওয়ানোকে ভুলে গিয়েছিল (১৪ঃ১৩- ২১) ? সংখ্যা বসানো এবং ঝুড়ির ধরন বিভিন্ন রকমের দেখানো হয়েছিল যে, অনেক লোককে খাওয়ানোর ঘটনাটি দুই ধরনের ছিল। শুধু একটি বিষয় দুইবার নথি পত্র করা হয়নি।
যদিও যীশুর উক্তি মনে হয় যিহুদীদের মতে কাজ করা নিষেধ সুস্থতার মতই খাওয়ানো সেই শতপতির পরিবারের অধ্যায় ৮ অনুসারে পরজাতীয় মহিলার কন্যাকে সুস্থকরন (পদ ২১- ২৮) এবং উক্তিটির সারমর্ম পথ ২৯ঃ৩০ পরজাতীয়দেরকে ইঙ্গিত করে।

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ ১৫ঃ৩৯ পদ।
৩৯ এরপর যীশু লোকদের বিদায় দিয়ে নৌকায় উঠে মগদন এলাকায় গেলেন।

১৫ঃ৩৯পদঃ মগদন অঞ্চলটি অজানা। মার্ক সুসমাচারের সাদৃশ্য অনুসারে জায়গাটির নাম “দালমা নাথা” কিন্তু এই স্থানটিও অজানা। গ্রীক পান্ডুলিপি গুলিতে মগদানা পরিবর্তিত হয়ে মাগাদা শব্দে ব্যবহৃত হয়েছে, যেটি সেমিটিক নিয়ম অনুসারে অট্টালিকা বুঝানো হয়।

আলোচনার প্রশ্নঃ
ইহা পড়াশুনার নির্দেশক ও সহায়ক যার অর্থ আপনার নিজেকেই বাইবেল অনুবাদে দায়িত্ব বহন করতে হবে। আমাদের প্রত্যেকেরই আমাদের নিজস্ব প্রতিভায় যেতে হবে। আপনি বাইবেলটি পবিত্র আত্মার শক্তিতেই অনুবাদ করবেন। আপনি একজন মন্তব্যকারী হিসাবে কোন কিছু ত্যাগ করবেন না।
এই প্রশ্ন আলোচনার বইটির অনুচ্ছেদের প্রধান বিষয় গুলির উপর চিন্তা করতে আপনাকে সাহায্য করবে। এর অর্থ ভাববানী করার শিক্ষা কিন্তু স্থিরিকৃত নয়।

১. কেন ফরিশীরা এবং অধ্যাপকেরা যীশুকে দেখার জন্য গালীলে যাত্রা করলেন ?
২. কিভাবে ঐতিহ্য গুলো মারাত্মক জিনিষ বা বিষয় হতে পারে।
৩. ইহা ধর্মীয় ভাবে সম্ভব কিন্তু ঈশ্বরকে জানা যায় না।
৪. কিভাবে খ্রীষ্টিয় দায়িত্বকে এবং স্বাধীনতাকে সমঝোতা করতে পারি ?
৫. কেন মথি এবং মার্ক এর তালিকার ১৯ পদে ভিন্নতা।

৬. যীশু কেন স্ত্রীলোকটিকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি কেন বিমুখ হয়েছিলেন অথবা তিনি কি বিমুখ ছিলেন ?

৭. কিভাবে বাচ্চাটিকে মন্দ আত্মা পেয়েছিল ?

মথি ১৬

আধুনিক অনুবাদে অধ্যায় অনুচ্ছেদ সমূহের ভাগঃ

ইউ বি এস	এন কে জে ভি	এন আর এস ভি	টি ই ভি	জে বি
চিহ্নের দাবী ১৬:১- ৪	ফরিশীরা ও সুদ্দুকীরা চিহ্ন অনুসন্ধান করে। ১৬:১- ৪	চিহ্নের দাবী ১৬:১- ৪	আশ্চর্য্য কাজের জন্য দাবী ১৬:১- ৪সি ১৬:১৪ডি	ফরিশীরা স্বর্গের চিহ্ন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল ১৬:১- ৪
ফরিশীরা ও সুদ্দুকীদের খামি ১৬:৫- ১২	ফরিশীরা ও সুদ্দুকীদের খামি ১৬:৫- ১২	ফরিশীরা ও সুদ্দুকীদের খামি ১৬:৫- ১২	ফরিশীরা ও সুদ্দুকীদের ময়দার খামি ১৬:৫- ৬ ১৬:৭ ১৬:৮- ১১ ১৬:১২	ফরিশীরা ও সুদ্দুকীদের ময়দার খামি ১৬:৫- ১২
যীশু সম্পর্কে পিতরের ঘোষনা ১৬:১৩- ২০	পিতর যীশুকে খ্রীষ্ট হিসাবে স্বীকার করেন ১৬:১৩- ২০	পিতরের স্বীকার ১৬:১৩- ২০	যীশু সম্পর্কে পিতরের ঘোষনা ১৬:১৩ ১৬:১৪ ১৬:১৫ ১৬:১৬ ১৬:১৭- ১৯ ১৬:২০ পদ	পিতরের বিশ্বাসকে প্রকাশ্যে ঘোষনাঃ তাঁর পূর্বে উচ্চ পদ ১৬:১৩- ২০
যীশু তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী করেন ১৬:২১- ২৮	যীশু তাঁর মৃত্যু ও পুনুরুত্থান কে ভবিষ্যৎ বাণী করেন ১৬:২১- ২৩	১৬:২১- ২৩	যীশু তাঁর কষ্ট ও মৃত্যু সম্পর্কে বলেন ১৬:২১ ১৬:২২ ১৬:২৩	দুঃখভোগের ১ম ভাববাণী
তাঁর ক্রুশ বহন	শিষ্যত্ব	১৬:২৪- ২৬	১৬:২৪- ২৮	যীশুকে অনুস্মরন

কর এবং তাঁকে অনুস্মরন কর	১৬:২৪- ২৮	১৬:২৭- ২৮		করার দশা ১৬:২৪- ২৬ ১৬:২৭- ২৮

পড়ার তিনটি ধাপ (পৃষ্ঠা ৭ দেখ)

লেখকের আসল উদ্দেশ্যকে এ অনুচ্ছেদে অনুসরন করা হয়েছে। ইহা পড়াশুনার নির্দেশক ও সহায়ক যার অর্থ আপনার নিজেকেই বাইবেল অনুবাদে দায়িত্ব বহন করতে হবে। আমাদের প্রত্যেকেরই আমাদের নিজস্ব প্রতিভায় যেতে হবে। আপনি বাইবেলটি পবিত্র আত্তার শক্তিতেই অনুবাদ করবেন। আপনি একজন মন্তব্যকারী হিসাবে কোন কিছু ত্যাগ করবেন না।

একবারেই একটি অধ্যায় পড়ে শেষ করতে হয়। বিষয় বস্তু গুলোকে চিহ্নিত করতে হয়। বিষয় বস্তুগুলো উপরি ভাগের পাঁচটি অনুবাদের সাথে তুলনা করুন। অধ্যায় গুলো যেন আপনাকে অনুপ্রানিত না করে কিন্তু আসল উদ্দেশ্যকে অনুসরন করতে হবে। প্রত্যেক অনুচ্ছেদে একটি করে বিষয় বস্তু আছে যেমনঃ

১. প্রথম অনুচ্ছেদ
২. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ
৩. তৃতীয় অনুচ্ছেদ
৪. ইত্যাদি।

শব্দ ও শব্দগুচ্ছের পড়াঃ

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ ১৬:১- ৪।

১পদঃ কয়েকজন ফরিশী এবং সুদ্দুকী যীশুকে পরীক্ষা করবার জন্য তার কাছে আসলেন এবং স্বর্গ থেকে কোন চিহ্ন দেখাতে বললেন।

২পদঃ কিন্তু যীশু উত্তরে তাদের বললেন, সন্ধা হলে আপনারা বলে থাকেন, "দিনটা পরিস্কার হবে কারন আকাশ লাল হয়েছে" ।

৩পদঃ আর সকাল বেলা বলেন, 'আজ ঝড় হবে, কারন আকাশ লাল ও অন্ধকার হয়েছে'। আকাশের অবস্থা আপনারা ঠিকভাবেই বিচার করতে জানেন, অথচ সময়ের চিহ্ন বুঝতে পারেননা।

৪পদঃ এই কালের দুষ্ট এবং অবিশ্বস্ত লোকেরা চিহ্নের খোজ করে, কিন্তু যোনার চিহ্ন ছাড়া আর কোন চিহ্নই তাদের দেখানো হবেনা। এর পরে যীশু তাদের ছেড়ে চলে গেলেন।

১৬:১পদঃ "ফরিশী এবং সুদ্দুকী " মথি এই দুটি দলকে একসাথে রব্বাইনিক যিহুদার সংগৃহিত নেতৃত্বদান কারী হিসাবে সংযুক্ত করেছেন। (৩:৭; ১০:১; ৬:১১,১২; ২২:৩৪পদ)

ফরিশীদের উৎপত্তি এবং তাদের ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে পরিপূর্নভাবে আলোচনার জন্য ২২:১৫ পদ দেখুন।

- "পরীক্ষা" এই শব্দ (Peirasmos) অন্তর্নিহিত অর্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। দৃষ্টি সীমার মধ্যে ধ্বংশের পরীক্ষা করা। (৬:১৩, যাকোব ১:১৩ পদ)

- “স্বর্গ থেকে একটি চিহ্ন” তারা তাঁর আশ্চর্য্য কাজ দেখেছিল, কিন্তু আরো বেশী দেখতে চেয়েছিল। (১২:৩৮- ৪২) এটিও ছিল একই ধরনের শয়তানের পরীক্ষা নেওয়ার প্রস্তাবের মত ৪:৫- ৬।

১৬:২বি- ৩ এই বাক্যগুলি প্রচীন গ্রীক ‘ম্যানুসক্রিপ্ট’ (পান্ডুলিপি) ছিলনা যে অথবা গ্রীক মূল বচনটি অরিগেন ব্যবহার করেছে। যেরোম যে গ্রীক পান্ডুলিপিটি জানতো সেটি ‘পেসহিটী অথবা কপ্টিক’ অনুবাদের কিন্তু তারা সেটি (গোলাকার ক্যাপিটাল অক্ষরের ন্যায় লিখন পদ্দতি বিশিষ্ট গ্রীক পান্ডুলিপি) পান্ডুলিপিতে পেয়েছিল সি.ডি.এল এবং ডব্লিউ.এ ঐ এক ধরনের অনুচ্ছেদ লূক ১২:৫৪- ৫৬ পদে পেয়েছিল।

১৬:৪ “বংশ পরমপরায় ব্যাভিচার” এই শব্দ গুচ্ছটি “অবিশ্বস্ত” শব্দে ব্যবহৃত হয়েছে। উপমাটি পুরাতন নিয়মের প্রতিমা পূজা এবং প্রাচুর্যতার সাথে সম্পর্ক রয়েছে।

“যোনার চিহ্ন” এটি তিনদিনের সাদৃশ্যঃ যোনা একটি বড় মাছের পেটের ভিতরে ছিল এবং যীশু ছিলেন পরলোকে (১ম পিতর ৩:১৯) মনে রাখতে হবে যে এটি ছিল শুধুমাত্র ৩৬- ৪০ ঘন্টা কিন্তু এটি যিহুদী গননায় যীশুর সময়ে তিনদিন হিসাবে গননা করার রেওয়াজ ছিল। দিনের সময়কে সারাটা দিনকেই একটি দিন হিসাবে গননা করা হয় এবং দিন শুরু ও শেষ হয় গোধুলীর মধ্যে দিয়ে (আদিঃ ১)।

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ ১৬ঃ ৫- ১২
৫পদঃ শিষ্যরা সাগরের অন্য পাড়ে এলেন, কিন্তু সে সময় তারা রুটি নিতে ভুলে গেলেন।
৬পদঃ যীশু তাঁদের বললেন, “তোমরা সর্তক থাক, ফরিশী ও সুদ্দুকীর খামি থেকে সাবধান হও” ।
৭পদঃ এতে শিষ্যরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলেন, “আমরা রুটি নিয়ে আসি নাই বলে উনি এ কথা বলছেন” ।
৮পদঃ এই কথা বুঝতে পেরে যীশু বললেন, “অল্প বিশ্বাসীরা, তোমরা নিজেদের মধ্যে কেন বলাবলি করছ যে, তোমাদের রুটি নেই ?
৯পদঃ তোমরা কি এখনও বোঝনা বা মনেও কি পড়ে না, সেই পাঁচ হাজার লোকের জন্য পাঁচখানা রুটির কথা, আর তারপরে কত টুকরি তোমরা তুলে নিয়েছিলে ?
১০পদঃ কিংবা সেই চার হাজার লোকের জন্য সাতখানা রুটির কথা, আর কত টুকরি তোমরা তুলে নিয়েছিলে ?
১১পদঃ আমি যে তোমাদের কাছে রুটির কথা বলিনি, তা তোমরা কেন বুঝনা ? ফরিশী ও সদ্দুকীদের খামি থেকে তোমরা সাবধান হও।
১২পদঃ তখন শিষ্যরা বুঝতে পারলেন যে, তিনি রুটির খামি থেকে তাঁদের সাবধান হতে বলেননি, কিন্তু ফরিশী ও সদ্দুকীদের শিক্ষা থেকে সাবধান হতে বলেছেন।

১৬:৬,১১ পদঃ “রুটি” ইহা সম্ভব যে, এখানে অরামীয় শব্দ “লিগেল সেভারিটি” ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ ছিল এখানে। দুটি শব্দই অরামী তে একই। যে কোন ভাবেই হউক ১২ পদে “খামি” অথবা “রুটি” শব্দটি তুলে ধরা হয়েছে।

১৬:৮ পদঃ যীশু ১২ জন শিষ্যের কিছু বিশ্বাস দেখে তাদের কাছে প্রস্তাবটি তুলে ধরলেন। (৬:৩০; ৮:২০; ১৪:৩১; ১৬:৪) যারা তার কথা শুনতো এবং সাথে থাকতো তারা সর্বদায় তাকে চিনতে পারেনি অথবা বিশ্বাস করেনি।

১৬:১২পদঃ ইহা ছিল তাদের আইন সঙ্গত ব্যাপার এবং ভালবাসার ঘাটতি ছিল যার কারনে যীশু খ্রীষ্ট তার বাক্যে কঠোর ভাবে বিদ্রুপ করেছিলেন! পুনরায় বা বারংবার ধর্মীয় ভাবে চলার সেহেতু সেটা বাঁধা হতে পারে।

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ ১৬: ১৩- ২০ পদ।
১৩পদঃ যীশু কৈসরিয়া- ফিলিপি নগরে গেলেন তখন শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘মনুষ্য পুত্র কে, এই বিষয়ে লোকে কি বলে’’ ?
১৪পদঃ তারা বললেন, ‘‘কেউ কেউ বলে আপনি বাপ্তিস্মদাতা যোহন, কেউ কেউ বলে এলিয়; আবার কেউ কেউ বলে যিরমিয় বা নবীদের মধ্যে একজন’’ ।
১৫পদঃ তখন তিনি তাদের বললেন, ‘‘কিন্তু তোমরা কি বল, আমি কে?
১৬পদঃ শিমন পিতর বললেন, ‘‘আপনি সেই মশীহ, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র’’ ।
১৭পদঃ উত্তরে যীশু তাকে বললেন, ‘‘শিমন কর- যোনা, তুমি ধন্য, কারন কোন মানুষ তোমার কাছে এটা প্রকাশ করেনি; আমার স্বর্গস্ত পিতাই প্রকাশ করেছেন’’ ।
১৮পদঃ আমি তোমাকে বলছি, তুমি পিতর, আর এই পাথরের উপর আমি আমার মন্ডলী গড়ে তুলব। নরকের কোন শক্তিই তার উপর জয়লাভ করতে পারবে না।
১৯পদঃ আমি তোমাকে স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলো দেব, আর তুমি এই পৃথিবীতে যা বাঁধবে তা স্বর্গে ও বেঁধে রাখা হবে, এবং যা খুলবে তা স্বর্গে ও খুলে দেওয়া হবে’’ ।
২০পদঃ এর পরে তিনি তাঁর শিষ্যদের সাবধান করে দিলেন যেন তাঁরা কাউকে না বলেন যে, তিনিই মশীহ।

১৬:১৩পদঃ ‘‘কৈসরিয়া- ফিলিপী’’ এই নগরটি ছিল ফিলিপীয়দের সাম্রাজ্যের প্রায় ২০ মাইল উত্তর গালীল সমুদ্রে। এটি ছিল দ্বিতীয়বার যীশু তাঁর শিষ্যদের থেকে দূরে গিয়ে একা ছিলেন। (মথি ১৫)

- ‘‘মনুষ্য পুত্র’’ এই শব্দগুচ্ছটি পুরাতন নিয়মে বারবার ব্যবহার করা হয়েছে। ইহা মনুষ্য জাতি (গীত ৮:৪ পদ, যিহিঃ ২:১) এবং দেবতা (দানিয়েল ৭:১৩) হিসাবে প্রকাশ পায়। এই শব্দগুচ্ছটি যীশুর সময়ে রব্বীদের মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়নি, সেই জন্য এটি জাতীয় ভাবে, প্রশাসনিকভাবে প্রকাশিত হয়নি। এটি ছিল যীশুর নিজস্ব বাছাইকৃত উপাধী কারন তার মধ্যে দুইটি সত্ত্বা অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে জড়িত পরিপূর্ণ ঈশ্বর এবং পরিপূর্ন মানুষ হিসাবে (ফিলিঃ ২:৬- ৮ ১ম যোহন ৪: ১- ৬)

১৬:১৪পদঃ ‘‘যোহন বাপ্তাইজক’’ হেরোদ আন্তিপা ধারনা করেছিলেন যে যীশু খ্রীষ্ট আসলেই যোহন বাপ্তাইজক। (১৪:১- ২)

- ‘‘এলিজ’’ এটি ছিল ভাববাদীদের ভাববানী (মালাঃ ৩:১; ৪:৫) যেটি এলিজাকে মোশীহের জন্য পথ প্রস্তুত করতে বলা হচ্ছে।

- ‘‘যিরমিয়’’ রাব্বিরা মনে করে যে মথিতে সে নিয়ম সিন্দুকটি প্রকাশ করেনি। নেবু এবং তিনি এটি শুধুমাত্র নূতন যুগের সুচনার আগে নিয়ে এসেছিলেন।
- ‘‘একজন ভাববাদী ’’ পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের মতই এখানে যীশুকে একজন ভাববাদী হিসাবে তুলে ধরা হচ্ছে। ইহা দ্বিতীয় বিবরন ১৮:১৫-১২ পদের ভবাববানীর সাথে সর্ম্পকীত হতে পারে। এই সমস্ত ধারনায় পুনুরুত্থানের সাথে জড়িত কারন নূতন ভাবে একটি শারিরিক দেহ দান করে।
- ‘‘কিন্তু তোমরা আমাকে কি বল’’ ? ‘‘তোমরা’’ এটি এখানে বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। যীশু তার সব শিষ্যদেরকে এই প্রশ্নটি করেছেন। পিতরই প্রথমে উক্তর দিয়েছিলেন। তাঁর ব্যাক্তিত্বই তাঁকে দলের একজন বক্তা হিসাবে পরিগনিত করেছিল।

১৬:১৬পদ: ‘তুমি সেই খ্রীষ্ট’’ পূর্বে এটি আন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল যোহন ১:৪১, নথনিয়েল যোহন ১:৪৯ পদে এবং পিতর যোহন ৬:৬৯ পদে। গ্রীক শব্দ ‘‘খ্রীষ্ট’’ ছিল হিব্রু শব্দ মোশীহ বা ‘‘অভিষিক্ত জন’’ এর সাথে পুরোপুরিভাবে মিল।

‘‘জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র ’’ ২১-২৩ পদে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট যে একজন মোশীহ পিতর তা পরিপূর্নভাবে বুঝতে পারে নি সে জন্যই ১৭ পদে ধন্য শব্দ গুচ্ছটি ‘‘জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র’’ শব্দ গুচ্ছটির সাথে যথেষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।
‘‘জীবন্ত ঈশ্বর’’ শব্দ গুচ্ছটি ছিল একটি অনুচ্ছেদের ইয়াহুয়া যেটি সাহায্যকারী ক্রিয়া হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।

১৬:১৭ পদ
এন এ এস বি- ‘‘শিমন বার যোনহা ’’
এন কে জে ভি- ‘‘শিমন বার যোনা ’’
এন কে এস ভি, জে ভি- ‘‘শিমন যোনার পুত্র’’
টি ই ভি- ‘‘যোহনের পুত্র শিমন’’
অরামিক শব্দ ‘‘বার যোনাস’’ ‘‘অর্থ যোহনের পুত্র’’।
১৬:১৮ ‘‘পিতর’’ গ্রীক শব্দ ‘‘পেট্রোস’’ পুরুষ নাম বাচক। ইহা শক্তি প্রাপ্ত একটি পৃথককৃত আলাদা একটি পাথরকে বলা হচ্ছে।
‘‘এই পাথর’’ গ্রীক শব্দ ‘পেট্রো’’ এটি একটি স্ত্রী নাম বাচক। ইহা ঘুমন্ত পাথর হিসাবে প্রস্তাবিত করা হয়। (৭:২৪ পদ)
এই দুটি শব্দ (পেট্রোস এবং পেট্রা ব্যাকরনের দিক দিয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হতে পারে না লিঙ্গের অবস্থানের কারনে। শিষ্যরা এখানে পিতরকে একজন ক্ষমতাশালী হিসাবে প্রস্তাব দেননি কারন চিরাচরিত তাদের মধ্যে ‘‘কে বড়’’ এটি নিয়ে বিতর্ক ছিল। (১৮:১,১৮) (যোহন ২০:২১ পদ) এই দুটি পারিভাষিক শব্দের মিল আছে কিন্তু গ্রীকের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এখানে পিতর এবং প্রেরিতদের বিশ্বাস নিয়ে সুস্পষ্টভাবে তুচ্ছ করা হয়েছে। যে কোন ভাবেই হোক অরামীয় ভাষায় একটি মাত্র পারিভাষিক শব্দ ‘‘কেফা’’ (kepha)। এটি গ্রীক পারিভাষিক দুটি শব্দের জন্যই পাথর শব্দটি প্রযোজ্য। যীশু অরামীয় ভাষায় কথা বলতেন কিন্তু তার কথাগুলো লেখকগন গ্রীক ভাষায় অনুপ্রানিত হয়ে নথী করে রেখেছেন সে জন্যই আমাদেরকে অবশ্যই অরামেয়ের চেয়ে গ্রীক মূল গ্রন্থটির উপর নির্ভর করতে হবে।

- “মন্ডলী” “একলেসিয়া” শব্দটি সেপ্টুজিন্টে ব্যবহৃত “এটি ইস্রায়েল জনগন ব্যবহার করত।” (দ্বিতীয় ১৮:১৬, ২৩:২)

  পেন্টিকস্টের পরের সজ্ঞাগুলি পড়ার সময় সচেতন হতে হবে এটি শুরু থেকেই যিহুদীদের পন্থায় গঠিত হয়েছে।

- এই সব আদি শিষ্যরাই তাদের নিজেদের কে পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের লোক হিসাবে প্রসারন করেছিল। পুরাতন নিয়মে তারাই পরিপূর্ণ লোক ছিলেন। পারিভাষিক শব্দই প্রকাশ করেছেন যে কিছু উদ্দেশ্য নিয়েই সমবেত করার জন্য ডাকা হয়েছে। গ্রীক পটভূমিতে বলা হয়েছে শহর মিটিংয়ের জন্য ডাকা হয়েছে।

  “পরলোকের দ্বার” “দ্বার” প্রস্তাবিত হতে পারে (১) নগরে মৃত্যুর ধারনা হচ্ছে যে, যেখান থেকে কেউ লুকিয়ে থাকতে পারে না। (২) শহরের কাউন্সিল মিটিং দ্বারেই অনুষ্ঠিত হত। অথবা (৩) একটি সক্রিয় মন্দ পরিকল্পনা মন্ডলীর বিরুদ্ধে ছিল। “পরলোক” শব্দ “দেখা” মতবাদ এজন্যই ইহা অদৃশ্য। ইহা পুরাতন নিয়মের “সিয়োল” শব্দটির সাথে সমান, ধার্মিক ও দুষ্টলোক উভয়কেই মৃত্যুর সময়ে একই ভাবে যেতে হবে।

- “ক্ষমতাতিরিক্ত হবেনা ” এই শব্দটি ছিল সক্রিয় বৈশিষ্টযুক্ত।

  “হঠাৎ প্রবল আক্রমন পরিচালনায় জয় লাভ করা। মৃত্যু এবং মন্দতাকে জয় করতেও পারেনি এমনকি মন্ডলী জীবন্ত ঈশ্বরকে উপলব্দি করতেও পারেনি।

১৬:১৯ পদ “স্বর্গরাজ্যের চাবি” দেখুন যিশাইয় ২২:২২ প্রকাশিত ১:১৮, ৩:৭ এই উপমাটি ছিল জয়ী হবার প্রবেশাধিকার। চাবি গুলি হচ্ছে সুসমাচার ঘোষনার জন্য নিমন্ত্রন করা ও দায়িত্ব পালন করা।

- “স্বর্গরাজ্য” মার্ক এবং লূক আছে “ঈশ্বরের রাজ্যে” একটি সত্তারই পরিবর্তন ছিলনা কিন্তু গ্রহন করার ভিনতা রয়েছে। ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে বিশেষভাবে ৪:১৭ পদ দেখুন।
- এন এ এস বি–

  এন আর এস ভি, জে বি– বাধা

  টি ই ভি– “বাধা -------- অনুমতি দান”

এগুলিই ছিল রাব্বিদের পারিভাষিক ব্যবহার যেগুলো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় কিছু অনুমতি দেওয়া বা অনুমতি না নেওয়া। এই দুটি বাক্যগুলিই পরোক্ষ্য ক্রিয়াগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ন। তারা উভয়ই ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশনা দেয় যে “আমি এই আমি” সম্পূর্ণ কালবোধক অত্রিয়। তাদের অবশ্যই অনুবাদ করা উচিত “তোমাদের বাঁধতে হবে” এবং “খুলতেও হবে” (১৮:১৮পদ) সত্যটায় প্রতিফলিত হয়েছে যে, মানুষ পবিত্র আত্তা দ্বারা পরিচালিত, পৃথিবীতে আধ্যাত্তিক বিষয় বস্তু গুলো নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যেটি স্বর্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে। এই অধ্যায় মানুষের অধিকার গুলোকে নিয়ে ব্যাখা করেনি কিন্তু মানুষ ঈশ্বরের পরিচালনা অনুসরন করে। (১৮:১৮, যোহন ২০:২৩ পদ)

১৬:২০পদ “তিনি শিষ্যদেরকে সতর্ক করে দিলেন যে, যেন তাঁরা কাউকে না বলেন যে, তিনিই খ্রীষ্ট” সুসমাচার এখন ও শেষ হয়নি। যিহুদী দেশ/ জাতি মোশীহের কাজ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারনা ছিলনা। শিষ্যদের অবশ্যই অপেক্ষা করতে হবে। (৮:৪; ৯:৩০; ১২:১৬; ১৭:৯)

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ ১৬:২১– ২৩ পদ।

২১পদ: সেই সময় থেকে যীশু তার শিষ্যদের জানাতে লাগলেন যে, তাঁকে যিরুশালেমে যেতে এবং

বৃদ্ধ নেতাদের, প্রধান পুরোহিতদের ও ধর্মশিক্ষকদের হাতে অনেক দুঃখ ভোগ করতে হবে। পরে তাঁকে মেরে ফেলা হবে এবং তৃতীয় দিনে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠতে হবে।
২২পদঃ তখন পিতর তাঁকে একপাশে নিয়ে গিয়ে অনুযোগ করে বললেন, "প্রভু এ দূর হউক। আপনার উপর কখনও এরুপ হবেনা।"
২৩ পদঃ যীশু ফিরে পিতরকে বললেন," আমার কাছ থেকে দূর হও শয়তান। তুমি আমার পথের বাধা। যা ঈশ্বরের তা তুমি ভাবছনা কিন্তু যা মানুষের তাই ভাবছ।"

১৬:২১ পদঃ "অবশ্যই" শব্দটি ছিল "দেই" যেটি মানুষের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। যীশু জানতেন যে তাঁর জীবন এবং পরিচর্য্যা কার্য্যে স্বর্গীয় পরিকল্পনা ছিল (লূক ২২:২২ পদ প্রেরিত ২:২৩, ৩:১৮, ৪:২৮, ১০:৪২, ১৭:৩১ পদ) সেটি তিনি বার বছর থেকেই জানতেন। (লূক ২:৪১- ৪৯)

- "অনেক কিছুর জন্য কষ্টভোগ করবে" "যীশু ঈশ্বরের মেষশাবক" সম্বোধনকে যোহন পরোক্ষভাবে প্রকাশ করেছেন, কিন্তু এই সত্যতার জন্য শিষ্যরা কোন মতে প্রস্তুতি ছিলনা। তারা প্রথম শতাব্দীর যিহুদী জাতি ছিলেন না। রাব্বিরা মোশীহের আসাকে একজন বিচার কর্তা এবং সৈনিকদের কাজের মত করে বেশী জোড় দিয়েছেন। (প্রকাশিত বাক্য ১৯:১১- ১৬ পদ) তাদের মূল্য নির্ণয় করা ভূল হয়নি কিন্তু তার কষ্টভোগী দাসের মত করে তাঁর প্রথম আগমনকে বুঝতে পারে নি। (যিশাইয় ৫৩) প্রকাশিত বাক্য যীশুর এই ঘটনাকে বারবার তুলে ধরার জন্য বেদনা বোধ মনে করেছে। (১৭:৯,১২,২২- ২৩; ২০:১৮- ১৯)

- বৃদ্ধগন, " প্রধান পুরোহিত এবং সুদ্দুকী" এই উক্তিটি সানহেড্রিন বা বিচারালয়ে ব্যাখা করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। এটি পরিচালনার জন্য যিরুশালেমের এলাকা গুলো থেকে ৭০ জন যিহুদীকে তৈরী করা হয়েছিল। যীশুর সময়ে খারাপ অবস্থা হয়ে আসছিল রোমীয় শাসকদের দ্বারা কারন প্রধান পুরোহিতের ঐ বস্তুর অবস্থান হয়ে আসে।
- "তৃতীয় দিনে" যীশু এই সময়টাকে বিশেষভাবে বারবার উল্লেখ করেছেন, ১২:৪০; ১৬:৪ ইহা ভাববাদীর সাথে তাঁর মোশীহের চিহ্ন সম্পর্কীত ছিল। পৌল ১ম করিন্থীয় ১৫:৪ পদে প্রকাশ করেছেন যে, ইহা পুরাতন নিয়মে ভবিষ্যৎ বানী দেওয়া ছিল। সেখানে শুধু দুইটি সম্ভাবনা রয়েছে হোশেয় ৬:২ এবং যোনা ১:১৬ পদ যীশুর অবস্থানে যোনার সাথে অবশ্যই মিল করানো যায়। যেকোন ভাবেই হইক ইহা পুরোপুরি ৭২ ঘন্টা ছিলনা শুধুমাত্র ৩৬- ৪০ ঘন্টা ছিল। যিহুদীরা অপূর্ণ সময়টাকেই পূর্ণভাবেই গননা করেছিল। তাদের দিন শুরু হয়েছিল গোধুলীর সময়ে যীশু মৃত্যুবরন করেন সন্ধা তিনটায়। শুক্রবারে তাকে কবর দেওয়া হয় ৬ টার পূর্বে। এটাই একদিন গননা করা হয়। বিশ্রাম দিন তিনি পুরোপুরি নরক যাতনায় ছিলেন, শুক্রবার ৬ টা থেকে শনিবার ৬ টা পর্যন্ত। কিছু সময় সূর্য্য উঠার পূর্বে রবিবারে সে পুনরুত্থিত হয় তখন যিহুদীর সময় অনুসারে তৃতীয় দিন।

১৬:২২পদঃ "পিতর তাকে এক পাশে নিয়ে গিয়ে অনুযোগ করতে লাগলেন" পিতর তাঁর বাঁধ থেকে সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল যীশু "অনুযোগ" শব্দটি কঠিন পরিবেশেও বারবার প্রয়োগ করেছেন। (৮:২৬; ১২:১০; ১৬:২০)
যীশুর প্রতি পিতরের অনুভূতি ছিল ঈশ্বর অতিমানবিক বেশে মানুষের উদ্ধারের পরিকল্পনা করেন।

- ‘‘এটি আর কখনও হবেনা’’ এটি সাহিত্যগত ভাবে ‘তোমার উপর দয়া হউক’’ যেটি প্রয়োগ করা হয়েছিল ‘‘ঈশ্বরের দয়া তোমার উপর সুতরাং তোমার উপর আর কখনও এটি হবেনা’’ এটি ছিল ব্যবহারের জোড় দুইটি নেতীবাচক ।

১৬ঃ২৩পদঃ ‘‘আমার কাছ থেকে দূর হও শয়তান’’ পিতর কিছুক্ষন পূর্বে যে নাকি ঈশ্বরের রহস্য উৎঘাটন করেছিল তিনিই অল্প সময় পরে আবার শয়তানের পরীক্ষার কথা বলেছেন। ক্রুশ অতিক্রম করার জন্য এই একই ধরনের পরীক্ষায় যীশু প্রান্তরে পরিক্ষীত হয়েছিলেন। (মথি ৪ঃ১– ১১) পিতর ছিলেন শয়তানের বার্তা বাহক।

‘‘বাধা’’ এটি সাহিত্যিক ভাবে পশুর উপর প্রলোভন দেওয়ার কৌশল। শব্দটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ ১৬ঃ২৪– ২৭ পদ।
২৪পদঃ এরপর যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, ‘‘যদি কেউ আমার পথে আসতে চায় তবে সে নিজের ইচ্ছামত না চলুক, নিজের ক্রুশ বয়ে নিয়ে সে আমার পিছনে আসুক।
২৫পদঃ যে কেউ তাঁর নিজের জন্য বেঁচে থাকতে চায় সে তাঁ সত্যিকারের জীবন হারাবেঃ কিন্তু যে কেউ আমার জন্য তাঁর প্রান হারায় সে তাঁ সত্যিকারের জীবন রক্ষা করবে।
২৬পদঃ যদি কেউ সমস্ত জগৎ লাভ করে তা বিনিময়ে তাঁর সত্যিকারের জীবন হারায় তবে তাঁর কি লাভ হলো? সত্যিকারের জীবন ফিরে পাবার জন্য তাঁর দেবার মত কি আছে?
২৭পদঃ মনুষ্য পুত্র তাঁর স্বর্গদূতদের সঙ্গে নিয়ে তার পিতার মহিমায় আসছেন। তখন তিনি প্রত্যেক লোককে তার কাজ অনুসারে ফল দেবেন।

১৬ঃ২৪‘‘শিষ্যরা’’ এর অর্থ ‘‘শিক্ষা গ্রহন কারী’’ যীশু এখানে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গুলির উপরই জোড় দেননি কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে নির্ভরশীল শিষ্যত্বের জোড় দিয়েছেন।

- ‘‘যদি’’ ইহা একটি শর্তযুক্ত প্রথম শ্রেনীর বাক্য যেটি লেখকের লেখার ধারা বা সাহিত্যিকের সত্যতার উপর ধারনা করা হচ্ছে। যীশু ধারনা করেছিলেন যে লোকে তাকে অনুসরন করতে চায়।
- ‘‘তিনি অবশ্যই নিজেকে অস্বীকার করেছিলেন’’ এটি একটি আদেশ মূলক আদালতের স্বাক্ষী। সেখানে চরম একটি কাজ করতে হবে। বিশ্বাসীদেরকে অবশ্যই আত্তকেন্দ্রিক জীবন যাপন থেকে ফিরতে হবে’’ । এই ধারনা মন পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

১৬ঃ২৪ ‘তার ক্রুশ বহন কর’’ এটি একটি কার্যকরী আদেশ। অন্য আদেশমূলক কাজ হলো ডাকার জন্য। যারা অপরাধী তাদের প্রতি বিরূপ ভাব দেখিয়ে তাদেরকে ক্রুশের পথ বহন করিয়ে, যেখানে ক্রুশে হত হয়েছে সেখানে নিয়ে যেতে হবে। (যোহন ১২ঃ২৪) ইহা ছিল রূপক অর্থে অসরল মৃত্যু, এই পরিবেশে, নিজের জীবনের জন্য মৃত্যু। (যোহন ১২ঃ২৪, দ্বিতীয় করিন্থীয় ৫ঃ১৩– ১৪ গালাতীয় ২ঃ২০ ১ম যোহন ৩ঃ১৬)

- ‘‘আমাকে অনুসরন কর’’ এটি বর্তমান কাল পূর্বের দুটি অনুচ্ছেদের মত আদেশমূলক ছিল এটি অভ্যাসগত জীবন যাপনের কথা বলা হয়েছে। অনুসরন কারী (রব্বিদের শিষ্যত্ব) প্রথম শতাব্দীতে যিহুদীদের আলাদা ধরনের দাবী ছিল তাদের পরিবেশে যেভাবে যীশু তাঁর ১২ জন শিষ্যকে তাঁর নিকটে ডেকে নিয়ে ছিল। প্রত্যেক বয়সের বিশ্বাসীবর্গদেরকেই তিনি ডাকেন। যীশু তাঁর জীবনকে এসব লোকদের জন্য সপে দিয়েছেন এবং তারাও যেন তাদের জীবনকে অন্যদের জন্য সপে দিয়ে তার সাথে অংশী হয়।

“যদি” এটি তৃতীয় ধাপের শর্তযুক্ত বাক্য যার অর্থ সম্ভাব্য ভবিষ্যতের কার্যক্রম। অনেকেই জগতীস্থ বিষয়াদি লাভের জন্য করে থাকে কিন্তু আত্মিক এবং অনন্তকালের বিষয় বস্তুর জন্য ভাবিত হও।
“তাঁর আত্মার পরিবর্তে মানুষ কি দিবে?” দেখুন ১০:৩৮-৩৯ মার্ক ৮:৩৪-৩৮। স্বার্থান্বেসী জীবন যাপন মৃত্যুতে পরিনত হয় কিন্তু বিশ্বাসী যারা খ্রীষ্টে জীবন যাপন করে তারা অনন্ত জীবন পায়। বিশ্বাসী বর্গদের মাংসিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের দামের জন্য গুরুত্ব পূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে।

১৬:২৭পদ: “মনুষ্য পুত্র তাঁর স্বর্গদূতের সঙ্গে নিয়ে তাঁর পিতার মহিমায় আসছেন” এটি দ্বিতীয় আগমনের কথা বলা হয়েছে। (মথি ১০:২৩; ২৪:৩,২৭,৩৭,৩৯; ২৬:৬৪, প্রেরীত ১:১১, প্রথম করিন্থীয় ১৫:২৩, প্রথম থিষ ১:১০; ৪:১৬; দ্বিতীয় থিষ ১:৭,১০; ২:১,৮, যাকোব ৫:৭-৮, দ্বিতীয় পিতর১:১৬; ৩:৪,১২ প্রথম যোহন ২:২৮, প্রকাশি ১:৭ পদ)স্বগীয় দূতকে বলা হয় যীশুর দূত। যীশুর প্রভুত্বকে বলার এটি ছিল বিকল্প পথ। মথিতে বিভিন সময়ে দূতেরা যুগের শেষে সমবেত হবে এবং মানুষের বিভাগ করবে। (১৩:৩৯,৪৯; ২৪:৩১পদ)
“তাঁর পিতার প্রশংসাতে” পুরাতন নিয়মে সাধারন হিব্রু শব্দ “প্রশংসার” জন্য (কে বি ডি) ছিল ব্যবসায়িক পরিভাষা। যার অর্থ “গুরু/ ভারী হবে” সে যতই ভারী হবে, ততই মূল্যবান হবে। উজ্জলতার ধারনা ছিল ব্যাখ্যা দেওয়া শব্দের সাথে যুক্ত যার দ্বারা ঈশ্বরের মর্যাদাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (যাত্রা ১৫:১৬; ২৪:১৭ যিশাই ৬০:১-২) তিনি একজনই অমূল্য এবং মর্যাদা প্রাপ্ত। তিনি মানুষকে পাপে পতিত থেকে দেখার জন্য বুদ্ধিমানও ছিলেন । (যাত্রা ৩৩:১৭-২৩ যিশাইও ৬:৫)
ঈশ্বরের সত্যতা শুধুমাত্র খ্রীষ্টের মাধ্যমেই জানতে পারবো। (যিরমিয় ১:১৪ পদ, মথি ১৭:২, ইব্রীয় ১:৩ যাকোব২:১)
পরিভাষা “প্রশংসা” বা ইংরেজী শব্দ “এষড়ৎু” কিছু অর্থবোধক। (১) ইহা হয়তোবা সমান্তরাল “ঈশ্বরের ধর্মিকতার সাথে” (২) “ঈশ্বরের পবিত্রতা” ও “পূর্ণতাকে” নির্দেশ করে। (৩) ইহা ঈশ্বরের “প্রতিমূর্তিকে” নির্দেশ করতে পারে যা মানুষ হিসাবে সৃষ্টি হয়েছে। (আদি ১:২৬-২৭; ৫:১; ৯:৬) কিন্তু যেটি পরে দেশদ্রোহীর মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। (আদি ৩:১-২২) তার উপস্থিতি লোকদের মধ্যে ণঅঐডঅ শব্দটি ঈশ্বরের নাম হিসাবে প্রথম ব্যবহৃত হয়। (যাত্রা ১৬:৭,১০, লেবীয় ৯:২৩, গননা ১৪:১৪)

“প্রত্যেক মানুষকে তাঁর কাজের জন্য মূল্য দিতে হবে।”
এটি পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে (গীত: ৬২:১২ অথবা উপদে: ২৪:১২) বিচারের কাজকে দেখিয়েছেন (ইয়োব ৩৪:১১, বংশা: ১২:১৪, যির: ১৭:১০; ৩২:১৭, মথি ১৬:২৭; ২৫:৩১-৩৬, রোমীয় ২:৬; ১৪:১২, ১ম কর: ৩:৮, গালা: ৬:৭-১০, ২য় তিমথী ৪:১৪, ১ম পিতর ১:১৭, প্রকাশিত বাক্য ২:২৩; ২০:১২; ২২:১২) আমাদের জীবন আমাদের আনুগত্যকে দেখায়! আমি যোহন এবং যাকোব নিশ্চিত করতে, কিভাবে আমাদের জীবনে আমাদের ন্যায্যতার স্বীকারোক্তিকে প্রমানিত করবো? মূল’ও নেই, ফল’ও নেই।

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ ১৬:২৮ পদ।
২৮পদ: আমি তোমাদের সত্যি বলছি এখানে এমন কয়েকজন আছে যাদের কাছে মনুষ্য পুত্র রাজা হিসাবে দেখা না দেওয়া পর্যন্ত তারা কোন মতেই মারা যাবে না।

১৬:২৮ পদ এই পদটি ব্যখ্যা করার জন্য অত্যন্ত কঠিন। ইহা মনে হয় যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় আগমনের বিষয়কে এখানে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। কিন্তু মথি লিখিত সুসমাচার যীশুর মৃত্যুর ৪০ বৎসর পর লেখা হয়েছে।

এই জন্য অনুভব করা হচ্ছে যে এটি সঠিক নয়। ইহা নির্দ্দেশ করতে পারে (১) যীশুর স্বর্গারোহন (২) স্বর্গরাজ্য যেটি যীশুর মধ্যে দিয়ে উপস্থিত করা হয়েছে। (৩) যীশুর দ্বিতীয় আগমন (৪) পঞ্চশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মার আবতরন। (৫) যিরুশালেমের ধ্বংশ (এ ডি-৭০) রোমীয় জেনারেল টাইটাস এর মাধ্যমে। (৬) যীশুর রুপান্তর। কারন ১৭ অধ্যায়ের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ৬ষ্ট মনোনয়টি সবচেয়ে ভাল। দেখুন ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে আলাদা একটি বিষয় দেওয়া হয়েছে। (৪:১৭ পদ)

“সত্য সত্য ” দেখুন বিশেষভাবে ৫:১৮ পদটি।

প্রশ্নগুলোর আলোচনাঃ এটিই পড়াশুনার ব্যাখ্যা দানকারী নির্দ্দেশক যেটি আপনার নিজস্ব বাইবেল অনুবাদের জন্য দায়িত্ববান হতে সাহায্য করবে। আমাদের প্রত্যেক জনকেই অবশ্যই আমরা যে আলোতে আছি সে আলোতে চলতে হবে। আপনার অনুবাদে বাইবেল এবং পবিত্র আত্মাই প্রধান বিষয়। আপনার এটি টিকাকারের উপর ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

এই প্রশ্নের আলোচনার মাধ্যমে এই বইয়ের অংশের প্রধান বিষয়গুলো চিন্তা করতে সাহায্য করবে।

১. ১৩-২০পদ অনুসারে রোমান ক্যাথলিকদের জন্য কেন মারাত্মক সময় ছিল।
২. পিতরের ক্ষমতাকে কি শিষ্যরা বুঝতে পেরেছিল?
৩. “চার্চ” বা “মন্ডলী” শব্দটির মাধ্যমে যীশু কি নির্দেশ দিয়েছিলেন? ১৮ পদ
৪. ২৮ পদের মধ্য দিয়ে মন্ডলীকে কি কোন ইতিবাচক বা নেতিবাচক ইঙ্গিত প্রদান করেছে?
৫. স্বর্গরাজ্যের চাবিগুলি কি? (১৯ পদ)
৬. যীশু কেন জোড় দিয়ে বলেছেন যে, তারা একজনকে'ও বলেনি তিনি মোশীহ, ঈশ্বরের পুত্র?
৭. যীশুর ভবিষ্যৎ প্রকাশিত হওয়ার পিছনে শিষ্যরা কেন বাধা স্বরুপ?
৮. নিজ মৃত্যুর অর্থ কি?
৯. ২৮ পদ সম্পর্কে আপনার ধারনা কি?

মথি ১৭

আধুনিক অনুবাদ গুলির অনুচ্ছেদের অংশ সমূহ

ইউ বি এস	এন কে জে ভি	এন অর এস ভি	টি ই ভি	জে বি
যীশুর রুপান্তর ১৭:১-৮ পদ	যীশুর রুপান্তর পাহাড়ের উপরে ১৭:১-১৩	রুপান্তর ১৭:১-৮	রুপান্তর ১৭:১-৪ ১৭:৫	রুপান্তর ১৭:১-৮
১৭:৯-১৩		এলিয় সম্পর্কে	১৭:৬-৮	এলিয় সম্পর্কে প্রশ্ন

		ভাববানী ১৭:৯- ১৩	১৭:৯ ১৭:১০ ১৭:১১- ১২ ১৭:১৩ পদ	১৭:৯- ১৩
একজন বালকের মন্দ আত্মাপ্রাপ্তকে সুস্থকরন ১৭:১৪- ২০ ১৭:২১	একজন বালক সুস্থতা লাভ করেন ১৭:১৪- ২১	একজন মৃগীরোগীর সুস্থতা লাভ ১৭:১৪- ২০ ১৭:২১	যীশু একজন মন্দ আত্মা বিশিষ্ট ছেলেকে সুস্থ করেন ১৭:১৪- ১৬ ১৭:১৭- ১৮ ১৭:১৯ ১৭:২০- ২১	মৃগীরোগী সুস্থতা ১৭:১৪- ২০
যীশু আবার তাঁর মৃত্যু ও পুনুরুত্থান সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বানী করেন ১৭:২২- ২৩	যীশু আবার তাঁর মৃত্যু ও পুনুরুত্থান সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বানী বাপূর্ব- সংকেত দেন ১৭:২২- ২৩	দুঃখভোগ সম্পর্কে দ্বিতীয় বার ভবিষ্যৎ বানী ১৭:২২- ২৩	যীশু আবার তার মৃত্যু সম্পর্কে বলেন। ১৭:২২- ২৩ক ১৭:২৩খ	দুঃখভোগ সম্পর্কে দ্বিতীয় বার দ্বিতীয় বার ভাববানী ১৭:২২- ২৩
মন্দিরের কর জমা দেওয়া ১৭:২৪- ২৭	পিতর এবং তাঁর গুরু তাঁদের কর জমা দেন ১৭:২৪- ২৭	মন্দিরের করের টাকা ১৭:২৪- ২৭	মন্দিরের কর জমা দেওয়া ১৭:২৪ ১৭:২৫ক ১৭:২৫খ ১৭:২৬ক ১৭:২৬খ ১৭:২৬খ- ২৭	মন্দিরের কর জমা দেন পিতর ও যীশু ১৭:২৪- ২৭

শব্দ এবং শব্দ গুচ্ছগুলির পড়াঃ

এন এ এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ ১৭:১- ৪ পদ।

১পদঃ ছয় দিন পরে যীশু কেবল পিতর, যাকোব এবং যোহনকে সঙ্গে নিয়ে একটা উঁচু পাহাড়ে গেলেন।

২পদঃ তাঁদের সামনে যীশুর বদলে গেল। তাঁর মুখ সূর্যের মত উজ্জল এবং তাঁর কাপড় আলোর মত সাদা হয়ে গেল।

৩পদঃ তাঁরা মোশী ও এলিয়কে যীশুর সঙ্গে কথা বলতে দেখলেন।

৪পদঃ তখন পিতর যীশুকে বললেন, “প্রভু ভালই হয়েছে যে আমরা এখানে আছি। আপনি যদি চান তবে আমি এখানে তিনটা কুড়ে ঘর তৈরী করব একটা আপনার, একটা মোশীর ও একটা এলিয়ের জন্য” ।

১৭:১ পদঃ ছয়দিন পরে” সমান্তরাল অংশ মার্ক ৯ অধ্যায়ে’ও ছয়দিন, কিন্তু লূক ৯:২৮ পদে রেকর্ড করা আছে যে আট দিন।

এত বেশী বিরুদ্ধ উক্তি নেই যদি’ও বা ২টি আলাদা ভাবে দিনগুলোর বর্ননা করা আছে ।

“যীশু পিতর এবং যাকোব এবং তাঁর ভাই যোহনকে লইলেন”

এ লোকগুলি একটি ধাপে তৈরী করা যীশুর প্রিয় পাত্র বলে নয় কিন্তু তাঁরা ছিলেন সম্ভবত খুব আধ্যাত্মিক প্রাপ্ত ও শিক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা প্রাপ্ত ।

“উচ্চ পর্বতে তাঁদের মাধ্যমেই তিনি তাদের উপরে উঠলেন” মোশী পাহাড়ের উপরে যীশুর উজ্জল রুপ ধারনকে মথি গভীরভাবে তুলনা করেছেন (যাত্রা ২৪:১) চারটি বিষয়কে সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ননা করা হয়েছেঃ

১. তারা উভয়ই ছিল পাহাড়ের উপরে।
২. উভয় ঘটনাতেই ঈশ্বর মেঘে কথা বলেছেন।
৩. মোশীর মুখ উজ্জল হয়েছিল (যাত্রাঃ ৩৪:২৯ পদ) যীশুর সমস্ত দেহ উজ্জ্বল রুপ ধারন করেছিল এবং যারা মোশীর চারিদিকে ছিল তারা ভয় পেয়েছিল এমনিভাবে যারা যীশুর সাথে ছিল তারাও ভয় পেয়েছিল।

পড়ার তিনটি ধাপঃ দেখুন পৃষ্ঠা ৭

আদিম লেখকগনকে অনুসরন করে অনুচ্ছেদ গুলির স্তরকে অভিনিষ্ট করা।

এটিই পড়াশুনার ব্যাখ্যা দানকারী নির্দেশক যেটি আপনাকে নিজস্ব বাইবেল অনুবাদের জন্য দায়িত্ববান হতে সাহায্য করবে। আমাদের প্রত্যেক জনকে অবশ্যই যে আলোতে আমরা আছি সে আলোতেই চলতে হবে। আপনার অনুবাদে বাইবেল এবং পবিত্রআত্মাই প্রধান বিষয়। আপনাকে এটি টিকাকারের উপর ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবেনা।

এক উপবেসনে অধ্যায়টি পড়ুন। বিষয় গুলোকে বুঝতে চেষ্টা করুন। উপরের ৫টি বিভাগ অনুবাদের সাথে আপনি বিষয় বস্তুকে তুলনা করুন। অনুচ্ছেদগুলি স্বগীয়ভাবে অনুপ্রানিত হয়নি কিন্তু ইহা একটি চাবি কাঠি যা আদিম লেখকগনকে অনুসরন করে অনুচ্ছেদ গুলির স্তরকে অভিনিষ্ট করা, যেটি হৃদয় বিদারক অনুবাদ।

১. প্রথম অনুচ্ছেদ
২. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ
৩. তৃতীয় অনুচ্ছেদ
৪. ইত্যাদি।

১- ২৭ পদের সংক্ষিপ্ত সূচীপত্রঃ

(ক) রূপান্তর ১- ১৩ পদ (মথি ১৭:১- ১১; মার্ক ৯:২- ১৩; লূক ৯:২৮- ৩৬)

(খ) মন্দ আত্মায় পাওয়া ছেলেটির সুস্থতা লাভ ১৪- ২৩ পদ (মথি৯:১৪- ২৯ লূক ৯:৩৭- ৪২)

(গ) পিতর এবং যীশুর জন্য উপাসনা ঘরের কর ২৪- ২৭ পদ (মথিতে এটি ছিল দূর্লভ)।

এই পাহাড়টি নিয়েই সবচেয়ে বেশী আলোচনা করা হয়েছে। ঐতিহ্যগত ভাবে তাবুর পাহাড় কিন্তু এটি কৈসরীয়- ফিলিপি থেকে অনেক দূরে ছিল। কোন কোন জন এটিকে বলে ছিল ইহা হারমন পাহাড় যেটি কিছুটা সম্ভব ছিল। আবার সম্ভবত ইহা ছিল মিরন পাহাড় সবচেয়ে উচ্চ পাহাড় যেটি

প্রতিজ্ঞাত দেশের সীমানায় ছিল । ইহা আবার ধারনা প্রসূত যে কৈসরীয় ফিলিপি আর কফুর নাহুমের পথে অবস্থিত।

১৭ঃ২ পদঃ ‘‘তাঁদের পূর্বেই তিনি উজ্জল রূপ ধারন করেছিলেন’’ এটি গ্রীক জটিল পারিভাষিক শব্দ ‘‘পরে’’ (মেটা) এবং ‘গঠন’ (মরফে) “Transfigaration” শব্দটি ল্যাটিন Vulgate শব্দ থেকে এসেছে। আমরা ইংরেজী সংজ্ঞা দেখতে পায় এবং Metamophosis হচ্ছে গ্রীক থেকে লওয়া শব্দ। অর্ন্তনীহিত অর্থ হচ্ছে যীশু অনন্ত স্বর্গীয় প্রকৃতিকে তাঁর মানবীয় প্রকৃতির মাধ্যমে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। আধ্যাত্মিক ভাবে বিশ্বাসীদের কি ঘটনা ঘটেছিল সংজ্ঞাটি তার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। (রোমীয় ১২ঃ২, ২ করিন্থীয় ৩ঃ১৮)
আমরা লূক ৯ঃ২৮ পদ থেকে যা শিখেছি এই ঘটনা ঘটেছিল তারা যখন প্রার্থনা করছিলেন তখন। ইহা হয়তোবা রাত্রে ও হতে পারে। অনেক দীর্ঘ পথ পাহাড়ে হাটার পরে সেই জন্যই শিষ্যরা পরিশ্রমে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এটি গেৎশিমানী বাগানের অভিজ্ঞতার সাথে কিছুটা মিল রয়েছে।
১৭ঃ৩ পদঃ ‘‘তাঁরা মোশী এবং এলিয়কে যীশুর সঙ্গে কথা বলতে দেখলেন।’’
মোশী এবং এলিয় কেন ছিল এ বিষয়টি নিয়ে অনেক আলোচনা করা হয়েছে। অনেকেই বলে থাকেন যে আইন এবং ভাববাদীরাই এটাকে উপস্থাপন করেছেন। তারা ছিলেন শেষ দিনের চিত্র। মোশী দ্বিতীয় বিবরন ১৮ঃ এবং এলিয় মালাঃ ৪ঃ অধ্যায়। আবার অন্যান্যরা বলে থাকে যে উভয়েরই অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। তারা উভয়ই পুরাতন নিয়মকে উপস্থাপন করেছেন এবং যীশুর নূতন আদেশ দিয়ে উৎসাহিত করেছেন। কিভাবে শিষ্যরা মোশীহ ও এলিয়কে চিনতে পেরেছিল বৈশিষ্ট্যগত তাদের ঐ পোষাক ছিল না। তারা জেনেছিল তাদের কথা বলার মাধ্যমে না যীশু তাদের বলেছেন। ঠিক যীশুর আর্শ্চয্য কাজ ও ভবিষ্যৎবাণীর অভিজ্ঞতাটি শিষ্যদের ছিল। অনেক ‘‘বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক বৃদ্ধিতে (৫ পদ) যীশু শিষ্যদেরকে উৎসাহিত করেছিল।
১৭ঃ৪ পদঃ ‘‘পিতর যীশুকে বললেন’’ পিতর বাঁধা প্রাপ্ত হতেন এবং প্রশ্নের উক্তর দিতেন যে কোন দিন তার প্রশ্ন ছিলনা এটি ছিল পিতরের বৈশিষ্ট্য।
‘‘আমি এখানে তিনটি কুটির নির্মান করবো’’ প্রয়োগটি ছিল ‘‘চল’’ এখানেই থাকি (প্রথম শ্রেনীর শর্ত সাপেক্ষ বাক্য)
এই অভিজ্ঞতায় ছিল অত্যন্ত আশ্চার্য্যজনক এবং আধ্যাত্মিক প্রাপ্ত। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এই কাজকে প্রান্তরে যীশুর পরীক্ষার মত মনে করা হচ্ছে (মথি ৪অধ্যায়) অন্যটি হচ্ছে ক্রুশের নূতন পথ। সম্ভবত এই ছিল কারন কেন এই সমস্ত নথি পত্র আমাদের জন্য সংরক্ষন করে রাখা হয়েছিল। যীশু খ্রীষ্ট নিজেকে শিষ্যদের কাছে সত্য ঈশ্বর হিসাবে দেখিয়েছেন এবং তারা তাকে তার পূর্ব পরিকল্পনার মৃত্যু থেকে দূরে সরিয়ে দেবার জন্যে ষড়যন্ত্র করেছিল (১৬ঃ২২- ২৩) । (মার্ক ১০ঃ৪৫) একই সাহিত্যের অবস্থানে (মথি ১৯ঃ১৯- ১৭) যীশু আবার তার মৃত্যুর কথা বলেছিলেন। (১৭ঃ৯- ১৩, ২২- ২৩)
১৭ঃ৫ পদঃ ‘‘একটা উজ্জল মেঘ তাদের ডেকে ফেলল, এবং সেই মেঘ থেকে বাক্য শোনা গেল’’ উজ্জল মেঘটি পুরাতন নিয়মে ‘‘সেখিনা’’ শব্দটি গৌরবের মেঘ, যা ছিল ঈশ্বরের ব্যাক্তিগত উপস্থিতির চিহ্ন।
এই মেঘ একবার যীশুর বাপ্তিস্মের পূর্বে একবার দেখা গিয়েছিল। (মথি ৩ঃ১৭) পিতর পরবর্তীতে পরোক্ষভাবে এটি উল্লেখ করেছেন। ২ য় পিতর ১ঃ১৭- ১৮ পদ। অনেক ঘটনাগুলো আছে যেটি ঈশ্বরের বক্তব্যের সাথে মিল আছে এবং Òbath kolÓ সম্পর্কে রব্বীদের ধারনা আভ্যন্তরিন বাইবেল পাঠের সময় ঈশ্বরের ইচ্ছাকে সঠিকভাবে জানা, যতদিন পর্যন্ত ভাববানী ছিলেননা।

এই শব্দ গুচ্ছটি "মহাশক্তির ছায়া" তাদের উপর ছিল এই দুইটি একই গ্রীক মূল শব্দ থেকে এসেছে। কুমারী মরিয়ম পবিত্র আত্মার দ্বারা প্রভু যীশুর জন্মের ধারনাকে জানার জন্যই শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়েছে। লূক ১:৩৫ পদ।

ঈশ্বর যা বলেছেন তা গুরুত্বপূর্ণ। ইহা একসাথে পূনরুক্তি করা হয়েছে গীত ২:৭ এবং যিশাইয় ৪২ অধ্যায় যিশাইয়ে দাসের গানের গুরু। এখানে প্রভু যীশুর খ্রীষ্টের পূর্ণ প্রভূত্বকে এবং যিশাইয়র দাসের কষ্টভোগী পরিচর্য্যাকে একসাথে যুক্ত করা হয়েছে। (মার্ক ৯:২৮ লূক ৯:২৮- ৩৬)

আদি পুস্তক ৩:১৫ পদের ভবাববানী এখানে ফোকাস পেয়েছে।

১৭:৬ পদ: "শিষ্যরা খুব ভয় পেয়ে মাটিতে উবুর হয়ে পড়ে রইলেন।" বাইবেলের লোকেরা বিশ্বাস করে যে, ঈশ্বরকে দেখবে সেই মারা পড়বে। (যাত্রা ৩৩: ২০- ২৩ বিচার: ৬:২২- ২৩; ১৩:২২ যোহন ১:১৮, ৬:৪৬, কল: ১:১৫ ১ম তীম: ৬:১৬, যোহন ৪:১২ পদ) ঈশ্বরের বাক্য প্রেরীত বর্গদের ভয়ের কারন হয়েছিল যেমন ইহা আদিতে যেমন সিনয় পর্বতে ঈশ্বর লোকদের ভয় দেখিয়ে ছিল। (যাত্রা ১৯:১৬)

স্মরন কর মথি যীশুকে দ্বিতীয় ব্যবস্থা বেক্তা অথবা দ্বিতীয় মোশী হিসাবে উপস্থাপন করেছেন (দ্বিতীয় বিবরন ১৪:১৫) ঈশ্বরকে দেখার জন্য কিছু কিছু শাস্ত্র মানুষকে পরিচালনা করে এবং বিভিন্ন বিপদ আপদ থেকে'ও রক্ষা করতে সাহায্য করে।

(যাত্রা ৩৩:২০- ২৩; বিচার: ৬:২২- ২৩; যোহন ১:১৪, ৬:৪৬; কল: ১:১৫; ১ম তিম: ৬:১৬; ১ম যোহন ৪:১২ পদ)

১৭:৭ পদ: "যীশু এসে তাদের ছুঁয়ে বললেন" যাঁহারা ঘুমিয়ে পড়েছিল লূক ৯:৩২ পদ এটি অবশ্যই রাত্রি বেলার অভিজ্ঞতা যেখানে যীশুর গৌরব উজ্জল এমন বুদ্ধিমতার প্রকাশ ঘটেছিল যা এটিকে মনে করা হচ্ছে নীল আকাশের চেয়েও বেশী।

এন এন এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ: ১৭:৯- ১৩ পদ।

৯পদ: যখন তারা সেই পাহাড় থেকে নেমে এসেছিলেন তখন যীশু তাদের এই আদেশ দিলেন, "তোমরা যা দেখলে, মনুষ্যপুত্র মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে না ওঠা পর্যন্ত তা কাউকে বলোনা" ।

১০ পদ: শিষ্যরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে ধর্ম শিক্ষকেরা কেন বলেন যে, প্রথমে এলিয়ের আসা দরকার" ?

১১পদ: যীশু তাঁদের উক্তর দিলেন, "সত্যি এলিয় আসবেন এবং সবকিছু আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনবেন।

১২পদ: "কিন্তু আমি তোমদের বলছি, এলিয় এসেছিলেন আর লোকে তাঁকে চিনতে পারেনি। লোকেরা তাঁর উপর যা ইচ্ছা তাই করেছে। এই ভাবে মনুষ্য পুত্রকেও লোকদের হাতে কষ্টভোগ করতে হবে" ।

১৩পদ: তখন শিষ্যরা বুঝতে পারলেন যে, তিনি তাঁদের কাছে বাপ্তিস্মদাতা যোহনের বিষয় বলছেন।

১৭:৯ পদ; "যীশু তাদের আদেশ দিলেন এবং বললেন," "তোমরা যা দেখলে, মনুষ্যপুত্র মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে না ওঠা পর্যন্ত তা কাউকে বলোনা" এটি হচ্ছে মোশীহের আলাদা বক্তব্য ছিল (৮:৪, ৯:৩০, ১২:১৬, ১৬:২০ মার্ক ১:৪৪, ৩:১২, ৫:৪৭, ৭:৩৬, ৮:৩০, ৯:৯, লূক ৫:১৪, ৮:৫৬, ৯:২)

লূক ৯:৩০ পদ বলছে যে, কাউকে বলোনা। সমস্যাটি ছিল তারা কি বলতে গিয়েছিল ? যীশুর সমস্যাগুলি ছিল আশ্চর্য্য কাজ, সুস্থতা, এবং সুসমাচার বলা শেষ ছিল না। যীশু তুলে ধরেছেন সময় সনিকট ৯ পদ পরে সে মৃত্যু থেকে জীবিত হবে যে ধর্মতাত্ত্বিক দিক থেকেও এগুলি বুঝার মত। ৯ পদ উল্লেখ করেছে যীশুর কষ্টভোগের কথা উদাহরন দিয়েছেন (১৬:২) পিতর তাঁদের জন্য কুটির নির্মান করে রাখতে চেয়েছিল এটি ছিল শয়তানের অন্য একটি সুযোগ।

১৭:১০ পদ: তাঁর শিষ্যরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে ধর্ম শিক্ষকেরা কেন বলেন যে, প্রথমে এলিয়ের আসা দরকার" ? এটি ভাববাণীর নির্দেশ করেছেন মালাখী ৩:১ এবং ৪:৫ পদ। যীশু যে উক্তর দিয়েছেন সে উক্তর নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। তিনি বিশেষভাবে মন্তব্য করেছেন যে এলিয় যোহন বাপ্তিস্মের পরিচর্য্যা কার্য্যের সময়ই এসেছিলেন। (মথি ১১:১০,১৪ মার্ক ৯:১১- ১৩ লূক ১:১৭) যোহন লিখিত সুসামাচার যখন ফরিশী যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন (১:২০- ২৫) সে যদি এলিয় হয়েই থাকে সে ইহা অস্বীকার করেছিল। এই বিরুদ্ধ উক্তিটি প্রকৃত ঘটনার মধ্যে দিয়েই ঘটেছিল যে, যোহন অস্বীকার করেছিল যে, সে পুনুরুত্থিত এলিয় কিন্তু যীশু নিশ্চিত হতে পারলেন যে যোহন চিহ্নের সাহায্যেই এলিয়ে পরিচর্য্যা কার্য্যের জন্য প্রস্তুতি গ্রহন করতে পেরেছিলেন।

তাঁরা উভয়েই একই কার্যক্রম একই কাপড় এবং একই পন্থা অবলম্বন করে কাজ করেছিলেন। এই জন্যই স্বাভাবিক ভাবে যিহুদীদের মনে জানার আগ্রহ ছিল যে, এলিয় সম্বন্ধে এবং যোহন বাপ্তাইজক সম্পর্কে। (লূক ১:১৭ পদ)

এন এন এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ: ১৭:১৪- ১৮ পদ।

১৪পদ: যীশু ও তাঁর শিষ্যেরা যখন লোকদের কাছে ফিরে আসলেন তখন একজন লোক এসে যীশুর সামনে হাঁটু পেতে বসে বললেন,

১৫ পদ: "আপনি আমার ছেলেটির প্রতি দয়া করুন, সে মৃগী রোগে খুব কষ্ট পাচ্ছে। প্রায়ই সে আগুনে এবং জলে পড়ে যায়।

১৬পদ: আমি তাঁকে আপনার শিষ্যেদের কাছে এনেছিলাম কিন্তু তাঁরা তাকে ভাল করতে পারলোনা"

১৭পদ: উক্তরে যীশু বললেন, "অবিশ্বাসী ও দুষ্ট লোকেরা আর কতকাল আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবো ? কতদিন তোমাদের সহ্য করবো ? ছেলেটিকে এখানে আমার কাছে আন।

১৮পদ: যীশু সেই মন্দ আত্মাকে ধমক দিলে পর সে চেলেটির মধ্যে থেকে বের হয়ে গেল, আর ছেলেটি তখন সুস্থ হল" ।

১৭:১৫ পদ:

এন এ এস বি, জে বি- সে একজন পাগল "

এন কে জে ভি, এন আর এস ভি, টি ই ভি - সে একজন মৃগী রোগ প্রাপ্ত।

সবচেয়ে বেশী ধারাবাহিক বর্ণনা মার্ক ৯:১৮- ২০ পদে পাই। "মৃগীরোগী" সাহিত্যিক সংজ্ঞা হচ্ছে "চন্দ্রাক্রান্ত" অথবা পাগল।

অসুস্থতার মূল কারন হচ্ছে মন্দ আত্মা (১৮ পদ)

নূতন নিয়মে এরকম বিভিন রোগীদের আক্রান্ত সম্পর্কে উল্লেখ করা আছে। যেমন সে সব লোকেরা নানা রকম রোগে ও ভীষন যন্ত্রনায় কষ্ট পাচ্ছিল, যাদের মন্দ আত্মায় ধরেছিল এবং যারা মৃগী ও অবশ রোগে ভুগছিল, লোকেরা তাদের যীশুর কাছে আনল তিনি সবাইকে সুস্থ করলেন (৪:২৪)।

১৭:১৬ পদঃ "আমি তাঁকে আপনার শিষ্যেদের কাছে এনেছিলাম কিন্তু তাঁরা তাকে ভাল করতে পারলোনা।"

এটি ছিল অসাধারন ১০:১৮ পদ আমাদেরকে বলে তাদের এ ক্ষমতা ছিল। এখানে তাঁদের ব্যার্থতার কারন হলো প্রার্থনার মধ্যে যথেষ্ট ঘাটতি ছিল। বাবা ও যীশু সম্পর্কে পুস্খানু পস্খু ভাবে মার্ক ৯:২১- ২৪ পদে বর্ণনা করা আছে।

১৭:১৭ পদঃ "যীশু উত্তর করলেন এবং বললেন, অবিশ্বাসী ও দুষ্ট লোকেরা আর কতকাল আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবো? ইহা দ্বিতীয় বিববরন ৩২:৫- ২০ পদে পরোক্ষভাবে যীশুর পরীক্ষিত হওয়ার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে লেখা আছে। দ্বিতীয় বিবরনে তিনবার উদৃতি করা আছে। তাকে অবশ্যই জানতে হবে এবং বইটি ভালবাসতে হবে।

১৭:১৮ পদঃ "ছেলেটি সুস্থ হল।" অনেক কিছু বিষয় জানার জন্য মার্ক ৯:২৬ পদ দেখুন। ইহা অবশ্যই স্মরন করিয়ে দেয় যে, প্রত্যেক সুসমাচারের লেখক গনই তাদের নিজ নিজ পন্থা অবলম্বন করে তাঁদের অসামান্য উদ্দেশ্যটুকু এবং জনগনের জন্য উল্লেখ করে লিখেছেন। সেই জন্য প্রত্যেকজন ব্যাক্তিগত ভাবে জানতে চেষ্টা করা অন্যদের পরামর্শ ও বিষয়টাকে একসাথে করার পূর্বেই।

এন এন এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠঃ ১৭:১৯- ২১ পদ।

১৯পদঃ এরপর শিষ্যেরা গোপনে যীশুর কাছে এসে বললেন, "আমরা কেন সেই মন্দ আত্মাকে ছাড়াতে পারলাম না" ।

২০পদঃ যীশু তাদের বললেন, তোমাদের অল্প বিশ্বাসের জন্যই পারলেনা। আমি তোমদের সত্যিই বলছি, যদি একটা সর্ষে দানার মত বিশ্বাসও তোদের থাকে তবে তোমরা এই পাহাড়কে বলবে, "এখান থেকে সড়ে ওখানে যাও; আর তাতে ওটা সরে যাবে।

২১পদঃ তোমাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব হবে না। প্রার্থনা ও উপবাস ছাড়া এ রকম মন্দ আত্মা আর কিছুতে বের হয় না" ।

১৭:১৯পদঃ "কেন আমরা মন্দ আত্মাকে ছাড়াতে পারলাম না" ? 'তোমাদের বিশ্বাস বিন্দু মাত্র নেই" । এটাই যীশুর বার বার মন্তব্য। (৬:৮০, ৮:২৬, ১৬:৮) প্রেরিত বর্গরা ক্ষমতা বান সন্যাসী ছিলেন না।

১৭:২০

এন এ এস বি - 'তোমাদের অল্প বিশ্বাসের কারনে" ।

এন কে জে ভি - "তোমাদের অবিশ্বাস"

এন আর এস ভি - "তোমরা অল্প বিশ্বাসী"

টি ই ভি- "তোমাদের বিশ্বাস যথেষ্ট নয়"

জে বি- "তোমাদের অল্প বিশ্বাস"

পুরনো গ্রীক পান্ডুলিপিতে N and B "অল্প বিশ্বাসকে যুক্ত করা হয়েছে (olieopistis) অন্যান্যগুলো C.D.L and W তে আছে "অবিশ্বাসী" প্রথমটি আসল।

- তোমাদের যদি বিশ্বাস থাকে, সর্ষে দানার মত বিশ্বাস'ও তবে তোমরা এই পাহাড়কে বলবে, "এখান থেকে ওখানে সরে যাও" ।

সর্ষে দানা অত্যন্ত ছোট বীজ এবং এটি যিহুদী জাতির ভাল ভাবেই পরিচিত। যীশু এখানে মানুষের বিশ্বাসের ক্ষমতাকেই জোড় দেন নি কিন্তু এখানে তিনি কর্মে বিশ্বাসীর কথাই জোড় দিয়েছেন। তাদের প্রয়োজনীয় বিশ্বাস কে তিনি ধ্বংস করেনি। এটি তৃতীয় শ্রেনীর শর্ত যুক্ত বাক্য। তিনি ধারনা করেন যে, তাদের বিশ্বাস আছে পাহাড় সরে যাওয়ার ধারনাটি হলো , কিভাবে তারা তাদের প্রধান সমস্যা থেকে সমাধান হতে পারবে? দেখুন (যিশাইয় ৪০:৪, ৪৯:১১, ৫৪:১০) কিছু সংখ্যক বিশ্বাস অনুযায়ী পাহাড়ের উপরে যীশুর কিছু অঙ্গভঙ্গি ছিল, যেখান থেকে তিনি রাত হওয়ার পূর্বে রূপান্তরিত হয়েছিলেন।

১৭:২১। ২১পদ গ্রীক শব্দ Siniaticus (X) or (Vaticanus)

এন এন এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠঃ ১৭:২২- ২৩ পদ। ২২পদঃ পরে গালীল দেশের মধ্যে দিয়ে যাবার সময় যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, "মনুষ্য পুত্রকে লোকদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে" । ২৩পদঃ "লোকেরা তাঁকে মেরে ফেলবে, আর তৃতীয় দিনে তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠবেন" । এতে শিষ্যরা খুব দুঃখিত হলেন।

১৭:২২
এন এ এস বি- "গালীলে তাঁরা একসাথে সমবেত হয়েছিলেন"
এন কে জে ভি- "তাঁরা যখন গালীলে অবস্থান করছিলেন"
এন আর এস ভি- " তাঁরা গালীলে সমবেত হয়েছিলেন"
টি ই ভি- "যখন শিষ্যরা একসাথে গালীলে আসলেন"
জে বি- "একদিন যখন তারা গালীলে সমবেত হলেন"

এই প্রেক্ষিতে গ্রীক পান্ডুলীপিটি পরিবর্তন ঘটিয়েছে। প্রাচীন পান্ডুলীপি N, এবং B গ্রীক মূল শাস্ত্র অরিগেন ব্যবহার করেছেন। "সবাই একসাথে এসেছিল" যেখানে CD.L এবং W তাদের "বাসস্থান" ছিল প্রথম পারিভাষিক যে শব্দ ছিল আদি ফরিশীদের মাধ্যমে ভুল বুঝাবুঝি হয়েছিল এবং মূল গ্রন্থটি যেন সবার পরিচিত তার জন্য পরিবর্তন করা হয়। তার কারন হলো ১২ জনকে চারটা দলে ভাগ করা হয়েছিল তিনটি দল তারা যীশুর সাথে যাত্রা করেছিল। এবং তারা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের পরিবারকে দেখার জন্য বাড়ি ফিরে গেছে । এই পদগুলি যীশু এবং তাঁর শিষ্যদের সাথে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় মিটিং করা সম্পর্কে বলা হয়েছে।
"মনুষ্য পুত্রকে মানুষের হাতেই ধরিয়ে দেওয়া হবে; এবং তারা তাঁকে হত্যা করবে এবং তৃতীয় দিনে তিনি আবার উত্থাপিত হবেন" যীশু তাঁর ভবিষ্যত বাণীতে তাঁর কষ্টভোগ এবং মৃত্যুর কথা বলেছেন (১৬:২১, ১৭:৯,১২)
যীশু শুরুতেই তাঁর শিষ্যদেরকে বুঝাতে ভিত্তি তৈরী করেছিলেন শেষ সপ্তাহে তাঁর জীবনে কি ঘটতে যাচ্ছে। এই অধ্যায় থেকে শিখেছি যে যীশু অযিহুদী হতে যাচ্ছে। রোমীয় ২০: ১৯ পদ)

১৭:২৩ পদঃ “শিষ্যরা খুব দুঃখিত হলেন” মার্ক ও লূক উভয়ের মধ্যে সমভাবে তুলে ধরা হয়েছে তবু’ও তারা সেটা বুঝতে পারেনি কিন্তু জিজ্ঞাসা করতেও ভয় পেয়েছিল। ধারনা করা হচ্ছে যে, মহাসভা বা সান্‌হেড্রিন বুঝতে পেরেছিল তাঁর পুনরুত্থান সম্পর্কে ভবিষ্যৎবানী দিচ্ছে কিন্তু শিষ্যরা উপরের কুঠরীতে তার উপস্থিতির জন্য সত্যিকার ভাবে আশ্চর্য্য হয়েছিল । (লূক ২৪:৩৬- ৩৮)

এন এন এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠঃ মূলবচন ১৭:২৪- ২৭ পদ।
২৪পদঃ যীশু ও তার শিষ্যরা যখন কফর নাহুমে গেলেন তখন উপসনা ঘরের কর আদায় কারী পিতরের কাছে এসে বললেন, “আপনাদের শিক্ষক কি উপসনা ঘরের কর দেননা?
২৫পদঃ হ্যাঁ দেন,” এর পর পিতর ঘরে এসে কিছু বলবার আগেই যীশু তাঁকে বললেন, শিমোন, তোমার কি মনে হয় ? এই পৃথিবীর রাজারা কাদের কাছ থেকে কর বা খাজনা আদায় করে থাকেন? নিজের লোকদের কাছ থেকে না বিদেশীদের কাছ থেকে ?
২৬পদঃ পিতর বললেন, “ বিদেশীদের কাছ থেকে” । তখন যীশু তাঁকে বললেন তাহলে তো নিজের দেশের লোকেরা রেহাই পেয়ে গেছে।
২৭পদঃ কিন্তু আমাদের ব্যবহারে কর আদায় কারীরা যেন অপমান বোধ না করে এই জন্য তুমি সাগরে গিয়ে বড়শী ফেল, আর প্রথমে যে মাছটা উঠবে তার মুখ খুললে একটা রূপার টাকা পাবে। “ওটা নিয়ে গিয়ে তোমার ও আমার কর দিয়ে এসো”

১৭:২৪
এন এ এস বি- “দুই ধরনের খাজনা আদায়”
এন কে জে ভি, এন আর এস ভি - “মন্দিরের কর আদায়”
টি ই ভি - “অর্ধেক সেকল”
জে ভি -

২০ বছরের উপরের বয়সের যিহুদী পুরুষেরা বার্ষিক অর্ধেক সেকল কর জমা দিত। ইহা মার্চ মাসে কিছুটা বাকী থাকত; সেই জন্য যদি আমাদের জানা অনুসারে সময় যদি সঠিক হয়, যীশু দেরীতে এই কর জমা দিয়েছিলেন। এটি সম্ভবত নির্ভর করেছিল মোশীর উপর রব্বীদের অনুরোধটি । যাত্রা ৩০:১১ যদিওবা এটি স্বেচ্ছাকৃত কর, তথাপি ইহা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্থডক্স (কট্টরপন্থী) যিহুদীদের বাধ্যতা মূলক । মাছের মুখে পাওয়া যে টাকা দেওয়া হয়েছিল সেটি পিতর ও যীশুর নামে দেওয়া।

১৭:২৫- ২৭পদঃ এই পদ গুলিতে যীশু দেখিয়েছেন, কাদের কর দেওয়া উচিৎ? তিনি নিজে’ও কর পরিপূর্ন ভাবে দিয়েছিলেন তাঁর ধার্মিকতা রাজ্যের জন্য।

১৭:২৭ পদঃ অনেকেই এই বিষয়টি সম্পর্কে সমালোচনা করে থাকেন কারন মনে হয় যীশু এখানে তাঁর মোশীহের ক্ষমতাকে তাঁর ব্যাক্তিগত উদ্দেশ্যকে পূর্ন করার জন্যই ব্যবহার করেছেন। এটা ছিল যীশুর গতিশীল আশ্চর্য্য কাজের ক্ষমতার চর্চামাত্র যে এটি তার শিষ্যদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য এবং বিশ্বাসকে দৃঢ় করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন।
প্রশ্নগুলোর আলোচনাঃ

এটি পড়াশুনার ব্যাখ্যা দানকারী নির্দেশক যেটি আপনার নিজস্ব বাইবেল অনুবাদের জন্য দায়িত্ববান হতে সাহায্য করবে। আমাদের প্রত্যেক জনকেই অবশ্যই যে আলোতে আমরা আছি সে আলোতেই চলতে হবে। আপনার অনুবাদে বাইবেল এবং পবিত্রআত্মাই প্রাধান্য পাবে। আপনাকে এটি টিকাকারের নিকট ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবেনা।

এই প্রশ্নের আলোচনার মাধ্যমে এই বইয়ের অংশের প্রধান বিষয় গুলো চিন্তা করতে সাহায্য করবে।

১. কেন সিনোপটিক গস্পেলে ৩টি সুসমাচারে একই ঘটনা গুলো সংরক্ষিত করা হয়েছে?
২. কোন কোন সময় বিষয় বস্তুগুলোকে কেন অন্যান্য সুসমাচারের মধ্যেও আলাদাভাবে বর্ননা করা হয়েছে?
৩. কেন যীশু তাঁর শিষ্যদেরকে আভ্যন্তরীনভাবে নির্বাচন করেছিলেন?
৪. কেন এলিয় এবং মোশী যীশু খ্রীষ্টের সেই রূপান্তরিত পাহাড়ে দেখা দিয়েছিলেন?
৫. ঈশ্বরের উক্তি অনুসারে গীতসংহিতা ২ এবং যিশাইয় ৪২ এর গুরুত্ব কি?
৬. ১৭ অঃ ১৬ অধ্যায়ে যীশুর মৃত্যু কিভাবে সম্পর্কযুক্ত?
৭. "মনুষ্যপুত্র" শব্দগুচ্ছটি কেন যীশুর প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছে?
৮. যোহন বাপ্তাইজক কি এলিয় হিসাবে পূর্নজন্ম করেছিলেন?
৯. ভূত ছাড়ানো এবং সুস্থ্যকরন কিভাবে বিশ্বাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত?
১০. মন্দ আত্মা কি? তারা কি এখনো আমাদের এই পৃথিবীতে আছে?
১১. ঙ্গড়ঁহঃধরহচ পারিভাষিক শব্দ ২০ অধ্যায় কি শারিরিক দক্ষতার সাথে কাজ করাকে বুঝায় বা জীবনের সমস্যার সাথে পরিচালনা করাকে বুঝায়?
১২. যদি যীশু তাঁর নিজের বিশ্বাস ঘাতকতা, মৃত্যু এবং পুনরুত্থান সম্পর্কে বার বার বলেছেন আরপরও কেন তাঁর শিষ্যরা এই ঘটনার জন্য আশ্চর্য্য হয়েছিল?

মথি ১৮

আধুনিক অনুবাদে অনুচ্ছেদ গুলোর অংশ সমূহ

ইউ বি এস৪	এন কে জে ভি	এন আর এস ভি	টি ই ভি	জে বি
স্বর্গরাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বড় ১৮:১- ৫	বড় কে ? ১৮:১- ৫	মানবিক ও ক্ষমা সম্পর্কে বলছে ১৮:১- ৫	বড় কে ? ১৮:১ ১৮:২- ৫	বড় কে ? ১৮:১- ৫ ১৮:১- ৪
পাপের পরীক্ষা ১৮:৬- ৯	যীশু অপরাধীদের সতর্ক করে দেন ১৮:৬- ৯ পদ	নরক সম্পর্কে সতর্ক ১৮:৬- ৭ ১৮:৮- ৯	পাপের পরীক্ষা ১৮:৬- ৭ ১৮:৮- ৯	অন্যদেরকে বিপথে পরিচালনা করা ১৮:৫- ৭ ১৮:৮- ৯ পদ
হারানো মেষের গল্প	হারানো মেষের গল্প	হারানো মেষ ১৮:১০- ১৪	হারানো মেষের গল্প	

১৮:১০- ১৪	১৮:১০- ১৪		১৮:১০- ১৪	
ভাই যে পাপ করেছিল ১৮:১৫- ১৭	পাপীষ্ঠ ভাইয়ের পরিচালনা ১৮:১০- ১৪	অনুস্মরন কারীদের নিয়মানুবর্তীতা ১৮:১৫- ২০	একজন ভাই যে পাপ করেছিল ১৮:১৫- ১৭ বাধা দেওয়া এবং অনুমতিদান ১৮:১৮ পদ ১৮:১৯- ২০	ভাইয়ের সংশোধন ১৮:১৫- ১৭ ১৮:১৮ সাধারন প্রার্থনা ১৮:১৯- ২০
যে কর্মচারী ক্ষমা করেনি তার গল্প ১৮:২১- ৩৫	যে কর্মচারী ক্ষমা করেনি ১৮:২১- ৩৫	ক্ষমা করার মনোভাব ১৪:২১- ২২ ১৮:২৩- ৩৫	যে কর্মচারী ক্ষমা করেনি তার গল্প ১৮:২১ ১৮:২২- ২৭ ১৮:২৪- ৩৪ ১৮:৩৫	ব্যাথায় ক্ষমা ১৮:২১- ২২ যে কর্মচারী ক্ষমা করেনি তার গল্প ১৮:২৩- ৩৫

পড়ার ৩টি ধাপ: দেখুন পৃষ্টা ৬

আদিম লেখকগনকে অনুস্মরন করে অনুচ্ছেদের স্তরকে অভিনিষ্ট করা।

এটিই পড়াশুনার ব্যাখ্যাদান কারী নির্দেশক যেটি আপনাকে নিজস্ব বাইবেল অনুবাদের জন্য দায়িত্ববান হতে সাহায্য করবে। আমাদের প্রত্যেক জনকেই অবশ্যই আমাদের নিজস্ব প্রতিভায় যেতে হবে। আপনার অনুবাদে বাইবেল এবং পবিত্র আত্মাই প্রধান বিষয় হবে। এটি আপনাকে টিকাকারের নিকট ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

এক উপবেসনে অধ্যায়টি পড়ুন। বিষয় গুলোকে বুঝতে চেষ্টা করুন। উপরের পাঁচটি বিভাগ অনুবাদের সাথে আপনি বিষয় বস্তুকে তুলনা করুন। অনুচ্ছেদগুলি স্বগীয়ভাবে অনুপ্রানিত হয়নি কিন্তু ইহা একটি চাবি কাঠি যা আপনি লেথকগনকে অনুসরন করে অনুচ্ছেদ গুলির স্তরকে অভিনিষ্ট করতে পারেন। যেটি হৃদয় বিদারক অনুবাদ।

১.প্রথম অনুচ্ছেদ
২. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ
৩.তৃতীয় অনুচ্ছেদ
৪.ইত্যাদি।

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা:

(ক) অবস্থান ছেলে মেয়েদেরকে নির্দেশ করেনা, কিন্তু নূতন বয়স্ক বিশ্বাসীদের কে শিশুদের সাথে তুলনা করে ব্যবহার করা হয়েছে।

(খ) অবস্থান বলতে হেরে যাওয়া থেকে জয়লাভ করাকে বুঝায় না, কিন্তু বিশ্বাসীবর্গের বৈশিষ্টকে বুঝানো হয়েছে।

(গ) মন্ডলী নিয়মানুবর্তিতা বলতে ১৫- ১৯ পদেও সম্পর্কযুক্ত খ্রীষ্টে একে অপরের উপর আমাদের ভালবাসা। (রোমীয় ১৮:, ১ম কর: ৮, ১০:২৩- ৩৩ পদ)

(ঘ) গল্পটি ২১- ৩৫ সম্পর্কযুক্ত দুর্বলদের প্রতি আমাদের সেবা অথবা খ্রীষ্টের মাধ্যমে নূতন খ্রীষ্টানদের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসা । এটি ভিত্তি হিসাবে নয় কিন্তু আমাদের জীবনে ঈশ্বরের ভালবাসার ফল হিসাবে।

শব্দ এবং শব্দগুচ্ছের পড়াঃ

এন এন এস বি (হালনাগাদ) শাস্ত্র মূলবচনঃ ১৮ঃ১- ৬ পদ।
১ম পদঃ সেই সময়ে শিষ্যেরা যীশুর কাছে এসে বললেন, "স্বর্গরাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বড় কে?
২ পদঃ তখন যীশু একটা শিশুকে ডেকে তাঁদের মধ্যে দাঁড় করিয়ে বললেন,
৩ পদঃ আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, যদি তোমরা মন ফিরিয়ে শিশুর মত না হও তবে কোন মতেই স্বর্গ- রাজ্যে ঢুকতে পারবে না।
৪ পদঃ যে কেউ এই শিশুর মত নিজেকে নম্র করে সেই স্বর্গরাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বড়।
৫ পদঃ আর যে কেউ এর মত কোন শিশুকে আমার নামে গ্রহন করে সে আমাকেই গ্রহন করে।
৬ পদঃ আমার উপর বিশ্বাসী এই ছোটদের মধ্যে কাউকে যদি কেউ পাপের পথে নিয়ে যায় তবে তার গলায় একটা পাথর বেঁধে তাকে সাগরের গভীর জলে ডুবিয়ে দেওয়া বরং তার পক্ষে ভাল।

১৮ঃ১ পদঃ "শিষ্যরা যীশুর কাছে এসে বললেন" এটি দেখিয়েছেন যে, যীশু বিশ্বাসীবর্গদের সাথে কথা বলেছেন অবিশ্বাসীদের সাথে নয়।

- "তাহলে স্বর্গরাজ্যে বড় কে?" দেখুন মার্ক ৯ঃ৩৩- ৩৪, যোহন ২০;২০- ২৮পদ এই প্রশ্নটি তার অনুসরন কারীদের জন্য কপি করা হয়েছে । প্রশ্নে দেখিয়েছেন যে, শিষ্যরা এখনও স্বর্গরাজ্যের প্রকৃতি সম্পর্কে বুঝতে পারেনি। ইহা আরো দেখিয়েছেন যে শিষ্যরা পিতরকে সবচেয়ে বড় বলে মেনে নিতে পারেনি।

১৮ঃ২ পদঃ "একটি শিশু" মার্ক ৯ঃ৩৩ পদ পরামর্শ দেয় যে, পিতর ছিল শিশু।
১৮ঃ৩ পদঃ "সত্য সত্য" দেখুন বিশেষ ভাবে ৫ঃ১৮ পদ।
"যতক্ষন পর্যন্ত তুমি পরিবর্তন না হও" এটি ব্যাক্তি উদ্দেশ্যের সক্রিয় ক্রিয়াকলাপ নামের কালটি চুড়ান্তভাবে প্রয়োগ করে। ব্যাক্তির আত্তিক বিষয়টি প্রকাশ করা হয় বিভিন চলমান কার্যক্রম উপাদানের মধ্যদিয়ে এবং সম্পৃক্ততার পছন্দে যুক্ত। পরোক্ষ উক্তিটি ঈশ্বরের উদ্যোগে প্রয়োগ করে। (যোহন ৬ঃ৪৪, ৬৫ পদ)

১৮ঃ৪,৬ "আর যে কেহ আপনাকে শিশুর মত... শিশু... এর মত একটি শিশুকে" এ সকল উক্তি গুলো নূতন, নিষ্কলুষ, অপরিনত বা অল্পবিশ্বাসী বয়স্কদের বিষয়ে বর্ননা করে, প্রকৃত শিশুদের নয়। যাহোক, শিশুদের আস্থাপূর্ন নির্ভরশীলতা হউক, বয়স্কদের জন্য প্রকৃত মনোভাব।

১৮ঃ৩- ৪ "তোমরা যদি না ফির ও শিশুদের ন্যায় না হয়ে উঠ, তবে কোন মতে স্বর্গ- রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না...."

এ প্রসঙ্গে এ পদগুলো উল্লেখ করেছিল (১) কিভাবে একজন ব্যক্তি যীশুর কাছে আসেন এবং (২) কিভাবে একজন ব্যক্তি খ্রীষ্টেতে অবস্থান করেন।

১৮:৫ এটা ১০:৪০ এর গুরুত্বের সদৃশ।

১৮:৬ "বৃহৎ যাতা" এটা নির্দেশ করে যাঁতার উপরদিকের বড় পাথরকে যা শষ্য ভাঙ্গাবার জন্য জীবজন্তুরা টেনে থাকে ।

- "সমুদ্রের অগাধ জলে ডুবিয়ে দেয়া" মরুভুমিতে বসবাসকারী লোকেদের মত ইহুদীরা পানিকে ভয় করত। সেজন্য , এই বাক্যাংশটি সে প্রকার ভয়ানক শারীরিক মৃত্যুকে বর্ননা দেয় যা অন্যান্য বিশ্বাসীবর্গকে পাপ করার দিকে পরিচালনা দেবার চেয়ে উত্তম (তুলনা করুন ৮:১০ পদ। রোমীয় ১৪)।

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ : ১৮:৭ [৭]কেননা বিঘ্ন অবশ্যই উপস্থিত হইবে; কিন্তু ধিক সেই ব্যক্তিকে, যাহার দ্বারা বিঘ্ন উপস্থিত হইবে।

১৮:৭ "জগৎকে ধিক.. .. ধিক সে' ব্যক্তিকে" এটাকে রাখা হয়েছিল পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের আক্ষরিক অবয়বের একটি অন্তোষ্টিক্রিয়া কালে শোকসুচক স্তর যা ঈশ্বরের বিচারের প্রতীক হয়েছিল (তুলনা করুন ১১:২১; ১৮:৭; ২৩:১৩; ১৫,১৬,২৩,২৫,২৭,২৯; ২৪:১৯; ২৬:২৪;
লুক ১৯:১- ২)

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ : ১৮:৮- ৯ [৮]আর তোমার হস্ত কিম্বা চরন যদি তোমার বিঘ্ন জন্মায়, তবে তাহা কাটিয়া ফেলিয়া দেও; দুই হস্ত কিম্বা দুই চরন লইয়া অনন্ত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং খঞ্জ কিম্বা নুলা হইয়া জীবনে প্রবেশ করা তোমার ভাল। [৯]আর তোমার চক্ষু যদি তোমার বিঘ্ন জমায়, তবে তাহা উপড়াইয়া ফেলিয়া দেও; দুই চক্ষু লইয়া অগ্নিময় নরকে নিক্ষিপ্ত হওয়া অপেক্ষা বরং এক চক্ষু হইয়া জীবনে প্রবেশ করা তোমার ভাল।

১৮:৯"অগ্নিময় নরক' ***(Gehenna)*** এ শব্দটি হীব্রু ভাষার দুইটি শব্দ থেকে এসেছে। **Ge** এর অর্থ হোল "উপত্যকা" এবং **henna** (হিনোম) শব্দটির অর্থ হোল "হিনোমের পুত্রগন" (তুলনা করুন ২ রাজাবলি ২৩:১০; ২করিন্থীয় ২৮:৩; ৩৩:৬; যিরমিয় ৭:৩১)। এটি ছিল জেরুশালেম নগরীর বাহিরে একটি উপত্যকা যেখানে ফিনিশিয় অগ্নিদেবতাকে শিশু বলিদানের মাধ্যমে পুজা করা হোত। এ শিশু বলিদানকে বলা হোত মোলেক ***(Molech)***। ইহুদীরা এটাকে আস্তাকুড়ে পরিনত করেছিল। যীশু এটাকে রূপক হিসেবে নরক বর্ননা করার জন্য ব্যবহার করেছিলেন ।

এটি একটি ভীতিরূপক পদ। যাহোক, একজন ব্যক্তিকে যীশুর শিক্ষার মধ্যকার বাড়িয়ে বলার ব্যবহারকে অবশ্যই স্মরন করতে হবে। এই পদটি অনুসারীদের, বিশ্বাসীদের সম্পর্কে বর্ননা দেয়। তবুও যীশু এমনকি তার নিজস্ব অনুসারীদেরকে সততা এবং প্রেমময় বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সতর্ক করেন।

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ : ১৮:১০- ১১ [১০]দেখিও, এই ক্ষুদ্রগনের মধ্যে একটীকেও তুচ্ছ করিও না; কেননা আামি তোমাদিগকে কহিতেছি, তাহাদের দূতগন স্বর্গে সতত আমার স্বর্গস্থ পিতার মুখ দর্শন করেন।

১৮:১০ "দেখিও, ঐ ক্ষুদ্রগনের মধ্যে একটীকেও তুচ্ছ করিও না" এ সম্পূর্ন অংশটি পর্বতে দত্ত যীশুর উপদেশের মত একই প্রকার সত্য বিষয়গুলি বর্ননা করে (তুলনা করুন মথি ৫:২২)

“তাদের দূতগন” এই শব্দ দুইটির অর্থ হতে পারে যে বিশ্বাসীগনের একটি সেবাকারী দূত রয়েছে। (তুলনা করুন ইব্রীয় ১:১৪; প্রেরিত ১২:১৫)। এটি একটি চিন্তাকর্ষক/ আকর্ষনীয় মতবাদ কিন্তু এ বিষয়ে বাইবেলে খুব অল্প প্রমান রয়েছে যার উপর একটি ধর্মীয় মতবাদ তৈরী করা যেতে পারে।

১৮:১১ এই পদটি প্রাচীন গ্রীক পান্ডুলিপি **N,B** অথবা গ্রীক পদগুলোতে নাই যা অরিজেন, ইসিবিয়াস এবং জেরোম ব্যবহার করেছিলেন। সিরিয় এবং মিশরীয় অনুবাদের এটি পাওয়া যায় না। প্রকৃত পক্ষে এটি মথি লিখিত সুসমাচারের একটি মূল অংশ ছিল না। প্রথম দিকে মিশরীয় অনুবাদকারীগন লুক ১৯:১০ থেকে এটি মথি লিখিত সুসমাচারে সংযুক্ত করেছিলেন।

পাতা ১৫২

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ : ১৮:১২- ১৪

[১২]তোমাদের কেমন ক্রোধ হয়? কোন ব্যক্তিও যদি এক শত মেষ থাকে, আর তাহাদের মধ্যে একটী হারাইয়া যায়, তবে সে কি অন্য নিরানব্বইটা ছাড়িয়া পর্ব্বতে গিয়া ঐ হারান মেষটীর অন্বেষণ করে না? [১৩]আর যদি সে কোন ক্রমে সেটী পায়, তবে আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি যে নিরানব্বইটা হারাইয়া যায় নাই, তাহাদের অপেক্ষা সেইটার নিমিত্ত সে অধিক আনন্দ করে। [১৪]সেইরূপ এই ক্ষুদ্রগনের মধ্যে এক জনও যে বিনষ্ট হয়, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার এমন ইচ্ছা নয়।

১৮:১২- ১৪ “একশত মেষ” এ উপমাটি সেসকল বিশ্বাসী প্রসঙ্গে বর্ননা প্রদান করে যারা সৎ ও পরিশ্রমী থাকার পর পতিত হয় এবং তারপর ঈশ্বরের প্রতি ফিরে আসে। বিশ্বাসীগনকে একে অপরকে সাহায্য এবং পুনঃ স্থাপিত করতে হবে। লুক ১৫:৪- ৭ এ এই একই প্রকার উপমাটি আধ্যাত্বিকভাবে হারিয়ে যাওয়া, আত্ম- ধার্মিক ফরীসীদের নির্দেশ করে। এটা দেখিয়ে দেয় যে যীশু একই প্রকার উপমাগুলো বিভিনভাবে বিভিন শ্রোতা মন্ডলীর জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

- “যদি” ১২ এবং ১৩ উভয় পদ দুটি হোল তৃতীয় পর্যায়ের শর্তমূলক বাক্য যা ভবিষ্যতকালের সম্ভাব্য কাজকে বোঝায়।
- **“সত্যই”** ৫:১৮ তে বিশেষ আলোচ্য বিষয় দেখুন।

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ : ১৮:১৫- ১৮

[১৫]আর যদি তোমার ভ্রাতা তোমার নিকটে কোন অপরাধ করে, তবে যাও, যখন কেবল তোমাতে ও তাহাতে থাক, তখন সেই দোষ তাহাকে বুঝাইয়া দেও। যদি সে তোমার কথা শুনে , তুমি আপন ভ্রাতাকে লাভ করিলে। [১৬]কিন্তু যদি সে না শুনে, তবে আর দুই এক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া যাও, যেন “দুই কিম্বা তিন জন সাক্ষীর মুখে সমস্ত কথা নিষ্পন হয়। [১৭]আর যদি সে তাহাদের কথা অমান্য করে , মন্ডলীকে বল; আর যদি মন্ডলীর কথাও অমান্য করে, সে তোমার নিকটে পরজাতীয় লোকের ও করগ্রাহীর তুল্য হউক। [১৮] আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, তোমরা পৃথিবীতে যাহা কিছু বদ্ধ করিবে, তাহা স্বর্গে বদ্ধ হইবে; এবং পৃথিবীতে যাহা কিছু মুক্ত করিবে, তাহা স্বর্গে মুক্ত হইবে।

১৮:১৫ “যদি তোমার ভ্রাতা কোন পাপ করে” এ অনুচ্ছেদটি ১- ১৪ পদগুলোর আলোকে মন্ডলীর শৃঙ্খলা সম্পর্কে আলোচনা করে। এগুলো হোল তৃতীয় পর্যায়ের শর্তমূলক বাক্যের একটি অনুক্রম, ১৫ (দুইবার), ১৬,১৭ (দুইবার)। এটি ভবিষ্যতের সম্ভাব্য কাজকে বোঝায়।

❑ এখানে গ্রীক পান্ডুলিপির একটি ভিন্নতা রয়েছে। গোলাকার ক্যাপিটাল অক্ষরের ন্যায় অক্ষরে লিখন পদ্ধতিতে লেখা সবচেয়ে প্রথম দিকের সম্পূর্ন গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করা এন (N) এবং (B) নূতন নিয়মে "অপরাধগুলোর" পরে "তোমার বিরুদ্ধে" শব্দ দুইটি নাই। এটাকে দেখা গোলকার ক্যাপিটাল অক্ষরের ন্যায় অক্ষরে লিখিত পদ্ধতিতে লিখিত ডি (D), এল, (L) এবং (W) পান্ডুলিপিতে এবং বাইবেলের প্রাচীন ল্যাটিন এবং আমেরিকান অনুবাদ গুলোতে নাই। ইউ.বি.এস সংস্করন ইহাকে বন্ধনীর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করেছে।

❑ ১৮:১৫-১৭ "যাও এবং ব্যক্তিগতভাবে তাকে তার অপরাধ দেখিয়ে দেও" মন্ডলিতে পাপ নিয়ে কিভাবে কাজ করতে হবে সেই সম্পর্কে ইহা ছিল একটি বাস্তব জ্ঞান। ধাপগুলো লক্ষ্য করুনঃ (১) বিঘ্নকারীর কাছে ব্যক্তিগতভাবে দেখা (১৫ পদ) , এক অথবা দুইজন স্বাক্ষীকে সঙ্গে লওয়া এবং আরেকবার যাও, (৩) সমগ্র মন্ডলীর সামনে বিষয়টি উপস্থাপন কর, এবং সবশেষে, (৪) সদস্যপদ বাতিল কর।

> এ সকল নির্দেশাবলী কেবল মাত্র নেতৃবর্গকে উদ্দেশ্য করে বলা হয় নাই কিন্তু সকল বিশ্বাসীকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। আমাদের ভাইয়ের রক্ষক (তুলনা করুন লুক ১৭:৩; গালাতীয় ৬:১-২)। মান্ডলীক শাসন বা শৃঙ্খলার উদ্দেশ্যকে অবশ্যই পরিত্রানমূলক হতে হবে শাস্তিমূলক নয়। যাহোক পাপ প্রবন সাধূদের শরীরের সুনাম এবং শরীরের শান্তি এবং স্বাস্থ্য (আধ্যাত্বিক এবং শারীরিক) অবশ্যই স্থির করতে হবে।

১৮:১৬ "যাতে দুই অথবা তিনজন সাক্ষীর মুখে" পুরাতন নিয়মের সময়ে বিচারালয়ে কোন বিষয়ে নিশ্চিত করার জন্য কমপক্ষে দুইজন সাক্ষীর প্রয়োজন ছিল (তুলনা করুন গননা ৩৫:৩০; দ্বিতীয় বিবরন ১৭:৬ এবং ১৯:১৫)

১৮:১৭ "মন্ডলী" ইহা বাহাত্তর জন পন্ডিতকৃত পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদে হীব্রু শব্দের ব্যবহার "মন্ডলী অথবা ইস্রায়েলের সাম্মিল নীচে প্রতিফলিত করে এবং পঞ্চাশ সপ্তমী উত্তর এর সম্পূর্ন অর্থে নয়। অরামীয় শব্দ " KerishtaÓ (মন্ডলী) ব্যবহার করা হয়েছিল সকল ইহুদী অথবা একটি স্থানীয় সমাজগৃহের অর্থে। এটা ছিল "মন্ডলী কৃত" করার জন্য নূতন নিয়মের একটি উদাহরন।

❑ "সে তোমার নিকটে পরজাতীয় লোকের ও করগ্রাহীর তুল্য হোক" মথি লিখিত সুসমাচার ইহুদীদের জন্য লেখা হয়েছিল। পরজাতীয়দেরকে অশুচী হিসেবে বিবেচনা করা হোত এবং কর সংগ্রহ করার ইহুদীরা ঘৃনার চোখে দেখত (তুলনা করুন ৫:৪৬; ৯:১০-১১; ১১:১৯) এই বাক্যাংশটিকে ইহার দুইটি বর্ননা মূলক উদাহরন সহ ইহুদীরা ভূল বুঝত।

১৮:১৮ "সত্য সত্যই" ৫:১৮তে বিশেষ আলোচ্য বিষয় দেখুন।

❑ "আমি তোমাদেরকে বলছি" "তোমাদেরকে" শব্দটি হোল একটি বহুবচনের শব্দ। যীশু বারজন শিষ্যকে উদ্দেশ্য করে কথা বলতেছিলেন, কেবলমাত্র পিতরকে নয় যেমন করা হয়েছে ১৬:১৯- এ।

❑ "বদ্ধ.. .. .. মুক্ত" এই সকল শব্দকে পরিবর্তন করে "নিষেধ" এবং "অনুমতি" তে রূপান্তরিত করা যেতে পারে। কিভাবে আইনকে বর্তমান অবস্থার সাথে প্রয়োগ করা যায় সেই ব্যপারে আইনানুগ সিদ্ধান্তের জন্য এই উভয় শব্দ দুইটি ছিল ইহুদী পন্ডিত সুলভ শব্দ।

❑ “স্বর্গে বদ্ধ হবে.. .. স্বর্গে মুক্ত হবে” এ সকল পরোক্ষ উক্তি মূলক পুরাঘটিত কর্মবাচক বিশেষণ ছিল কোন কিছু সম্পর্কে বলার জন্য একটি পরোক্ষ পদ্ধতি যে কোন কিছু ইতিমধ্যে সম্পন হয়েছে। এই অনুচ্ছেদটি আধ্যাত্বিক বিষয়ে মানুষের উদ্দেগকে নিশ্চিত করে বলে না, কিন্তু তার লোকদের পবিত্র আত্মার পরিচালনায় ঈশ্বরের ইচ্ছা পৃথিবীতে পূর্ন হয় (তুলনা করুন মথি ১৬:১৯-২০; যোহন ২০:২৩) বিশ্বাসীদের সাথে ঈশ্বরের আচরন অনুসরন করে মান্ডলিক শাসনকে অবশ্যই পরিত্রানমুলক হতে হবে।

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ : ১৮:১৯,২০
[১৯]আবার আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, পৃথিবীতে তোমাদের দুই জন যাহা কিছু যাঞ্চা করিবে, সেই বিষয়ে যদি একচিত্ত হয়, তবে আমার স্বর্গস্থ পিতা কর্ত্তৃক তাহাদের জন্য তাহা করা যাইবে। কেননা যেখানে দুই কি তিন জন আমার নামে একত্র হয়, সেইখানে আমি তাহাদের মধ্যে আছি।

১৮:১৯ “যদি দুইজন কোন বিষয়ে এ পৃথিবীতে একমত হয়ে যা কিছু যাঞ্চা করে” এটি একটি তৃতীয় পর্যায়ের শর্তমূলক বাক্য যা সম্ভাব্য ভবিষ্যতের কার্যকে প্রকাশ করে। প্রসঙ্গটি মন্ডলীর অনুশাসন এবং অন্যান্য বিশ্বাসীদের প্রতি আমাদের আচরনের সাথে এই প্রতিশ্রুতিকে সম্পর্কযুক্ত করে। যাহোক ইহা এই ইঙ্গিত করে যে যখন বিশ্বাসীবর্গ প্রার্থনার জন্য সমবেত হয় যীশু সেখানে থাকেন।

১৮:১৯ শাস্ত্রের এই পদটিকে অবশ্যই ১৮ পদে প্রকাশিত পবিত্র আত্মা কর্তৃক প্রকাশিত ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রেক্ষিতে বিবেচনা করতে হবে। কেবলমাত্র বিশেষ বিশেষ আধ্যাত্বিক অবস্থার অধিনে বিশ্বাসীবর্গকে প্রার্থনার উক্তরের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। সবচেয়ে খারাপ বিষয় যা আধুনিক বিশ্বাসী বর্গ মনে করে থাকেন তা হোল যে ঈশ্বর তাদের স্বার্থপর, পার্থিব প্রার্থনার উক্তর দেন।

প্রার্থনার ব্যপারে বাইবেল একটি প্রচলিত মতবিরোধী অভিমত উপস্থাপন করে। কিছু কিছু অনুচ্চেদ প্রার্থনার সীমাহীন পরিধি এবং উক্তর সম্পর্কে বর্ননা দেয় (মথি ১৮:১৯; যোহন ১৪:১৩-১৪; ১৫:৭,১৬; ১৬:২৩)। অন্যান্য অনুচ্ছেদগুলো প্রার্থনার সেইসকল বিষয়গুলো বর্ননা করে যা দ্বারা প্রার্থনা সীমাবদ্ধ তা হোল; (১) আমাদের অধ্যাবসায় (তুলনা করুন মথি ৭:৭-৮; লুক ১১:৫-১৩; ১৮:১-৮; (২) আমাদের মনোভাব (তুলনা করুন মথি ২১:২২; মার্ক ১১:২৩-২৪; লুক ১৮:৯-১৪; যাকোব ১:৬-৭; ৪:১-১০) এবং (৩) ঈশ্বরের ইচ্ছা (তুলনা করুন ১যোহন ৩:২২; ৫:১৪-১৫)।

ধর্মতাত্বিকভাবে বিশ্বাসীগন একমত যে:

(১) ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের প্রার্থনাগুলোর দ্বারা অভিভূত

(২)সবচেয়ে বড় দানটি প্রার্থনার উক্তর নয় কিন্তু পিতা ঈশ্বরের সাথে সহভাগিতা;

(৩) সকল প্রার্থনার উক্তর দেয়া হয় এবং

(৪)প্রার্থনা আমাদের জীবন এবং তাদের জীবনের পরিবর্তন করে থাকে যার জন্য আমরা প্রার্থনা করি। যাহোক, যখন সকল বলা হয়েছে এবং করা হয়েছে, তারপর প্রার্থনার মধ্যে একটি “নিগুড় তত্ব” রয়েছে। সত্য দ্বারা যে সিদ্ধান্ত স্থির করা হয়েছে যে ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের প্রার্থনার প্রতি উক্তর দিতে তাঁর সার্বভৌমত্বে নিজেকে সীমাবদ্ধ করতে পছন্দ করেছেন। আমাদের নাই কারন আমরা চাই নাই অথবা ভ্রান্তভাবে চেয়েছি।

১৮:২০ যে সংখ্যাটি উল্লেখ করা হয়েছে ১৬ পদে মত। এটা হতে পারে একজন স্বামী এবং একজন স্ত্রী (পারিবারিক পরিবেশে অথবা দুই অথবা অধিক বিশ্বাসী (উপাসনা অথবা শিষ্য পরিবেশে)

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ : ১৮:২১- ২২
তখন পিতর তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেন , প্রভু, আমার ভ্রাতা আমার নিকটে কত বার অপরাধ করিলে আমি তাহাকে ক্ষমা করিব? দশ সাত বার পর্য্যন্ত? যীশু তাহাকে কহিলেন তোমাকে বলিতেছি না, সাত বার পর্য্যন্ত, কিন্তু সত্তুর গুন সাত বার পর্য্যন্ত ।

১৮:২১
এনএসবি, এনকেজেভি,
টি.ই.ভি "সত্তর বার সাত"
এন.আর.এস.ভি.জে.বি "সত্তর সাত বার"

পিতর দয়ালু হতে চেষ্টা করতেছিলেন। ব্যাবিলনীয় ধর্মগ্রন্থে সর্ব্বোচ্চ মাত্রা হিসাবে তিনগুন ছিল (তুলনা করুন আমোষ ১:৩, ৬; ২:৬)। যীশু ক্ষমা করে দেয়াকে সাতগুন সত্তরের একটি নূতন রূপক শোভিত উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন। এর অর্থ এই নয় যে বিশ্বাসীগন ৪৯১ বার ক্ষমা করেন না, কিন্তু ঐ চুক্তিতে আবদ্ধ ভ্রাতাগন অন্যান্য চুক্তিতে আবদ্ধ ভ্রাতাগনকে ক্ষমা করে দেবার জন্য অবশ্যই সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে (তুলনা করুন লুক ১৭:৪) যেমন ঈশ্বর ক্ষমা করেন।

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ : ১৮:২৩- ৩৫
এজন্য স্বর্গরাজ্য এমন একজন রাজার তুল্য, যিনি আপন দাসগনের কাছে হিসাব লইতে চাহিলেন। তিনি হিসাব আরম্ভ করিলে, একজন তাহার নিকটে আনীত হল, যে তার দশ সহস্র তালন্ত ধারিত। কিন্তু তার পরিশোধ করবার সঙ্গতি না াকাতে তার প্রভু তাকে ও তার স্ত্রী পুত্রাদি সর্ব্বস্ব বিক্রয় করে আদায় করিতে আজ্ঞা করলেন। তাতে সে দাস তার চরনে পড়িয়া প্রনিপাত করে বলল, হে প্রভু, আমার প্রতি ধৈর্য্য ধরুন, আমি আপনার সমস্তই পরিশোধ করব। তখন সে দাসের প্রভু করুনাবিষ্ট হইয়া তাকে মুক্ত করলেন ও তার ঋন ক্ষমা করলেন। কিন্তু সেই দাস বাহিরে গিয়া তার সহদাসদের মধ্যে এক জনকে দেখিতে পাইল, যে তার এক শত সিকি ধারিত; সে তাকে ধরে গলাটিপি দিয়া বলল, তুই যা ধারিস, তাহা পরিশোধ কর। তখন তার সহদাস তার চরনে পড়ে বিনতিপূর্ব্বক বলল, আমার প্রতি ধৈর্য্য ধর, আমি তোমার ঋন পরিশোধ করব। তথাপি সে সম্মত হল না, কিন্তু গিয়া তাকে কারাগারে ফেলে রাখল, যে পর্য্যন্ত ঋন পরিশোধ না করে। এই ব্যাপার দেখে তার সহদাসেরা বড়ই দুঃখিত হল, আর আপনাদের প্রভুর কাছে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলে দিল। তখন তার প্রভু তাকে কাছে ডাকিয়া কহিলেন, দুষ্ট দাস, তুমি আমার কাছে বিনতি করাতে আমি তোমার ঐ সমস্ত ঋন ক্ষমা করেছিলাম, আমি যেমন তোমার প্রতি দয়া করেছিলাম তেমনি তোমার সহদাসের প্রতি দয়া করা কি তোমারও উচিত ছিল না? আর তার প্রভু ক্রুদ্ধ হয়ে পীড়নকারীদের নিকটে তাকে সমর্পন করলেন, যে পর্যন্ত সে সমস্ত ঋণ পরিশোধ না করে। আমার স্বর্গীয় পিতাও তোমাদের প্রতি এই রূপ করবেন, যদি তোমরা প্রতিজন অন্তঃকরনের সহিত আপন আপন ভ্রাতাকে ক্ষমা না কর।

১৮:২৩ "একজন রাজা" মথির কাছে এই উপমাটি অদ্বিতীয় ছিল। অরামীয় ভাষায় এই শব্দটির অর্থ হতে পারত "একজন রাজার কর্মকর্তা"
১৮:২৪ "দশ হাজার তালন্ত" এটি একটি বিরাট আকারের অর্থ ছিল। ছয়শত তালন্ত ছিল দক্ষিন প্যালেষ্টাইনের জন্য বার্ষিক রোমীয় কর। এটি ছিল একটি পূর্বদেশীয় অতিশয়োক্তি অলংকার যীশু কখনও কখনও উপমার মূল বিষয়কে উত্তম রূপে উপলব্দি করানোর জন্য এই সাহিত্য বিষয়ক কৌশলকে ব্যবহার করেছিলেন।

১৮:২৬,২৯ “আমার প্রতি ধৈর্য ধরুন আমি আপনার সমস্তই পরিশোধ করব” এ শব্দগুলি ২৬ এবং ২৯ উভয় পদের একই শব্দ। এই হোল উপমাটির মূল বিষয়।

১৮:৩৪ “পীড়নকারীরা” অরামীয় ভাষায় এই শব্দকে খুব সম্ভবত “জেল কর্মকর্তা” বলা হোত।
১৮:৩৫ “আমার স্বর্গীয় পিতাও তোমাদের প্রতি এরূপ করবেন, যদি তোমরা প্রতিজন অন্তকরনের সাথে আপন আপন ভ্রাতাকে ক্ষমা না কর” এটি হোল একটি তৃতীয় পর্যায়ের শর্তমূলক বাক্য যা ভবিষ্যত কাজকে বোঝাত। ক্ষমাশীলতাকে অবশ্যই মাফ করাতে পর্যবসিত হতে হবে অথবা হওয়া উচিত (তুলনা করুন ৫:৭; ৬:১৪-১৫; ৭-১-২, ১০:৮; লুক ৬:৩৬; কলসীয় ৩:১৩; যাকোব ২:১৩; ৫:৯)। ক্ষমাশীলতা আমাদের পরিত্রানের ভিত্তি হয় কিন্তু ক্ষমা পাওয়ার জন্য একটি নিশ্চিত প্রমান।

আলোচনার জন্য প্রশ্নাবলীঃ

এটা হল একটি পাঠ সহায়ক টীকা যার অর্থ হল যে বাইবেল সম্পর্কে আপনার নিজস্ব ব্যাখ্যার জন্য আপনি দায়ী। আমাদের প্রত্যেকেরই যে আলো রয়েছে সেই আলোতে চলতে হবে। এই ব্যাখ্যাতে আপনার, বাইবেলে এবং পবিত্র আত্মার অগ্রাধীকার রয়েছে। একজন ব্যাখ্যাকারীর কাছে এটাকে আপনি অবশ্যই ছেড়ে দিতে পারেন না।

আলোচনার সময় এই সকল প্রশ্ন আপনাকে সাহায্য করার জন্য দেয়া হয়েছে যাতে আপনি বইটির প্রধান প্রধান অংশের বিষয়গুলি পুঙ্খানু পুঙ্খভাবে চিন্তা করতে পারেন। এগুলোর উদ্দেশ্য হল চিন্তাকে জাগিয়ে তোলার জন্য, চূড়ান্ত করার জন্য নয়।

১. এ অনুচ্ছেদটি কি ঈশ্বরের সাথে সন্তান সন্ততিতের সম্পর্কের সংজ্ঞা প্রদান করে?
২. আমাদের ব্যক্তিগত পাপের সহজাত বৈশিষ্ট প্রদর্শন করার জন্য এ অনুচ্ছেদে কোন দুইটি উপমা দেয়া হয়েছে?
৩. ১২-১৪ পদেও ঐ উপমাটি লুক ১৫:৪-৭ এর মত একই সত্য জ্ঞাপন করে কি?
৪. ২৩-২৫ পদের উপমাটি ক্ষমাশীলতা সম্পর্কে আমাদের নিকটে কি বিষয় জ্ঞাপন করে?

মথি - ১৯

আধুনিক অনুবাদগুলোর অনুচ্ছেদ ক্রমিক বিভাজন

ইউ.বি.এস	এন.কে.জে.ভি	এন.আর.এস.ভি	টি.ই.ভি	জে.বি
বিবাহ বিচ্ছেদের উপর	বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ ১৯:১-১০	বিবাহ এবং বিবাহ বিচ্ছেদ ১৯:১-২ ১৯:৩-৯	বিবাহ বিচ্ছেদের সম্পর্কে যীশুর শিক্ষা দেন ১৯:১-২	বিবাহ-বিচ্ছেদ সম্পর্কে প্রশ্ন ১৯:১-২ ১৯:৩-৬

শিক্ষা			১৯:৩	
১৯:১- ২			১৯:৪- ৬	১৯:৭- ৯
১৯:৩-	যীশু কৌমার্য		১৯:৭	
১২	সম্পর্কে শিক্ষা	১৯:১০- ১২	১৯:১০	জিতেন্দ্রিয়তা
	দেন			১৯:১০- ১২
	১৯:১১- ১২		১৯:১১- ১২	যীশু এবং শিশুরা
			যীশু ছোট শিশুদের	
	যীশু ছোট		আশীর্বাদ করেন	১৯:১৩- ১৫
	শিশুদের	শিশুদের আশীর্বাদ	১৯:১৩- ১৪	
	আশীর্বাদ দেন	করা	১৯:১৫	
ছোট	১৯:১৩- ১৫	১৯:১৩- ১৫		
শিশুদে				ধনী যুবকটি
র	যীশু ধনী		ধনী যুবকটি	১৯:১৬- ২২
আশীর্বা	যুবকটিকে	ধনী যুবকটি	১৯:১৬- ২২	
দ দেয়া	পরামর্শ দেন	১৯:১৬- ২২		
হয়েছে	১৯:১৬- ২২	১৯:১৭		
১৯:১৩-		১৯:১৮ক		
১৫		১৯:১৮খ- ১৯		
		১৯:২০		
ধনী		১৯:২১		১৯:২৩- ২৬
যুবকটি	ঈশ্বরের সকলই	১৯:২২	১৯:২৩- ২৪	
১৯:১৬-	সাধ্য	১৯:২৩- ২৬		আত্মত্যাগের
২২	১৯:২৩- ৩০	১৯:২৫		পুরস্কার
		১৯:২৬		১৯:২৭
			১৯:২৭- ৩০	১৯:২৭- ৩০
				১৯:২৮- ৩০
		১৯:২৭- ৩০		
১৯:২৩				
- ৩০				

পাঠ সিরিজ তিন (পৃষ্টা দেখুন)
অনুচ্ছেদ পর্যায়ে মূল লেখকের অভিপ্রায় অনুসরন করে

এটি একটি পাঠ সহায়ক টীকা যার অর্থ হল যে বাইবেল সম্পর্ক আপনার নিজস্ব ব্যাখ্যার জন্য আপনি দায়ী। আমাদের প্রত্যেকেরই সেই আলোতে চলতে হবে যে আলো আমাদের মাঝে রয়েছে। এই ব্যাখ্যার আপনার, বাইবেলের এবং পবিত্র আত্মার অগ্রাধীকার রয়েছে। আপনি একজন ব্যাখ্যাকারীর উপর এই ব্যাখ্যাকে ছেড়ে দিতে পারেন না। আসন থেকে না উঠে একবারেই

অধ্যায়টি পড়ুন। বিষয়টি চিহ্নিত করুন । উপরে উল্লেখিত পাঁচ প্রকারের অনুবাদের আলোকে আপনার বিষয় বিভাজন গুলোকে তুলনা করুন। অনুচ্ছেদে ভাগ করাটা ঐশী প্রেরনার বিষয় নয়, কিন্তু এটা মূল লেখকের

অভিপ্রায় অনুসরনের চাবি বা উপায় সরূপ, যা হল ব্যাখ্যার হৃদপিন্ড সরূপ। প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদের একটি এবং কেবলমাত্র একটি বিষয় রয়েছে।

১। প্রথম অনুচ্ছেদ

২। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৩। তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৪। ইত্যাদি

প্রাসঙ্গিক অন্তদৃষ্টিঃ

(ক) ফরীশীগন বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে কোন প্রশ্নের সম্পর্কে প্রকৃত পক্ষে উৎসাহী ছিলেন না কিন্তু একটি বিতর্কিত বিষয়ের উপর যীশুর অনুগামীদেরকে বিভক্ত করে তারা যীশুর জনপ্রিয়তাকে হ্রাস করবার চেষ্টা করতেছিলেন (তুলনা করুন মার্ক ১০ঃ২- ১২) । এই সংঘর্ষমূলক প্রেক্ষিতে যীশুর উক্তরকে অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে। এটি একটি নিরপেক্ষ শিক্ষামূলক অনুচ্ছেদ নয়।

(খ) বিবাহ- বিচ্ছেদের বিষয় আলোচনার সময়ে মথি ৫ঃ৩১- ৩২; মার্ক ১০ঃ১- ১২; লুক ৬ঃ১৮ এবং ১করিন্থীয় ৭ঃ১২- ১৪ কে অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। এই অনুচ্ছেদ বিবাহ- বিচ্ছেদ এবং মোশীর রচনাবলীতে উল্লেখিত পুনর্বিবাহের জন্য আইনানুগ পটভূমি সংশ্লিষ্ট করে।

(গ) এ ধরনের কোন সামাজিক বিষয় ব্যাখ্যা করা হয়, তখন যে সকল বিষয়ে সতর্ক হতে হবে তা হোলঃ

১। আপনার নিজস্ব সংস্কৃতি এবং বয়স দ্বারা অতিমাত্রায় প্রভাবিত হওয়া।

২। আপনার বর্তমান অবস্থা এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রভাবিত হওয়া।

৩। আপনার অনুমান দ্বারা প্রভাবিত হওয়া।

৪। প্রত্যেকটি অবস্থার জন্য কঠিন এবং মতবাদমূলক নিয়মাবলী তৈরী করা।

শব্দ এবং শব্দ সমষ্টিমূলক অধ্যায়ন

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ ঃ ১৯ঃ১- ২

এই সকল বাক্য সমাপ্ত করবার পর যীশু গালীল হইতে প্রস্থান করলেন, পরে যর্দ্দনের পরপারস্থ যিহুদিয়ার অঞ্চলে উপস্থিত হইলেন; আর বিস্তর লোক তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করল, এবং তিনি সেখানে লোকদিগকে সুস্থ করলেন।

১৯ঃ১ " তিনি গালীল হতে প্রস্থান করলেন এবং যিহুদার অঞ্চলে আসলেন" যীশুর পরিচর্যাকাজের এই সময়টি কখনও কখনও পিরিয়াতে তার পরিচর্যা কাজ বলে অভিহিত করা হয় "ইহা ১৯- ২০ অধ্যায়গুলো অন্তর্ভুক্ত করে। অনেক ইহুদী শমরীয় অঞ্চল দিয়ে যাতায়াত করত না কিন্তু পিরিয়ার জর্দন অঞ্চল দিয়ে পার হোত, তারপর জেরুসালেমের দিকে দক্ষিনে এবং জর্দনের উপর দিয়ে ফিরে এসে যেরিখোতে গিয়ে যিহুদার অঞ্চলে যেতে হোত। আর এভাবে তারা যাতায়াত করত শমরীয়দের প্রতি তাদের ঘৃনার কারনে। তারা শমরীয়দেরকে আধা ইহুদী এবং আধা- পরজাতীয় বলে বিশ্বাস করত। এর এটা হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ৭২২ সালে সার্গন দ্বিতীয় এর অধীনে উক্তরের দশ বংশের অ্যাসিরীয় দেশে বন্দীদশার এবং ইহুদী- ধর্মে পরজাতীয়দের পুর্নবাসনের ফল স্বরূপ।

১৯:২ " বিস্তর লোক তার পশ্চাতে পশ্চাত আসল। খুব সম্ভবত এরা ছিল তীর্থযাত্রী যারা জেরুসালেমের দিক যাচ্ছিলেন, কিন্তু এরা সেসকল লোক হতে পারেন যারা সুস্থ্য হতে চেয়েছিল অথবা তারা উৎসাহী লোক ছিলেন।

❑ "আর তিনি সেখানে তাদেরকে সুস্থ্য করলেন" যীশুর সুস্থতা পরিচর্যা কাজের উদ্দেশ্য ছিল তার বার্তাকে সুনিশ্চিত করা, স্বর্গের ভবিষ্যত পরম সুখকে এবং ঈশ্বরের হৃদয়কে প্রদর্শন করতে সহায়তা করা। তিনি মূলতঃ সুস্থ করতে আসেন নাই, কিন্তু শিক্ষা দিতে এসেছিলেন; যাহোক, তিনি যখনই লোকদেরকে পাপের ধ্বংশ থেকে আঘাত পেতে দেখেছেন, তিনি সক্রিয় হয়েছিলেন; আর এখনও তিনি তা করেন।

বিশেষ আলোচ্য বিষয় : সুস্থ্যতা করা কি সকল যুগের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা?
১। সুস্থতা করাটা যীশুর এবং শিষ্যদের পরিচর্যাকাজের একটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় ছিল।
২। মূলতঃ এর উদ্দেশ্য ছিল সুসমাচারকে নিশ্চিত করা।
৩। এটা ঈশ্বরের হৃদয় প্রদর্শন করে।
৪। ঈশ্বরের পরিবর্তন হয় নাই এবং তিনি এখনও সুস্থ করার মধ্য দিয়ে ভালবাসার কাজ করেন।
৫। কতগুলি উপমা রয়েছে, যেখানে সুস্থতা ঘটে নাই:
(ক) পৌল ২করিন্থীয় ১২:৭- ১০।
(খ) ট্রফিমাস, ২তিমথীয় ৪:২০

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ : ১৯:৩- ৯
আর ফরীশীরা তাঁহার নিকটে এসে পরীক্ষা ভাবে তাকে জিজ্ঞাসা করিল, যে সে কারনে কি আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা বিধেয়, তিনি উক্তর করিলেন, তোমরা কি পাঠ কর নাই যে, সৃষ্ঠিকর্তা আদিতে পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাদেরকে নির্ম্মান করেছিলেন, আর বলেছিলেন, এই কারন মনুষ্য পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে এবং সে দুই জন একাঙ্গ হবে? সুতরাং তারা আর দুই নয়, কিন্তু একাঙ্গ । অতএব ঈশ্বর যাহার যোগ করে দিয়েছেন, মনুষ্য তার বিয়োগ না করুক। তারা তাঁকে বলল, তবে মোশি কেন ত্যাগপত্র দিয়া পরিত্যাগ করবার বিধি দিয়েছেন? তিনি তাদেরকে বললেন তোমাদের অন্তঃকরন কঠিন বলিয়া মোশি তোমাদেরকে আপন আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করবার অনুমতি দিয়াছেন, কিন্তু আদি হইতে এরুপ হয় নাই। আর আমি তোমাদেরকে বলতেছি, ব্যাভিচার দোষ ব্যতিরেকে যে কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে অন্যকে বিবাহ করে, সে ব্যাভিচার করে; এবং যে ব্যক্তি সেই পরিত্যক্তা স্ত্রীকে বিবাহ করে সেও ব্যভিচার করে।

১৯:৯ ফরীশীদের উৎপক্তি এবং দর্শন সম্পর্কে একটি পূর্ন আলোচনার জন্য ২২:১৫তে টিকা দেখুন।

❑ "তাকে পরীক্ষা ভাবে" - এ পদটির ধ্বংশের উদ্দেশ্য পরীক্ষা করার একটি নেতিবাচক অর্থ ছিল। একটি নিরপেক্ষ পরিবেশে এটি একটি ধর্মতত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনা ছিল না। ৪:১ টীকাতে বিশেষ বিষয় দেখুন।

❑ এন.এ.এস.বি. - "আদৌ যে কোন কারনে"
এন.কে.জে.ভি - "যে কোন কারনে"
এন.আর.এস.ভি - "যে কোন কারনে"
টি.এ.ভি - "যে কোন কারনে যা তিনি ইচ্ছা করেন"
জে.ভি- "অথবা যে কোন ছুতা হোক না কেন "

মার্ক ১০:২ পদে প্রশ্নটি ছিল বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে, কিন্তু এখানে প্রশ্নটি বিবাহ বিচ্ছেদের ব্যাপারে উপযুক্ত কারন সংশ্লিষ্ট করে। সাম্মাইদের রক্ষনশীল ধর্মগুরুদের দলটি দ্বিতীয় বিবরন ২৪:১ থেকে কতগুলি অভদ্রতা বা অশ্লীলতা খুজে পেয়েছিলেন যখন হিল্লেলদের উদারপন্থী ধর্মগুরুদের দলটি "তিনি (স্ত্রীলোকটি) কোন সদ্ব্যবহার" খুজে পান না" বিষয়টি খুজে পেয়েছিলেন। অতএব প্রথন দলটি বলেছিলেন পটভূমিগুলো ছিল কেবলমাত্র ব্যাভীচারের অথবা কিছু কিছু অন্যান্য নিষিদ্ধ যৌন কার্য কলাপ; দ্বিতীয় দলটি বলেছিলেন যে কোন কারনের জন্য। পরবর্তীতে, হিল্লোল মতবাদের দলটির ধর্মগুরু আকিবা বলেছিলেন যে কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারেন যদি তিনি অন্য কাউকে আরো সুন্দরী বলে খুজে পান।

১৯:৪ "শুরু থেকে এই উদ্বৃতি আদিপুস্তক ১:২৭ এবং ৫:২ থেকে নেওয়া হয়েছে। বিবাহ ছিল ঈশ্বরের চিন্তা দ্বারা এবং তা ছিল একগামী (তুলনা করুন ২:২৩- ২৪)এবঙ স্থায়ী।

১৯:৫ "এ কারনে ... তার পিতা এবং মাতাকে ত্যাগ করবে" এই উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে আদিপুস্তক ২:২৪ থেকে। লক্ষ্য করুন পিতা ও মাতা উভয়কে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু কোন ব্যক্তির একক পরিবারের মৌলিক বিবাদের বিষয়ও উল্লেখ করা হয়েছে যা বিবাহ দাবী করেছিল।

- প্রাচীন পৃথিবীতে পরিবারগুলো একটি বাড়ীতে অনেক প্রজন্মের অগ্রাধিকার এবং স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে।
- "সে দুইজন একাঙ্গ হবে" এটি হল হীব্রু সংখ্যা "এক" এর বহুবচনাত্বক রুপ। এই শব্দটি আদিপুস্তক ২:২৪ , দ্বিতীয় বিবরন ৬:৪, এবং যিহিস্কেল ২৭:১৭ তে ব্যবহৃত হয়েছিল । এ সকল পদগুলোতে বহুত্বরে সম্ভাবনাকে এই হীব্রু শব্দের এই রুপে দেখানো হয়েছে। ভালবাসা অনেক লোককে সম্পূর্নরুপে মিলন করিয়ে দেয়।

১৯:৬ "সেজন্য ঈশ্বর যা যোগ করে দিয়েছেন" এটি একটি বর্তমান কালের কর্তৃবাচকমুলক নির্দেশ যা সম্পূর্ন কাজটি প্রকাশ করেছিল। 'কে' নয় 'যা' উল্লেখ করে বিবাহ সংস্কারকে গুরুত্বারোপ করা হয়েছিল। "এক সঙ্গে করা" পদ দুইটি অর্থ ছিল "এক সঙ্গে সংযোজিত করা" ।

১৯:৭"মোশি তাকে ত্যাগপত্র দিয়ে পরিত্যাগ করবার আদেশ দিয়েছিলেন" এটি পাওয়া যায় দ্বিতীয় বিবরন ২৪:১ প্রথম অংশ। যীশু বলেছিলেন যে মোশি এটা করেছিলেন এই কারনে নয় যে ঈশ্বর এটা চেয়েছিলেন, কিন্তু লোকদের অন্তকরন কঠিন বলে। স্ত্রীলোকদের সামাজিক অবস্থার জন্য মোশির সহানুভূতি ছিল। এই ত্যাগ পত্রের (১) অনেকগুলো দিন প্রয়োজন হোত, (২) আইনানুগ সাহায্য প্রয়োজন হোত এবং (৪) পূন:বিবাহ ফল স্বরুপ আসত।

১৯:৯

- এন.এ.এস.বি.- " নীতিহীন কাজ ব্যতিরেকে"
  এন.কে.জে.ভি - " যৌন নীতিহীন কাজ ব্যতিরেকে"
  এন.আর.এস.ভি- " ব্যভিচার ব্যতিরেকে"
  টি.এ.ভি - " তার অবিশ্বস্ততা ব্যতিরেকে"

  জে.ভি - " আমি অবিবাহিত স্ত্রী পুরুষ অথবা বিবাহিত ও অবিবাহিতের যৌন সংগমের সম্পর্কে কথা বলছি না। "

গ্রীক শব্দটি হোল "পরনেইয়া" (porneia) যা থেকে ইংরেজী শব্দ pornography অর্থাৎ অশ্লীল রচনা সাহিত্যাদি এসেছে। এটা উল্লেখ করতে পারত অবিবাহিত স্ত্রী পুরুষ অথবা বিবাহিত ও অবিবাহিতের যৌন সংগম, ব্যভিচার অথবা পাশবিকতা অথবা সমকামীতার মত অসংগত যৌন কার্যাবলী।

❑ “অন্য এক মহিলাকে বিবাহ করে” কেবলমাত্র এ সময়ের মধ্যে কেবল একজন ইহুদী পুরুষ লোকের ত্যাগপত্র দেওয়ার অধিকার ছিল। মথি এবং লুক লিখিত সুসমাচার অইহুদী শ্রোতাদের কাছে লেখা হয়েছিল। আর মথি এবং লুকে স্ত্রীলোকদের উদ্দেশ্য বলা হয়েছে (তুলনা করুন মার্ক ১০:১২)

❑ “ব্যভিচার করে” এটা হোল বর্তমান কর্মবাচক (আদালতের সাক্ষীর মত) নির্দেশ। এই পদটিতে কতগুলি মূলগ্রন্থ সমন্ধীয় পার্থক্য লেখকগনের ৫:৩২ উল্লেখ করার কারনে হয়েছে। ৫:৩২ এর ক্রিয়ার কাজগুলো এই অনুচ্ছেদের উপর আলোক সম্পাত করেছে। ৫:৩২ পদে অনুবাদটি হওয়া উচিৎ” তাকে ব্যভিচারিনী হওয়ার কারন হয়” । এটি কর্মবাচকের গ্রীক পাণ্ডুলিপি খ ও গ এর ১৯:৯ পদে পাওয়া যায়। এটি খুব সম্ভবত সেই সামাজিক দাগ বা ছাপকে উল্লেখ করে যা ইহুদী সংস্কৃতি একজন স্বামী পরিত্যাক্ত স্ত্রীলোকের উপর চাপিয়ে দেয়া হোত, যা তাকে একজন ব্যভিচারিনী হিসেবে আখ্যা দিত সেই ঘঁটনাটি দ্বারা যে তাকে পরিত্যাগ করা হয়েছে।

এই অবস্থায় এফ.এফ ব্রুস কতৃক লিখিত প্রশ্নাবলী এবং উল্টরাবলী নামক পুস্তকে, পৃষ্টা ৫৫, তার মন্তব্য আজকাল এই পদের ব্যবহার সম্পর্কে প্রাসঙ্গিকঃ

“তিনি তার শিষ্যদেরকে এমন কোন সুযোগ দেন নাই যে তারা তার নির্দেশের উপর ভিক্তি করে একটি নুতন আইন প্রবর্তন করবে, যেমন তাদের মধ্যে কেহ কেহ করতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি শাব্বাথের নিয়ম সম্পর্কে যা বলেছিলেন তা বিবাহের আইন সম্পর্ক বলা যেতে পারেঃ ইহা মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, এবং শাব্বাথের জন্য মানুষ সৃষ্টি করা হয় নাই।”

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ : ১৯:১০- ১২
শিষ্যেরা তাঁকে বললেন, যদি আপন স্ত্রীর সঙ্গে পুরুষের এরুপ সম্বন্ধ হয়, তবে বিবাহ করা ভাল নয়। তিনি তাদেরকে বললেন, সকলে এই কথা গ্রহন করে না, কিন্তু যাহাদিগকে ক্ষমতা দত্ত হইয়াছে তাহারাই করে। কারন এমন নপুংসক আছে, যারা মাতার উদর হইতে সেইরুপ হইয়া জন্মিয়াছে; আর এমন নপুংসক আছে, যাহাদিগকে মানুষেরা নপুংসক করেছে; আর এমন নপুংসক আছে, যারা স্বর্গ- রাজ্যের নিমিক্তে আপনাদিগকে নপুংসক করেছে। যে গ্রহন করিতে পারে , সে গ্রহন করুক।

১৯:১০ “শিষ্যেরা বললেন... বিবাহ না করা উক্তম” যীশুর বক্তব্য তাদেরকে প্রচন্ডভাবে ধাক্কা দিয়েছিল। তাদের ছিল সংস্কৃতির সেই দৃষ্টিভঙ্গি যা তাদের মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে বদ্ধ মূল ছিল। আমরা একইভাবে তা করি। বিবাহ হোল মানুষের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা। এটি একটি প্রথম শ্রেনীর শর্তমুলক বাক্য। এটি একটি বড় আশীর্বাদ কিন্তু একটি বড় দায়িত্বও বটে। বহুসংখ্যক বিবাহ বিচ্ছেদের দিনগুলোতে একটি দৃঢ়, ঐশ্বরিক নিয়ম সম্মত বিবাহের সাক্ষ্য হারিয়ে যাওয়া পৃথিবীতে খুবই শক্তিশালী।

১৯:১০- ১১ বিবাহ একটি নিয়ম (তুলনা করুন আদিপুস্তক ১:২৮, ৯:১৭) কিন্তু চিরকৌমার্য একটি ঐশ্বরিক নিয়ম সম্মত বেছে লওয়ার অধিকার (তুলনা করুন করিন্থীয় ৭, ৭, ১৭)। একজন বিশ্বাসীর প্রার্থনাপুর্ন ইচ্ছা তাকে এই ক্ষেত্রে পথ দেখিয়ে দিতে পারে। যদি কেহ কৌমার্য গ্রহন করতে পছন্দ করেন, ইহা ঈশ্বরের প্রতি সেবা কাজের জন্য হওয়া উচিত (তুলনা করুন ১ করিন্থীয় ৭:৩২)।

১৩- ১৫ পদগুলোর জন্য বর্ননা প্রাসঙ্গিক অন্তদৃষ্টি

ক. মার্ক ১০:১৩- ৩১ এবং লুক ১৮:১৫- ৩০ - এ ১৩- ১৫ পদগুলো সদৃশ।

খ. নূতন নিয়ম ঈশ্বরের সাথে সন্তানদের আধ্যাত্তিক সম্বপর্ক আলোচনা করে না।

গ. মথি ১৮ সন্তানদের আধ্যাত্বিক অবস্থা কিন্তু নূতন বিশ্বাসীদের জন্য একটি উদাহরন হিসাবে তাদেরকে ব্যবহার করে।

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ : ১৯:১৩- ১৫
তখন কতকগুলি শিশু তার নিকটে আনীত হইল যেন তিনি তাদের উপরে হস্তার্পন করেন ও প্রার্থনা করেন; তাতে শিষ্যেরা তাদেরকে ভর্ৎসনা করলেন। কিন্তু যীশু কহিলেন, শিশুদের আমার নিকটে আসতে দেও, বারন করো না, কেননা স্বর্গ- রাজ্যে এই মত লোকদেরই। পরে তিনি তাদের উপরে হস্তার্পন করিয়া সেখান হইতে চলে গেলেন।

১৯:১৩ “শিশুদের” সমাজ থেকে বহিস্কৃত , নির্বাাসিত, এবং অথবা সুযোগ বঞ্চিতদের নিকট একজন বন্ধ ছিলেন। যীশু সাধারন লোকজন, দাসদের , গরীবদের, মহিলাদের, এবং শিশুদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিলেন।

- “যাতে তিনি তাদের উপর হস্তার্পন করেন ও প্রার্থনা করেন” শিশুদের জন্য একটি ছিল ইহুদী ধর্মগুরুদের ঐতিহ্যগত আশীর্বাদ। পরিত্রানের সাথে এর কোন সম্পর্ক নাই। ইহুদী পিতামাতাগন তাদের সন্তানদেরকে দেখতেন ইতিমধ্যে জন্মসুত্রে ইস্রায়েলের নিয়মিত উপাসকমন্ডলীর সদস্য হিসেবে।

১৯:১৪ “কেবলমাত্র শিশুদেরকে” এটি একটি অতীত কর্তৃবাচকমূলক নির্দেশ।সকলের কাছে গ্রহন সাধ্য হবার জন্য যীশু তার ইচ্ছার জোড়ালো ছিলেন।

- “আমার নিকটে আসতে তাদেরকে বারন করিও না” এটি একটি বর্তমান কর্তৃবাচক নির্দেশ যার একটি নেতিবাচক অনুশীলন রয়েছে। এই ব্যাকরনগত শৈলির অর্থ ছিল একটি কাজ বন্ধ করা যা ইতিমধ্যে চালু ছিল।
- “কারন স্বর্গরাজ্য এমত লোকদের” এটা ঐ সকল শিশুদেরকে নির্দেশ করে নাই কিন্তু নির্দেশ করে ঐ সকল লোকদের (১) যাদের শিশুদের মধ্যে বৈশিষ্ট রয়েছে, অথবা (২) যারা নিজেদের কে নীচু অথবা প্রাপ্ত অবস্থায় দেখেন যারা ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করবে (তুলনা করুন ১৮:২- ৪)। এটি শিশুদের পরিত্রানের উপরে একটি বাইবেলের পদ নয়।

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ : ১৯:১৬- ২২
আর দেখ, এক ব্যক্তি আসিয়া তাকে বলল, হে গুও, অনন্ত জীবন পাইবার জন্য আমি কিরুপ সৎকর্ম্ম করিব? তিনি তাকে বললেন আমাকে সদগুরু বিষয় কেন জিজ্ঞাসা কর? সৎ এক জন মাত্র আছে। কিন্তু তুমি যদি জীবনে প্রবেশ করতে ইচ্ছা কর, তবে আজ্ঞা সকল পালন কর। সে বলল, কোন কোন আজ্ঞা? যীশু বললেন, এই “নরহত্যা করিও না, ব্যভিচার কর না, চুরি কর না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, পিতা ও মাতাকে সমাদর কর, এবং তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম কর”। সেই যুবক তাকে বলল আমি এ সকলই পালন করিয়াছি, এখন আমার কি ত্রুটি আছে? যীশু তাকে বললেন, যদি সিদ্ধ হতে ইচ্ছা কর, তবে চলিয়া যাও, তোমার যাহা যাহা আছে, বিক্রয় কর, এবং দরিদ্রদিগকে দান কর, তাতে স্বর্গে ধন পাইবে, আর আইস, আমার পশ্চাৎ গামী হও। কিন্তু এই কথা শুনিয়া সেই যুবক দুঃখিত হইয়া চলিয়া গেল কারন তার বিস্তর সম্পত্তি ছিল।

১৯:১৬ “এক ব্যক্তি তার নিকটে আসলেন” ২০ পদ থেকে আমরা জানতে পারি যে তিনি একজন যুবক ছিলেন, ২২ পদ থেকে আমরা জানতে পরি যে তিনি একজন ধনী ব্যক্তি ছিলেন, এবং লুক ১৮:১৮ থেকে আমরা জানতে পারি যে তিনি একজন শাসনকর্তা ছিলেন। (তুলনা করুন মার্ক ১০:১৭- ২২)।

❑ “গুরু ” মার্ক ১০:১৭ এবং লুক ১৮:১৮ তে যে সাদৃশ্য রয়েছে তাতে “সদগুরু” শব্দটি রয়েছে।

❑ “অনন্ত জীবন পাবার জন্য আমি কিরুপ সৎকর্ম করব” এই ইহুদী লোকটির পরিত্রান সম্পর্কে সেই সার্বজনীন ধারনা ছিল যা তার সময়ের অধিকাংশ ইহুদীরা ধারন করত, যা ছিল একটি কার্যমূলক ধার্মিকতা যা মোশির ব্যবস্থা এবং মৌখিক ঐতিহ্যের প্রতি কারোর উপর ভিক্তি করে (তুলনা করুন লুক ১০:২০ ; রোমীয় ৯:৩০- ৩৩)। তিনি অনন্ত জীবনকে দেখেছিলেন ধর্মীয় কর্মের পরিনতি হিসেবে।

❑ “অনন্ত জীবন” এটি ছিল আসন্ন যুগের জীবন সম্পর্কে একটি পুরাতন নিয়ম সম্বন্ধীয় ধারনা (তুলনা করুন দানিয়েল ১২:২)। এই পদ দুইটি নুতন জীবনের গুন এবং ইহার সময়কাল উভয়কেই উদ্দেশ্য করে বলা।

❑ “সৎ কেবলমাত্র একজনই আছে” যীশু তার সততার সম্পর্কে একটি বক্তব্য পেশ করেন নাই, কিন্তু এই লোকটি সততার আদর্শ দেখাতে চেয়েছিলেন যা ঈশ্বরের সন্মুখে উত্তম হবার জন্য প্রয়োজন ছিল। যীশুর ঈশ্বরত্ব অথবা নিষ্পাপতা অবমূল্যায়ন করার জন্য একটি প্রমান করার পদ হিসেবে এই পদটিকে ব্যবহার করা উচিৎ নয়।

❑ “যদি” এটি একটি প্রথম শ্রেনীর শর্তমূলক বাক্য যা লেখকের প্রেক্ষিতে অথবা তার লেখার কারনে সত্য বলে গ্রহন করা হয়। এই পদটিতে এমন কিছু নাই যাতে প্রকাশ করা যায় যে এই লোকটি যীশুকে প্রলোভিত অথবা প্রতারিত করতে চেষ্টা করতেছিল।

❑ “আজ্ঞা সকল পালন” এটি একটি অতীতকালের নির্দেশ (নেসলে গ্রীক অনুবাদে একটি বর্তমান কর্তৃবাচক নির্দেশ রয়েছে)। ইহা পরিষ্কার রুপে যাত্রা ২০ এবং দ্বিতীয় বিবরন ৫ অধ্যায়ের দশ আজ্ঞাকে নির্দেশ করেছিল। এটা ছিল ইহুদী নিয়মের হৃদপিন্ড সরুপ।

১৯:১৮- ১৯ এটা হল দশ আজ্ঞার দ্বিতীয় অর্ধাংশের একটি আংশিক তালিকা যা একজন একই চুক্তিবদ্ধ ভাইয়ের সাথে একজন মানুষের সম্পর্ক নিয়ে কাজ করে। এই তালিকাটি ( ) হীব্রু পদ এবং গ্রীক অনুবাদ থেকে আলাদা

১৯:১৮ “নর হত্যা ” কিংজেমস অনুবাদ (KJV) এবং জেরুসালেম বাইবেল (JB) এই ক্রিয়াকে “হত্যা” হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে। যা “অবৈধ পূর্বকল্পিত হত্যার” জন্য এই হীব্রু শব্দের জন্য একটি দুঃখ জনক অনুবাদ । কিংজেমস (KJV)অনুবাদে “হত্যা” শব্দটি রয়েছে। ইস্রায়েলের চোখের বদলে চোখ আইনানুগ নিয়মাবলী সেই লোকের থেকে একই বিচারের জন্য একই হত্যার প্রতিশোধ প্রদান করে যিনি একটি পরিবারের সদস্যকে হত্যা করেছিলেন। ইহা বিবাদ অথবা সীমাহীন প্রতিশোধ বা প্রতিহিংসা প্রতিরোধ করার জন্য কাজ করত।

১৯:২০ “সেই যুবক” যীশুর সময়ের একজন লোক যুবক বিবেচনা করা হোত যতক্ষন না তার চল্লিশ বছর বয়স হোত। লুক ১৮:১৮। যোগ করে যে সেই লোকটি একজন শাসনকর্তা ছিলেন, যার অর্থ হোল স্থানীয় সমাজ গৃহের অথবা স্থানীয় শহর পরিষদের নেতা ছিলেন।

❑ “আমি এ সকলই পালন করেছি” ফিলিপীয় ৩:৬ তে পৌল একই প্রকার দাবি করেন। এটা রোমীয় ৩:২০ এর বিরোধী নয়, কিন্তু এটা পুরাতন নিয়ম সম্পর্কে ইহুদী ব্যাখ্যার সেই আইন সংগত প্রকৃতি দেখায় যা সম্পর্কে যীশু মথি ৫:২০- ৪৮ এ কথা বলেছিলেন। ধার্ম্মিকতা দেখা হোত একটি

আইনসম্মত নিয়মাবলী অনুসারে সম্পাদিত কাজ হিসাবে। এই লোকটি অনুভব করেছিলেন তিনি তার সময়ের সকল ধর্মীয় কর্তব্য এবং সংস্কৃতির সকল কিছুই পালন করেছিলেন।

১৯:২১ "আমার আর কি বাকী আছে" এটা এই লোকটির হৃদয়ের অস্থিরতা দেখিয়ে দেয়। মোশির সকল ব্যবস্থা এবং তাদের সকল ব্যাখ্যা পালন করার পরও, সে তখনও শুন্যতা অনুভব করত।

১৯:২১ "যদি" একটি প্রথম শ্রেনীর শর্তমূলক বাক্য যা লেখক কর্তৃক তার লেখার কারনে সত্য বলে গ্রহন করা হয়।

- "সম্পূর্ন" এ শব্দটির অর্থ ছিল "পূর্ন" "পূর্নতাপ্রাপ্ত" অর্পিত কাজের জন্য সম্পূর্নরুপে সজ্জিত। ইহা নিষ্পাপতা গ্রহন করে নাই।
- "চলে যাও এবং তোমার যা যা আছে তা বিক্রয় কর" লুক ১৪:৩৩ দেখুন। এটা একজন খ্রীষ্টিয়ানের বিশ্বাসের মৌলিক প্রকৃতি প্রদর্শন করে। এটা হোল একটি সমগ্র প্রতিশ্রুতি । এই লোকটির জন্য পছন্দটি ছিল সম্পত্তির ক্ষেত্র। এই লোকটির সম্পত্তি তাকে আচ্ছন্ন করেছিল। সকল বিশ্বাসীর জন্য এটি একটি প্রয়োজনীয় বিষয় নয়, কিন্তু এটা হোল যীশুর প্রতি একটি মৌলিক এবং চূড়ান্ত প্রতিশ্রুতি।
- "দরিদ্রদেরকে দাও" ১ম করিন্থীয় ১৩:১- ৩ থেকে, আমরা দেখতে পাই যে মনোভাব হল সেই চাবি।
- "স্বর্গে তুমি ধন পাবে" মথি ৬:১৯- ২০ দেখুন।
- "আর এস, আমার পশ্চাদগামী হও" যীশু এই লোকটির আগেকার ধন সম্পদ ছিল এবং তিনি সর্ব প্রথম তাই চাইলেন। ধন সম্পদ নিয়ে লোকটির সমস্যা ছিল না, সমস্যা ছিল এর অগ্রাধিকার তুলনা করুন (১ তীমথিয় ৬:১০)। লক্ষ্য করুন যীশুর পশ্চাদগামী হওয়ার জন্য সেই মৌলিক ব্যক্তিগত প্রতিশ্রুতি (তুলনা করুন মথি ১০:৩৪- ৩৯)

১৯:২২ "সে দুঃখিত হয়ে চলে গেল" যীশু এই লোকটিকে ভালবেসেছিলেন। কিন্তু তিনি রাজ্যের আদর্শ গুলি নীচু করতে চান নাই। এই লোকটির পরিত্রানের ব্যাপারে বাইবেল নীরব রয়েছে। এটা দুঃখের বিষয় যখন আমরা উপলব্দী করি যে (১) সে ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিল (২) সে সঠিক ব্যক্তিটির নিকটে এসেছিল, (৩) সে সঠিক প্রশ্ন গুলি নিয়ে এসেছিল আর (৪) যীশু তাকে ভালবেসেছিলেন (মার্ক ১০:২১)

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ : ১৯:২৩- ২৬

তখন যীশু আপন শিষ্যদিগকে বললেন, আমি তোমাদেরকে সত্য কহিতেছি, ধনবানের পক্ষে স্বর্গ- রাজ্যে প্রবেশ করা দুস্কর। আবার তোমাদিগকে বলতেছি, ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করা অপেক্ষা বরং সুচির ছিদ্র দিয়া উটের যাওয়া সহজ। ইহা শুনিয়া শিষ্যেরা অতিশয় আশ্চর্য্য মনে হইতে পারে, যীশু তাদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বললেন, তাহা মনুষ্যের অসাধ্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরের সকলই সাধ্য। ।

১৯:২৩ "সত্যই " ৫:১৮ তে বিশেষ আলোচ্য বিষয় দেখুন।

১৯:২৪ "সূচের ছিদ্র দিয়ে উঠের যাওয়া" এই পদটির উপর অনেক আলোচনা করা হয়েছে। ইহা কি আক্ষরিক অথবা গাল ভরা বুলি ? জেরুসালেম নগরীতে কখনও এমন কোন ছোট ফটক ছিল যে যার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করতে হলে উঠদেরকে নতজানু হয়ে প্রবেশ করতে হোত। এটা ছিল একটি পূর্ব দেশীয় অত্যুক্তি, যার দ্বারা বোঝানো হোত যে ধনীদের জন্য পরিত্রান পাওয়া অসম্ভব হতে পারে। কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে সকলই সাধ্য (তুলনা করুন একই অধ্যায় ২৬ পদ।)

❑ "ঈশ্বরের রাজ্য" মথিতে এটি ছিল এই পদের একটি দুর্লভ ব্যবহার কারন বিনা কারনে ঈশ্বরের নাম নেয়া ছিল ইহুদীদের ভয়ের কারন (তুলনা করুন যাত্রা ২০:৭; দ্বিতীয় বিবরন ৫:১১)। এই পদটি কখনও কখনও মার্ক এবং লুক লিখিত সুসমাচারে একইভাবে দেখা যায় যা পরজাতীয়দের জন্য লেখা হয়েছিল।

❑ ১৯" ২৫ "শিষ্যগন ... অতিশয় আশ্চর্য মনে করলেন"

পুরাতন নিয়ম শিক্ষা দিত যে ঈশ্বর ধার্ম্মিক ব্যক্তিদেরকে আর্শীবাদ করতেন এবং দুষ্টদের শাস্তি দিতেন (তুলনা করুন দ্বিতীয় বিবরন ২৭:২৮)। ইয়োব পুস্তক, গীত সংহিতা ৭৩ , এবং যিরমিয় ১২:১- ৪ এই ঐতিহ্যগত দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল হয়। কখনও কখনও ধার্মিকেরা কষ্ট ভোগ করে এবং দুষ্টেরা উনতি করে। ধন সম্পাক্তি মর্যাদা এবং স্বাস্থ্য সবসময় ঈশ্বরের আনুকুল্যের চিহ্ন নয়।

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ : ১৯:২৭- ৩০

তখন পিতর উক্তর করিয়া তাকে বললেন দেখুন, আমরা সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া আপনার পশ্চাদগামী হইয়াছি; আমরা তবে কি পাইব ? গ্রীশু তাহাদিগকে বললেন, আমি তোমাদিগকে সত্য বলতেছি তোমরা যত জন আমার পশ্চাদগামী হইয়াছ, পুনঃসৃষ্টিকালে, যখন মনুষ্যপুত্র আপন প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন, তখন তোমরাও দ্বাদশ সিংহাসনে বসিয়া ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করবে। আর যে কোন ব্যক্তি আমার নামের জন্য বাটী, কি ভ্রাতা, কি ভগিনী, কি পিতা, কি মাতা, কি সন্তান, কি ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছ, সে তাহার শত গুন পাইবে, এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে। কিন্তু যারা প্রথম এমন অনেক লোক শেষে পড়িবে; এবং যারা শেষের, এমন অনেক লোক প্রথম হইবে।

১৯:২৭ "আমরা তবে কি পাব ?" পিতর সমস্ত কিছুই পরিত্যাগ করেছিলেন কিন্তু তিনি তখনও ইহা সম্পর্কে চিন্তা করতেছিলেন। শিষ্যগন তখনও তাদের জন্য একটি বিশেষ পুরস্কার নিয়ে একটি পার্থিব রাজ্যে আশা পোষন করতেছিলেন। (তুলনা করুন ২০:২১,২৪)

১৯:২৮ "মনুষ্য পুত্র" মথি ৮:২০তে সম্পূর্ন টীকাটি দেখুন।

❑ "তোমরা যত জন আমার পশ্চাদগামী হয়েছ .... দ্বাদশ সিংহাসন বসে ইস্রায়েলের দ্বাদশ বংশের বিচার করবে।" এই পদটি মূল দ্বাদশ প্রেরিতকে বুঝিয়ে থাকে (তুলনা করুন লুক ২২:৩০) যখন একই অধ্যায়ের ২৯ পদ সকল বিশ্বাসীদের প্রতি পর্যাপ্ত আশীর্বাদ এবং অনন্ত জীবনের সুফল প্রসারিত করে (তুলনা করুন মথি ২০:১৬; মার্ক ১০:৩১; লুক ১৩:৩০)। ৫:৩ টীকাতে ঈশ্বরের রাজ্যে শাসন উপর বিশেষ আলোচ্য বিষয় দেখুন। বিশেষ আলোচ্য বিষয় দেখুনঃ ১৪:২০ তে বার সংখ্যাটি।

১৯:২৯

❑ এন.এ.এস.বি. – " যা আছে তার বহুগুন"
এন.কে.জে.ভি, এন.আর.এস.ভি – " শতগুন"
টি.এ.ভি – " শতগুন বেশী"
জে.ভি– " শতগুনের উপরে"

এই বিষয়ে গ্রীক পান্ডুলিপিতে একটি পার্থক্য রয়েছে। "শতগুন" শব্দটি MSSN,C এবং D তে পাওয়া যায়, যখন "অনেকগুন" শব্দটি এবং MSS, B এবং C তে রয়েছে। প্রথম যে পছন্দ তা মার্ক ১০:২৯ কে অনুসরন করে এবং দ্বিতীয়টি লুক ১৮:৩০ কে অনুসরন করে। অধিকাংশ পন্ডিত ব্যক্তিগন

মনে করেন যে মথি এবং লুক মার্কের গঠন প্রনালী অনুসরন করেন। যীশুর প্রতি কোন ব্যক্তির প্রতিশ্রুতি তার পরিবার, সহায় সম্পত্তি এবং এমনকি তার স্বয়ং জীবনের প্রতি তার গভীর অনুরাক্তিকে অপসারিত করতে হবে (তুলনা করুন মথি ১০:৩৪- ৩৯; লুক ১২:৫১- ৫৩)
১৯:৩০ জিনিষগুলি সেরকম নয় যেভাবে আমাদের কাছে উপস্থিত হয় (তুলনা করুন মথি ২০:১৬; মার্ক ১০:৩১; লুক ১৩:৩১।
আমাদের চেয়ে ঈশ্বরের মূল্যায়নের পদ্ধতি আলাদা (তুলনা করুন যিশাইয় ৫৫:৮- ১১)। শিশুসুলভ শিষ্যদেরকে গ্রহন করা হয়েছে যখন ধনবান এবং সুবিধা ভোগীদেরকে বর্জন করা হয়েছে।

আলোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

এটা হল একটি পাঠ সহায়ক টীকা যার অর্থ হল যে বাইবেল সম্পর্কে আপনার নিজস্ব ব্যাখ্যার জন্য আপনি দায়ী। আমাদের প্রত্যেকেরই যে আলো রয়েছে সেই আলোতে চলতে হবে। এই ব্যাখ্যাতে আপনার, বাইবেলে এবং পবিত্র আত্মার অগ্রাধীকার রয়েছে। একজন ব্যাখ্যাকারীর কাছে এটাকে আপনি অবশ্যই ছেড়ে দিতে পারেন না।

আলোচনার সময় এই সকল প্রশ্ন আপনাকে সাহায্য করার জন্য দেয়া হয়েছে যাতে আপনি বইটির প্রধান প্রধান অংশের বিষয়গুলি পুঙ্খানু পুঙ্খভাবে চিন্তা করতে পারেন। এগুলোর উদ্দেশ্য হল চিন্তাকে জাগিয়ে তোলার জন্য, চূড়ান্ত করার জন্য নয়।

১. বিবাহ বিচ্ছেদ কি সব সময়ে একটি পাপ?
২. ফরিশিদের প্রশ্নের উত্তরে যীশু বাইবেলের কোন নীতিটির পক্ষে কথা বলেছেণ?
৩. মোশি কেন পুন:বিবাহের অনুমতি দিয়েছিলেন যখন ঈশ্বর এর বিরুদ্ধে ছিলেন?
৪. চৌরকৌমার্য কি আধ্যাত্বিকভাবে বিবাহের চেয়ে উচ্ছতর?
৫. শিশুদের এবং পরিত্রান সম্পর্কে বাইবেলের শিক্ষা মালার সংজ্ঞা প্রদান করুন।
৬. ১৩- ১৫ পদগুলি কি পরিত্রান নিয়ে আলোচনা করে?
৭. ১৭ পদে যীশু কোন "উত্তমতা" কে দাবি করেন না? এটা কি যীশুর ঈশ্বরত্ব এবং নিষ্কলুষতাকে প্রভাবিত করে?
৮. এই লোকটি কি প্রকৃত পক্ষে আজ্ঞার সমস্ত পালন করেছিল? সে কি নিস্কলুষ ছিল? (২০ পদ)
৯. অন্য ঐশ্বর্য কি মন্দ?
১০. এ ধনবান ব্যক্তিকে পরিহার করা সম্পর্কে শিষ্যগন অবাক হয়েছিলেন কেন?

মথি - ২০

আধুনিক অনুবাদগুলোর অনুচ্ছেদ ক্রমিক বিভাজন

ইউ.বি.এস	এন.কে.জে.ভি	এন.আর.এস.ভি	টি.ই.ভি	জে.বি
দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্মচারী	দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কর্মচারীগনের উপমা	দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মজুরগন ২০:১- ১৬	দ্রাক্ষাক্ষেত্রে কর্মচারীগন ২০:১- ৭	দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মজুরদের উপমা ২০:১- ১৬

গন ২০:১-১৬ যীশু তৃতীয় বার তার মৃত্যু এবং পুনরুত্থান সম্পর্কে ভবিষ্যত বাক্য বলেন ২০:১৭ - ১৯ যাকোব ও যোহনের অনুরোধ ২০:২০ - ২৮ দুইজন অন্ধে নিরাময় ২০:২৯ - ৩৪	২০:১- ১৬ যীশু তৃতীয় বার তার মৃত্যু এবং পুনরুত্থান সম্পর্কে ভবিষ্যত বাক্য বলেন ২০:১৭- ১৯ সালোমি একটি সুনজরের জন্য অনুরোধ করেন ২০:২০- ২৮ ২০:২৪- ২৮ দুইজন অন্ধ দৃষ্টিশক্তি ফেরত পান ২০:২৯- ৩৪	যাতনাভোগ সম্পর্কে তৃতীয় বার ভবিষ্যত বাক্য করা হয় ২০:১৭- ১৯ যাকোব ও জন সম্মান চান ২০:২০- ২৩ ২০:২১ক ২০:২১খ ২০:২২ ২০:২২গ ২০:২৩ ২০:২৪- ২৮ যিরিহোর দুইজন অন্ধ ২০:২৯- ৩৪	২০:৮- ১৫ ২০:১৬ যীশু তার মৃত্যু সম্পর্কে তৃতীয় বার কথা বলেন ২০:১৭- ১৯ একটি মায়ের অনুরোধ ২০:২০ ২০:২৪- ২৮ যীশু দুইজন অন্ধকে নিরাময় করেন ২০:২৯- ৩০ ২০:৩১ ২০:৩২ ২০:৩৩ ২০:৩৪	যাতনাভোগ সম্পর্কে তৃতীয় বার ভবিষ্যত বানী ২০:১৭- ১৯ সিবদিয়ের মা সন্তানদের জন্য একটি অনুরোধ করেন ২০:২০- ২৩ সেবাসহ নেতৃত্ব ২০:২৪- ২৮ যিরীহোর দুইজন অন্ধ ২০:২৯- ৩৪

পাঠ সিরিজ তিন (পৃষ্টা দেখুন)

অনুচ্ছেদ পর্যায়ে মূল লেখকের অভিপ্রায় অনুসরন করে

এটি একটি পাঠ সহায়ক টীকা যার অর্থ হল যে বাইবেল সম্পর্ক আপনার নিজস্ব ব্যাখ্যার জন্য আপনি দায়ী। আমাদের প্রত্যেকেরই সেই আলোতে চলতে হবে যে আলো আমাদের মাঝে রয়েছে। এই ব্যাখ্যার আপনার, বাইবেলের এবং পবিত্র আত্মার অগ্রাধীকার রয়েছে। আপনি একজন ব্যাখ্যাকারীর উপর এই ব্যখ্যাকে ছেড়ে দিতে পারেন না। আসন থেকে না উঠে একবারেই অধ্যায়টি পড়ুন। বিষয়টি চিহ্নিত করুন । উপরে উল্লেখিত পাঁচ প্রকারের অনুবাদের আলোকে আপনার বিষয় বিভাজন গুলোকে তুলনা করুন। অনুচ্ছেদে ভাগ করাটা ঐশী প্রেরনার বিষয় নয়, কিন্তু এটা মূল লেখকের

অভিপ্রায় অনুসরনের চাবি বা উপায় সরূপ, যা হল ব্যাখ্যার হৃদপিন্ড সরূপ। প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদের একটি এবং কেবলমাত্র একটি বিষয় রয়েছে।

১। প্রথম অনুচ্ছেদ

২। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৩। তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৪। ইত্যাদি

প্রাসঙ্গিক অন্তদৃষ্টিঃ

(ক) উপমা ব্যখ্যা করার সময়ে ঐতিহাসিক এবং সাহিত্যিক প্রসঙ্গ বিবেচনা করাটা সমস্যামূলক। এই বিশেষ উপমায় ঐতিহাসিক পটভূমিকা মথি ১৯:৩০ এর শেষ অনুচ্ছেদের সাথে সম্পর্কযুক্ত যা মথি ২০:১৬ এর শেষে পুনরায় উল্লেখ করা হয়েছে। এই সাহিত্যিক সাদৃশ দেখায় যায় যে আলোচ্য উপমাটি প্রাথমিকভাবে ধন সম্পদ এবং পুরষ্কারের বিষয়ের সাথে সংযুক্ত। ১৮:১ এবং ২০:২০- ২১ এবং ২৪ পদে বৃহত্তর সাহিত্যিক পটভুমিকা দেখা যায়, সেখানে শিষ্যগন উদ্বিগ্ন ছিলেন তাদের মধ্যে কে সবচেয়ে মহান ছিলেন।

(খ) অনেকে এই উপমাগুলোকে ব্যাখ্যা করেছেন ইহুদী এবং পরজাতীয়দের মধ্যকার সম্পর্ক উল্লেখ করে এবং সমগ্র নূতন নিয়মের বৃহত্তর প্রেক্ষিতে এটা সম্ভব। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষিতে, স্বয়ং শিষ্যদের মধ্যকার সম্পর্ককের সাথে এই উপমাকে সংযুক্ত থাকতে হবে। ঈশ্বরের রাজ্যের জগতের চেয়ে মূল্যায়নের একটি সম্পূর্ন আলাদা মান রয়েছে। ঈশ্বরের রাজত্ব অদ্বিতীয়ভাবে অনুগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং মানুষের গুনের উপর নয়। এটা ধর্মীয় শিষ্যত্বের একটি সক্রিয় জীবনের সুনাম হানি করে না; বরঞ্চ অনুগ্রহ পরিত্রানের এবং ধমীয় জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় বিষয় (তুলনা করুন ইফিষীয় ২:৮- ১০)

(গ) আমাদেরকে মনে করিয়ে দেবার প্রয়োজন আছে যে উপমার ব্যাখ্যা করার সময় মূল সত্য এবং প্রসঙ্গ বিস্তারিত বিষয়গুলোকে একটি ধর্মতাত্বিক পদ্ধতিতে ঠেলে দেয়ার চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্ব পূর্ন। উপমাগুলোর মূল বিষয় হোল অপ্রত্যাশিত অথবা সাংস্কৃতিকভাবে বেদনাদায়ক বক্তব্যকে অনুসন্ধান করা।

(ঘ) উপমাগুলোর ব্যাখ্যার পদ্ধতিগত নীতিগুলো জ্ঞানের উপর একটি সম্পূর্ন আলোচনার জন্য ১৩ অধ্যায় দেখুন।

শব্দ এবং শব্দ সমষ্টির অধ্যায়নঃ

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ : ২০: ১- ৭
কেননা স্বর্গ- রাজ্য এমন এক জন গৃহকর্ত্তার তুল্য, যিনি প্রভাত কালে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে মজুর লাগাইবার জন্য বাহিরে গেলেন। তিনি মজুরদের সহিত দিন এক সিকি বেতন স্থির করিয়া তাহাদিগকে আপন দ্রাক্ষাক্ষেত্রে প্রেরন করিলেন। পরে তিনি তিন ঘটিকার সময়ে বাহিরে গিয়া দেখিলেন, অন্য কয়েক জন বাজারে নিষ্কর্ম্মে দাঁড়াইয়া আছে, এবং তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরাও দ্রাক্ষাক্ষেত্রে যাও, যাহা ন্যায্য, তোমাদিগকে দিব; তাতে তাহারা গেল। আবার তিনি ছয় ও নয় ঘটিকার পরে বিকাল ঘটিকার সময়ে বাহিরে গিয়া আর কয়েক জনকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলেন, আর তাহাদিগকে বলিলেন, কি জন্য সমস্ত দিন এখানে নিষ্কর্ম্মে দাড়াইয়া আছ? তাহারা তাহাকে বলল, কেহই আমাদিগকে কাজে লাগায় নাই।

২০:১ "কেননা স্বর্গ রাজ্য" উপমাটি দেয়া হয়েছিল এমন একটি উদাহরন হিসেবে কিভাবে এই জগতের দেয়া পার্থিব পুরস্কারগুলো ঈশ্বরের রাজ্যের আধ্যাত্মিক পুরস্কারগুলোর চেয়ে সম্পূর্নরূপে আলাদা ছিল। মথি এটি অপূর্ব। "স্বর্গরাজ্য" ছিল যীশু শিক্ষাদান এবং প্রচার পরিচর্য্যাকাজের মূল বিষয় । ইহা এখন মানুষের অন্তরে ঈশ্বরের শাসনের বিষয় উল্লেখ করে যা একদিন সমগ্র জগতে পরিপূর্ন হবে। (তুলনা করুন ৬:১০)।ঈশ্বরের রাজ্যের বর্তমান এমনকি ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গিগুলো হোল "ইতিমধ্যকার" এর উৎপত্তি এবং খ্রীষ্টিয় জীবনের এখনও হয় নাই মানসিক চাপ এবং উক্তি যা আপাত দৃষ্টিতে আত্মবিরোধী বলে মনে হলেও সত্য বিরোধী নয়।

- "দ্রাক্ষাক্ষেত্রে" অনেকে মনে করেন এটা ছিল ইস্রায়েল জাতির প্রতি একটি নির্দেশ। এটা সত্য যে একটি দ্রাক্ষাক্ষেত্র পুরাতন নিয়মে কখনও কখনও ইস্রায়েল জাতির প্রতীক বা নিদর্শন হয়েছিল (তুলনা করুন যিশাইয় ৫, যিরমিয় ২:২০; ১২:১০; গীতসংহিতা ৮০:৮) কিন্তু তার এই অর্থ এই নয় যে পুরাতন নিয়মে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য। এই প্রেক্ষিতে এটাকে মনে হয় উপমার একটি সহজ বিন্যাস এবং সত্যেও একটি প্রধান প্রতীক হিসেবে নয়।

২০:২ "যখন তিনি মজুরদের সাথে দিন এক দিনার বেতন স্থির করেছিলেন" শ্রমিকদের এই প্রথম দলটি দিন একটিমাত্র দল যাদের একদিনের কাজের জন্য একটি মজুরী স্থির করনার্থে আলোচনা করা হয়েছিল। "দিনার" শব্দটি অনুবাদগুলোর সকল আর্থিক মূল্য একটি নিজস্ব ঐতিহাসিক সমমানের সহিত সংযুক্ত। এই অর্থ বিষয়ক পরিমানকে প্রথম শতাব্দীতে ইহার ব্যবহারের আলোকে দেখলে অনেক উত্তম হবে, কারন এটাকে দেখতে হবে একজন সৈনিক অথবা একজন কৃষি শ্রমিকের একদিনের বেতন হিসেবে। একটি প্যালেষ্টাইন পরিবারে একদিনের খাবার এবং জীবন ধারনের প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্য এই পরিমান অর্থ যথেষ্ট ছিল।

২০:৩

- এন.এ.এস.বি, এন.কে.জে.ভি, জে.ভি – " প্রায় তিন প্রহরে"
  এন.আর.এস.ভি, টি.এ.ভি– " প্রায় নয় ঘটিকায়"

উপমার সময়ের জন্য এ সকল নাম ধারনার উপর ভিত্তি করা হয়েছে যে একটি দিন সকাল ৬ ঘটিকার শুরু (রোমিয় সময়) সেজন্য, ইহা ছিল সকাল ঘটিকা। ইহুদীরা তাদের দিন সন্ধা ৬ ঘটিকার শুরু করত (তুলনা করুন অদিপুস্তক ১:৫)

একটি প্রশ্ন কেন দ্রাক্ষাক্ষেত্রের মালিক সারাদিন ব্যাপী অনেক বেশী লোককে কাজ করবার জন্য নিযুক্ত করেছিলেন। পন্ডিত ব্যক্তিগন মনে করেন যে দ্রাক্ষাফল চয়ন করার চূড়ান্ত সময় এবং শাব্বাথ দিন খুব তাড়াতাড়ি শুরু হবে; সেজন্য এটা খুব জরুরী ছিল যে দ্রাক্ষাফল নষ্ট হওয়ার পূর্বে যতটা সম্ভব দ্রাক্ষাফল সংগ্রহ করা যায়।

২০:৬ ‘‘কয়েকজন অলসভাবে দাঁড়ায়ে থাকতে দেখলেন’’ যদিও ইংরেজী ভাষায় এই বাক্যাংশটি ক্ষতিকর মনে হতে পারে, যেন দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের মালিক এ সকল লোককে সারা দিন কাজ না করার জন্য ভৎসনা করেছিলেন, প্রকৃত পক্ষে তিনি সহজভাবে কয়েকজন মজুরকে দেখেছিলেন যাদেরকে প্রথম দিকে নিযুক্ত করা হয়েছিল। কোন আভাষ নাই যে তারা অলস অথবা উদাসীন মজুর ছিলেন, কিন্তু তারা ছিলেন এমন লোক যারা ঐ দিনের জন্য কোন কাজ খুজে পায় নাই।

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ : ২০: ৮– ১৬
পরে সন্ধ্যা হইলে সেই দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কর্তা আপন দেওয়ানকে কহিলেন, মজুরদিগকে ডাকিয়া মজুরী দেও, শেষ জন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম জন পর্য্যন্ত দেও। তাহাতে যারা বিকাল ঘটিকার সময়ে এক জন এক এক সিকি পাইল। পরে যারা প্রথমে লাগিয়াছিল, তারা আসিয়া মনে করিল, আমরা বেশী পাইব; কিন্তু তারাও এক এক সিকি পাইল। পাইয়া তারা সেই গৃহকর্তার বিরুদ্ধে বচসা করিয়া বলতে লাগল , শেষের ইহারা ত এক ঘন্টা মাত্র খাটিয়াছে, আমরা সমস্ত দিন খাটিয়াছি ও রৌদ্রে পড়িয়াছি, আপনি ইহাদিগকে আমাদের সমান করিলেন। তিনি উত্তর করিয়া তাদের এক জনকে কহিলেন , বন্ধু আমি তোমার প্রতি কিছু অন্যায় করি নাই; তুমি কি আমার নিকটে এক সিকিতে স্বীকার কর নাই ? তোমরা যাহা পাওনা , তাহা লইয়া চলে যাও, আমার ইচ্ছা, তোমাদের যা পওনা ঐ শেষের জনকেও তাহাই দিব। আমার নিজের যা , তা আপনার ইচ্ছামতে ব্যবহার করিবার অধিকার কি আমর নাই, না আমি দয়ালু বলিয়া তোমার চোক টাটাইতেছে ? এই রুপে যারা শেষের তারা প্রথম হইবে, এবং যারা প্রথম তারা শেষে পড়িবে।

২০:৮ ‘‘যখন সন্ধ্যা হোল, দ্রাক্ষা ক্ষেত্রের মালিক তার দেওয়ানকে বলবেন, মজুরদেরকে ডাক এবং তাদেরকে তাদের মজুরী দেও।’’ মোশির ব্যাবস্থা থেকে আমারা জেনেছি যে মজুর দেরকে তাদের কাজ শেষ হবার শেষে মজুরী দিতে হবে যাতে তারা তাদের পরিবারের জন্য খাদ্য কিনতে পারত। (তুলনা করুন ২৪:১৫; লেবীয় পুস্তক ১৯:১৩; মালাখি ৩:৫)। কখনও কখনও জমির মালিকেরা মজুরদের মজুরী পরবর্তী দিন পর্যন্ত আটকে রাখত এটা নিশ্চিত করার জন্য যে তাদের মজুরেরা ফিরে আসবে, কিন্তু এটা ছিল মোশির ব্যবস্থার বিরুদ্ধে।
২০:১০ ‘‘পরে যারা প্রথমে এসেছিল, তারা মনে করল যে তারা বেশী পাবে’’ এসকল লোকেরা মনে করতে ছিলেন যে তারা আরো বেশী মজুরী পাবার যোগ্য কারন যারা অল্প সময় কাজ করেছিল তারা সেই মজুরী পেয়েছিল যা তারা চুক্তি করেছিল। অনেকগুলো পদ্ধতির মধ্যে এটি একটি পদ্ধতি যা দেখায় কিভাবে ঈশ্বরের পদ্ধতিগুলো মানুষের পদ্ধতির থেকে অনেক আলাদা। ১১ পদে আমরা দেখতে পাই যে যখন তারা বেশী টাকা পেল না, তারা বচসা করেই চলল। কাজ পাবার জন্য সেখানে তাদের কৃতজ্ঞতার মনোভাব থাকা উচিত ছিল কিন্তু তাদের মনোভাব রাগে পরিনত হোল কারন তারা সে সকল পায় নাই যা তারা আশা করেছিল। তারা কারন দেখতে লাগল যে যেহেতু তারা

সারাদিন রৌদ্রে কাজ করেছে, সেহেতু তারা বেশী মজুরী পাওয়ার যোগ্য। ধর্মীয় লোকদের এবং আধ্যাত্বিক পুরস্কারগুলোর ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রয়োগ লক্ষনীয়।

২০:১৫

এন.এ.এস.বি.- " অথবা তোমার চোখ কেন টাটায়, যেহেতু আমি দয়ালু?"
এন.কে.জে.ভি,- " অথবা তোমার চোখ কি মন্দ যেহেতু আমি ভাল?"
টি.এ.ভি- " অথবা তুমি কি ঈর্ষান্বিত যেহেতু আমি দয়ালু?"
জে.বি- "কেন পরশ্রী কাতর হবে যেহেতু আমি দয়ালু?"

এটা প্রাচীন নিকট প্রাচ্যের রুপক "মন্দ চোখ" এর সাথে সম্পর্কযুক্ত (তুলনা করুন দ্বিতীয় বিবরন ১৫:৯; ১সমূয়েল ১৮:৯)। এই প্রেক্ষিতে ইহা ঈর্ষা এবং পরশ্রীকারতাকে নির্দেশ করে।

২০:১৬

এন.এ.এস.বি. - " অতএব যারা শেষের তারা অবশ্যই প্রথম হবে"
এন.কে.জে.ভি, - "অতএব যারা শেষের তারা প্রথম হবে, এবং যারা প্রথম , তারা শেষে পড়বে। কারন আহুত হয় অনেকে কিন্তু মনোনীত হয় অল্প"
এন. আর.এস.ভি- " অতএব যারা শেষের তারা প্রথম হবে , এবং যারা প্রথম, তারা শেষের হবে।"
জে.ভি - " অতএব যারা শেষের তারা প্রথম হবে, এবং যারা প্রথম , তারা শেষে পড়বে"

এই পদে একটি বাক্যাংশ রয়েছে। তা হোল "আহুত অনেকেই হয় কিন্তু মনোনীত হয় অল্প। এই বাক্যাংশটি কে.জে.ভি (KJV) তে পাওয়া যায় কিন্তু এন.এ.এস.বি, এন.কে.জে.ভি, টি.ই.ভি এবং জে.বি তে বাদ দেয়া হয়েছে।মনে হয় মথি ২২:১৪ থেকে এটা যোগ হয়েছে। গ্রীক পান্ডুলিপি N,B,L অথবা ত য়ে এটা পাওয়া যায় না ।

১৯:৩০ এবং ২০:২০ এর মধ্যে একটি পরিষ্কার সম্পর্ক রয়ছে। পুরস্কার গুলো কোন গুনের উপর ভিক্তি করে দেয়া হয় না কিন্তু অনুগ্রহের উপর ভিক্তি করে দেয়া হয়। এটা উপয়ে উপলব্দি করা যায়: (১) সকল বিশ্বাসী সমান সমান পুরস্কার পাবেন না, কিন্তু কাজে একই মর্যাদা পাবেন। একটি স্বাধীন পরিত্রান এবং খ্রীষ্টাবৎ শিষ্যত্ত্বর মধ্যে এটা কোন বাইবেল সম্পর্কিত মানবিক চাপ অথবা (২) যিহুদীরা যারা সর্বপ্রথম ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন তারা পরবর্তীতে বিশ্বাসীদের চেয়ে বড় পুরস্কার অথবা আশীর্বাদ পাবে না।

অলোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

এটা হল একটি পাঠ সহায়ক টীকা যার অর্থ হল যে বাইবেল সম্পর্কে আপনার নিজস্ব ব্যাখ্যার জন্য আপনি দায়ী। আমাদের প্রত্যেকেরই যে আলো রয়েছে সেই আলোতে চলতে হবে। এই ব্যাখ্যাতে আপনার, বাইবেলে এবং পবিত্র আত্তার অগ্রাধীকার রয়েছে। একজন ব্যাখ্যাকারীর কাছে এটাকে আপনি অবশ্যই ছেড়ে দিতে পারেন না।

আলোচনার সময় এই সকল প্রশ্ন আপনাকে সাহায্য করার জন্য দেয়া হয়েছে যাতে আপনি বইটির প্রধান প্রধান অংশের বিষয়গুলি পুঙ্খানু পুঙ্খভাবে চিন্তা করতে পারেন। এগুলোর উদ্দেশ্য হল চিন্তাকে জাগিয়ে তোলার জন্য, চূড়ান্ত করার জন্য নয়।

১. উপমাগুলো বাখ্যা করার জন্য কি কি নির্দেশাবলী রয়েছে ? (fee এবং stwanrt কর্তৃক লিখিত Ó How to read Bible for all its weather- ॥ক ভাবে বাইবেল পড়তে হবে ইহার সকল মুল্যেও জন্য, পৃষ্টা ১৩৪- ১৪৮)
২. এই উপমার সাহিত্য বিষয়ক প্রেক্ষিত কোনটি ।
৩. ঈশ্বরের সন্তানদের এবং পুরস্কার গুলোর মধ্যকার সম্পর্ক সমন্ধে এই উপমার কি বলার রয়েছে ?
৪. এই উপমা এবং অপব্যয়ী পুত্রের উপমার বড় ভাইয়ের মধ্যেকার সম্পর্ক সম্বন্ধে আপনি কি মনে করেন ?

২০:১৭- ১৮ জন্য প্রশাসনিক অন্তর্দৃষ্টি (fold and lenge pecet)

(ক) এই বর্ননা সাদৃশ্য যা মার্ক ১০:৩২ এ পাওয়া যায় তা শিষ্যদের মনোভাব এবং কাজগুলোর ক্ষেত্রে সনিবেশ করে।

(খ) এই বর্ননা থেকে এট প্রতীয়মান হয় যে শিষ্যদের তখনও মশীহের রাজত্বের সম্পর্কে একটি মৌলিক ভূল ধারনা ছিল।

১৯:২৮ এ যীশুর বক্তব্যেও সাথে এটি খুব সম্ভবত সংযুক্ত ছিল।

(গ) এটা ছিল শিষ্যদের কাছে যীশুর মৃত্যু সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী পুঙ্খানুপুঙ্ক রুপে বর্নিত ভবিষ্যত বানী (তুলনা করুন ১৬:২১’ ১৭:২২- ২৩)

শব্দ এবং শব্দ সমষ্টির অধ্যায়নঃ

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ : ২০: ১৭- ১৯

পরে যখন যীশু যিরুশালেমে যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন তিনি সেই বারো জন শিষ্যকে বিরলে লইয়া গেলেন, আর পথিমধ্যে তাহাদিগকে কহিলেন, আর মনূষ্যেপুত্র প্রধান যাজকদের ও অধ্যাপকরদের হস্তে সমর্পিত হইবেন; তাহারা তাহার প্রানদন্ড বিধান করিবে, এবং বিদ্রুপ করিবার , কোড়া মারিবার ও ক্রুশে দিবার জন্য পরজাতীয়দের হস্তে তাকে সমর্পন করিবেন; পরে তিনি তৃতীয় দিবসে উঠিবেন।

২০:১৭ “যখন যীশু যিরুশালেমে যেতে উদ্যত হলেন মার্ক ১০:৩১ বলে তিনি যিরুশালেমের দিকে তার মুখে ফিরালেন এবং শিষ্যদের অগ্রে অগ্রে যাচ্ছিলেন।

২০:১৮ “মনুষ্যপুত্র” মথি ৮:২০ তে লিখিত টীকা দেখুন।

❑ “প্রধান যাজকগন এবং অধ্যাপকগন” এটা ছিল সনহেনদ্রিন মহাসভা সম্পর্কিত। এটি গঠিত হয়েছিল জেরুসালেমের ইহুদী সমাজের ৭০ জন নেতা নিয়ে। পূর্ন নাম ছিল “মহাযাজকগন, অধ্যাপকগন এবং প্রাচীনবর্গ, (তুলনা করুন ১৬:২১) ইহুদীদের জন্য এই মহাসভা ছিল ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক বিষয়গুলোতে সবচেয়ে বড় কর্তৃপক্ষ যদিও রোমীয় দখলদার সৈন্য বাহিনী দ্বারা রাজনৈতিক বিবেচনায় এই ধর্ম সভা চরমভাবে সীমাবদ্ধ ছিল।

২০:১৯ “আর বিদ্রুপ করবার, কোড়া মারবার ও ক্রুশে দিবার জন্য পরজাতীয়দের হস্তে তাকে সমর্পন করবে” এটা ছিল রোমীয় কর্তৃপক্ষদের দ্বারা যীশুর অপমান এবং অপব্যবহারের একটি উল্লেখ। সৈন্যরা ইহুদী জনসাধারনদের একচেটিয়াবাদের তাদের বিদ্বেষ প্রকাশ করার জন্য তাদের বিদ্বেষ কে যীশুর উপর স্থানান্তর করেছিলেন।

❑ ‘‘ক্রুশে দাও’’ এই প্রকার প্রানদন্ডের ঘৃনা কেবলমাত্র এর প্রকাশ্য অপমান এবং ব্যথায় মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, কিন্তু দ্বিতীয় বিবরন ২১:২৩ এর সাথে সম্পর্ক ছিল; যীশুর সময়ের ধর্মগুরুদের অনুসারে ‘‘ঈশ্বরের অভিশাপ’’ তাদের উপর নেমে আসত যাদেরকে গাছে ঝুলিয়ে মারা হোত। যীশু পাপী মানবজাতির অভিশাপ’’ হলেন (তুলনা করুন লেবীয় ২৬; দ্বিতীয় বিবরন ২৭- ২৮; গালাতীয় ৩:১৩; কলসীয় ২:১৪)।

❑ ‘তৃতীয় দিনে’’ ১ম করিন্থীয় ১৫:৪ পৌল উল্লেখ করেছেন যে এটা ছিল সুসমাচারের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। যাহোক, আমরা যখন, পুরাতন নিয়ম পাঠ করি, ‘‘তিন দিনের’’ উল্লেখ খুজে পাওয়া কঠিন কেহ কেহ হোশেয় ৬:২ ব্যবহার করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু এটা চরমভাবে সন্দেহজনক মনে হয়। মথি ১২:৩৮ এর কারনে বড় একটি মাছের পেটের মধ্যে যোনার সময়কে অনেকে ব্যবহার করেন (তুলনা করুন যোনা ১:১৭)। এটা সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত মনে হয়।

যীশুর সময়ের ইহুদী জন্য একটি দিনের কোন অংশকে একটি সম্পূর্ন দিন হিসাবে গননা করা হোত। স্মরন করুন ইহুদীরা গোধূলী লগ্ন হতে শুরু করেন (তুলনা করুন অদিপুস্তক ১:৫)। সেজন্য শুক্রবারের অপরাহ্নে শেষে দিকে (তিন ঘটিকা) যীশুর মৃত্যুর সময়কে এবং ছয় ঘটিকায় পূর্বে কবর দেয়াকে একটি দিন হিসাবে গননা করা হোত। শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে শনিবার সন্ধ্যা থেকে রবিবার সূর্যোদয় পর্যন্ত ছিল তৃতীয় দিন।

❑ ‘‘তিনি উঠবেন’’ সাধারনত পুরুত্থানকে বলা হয় ঈশ্বরের ইচছার একটি কাজ হিসাবে প্রমান করে যে যীশুর জীবন , পরিচর্যা কাজ, এবং মৃত্যুতে তার অনুমোদন ছিল। যাহোক যোহন ১০:১৭- ১৮ যীশু তার পুনরুত্থানে তার নিজস্ব আধিপত্য দৃঢ়রুপে ঘোষনা করেছেন। রোমীয় ৮:১১ বলে পবিত্র আত্মা যীশুকে উঠিয়েছিলেন। এখানে রয়েছে একটি উত্তম উদাহরন যে পরিত্রান কার্যে পবিত্র ত্রিত্বেও সকল ব্যক্তি অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ : ২০: ২০- ২৩

তখন সিবদিয়ের পুত্রদের মাতা আপনার দুই পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তার নিকটে আসিয়া প্রণিপাত পূর্ব্বক তার কাছে কিছু যাঞ্চা করিলেন। তিনি তাকে কহিলেন, তুমি কি চাও? তিনি বললেন, আজ্ঞা করুন , যেন আপনার রাজ্যে আমার এই দুই পুত্রের এক জন আপনার দক্ষিন পার্শ্বে, আর এক জন বাম পার্শ্বে, বসিতে পায়।

২০:২০ ‘‘সিবদিয়ের পুত্রদের মাতা’’ মার্ক ১০:৩৫ থেকে আমরা জানতে পারি যে, যাকোব এবং যোহন এই অনুরোধ করার সময় সক্রিয় ছিলেন। যখন কোন ব্যক্তি মার্ক ১৫:৪০ এবং যোহন ১৯:২৫ এর সাথে মথি ২৭:৫৬ তুলনা করেন তখন এটা সম্পূর্নগুপে সম্ভব যে সিবদিয়ের স্ত্রী সালোমি যীশুর মায়ের বোন ছিলেন।

❑ ‘‘প্রনিপাত করে’’ এটি উপাসনা করার কোন কাজ ছিল না কিন্তু স্বার্থপর লক্ষ্য অর্জনের একটি কাজ ছিল। খ্রীষ্টানেরা কুবার ঈশ্বরের সামনে নতজানু হয় কেবলমাত্র তা পাবার জন্য যা তারা পেতে চায়? তারা বিশ্বাস নিয়ে বানিজ্য করে আনুকুল্যে পাবার জন্য (তুলনা করুন ইয়োব ১:৯- ১১)।

❑ ‘তার কাছে কিছু যাচঞা করে’’ মার্ক লিখেছেন ‘‘আমাদের জন্য তাই করুন যা আমরা যাচঞা করি’’ । এটা অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর অনুরোধের মত শুনায়।

২০:২১ ‘‘আদেশ করুন যেন আপনার রাজ্যে আমার এ পুত্রের একজন আপনার দক্ষিন পার্শ্বে, আর একজন বাম পার্শ্বে বসতে পায়।’’ প্রত্যেক সময়ে যখন যীশু তার মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা করতে

চেষ্টা করেছিলেন, শিষ্যেরা তর্ক বিতর্ক শুরু করতেন তাদের মধ্যে কে সবচেয়ে মহান । এটা একজন ব্যক্তি এবং খ্রীষ্টের কার্যের উপর মৌলিক ভূল বোঝাবুঝি কেবলমাত্র প্রমান করত না, কিন্তু মশীহের রাজত্বও নিয়েও (তুলনা করুন লুক ১৮:৩৪)।
“ঈশ্বরের রাজ্য” এর মতবাদটি হোল যীশুর প্রচার এবং শিক্ষা পরিচর্যা কাজের মূল মতবাদ । মনে হয় ইহা দেখিয়ে দেয় মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বরের মর্তমান রাজত্ব এবং সমগ্র জগত ব্যাপী ঈশ্বরের ইচ্ছার ভবিষ্যৎ নিষ্পন্ন হবে যেমন ইহা স্বার্থে বর্তমানে নিষ্পাপ হচ্ছে।(তুলনা করুন মথি ৬:১০)
২০:২২ “কিন্তু যীশুর উক্তর দিলেন, তুমি ...” ২১ পদের ‘তুমি” শব্দটি একবচনের দ্বারা যাকোব এবং যোহনের মাকে সম্বোধন করা হয়েছে কিন্তু ২২ পদে এটা হোল বহুবচনের যা দ্বারা যাকোব এবং যোহন সম্বোধন করা হয়েছে।

- “আমি যে পাত্রে পান করতে যাচ্ছি , তাতে কি তোমরা পান করতে পার?” এই পান পাত্র শব্দটি গন্তব্যস্থল বোঝানোর জন্য প্রাচীন উসারিটের সেমিটিক সাহিত্যেও ব্যবহৃত হোত। বাইবেলে, যাহোক, এটাকে মনে হয় জীবনের অভিজ্ঞতা কে বোঝানোর জন্য, তা ভাল হোক ও মন্দ হোক। ইহাকে সাধারনত বিচারের অর্থ নিয়ে ব্যবহৃত হোত (তুলনা করুন গীতসংহিতা ৭৫:৮ ; যিশাইয় ৫১:১৭- ২৩; যিরমিয় ২৫:১৫- ২৮, ৪৯:১২, ৫১:৭; বিলাপ ৪:২১- ২২, যিহিস্কেল ২২:৩১- ৩৪, হবকুক ২:১৬; সখরিয় ১২:২; প্রকাশিত বাক্য ১৪:১০, ১৬:১৯, ১৭:৪, ১৮:৬)। যাহোক, কয়েকটি অনুচ্ছেদে একে আশীর্বাদ হিসাবের উল্লেখ করা হয়েছিল (তুলনা করুন গীতসংহিতা ১৬:৫, ২৩:৫, ১১৬:১৩; যিরমিয় ১৬:৭)।
- কিংজেমস অনুবাদে (KJV) যীশু বাপ্তিস্ম উল্লেখ পুর্বক যে শব্দগুলো পাওয়া যায় তা কেবল মথিও আদি গ্রীক অনুবাদের একটি অংশ নয়, অথবা লাতিন, সিরিয় অথবা মিশরীয় অনুবাদের অংশ নয়। ইহা মার্ক ১০:৩৮ এবং লুক ১২:৫০ থেকে এসেছিল যা মিশরীয় অনুবাদকদের দ্বারা মথিতে পরে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল যেমন মরে ২৩ পদে একইভাবে যোগ করা হয়েছে।
- ২০:২৩ “তোমরা আমার পাত্রে পান করবে” প্রৈরিতিক দলের মধ্যে যাকোব হলেন সর্বপ্রথম সাক্ষ্যময়। যোহন অনেক দীর্ঘজীবন পেয়েছিলেন এবং রোমীয় সরকারের দ্বারা পাট্টম নামক (PATONOS) দ্বীপে নির্বাসিত হয়েছিলেন (প্রকাশিত বাক্য ১:৯) এবং বৃদ্ধ বয়সে ইফিষীয় নগরীতে ইহকাল ত্যাগ করেছিলেন (মন্ডলীর ঐতিহ্যগত ইতিহাস অনুসারে)
- “যাদের জন্য আমার পিতা কর্তৃক স্থান প্রস্তুত করা হয়েছে ” এটা হোল পুরাঘটিত কর্মবাচক নির্দেশ।

এখানে রয়েছে পিতার ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্যের প্রতি যীশুর আনুগত্যের আরেকটা উদাহরন সমস্ত কিছুই পিতা ঈশ্বরের বশে নিয়ন্ত্রনে রয়েছে (১করিন্থীয় ১৫:২৭- ২৮)

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ : ২০: ২৪- ২৮
এই কথা শুনিয়া অন্য দশ জন ঐ দুই ভ্রাতার প্রতি রুষ্ট হইলেন। কিন্তু যীশু তাহাদের নিকটে ডাকিয়া বললেন, তোমরা জান, পরজাতীয়দের অধিপতিরা তাহাদের উপরে প্রভুত্ব করে এবং যারা মহান তারা তাদের উপরে কর্তৃক করে। তোমাদের মধ্যে সেরুপ হইবে না; কিন্তু তোমাদের মধ্যে যে কেহ মহান হইতে চায়, সে তোমাদের পরিচারক হইবে; এবং তোমাদের মধ্যে যে কেহ প্রধান হইতে চায়, সে তোমাদের দাস হইবে; যেমন মনুষ্যপুত্র পরিচর্য্যা পাইতে আইসেন নাই , কিন্তু পরিচর্য্যা করিতে , এবং অনেকে পরিবর্ক্তে আপন প্রান মুক্তির মূল্যরুপে দিতে আসিয়াছেণ।

২০:২৪ "আর এ কথা অন্য দশজন ঐ দুই ভ্রাতার প্রতি রুষ্ট হলেন" তারা খুব রুষ্ট হয়েছিলেন কারন তারা যীশুর নিকট সর্ব প্রথম অনুরোধ করতে পারেন নাই। কিন্তু কারন তারাও রুষ্ট হবার একটি ভান করেছিলেন যদিও তারা জানতেন প্রশ্নটি সীমা ছেড়ে নিয়েছিল কিন্তু গোপনে তারাই একই প্রশ্ন করতে চেয়েছিলেন।

২০:২৬ "তোমাদের মধ্যে যে কেহ প্রধান হতে চায় , সে তোমাদের দাস হবে" মহান হবার জন তাদের লক্ষ্যকে যীশু দোষ বলে রায় দেননি, কিন্তু তার প্রতি কারোর প্রতিশ্রুতির আলোকে এর সত্যিকার স্থিতিমাপক সংজ্ঞায়িত করেছিলেন। যীশুর রাজ্যে নেতৃত্ব হোল সেবকত্ব (তুলনা করুন মার্ক ৯:৩৫; ১০:৪৩)।

২০:২৮"মনুষ্যপুত্র পরিচর্যা পেতে আসেন নাই" এখানে রয়েছে কে সবচেয়ে মহান তার বাস্তব সত্য (তুলনা করুন মার্ক ১০:৪৫)। যীশু জানতেন যে তিনি এসেছিলেন (১) তার পিতাকে প্রকাশিত করতে (২) অনুসরন করার জন্য একটি উদাহরন দেবার জন্য (৩) মানবজাতির পরিবর্তে মরার জন্য।

- "আর তার জীবন দিতে" আধ্যাত্বিক মহত্বের জন্য একটি মূল্য পরিশোধ করতে হয় এবং আর ইহা সেবা কাজে রয়েছে- এমনকি কখনও কখনও চূড়ান্ত সেবায়, যা একজন বন্ধুর জন্য আপন জীবনকে পরিত্যাগ করে (তুলনা করুন যোহন ১৫:১৩; ২করিন্থীয় ৫:১৪- ১৫; ১যোহন ৩:১৬)।
- মুক্তির মূল্য" এই শব্দটি পরোক্ষভাবে প্রকাশ করে একটি মূল্যরুপে যা পরিশোধ করবে একজন দাস অথবা যুদ্ধবন্দীর মুক্তির জন্য। যীশু বিশ্বাসীদের জন্য যা কিছু করেছেন তা তারা তাদের জন্য কোন দিন করতে পারে নাই। এই মূল্য পরিশোধ করা হয়েছিল ঈশ্বরের ন্যায়পরতা এবং ঈশ্বরের প্রেম পুনস্থাপন করার জন্য(তুলনা করুন যিশাইয় ৫৩; ২ করিন্থীয় ৫:২১।

বিশেষ আলোচ্য বিষয়: মুক্তিপন/ মুক্তিপ্রাপ্ত

পুরাতন নিয়ম

(ক) প্রথমত:

দুইটি হীব্রু আইনসম্মত শব্দ রয়েছে,যা এই ধারনা প্রদান করে।

১। গোল (মধড়ষ) মূলত: যার অর্থ হোল একটি মূল্য পরিশোধ করে মুক্ত করা। এই ধারনার সাথে একটি শব্দ "গা" এল (মধ্বড়ষ) যুক্ত হয় যার অর্থ হল একজন মধ্যস্থতাকারী সাধারনত পরিবারের একজন সদস্য (উদাহরনস্বরুপ, জ্ঞাতি ত্রানকর্তা)। পুনরায় জিনিষপত্র, জীবজন্তু, জমি ((তুলনা করুন লেবীয় ২৫,২৭) , অথবা আত্মীয়জনকে (রুথ ৪:১৫, যিশাইয় ২৯:২২) ক্রয় করার অধিকারের এই সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি মিশন দেশ থেকে যাকোব কর্তৃক ইস্রায়েল জাতির মুক্তিতে স্থানান্তরিত হোল(তুলনা করুন যাত্রা ৬:৬, ১৫:১৩; গীতসংহিতা ৭৪:২; ৭৭:১৫; যিরমিয় ৩১:১১) তিনি মুক্তিদাতা হলেন (তুলনা করুন ইয়োব ১৯:২৫; গীত সংহিতা ১৯:১৪; ৭৮:৩৫ হিতোপদেশ ২৩:১; যিশাইয় ৪১:১; ৪৩:১৪; ৪৪:৬, ২৪; ৪৭:৪; ৪৮:১৭, ৪৯:৭, ২৬; ৫৪:৫,৮; ৫৯:২০; ৬০:১৬; ৬৩:১৬; যিরমীয় ৫০:৩৪)।

২। পাদাহ (ঢ়ধফধয) যার মূলত অর্থ হোল "মুক্ত করা অথবা উদ্ধার করা।

(ক) প্রথম জাতের মুক্তি, যাত্রা ১৩:১৪ এবং গননা ১৮:১৫- ১৭

(খ) শারীরিক মুক্তিকে আধ্যাত্বিক মুক্তির বিরুদ্ধে স্থাপন করা হয়েছে, গীতসংহিতা ৪৯:৭,৮,১৫

(গ) যিহোবা ইস্রায়েল জাতিকে পাপ এবং বিদ্রোহ থেকে মুক্ত করবেন, গীতসংহিতা ১৩০:৭- ৮

(খ) ধর্মতাত্বিক ধারনায় তিনটি সম্পর্কযুক্ত বিষয় অন্তর্ভূক্ত রয়েছে:

(১) একটি প্রয়োজনীয়তা, একটি বন্দীদশা, একটি অধিকার খোয়ানো একটি কারাবাস

(ক)শারীরিক

(খ) সামাজিক

(গ) আধ্যাত্বিক (তুলনা করুন গীতসংহিতা ১৩০:৮)

(২)সাধীনতা , মুক্তি এবং পুনঃস্থাপনের জন্য একটি মূল্য অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে।

(ক)ইস্রায়েল জাতির (তুলনা করুন দ্বিতীয় বিবরন ৭:৮

(খ) এক ব্যক্তিও (তুলনা করুন ইয়োব ১৯:২৫- ২৭; ৩০:২৮

(৩) কাউকে অবশ্যই একজন মধ্যস্থকারী এবং মঙ্গলকাঙখী হিসেবে কাজ করতে হবে। গাল এ (মধড়ষ) এই হলেন সাধারনত পরিবারের একজন সদস্য অথবা নিকট আত্নীয় অথ্যাৎ (মধ্বড়ষ)

(৪) যিহোবা কখনও কখনও নিজেকে পারিবারিক শব্দ দিয়ে বর্ননা করেন।

(ক) পিতা

(খ) স্বামী

(গ) নিকট আত্নীয়

যিহোবার মাধ্যমে মুক্তি নিশ্চিত হয়েছিল ; একটি মূল্য পরিশোধ করা হয়েছিল , আর মুক্তি অর্জিত হোল ।

নুতন নিয়ম (ঞযড় রিঃয ষধৎমব ভড়হঃ)

(ক) ধর্মতাত্বিক মতবাদ প্রকাশ করার জন্য কতিপয় শব্দ ব্যবহার করা হয়।

১। আগোরাজ্যে (অমড়ৎধ্বড় ওঃধষরুবফ) (তুলনা করুন ১করিন্থীয় ৬:২০; ৭:২৩; ২ পিতর ২:১; প্রকাশিত বাক্য ৫:৯;১৪:৩৪) একটি বানিজ্যিক শব্দ যা কোন কিছুর জন্য একটি মূল্য পরিশোধ করা হয়। আমরা হলাম রক্ত দ্বারা কেনা জনগন যারা আমাদের নিজস্ব জীবন নিয়ন্ত্রন করতে পারি না। আমারা যীশুর সম্পত্তি।

২। এক্সাগোরাজ্যে (ঊীধমড়ৎধ্বড়) (তুলনা করুন গালাতীয় ৩: ১৩; ৪:৫; ইফিসীয় ৫:১৬; কলসীয় ৪:৫) এটাও একটি বানিজ্যিক শব্দ। এটা আমাদের পক্ষে যীশুর মৃত্যুকে প্রতিফলিত করে। যীশু কাজের উপর অর্থাৎ মোশির উপর ভিত্তি করা "অভিশাপ বহন করেছিলেন, যা পাপী মানুষেরা অর্জন করতে পারে নাই। আমাদের সকলের জন্য তিনি অভিশাপ (তুলনা করুন ২১:৩৫) বহন করলেন। যীশুতে ঈশ্বরের ন্যায্যতা এবং প্রেম সম্পূর্ন ক্ষমা, গ্রহন, এবং প্রবেশাধিকারে মিলে যায়।

৩। লুও খঁড় মুক্ত করা

(ক) লুট্রন খঁঃৎড়হ "একটি মূল পরিশোধ" (তুলনা করুন মথি ২০:২৮; মার্ক ১০:৪৫)। এ সকল ছিল যীশুর নিজের মুখ থেকে আগত শক্তিশালী শব্দ সমূহ যা ছিল তার আগমনের উদ্দেশ্য সে সকল পাপের বেতন পরিশোধ কওে। জগতের মুক্তিদাতা হবার বিষয়ে যার জন্য তিনি দায়ী ছিলেন না (তুলনা করুন যোহন ১:২৯)

(খ) লূট্রো খঁঃৎড় মুক্ত করা

(১) ইস্রায়েল জাতিকে মুক্তি দেওয়া

(২) প্রজাবর্গকে মুক্তি দেবার এবং শুচি করার জন্য নিজেকে দান করলেন, তীত ২:১৪

(৩) একজন নিষ্পাপ মধ্যস্থতাকারী হবার জন্য , ১পিতর ১:১৮- ১৯

(গ) লুট্রসিস মুক্তি পরিত্রান, অথবা স্বাধীনতা

(১) যীশুর সম্পর্কে সখরিয়ের ভবিষ্যদ্বানী লুক ১:৬৮

(২)যীশুর জন্য ঈশ্বরের কাছে হানার প্রশংসা লুক ২:৩৮

(৩) যীশু হলেন উত্তম , একদা উৎসর্গীকৃত বলিদান (ইব্রীয় ৯:১৫)

৪। আপোলাইট্রেসিস অঢ়ড়ষুঃৎড়ংরং (তুলনা করুন লুক ২১:২৮ রোমীয় ৩:২৪; ৮:২৩; ১করিন্থীয় ১:৩০ ; ইফিসীয় ১:৭, ১৩;৪:৩০, কলসীয় ১:১৪; ইব্রীয় ৯:১৫

৫। এসটিলাইট্রোন অহঃরষুঃৎড়হ (তুলনা করুন ১তীমথিয় ২:৬) এটি একটি কঠিন পদ (যেমন তীত ২:১৪), যা ক্রুশে সকলের জন্য যীশুর মৃত্যুর সাথে মুক্তি যোগ করে। তিনি হলেন সেই একজন এবং একমাত্র গ্রহনযোগ্য বলিদান; সেই একজন যিনি "সকলের " জন্য মৃত্যু বরন করেন (তুলনা করুন যোহন ১:২৯; ৩:১৬-১৭; ৪:৪২; ১তীমথিয় ২:৪; ৪:১০; তীত ২:১১; ২পিতর ৩:৯; যোহন ২:২; ৪:১৫)।

(খ) নূতন নিয়মে ধর্মতাত্বিক মতবাদ প্রকাশ করে।

(১) মানুষ পাপের দাস (তুলনা করুন যোহন ৮:৩৪; রোমীয় ৩:১০-১৮; ৬:২৩)

(২) পুরাতন নিয়মের মোশির ব্যবস্থা (গালাতীয় এবং পর্বতে দত্ত যীশুর উপদেশ মথি ৫-৭ দ্বারা মানুষের কার্যকলাপ একটি মৃত্যু দন্ডাদেশে পরিনত হয়েছে। (তুলনা করুন কলসীয় ২:১৪)

(৩) যীশু, ঈশ্বরের নিষ্কলুষ মেষ , এসেছেন এবং আমাদের পরিবর্তে মৃত্যুবরন করেছেন (তুলনা করুন যোহন ১:২৯; ২ করিন্থীয় ৫:২১) পাপ থেকে আমাদেরকে ক্রয় করা হয়েছে যাতে আমরা ঈশ্বরকে সেবা করতে পারি। তুলনা করুন রোমীয় ২:৬)

(৪) বিজড়িতকরন দ্বারা যিহোবা এবং যীশু হলেন "নিকট আত্মীয়" যারা আমাদের পক্ষে কাজ করেন। এটা পারিবারিক রুপকগুলি চলতে থাকে(যেমন, পিতা, স্বামী, পুত্র, নিকট আত্মীয়)

(৫) পরিত্রান ছিল না একটি মূল্য যা শয়তানের নিকট দেয়া হয়েছিল (অথ্যাৎ মধ্যযুগীয় ধর্মতত্ব) কিন্তু পরিত্রান হলো ঈশ্বরের প্রেম এবং খ্রীষ্টেতে সম্পূর্ন ব্যবস্থার সাথে ঈশ্বরের বাক্য এবং ঈশ্বরের ন্যায্যতার পূনর্মিলন। ক্রুশেতে শান্তি পুনঃস্থাপিত হয়েছিল, মানুষের বিদ্রোহ ক্ষমা করা হয়েছিল, মানুষের মাঝে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি এখন সম্পূর্নরুপে ঘনিষ্ট সহভাগিতায় আবার কার্যকর।

(৬) পরিত্রানের একটি ভবিষ্যৎ দিক রয়েছে(তুলনা করুন ৮:২৩; ইফিষীয় ১:১৪; ৪:৩০) যা আমাদের পুনরুত্থিত দেহ এবং পবিত্র ত্রিত্বের সাথে শারীরিক ঘনিষ্টতা অন্ত র্ভূক্ত করে।

❑ "অনেকের পরিবর্তে" এটা হোল যিশাইয় ৫৩:১১-১২ এর পরোক্ষ উল্লেখ। "অনেক " শব্দটি ব্যবহার করা হয় নাই বিশেষ কয়েক জনের সীমাবদ্ধ অর্থে, কিন্তু ব্যবহার করা হয় খ্রীষ্টের কাজের স্বাভাবিক ফল হিসাবে। ইহুদী ধর্মগুরুগন এবং কুমরান সমাজ "অনেকে" শব্দটি বিশ্বাসী সমাজ অথবা নির্বাচিত ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহার করতেন । যিশাইয় ৫৩:১১ঘ এবং ১২ঙ এর সাথে যিশাইয় ৫৩:৬ এর তুলনা দ্বারা , আমরা এবং "অনেকে" এর মধ্যকার খেলা দেখতে পারি। এই একই প্রকার খেলা ব্যবহৃত হয়েছে রোমীয় ৫:১৭-১৯ । ১৮ এবং ১৯ পদ দুইটি একই রকমের যার অর্থ হোল "সকলের" এবং "অনেকে" শব্দ দুইটি একটি অর্থ বোধক। কঠোর ক্যালভিন মতবাদীদের জন্য এটি একটি প্রমান করতে সক্ষম পদ হতে পারে নাই।

এন.এ.এস.বি (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠ : ২০: ২৯- ৩৪
পরে যিরীহো হইতে তাদের বাহির হইবার সময়ে বিস্তর লোক তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করল। আর দেখ , দুই জন অন্ধ পথের পার্শ্বে বসিয়াছিল; সেই পথ দিয়া যীশু যাইতেছেন শুনিয়া তারা চেচাইয়া বলল, প্রভু দায়ুদ সন্তান, আমাদের প্রতি দয়া করুন। তাতে লোক সকল চুপ চুপ বলিয়া তদেরকে ধমক দিল; কিন্তু তারা আরও অধিক চেচাইয়া বলল, প্রভু দায়ুদ সন্তান আমাদের প্রতি দয়া করুন। তখন যীশু থামিয়া তাদেরকে ডাকলেন , আর বললেন, তোমরা কি চাও? আমি তোমাদের জন্য কি করিব? তারা তাকে কহিল, প্রভু আমাদের চক্ষু যেন খুলিয়া যায়। তখন যীশু করুনাবিষ্ট হইয়া তাদের চক্ষু স্পর্শ করিলেন আর তখনই তারা দেখিতে পাইল ও তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলল।

২০:২৯- ৩৪ এটি হোল যীশুর আরেকটি আরোগ্য কারী আশ্চর্যকাজ যা তার সহানুভূতি এবং ক্ষমতা প্রকাশ করে। আবার বৈশিষ্টমূলক ভাবে মথি লিখিত সুসমাচারে দুইজন অন্ধ লোক ছিল যারা দৃষ্টিশক্তি পেয়েছিলেন। কেবলমাত্র এক জন নয় যেমন মার্ক ১০:৪৬- ৫২ এবং লুক ১৮:৩৫- ৪৩ রয়েছে।

২০:২৯ “যিরীহো হতে তাদের বের হবার সময়ে” এটি আকর্ষনপূর্ন বিষয় যে মথি এবং মার্ক (১০:৪৬- ৫২) উভয়েই এই আরোগ্য কারী কাজকে উপস্থাপন করেছেন যখন যীশু যিরীহো ত্যাগ করেছিলেন যখন লুক (১৮:৩৫- ৪৩) এটাকে উপস্থাপন করেছেন যখন তিনি প্রবেশ করতেছিলেন। একটি পুরাতন যিরীহো নগরী এবং একটি নূতন যিরীহো নগরী ছিল। এটা সম্ভব যে, উভয় বিবরনীই সত্য।
“দুইজন অন্ধ” দুইজন অন্ধের আরোগ্যদান ছিল একটি পুরাতন নিয়মের মশীহের চিহ্ন (তুলনা করুন যিশাই ২৯:১৮; ৩৫:৫; ৪২:৭, ১৬, ১৮)। তাদের উপর যীশুর সহানুভূতি ও করুনা রয়েছে যাদেরকে বিবেচনা করা হয় “ছুড়ে ফেলা” লোক হিসেবে (তুলনা করুন ২০:৩১)।

আলোচনার জন্য প্রশ্নাবলী:
এটা হল একটি পাঠ সহায়ক টীকা যার অর্থ হল যে বাইবেল সম্পর্কে আপনার নিজস্ব ব্যাখ্যার জন্য আপনি দায়ী। আমাদের প্রত্যেকেরই যে আলো রয়েছে সেই আলোতে চলতে হবে। এই ব্যাখ্যাতে আপনার, বাইবেলে এবং পবিত্র আত্মার অগ্রাধীকার রয়েছে। একজন ব্যাখ্যাকারীর কাছে এটাকে আপনি অবশ্যই ছেড়ে দিতে পারেন না।

আলোচনার সময় এই সকল প্রশ্ন আপনাকে সাহায্য করার জন্য দেয়া হয়েছে যাতে আপনি বইটির প্রধান প্রধান অংশের বিষয়গুলি পুঙ্খানু পুঙ্খভাবে চিন্তা করতে পারেন। এগুলোর উদ্দেশ্য হল চিন্তাকে জাগিয়ে তোলার জন্য, চূড়ান্ত করার জন্য নয়।

প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যেখানে যীশু তার মৃত্যু সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী করেন শিষ্যেরা কি কি বিষয় আলোচনা করেন?
যীশুর পুনরুত্থান সম্পর্কে পুরাতন নিয়মে কোথায় তৃতীয় দিনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে?
যোহনের মায়ের কি যীশুর সাথে কোন আত্মীয়তা ছিল?
কেন ২৮ পদটি খুব গুরুত্বপুর্ন?

"সকলে" এবং "অনেকে" কেন একই অর্থ রয়েছে তা ব্যখ্যা করুন।

মথি ২১

আধুনিক অনুবাদের জন্য অনুচ্ছেদগুলোর বিভাগ সমূহঃ

UBS4	NKJV	NRSV	TEV	JB
তুরী ধ্বনিসহ যিরুশালেমে প্রবেশ ২১:১- ১১	তুরী ধ্বনিসহ প্রবেশ ২১:১- ১১ পদ	তালপত্র রবিবার ২১:১- ১১	তুরী ধ্বনিসহ যিরুশালেমে প্রবেশ ২১:১- ৩ ২১:৪- ৫ ২১:৬- ৯ ২১:১০ ২১:১১	মশীহের যিরুশালেমে প্রবেশ ২১:১- ৯ ২১:১০- ১১
মন্দির পরিষ্কার ২১:১২- ১৩ ২১:১৪- ১৭	যীশু মন্দির পরিষ্কার করেন ২১:১২- ১৭	মন্দির পরিষ্কার ২১:১২- ১৩ ২১:১৪- ১৭	যীশু মন্দির পরিষ্কার করতে যান ২১:১২- ১৩ ২১:১৪- ১৫ ২১:১৬ক ২১:১৬খ ২১:১৭	মন্দির থেকে বিক্রেতাদের বিতারিত করেন ২১:১২- ১৭
ডুমুর গাছটিকে অভিশাপ দিয়েছিলেন ২১:১৮- ২২	ডুমুর গাছটি ২১:১৮- ১৯ ফলহীন ডুমুর গাছের পাঠ ২১:২০- ২২	ডুমুর গাছ অভিশপ্ত হয়েছিল ২১:১৮- ২২	যীশু ডুমুর গাছটিকে অভিশাপ দেন ২১:১৮- ১৯ ২১:২০ ২১:২১- ২২	ফলহীন ডুমুর গাছ, বিশ্বাস ও প্রার্থনা ২১:১৮- ২২
ক্ষমতা সহকারে যীশুর প্রশ্ন ২১:২৩- ২৭	ক্ষমতা সহকারে যীশু প্রশ্ন করেছিলেন	যীশুর ক্ষমতা ২১:২৩- ২৭	যীশুর ক্ষমতা সম্পর্কে প্রশ্ন ২১:২৩ ২১:২৪- ২৫ক ২১:২৭ক ২১:২৭খ	যীশুর ক্ষমতাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল ২১:২৩- ২৭

দুই পুত্রের গল্প ২১:২৮– ৩২	দুই পুত্রের গল্প ২১:২৮– ৩২	২১:২৮– ৩২	দুই পুত্রের গল্প ২১:২৮– ৩১ক ২১:৩১খ ২১:৩১গ– ৩২	দুই পুত্রের গল্প ২১:২৮– ৩২
আঙ্গুর ক্ষেতের চাষীদের গল্প এবং টুকরো পাথর ২১:৩৩– ৪৪ ২১:৪৫– ৪৬	দুষ্ট আঙ্গুর ফল উৎপাদক কারীর গল্প ২১:৩৩– ৪৬ ২১:৪২– ৪৪ ২১:৪৫– ৪৬	আঙ্গুর ক্ষেতের চাষীদের গল্প ২১:৩৩– ৪১ ২১:৪২ ২১:৪৩– ৪৪ ২১:৪৫– ৪৬	দুষ্ট আঙ্গুর ক্ষেতে উৎপাদক কারীর গল্প ২১:৩৩– ৩৯ ২১:৪০	দুষ্ট কর্তাদের গল্প ২১:৩৩– ৪৩ ২১:৪৫– ৪৬

পড়ার তিনটি স্তর (দেখুন: ৭)

এটি একটি শুনার দিক নির্দেশক গ্রন্থ যার অর্থ আপনার বাইবেল অনুবাদে আপনাকেই দায়িত্ববান হতে হবে। আমাদের প্রত্যেকজনের যে আলো আছে আমরা যেন সে আলোতে চলি। বাইবেল এবং পবিএ আত্বায় হবে আপনার অনুবাদের প্রধান বিষয। আপনাকে অবশ্যই নির্দেশকের কাছে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।
একটি অধ্যায় একই সময়ে পড়ে শেষ করতে হবে। বিষয় বস্থু চিহ্নিত করতে হবে। উপরের অনুবাদের বিষয় বস্তুর সাথে বিষয় গুলোর সাথে তুলনা করুন। অনুচ্ছেদ গুলো অনুপ্রানিত নয় কিন্তু ইহা লেখকের আসল উদ্দেশ্য গুলোকে অনুসরন করার চাবিকাঠি যেটি হৃদয় গ্রাহী অনুবাদ। প্রত্যেক অনুচ্ছেদ শুধুমাত্র একটি বিষয় বস্থু।

১ প্রথম অনুচ্ছেদ ।
২ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ ।
৩ তৃতীয় অনুচ্ছেদ ।
৪। ইত্যাদি।

অবস্থাগত অন্তঃদৃষ্টি মথি ২১:১—৭ পদ।

ক) তুরী ধ্বনির সাথে প্রবেশ ছিল একটি গুরুত্ব পূর্ণ চিহ্ন যেভাবে যীশু নিজেকে মশীহ হিসাবে প্রতিজ্ঞা করে ঘোষনা দিয়েছিলেন ইহা মার্কেও একই রকম। মার্ক: ১১: ১—১০, লূক: ১৯: ২৯– ৪৪ এবং যোহন: ১২: ১২– ১৯ পদ।

খ) তুরী ধ্বনির সাথে প্রবেশটি ছিল কটূভ্যাস, ঘটনা। যীশুর বাণীটি বাধ্যতা মুলক ভাবেই পরিপূর্ণ করেছিলেন এবং জনসাধারন দৃঢ়রুপে তাঁর মোশীহত্বকে চিৎকার করেছিলেন। যাই হোক, ইহা অবশ্যই স্মরন করিয়ে দিয়েছিলেন যে প্রশংসার গান। (১১৩– ১১৮) তীর্থস্থানে অভ্যর্থনা করার জন্য ব্যবহার করেছিল প্রত্যেক বছর তারা যখন উদ্ধার পর্বটি পালন করতে আসতো। তার ফলে তারা নিদিষ্টি ব্যক্তির কাছে আবেদন করেছিল সেটাই একটি মাত্র ঘটনা।

এটি পরিষ্কার ভাবে ধর্মীয় নেতাদেরকেই ভয় দেখিয়েছিল।

(গ) মন্দির পরিষ্কারের ঘটনাটি ১২ পদ ১৭ পদে নথী করা হয়েছে, এটি স্পষ্ট রূপে দৃশ্যমান হয় যে, যীশুর দ্বিতীয় বার পরিষ্কারের ঘটনা। প্রথমটি নথী করা হয় যোহনঃ ২:১৫ পদে। আমি বক্তিগত ভাবে ছোট খাটো সাহিত্যিক সমালোচনাকে গ্রহন করি না যে দুরবিক্ষনে এগুলি দুই কিন্তু ঘটনা ঐ একই। যদিও বা সিনোপটি সুসমাচার এবং যোহন ক্রমানুসারে সমস্যা রয়েছে ইহা মনে হয় আমার কাছে ভাল, কারন দুটি নথীর ভিনতা থাকার কারনে দুটি পরিস্কৃত করন করাকে বহন করেছে, একটি তার প্রথম পরিচর্যা কাজের মধ্যে এবং দ্বিতীয় শেষ হবার আগে। এটি যিরুশালেমের ধর্মীয় নেতৃবর্গদের বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাওয়াটায় ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

বাক্য ও শব্দ গুচ্ছের পড়াঃ

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২১: ১- ১১।
১। যীশু তাঁর শিষ্যরা যিরুশালেমের কাছাকাছি পৌছে জৈতুন পাহাড়ের উপরেঃ
২। "তোমরা ঐ সামনের গ্রামে যাও। সেখানে গেলেই দেখতে পাবে একটা গাধা বাঁধা আছে এবং একটা বাচ্চাও তার সঙ্গে আছে। সেই দুটো খুলে আমার কাছে নিয়ে এস।
৩। কেউ যদি তোমাদের জিজ্ঞাস করে তবে বলো, "প্রভুর দরকার আছে তাতে তখনই সে তাদের ছেড়ে দেবে।"
৪। এটা হল যেন নবীর মধ্য দিয়ে এই যে কথা বলা হয়েছিল তা যেন পূর্ণ হয়ঃ
৫। তোমরা সিয়োন কন্যাকে বল, তোমার রাজা তোমার কাছে আসছেন। তিনি নম্র। তিনি গাধার উপর, গাধীর বাচ্চার উপরে চড়ে আসছেন।"
৬। যীশু সেই শিষ্যদের যেমন আদেশ দিয়েছিলেন তাঁরা গিয়ে তেমনি করলেন।
৭। তারা সেই গাধা ও গাধীর বাচ্চাটা এনে তাদের উপর নিজেদের গায়ের চাদর পেতে দিলে পর যীশু বসলেন।
৮। অনেক লোক পথের উপরে তাদের গায়ের চাদর বিছিয়ে দিল। অন্যের গাছের ডাল কেটে নিয়ে পথের উপরে ছড়াল।
৯। যারা যীশুর সামনে ও পিছনে যাচ্ছিল তারা চিৎকার করে বলতে লাগল, হোশানা, দায়ুদের বংশধর প্রভুর নামে যিনি আসছেন তাঁর গৌরব হউক। স্বর্গে প্রভুর হোশানা"
১০। যীশু যিরুশালেমে ঢুকলে পর শহরের সমস্ত জায়গায় মহা হুলস্থুল পড়ে গেল। সবাই জিজ্ঞাসা করতে লাগল "ইনি কে?
১১। লোকেরা বলল, "ইনি গালীলের নাসরত গ্রামের যীশু।"

২১:১ "বৈৎফগী" এই নামের অর্থ "ডুমুর বৃক্ষের সমারোহ" গ্রামটি বৈথনিয়ার যে কোন জায়গায় অবস্থিত এবং যিরুশালেমের মধ্যেই পৃষ্টদেশে জৈতুন পাহাড় নামে যেটি পরিচিত।

- "জৈতুন পর্বত" ইহা অনিশ্চিত যে যীশু তাঁর জীবনের শেষ সপ্তাহ গুলো কোথায় রাত্রি যাপন করেছিল। কোন কোন জন আবার মনে করা হয় যে, তিনি বৈথনিয়াতে ফিরে গিয়ে লাসারের সাথে জীবন কাটিয়ে ছিলেনঃ আবার অন্যান্য জন মনে করেন যে, তিনি জৈতুন পর্বতেই রাত্রি যাপন করেছিলেন। সম্ভবত এটি গেৎশিমানী বাগানের কাছেই। উভয়ের মধ্যে যুক্তি যুক্ততা রয়েছে। যোহনঃ ১২:১- ১০।

২১:২- ৩ পদ এটি ঐ সব ঘটনার মধ্যে একটি যে, এটি যীশুর আশ্চার্য কাজ অথবা প্রকৃতিগত ভাবে তার অলৌকিক জ্ঞান অথবা পূর্ব প্রস্তুতি মূলক। এই উভয় ঘটনা নূতন নয়িমে বর্ণিত আছে। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহাকে মনে করা হয় এটি একটি পূর্ব পরিকল্পনার সভা।

২১:২ পদ “একটি গাধা বাধা আছে এবং একটা বাচ্চাও তার সাথে আছে” যোহনঃ ১২:১৪ পদে গাধার উল্লেখ আছে কিন্তু গাধা শাবকের উল্লেখ নেই। এর কারন হচ্ছে গাধা শাবকের গুরুত্ব হচ্ছে আলাদা কারন গাধা ইস্রায়েলদের জন্য একটি চিহ্ন স্বরূপ। গাধা হচ্ছে পর্বতের রাজা, রাজা ছিলেন রাজ্যের গাধা সেখানে কোন মানুষ চড়ে নাই কিন্তু তিনি চড়েছেন।

ঘটনা হচ্ছে যীশু গাধায় চড়ে এসেছিলেন বিশেষ ভাবে যেখানে কোন মানুষ ওঠেনি ভাববাদীদের কথাকে পরিপূর্ণ করার জন্য ৫ পদে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সখরিয়ঃ ৯:৯ সম্ভবত যিশাইয়ঃ ৬২:১১ পদে উল্লেখ করা আছে। কিন্তু পরবর্তী কালের গ্রীক পান্ডুলিপি গুলোতে যুক্ত করা হয়েছে “সখরিয়” পূর্বে “ভাববাণী” যেখানে কিছু কিছু রীতি নীতি এবং কপটিক অনুবাদে ‘যিশাইয়’ কে যুক্ত করা হয়েছে। গাধা শাবকটি শুধুমাত্র রাজ্যেরই চিহ্ন ছিল না, কিন্তু মানবতা ও শান্তির চিহ্নও ছিল।

২১:৩ “যদি” এটি তৃতীয় শ্রেনীর বা পর্যায়ের একটি শর্তসাপেক্ষ্য বাক্য।

২১:৭ “সেই গাধা ও গাধীর বাচ্চাটা এনে তাদের উপর নিজেদের গায়ের চাদর পেতে দিলে পর যীশু বসলেন।” তাদের জামা কাপড় দুটি পশুর উপর বিছিয়ে দেয়া কার্যক্রমটি ঠিক শেষ সময়ের দুঃখের স্বাগতম জানানোর উৎসব উদযাপনের মত মনে করা হয়েছে। ইহা স্পষ্ট ভাবে পরিলক্ষিত হয় যে, যীশু গাধা শাবকটির উপর চড়েছিলেন তথাপিও গ্রীক শাস্ত্র কিছুটা অনিশ্চিত ছিল। “যাহারা” গ্রীক শাস্ত্রে উভয়কে নির্দেশ করা হয়েছে গাধা শাবক এবং পশু উভয়কেই।

২১:৮ “অনেক লোক তাদের গায়ের চাদর বিছিয়ে দিল” এটি একটি রাজাকে স্বাগতম জানানোর অন্য ঘটনা যেটি আধুনিক অনুবাদ গুলোতে “লাল রংয়ের গালিচা” বিছিয়ে একজন ভিনতর পরিদর্শকের জন্য আয়োজন করা হয়েছে । এখানে যদিও বা পরোক্ষ ভাবে ঐতিহাসিক ভাবে একই ঘটনার উল্লেখ করা আছে (১) যেহু ২রাজাঃ ৯:১৩ এবং (২) শিমন মাক্কাবিয়াস ১ম মাক্কাঃ ১৩:৫১ এবং ২য় মাক্কাঃ ১০:৭।

- “অন্যরা গাছের ডাল পালা ছিড়ে পথের উপরে ছড়াল” যদিও বা এটি চিহ্ন কার্য হিসাবে প্রতিনিয়ত তারীশূন্য রুটির পর্ব দিনে করে থাকে লেবিঃ ২৩:১৩- ২০। ঐ ডাল গুলো ছিল সাধারনের চেয়ে বড়। এখানে ছোট ডাল গুলোই ব্যবহার করা হয়েছিল এবং আধুনিক রীতি নীতির সাথে তুলনা করা যথা কাজের এই তিনটি কার্যক্রম হল — (১) পশুর উপরে জামা কাপড় বিছানো। (২) রাস্তাতেও জামা কাপড় বিছানো। (৩) রাস্তা ঘাটে ডাল পালা ছড়ানো বা বিছানো মানে যীশু খ্রীষ্টকে একজন রাজার সমান করে সন্মানে ভূষিত করা এবং দায়ুদের মশীহ হিসাবে প্রকাশ করা।

২১:৯ “যারা সামনে পিছনে যাচ্ছিল তারা চিৎকার করে বলতে লাগল” “চিৎকার করা” শব্দটি Imperfect tense যে প্রকাশ করা হয়েছে যে তারা পুনরাবৃত্তি করে চিৎকার করেছিল। এটি গীত ১১৮: ২৬- ২৭ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। ইহ উদ্ধার পর্বের একটি অংশ সাহিত্যে এটি বুঝানো হয়েছে। হিব্রু হালেল গীতটি (গীত ১১৩- ১১৮) এগুলো প্রত্যেক বছর তীর্থ যাত্রীদের উদ্ধার পর্বের উৎসবে স্বাগতম বা সম্বর্ধনা জানানো হত কিন্তু এ বছর একাকীত্ব ব্যক্তি যীশুর আশার অপেক্ষায় ছিল। এই পদ গুলি একক ভাবে তাকে প্রয়োগ করা হয়েছে! তিনি তাদের পরিপূর্ণতা।

- NASB NKJV,
  NRSV, JB- Òহোশানা”
  TEV - “তাঁর গৌরব বা প্রশংসা”

শব্দীটি হয়তো অরামীয়- বাগধারা যার অর্থ ‘‘রাজার ক্ষমতা’’ সাহিত্যগত ভাবে ইহার ইব্রীয় অর্থ হলো ‘‘হোশানা’’ গীতঃ ১১৮- ২৬। যেটি প্রত্যেক দিক শুভেচ্ছা জানানোর জন্য ব্যবহৃত হওয়া। সাধ্যকার অর্থ ‘‘এখন আমাদের রক্ষা কর’’। প্রথম যীশুকে নির্দেশ করে এবং দ্বিতীয় ঈশ্বর পিতাকে, তার প্রশংসা করেছে তাকে মোশীহ হিসাবে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য।

- ‘‘দায়ুদের পুত্র’’ এটি ছিল মোশীহের পদবী (মথিঃ ৯:২৭, ১২:২৩, ১৫:২২:২০:৩০- ৩১; ২২:৪২) ইহা পরোক্ষ ভাবে ২ শমুয়েল ৭, ছিল যেটি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলা হয়েছিল যে, এটা সর্বদায় দায়ুদের বংশধর থেকে হবে। এটি মোশীহের পরি পূর্ণতা হওয়ার প্রয়োজন ছিল যিহুদা বংশ থেকে। (আদিঃ ৪৯:১০, গীতঃ ১০৮ পদ)

- ‘‘ধন্য যাহার পবিত্র নামে আসিতেছেন’’ এটি লূক লিখিত সুসমাচারে একই ভাবে যুক্ত করা হয়েছে ‘‘তিনি রাজা’’ এবং এটি পরিষ্কার ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল।

২১:১০ ‘‘আর তিনি যিরুশালেমে প্রবেশ করলে, নগরময় হুলস্থুল পড়ে গেল, বলল, উনি কে? ইহা সত্য যে অনেক লোকই শুনেছিল যীশুর ক্ষমতা সম্পন্ন কাজ সম্পর্কে এবং তাঁকে ভাববাদী পদবীতে আরোপিত করা হয়েছিল। কিন্তু ইহা পরিষ্কার ভাবে প্রকাশিত হওয়া দরকার ছিল যে, তিনি শুধু মাত্র ভাববাদীই নয়, কিন্তু ভবিষ্যৎ বাণী পূর্ণ ভাববাদী। ঘটনা গুলো হচ্ছে অনুসরন কর ইহা যে কোন জনের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হবে যার পবিত্র চক্ষু আছে সেই দেখবে।

এদিকে লূক ১৯:৪১ যীশু যিরুশালেম নগরকে দেখে দুঃখিত হয়েছিলেন এবং কেঁদেছিলেন; যা হোক মথিঃ ২৩:৩৭- ৩৯ পদ পর্যন্ত এটি নথীতে রাখেনি। সুসমাচার লেখকগন প্রভাবে নির্বাচন করে তুলে ধরেছেন। উপস্থাপনে যীশুর শিক্ষা গুলোকে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরার সমর্থন ছিল।

সুসমাচার পাশ্চাত্যের ক্রমানুসারে, ইতিহাস অনুসারে নয় কিন্তু ধর্মতাত্ত্বিক ধারায় হারিয়ে যাওয়াকে বিষয়বস্তু করার জন্য এবং রক্ষা কারীদেরকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল।

২১:১১ ‘‘লোক সমূহ বলল, উনি সেই ভাববাদী গালীলের নাসরতীয় যীশু’’ যীশুকে স্বর্গীয় প্রভাবে প্রতিষ্ঠা কারী এবং ক্ষমতা মোশীহের ভাববাণীর সাথে সম্পর্ক যুক্ত দ্বিতীয় বিবঃ ১৮:১৫- ১৯ পদ। লোকেরা স্বাধীন ভাবে যোগ দিয়েছিল ও বিশ্বাস করেছিল যে, যীশু ঈশ্বরের একজন ভাববাদী (লূকঃ ৭:১৬, ২৪:১৯, যোহনঃ ৪:১৯, ৬:১৪, ৭:৪০, ৯:১৭) অবস্থা অনুযায়ী তাঁর মোশীহত্ত্বকে প্রমান করে।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২১:১২- ১৩
১২ পদঃ পরে যীশু ঈশ্বরের ধর্মধামে প্রবেশ করলেন এবং যত লোক ধর্মধামে কেনা কাটা করছিল, তাদের সকলকে বের করে দিলেন এবং পোদ্দারদের মেজ ও যারা কপোত বিক্রি করছিল, তাদের আসন সকল উল্টিয়ে ফেলে দিল।
১৩ পদঃ আর তাদের বললেন, লেখা আছে, ‘‘আমার গৃহ প্রার্থনার গৃহ হবে, কিন্তু তোমরা ইহা দস্যুদের গহ্বর করে তুলছ।

২১:১২ পদ, পরে যীশু উপাসনা ঘরে ঢুকলেন এবং সেখানে যারা কেনা বেচা করছিল তাদের সবাইকে তাড়িয়ে দিলেন। তিনি টাকা বদল করে দেবার লোকদের টেবিল এবং যারা কবুতর বিক্রি করছিল তাদের বসবার জায়গা উল্টে দিয়ে বললেন।

এটি ছিল দ্বিতীয় ধাপের মন্দির পরিষ্কার (যোহনঃ ২:১৫ পদ)

মহা পুরোহিত এবং তার পরিবার বিশেষ ভাবে অস্থায়ী কুটির উভয়েরই তিনি মালিক। তারা রোমীয় ক্ষমতা থেকে অধিকার কিনে নিয়েছিল। তারা প্রথম থেকেই তীর্থ স্থানে সংযুক্ত ছিল। বিদেশীদের

ভূমি থেকে যারা সেখানে উৎস্বর্গের জন্য অসমর্থ ছিল এবং নিদিষ্ট টাকা (সেকল) মন্দির থেকে নির্ধারন করা হয়েছিল। উভয়ের জন্য কোন মূল্য নির্ধারন ছিলনা। যদি ব্যক্তি তার পুত্র উৎস্বর্গ করতে এসেছিল প্রথমে পরিদর্শকদের দ্বারা তা পরিক্ষা করা হয়েছিল। সেখানে কোন কোন ভেজাল হলে পরে তাদের কাছ থেকে কিনতে বাধ্য করত এবং তা উচ্চ মূল্যেই কিনতে হত।

মন্দিরটি শুধুমাত্র (Shekel) গ্রহন করা হত। (যাত্রাঃ ৩১:১৩) সেখানে কোন যিহুদীদের Shekel যথাযথ ভাবে বা যথেষ্ট ছিল না। কিন্তু সেখানে একটি টিরিয়ান ছিল। মন্দিরটি তীর্থ স্থানটিতে মূল্য বেশী করে নেওয়া হয়েছিল। কবুতরটি যারা গরীব তাদের জন্যও ছিল সুতরাং তারাও উৎস্বর্গে অংশ নিতে পারত। (লেবীঃ ১:১৪, ৫:৭, ১২:৮, ১৪:২২ পদ) কিন্তু মহা পুরোহিত তাদের কাছ থেকে অধিক পরিমানে টাকা গ্রহন করেছিল। তাঁর সময়ে যিহুদী ধর্মীয় নেতাদের শোষনই ছিল যীশুর রাগের উদাহরন স্বরূপ। যদি রাগ পাপ হয় যীশুও পাপ করেছিল। (ইফিঃ ৪:২৬ পদ)।

২১:১৩ পদঃ "লেখা আছে আমার গৃহকে সর্ব জাতির প্রার্থনা গৃহ বলা যাবে।" সকল বিক্রেতা ও ক্রেতারা যারা সেখানে বসেছিল তারা ছিল অযিহুদী। যার অর্থ ছিল জায়গাটি যেন Y A Z Aকে উপাসনা করার জন্য আর্কষণ করা হয় । যীশু যিশাই ৫৬:৭ পদকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং পরোক্ষ ভাবে উল্লেখ করেছেন যিরঃ ৭:১১ পদকে। মার্কে ঐ একই ভাবে (১১:১৭) তিনি শব্দ গুচ্ছটি সংযুক্ত করেছেন "সর্ব জাতির প্রার্থনার গৃহ বলা হবে।" মথি যিহুদীদের লিখেছেন, এখানে বা মার্কে সমস্ত জাতীকে জোড় দেওয়া হয়নি।

মার্ক রোমীয়দের লেখায় ইহা যুক্ত করেছেন।

NASB হালনাগাদ (শাস্ত্র পাঠঃ ২১:১৪- ১৭)

১৪ পদঃ এর পরে অন্ধ ও খোড়া লোকেরা উপাসনা ঘরে, যীশুর ঘরে, যীশুর কাছে, আসল, আর তিনি তাদেরকে সুস্থ করলেন।

১৫ পদঃ তিনি যেসব আশ্চার্য কাজ করেছিলেন প্রধান পুরোহিতেরা ও ধর্ম শিক্ষকেরা তা দেখলেন। তাঁরা উপাসনা ঘরের মধ্যে ছেলে মেয়েদের চিৎকার করে বলতে শুনলেন "হোশানা দায়ুদের বংশ ধর"

১৬ পদঃ এই সব দেখে শুনে তারা বিরক্ত হয়ে যীশুকে বললেন, "ওরা যা বলছে তা তুমি শুনতে পাচ্ছ ? " যীশু তাদের বললেন, হ্যাঁ পাচ্ছি। শাস্ত্রে আপনারা কখনও পড়েননি; ছোট ছেলে মেয়ে এবং শিশুদের কথার মধ্যে তুমি নিজের জন্য প্রসংশার ব্যবস্থা করেছ ? "

১৭ পদঃ এর পরে যীশু তাঁদের ছেড়ে শহরের বাইরে বৈথনিয়া গ্রামে চলে গেলেন এবং সেখানেই রাতটা কাটালেন।

২১:১৪ পদ "অন্ধ এবং খোড়া লোকেরা উপাসনা ঘরে যীশুর কাছে আসল, আর তিনি তাদের সুস্থ করলেন।" ১৪ এবং ১৫ পদ মথি লিখিত সুসমাচারের সাথে একই ধরনের কিন্তু তারা দেখিয়েছেন যে, এমনকি এই দীর্ঘ সময়ে ধরে যীশু তার সুসমাচার তাঁর ধর্মীয় নেতাদের কাছে আশ্চার্য কাজের মধ্য দিয়ে, ভাল বাসা ও সহানুভূতি সহকারে কাজ দেখিয়েছেন। এগুলিই পুরাতন নিয়মের মোশীহের চিহ্ন। (১) অন্ধের দিক যিশাইঃ ২৯:১৮; ৪২:৭,১৬)। (২) খোড়া লোকদের সাহায্য যিশাঃ ৪০:১১, মিথাঃ ৪:৬, সফনিয়ঃ ৩:১৯) (৩) উভয় চিহ্নই এক সাথে যিরমীয়ঃ ৩১:৮ এবং যিশাইয়ঃ ৩৫:৫- ৬ যদি তাদের সাধারন আধ্যাত্মিক দৃষ্টি দিয়ে দেখে তারা তাঁর ক্ষমতা, সহানুভূতি আর পুরাতন নিয়মের পরি পূর্ণতা দেখতে পারে, কিন্তু তারা সে মত করে নাই।

২১:১৫ পদঃ “কিন্তু যখন প্রধান পুরোহিত ও ধর্মযাজকেরা” সাধারন বিচার সভার (Shenhendrin) মহা পুরোহিত ও ধর্মযাজকের প্রধানেরা যুক্ত করেছেন (২৩:১৬- ২১) এ পন্থাগুলোই যীশুর সময়ে যিরুশালেমের ঐ সমস্ত নেতাদের নির্দেশ করে ।
“মন্দিরে শিশুরা চিৎকার করছিল, হোশান্না দায়ুদের সন্তানঃ তারা বিরক্ত হয়ে গেলেন” যখন শিশুরা প্রশংসার ধ্বনি যীশুকে প্রয়োগ করেন যীশুর সময়ের পূর্বে এবং তারা বারবার পূনরাবৃত্তি করেছিলেন যার জন্য ফরিশীদের কাছে এটি মনদুঃখের কারন হয়েছিল।
২১:১৬ পদঃ “এবং তাকে বললেন, সন্তানেরা কি বলছে তুমি কি তা শুনতে পাও?” লূক ১৯:৩৯ অন্যান্য ফরিশীরা নালিশ করেছিল ঐ একই বিষয় নিয়ে। যীশু আবার এই পদবীটি অন্যভাবে গ্রহন করেছিল তাঁর মোশীহের দাবীটি।
“যীশু তাদের বললেন, তেমরা কি কোন দিন পড়নি? এটি ছিল একটি কঠিন মন্তব্য যেটি প্রয়োগ করা হয়েছিল যে তারা তাদের শাস্ত্রের সাথে সে খুব বেশী পরিচিত ছিল না। যীশু ব্যঙ্গ করেই কথাটি ব্যবহার করে করেছিলেন। এবং বিদ্রুপ করেছিলেন। ধর্মীয় নেতাদের সম্পর্কে বিভিন্ন সময়। (১২:৩, ১৯:৪, ২১:৪২, ২২:৩) এদিকে যীশু গীত ৮:২ পদকে তুলে ধরেছেন, মোশীহের গীতে এটি প্রয়োজন ছিল না কিন্তু ইহা একটি গীত যেটি নিশ্চিত করা হয় যে সন্তাদের কথাই সত্য হবে বয়স্কদের জানার আগেই।
২১:১৭ পদঃ “তিনি তাদের ছেড়ে শহরের বাইরে বৈথনিয়া গ্রামে চলে গেলেন এবং সেখানে রাত্রি যাপন করলেন।”
যোহন ১২:১- ১০ পদের মধ্যে যীশু লাসারের সাথে ছিলেন, মার্থা ও মরিয়মের সাথে তাঁর জীবনের শেষ প্রান্তে তাদের সাথে রাত্রি যাপন করেছিলেন।

আলোচনার প্রশ্নঃ এটি একটি পড়াশুনার দিক নির্দেশনা গ্রন্থ যার অর্থ আপনার বাইবেল অনুবাদে আপনাকেই দায়িত্ববান হতে হবে। আমরা যে আলোতে আছি আমাদের প্রত্যেক জনকেই সে আলোতেই চলতে হবে। আপনার বাইবেল এবং পবিত্র আত্মাই হবে আপনার অনুবাদের প্রধান বিষয়। আপনাকে অবশ্যই এটি নির্দেশকের কাছে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। এই প্রশ্নের আলোচনাগুলো আপনাকে এই অধ্যায়ের প্রধান বিষয়গুলো চিন্তা করতে সাহায্য করবে। তারা বিরক্তিকর ভাবেই অর্থ প্রকাশ করেছিলেন, সুস্পষ্ট নয়।

১. তুরীধ্বনী সহ প্রবেশ করা কেন গুরুত্বপূর্ণ?
২. যীশুর গাধার উপর উঠে যাওয়া কেন এত গুরুত্ব?
৩. ব্যখা করুন গীত ১১৮:২৬- ২৭ পদ, অদ্বিতীয়কে সমারোহের সাথে স্বাগত জানানোর কারন কি?
৪. যীশু কেন মন্দিরে ক্রেতা বিক্রেতাদের দেখে মনে কষ্ট পেলেন?
৫. ধর্মীয় নেতৃবর্গরা যীশুর আর্শ্চয্য ঘটনা দেখে কেন আনন্দ পাননি?

অবস্থাগত অন্তদৃষ্টিঃ ২১:১৮- ৪৬
ক) ২১ অধ্যায়ে তুরী ধ্বনী সহকারে উপাসনা ঘরে প্রবেশ এবং দ্বিতীয়ের সাথে তৃতীয় উপমার যথেষ্ট সুসংগত মিল আছে। ইহা ছিল যীশু খ্রীষ্টের মোশীহত্বকে যিহুদী নেতাদের সাথে আলোচনা করর পদক্ষেপ।
খ) ইহা অত্যান্ত কঠিন যীশুর কতগুলো বিয়োগ করা

১. যিহুদী রাজ্য
২. তাঁর নেতৃবৃন্দ অথবা
৩. উভয়ই।

গ) উপাসনা ঘর পরিস্কার ১২-১৭ পদ এটি বিয়োগের কার্যক্রম। ডুমুর বৃক্ষকে অভিশাপ দেওয়া ১৮-২২ পদ এটাও বিয়োগের কার্য্যক্রম। দুই ছেলের গল্প ২৮-৩২ বিয়োগের গল্প, দুষ্ট কৃষকের গল্প ৩৩-৪৬। এটাও ছিল বিয়োগের গল্প, রাজার বিবাহ উৎসব ২২:১-১৪। প্রশ্ন থেকে যায় নেতৃবৃন্দরা ইহা রব্বীদের যিহুদা তত্ত্ব কি নির্দিষ্ট ছিল যে যীশু বিয়োগ হচ্ছে?

শব্দ ও শব্দগুচ্ছের পড়াঃ

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২১:১৮-১৯ পদ
১৮ঃ পরদিন সকালে ফিরে আসবার সময় যীশুর ক্ষিদে পেল।
১৯ঃ পথের পাশে একটা ডুমুর গাছ দেখে তিনি গাছটার কাছে গেলেন, কিন্তু তাতে পাতা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলেননা। তখন তিনি গাছটাকে বললেন, "আর কখনও তোমার মধ্যে ফল না ধরুক" আর তখনই ডুমুর গাছটি শুকিয়ে গেল।

২১:১৮ঃ "সকাল হলে, যীশু নগরে ফিরছিলেন" সময়ের ফলাফল মার্কে কিছু পার্থক্য রয়েছে (মার্ক ১১:১২-১৪) দৃশ্যত্ব যীশু বৈথনিয়া থেকে ফিরছিলেন, যে যিরুশালেম থেকে ২ মাইল ছিল (মার্ক ১১:১২ পদ)

২১:১৯ পদঃ "পথের পাশে একটি ডুমুর গাছ দেখে, তিনি গাছটির কাছে গেলেন" ইহা ছিল পথিকদের বিশ্রাম নেওয়ার বিধি সংগত কারন এবং ফল গাছ বা মাঠ থেকে খাবার খাওয়া তাদের আইন সংগত ব্যাপার ছিল (দ্বিতীয় বিবরন ২৩:২৪-২৫)
"কিন্তু সেখান থেকে পাতা ছাড়া কিছুই পেলেন না" মার্ক ১১:১৩ যুক্ত করা হয় "ইহা ডুমুর ফলের সময় ছিল না' এটি ভাববাণী কাজ বিয়োগ সম্পর্কে এটি বুঝিয়েছেন যিহুদী নেতাদের বা জাতিদের। বাইরের জগত থেকে তারা উন্নতিশীল আত্মিক এবং ধর্মীয় ভাবে দেখেছিল কিন্তু সেখানে কোন এটির অলৌকিক ফল ছিল না। (কলঃ ২:২১-২৩, তিমঃ ৩:৫, যিশাই ২৯:৩)
"এক সময় ডুমুর গাছটি শুস্ক হয়ে গেল" মার্ক ১১:২০ মথি করা হয়েছে যে, শুকিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি পরের দিন সকালে ঘটেছিল। এর সাথে সম্পর্কিত গল্প আমরা লূকে পাই ১৩:৬-৯ পদে। এই পাঠটি ছিল যিহুদী ধর্মীয় নেতৃবর্গদের বিরুদ্ধে ব্যবহাড়ম্বর একটি প্রর্দশনী এবং ভালবাসার অভাবে অত্যন্ত খারাপ এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রতিজ্ঞাত।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২১:২০-২২ পদ
২০ পদঃ শিষ্যরা তা দেখে আশ্চর্য হয়ে বললেন, "ডুমুর গাছটা এত তাড়াতাড়ি কেমন করে শুকিয়ে গেছে?
২১ পদঃ উত্তরে যীশু বললেন, "আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা সন্দেহ না করে বিশ্বাস কর তবে ডুমুর গাছের উপরে আমি যা করেছি তোমরাও তা করতে পারবে। কেবল তা নয়, কিন্তু যদি এ পাহাড়কে বল, উঠে গিয়ে সাগরে পড়, তবে তাও হবে।
২২ পদঃ তোমরা যদি বিশ্বাস করে প্রার্থনা কর তবে তোমরা যা চাইবে তাই পাবে।

২১:২১পদ: 'যদি' এটি তৃতীয় শ্রেণীর শর্তসাপেক্ষ একটি বাক্য এবং অর্থ হচ্ছে সম্ভবত ভবিষ্যৎতের কার্যক্রম।

"এই পর্বত" এটি নির্দেশ করা হয় জৈতুন পর্বতকে যেটি পরিষ্কার ভাবে ধারনা দেওয়া হয়েছে।

'সাগর' এটি নির্দেশ করে মরুসাগরকে এবং জৈতুন পর্বতের দৃশ্যত্বকে। পুরাতন নিয়মের কার্য্যাবলী পর্বতের নিমস্থ এবং উত্থিত্ব উপতক্যাগুলি সাধারনত অযিহুদীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত তাদের শারিরিক ভাবে যিরুশালেমে YAWH এর সাথে সম্পর্ক। সেই কারনে অবস্থান অনুবাদ করা হবে না বিশ্বাসের মাধ্যমে যুক্তি সংগত বিশ্বাসের ক্ষমতা কিন্তু আত্তিকভাবে ঈশ্বরের নিকট প্রবেশ করা অযিহুদীদের বাগধারা বিশিষ্ট যেটি যিহুদী নেতৃবৃন্দের কার্যে শ্বাস রুদ্ধতা ছিল। এই অবস্থা বিয়োগ বা ত্যাগের শাস্ত্রাংশ দেখতে পারবে। ১২- ১৭, ২৮- ৩১, ৩৩- ৪৬, ২২,১- ১৪ পদ।

২১:২২ পদ: "তোমরা যদি বিশ্বাস করে প্রার্থনা কর তোমরা যা চাইবে তাই পাবে।" মনে রাখা উচিৎ শর্তসাপেক্ষ প্রতিজ্ঞাটি মানুষের শর্ত প্রতিক্তোরের সাথে জড়িত আছে। এটি স্বাভাবিক ভাবে একই ধরনের পন্থা বাইবেলের সত্যটাকে প্রকাশ করার জন্য কিন্তু পশ্চিমা লোকদের কাছে এটি খুবই কঠিন যারা পরিস্কার স্পষ্টতাকে পছন্দ করে। (তুলনা করুন মথি ১৮:১৯, যোহন ১৪:১৩- ১৪; ১৫:৭; ১৬:২৩, ১ম যোহন ৩:২২; ৫:১৪- ১৫, মথি সাথে ৭:৭- ৮ রূক ১১:৫- ১৩; ১৮:১- ৮; ১৮:৯- ১৬ মার্ক ১১:২৩- ২৪ এবং যাকোব ১:৬- ৭; ৪:৩ পদ।)

খারাপ গুলো নয় ঈশ্বর অবিশ্বাস সন্তানদের উক্তর তাদের স্বার্থপরতা, বস্তুর প্রতি আগ্রহ এদের জন্য ঈশ্বর করবে। বিশ্বাসীবর্গ যারা খ্রীষ্টের মত হতে খ্রীষ্টকে অনুসন্ধান করে তাঁকে প্রশ্ন করে যে, দয়া করো ঈশ্বর এবং তাঁর রাজ্যকে বাড়িয়ে দাও।

NASB(হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ: ২১:২৩- ২৭ পদ

২৩ পদ: পওে যীশু আবার উপসনা ঘরে গেলেন। যখন তিনি সেখানে শিক্ষা দিচ্ছিলেন তখন প্রধান পুরোহিতেরা ও যিহুদীদের বৃদ্ধ নেতারা তার কাছে এসে বললেন, তুমি কোন অধিকারে এসব করছ? এই অধিকার তোমাকে কে দিয়েছে?

২৪পদ: যীশু তাদের বললেন "আমিও আপনাদের একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। আপনারা যদি আমাকে তার উক্তর দিতে পারেন তবে আমিও আপনাদের বলব আমি কোন অধিকারে এসব করছি?

২৫ পদ: বলুন দেখি বাপ্তিস্ম দেবার অধিকার যোহন কোথা থেকে পেয়েছিলেন? ঈশ্বরের কাছ থেকে না মানুষের কাছ থেকে? তখন তারা নিজেদের মধ্যে এই আলোচনা করলেন, "আমরা যদি বলি ঈশ্বরের কাছ থেকে, তবে লোকদের কাছ থেকে আমাদের ভয় আছে কারন সবাই যোহনকে নবী বলে মানে।"

তখন যীশু তাঁদের বললেন, "তবে আপনাদের আমিও বলবনা আমি কোন অধিকারে এসব করছি।

২১:২৩ পদ: "প্রধান পুরোহিত ও যিহুদীদের বৃদ্ধ নেতারা" নোট করা হয়েছে ১৫ পদে "প্রধান পুরোহিত" এবং "ফরিশী" তাদেরকে বলা হয়। এই তিন দলের লোকেরা বিচার সভা তৈরী করেছিল। অফিসিয়াল অথবা নন অফিসিয়াল ভাবেই হউক যে কোন ভাবেই কিন্তু তারা সেখানে যিহুদীদের কে প্রতিনিধিত্ব করত।

"যখন তিনি শিক্ষা দিচ্ছিলেন" যীশু শিক্ষা দিচ্ছিলেন শলোমনের বন্দর কোর্টে অযিহুদীদের উপসনালয় এলাকায়। তিনি এখনও যিহুদী নেতৃবর্গদের কাছে পৌছার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছেন।
"কার ক্ষমতা বলে তোমরা এসব করছ" এটি ছিল প্রধান কেন্দ্রিয় **প্রশ্ন!** এগুলি উপাসনা ঘর পরিস্কার করাকেই নির্দেশ করে (১২- ১৬) যীশুর মৌলিক প্রথাগুলো অথবা তার জনসাধারন সম্মূক্ষে আশ্চর্য্য কাজ সমূহ বাতিল করেন। তাঁরা তার আশ্চর্য্য কাজ গুলোকে অস্বীকার করেননি সুতরাং তাঁর ক্ষমতাকেই উৎস হিসাবেই আক্রমন করেছেন। দৃশ্যত্ব যীশুর সময়ের ধর্মীয় নেতৃবর্গরা তার শিক্ষা দিয়েছিল যীশু ছিলেন উচ্ছ পর্য্যায়ের শয়তানের একজন ব্যাক্তি (১২:২৪, মার্ক ৩:২২ লূক ১১:১৫ যোহন ৭:২০; ৪:৭৪,৫২; ১০:২০- ২১)

২১:২৪- ২৭ পদঃ এই আলোচনা কপি করার জন্য তিনটি পর্য্যায়ের গল্পের মাধ্যমে অনুসরন করা হয়েছে। ইহা ধর্মীয় নেতৃবর্গদের অবস্থানকে সমাধানের পন্থা দেখিয়েছেন। এই লোক গুলি বিভিন মাসে যীশুকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টা চালাচ্ছিল "একটি উভয় সংকটের শৃঙ্গে"। এখন তিনি তাদের দক্ষতাকে ভিন ভাবে পরিচালনা করলেন। ২১:২৪,২৫,২৬ সেখানে তিনটি শর্ত সাপেক্ষ বাক্য যেটি ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য কার্য্যক্রমের অর্থকে বুঝিয়েছেন।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২১:২৮- ৩২ পদ
২৮পদঃ তারপর যীশু বললেন, " আচ্ছা আপনারা কি মনে করেন? ধরুন একজন লোকের দুটি ছেলে ছিল। লোকটি তার বড় ছেলের কাছে গিয়ে বলল, আজ তুমি আঙ্গুর ক্ষেতে গিয়ে কাজ কর।
২৯পদঃ উত্তরে ছেলেটি বলল, 'আমি যাব না' কিন্তু পরে সে মন ফিরিয়ে কাজে গেল।
৩০ পদঃ লোকটি পরে অন্য ছেলেটির কাছে গিয়ে একই কথা বলল। অন্য ছেলেটি উত্তরে বলল, 'আমি যাচ্ছি' কিন্তু গেল না।
৩১ পদঃ এই দুজনের মধ্যে কে বাবার ইচ্ছা পালন করল? তখন ধর্ম নেতারা উত্তর দিলেন, "প্রথম জন" যীশু তাদের বললেন, "আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, কর আদায় কারীরা এবং বেশ্যারা আপনাদের আগে ঈশ্বরের রাজ্যে ঢুকেছে।"
৩২পদঃ কারন যোহন ঈশ্বরের ইচ্ছামত চলবার পথ দেখাবার জন্য আপনাদের কাছে এসেছিলেন, আর আপনারা তাঁকে বিশ্বাস করেননি। কিন্তু কর আদায়কারীরা এবং বেশ্যারা তাঁকে বিশ্বাস করেছিল। এ দেখেও আপনারা মন ফিরিয়ে তাকে বিশ্বাস করেননি।

২১:২৮ পদঃ "একজন লোকের দুই ছেলে ছিল" এই গল্পটি মথি লিখিত সুসমাচারে অদ্বিতীয়। প্রাচীন গ্রীক পান্ডুলিপি গুলি দুইছেলের আদেশের বিভিনতা দেখিয়েছেন। এই গল্পের প্রেক্ষিতে আদেশ দেওয়াটি এত বেশি গুরুত্ব নেই ২৩- ২৭ পদ। এইটি ধর্মীয় নেতৃবর্গ এবং সাধারন লোকদের ভূমিকার সাথে তুলনা করেছেন।

২১:৩১ পদঃ " কর আদায় কারীরা এবং বেশ্যারা তোমাদের আগে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করবে।" যিহুদী নেতৃবর্গদের প্রতি যীশুর সময়ে প্রথম বক্তব্য শুরু হয়েছিল। ইহা অবশ্যই তাদের মনে কষ্ট এনেদিয়েছিল (মথি ৫:২০, ৮:১১, ১৯:৩৮ এবং২০:১৬ পদ।)
নেতৃবর্গরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, যীশু প্রত্যাখানকে নিশ্চিত জেনেছিলেন এবং সাধারন মানুষকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। (এবং অযিহুদীদের লিপ্ত করেন)

মথি পূর্ব আধিপত্য হিসাবেই “স্বর্গরাজ্য” এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন, কারন তিনি যিহুদীদের জন্য লিখেছিলেন যারা ঈশ্বরের নাম উচ্চারন করতে ভীত ছিলেন; যাহোক ৬:৩৩; ১২:২৮ এবং ২১:৩১ শব্দগুচ্ছটি মার্কেও একই ধরনের এবং লূক মথির মাধ্যমে ব্যবহৃত হয়েছে। সম্ভবত ইহা যিহুদীদের কর্ণগোচর হলে তারা কষ্ট পেয়েছিল।

২১:৩২ পদ: যোহন “তোমাদের কাছে এসেছিলেন ধার্মিকতার পথ নিয়ে”

যোহন এবং যীশু দুটি উপস্থাপনায় প্রতিনিধিত্ব করেছেন। যোহন এসেছিল প্রথাগতভাবে বড়দের কাছে এবং তা প্রত্যাখাত হয়। (২৪- ২৬) যীশু এসেছিল একজন পাপীদের বন্ধু হিসাবে এবং আঙ্গুর ক্ষেতের মালিক হিসাবে। তিনি এসেছিলেন (মথি ১১:১৯ লূক ৭:৩৪) এবং তারা উভয়ই প্রত্যাখাত হয়েছিলেন।

‘পথ’ শব্দটি পুরাতন নিয়মের বাগধারা হিসাবে বিশ্বাসীর জীবন ধারা। ইহা প্রথম মন্ডলীর পদবী, “পথ” । (প্রেরিত ৯:২; ১৯:৯,২৩; ২২:৪; ২৪:২২)

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ: ২১:৩৩- ৪১ পদ

৩৩পদ: একটা দৃষ্টান্ত দেই শুনুন, একজন গৃহস্থ একটা আঙ্গুর ক্ষেত করে তার চারিদিকে বেড়া দিলেন। পরে সেই ক্ষেতের মধ্যে আঙ্গুর রসের জন্য গর্ত খুঁরলেন এবং একটা উচু পাহারা ঘর তৈরী করলেন। এর পরে তিনি কয়েক জন চাষীর কাছে সেই আঙ্গুর ক্ষেতটা ইজারা দিয়ে বিদেশে চলে গেলেন।

৩৪ পদ: যখন ফল পাকবার সময় হল তখন তিনি সেই ফলের ভাগ নিয়ে আসবার জন্য তাঁর দাসদের সেই চাষীদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

৩৫ পদ: চাষীরা তাঁর দাসদের একজনকে ধরে মারল, একজনকে খুন করল এবং অন্য আরকজনকে পাথর মারল।

৩৬ পদ: এরপর তিনি প্রথম বারের চেয়ে আরও বেশী দাস পাঠিয়ে দিলেন কিন্তু চাষীরা সেই দাসদের সাথে একই ধরনের ব্যবহার করল।

৩৭ পদ: আঙ্গুর ক্ষেতের মালিক শেষে নিজের ছেলেকেই তাদের কাছে পাঠালেন। তিনি ভাবলেন, তারা অন্ততঃ তাঁর ছেলেকে সম্মান করবে।

৩৮ পদ: কিন্তু সেই চাষীরা মালিকের ছেলেরা দেখে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করল, এই সব সম্পত্তির মালিক হবে। চল, আমরা তাকে মেরে ফেলি।

৩৯ পদ: তাতে আমরাই সব সম্পত্তির মালিক হব। এই বলে তারা সেই ছেলেকে ধরে আঙ্গুর ক্ষেতের বাইরে নিয়ে গিয়ে মেরে ফেলল।

৪০ পদ: তাহলে বলুন দেখি, আঙ্গুর ক্ষেতের মালিক যখন নিজে আসবেন তখন তিনি সেই চাষীদের নিয়ে কি করবেন?

৪১ পদ: সেই ধর্ম নেতারা যীশুকে বললেন, “তিনি সেই দুষ্ট লোকদের একেবারে ধ্বংশ করবেন এবং যে চাষীরা তাঁকে সময়মত ফলের ভাগ দেবে তাদের কাছেই সেই আঙ্গুর ক্ষেতটা ইজারা দেবেন।

২১:৩৩ পদ: “অন্য গল্পটি শুন” গল্পটি - মার্ক: ১২:১- ১২, লূক: ২০:৯- ১৯ পদের সাথে সামস্য রয়েছে।

- “ আঙ্গুর গাছ কে চাষ করেছিল? ” এটি যিশাইয় ৫ অঃ সাথে সম্পর্ক আছে। আঙ্গুর গাছটি সর্বদায় ইস্রায়েল জাতির একটি চিহ্ন স্বরুপ। এটি গল্পটি তিনটি গল্পের বানানো দাস ভাববাদী হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। পুত্র মোশীহের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। (দেখা যায় যে এখানে

প্রতিটা আধ্যায়ের গল্পে পুত্র সম্বোধন করা আছে, কিন্তু বিভিন পন্থায় ব্যবহার করা হয়েছে) যিনি মালিক তিনি ইস্রায়েল জাতির অথবা তাঁর নেতা হিসাবে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। হঠাৎ একটা পরিবেশে নূতন মালিক নির্দেশ করে সাধারন লোকদের যিনি নাকি ভূমির মালিক কিন্তু বৃহত্তম অবস্থাতে ইহা অযিহুদীদেরকেই নির্দেশ করে।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২১ঃ৪২- ৪৪
৪২ পদঃ যীশু তাদের বললেন, "আপনারা কি পবিত্র শাস্ত্রের মধ্যে কখনও পড়েননি, রাজমিস্ত্রিরা যে পাথরটি বাতিল করে দিয়েছিল, সেটাই সব চেয়ে দরকারী পাথর হয়ে উঠল। প্রভুই এটা করলেন। আর তা আমাদের চোখে খুব আশ্চর্য লাগে।
৪৩ পদঃ এই জন্য আপনাদের বলছি ঈশ্বরের রাজ্য আপনাদের মধ্যে থেকে নিয়ে নেওয়া হবে এবং এমন লোকদের দেওয়া হবে যাদের জীবনে সেই কাজ্যের উপযুক্ত ফল দেখা যাবে।
৪৪ পদঃ যে সেই পাথরের উপরে পড়বে সেই ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যাবে এবং সেই পাথর যার উপর পড়বে সে চুরমার হয়ে যাবে।"

২১ঃ৪২ "তোমরা কি শাস্ত্রে কখনও পড়নি" এটি গীতঃ ১১৮ঃ২২- ২৩ থেকে তুলে ধরা হয়েছে। এটি আসলে / প্রকৃত ভাবে প্রত্যাখাত ইস্রায়েল দেশকেই নির্দেশ করা হয়েছে যেটি অযিহুদী দ্বারা করা হয়েছে। কেমন ব্যাঙ্গার্থক যে, ইহা এখন ঈশ্বর কর্তৃক প্রত্যাখাত ইস্রায়েল দেশকেই এবং সাধারন মানুষকে তার গ্রহন এবং অযিহুদীদের পতিত করে নির্দেশ করেছেন।

- "পাথর" (পাথর) হচ্ছে পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের পদবী (গীতঃ ১৮) ইহা শুধুমাত্র ব্যবহার করা হয়েছিল মোশীহের ভিত্তি প্রস্তর হিসাবে যিশাইঃ ২৮ঃ১৬ পদ। ইহা মোশীহের রাজ্য আসার অলংকারটি ব্যবহার করেছেন দানিয়েলঃ ২ঃ৩৪- ৪৫। মোশীহ উভয়ই হতে পারে নিশ্চিত এবং ভিত্তিটি ঈশ্বর কতৃক প্রেরিত অথবা ধ্বংশাত্বক বিচার ঈশ্বর কর্তৃক পাঠানো হয়েছে। পূনরুত্থানের দিন অবশ্যই বিচারের দিন হবে।

২১ঃ৪৩ পদঃ ঈশ্বরের রাজ্যকে দিয়ে দেওয়া হবে। এই শ্রাস্ত্রাংশ এবং গল্পটি মথিঃ ২২ঃ১- ১৪ পদ পরিচালনা করে এক জনের বিশ্বাসের প্রতি যে, তিনটি সম্পর্ক যুক্ত গল্পটি পরিচালনা করে প্রত্যাখাত ইস্রায়েল দেশ নিয়ে। শুধুমাত্র ধর্মীয় নেতাদের নিয়ে নয়। অন্ততঃ পক্ষে এটি ছিল রব্বীদের যিহুদীর প্রথ্যাখাত 'অযিহুদী' শব্দ সাহিত্যিক ভাবে "দেশ" ।

২১ঃ৪৪ পদঃ NASB এবং NRSV সংযুক্ত ৪৪ পদ যেখানে RSV, TEV এবং JB শুধুমাত্র ফুট নোটেই দেওয়া হয়েছে। এই পদ লূকঃ ২০ঃ১৮ এবং RSV, JB এবং TEV একই রকমের। অনুবাদ কমিটি ধারনা করেছিল ইহা মথিতে বদলি করা হয়েছে কপি করার সময়ে। যাহোক গ্রীক শাস্ত্র লূকে এবং মথিতে পুরোপুরি ভাবে এক নয়। এই পদ গুলো অনেক প্রাচীন পান্ডুলিপি গুলোতে যুক্ত করা হয়েছে। N B C K L W E Z এবং ল্যাটিনেও, সিরিয়া, কপাটিক এবং আরামনিয়ার অনুবাদ গ্রীক শাস্ত্র ব্যবহার করা হয় ক্রীসটম, সিরিল, যেরোম এবং আগষ্টিন। যার ফলশ্রুতিতে আদি গ্রীক পান্ডুলিপি যে তা শেষ করে ইহা ৬ষ্ট শতাব্দীর পান্ডুলিপি। ইহা অবশ্যই যুক্ত হওয়া দরকার।

ঘ অ ঝ ই (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২১ঃ৪৫- ৪৬
৪৫ পদঃ প্রধান পুরোহিতেরা এবং ফরিশীরা যীশুর শিক্ষা ভরা গল্প গুলো শুনে বুঝতে পারলেন তিনি তাঁদের কথাই বলছেন।
৪৬ পদঃ তখন তারা যীশুকে ধরতে চাইলেন, কিন্তু লোকদের ভয়ে তা করলেন না, কারন লোকে তাকে নবী বলে মনে করত।

২১:৪৫ পদঃ “প্রধান পুরোহিত ও ফরিশীরা যীশুর শিক্ষা ভরা গল্প গুলো শুনে বুঝতে পারলেন তিনি তাঁদের কথাই বলছেন।” যীশুর সময়ে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দরা সম্পূর্ণ ভাবে যীশু কি বলছেন এবং কি ব্যাঙ্গসূচক ঘটনা; তা তারা খোজ পেয়ে ছিলেন ।

প্রশ্ন গুলোর আলোচনাঃ-

এটি একটি পড়াশুনার দিক নির্দেশক গ্রন্থ যার অর্থ আপনার বাইবেল অনুবাদে আপনাকেই দায়িত্বান হতে হবে। আমাদের যে আলো আছে, আমাদের প্রত্যেক জনকে সে আলোতেই চলতে হবে। বাইবেল এবং পবিত্র আত্মায় হবে আপনার অনুবাদের প্রধান বিষয়। আপনাকে এটি নির্দেশকের নিকট ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

এই প্রশ্নে আলোচনা গুলো আপনাকে এই অধ্যায়ের প্রধান বিষয় গুলো চিন্তা করতে সাহায্য করবে। তারা বিরক্তি কর ভাবেই অর্থ প্রকাশ করে ছিলেন, স্পষ্ট ভাবে নয়।

১। উপসনা ঘর পরিষ্কারের সাথে ডুমুর গাছকে অভিশাপ দেওয়া গল্পের কি সম্পর্ক?

২। যীশু কি রব্বীদের যিহুদী তত্ত্বকে, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে অথবা ইস্রায়ের জাতীকে কি প্রত্যাখান করেছেন? কেন?

৩। তাহলে কি ভাবে সম্ভব যে, অধর্মীয়, সামাজিকতার ভোজে পাপ, যেমন কর আদায়কারী এবং ব্যশ্যা সম্ভবত রক্ষা পেতে পারে যদি তারা নম্র গোড়ামী, বাইবেল সম্বলিত ধর্ম নেতারা আধ্যাত্তিকতাকে হারিয়ে ফেলে। মথিঃ ৫:২০,৪৮।

৪। ব্যাখ্যা করুন গীতঃ ১১৮:২২- ২৩ যীশুর প্রত্যাখান তাঁর মন্তব্যে সাথে কতটুকু সম্পর্ক আছে?

৫। ৪৩- ৪৬ পদের সাথে ৮:১১- ১২ এবং ২০:১৬ পদের কতটুকু মিল রয়েছে?

মথি ২২

আধুনিক অনুবাদে অংশ গুলোর বিভাগ সমূহঃ -

UBS4	NKJV	NRSV	TEV	JB
বিবাহ ভোজের গল্প ২২:১- ১৪	বিয়ে ভোজের গল্প ২২:১- ১৪	বিবাহ ভোজ ২২:১- ১০ ২২:১১- ১৪	বিবাহ ভোজের গল্প ২২:১- ১০ ২২:১১- ১৩ ২২:১৪	বিবাহ ভোজের গল্প ২২:১- ১৪
কৈসরকে কর দেওয়া ২২:১৫- ২২	ফরিশী কৈসরকে কর দেওয়া কি বিধেয় ২২:১৫- ২২	কৈসরকে কর দেওয়া ২২:১৫- ২২	কর দেওয়া সম্পর্কে প্রশ্ন ২২:১৫- ১৭ ২২:১৮- ১৯ক ২২:১৯ক- ২০ ২২:২১ক ২২:২১খ	কৈসরকে কর দেবার বিষয় ২২:১৫- ২২

			২২:২২	
পূনরুত্থান সম্পর্কে **প্রশ্ন** ২২:২৩- ৩৩	সদ্দুকীরা পূনরাত্থান সম্পর্কে কি বলে? ২২:২৩- ৩৩	পূনরুত্থান সম্পর্কে **প্রশ্ন** ২২:২৩- ২৮ ২২:২৯- ৩৩	মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠার **প্রশ্ন** ২২:২৩- ২৮ ২২:২৯- ৩২ ২২:৩৩	মৃত থেকে জীবিত হওয়া ২২:২৩- ৩৩
সব চেয়ে প্রধান আজ্ঞা ২২:৩৪- ৪০	ফরিশীরা জিজ্ঞাসা করল কোনটি প্রধান আজ্ঞা? ২২:৩৪- ৪০	সব চেয়ে বড় আদেশ ২২:৩৪- ৪০	প্রধান আজ্ঞা ২২:৩৪- ৩৬ ২২:৩৭- ৪০	সবার জন্য বড় আদেশ ২২:৩৪- ৪০
দায়ুদের সন্তান সম্পর্কে **প্রশ্ন** ২২:৪১- ৪৬	যীশু দায়ুদ কিভাবে তার বংশ ধরদের প্রভু বলে ডাক ২২:৪১- ৪৬	দায়ুদের সন্তান ২২:৪১- ৪৬	**মোশীহ সম্পর্কে প্রশ্ন** ২২:৪১- ৪২খ ২২:৪২গ ২২:৪৩- ৪৫ ২২:৪৬	খ্রীষ্ট শুধুমাত্র পুত্র নয় কিন্তু দায়ুদের প্রভু ২২:৪১- ৪৬

পড়ার তিনটি ধাপ (দেখুন পৃষ্টা- ৬)

এটি একটি পড়া শুনার দিক নির্দেশক গ্রন্থ যার অর্থ আপনার বাইবেল অনুবাদে আপনাকেই দায়িত্ববান হতে হবে। আমাদের যে আলো আছে, আমাদের প্রত্যেক জনকে সে আলোতেই চলতে হবে। বাইবেল এবং পবিত্র আত্মায় হবে আপনার অনুবাদে প্রধান বিষয়। আপনাকে এটি অবশ্যই দিক নির্দেশকের নিকট ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

একটি অধ্যায় একই সময়ে পড়ে শেষ করতে হবে। বিষয় বস্তু গুলো চিহ্নিত করতে হবে। উপরের অনুবাদের বিষয় বস্তুর বিভাগ গুলোর সাথে তুলনা করুন। অনুচ্ছেদ গুলি অনুপ্রানিত নয় কিন্তু ইহা লেখকের আসল উদ্দেশ্য সমূহকে অনুসরন করার চাবিকাঠি, যেটি হৃদয় গ্রাহী অনুবাদ। প্রত্যেক অনুচ্ছেদের শুধুমাত্র একটি বিষয় বস্তু।

১। প্রথম অনুচ্ছেদ

২। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

৩। তৃতীয় অনুচ্ছেদ

৪। ইত্যাদি

অবস্থান গত অন্তদৃষ্টিঃ

ক) এটি শেষের তিনটি গল্প যে যীশু যিরুশালেমে ধর্মীয় নেতাদের উল্লেখ করেছেন (২১ঃ২৩) গল্প গুলি পাওয়া গেছে যীশু উপাসনা ঘর পরিষ্কারের অবস্থানে (২১ঃ১২-১৭) এবং ডুমুর গাছকে অভিশাপ দেওয়া উভয়েই যেটি যিহুদী নেতৃবর্গদের ঈশ্বরের প্রত্যাখানের চিহ্ন।

খ) একটি প্রধান প্রশ্নের উত্তর একজনকে অবশ্যই অনুরোধের সময় গল্প গুলি উত্তর করতে হবে কাদের কাছে বা কাদের জন্য এসমস্ত নির্দেশ বা প্রয়োগ করা হবে।

১। যিহুদীদের নেতৃত্ব V যিহুদী সাধারন মানুষ (২১ঃ৩১)

২। যিহুদীরা V অযিহুদীরা (২১ঃ৪১,৪৩ঃ২২ঃ৩-৫,৪,৯,১০)

৩। অপরিবর্তনীয় এবং উদাসীন লোক V পরিবর্তনীয় ভদ্র বা শান্ত লোক।

গ) সেখানে দুইটি সম্ভাব্য গল্প ১-৪ পদে এটার কারন ।

১। 'গল্প' শব্দটি ১ পদে বহুবচন।

২। সেখানে মনে হয় কোন আভ্যন্তরিন এবং অবস্থানের প্রেক্ষিতে কোন সমস্যা রয়েছে ১-১০ এবং ১১-১৪ পদের মধ্যে বিশেষ ভাবে বিবাহের বস্ত্র নিয়ে।

ঘ) এখানেও সম্পর্কিত প্রশ্ন রয়েছে কতজন বক্তা প্রতিনিধিত্ব আছে ১-১৪ পদে।

১। সুস্পষ্ট, রাজা।

২। সুস্পষ্ট, রাজার দাম।

৩। সম্ভবত সুসমাচার লেখক নিজেই ৭ পদে।

৪। সম্ভবত যীশু নিজেই মন্তব্য করেছেন ১৪ পদে।

ঙ) এই তিনটি গল্প সাহিত্যিক পরিবেশে সম্ভবত সম্পর্কে যুক্ত।

১। প্রথম গল্পটি ঈশ্বরের দুতদের প্রত্যাখান।

২। দ্বিতীয় গল্পটি হলো ঈশ্বরের পুত্র মোশীহের প্রত্যাখান।

৩। তৃতীয় গল্পটি হলো ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রত্যাখান।

চ) ইহা সম্ভব যে ১-১০ পদ গুলি ঈশ্বরের পুরষ্কারের উপযুক্ত না অজ্ঞানে অনুগ্রহে মানুষ পতিত হয়েছে, যেখানে ১১-১৩ পদ গুলি মানুষের দায়িত্ব গুলির সাথে সম্পর্ক যুক্ত পরে ঈশ্বরের অনুগ্রহের অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। গল্পটি অত্যন্ত সন্দেহ জনক। এই দিকে মতবাদ তৈরী করতে, কিন্তু একই ধরনের বিশ্বাস প্রকাশিত হয়েছে ইফিঃ ২ঃ৮-৯ পদ ১০ পদে। এটি সত্যটার উপর জোড় দেওয়া হয়েছে যে, পরিত্রানই হচ্ছে ঈশ্বরের অনুগ্রহের সঙ্গে কিন্তু ইহা অবশ্যই গতিশীল এবং পরিবর্তন এবং বিশ্বাসের দীর্ঘ জীবন। কাজের মাধ্যমে আমরা রক্ষা পাই না কিন্তু ভাল কাজের জন্য রক্ষা পাই।

ছ) এই গল্প বিভিন ভাবে লূকঃ ১৪ঃ১৬-২৪ পদের সাথে মিল আছে। সমালোচনা সম্বন্ধীয় বৃক্তি নিশ্চিত করা হয় যে, ইহা দুইটির ঘটনা একই ধরনের শিক্ষা গল্প বিভিন পরিবেশে বিভিন ভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। যীশুর মুখের বাক্য তুলে ধরার জন্য সুসমাচার লেখকদেও কোন স্বাধীনতা ছিল না । একটি সুন্দর উদাহরন হচ্ছে পর্বতে দত্ত উপদেশ (মথিঃ ৫-৭) যখন লূকের সমতল জায়গায় দত্ত উপদেশ (লূকঃ ৬)।

বাক্য এবং শব্দ গুচ্ছের পড়া

N A S B (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ ২২:১- ১০

১। শিক্ষা দেবার জন্য যীশু আবার সেই ধর্ম- নেতাদের কাছে এই গল্পটি বললেন।

২ স্বর্গরাজ্য এমন একজন রাজার মত যিনি তাঁর ছেলের বিয়ের ভোজ প্রস্তুত করলেন।

৩। সেই ভোজে নিমন্ত্রিত লোকদের ডাকবার জন্য তিনি তাঁর দাসদের পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু তারা আসতে চাইল না।

৪। তখন তিনি আবার অন্য দাসদের দিয়ে নিমন্ত্রিতদের বলে পাঠালেন ‘‘দেখুন, আমি আমার বলদ ও মোটা সোটা বাছুর গুলো কেটে ভোজ প্রস্তুত করেছি। এখন সবই প্রস্তুত, আপনারা ভোজে আসুন’’ ।

৫। নিমন্ত্রিত লোকেরা কিন্তু সেই দাসদের কথা না শুনে একজন তাঁর নিজের ক্ষেতে ও আর একজন তার নিজের কাজে চলে গেল।

৬। বাকী সবাই রাজার দাসদের ধরে অপমান করল ও মেরে ফেলল।

৭। তখন রাজা খুব রেগে গেলেন এবং সৈন্য পাঠিয়ে তিনি সেই খুনিদেরকে ধ্বংশ করলেন আর তাদের শহর পুড়িয়ে দিলেন।

৮। পরে তিনি তাঁর দাসদের বললেন, ভোজ প্রস্তুত, কিন্তু যাদের নিমন্ত্রিত করা হয়েছিল তারা এর যোগ্য নয়।

৯। তোমরা বরং রাস্তার মোড়ে মোড়ে যাও, আর যত জনের দেখা পাও সবাইকে বিয়ের ভোজে ডেকে আন। তাতে সেই বিয়ে বাড়ী অতিথীতে ভড়ে গেল।

২২:১ পদঃ ‘‘গল্পে’’ বহুবচনকে নোট করতে হবে যার অর্থ তিনটি বিষয় হতে পারে। (১) মথি যীশুর বিভিন গল্পকে সংযুক্ত করেছেন। (২) যীশু একই গল্পকে বিভিন সময় বিভিন ভাবে সত্যকে তুলে ধরার জন্য বব্যহার করেছেন অথবা (৩) যীশু সাধারন ভাবে জন সাধারনের সমক্ষে কথা বলেছেন (মার্কঃ ৪:১০- ১২)।

২২:২ পদঃ ‘‘স্বর্গরাজ্য’’ এই বিষয়টি যীশুর প্রচলিত মূল বচন তার শিক্ষা বক্তব্য ও পরিচর্য্যা কাজে ব্যবহার করেন। ইহা উভয় প্রচলিত সত্যতায় এবং ভবিষৎতের আশা। প্রাথমিক ভাবে ইহা মানুষের হৃদয়ে ঈশ্বরের শাসন যে, একসময় এই পৃথিবী ধ্বংশ হবে। শব্দটি ছিল সমুচ্ছারিত ‘‘ঈশ্বরের রাজ্যের সঙ্গে’’ মার্ক এবং লূকে। মথি যিহুদীদের জন্য লিখেছেন। ইহা অত্যন্ত অনিচ্ছাকৃত ভাবে ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

- ‘‘একজন রাজা - - - - তাঁর পুত্র’’ যদিও বা গল্পটি রূপক ভাবে ব্যবহার করা অনুপযুক্ত ছিল, ইহা মনে হয় যে, এটিও আসল উদ্দেশ্য সমূহ ঈশ্বরের সাথে জড়িত। ইহা আরো মজার ব্যাপার যে, সব তিনটি গল্পেই মথিঃ ২১:২৮- ২২:১৪ ‘‘পুত্র’’ গল্পটির মধ্যে অংশ নিয়েছে। ইহা সত্য যে, ইহা গল্পে একটি ছোট অংশ মাত্র কিন্তু এখনও বর্তমান। একজন পরীক্ষিত হয়েছিল ঈশ্বরকে রাজা হিসাবে দেখার এবং যীশুকে রাজার পুত্র হিসাবে দেখার। বিবাহ ভোজটি পরোক্ষ ভাবে মোশীহের ব্যায়বহুল ভোজের মত হয়ে আসে। (মথিঃ ৮:১১, লূকঃ ১৩:২৯, ১৪:১৫, ২২:১৬, প্রকাশিতঃ ১৯:৯,১৭)।

২২ঃ৩ পদঃ “যারা নিমন্ত্রিত হয়েছিল” এটি ছিল সাহিত্য “ডাক ডেকেছিল” ইহা ছিল প্রথাগত প্রাচীন পূর্ব দেশীয়ের জন্য দুটি নিমন্ত্রন দেওয়া হয়েছিল। আসল নিমন্ত্রিত এবং ঘোষনা হচ্ছে যে ভোজ প্রস্তুত ছিল।

- “কিন্তু তারা আসতে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল, এটি ওসঢ়বৎভবপঃ ঞবহংব, এটি পূনরাবৃত্তি অঙ্গীকার।

২২ঃ৪ পদঃ “আমি আমার রাতের খাবার তৈরী করেছি” এটি দুইটি খাবারের উপর নির্দেশ করা হচ্ছে সেখানে দুপুরের খাবারও ছিল এবং একটি রাত্রি বেলায়।

২২ঃ৫ পদঃ “কিন্তু তারা মনোযোগ দেন নাই” এটি বিভিন ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এটি রাজার নিমন্ত্রনকে সেখানে সহজ করে এবং স্পষ্ট ভাবে পরিবর্তন সুসমাচারের প্রতি মানুষের যে আচরন সুসমাচারে তুলে ধরা হয়েছে।

- একজন নিজের ক্ষেতে ও আরেক জন তার কাজে গেলেন। এটি একই ধরনের লূকঃ ১৪ঃ১৮– ১৯। তাদের কার্যক্রম ছিল অত্যন্ত দুষ্ট কিন্তু বিভিন ভাবে খ্রীষ্টে ঈশ্বরের ডাকে মারাত্তক ভাবে ভুল ছিল।

২২ঃ৬ পদঃ এই পদে কিছুটা ঘৃন্য উৎপীড়ন মূলক। একজন হয়তো আশ্চার্য্যান্বিত হতে পারে এ ধরনের প্রতিক্রিয়ার বিবাহ ভোজের নিমন্ত্রনে প্রত্যাখ্যান উক্তরের জন্য। রাজার নিমন্ত্রনকে অস্বীকার করা মধ্যপ্রাচ্যে বিবেচনা করা হয় আভ্যন্তরিন প্রতিহিংসা হিসাবে। এটি সম্ভবত একটি লেখ্য পদ্ধতি পূবীয় গল্পের সম্পর্ককে দেখানোর জন্য। (২১ঃ২৩) অনেকেই অজ্ঞ ঈশ্বরের ডাকে, অনেকেই তাদের প্রত্যাখ্যানে প্রতিক্রিয়া হয়েছে।

২২ঃ২৭ পদঃ রাজার প্রতিক্রিয়াও ছিল মনে হয় সীমার বাইরে। অনেকে ধারনা করেন যে, রাজার নিমন্ত্রন প্রত্যাখান করা সত্যিকারে এটি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কিছু সংখ্যক নির্দেশকরা ৭ পদের সাথে মিল খোজে পান ঐতিহাসিকগত ভাবে যিরুশালেমের ধ্বংশের এটি ৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোমীয় এবং তার পরের রাজাদের দ্বারা যেমন টাইটাস। কোন কোন জনকে বন্দি করা হয়েছে যে মথি এগুলোই যীশুর গল্প গুলিতে যুক্ত করেছেন। মথির এই ধরনের যীশুর বাক্যের স্বাধীনতাকে বাড়িয়ে পরিচালনা করার জন্য আমি স্বাছন্দ বোধ অনুভব করছিনা । যদিও বা আমি সুসমাচার লেখকদের স্বাধীনতাকে সমর্থন করি নির্বাচন করা, যুক্ত করা, পূনঃস্থাপন করা, এবং যীশুর শিক্ষা গুলোকে তার উৎসাহে বিষয় বস্তুকে তুলে ধরা। আমি তাদেরকে সমর্থন দিতে পারি না তাঁর মুখে তার বাক্যকে তুলে ধরার জন্য যেটি সে কোন দিন বলেনি।

২২ঃ৮ পদঃ এটাও একই ধরনের লূকঃ ১৪ঃ২১– ২৩ পদ।

২২ঃ৯ পদঃ রাজা চেয়েছিল তাঁর বিবাহ ভোজে যেন ভাল অংশ গ্রহন হয়। যারা আসতে অস্বীকার করেছিল। অবস্থা থেকে এবং ১৫ পদে যিহুদী নেতারা অনুভব করেন যে যীশু তাদের প্রতিই নির্দেশ করেছেন।

২২ঃ১০ পদঃ “এক সাথে সম্মনিত হয়ে তারা ভাল মন্দ উভয়কেই পেয়েছিল” ।

প্রশ্ন সর্বদায় রয়েছে “এটি কার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে?”

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা যিহুদী দরিদ্রদের নির্বাসিতদের প্রতি নির্দেশ করেছেন বিষয়টি হচ্ছে “ভাল এবং মন্দ” এটি তাদের ইচ্ছা এবং সামর্থের উপর নির্ভর করে এটি রব্বীদের মৌখিক প্রথাটাকে রাখা অথবা না রাখাকে নির্দেশ করে।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ ২২ঃ১১– ১৪ পদ
১১ পদঃ এরপর রাজা অতিথিদের দেখবার জন্য ভিতরে এসে দেখলেন।

১২ পদঃ একজন লোক বিয়ের কাপড় না পড়েই সেখানে এসেছে। রাজা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বন্ধু বিয়ের কাপড় ছাড়া কেমন করে এখানে ঢুকলে? সে এর কোন উত্তর দিতে পারল না।
১৩ পদঃ তখন রাজা চাকরদের বললেন 'এর হাত- পা বেধে বাইরের অন্ধকারে ফেলে দাও। সেই জায়গায় লোকে কান্নাকাটি করবে ও যন্ত্রনায় দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে" ।
১৪ পদঃ গল্পের শেষে যীশু বললেন, "এই জন্য বলি, অনেক লোককে ডাকা হয়েছে কিন্তু অল্প লোককে বেছে নেওয়া হয়েছে।

২২:১১ পদঃ "বিবাহের কাপড়" বছরের বার বছর অনেক মন্তব্য কারীরাই সমস্যা সমূহ তুলে ধরেছেন ৯- ১০ পদ এবং ১১ এর মধ্যে। ইহা বিবাহের জন্য প্রস্তুতি সম্পর্কে উত্থাপন করে নাই ৯- ১০ পদে, কিন্তু ১১ পদে আছে বলে দাবী করা হয়েছে। আগষ্টিন কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা গুলো থেকে অনুসরন করেছেন, ধারনা করা হয় যে, অতিথিরায় বিশেষ কাপড় দিয়েছিল। এর অর্থ হবে লোকটি ইহা অস্বীকার করবে অথবা সহজ পথেই প্রবেশ করবে। এখানে সঠিক ড্রেস পড়েছিল লোকটি মনে হয় তার অবস্থান/ পরিচয়কে বুঝানোর জন্য তার অসম্পূর্ণ দায়িত্বের মধ্য দিয়ে ১২ পদ।
২২:১৩ পদঃ আদি অনুসারে ৬ পদ এবং ৭ পদে মন্তব্য সম্পর্কে শুনা যায়। সম্ভবত এসমস্ত পদ গুলির অর্থ হল উজ্জ্বল একটি দৃষ্টান্ত (যুঢ়বৎনড়ষবং) যাহোক, কঠোর শাস্তি সন্ত্রাসীর জন্য প্রযোজ্য যারা ঈশ্বরের দেওয়া অনুগ্রহকে প্রত্যাখ্যান করবে। (৬- ৭ পদ) ইহা বর্তমানকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। (লূকঃ ১৬:১৯- ৩১) শেষ বিচারে নিযুক্ত করা হবে। (২৪:৫১ পদ)।

১। কিভাবে গল্পটি ২১ অধ্যায়ের সাথে সম্পর্ক আছে?
২। কতটা গল্পটা আছে ১- ১৪ পদ গুলোর মধ্যে?
৩। কার কাছে শব্দ গুচ্ছটি "অতিথিদের নিমন্ত্রন" করা হয়েছিল? ৩- ৫ নির্দেশ করে?
৪। শব্দ গুচ্ছটি কার কাছে "ভাল মন্দ উভয়ইকেই ১০ পদে নির্দেশ করেছেন?
৫। কেমন করে বর্তমান নির্যাতনকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ৬,৭ এবং ১৩ পদে?
৬। কিভাবে ১৪ পদের সাথে ১- ১৪ পদের সম্পর্ক আছে?

বাক্য এবং শব্দ গুচ্ছের পড়াঃ-

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ ২২:১৫- ২২ পদ
১৫পদঃ তখন ফরিশীরা চলে গেলেন এবং কেমন করে যীশুকে তাঁর কথার ফাঁদে ফেলা যায় সেই পরামর্শ করতে লাগলেন।
১৬ পদঃ তারা হেরোদের দলের কয়েক জন লোকের সঙ্গে নিজেদের কয়েক জন শিষ্যকে যীশুর কাছে পাঠালেন।
১৭ পদঃ তারা যীশুকে বলল, "গুরু আমরা জানি আপনি একজন সৎ লোক। ঈশ্বরের পথের বিষয়ে আপনি শিক্ষা দিয়ে থাকেন।
১৮ পদঃ লোকে কি মনে করবে না করবে তাতে আপনার কিছু যায় আসে নাঃ কারন আপনি কারও মুখ চেয়ে কিছু করেন না।

১৯ পদঃ তাহলে আপনি বলুন, মোশীর আইন কানুন অনুসারে রোম সম্রাটের কি কর দেওয়া উচিত? আপনি কি মনে করেন?
২০ পদঃ তাদের মন্দ উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে যীশু তাদের বললেন, "এর উপরে এই ছবি ও নাম কার?
২১ পদঃ তারা বলল, 'রোম সম্রাটের" যীশু তাদের বললেন, 'তবে যা সম্রাটের তা সম্রাটকে দাও, আর যা ঈশ্বরের তা ঈশ্বরকে দাও।
২২ পদঃ এই কথা শুনে তারা আশ্চর্য হল এবং তাঁকে ছেড়ে চলে গেল।

এই পদটি ব্যাখ্যা করার জন্য অত্যন্ত কঠিন। অনেকে ইহাকে বলে মিল আছে ২-১০ পদে কিন্তু না ১১-১৩। ইহা মনে হয় ঈশ্বরের দয়া অনুগ্রহ দানকে সবার কাছে বৃদ্ধি করে তুলে ধরতে চাই। যাহা হোক পতিত লোকদেরকে অবশ্যই সঠিক ভাবে জবাব দিতে হবে। ঈশ্বর নির্বাচন করে কিন্তু তিনি তাদেরকেই নির্বাচন করেন যারা অবশ্যই দায়িত্ব হবে পরিবর্তন ও বিশ্বাস থাকতে হবে। (মার্কঃ ১ঃ১৫, প্রেরিতঃ ৩ঃ১৬,১৯,২০ঃ২১) যীশুর সুসমাচারের মাধ্যমে মধ্যস্থতা করেন পবিত্র আত্মাকে লাভ করতে চেষ্টা করা। (যোহঃ ৬ঃ৪৪; ৬৫)।
এই পদটি মনে হয় অব্রাহামের সন্তানদের কাছে ঈশ্বরের প্রকাশিত হওয়ার সাথে সম্পর্কিত। (প্রেরিতঃ ৩ঃ২৬, রোমীয়ঃ ১ঃ১৬,২ঃ৯) তারা ঈশ্বরের দানকে যীশুতে প্রত্যাখান করেছে। সুতরাং সুসমাচার অযিহুদীদের জন্য দেওয়া হয়েছে যারা সহজে ইহাকে গ্রহন করে নেবে। এ ভিতরের অবস্থান সত্যটাকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে- আশা ব্যঞ্জক বাইরে থেকে আশা আত্মিক বিষয় গুলো উল্টো দিকে ফিরে যাচ্ছিল। (১৯ঃ৩০; ২০ঃ১৬)।
প্রশ্ন গুলোর আলোচনাঃ
এটি একটি পড়া শুনার দিক নির্দেশক গ্রন্থ যার অর্থ আপনার বাইবেল অনুবাদে আপনাকেই দায়িত্ববান হতে হবে। আমাদের যে আলো আছে, আমাদের প্রত্যেক জনকে সে আলোতেই চলতে হবে । বাইবেল এবং পবিএ আত্মায় হবে আপনার অনুবাদে প্রধান বিষয়। আপনাকে এটি অবশ্যই দিক নির্দেশকের নিকট ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।
এটি প্রশ্নের আলোচনা গুলো আপনাকে এই অধ্যায়ের প্রধান বিষয় গুলো আপনাকে চিন্তা করতে সাহায্য করবে। তারা বিরক্ত কর ভাবেই অর্থ প্রকাশ করেছিলেন, স্পষ্ট ভাবে নয়।

২২ঃ১৫ "ফরিশী"

বিশেষ বিষয়ঃ ফরিশীরা
বিষয়টি সম্ভবত একটি উৎপত্তি স্থলকেই অনুসরন করেঃ
১। "আলাদা হবে" এই দল উনতি লাভ করে মাককাবিয়ার সময়ে (এটি বৃহাদাকারে ধারনাটি গ্রহন করা হয়েছে)
২। "ভাগ করতে" এটি অন্য আরেকটি অর্থ ইব্রীয় উৎস অনেকেই বলে থাকেন ইহার র্অথ অনুবাদক।
৩। "পারসি" এটি সম্ভবত অরামীয় উৎস থেকে নেওয়া হয়েছে। কতগুলো ফরিশীদের মতবাদ পারসীদের জোরাস্ত্র দোহিত্ব বাদের সাথে একই ধরনের।
তারা মাক্কাবিয়ের সময়ে উনত করা হয় "হাসিডিম" থেকে (নম্র লোক) বিভিন ধরনের লোক যেমন অস্তিত্ব বিরোধী হেলেনীয়দের এসেছে আন্তিয়খিয় ৪র্থ এপিফানিস প্রতিক্রিয়া। ফরিশীদেরকে

প্রথমে যোশেফাস এ্যান্টিকুইটিস উপস্থাপন করেন যিহুদীদের কাছে। ৪:৫:১- ৩ পদ

প্রধান মতবাদ গুলোঃ-

১। মোশীহের আসাতে বিশ্বাস, যেটি আন্ত বাইবেলীয় এপক্যালপটিক সাহিত্য যেমন ১ ইনক দ্বারা প্রভাবিত।
২। প্রাত্যহিক জীবনের ঈশ্বরের কাজঃ - এটি সরাসরি বিপক্ষ সদ্দুকীদের পক্ষ থেকে। অনেক গুলো ফরিশীদের মতবাদ ধর্মতাত্ত্বিক বিরুদ্ধে সদ্দুকীদের মতবাদের প্রতি।
৩। পরবর্তী জীবনে নির্ভর করব পৃথিবীস্থ জীবনের উপর ভিত্তি করে যার সাথে পুরস্কার এবং শাস্তি সংযুক্ত। এটি মনে হয় দানিয়েল ১২:২ পদে।
৪। পুরাতন নিয়মের ক্ষমতা এবং মূখ্য প্রথা (তালমুদ) তারা অত্যন্ত সচেতন বাধ্য পুরাতন নিয়মের ঈশ্বরের আজ্ঞা সমূহ তারা অনুবাদ করেছেন এবং প্রয়োগ করেছেন রব্বিদের বৃক্তি দিয়ে। রব্বিদের অনুবাদ ছিল রব্বী এবং দুইটি আলাদা দার্শনিকদের কথপোকথনের উপর ভিত্তি করে। একটি হচ্ছে গোড়ামী এবং একটি স্বাধীন। এই মৌখিক আলোচনা শাস্ত্রের অর্থ গুলি পরিশেষে দুইটি গঠনে লেখা হয়েছেঃ ব্যাবিলনীয় তালমুদ এবং অসমাপ্ত প্যালেষ্টিয় তালমুদ তারা বিশ্বাস করেন যে মোশী সিনয় পর্বতে মৌখিক ভাবে অনুবাদ গ্রহন করেছিলেন। ঐতিহাসিকের শুরুতেই এই আলোচনা গুলি লেখা হয়েছে ইস্রা এবং ‘‘সমাজ গৃহের বিখ্যাত’’ লোকদের দ্বারা। (পরবর্তীতে বিচার সভা বলা হয়েছে)
৫। উচ্চ সাদৃশ্য বিকাশ ঘটেছিল। এটি উভয়ই মুক্ত ভাল এবং খারাপ আত্মা। এটি পারসিয়ান দোহিত্ত্ববাদ থেকে এবং আন্ত বাইবেলীয় যিহুদী সাহিত্য থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

২২:১৬ ‘‘হেরোদীয়’’

হেরোদীয় এই শব্দটি তাদের সংগঠন হেরোদের পরিবার থেকে এসেছে। হেরোদ ছিলেন একজন ইদোমিয় (ইদম) পরিবারের শাসন শুরু হয়েছিল বিখ্যাত হেরোদের সাথেই। তাঁর মৃত্যুতে তার সন্তানগন তার রাজ্য ভাগাভাগি করেন। সকল হেরোদকেই রোমীয় গর্ভমেন্ট পরিচালনা করেন। তাদের অনুসরনকারীরা রাজনৈতিক অবস্থানে অংশ নিতে চেয়েছিল। তারা চেয়েছিল হেরোদের শাসনকে সরাসরি রোমীয় শাসনদের হাতে দিতে। এই দলেরা কঠোর ভাবে রাজনীতি বিদ। তারা অফিসিয়ালী ভাবে ফরিশী সদ্দুকীদের ধর্মতত্ত্বের সাথে বুঝতে চেষ্টা করেনি। দেখুন পূর্ণ আলোচনা ২:১ এবং ১৪:১ পদ।

২২:১৭ ‘‘ইহা কি বিধি সঙ্গত’’ এর অর্থ মৌখিক প্রথা অনুসারে যেটি মোশীহের আইন হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে। যীশু প্রশ্নের দ্বারা গুলো পরিবর্তন করেছেন ‘‘অন্যতর/ অথবা’’ ‘‘উভয়/ এবং’’ ২১ পদ।

- ‘‘কর গননা কারী’’ এটি ছিল একটি রোমীয় কর এটি সরাসরি রাজার কাছে যেত। ইহা ছিল প্রত্যেক ছেলে সন্তানদের সমপর্যায় করা হত ১৪- ৬৫ বছর বয়সের আবার মেয়েদের ধরা হত ১২- ৬৫ বছর বয়সের যারা ঐ রাজ্যে বসবাস করেছিল।

“পরীক্ষা”

গ্রীক শব্দের সাথে সংযুক্ত ছিল “ধ্বংশের সাথে পরীক্ষা করা হচ্ছে।” এই যিহুদী নেতারা জেনে ছিলেন যে, যিহুদী জনগনদের এই কর দ্বারা পরিচালনা করা হয় না। যদি যীশু একই ভাবে উক্তর করত তাহলে সমস্যায় পড়ে যেত রোমীয় শাসন কর্তাদের দ্বারা যদি অন্যভাবে হত, তাহলে যিহুদীদের দ্বারা হত। দেখুন বিশেষ বিষয় ৪:১ পদ।

- কপোটী বা ভন্ডঃ এটি Compund শব্দ “বিচারে” । ইহা লোকদের নির্দেশ করে ছিল যে একই ভাবে কাজ করে ছিল সত্যে বাস করা অথবা অন্য ভাবে অনুভব করা।

২২:১৯ “মুদ্রাটি আমাকে দেখাও” এই কইন বা মুদ্রা ছিল “দিনারী” ইহা সৈন্য এবং শ্রমিকদের দিনের ওজন করা হত। সামনের দিকের ছবি ছিল তিবিরিয়ের বলা হচ্ছে, “তিবিরিয় কৈসর আগস্টাসের স্বগীয় আগস্টাস।” পিছনের দিকে তিবিরিয় মুকুট বসেছিল এবং একটি শিরোনাম, “প্রধান যাজক।” তিবিরিয়কে রোমীয় শাসক ১৪– ৩৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। মুদ্রার চিহ্ন হচ্ছে যে নাকি গর্ভমেন্টের পরিচালনায় ছিল।

২২:২১ পদঃ “তবে যাহা কৈসরের তাহা কৈসরকে দাও।” বাইবেলে পরিষ্কার যে, বিশ্বাসী বর্গরা রাষ্ট্রকে দেখেছে ঈশ্বরের তৈরী করা এমন এক প্রতিষ্ঠার রূপে যার কতগুলো বিধি বিধান ছিল সকলের মানতে হত। (রোমীঃ ১৩:১, তীতঃ ৩:১, ১ম পিতরঃ ২:১৭ পদ) যীশু পরিশোধ শব্দটি পরিবর্তন করেছেন ১৭ পদ।

- “এবং যাহা যাহা ঈশ্বরের তা ঈশ্বরকে দাও” “গর্ভমেন্ট ও ঈশ্বরের দ্বারা অভিষিক্ত” স্বগীয় ক্ষমতার বলে আনুগত্য দাবী করতে পারে না। বিশ্বাসী বর্গরা সমস্ত ক্ষমতার দাবী গুলোকে রাতি প্রত্যাখ্যান করতে পারে না ঈশ্বর একাই সেই ক্ষমতার অধিকারী। আমাদেরকে অবশ্যই সচেতন হতে হবে। আমাদের আধুনিক রাজনৈতিক তত্ত্বগুলো মন্ডলী থেকে আলাদা এবং এই অংশ দ্বার করাতে। বাইবেলে পরিষ্কার ভাবে এই সব বিষয় নিয়ে কথা বলে নাই কিন্তু পাশ্চাত্যের ইতিহাস এই সব বিষয় নিয়ে কথা বলে।

প্রশ্ন গুলোর আলোচনাঃ

এটি একটি পড়া শুনার দিক নির্দেশক গ্রন্থ যার অর্থ আপনার বাইবেল অনুবাদে আপনাকেই দায়িত্ববান হতে হবে। আমাদের যে আলো আছে, আমাদের প্রত্যেক জনকে সে আলোতেই চলতে হবে । বাইবেল এবং পবিত্র আত্মায় হবে আপনার অনুবাদে প্রধান বিষয়। আপনাকে এটি অবশ্যই দিক নির্দেশকের নিকট ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

এই প্রশ্নের আলোচনা গুলো আপনাকে এই অধ্যায়ের প্রধান বিষয় গুলো চিন্তা করতে সাহায্য করবে। তারা বিরক্ত কর ভাবেই অর্থ প্রকাশ করেছিলেন, স্পষ্ট ভাবে নয়।

১। আপনি তালিকা করতে পারেন এবং ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক দলদের সংজ্ঞায়িত করতে হবে যিহুদী ধর্মের মধ্য থেকে নূতন নিয়ম থেকে যীশুর সময়ের ?

২। এই দলের লোকে কেন যীশুর সাথে তামাশা করতে চেয়েছিল ?

৩। যীশুর মন্তব্যের ফলাফল কি আমাদের সময়ে, ২১ পদ অনুসারে ?

বাক্য এবং শব্দ গুচ্ছের পড়া

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ ২২:২৩- ২৮ পদ
২২ পদঃ এই কথা শুনে তারা আশ্চর্য হলো এবং তাঁকে ছেড়ে চলে গেল।
২৩ পদঃ সেই একই দিনে কয়েক জন সদ্দুকী যীশুর কাছে আসলেন। সদ্দুকীদের মতে মৃতদের জীবিত হয়ে উঠা বলে কিছু নেই।
২৪ পদঃ এই জন্য তারা যীশুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "গুরু মোশী বলেছেন, যদি কোন লোক সন্তানহীন অবস্থায় মারা যায় তবে তার ভাই তার স্ত্রীকে বিয়ে করে তার ভাইয়ের হয়ে তার বংশ রক্ষা করবে।
২৫ পদঃ আমাদের এখানে সাত ভাই ছিল। প্রথম জন বিয়ে করে মারা গেল এবং সন্তান না থাকাতে সে তার ভাইয়ের জন্য নিজের স্ত্রীকে রেখে গেল।
২৬ পদঃ এই ভাবে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও সপ্তম ভাই পর্যন্ত সেই স্ত্রীকে বিয়ে করল।
২৭ পদঃ শেষে সেই স্ত্রী লোকটি মারা গেল।
২৮ পদঃ তাহলে মৃতেরা যখন জীবিত হয়ে উঠবে তখন ঐ সাত ভাইয়ের মধ্যে এই স্ত্রী লোকটি কার স্ত্রী হবে? তারা সবাই তো তাকে বিয়ে করেছিল।

২২:২৩ "সদ্দুকী"

সদ্দুকীঃ
এটি ছিল ধর্মীয় ও রাজনৈতিক একটি সম্প্রদায় যিহুদীদের যীশুর সময়ের মধ্যে। তারা বেশীর ভাগই ধনবান, যিহুদীদের যাজক শ্রেনীর দলে সর্বৎকৃষ্ট লোক যিরুশালেমের। ফরিশীরা সর্বদায় ধর্মতাত্ত্বিক দিক গুলো বিরুদ্ধাচরন করত । তারা শুধুমাত্র মোশীর লেখা গ্রন্থকেই বিশ্বাস করত বা গ্রহন করত, (আদি- দ্বিতীয় বিবিরন) ক্ষমতার বলে। এই জন্য অধিকাংশ উচ্চতর ধর্মতাত্ত্বিক বিষয় গুলো তারা প্রত্যাখ্যান করেন।
১। তারা সাহিত্যে বিশ্বাস করে না, শারিরিক পূনরুত্থানে বিশ্বাস করে না। (প্রেরিতঃ ২৩:৮)
২ তারা প্রাত্যহিক জীবনে দুতদের উপস্থিতির কার্যক্রমকে বিশ্বাস করে না। তাদের দৃষ্টি ছিল "এখানে এবং এখন" "পরে নাই" ধর্মীয় সম্প্রদায় ৭০ খ্রীষ্টাব্দে যিরুশালেম ধ্বংশের জন্য কাজ করেনি।

- "তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল" এই প্রশ্ন গুলির উত্তর হলো যীশু বাদানুবাদ এবং প্রসঙ্গ স্বত্ব অধিকার সাথে সম্মুখিন হতে হয়ে ছিল যিহুদী জন সাধারনের সামনে।

২২:২৪ "মোশী বলেছেন" এটি দ্বিতীয় বিবরন ২৫:৫- ৬ পদকে নির্দেশ করে।

- "যদি" এটি তৃতীয় শ্রেনীর শর্তসাপেক্ষ বাক্য যার অর্থ ভবিষ্যৎ অর্থ সম্পর্কে বুঝানো হয়েছে।
- "তার ভাই পরে তাকে বিয়ে করে" এটি "লেবিয় পুস্তকের বিবাহর" ধ্বংশের সাথে পরিচালিত (দ্বিতীয়ঃ ২৫:৪- ৬, রুতঃ ৪:১- ২) এই বিষয়টি ল্যাটিন শব্দ থেকে এসেছে "মামাত ভাই" প্রাচীন ইস্রায়েল জাতি ধর্মতত্ত্বের প্রধান বিষয়ের উপর জোড় দেওয়া হত। (আদিঃ ১২:১- ৩) ঈশ্বর তার ভূমিকে ভাগ করে লোটের মাধ্যমে যিহুশূয়ের সময়ে উপ

জাতীয়দের জন্য যখন পুরুষ উক্তরাধিকার মারা যাবে তখন কোন প্রশ্ন না করে না শুনেই তার ভূমির উক্তরাধিকারী সূত্র নিয়ে প্রশ্ন উথ্থাপন করে। যিহুদীরা এই জন্য বিধবাদের সন্তান উৎপাদন করার জন্য উপায় বের করে থাকে যদি সম্ভব হয় কাছের যে কোন সম্পর্ক স্থাপন করে থাকে যেন সেই পুরুষের সম্পক্তির উক্তরাধিকারী হতে পারে। এই সন্তানই মরে যাওয়া ভাইয়ের সন্তান হিসাবে বিবেচিত হবে। গননা ২৭ এবং রুত ৪।

২২:২৫ পদঃ “৭ জন ভাই” এটি দেখানো হয়েছে যে সদ্দুকীরা সত্যিকার ভাবে ধর্মতাত্ত্বিক বিষয় গুলো তারা চায় না কিন্তু দোষারোপের ভিক্তি হিসাবে আছে। তাতে কোন সন্দেহ নেই তারা অনেকরাই ধর্মতাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে যুক্তি তর্ক করেছেন। যেন তাদের মধ্যে বিশৃংখলা দেখা দেয় এবং তারা যেন ফরিশীদের জড়িয়ে থাকে সেই জন্য।

২২:২৯ পদঃ “আপনারা ভুল করেছেন, কারন আপনারা শাস্ত্র জানেন না, ঈশ্বরের শক্তির বিষয়েও জানেন না।” এটি অবশ্যই ধমীয় নেতাদেরকে অ-ন্তর্ভূক্ত করার জন্যই (২১:৪২) যাহোক এটি নিশ্চিত নয়। যীশু যেটি পুরাতন নিয়মের কোন বিষয়টি কোন ঘটনাটি নির্দেশ করেছেন।

২২:৩০ পদঃ “পূনরুত্থানে” যীশু তার যুক্তি সম্পর্কে ফরিশীদের সাথে নিশ্চিত করেছেন, কারন ফরিশীরা পূনরুত্থান সম্পর্কে অনিশ্চিত। (দ্বিতীয় বিববরঃ ১২:১- ২, অথবা সম্ভবত ১৪:১৫, ১৯:২৫- ২৭)

- “পরে বিয়ে করবে না এবং পরে বিয়ে দেওয়াও হবে না” এটি শর্ত শাস্ত্রে কোন খানে বন্ধ করার জন্য নয়। ইহা প্রকাশিত হয়েছে যে, দৈহিক সম্পর্কে শুধুমাত্র সময় বিশেষের ঘটনা মাত্র। ইহা ছিল ঈশ্বরের সৃষ্টির ইচ্ছার একটি অংশ (আদিঃ ১:২৮- , ৯:১৭ পদ) কিন্তু অনন্ত জীবনের জন্য নয়। এটি মনে হয় প্রকাশিত হয়েছে যে, একটি আশ্চর্য জনক একই দেহের সহভাগিতার স্বামী এবং স্ত্রীতে আসক্ত হবে এমন কি ঈশ্বরের সাথে ঈশ্বরের অনন্ত পুত্র হিসাবে সহভাগিতা লাভ করবে।
- “তারা স্বর্গদুতের মত হবে” এটি জোড়ালো ভাবে মন্তব্য করা হয়েছে যে, স্বর্গদুতদের অস্তি তে কোন কাম ভাব নেই। তারা তাঁদেরকে এ পথে চালিত করেননি। অনেক নির্দেশক বৃন্দগন এ পদটি ব্যবহার করে থাকেন আদিঃ ৬:১- ৪ পদকে অনুবাদ করার জন্য বা ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য। স্বর্গদুতদের কামনা ভাবকে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য নয় কিন্তু বিশেষ ভাবে একটা বিশেষ স্বর্গদুতদের দলদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে যিহুদী ৬ এবং সম্ভবত ১ম পিতরঃ ৩:১৯- ২০ যাদেরকে কারা গারে রাখা হয়েছিল। (টারটারাস, যেটি দুষ্টদের জন্য নাম দেওয়া হয়েছে)
- ২২:৩২ ‘আমি অব্রাহামের ঈশ্বর” যীশু রব্বীদের শব্দ ব্যবহার করেছেন। বর্তমান কালকেই তিনি ব্যবহার করেছেন যার ইব্রীয় ক্রিয়া “আমি যে আছি” যাত্রাঃ ৩:৬ পদে নিশ্চিত করে বলেন যে, অব্রাহামের ঈশ্বর ছিলেন এবং এখনও আছেন এবং পিতৃকুল পতির ঈশ্বর। অব্রাহাম এখনও বেঁচে আছেন এবং ঈশ্বর এখনও ঈশ্বরই আছেন। যীশু পঞ্চপুস্তক থেকে শাস্ত্রটি ব্যবহার করা হয়েছে (আদি- দ্বিতীয় বিববর) যেটি সদ্দুকীরা নিজেদের ক্ষমতাকে দাবী করেছিলেন।

২২:৩৩ তারা আশ্চর্য হয়েছিল কারন যীশু পুরাতন নিয়ম ছাড়া রব্বিদের প্রথা ছাড়া কোন উদাহরন দেননি (৭:২৮,১৩:৫৪) তাঁর ছিল তার নিজস্ব ক্ষমতা (৫:২১- ৪৮)

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ ২২:৩৪- ৪০
৩৪ পদঃ যীশু সদ্দুকীদের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন শুনে ফরিশীরা একত্র হলেন।
৩৫ পদঃ তাঁদের মধ্যে একজন ধর্ম- শিক্ষক যীশুকে পরীক্ষা করবার জন্য জিজ্ঞাগা করলেন,
৩৬ পদঃ গুরু, "মোশীর আইন কানুনের মধ্যে সবচেয়ে বড় আদেশ কোনটি ? "
৩৭ পদঃ যীশু তাকে বললেন "সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে দরকারী আদেশ হল, তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের সমস্ত অন্তর, সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত মন দিয়ে তোমাদের প্রভু ঈশ্বরকে ভাল বাসবে।
৩৯ পদঃ তার পরের দরকারী আদেশটা প্রথম টারই মত। তোমার প্রতিবেশীকে নিজের মত ভাল বাসবে।
৪০ পদঃ মোশীর সমস্ত আইন কানুন এবং নবীদের সমস্ত শিক্ষা এই দুই আদেশের উপরই নির্ভর করে।

২২:৩৫ পদঃ "ধর্ম শিক্ষক বা আইন বিশেষজ্ঞ" মথি সাধারনত তাদেরকে আইন বিশেষজ্ঞ বলে ডাকে "সদ্দুকী" । তিনি কোন দিন আইনজ্ঞ বলে ব্যবহার করেরনি তাঁর সুসমাচারে। এই শব্দটি লূক থেকে কপি করা হয়েছে ১০:২৫ পদ থেকে। লূক এই শব্দটি খোলা খুলি ভাবে ব্যবহার করেছেন (৭:৩০; ১০:২৫,১১:৪৫- ৪৬,১৪:৩) ইহা মার্কে একই ভাবে পাওয়া যায়নি ১২:২৮ যাহোক ইহা বর্তমান প্রাচীন গ্রীক পান্ডুলিপি গুলোতে পাওয়া যায়। যিহুদী ধর্মীয় / আইনজ্ঞ উন্নত করা হয় ব্যাবিলনের বন্দিত্বের সময়। ইস্রা এই দলকে মুদ্রাঙ্খিত করেন (ইস্রাঃ ৭:১০) বিভিন্ন পন্থায় তারা স্থানীয় লেবীয়দের জায়গা করে নিয়ে ছিলেন। সাধারন ভাবে তারা বাস্তব প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে আইনটি এক মৌখিক আইন লিখে ছিলেন (তালমুদ) তাদের সাধারন জীবনে তারা এটি ব্যবহার করে ছিলেন।

- 'তাঁকে পরীক্ষা করে ছিলেন' এই ক্রিয়াটি অনুবাদের বিকল্প হচ্ছে 'পরীক্ষা' 'চেষ্টা' 'পরীক্ষা' অথবা প্রমান, এগুলি পরীক্ষা করার সাথে ধ্বংশের তুলনা করা হয়েছে।(৪:১,১৬, ১৬:১, ১৯:৩, ২২:১৮,৩৫ Nounটি এ ৬:১৩, ২৬:৪১)

২২:৩৬ "মোশীর আইন কানুনের মধ্যে সবচেয়ে বড় আদেশ কোনটি" রব্বীদের নিশ্চিত ছিল যে, সেখানে ২৪৮ ইতিবাচক এবং ৩৬৫টি নেতিবাচক আদেশ গুলোই লিখেছেন (আদি আদি- দ্বিতীয় বিবরন) মোট ৬১৩টি আদেশ।
২২:৩৭- ৩৮ পদঃ সবচেয়ে বড় আদেশটি চিহ্নিত করা হয় দ্বিতীয় বিবরনঃ ৬:৫ পদ। এটি মেসোরেটিক ইব্রীয়দের শাস্ত্রের এবং যীশুর উন্নতির সাথে কিছু পার্থক্য রয়েছে কিন্তু অস্তিত্বটি ঐ একই। এই পদটি নিকট মাসের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় (ইব্রীয়ঃ ৪:১২) অথবা ত্রিকোটমাস (১ম থিষঃ ৫:২৩) মানুষ প্রকৃতি কিন্তু তার চেয়ে মানুষের সাথে একতা বদ্ধ হয়ে। (আদিঃ ২:৭, ১ম করঃ ১৫:৪৫) একটি চিন্তা এবং অনুভূতি, শারিরিক এবং আত্মিক বিষয়। ইহা সত্য যে মানুষ পৃথিবীস্থ পশু তারা গ্রহের খাদ্যের পানি, বাতাস এবং অন্যান্য জীব জন্তুর জীবন পরিচালনা করতে গ্রহের উপরই নির্ভর করে। মানব জাতি ও আধ্যাত্মিক বিষয় যে ঈশ্বরের সাথে এবং আধ্যাত্মিক রাজ্যের সাথে সম্পর্ক যুক্ত যাহোক ইহা ধর্মতত্ত্বকে মানুষের প্রকৃতিকে বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা অনুবাদ করেছেন। এই পদের চাবিকাঠি হিসাবে তিনবার পূনরাবৃত্তি করা হয়েছে "সর্ব" কল্পনায় স্বাতন্ত্র নয় "হৃদয়" "আত্মা" এবং "মন" এ গুলোর মধ্যে।"

২২:৩৯ পদ: দ্বিতীয় আদেশটি সদ্দুকীদের দ্বারা অনুরোধ করা হয়নি কিন্তু ইহা বিশ্বাসী বর্গের সাথে করার জন্য দেখিয়েছেন। ঈশ্বরের ভালবাসা এবং তাদের ভালবাসা তাদের মানুষের জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। ইহা অসম্ভব ঈশ্বরকে ভালবাসা এবং লোকদেরকে ঘৃনা করা (যোহন: ২:৯-১১) ৩:১১৫; ৪:২০ এটি লেবীয় ১৯:১৮ পদ থেকে উদ্ধিৃতি করা হয়েছে।
২২:৪০ যীশু উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, পুরাতন নিয়মের (৭:১১) সমস্ত শিক্ষা যেন এই প্রধান আজ্ঞার বিস্তৃত রূপ।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ ২২:৪১-৪৬
৪১ পদ: ফরিশীরা তখনও এক সঙ্গে ছিলেন, এমন সময় যীশু তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা মোশীহের বিষয়ে কি মনে করেন? তিনি কার বংশধর?
৪২ পদ: তখন যীশু তাদের বললেন, "দায়ুদের বংশধর"
৪৩ পদ: তখন যীশু তাদের বললেন, 'তবে দায়ুদ কেমন করে মশীহকে পবিত্র আত্মায় পরিচালনায় প্রভু বলে ডেকে ছিল?
৪৪ পদ: প্রভু আমার প্রভুকে বললেন, যতক্ষন না আমি তোমার শত্রুদের তোমার পায়ের তলায় রাখি ততক্ষন তুমি আমার ডান দিকে বস।
৪৫ পদ: তাহলে দায়ুদ যখন মোশীকে প্রভু বলে ডেকেছেন তখন মোশীহ কেমন করে দায়ুদের বংশধর হতে পারে?
৪৬ পদ: এর উক্তরে কেউ এক কথাও তাঁকে বলতে পারল না এবং সেই দিন থেকে কেউ তাঁকে আর কিছু জিজ্ঞাগা করতেও সাহস করল না।"

২২:৪১-৪২ পদ: যিহুদী নেতারা যীশুকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন দিয়ে পরীক্ষা করতে চেষ্টা করেছেন, তখন যীশু তাদের আধ্যাত্তিক ভাবে বুঝার যে বাকী রয়েছে তা পাল্টা প্রশ্ন করে বুঝিয়েছেন। (২১:' ২৪-২৭)
২২:৪২ আপনারা মোশীহের বিষয়ে কি মনে করেন? তিনি কার বংশধর? এই প্রশ্ন সাধারনত মোশীহের জাতিকে পরিচালনাকে বুঝায়। যীশু মোশীহের পদবীকে পুরাতন নিয়ম অনুসারে গ্রহন করেছিলেন। এটি ছিল সাধারন পদবী। মথি লিখিত সুসমাচারে (৯:২৭, ১২:২৩, ১২:২২; ২০:৩০, ২১:৯,১৫) যীশুর সময়ে যিহুদীরা অবতারের জন্য আশা করেননি কিন্তু একজন স্বগীয় ক্ষমতার বিচার কতৃগনের আশা করছিলেন। যীশু গীত ১১০ (৪৪) মানব জাতিকে এবং স্বগীয় মোশীহকে এখানে দেখিয়েছেন।
২২:৪৪ একই মোশীহের ব্যবহার গীত ১১০ ও ২৬:৬৪ তে পাওয়া যায়। ইব্রিয় শাস্ত্র শব্দ YHWH (প্রভু) এবং Adonai (প্রভু) এটি ব্যবহার করেছেন। প্রথমটি ইস্রায়েল ঈশ্বর উপস্থাপন করেছে। ২য় টি মোশীহকে নির্দেশ করেছে।
প্রশ্ন আলোচনা:-
এটি একটি পড়া শুনার দিক নির্দেশক গ্রন্থ যার অর্থ আপনার বাইবেল অনুবাদে আপনাকেই দায়িত্ববান হতে হবে। আমাদের যে আলো আছে, আমাদের প্রত্যেক জনকে সে আলোতেই চলতে হবে । বাইবেল এবং পবিত্র আত্মায় হবে আপনার অনুবাদে প্রধান বিষয়। আপনাকে এটি অবশ্যই দিক নির্দেশকের নিকট ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।
এই প্রশ্নের আলোচনা গুলো আপনাকে এই অধ্যায়ের প্রধান বিষয় গুলো চিন্তা করতে সাহায্য করবে। তারা বিরক্ত কর ভাবেই অর্থ প্রকাশ করেছিলেন, স্পষ্ট ভাবে নয়।

১। গল্পের প্রধান বিষয় কি ১- ১৪ পদ?

২। কটু বাক্য গুলো কি ভাবে ব্যাখ্যা করা হবে? ১৩ পদ

৩। ১৫- ২২ পদ গুলো কি আধুনিক মন্ডলী গুলোর বিভক্ত হওয়ার বিষয় গুলো নিয়ে মন্তব্য করেছেন?

৪। লিস্ট এবং বৈশিষ্ট গুলো তুলে ধর রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় নেতাদের যীশুর সময়ে পলেষ্টিয়তে

৫। কেন এই দলের লোকেরা যীশুকে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছিল?

মথি ২৩

আধুনিক অনুবাদে অনুচ্ছেদ গুলির বিভাগ সমূহ

UBS4	NKJV	NRSV	TEV	JB
ধর্ম নেতা ফরিশী সদ্দুকীদের বিরুদ্ধে কথা ২৩:১- ১২	ফরিশী ও সদ্দুকীদের বিরুদ্ধে কথা ২৩:১- ৩৬	যীশু ফরিশীদের আইন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়াকে সাবধান করে দিয়েছিলেন ২৩:১- ১২	ফরিশী এবং সদ্দুকী তাদের অন্ডামী ২৩:১- ৭	
২৩:১৩ ২৩:১৪ ২৩:১৫ ২৩:১৬- ২২ ২৩:২৩- ২৪ ২৩:২৫- ২৬ ২৩:২৭- ২৮		২৩:১৩- ১৫ ২৩:১৬- ২২ ২৩:২৩- ২৪ ২৩:২৫- ২৬ ২৩:২৭- ২৮	যীশু তাদের গোড়ামীকে অবমাননা করেন ২৩:১৩ ২৩:১৪ ২৩:১৬- ২২ ২৩:২৩- ২৪ ২৩:২৫- ২৬ ২৩:২৭- ২৮	ফরিশী ও সদ্দুকীদের নির্দেশনা ২৩:১৩ ২৩:১৪ ২৩:১৫ ২৩:১৬- ২২ ২৩:২৩- ২৪ ২৩:২৫- ২৬ ২৩:২৭- ২৮
২৩:২৯- ৩৬		২৩:২৯- ৩৬	যীশু তাদের শাস্তি সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী বলেন ২৩:২৯- ৩০	২৩:২৯- ৩২
যিরুশালেমের দুঃখ প্রকাশ ২৩:৩৭- ৩৯	যীশু যিরুশালেমে দুঃখ প্রকাশ ২৩:৩৭- ৩৯	যিরুশালেমে দুঃখ ২৩:৩৭- ৩৯	যীশু যিরুশালেমকে ভাল বাসেন ২৩:৩৭- ৩৯	যিরুশালেম ধ্বংশ ২৩:৩৭- ৩৯

পড়া শুনার তিনটি ধাপঃ (দেখুন ৭)

এটি একটি পড়া শুনার দিক নির্দেশক গ্রন্থ যার অর্থ আপনার বাইবেল অনুবাদে আপনাকেই দায়িত্ববান হতে হবে। আমাদের প্রত্যেক জনকেই যে আলোতে আমরা আছি সে আলোতেই আমাদের চলতে হবে। বাইবেল এবং পবিত্র আত্মায় হবে আপনার অনুবাদে প্রধান বিষয়। আপনাকে এটি অবশ্যই দিক নির্দেশকের নিকট ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।
একটি অধ্যায় একই সময়ে পড়ে শেষ করতে হবে। বিষয় বস্তু গুলোকে চিহ্নিত করতে হবে। উপরের অনুবাদের বিষয় বস্তুর বিভাগ গুলোর সাথে তুলনা করুন অনুচ্ছেদ গুলি অনুপ্রানিত নয় কিন্তু ইহা লেখকের আসল উদ্দেশ্য সমূহকেই অনুসরন করার চাবিকাঠি যেটি হৃদয় গ্রাহী অনুবাদ প্রত্যেক অনুবাদের শুধুমাত্র একটি বিষয় বস্তু।

১। প্রথম অনুচ্ছেদ
২। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ
৩। তৃতীয় অনুচ্ছেদ

অবস্থান গত অন্তঃদৃষ্টিঃ
ক) যীশু যিহুদীদের মধ্যে যে ফাটল ধরেছে তা হচ্ছে যিরুশালেমে ক্ষমতার প্রয়োগের উদ্দেশ্যের জন্য।
খ) যীশু পূনঃবার শিক্ষা দিতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু তারা তাদের ঐতিহ্যগত ও জাতীয় বোধের ধারনাকে ছাড়তে পারেনি। তারা বারবার প্রশ্নের মাধ্যমে ফাঁদে ফেলতে চেয়েছেন। তাদের প্রশ্ন ছিল সাধারনত বিতর্কিত রব্বীদের হিল্লাল স্কুল এবং সামাই অর্থাৎ গোড়ামীর উপর। তারা আশা করেছিল যে যীশু কোন দলকে সমর্থন করবে অথবা অন্যদলকে।
গ) যীশুর মন্দির পরিষ্কারটি উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবেই বিতর্কিত করে তুলেছে (যোহঃ ২ঃ১৫, মথিঃ ২১ঃ১২- ১৭)
ঘ) যীশু ডুমুর গাছটিকে অভিশাপ দিলেন ইঙ্গিতটি ছিল ইস্রায়েল বাড়ীর উপর (মথিঃ ২১ঃ১৮- ২২) এবং অন্যান্য দুইটি উদাহারনই ছিল প্রত্যাখ্যানের (মথিঃ ২১ঃ২৮- ৪৬, ২২ঃ১- ১৪)
ঙ) এই অধ্যায়টি যীশু খ্রীষ্টকে ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা প্রত্যাখ্যানের চিত্র ইহা অনিশ্চিয়তা যে, যদি যীশু শব্দটি প্রত্যাখ্যানে প্রতিফলিত ও হয় যিহুদীদের দ্বারা অর্থাৎ সমগ্র যিহুদী জাতি অথবা শুধুমাত্র ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা।
চ) বাইবেলের অন্যান্য সমালোচনা অনুযায়ী ধর্মীয় নেতাদের সাদৃশ্য অনুসারে মার্কঃ ১২ঃ৩৮- ৪০, লূকঃ ১১ঃ৩৯- ৫৪, ২০ঃ৪৫- ৪৭। যীশু সব চাইতে মারাত্মক রুঢ় শব্দটি ব্যবহার করেছেন ধর্মীয় নেতাদেরকে উদ্দেশ্য করে।

শব্দ এবং শব্দ গুচ্ছের পড়া

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২৩ঃ১- ১২
১। পরে যীশু লোকদের কাছে ও তাঁর শিষ্যদের কাছে বললেন।
২। আইন কানুন শিক্ষা দেবার ব্যাপারে ধর্মশিক্ষকেরা ও ফরিশীরা মোশীর জায়গায় আছেন।
৩। এই জন্য তারা যা কিছু করতে বলেন তা কর এবং যা পালন করবার আদেশ দেন তা পালন কর। কিন্তু তাঁরা যা করেন তোমরা তা কর না, কারন তাঁরা মুখে যা বলেন কাজে তা করেন না।

৪। তাঁর ভারী ভারী বোঝা বেঁধে মানুষের কাঁধে চাপিয়ে দেন, কিন্তু সেগুলো সরাবার জন্য নিজেরা একটা আংগুল ও নাড়াতে চান না।
৫। লোকদের দেখাবার জন্যই তারা কাজ করেন। পবিত্র শাস্ত্রের পদ লেখা তাবিজ তারা বড় করে তৈরী করেন আর নিজেদের ধার্মিক দেখাবার জন্য চাদরের কোনায় কোনায় লম্বা থোপুনা লাগান।
৬। ভোজের সময় সম্মানের জায়গায় এবং সমাজ ঘরে প্রধান প্রধান আসনে তারা বসতে ভাল বাসেন।
৭। তারা হাটে বাজারে সম্মান খুঁজে বেড়ান আর চান যেন লোকেরা তাঁদের গুরু বলে ডাকে।
৮। "কেউ তোমাদের গুরু বলে ডাকুক তা চেয়ো না, কারন তোমাদের গুরু বলতে কেবল এক জনই আছেন, আর তোমরা সবাই ভাই ভাই।"
৯। এই পৃথিবীতে কাউকেই পিতা বলে ডেকো না, কারন তোমাদের এক জনই পিতা আর তিনি স্বর্গে আছেন।
১০। কেউ তোমাদের নেতা বলে থাকুক তা চেয়ো না, কারন তোমাদের নেতা বলতে কেবল এক জনই আছেন, তিনি মশীহ।
১১। তোমাদের মধ্যে যে সব চেয়ে বড় সে তোমাদের সেবাকারী হোক।
১২। যে কেউ নিজেকে উচু করে তাকে নীচু করা হবে এবং যে কেউ নিজেকে নীচু করে তাকে উচু করা হবে।

২৩:১ পদঃ "যীশু জনতাদের সাথে কথা বললেন" এটা ধর্মীয় নেতাদের প্রতি জন সাধারনের ঘোষনা। যদিও অনুসরন কৃত বাক্য গুলো ফরিশী সদস্যদের কাছে বর্ণনা করা হয়নি তবুও অতি সাধারন ভাবে তাদের বৈশিষ্টকে তুলে ধরেছেন।
২৩:২ পদঃ "সদ্দুকী" এরা হচ্ছে ইস্রায়েলদের আইন লেখায় অত্যন্ত পারদর্শী (পুরাতন নিয়ম) এবং মৌখিক আইন (তালমুদ) এবং তাঁরা স্থানীয় ব্যবহারিক কাজ গুলো প্রয়োগ করতে। ফল শ্রুতিতে তারা স্থানীয় লেবীয়দের প্রথা পুরাতন নিয়মের কার্যক্রমকে তুলে ধরেছেন।
"ফরিশী" এটি ছিল যিহুদীদের একটি প্রতিজ্ঞাত দল যেটি মাক্ক্যাবিয়ের সময়ে উনত হয়। তারা পুরাতন নিয়মে লেখা এবং সমস্ত মৌখিক প্রথাকে গ্রহন করেছিল সব ফরিশীরায়। আবার লেখক নয়, কিন্তু বেশীর ভাগই ছিলেন ফরিশীদের আদি এবং ধর্মতত্ত্বকে পরিপূর্ণ ভাবে আলোচনার জন্য ২২:১৫ পদ দেখুন।
"মোশীর জায়গা" এটি স্থানীয় সমাজ গৃহের শিক্ষা অথবা স্থানীয় যিহুদী কমিউনিটিকেই নির্দেশ করে।
২৩:৩ পদঃ 'তাঁরা যা কিছু করতে বলেন তাই করো" যীশু তাদের বলেছিলেন যে আইনের সত্যকে দেখাতে পারে, তবে তোমাদের তাই করতে হবে। ঈশ্বরের বাক্য সত্য ইহা ঘোষনার কোন জিনিষ নয়।
"কিন্তু তারা যা করে তা তোমরা কর না" তাদের জীবন ধারন এবং তাদের আচার আচরনেই তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট ফোটে উঠে (মথি ৭)
২৩:৪ পদঃ 'তারা ভারী বোঝা মানুষের ঘারে চাপিয়ে দেয়।" এটি ছিল রূপক সংস্কৃতি যেটি অতিরিক্ত বোঝা অথবা সঠিক ওজন নয় গৃহ পালিত পশুর জন্য সেটাকে বুঝানো হয়েছে। (১১:২৮-৩০) ধর্মীয় নেতারা সাধারন মানুষের জন্য কখনও কোন সহানুভূতি দেখায় নাই। (লূকঃ ১১:৪৬, প্রেরিতঃ ১৫:১০)

এখানে গ্রীক পান্ডুলিপি বিভিন্ন পদের মধ্যে আছে। ইহা অনিশ্চিত শব্দ গুচ্ছ "কঠিন বহন করতে" আসল অথবা সদৃশ্য করা হয়েছে লূকঃ ৬ঃ২,৫,১৬)

- N A S B – "তারা"
  N K J B, N K S V –
  T E V –
  J B –

এই কালো রংয়ের চামড়ার বাক্সগুলি পুরাতন নিয়মের শাস্ত্রকেই বহন করে। যাত্রাঃ ১৩ঃ৩– ১৬, দ্বিতীঃ ৬ঃ৪– ৯, দ্বিতীয় বিঃ ১১ঃ১৩– ২১ পদ। তারা চামড়ার তৈরী ছোট ছোট পুরিয়া যা বাঁ বাহুতে ও কপালে বেধে রাখা হত চোখের উপরে।
এটি সাহিত্যে উপরে ছিল যাত্রাঃ ১৩ঃ৩– ১৬, দ্বিতীয় বিবঃ ৬ঃ৪– ৯, দ্বিতীয় বিবঃ ১১ঃ১৮। এই শাস্ত্র গুলি বিশ্বাসী বর্গদের আলো হিসাবে পরিচালনা। কালো বক্সগুলিকে তাদের কপালে দেয় নাই।

- N A S B
  N K J V
  N K S V
  T E V
  J **B**

এ গুলি নীল রংয়ের গহনা তাদের দড়িতে প্রার্থনার চাদরে যেটি তাদেরকে **Torah** কে স্মরন করিয়ে দেয়। (গননাঃ ১৫ঃ৩০ এবং দ্বিতীয় বিবঃ ২২ঃ১২ পদ)
২৩ঃ৭ পদঃ "রব্বি" এটি অরামীয় শব্দ এই পদবীটি অত্যন্ত সম্মানের। এই পদবীটি সমালোচনা করা হয় (রব্বি, বাবা, নেতা) কারন এ পদবীটি সম্মানের এবং উচ্চপদের সাথে জড়িত, ইহা যিহুদী ধর্মের পঞ্চম শতাব্দীতে। যে নেতাদেরকে ভাল বাসে তাদেরকেই সম্মান প্রর্দশন করে এ পদবীতে ডাকতেন। **N K J V** শাস্ত্রে অংশ গুলো গ্রহন কওে দ্বৈত শব্দ গুলো ব্যবহার করেছেন।
"রব্বি" এটি প্রথাগত (১) ভাব গম্ভীর ভাবে যুক্ত করা হয়েছে। (২) ভন্ডামীকে দেখিয়েছেন (৩৭ পদ) যাহা হোক আদি গ্রীক শাস্ত্র (N এবং B আচার ব্যবহার) শুধুমাত্র একটি বার গ্রহন করা হয়েছে।
২৩ঃ৮ পদঃ বিশ্বাসী বর্গরা ঈশ্বরের সামনে সবাই সমান, অতএব এই পদবীটি যত্ন সহকারে পদবী ব্যবহার করতে হবে।
২৩ঃ১১ পদঃ "যে কেউ নিজে কে উচু করে তাকে নীচু করা হবে" এটি বর্তমানের বাইবেলের বিষয় ইয়োবঃ ৪ঃ৬, ১ম পিতরঃ ৫ঃ৫ পদ।

N A S B (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২৩ঃ১৩– ১৪
২৩ পদঃ কিন্তু ভন্ড ধর্মশিক্ষক ও ফরিশীরা, ধিক, আপনাদের। আপনারা লোকদের সামনে স্বর্গ রাজ্যের দরজা বন্ধ করে রাখেন। তাতে নিজেরাও ঢুকেন না আর যারা ঢুকতে চেষ্টা করেছে তাদেরও ঢুকতে দেন না।
১৪ পদঃ "ভন্ড ধর্মশিক্ষক ও ফরিশীরা, ধিক আপনাদের। এক দিকে আপনারা লোকদের জন্য লম্বা লম্বা প্রার্থনা করেন, অন্য দিকে বিধবাদের সম্পত্তি দখল করেন। এ জন্য আপনাদের

অনেক বেশী শাস্তি হবে।

২৩:১৩ “ধিক আপনাদের” এই অংশকে (১৩- ৩৬) “৭টি ধিক” হিসাবে জানা আছে। ধিক হচ্ছে আশীবার্দের বিপরীত। লূকে একই ধরনের যীশুর পর্বতে দত্ত উপদেশ, তিনি যোগ করেছেন ‘ধিক’ ৪টি অষ্ট কল্যান বাণী (৫:৩- ১১, লূক: ৬:২০- ২৬) পুরাতন নিয়মে ‘ধিক’ পরিচিত করা হয়েছে ভাববাদীদের “স্তত্র” ইহার বৈশিষ্ট ঠিক কবর দেওয়ার বাজনার মত ঈশ্বরের বিচারকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
“ভন্ড” এটি গ্রীকের ঈড়সঢ়ড়ঁহফ শব্দ “বিচারিত হবে” এটি অমঙ্গলের সংকেত হিসাবে বর্ণনা করার জন্য ব্যবহার করেছেন যে নাকি এখানে গুরুত্ব পূর্ণ একটি অংশ নিয়েছে।
“আপনারা লোকের সামনে দরজা বন্ধ করে রাখেন” আধুনিক সেকুলার লোকেরা যীশু এত বেশী প্রত্যাখান করে না যে ভাবে তিনি আধুনিক মন্ডলী গুলোকে জীবন এবং প্রাধান্য দিয়ে মন্ডলীর উপস্থাপন করেছেন। এই ভাবে যিহুদী ধর্ম নেতারা করেছিলেন যীশুর সময়ে।
২৩:১৪ পদ: ১৪ পদে গ্রীক পান্ডুলিপির নয় A B C D অথবা L এবং এই জন্য সম্ভবত এর আসল মথিতে নয়। ইহা সম্ভবত মার্ক: ১২:৪০ অথবা লূক: ২০:৪৭ পদ থেকে নথি করা হয়েছে। ইহা পূর্বে কতগুলো গ্রীক পান্ডুলিপিতে উত্থাপিত হয়েছে ১৩ পদ এবং তার কিছু পরে ১৩ পদ।

N A S B (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ: ২৩:১৫ পদ
১৫ পদ: ভন্ড ও ধর্মশিক্ষক ও ফরিশীরা, ধিক আপনাদের। একটি মাত্র লোকদের আপনাদের ধর্ম মতে আনবার জন্য আপনারা দুরিয়ার কোথায় না জান। আর যখন আপনাদের ধর্ম মতে আসে তখন আপনারা নিজেদের চেয়ে তাকে অনেক বেশী করে নরকের উপযুক্ত করে তোলেন।

২৩:১৫ পদ: “একজনকে ধর্মান্তরিত করে” এখানে দুই ধরনের যিহুদী ধর্মান্তরিত আছে (১) যারা ত্বকছেদ করেছিল, নিজে বাপ্তিস্ম নিয়েছে এবং বলি উৎস্বর্গ করেছে তাদেরকে ‘দ্বারে ধর্মান্তরিত’ বলা হয়েছে ।
(২) তারা নিয়মিত সমাজ গৃহে উপস্থিত হয়েছে তাদেরকে বলা হয়েছে “ঈশ্বরের ভীরু”

২৩:১৫,৩৩ “নরক” “গ্যাহেনা” এই শব্দটি হিব্রু শব্দ “উপতক্যা” এবং “হিনোম” থেকে এসেছে। এটি ছিল অশুচীদের উর্বরতার আগুন দেবতা দক্ষিন যিরুশালেমের পথে উপাসনা করেছিল শিশু উৎস্বর্গের দ্বারা তারা সেটি চর্চা করত (মলেক) ২রাজা: ১৬:৩,১৭:১৭,২১:১৬, ২য় কর: ২৮:৩; ৩৩:৬) ইহা যিরুশালের পরিত্যাক্ত আর্বজনার স্থান হিসাবে পরিনত হয়। যীশু এটি পৃথিবীস্থ রূপক হিসাবে স্বর্গ সম্পর্কে এবং অনন্ত বিচার সম্পর্কে ব্যবহার করেছেন।
এই শব্দটি যীশু ব্যবহার করেছেন যাকোব: ৩:৬ পদ বাদে। যীশু পন্ডিত লোকদের ভাল বাসেন তিনি কোন দিন তাদের বাধা দেন না যার ফল হবে প্রত্যাখাত তার বাক্য এবং কাজ তিনি ঐ ভাবে ব্যবহার করতেন না। ২৫:৪৬ যীশু ঈশ্বরের সহভাগিতা থেকে অনন্ত আলাদা হওয়ার সত্যটাকে

নিশ্চিত ভাবে বলতে পারে না। ইহা সত্য যে, তার অনুসরন কারীদের অবশ্যই মারাত্মক ভাবে নিতে মেনে নিতে হবে। নরক হচ্ছে একটি বিয়োগান্ত নাটক মানুষের জন্য এবং খোলা খোলি ভাবে আহত রক্ত স্রাবের মত ঈশ্বরের অন্তরে যে কোন দিন সুস্থ হবে না।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২৩ঃ১৬- ২২ পদ
১৬ পদঃ "ধিক আপনাদের" আপনারা নিজেরা অন্ধ অথচ অন্যদের পথ দেখান। আপনারা বলে থাকেন, উপাসনা ঘরের নামে কেউ শপথ করলে তাতে কিছু হয় না, কিন্তু যদি কেউ উপাসনা ঘরের সোনার নামে শপথ করে তবে সে সেই শপথে বাঁধা পড়ে।
১৭ পদঃ মূর্খ ও অন্ধের দল, কোনটা বড়? গোনা, না সেই উপাসনা ঘর যা সেই সোনাকে ঈশ্বরের জন্য আলাদা করে রাখে?
১৮ পদঃ আপনারা আবার এই কথাও বলে থাকেন, বেদীর নামে কেউ শপথ করলে কিছুই হয় না, কিন্তু যদি কেউ সেই বেদীর উপরে যে দান আছে তবে সে সেই শপথ গ্রহনে বাঁধা পড়ে।
১৯ পদঃ অন্ধের দল, কোনটা বড়? সেই দান না সেই বেদী যা সেই দানকে ঈশ্বরের জন্য আলাদা করে রাখে?
২০ পদঃ এই জন্য বেদীর নাম যে শপথ করে সে সেই বেদী এবং তার উপরের সব কিছুর নামেই শপথ করে।
২১ পদঃ পদ আর উপাসনা ঘরের নামে যে শপথ করে সে উপাসনা ঘর এবং তার ভিতরে যিনি থাকেন তারই নামে শপথ করে।
২২ পদঃ যে স্বর্গের নামে শপথ করে সে ঈশ্বরের সিংহাসন এবং যিনি তার উপর বসে আছেন তাঁরই নাম শপথ করে।

২৩ঃ১৬ পদঃ "অন্ধ পরিচালনা" এটি বিদ্রোপার্থক উপমা ধর্মীয় নেতাদের জন্য (১৫ঃ১৪, ২৩ঃ১৬,২৪)
২৩ঃ১৬- ২২ "শপথ দ্বারা" প্রত্যেকটি ঈশ্বরের উপাসনার সঙ্গে সম্পর্ক ও ঐ গুলোর নামে শপথ করা আর ঈশ্বরের নাম নেওয়া একই কথা।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২৩ঃ২৩- ২৪
২৩ ভন্ড ও ধর্ম শিক্ষক ও ফরিশীরা, ধিক আপনাদের! আপনা পুদিনা, মৌরি আর জিরার দশ ভাগের একভাগ ঈশ্বরকে ঠিক মতই দিয়ে থাকেনঃ কিন্তু ন্যায়, দয়া এবং বিশ্বস্ততা, যা মোশীর আইন কানুনের আরো দরকারী বিষয় তা আপনারা বাদ দিয়েছেন আগের গুলো পালন করার সঙ্গে সঙ্গে পরের গুলো পালন করা আপনাদের উচিত। আপনারা নিজেরা অন্ধ অথচ অন্ধদের পথ দেখান। একটা ছোট মাছি ও আপনারা ছাকেন অথচ উট গিলে ফেলেন।

২৩ঃ২৩ পদঃ "আপনারা পুদিনা মৌরি আর জিরার দশ ভাগের একভাগঃ " তাদের ন্যায্যতায় তারা ছোট ছোট মশলা গুলোও গুনবে ঠিক সেই ভাবে পংখানুপংখু ভাবে শতকরা দশ ভাগ ঈশ্বরকে দিবে, কিন্তু তারা ন্যায্যতাকে ভালবাসা, বিশ্বস্ততাকে ঘৃনা করে থাকে। নূতন নিয়ম দশ ভাগ গ্রহন করার বিষয়কে বলেননি। নূতন নিয়মের অন্তরাগারে শতকরা হিসাবে ধরে দেওয়ার বিষয় পাওয়া যায়নি। (২য় করঃ ৮- ৯) নূতন নিয়মের বিশ্বাসী বর্গরা অবশ্যই অত্যন্ত সচেতনার সাথে খ্রীষ্ট ধর্মে ঘুরে নূতন আইন সিদ্ধতার খোজে (খ্রীষ্টান তালমুদ) তারা ঈশ্বরকে উপস্থিত করার জন্য ঈশ্বরকে অনুরোধ করেন কারন তারা প্রতিটি এলাকার জন্য ঈশ্বরের পরিচালনাকে পেতে চাই। যাহোক

ধর্মতাত্ত্বিক ভাবে ইহা খুব বিপদজনক পুরাতন চুক্তিকে তুলে ফেলা যেটি নূতন নিয়মে নিশ্চিত না এবং তারা এটি মতবাদ মূলক বিশেষ নির্দায় করে যখন তারা কারন দাবী করেছিল অথবা উন্নতির প্রতিজ্ঞা করে।
২৩:২৪ "একটা ছোট মাছিও আপনারা ছাঁকেন অথচ উট গিলে ফেলেন।" এ বাক্যটি অরামিক শব্দ **grnat** (মাছি) "গামলা" এবং উট "গামলা" যীশু তার মন্তব্য গুলোতে উট কথাটি ব্যবহার করেছেন। কারন মাছি ছিল তাদের কাছে সব চেয়ে ক্ষুদ্র অশুচী প্রাণী, আর উট ছিল সব চেয়ে বড় প্রাণী।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২৩:২৫- ২৮
২৫ "ভন্ড ও ধর্ম শিক্ষক ও ফরিশীরা, ধিক আপনাদের! আপনারা থালা বাটির বাইরের দিকটা পরিষ্কার করে থাকেন, কিন্তু সে গুলোর ভিতরের দিকটা পরিষ্কার করুন, তাতে তার বাইরের দিকটাও,
২৭ "ভন্ড শিক্ষক ও ফরিশীরা, ধিক আপনাদের! আপনারা চুনকাম করা কবরের মত, যার বাইরের দিকটা সুন্দর কিন্তু ভিতরটা মরা মানুষের হাড়- গোড় ও সব রকম ময়লায় ভরা।
২৮ ঠিক সেই ভাবে, বাইরের আপনারা লোকদের চোখে ধার্মিক কিন্তু ভিতরে ভন্ডামী ও পাপে পূর্ণ।

২৩:২৫ "আপনারা থালা বাটির বাইরেরটা পরিষ্কার করে থাকেন" তারা অনুষ্ঠানাদির পরিষ্কার পরিছন্নতাকে বেশী জোড় দিয়ে থাকেন কিন্তু তাদের আচরন আর মনোভাব ঈশ্বর থেকে অনেক দুরে। (যিশাঃ ২৯:১৩ পদ)
২৩:২৭ পদঃ "আপনারা চুনকাম করা কবরের মত" যিরুশালেমের নাগরিকগন কবর গুলোকে সাদা রং করা হত উৎসবের পূর্বে তীর্থ যাত্রীরা দুর্ঘটনা বসত এটিকে স্পর্শ করে এবং পরে উৎসবটি অশুচী হয়ে উঠবে এবং দীর্ঘ পথ হেটে আসার পরেও তারা অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারত না। (গননাঃ ১৯:১৬) এগুলি যিহুদী ধর্ম নেতাদেরকে কবরের রং করার মত তাদের বাহ্যিক চেহারাকে বুঝিয়েছেন।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২৩:২৯- ৩৩
২৯ পদঃ ভন্ড ও ধর্ম শিক্ষক ও ফরিশীরা, ধিক আপনাদের! আপনারা নবীদের কবর নূতন করে গাঁথেন এবং ঈশ্বর ভক্ত লোকদের কবর সাজান।
৩০ পদঃ আপনারা বলেন, "আমরা যদি আমাদের পূর্ব পুরুষদের সময় বেঁচে থাকতাম তবে নবীদের খুন করবার জন্য তাঁদের সঙ্গে যোগ দিতাম না।"
৩১ পদঃ এতে আপনারা নিজেদের বিরুদ্ধে এই স্বাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নবীদের যারা খুন করেছে আপনারা তাদেরই বংশধর।
৩২ পদঃ তাহলে আপনাদের পূর্ব পুরুষেরা যা আরম্ভ করে গেছেন তার বাকী অংশ আপনারা শেষ করুন।
৩৩ পদঃ সাপের দল ও সাপের বংশধরেরা। কেমন করে আপনারা নরকরে শাস্তি থেকে রক্ষা পাবেন ?

২৩:২৯ পদঃ "আপনারা নবীদের কবর নূতন করে গাথেন" পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের লোকেরা ঈশ্বরের ভাববাদীদের খুন করতেন এবং তাদের জন্য বড় ধরনের কবর নির্মান করত । পর্বতের বিল্ডিংর প্রতি ঈশ্বরের বক্তব্য কারীদেরকে ঈশ্বর চালাচ্ছেন না। কিন্তু তিনি তার বাক্যে বাধ্য থাকাকে চেয়েছিলেন। (৩৪- ৩৫ পদ) পুরাতন নিয়মের নুতন হিসাবে ভাববাদীদের হত্যা করেছিল, এই সব নেতারা তার অনুসরণ কারীরা যীশুকে হত্যা করেছিল।

২৩:৩০ পদঃ 'যদি' এটি হয় শ্রেনীর শর্তশাপেক্ষ বাক্য যেটি বলা হচ্ছে "যার ফল বিপরীত" একটি প্রতিজ্ঞা বা উদাহরন তৈরী করা হয়েছিল ভ্রান্ত এবং এই জন্য যে উপসংহার টানা হয়েছে সেটিও মিথ্যা।

২৩:৩৩ "সাপের দল আর সাপের বংশধর" যীশু সর্বদায় বিনম্র বা দয়ালু ছিলেন না। "অন্য দিকে ও ঘুরতেন" মানুষের বারংবার ছবির দিকে। (৩:৭, ১২: ৩৪) ধর্মীয় আত্নধার্মিক কপতিরা নিজেদেরকে ধার্মিক বলে সব সময় গর্ব করত কিন্তু যীশু তাদের কষ্টসহ দোষারোপ করেছিলেন- এবং এখন ও করে থাকেন।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ৩৪- ৩৬

৩৪ পদঃ আমি আপনাদের কাছে নবী, জ্ঞানী লোক এবং ধর্মশিক্ষকদের পাঠাচ্ছি। আপনারা তাদের মধ্যে কয়েকজনকে খুন করবেন এবং কয়েকজনকে ক্রুশে দেবেন। কয়েকজনকে আপনাদের সমাজ ঘরে চাবুক মারবেন এবং কয়েকজনকে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রাম ছাড়া করে বেড়াবেন।

৩৫ পদঃ এই জন্য নির্দোষ হেবলের খুন থেকে আরম্ভ করে আপনারা যে বরখিয়ের ছেলে সখরিয়কে পবিত্র স্থান আর বেদীর মাঝখানে খুন করেছিলেন, সেই সখরিয়ের খুন পর্যন্ত পৃথিবীতে যত নির্দোষ লোক খুন হয়েছে আপনারা সেই সমস্ত রক্তের দায়ী হবেন।

৩৬ পদঃ আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, এই কালের লোকেরাই সেই সমস্ত লোকের দায়ী হবে।

২৩:৩৪ পদঃ "আমি আপনাদের কাছে নবী প্রেরন করছি এবং সাথে নবী ও জ্ঞানী লোক ও সদ্দুকীদের" ঈশ্বর তার কার্যক্রমকে চালিয়ে যেতে চান তাঁর নির্বাচিত বক্তাদের প্রকাশিত করার মাধ্যমে। (২১:৩৪- ৩৬, ২৩:৭৭) যিহুদীরা ঈশ্বরের সত্যতা সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন, তারা ইহা প্রত্যাখান করতে নির্বাচন করল। (যিশাইয়: ৬:৯- ১৩, যিরঃ ৫:২০- ২৯)

- "আপনারা তাদের মধ্যে কয়েকজনকে খুন করবেন ও কয়েকজনকে ক্রুশে দেবেন।" অত্যাচারের নাটকীয় ভবিষ্যৎ বাণী নাটকীয় ভাবে পরিপূর্ণ হয়েছিল খ্রীষ্ট ধর্মের প্রথম দিন গুলোতে। ঈশ্বর বক্তব্য করবার পন্ডিত লোকদেরকে উঠিয়ে ছিলেন এমনকি ধর্মীয় লোকদেরকেও ঈশ্বরের বাক্যের ও ইচ্ছার বিরুদ্ধ থেকে।

২৩:৩৫ পদঃ "হেবল" দেখুন আদিঃ ৪:৮ পদ "সখরিয়" যে ভাববাদীকে এখানে নির্দেশ করা হয়েছে তাঁকে নিয়ে অনেক আলোচিত হয়েছে। যাকে একমাত্র হত্যা করা হয়েছিল এ নামের মাধ্যমেই পাওয়া গেছে ২করঃ ২৩:২- ২২ কিন্তু তার পিতার নাম আলাদা এই নির্দেশনা থেকে। সে যা হোক লূকে এটি সমসাময়িকঃ ২১:৫১ পদটি বাবার নাম তুলে ধরা হয়নি গ্রীক যেমন করেছে গ ঝ ঝ ঘ মথিতে।

সখরিয় বন্দিতের পরের ভাববাদীর এই নাম ছিল কিন্তু এই ব্যাপারে তাকে হত্যা করা হয়নি। মনে হয় সেখানে অন্য একজন ভাববাদী ছিলেন এই নামে যার সম্পর্কে আমরা কিছুই জানিনা। সে

যাহোক হেবলেই প্রথম খুন করা হয়েছে পুরাতন নিয়মে তারপর যেটি হবে শেষ খুনি কারন (পৎবরবপষু) হচ্ছে শেষ বই পুরাতন নিয়মে।

২৩:৩৬ পদ: "এই কালের লোকেরাই সমস্ত রক্তের দায়ী হবে" একটা ধারনায় যীশু প্রতিজ্ঞাকে এখানে দেখানো হয়েছে। (১০:২৩; ২৩:৩৬, ২৪:৩৪) তিনি ছিলেন ঈশ্বরের বিকল্প বক্তা। যখন ধর্মীয় নেতারা এবং সাধারন মানুষেরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল তখন যে খানে কোন আশা ছিল না শুধু বিচার ছিল। নূতন যুগে পবিত্র আত্মা এসেছে।

N A S B (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ: ২৩:৩৭- ৩৯ পদ।

৩৭ পদ: যিরুশালেম হায় যিরুশালেম! তুমি নবীদের খুন করে থাক এবং তোমার কাছে যাদের পাটানো হয় তাদের পাথর মেরে থাক। মুড়গী যেমন বাচ্চাদের তার ডানার নীচে জোড়ে করে তেমনি আমি তোমার লোকদের কতবার আমার কাছে জড়ো করতে চেয়েছি, কিন্তু তারা রাজি হয়নি।

৩৮ পদ: হে যিরুশালেম লোকেরা, তোমাদের বাড়ী তোমাদের সামনে খালী হয়ে পড়ে থাকবে।

৩৯ পদ: "আমি তোমাদের বলছি যে পর্যন্ত না তোমরা বলবে, যিনি প্রভুর নামে আসছেন তাঁর গৌরব হোক; সেই পর্যন্ত তোমরা আর আমাকে দেখতে পাবে না।"

২৩:৩৭ পদ: "মুড়গী যেমন তার বাচ্চাদের ডানার নীচে জড়ো করে" Y H W H এবং যীশু রূপক ভাবে স্ত্রী লিঙ্গ ব্যবহার করেছেন তাঁর কাজ আচার আচরনকে বর্ণনা করার জন্য (আদি: ১:২, যাত্রা: ১৯:৫, দ্বিতীয়: ৩২:১১, যিশা: ৪৯:১৫, ৬৬:৯- ১৩) দেবত্বটি পুরুষ অথবা মহিলা কিন্তু আত্মা। তিনি লিঙ্গ সৃষ্টি করেছেন এবং উভয়কেই নিজের মত চমৎকার করে সৃষ্টি করেছেন।

২৩:৩৮ পদ: "তোমাদের বাড়ী তোমাদের সামনে খালী হয়ে পড়ে থাকবে" এটি যিরমিয় ২২:৫ পদে লেখা হয়েছে। ইহা যিরুশালেম ধ্বংশ সম্পর্কেই নির্দেশ করা হয়েছে ৭০ খ্রীষ্টাব্দে অথবা অন্য ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে। ঈশ্বর নিজেই ইস্রায়েলদের সাথে চুক্তি করেছেন তথাপিও তাদের অবিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটাতে। সেখানে একটি নূতন চুক্তি (যির: ৩১:৩১- ৩৪) এটি জাতিগত নয় কিন্তু ঈশ্বর ও তাঁর মোশীহের বিশ্বাসে।

২৩:৩৯ পদ: "যে পর্যন্ত না তোমরা বলবে" ইহা গীত: ১১৮:২৬- ২৭ পদে নির্দেশ করে যেটি তুরী ধ্বনীর সাথে প্রবেশের কথা বলা হয়েছে (মথি: ২১:৯) ইহা মোশীহের যিরুশালেমে আশ্চর্য ভাবে প্রবেশের মতই একই সখরি: ১২:১০ যে যিহুদীরা একদিন যাকে তারা বিদ্ধ করেছে তার দিকে ঘুরবে। (রোমী:৯)

প্রশ্ন গুলোর আলোচনা:

এটি একটি পড়া শুনার দিক নির্দেশক গ্রন্থ যার অর্থ আপনার বাইবেল অনুবাদে আপনাকেই দায়িত্ববান হতে হবে। আমাদের যে আলো আছে, আমাদের প্রত্যেক জনকে সে আলোতেই চলতে হবে । বাইবেল এবং পবিএ আত্মায় হবে আপনার অনুবাদে প্রধান বিষয়। আপনাকে এটি অবশ্যই দিক নির্দেশকের নিকট ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

এই প্রশ্নের আলোচনা গুলি বইয়ের অংশ গুলোই চিন্তা করতে আপনাকে সাহায্য করবে।

১। ধর্মীয় নেতাদের সাথে তাঁর সময়ে যীশু কেন সমালোচনা করেছেন ?

২। আমরা কিভাবে জানবো বিশ্বাস এবং চর্চা সম্পর্কে ?

৩। আচার আচরন কি কার্যক্রমের চেয়েও বিপদজনক ?
৪। নতুন নিয়মের প্রধান শিক্ষা কি দশমাংশ ?
৫। যীশু কি ইস্রায়েলদের একবারে প্রত্যাখান করেছেন ?

মথি : ২৪ অধ্যায়
অধ্যায় অনুযায়ী অনুবাদের বিভিন বিভাগ সমুহ

UBS - 4	NKJV	NRSV	TV	JV
মন্দির বিনাশের ভবিষ্যৎ বাণী ২৪:১- ২	মন্দির বিনাশ সম্পর্কে যীশু ভবিষ্যৎ বাণী করেন ২৪:১- ২	মন্দির বিনাশের ভবিষ্যৎ বাণী ২৪:১- ২	মন্দির বিনাশ সম্পর্কে যীশু কথা বলেছেন ২৪:১- ২	পট ভূমি ২৪:১- ৩
দু:খের আরম্ভ ২৪:৩- ১৪	সময়ের চিহ্ন ২৪:৩- ১৪	সময়ের শেষ সময় ২৪:৩- ৮ ২৪:৯- ১৪	সমস্যা এবং অত্যাচার ২৪:৩ ২৪:৪- ৮ ২৪:১৪	শোকের আরম্ভ ২৪:৪- ৮ ২৪:৯- ২৩ ২৪:১৪
মহা দূর্দশাটি ২৪:১৫- ২৮	মহা দূর্দশাটি ২৪:১৫- ২৮	২৪:১৫- ২৮	ঘৃণাসহ অত্যন্ত ভয় ২৪:১৫- ২২ ২৪:২৩- ২৫	যেরুশালেমের মহা দূর্দশাটি ২৪:১৫- ২২ ২৪:২৩- ২৫
			২৪:২৬- ২৭ ২৪:২৮	মনুষ্যপুত্র আসছেন যার প্রমান থাকবে ২৪:২৬- ২৮
মনুষ্যপুত্র আসছেন ২৪:২৯- ৩১	মনুষ্যপুত্র আসছেন ২৪:২৯- ৩১	২৪:২৯- ৩১	মনুষ্যপুত্র আসছেন ২৪:২৯- ৩১	সার্বজনীন পরিণতি এখানে আসছে ২৪:২৯- ৩১
পাঠটি ডুমুর গাছের ২৪:৩২- ৩৫	উপমাটি ডুমুর গাছের ২৪:৩২- ৩৫	২৪:৩২- ৩৫	পাঠটি ডুমুর গাছের ২৪:৩২- ৩৫	সময়টি এই সময়ে আসছে ২৪:৩২- ৩৫

অজানা দিন এবং ঘন্টা ২৪:৩৬- ৪৪	কেহ জানেনা সেই দিন ও সময়টি ২৪:৩৬- ৪৪	২৪:৩৬- ৪৪	কেহ জানেনা সেই দিন ও সময়টি ২৪:৩৬- ৪৪	সতর্ক থাকুন ২৪:৩৬- ৪৪
বিশস্ত বা অবিশস্ত দান ২৪:৪৫- ৫১	বিশস্ত দাস বা দুষ্ট দাস ২৪:৪৫- ৫১	২৪:৪৫- ৫১	বিশস্ত বা অবিশস্ত দাস ২৪:৪৫- ৫১	সচেতন দাসের উপমাটি ২৪:৪৫- ৫১

তৃতীয় চক্রটি পড়ি (পৃষ্টা ৭)
লেখকের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে অনুসরন করতে হবে, প্রতিটি অধ্যায়ের ধাপ সমূহ।
এটি একটি পড়া শুনার দিক নির্দেশক গ্রন্থ যার অর্থ আপনার বাইবেল অনুবাদে আপনাকেই দায়িত্ববান হতে হবে। আমাদের যে আলো আছে আমাদেরকে সেই আলোতেই চলতে হবে। বাইবেল এবং পবিএ আত্তায় হবে আপনার অনুবাদে প্রধান বিষয়। আপনাকে এটি অবশ্যই দিক নির্দেশকের নিকট ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।
এক বসাতেই অধ্যায় পড়া শেষ করতে হয়। বিষয়টি চিহ্নিত করুন। উপরে পাচঁটি চকের মত অনুবাদে বিভক্ত করে তুলনা করুন। ধাপ গুলো অনুপ্রেরনার নয়। কিন্তু লেখকের প্রকৃত আদৃশ্য অনুসরনের চাবিকাঠি, যা মনের অনুবাদ হয়। প্রতিটি ধাপে মাত্র একটি উদ্দেশ্য নিয়ে লেখা।

১। প্রথম ধাপ
২। দ্বিতীয় ধাপ
৩। তৃতীয় ধাপ
৪। ইত্যাদি।
অবস্থাগত অন্তঃদৃষ্টি ২৪:১- ৩৬ (সাদৃশ্য মার্কঃ ১৩:১- ৩৭)
(ক) নূতন নিয়ম প্রভুর আগমন বিষয়ক যা পুরাতন নিয়মের। ভাববাদীদের অন্তঃদৃষ্টির প্রতিফলন যে উদ্দেশ্য শেষ সময়ে সমকালীন অবস্থার মধ্যে যে কোন ঘটনা ঘটবে।
(খ) মথিঃ ২৪, মার্কঃ ১৪, এবং লূকঃ ২১, অনুবাদ করতে খুবই কঠিন, কারন তারা যুগপত সময়ের বিভিন প্রশ্নের অবতারনা করেছে।

(১) কখন মন্দিটি ধ্বংশ হবে? (২) মশীহের পূনরাগমনে কি চিহ্ন হবে? (৩) কখন সময়ের শেষ হবে?

(গ) নূতন নিয়মের বিজয় হচ্ছে প্রভুর আগমনের পাঠ, যা ভাববাদীদের ভাববাণী ও (ধঢ়ড়পধষুঃরবপ) রহস্য উদঘাটনের শেষ পুস্তকের সাথে সাধারন মিল খুজে পাওয়া যায়, যেটি উদ্দেশ্য সন্দেহ এবং উচ্চ ধরনের প্রতীক।
(ঘ) নূতন নিয়মের বিভিন পাঠ (মথিঃ ২৪, মার্কঃ ১৩, লূকঃ ১৭ এবং ২১ ১ম ও ২য় থিষ, এবং প্রকাশিত) যীশু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে বলা হয়েছে। এই পাঠ গুলো বিশেষ জোড় দিয়েছে - (১) নির্দিষ্ট সঠিক সময় ও ঘটনা সম্পর্কে অজানা কিন্তু ঘটনা আবার নিশ্চিত। (২) আমরা সাধারন সময় সম্পর্কে জানতে পারি কিন্তু ঘটনার নির্দিষ্ট সম্পর্কে জানতে পারি না। (৩) ইহা হঠাৎ ও অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটবে। (৪) আমদের অবশ্যই প্রার্থনা শীল, প্রস্তুত এবং বিশ্বস্ত সহকারে অর্পিত কাজ করে যেতে হবে।

(ঙ) সেখানে ধর্মতাত্ত্বিক দিক থেকে আপাত বিরোধী বলিয়া আশঙ্কা করে - (১) যে কোন সময়ে পরিবর্তন আসতে পারে (২৪:২৭,৪৪) বনাম প্রকৃত পক্ষে যে ইতিহাসের কিছু ঘটনা অবশ্যই ঘটতে পারে। (২) স্বর্গরাজ্যের ভবিষ্যৎ (মথি, মার্ক, লূক) বনাম স্বর্ঘরাজ্যের বর্তমান (যোহন)।

(চ) নূতন নিয়মের ভক্তি যে, কিছু ঘটনা দ্বিতীয় আগমনের পূর্বেই ঘটবে।

(১) সুসমাচারটি সমগ্র বিশ্বে প্রচারিত হবে (২৪:১৪, মার্ক: ১৩:১০)

(২) মহা সমারোহে সব পক্ষ ত্যাগ করবে (২৪:১০- ১৩,২১, ১ম তিম: ৪:১, ২য় তিম: ৩:১, ২য় তিম: ২:৩)

(৩) মানুষের পাপ প্রকাশিত হবে (দানি: ৭:২৩- ২৬, ৯:২৪- ২৭, ২য় থিষ: ২:৩)

(৪) সরানো হবে যারা আত্মসংযমী (২য় থিষ: ২:৬- ৭)

(৫) যিহুদী জাগরন (সখরিয়: ১২:১০, রোম: ১১—

(ছ) পদ ৩৭- ৪৪ মার্কের সাথে সমান্তরাল নয়। তাই পদ গুলো লূকের ১৭: ২৬- ৩৭ পদের সাথে কোন সাদৃশ্য নয়।

শব্দ ও শব্দ গুচ্ছের পড়া:-

ঘ অ ঋ ই (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ: ২৪:১- ২

১ পদ: যীশু মন্দির থেকে বের হয়ে আসলেন এবং রাস্তায় যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর শিষ্যগন তাকে উপসনা ঘরের দালা গুলোর দেখাবার জন্যে তাঁর কাছে আসলেন।

২ পদ: তখন যীশু তাদের বললেন "তোমরা বস্তুর সমস্ত কিছু দেখতে পাও না? সত্যিই আমি তোমাদের বলছি, একটি পাথরের উপর আর একটি পাথর থাকবে না সমস্তকে ছুড়ে ফেলা হবে না।"

২৪:১ পদ: মন্দিরটি, দেখুন, মার্ক: ১৩:১, ইহা গ্রীক শব্দ ছিল যার অর্থ মন্দিরটি সমস্ত জায়গাকে বলা হয়েছে। যীশু তখনও শিক্ষা দিচ্ছিলেন। (মথি: ২১:৩৩) এই মন্দিরটি ক্রমশই যিহুদী সমাজের মহা প্রত্যাশার জায়গা হিসাবে বিবেচিত হয়, কারন তাদের গভীর বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর একমাত্র যিহুদী জাতিকে ভাল বাসেন।

- "দালানটি" তারা চুনা পাথরে ও স্বর্ণ খচিকে মসৃণ করে সাজিয়ে ছিল। এই দালানটি প্রকল্প হাতে গ্রহন করেন হেরোদ এবং প্রায় ৪৬ বছর বেশী ধরে সম্পূর্ণ করেন (যোহন: ২:২০) এই প্রকল্পের অর্থই ছিল যিহুদীদের জব্দ করা, কারন তারা রাগান্বিত হয়ে ছিল কেননা ইদুমিন বা ইদম এরা তাদের কর্তৃত্ব করেছিল।

২৪:২ পদ: "পাথর" দেখুন মার্ক: ১৩:১, যোষেফাস আমাদের বলেন যে মহান হেরোদ চুনা পাথর বা মেজা পাথর দিয়ে মসৃণ করে তোলেন যে গুলো পার্শ্ব দেশ থেকে আনা হয়েছিল। ভিক্তি প্রস্তর এবং দালানের প্রস্তর ছিল বিরাট আকারের যথা - যেমন ২৫*৮*১২ কিউবিট (১ কিউবি= ১৮- ২১ ইঞ্চি) এই ভাবে সমগ্র দালানটি মোট পাথর ছিল আনুমানিক ৩৬০০ কিউবিট ফিট)

- একটি পাথর এর উপর আরেকটি পাথর ও থা*কবে না এবং যেটি ছুড়ে ফেলা হবে না" এটি একটি ব্যাকরনের দিক* থেকে কঠিন ভাবে ব্যাকরনের গঠন যেখানে বলা হবে দ্বৈত না বোধক। এ কথার অর্থ সম্পূর্ণ ধ্বংশ। কথাটি শিষ্যদেরকে হতবাক করেছিল। যোষেফাস আমাদের

বলেছেন ৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোমীয় সৈন্যগন সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংশ করে ধূলিসাৎ করেছিল যেখানে মোরিও পর্বতের উপর মন্দিরটি দাড়াঁনো ছিল (মিখাঃ ৩ঃ১২, যিরমীয়ঃ ২৬ঃ১৮)

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২৪ঃ৩
৩ পদঃ পরে যীশু জৈতুন পর্বতে বসেছিলেন, তখন শিষ্যেরা তার কাছে গোপনে এসে বললেন– আমাদের বলুন, কখন এই সব হবে এবং কি রকম চিহ্নের দ্বারা বোঝা যাবে, আপনার আসবার সময় ও যুগ শেষ হবার সময় হয়েছে? ”

বিশেষ বিষয়ঃ– শিষ্যদের দুটি প্রশ্নের উক্তর ২৪ঃ৩
(ক) সাবধান, ভ্রান্ত পরিচালনা, ভাক্ত ভাববাদী, চরম দূর্দশা, হিসাবে চিন্তা করে শেষ সময়কে।
(১) মথি’ ২৪ঃ৪– ৮, (২) মার্কঃ ১৩ঃ৫– ৮, (৩) লূকঃ ২১ঃ১২– ১৯
(গ) যিরুশালেম ধ্বংশ ও অধিবাসীদের ছিনভিন হওয়ার সাথে সম্পর্ক রেখে প্রথম প্রশ্নের উক্তর –
(ঘ) যীশুর আগমন বর্ণনার মাধ্যম দ্বিতীয় প্রশ্নের উক্তর –
(১) মথিঃ ২৪ঃ২৯– ৩১, (২) মার্কঃ ১৩ঃ২৪– ২৭, (৩) লূকঃ ২১ঃ২০– ২৪
(ঙ) যেরুশালেম পতনের অবস্থার কারন সতর্কতার সাথে অবলোকন ও পরামর্শ দান।
(১) মথিঃ ২৪ঃ৩২– ৩৫, (২) মার্কঃ ১৩ঃ২৮– ৩১, (৩) লূকঃ ২১ঃ২৯– ৩৩
(চ) খ্রীষ্টের আগমন নিয়ে সতর্কতার সাথে অবলোকন ও পরামর্শ।
(১) মথিঃ ২৪ঃ৩৬– ৪৪, (২) মার্কঃ ১৩ঃ৩২– ৩৭, (৩) লূকঃ ২১ঃ৩৪– ৩৬

২৪ঃ৩ পদঃ “জৈতুন পর্বতে বসলেন” এটা যেরুশালেম মন্দিরের পূর্ব পার্শ্বের মন্দিরের এলাকার শৈল চূড়া। মার্ক সুসমাচার চিহ্নিত করেছেন শিষ্যরা যীশুকে প্রশ্ন করেছেন – পিতর, যাকোব ও আন্দ্রিয় এসে প্রশ্ন করেছেন (মথি সুসমাচার শুধুমাত্র বলেছেন – শিষ্যরা তার কাছে এসেছে (পদ ১ এবং ৩)

- যখন এই সকল ঘটনা ঘটবে এবং তোমার আসার জন্যে কি চিহ্ন হবে” ? দেখুন মার্কঃ ১৩ঃ৪, লূকঃ ২১ঃ৭, মথিঃ ২৪ঃ৩, প্রশ্নটি প্রসারিত করতে সাহায্য করে। শিষ্যরা বিভিন ঘটনা ও চিহ্ন কার্য সম্পর্কে জানতে চাইল – (১) মন্দিরের ধ্বংশ। (২) দ্বিতীয় আগমন। (৩) শেষ সময়। শিষ্যরা মনে করেছিল সম্ভবতঃ তিনটি ঘটনাই এক সঙ্গে একই সময়ে ঘটবে।

বিশেষ সময়ঃ- নূতন নিয়ম অনুযায়ী খ্রীষ্টে পুনরাগমনঃ

পুনরাগমন বিশেষ জোড় দেয় যীশুর আগমন সম্পর্কে যেখানে সকল মানব সমাজ যীশুর সাক্ষাতে হবে (মুক্তিদাতা এবং বিচার কর্তা হিসাবে) পৌলের কথা অনুযায়ী বিভিন নাম বা পদবী এখানে দেওয়া হয়েছে। (১) দিনটি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের (১ম করিঃ ১:৮) (২) প্রভুর দিন (১ম করিঃ ৫:২, ২য় থিষঃ ২:২) (৩) প্রভু যীশুর দিন (১ম করিঃ ৫:৫, ২য় করিঃ ১:১৪) (৪) যীশু খ্রীষ্টের দিন (ফিলিঃ ১:৬) (৫) খ্রীষ্টের দিন (ফিলিঃ ১:১০, ২:১৬) (৬) তাঁর দিন (মনুষ্য পুত্রের) (লূকঃ ১৭:২৪) (৭) মনুষ্য পুত্রের দিন প্রকাশিত (লূকঃ ১৭:৩০) (৮) প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশের দিন (১ম করিঃ ১:৭) (৯) যখন যীশু স্বর্গ হতে প্রকাশিত হবেন (২য় থিষঃ ১:৭) (১০) বর্তমানে যীশু খ্রীষ্ট আসছেন (১ম থিষঃ ২:১৯)

নূতন নিয়মের লেখকগন ৪ ভাবে যীশুর ফিরে আসাকে বর্ণনা করেছেন যথাঃ

(১) "এপিফানিয়া" যেটি ধর্মতত্ত্বানুযায়ী অতিশয় উজ্জ্বলতাকে তুলে ধরে (কিন্তু শব্দের বুৎপত্তি অনুযায়ী নয়) যা মহিমার সাথে সম্পর্ক যুক্ত। ২য় তিমঃ ১:১০, তীতঃ ২:১১, ৩:৪ এই অধ্যায় পদ গুলো যীশুর প্রথম আগমন সম্পর্কে প্রকাশ করে (অবতার হিসাবে ১৪ পদ) এবং দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে প্রকাশ ১৩ পদ। ইহা ব্যবহৃত হয়েছে ২য় থিষঃ ৪:৮ (যেটি তিনটি প্রধান অর্থে দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে বলা আছে) (১ম তিমঃ ৬:১৪, ২য় তিমঃ ৪:১,৮, তীতঃ ২:১৩)

(২) "পারাক্তযিয়া" যেটি অর্থগত বলা হচ্ছে রাজকীয় পরিদর্শন। ইহা অনেক গভীরতায় ব্যবহৃত হয়। (মথিঃ ২৪:৩,২৭,৩৭,৩৯, ১ম করিঃ ১৫:২৩, ১ম থিষঃ ২:১৯, ৩:১৩, ৪:১৫, ৫:২৩, ২য় থিষঃ ২:১,৮, যাকোবঃ ৫:৭,৪, ২য় পিতরঃ ১:৬, ৩:৪,১২, ১ম যোহনঃ ২:২৮)

(৩) "এপোকেলাপসিস" যার অর্থ উদ্দেশ্য প্রকাশের জন্য কোন পর্দা রাখেনি। ইহা নূতন নিয়মের সর্ব শেষ পুস্তক। (লূকঃ ১৭:৩০, ১ম করিঃ ১:৭, ২য় থিষঃ ১:৭, ১ম পিতরঃ ১:৭, ৪:১৩)

(৪) "ফেনেরো" যার অর্থ আলোকিত করা অথবা পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ অথবা ঘোষনা পত্র। এই বিষয়টি নূতন নিয়মে ঈশ্বরের প্রকাশ সম্পর্কে বিভিন সময়ে বিভিন ভাবে প্রকাশ করেছেন। ইহা "এপিফানী" শব্দের মত যীশুর প্রথম আগমন সম্পর্কে প্রকাশ করেছে। (১ম পিতরঃ ১:২০, ১ম যোহনঃ ১:২, ৩:৫,৮, ৪:৯) তাঁর দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে (মথিঃ ২৪:৩০, কলসীঃ ৩:৪, ১ম পিতরঃ ৫:৪, ১ম যোহনঃ ২:২৮, ৩:২)

(৫) "আগমনের" সবচেয়ে সাধারন শব্দ হিসাবে ব্যবহার হয়েছে - "এরকোমাই" শব্দটি। শব্দটির মধ্য দিয়ে প্রভু যীশুর দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে প্রকাশ করেছে (মথিঃ ১৬:২৭- ২৮, ২৩:৩৯, ২৪:৩০, ২৪:৩১, প্রেরীতঃ ১:১০- ১১, ১ম করিঃ ১১:২৬, প্রকাশিতঃ ১:৭,৮)

(৬) "প্রভুর দিন" হিসাবেও বিভিন অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত হয়েছে, (১ম থিষঃ ৫:২) যেটি পুরাতন নিয়মে ঈশ্বরের আশীর্বাদের ও বিচারের দিন হিসাবে প্রকাশ করেছেন।

নূতন নিয়ম সমগ্রটাই পুরাতন নিয়মের পুরো দর্শনকে প্রকাশ করেছে।

(ক) বর্তমানের মন্দতা, বিদ্রোহী সময়,

(খ) ধার্মিকতার সময়ের আগমন,

(গ) মশীহের কাজের মাধ্যমে পবিত্র আত্মা প্রতিনিধি হিসাবে সময়ে অবস্থানে কাজ করবে।

ধর্মতত্ত্বের অনুমান ও চাহিদা হচ্ছে উনতির ক্রমানুসারে প্রকাশিত হওয়া কারন নূতন নিয়মের লেখকগন যিহুদী জাতির প্রকাশিতকে কিছু সংযোজিত করে প্রকাশ করেছেন। সেনাবাহিনী ও যিহুদী জাতির জাতীয়তা বোধের পরিবর্তে দুটি কারনে মশীহের আগমন। প্রথম কারন ছিল নাসারথে প্রভু যীশুর অবতার হিসাবে জন্ম গ্রহন। তিনি সেনাবাহিনী হয়ে জন্ম গ্রহন করেননি, বিচারক হিসাবেও নয়, কষ্টের চাকর হিসাবে (যিশাইয় ৫৩) এবং তিনি একজন নীরিহ যাত্রী হিসাবে গাধার পিঠে চড়েছেন (যুদ্ধের অশ্বারোহে নয়) যিহিঃ ৯:৯। তিনিই প্রথম ও পৃথিবীতে নূতন মশীহ হিসাবে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। এক অর্থে স্বর্গরাজ্য এখানেই কিন্তু অন্য স্বর্গরাজ্য তখনও অবশ্যই অনেক দুরে। এটাই চিন্তার কারন যে মশীহের আগমন সম্পর্কে দু'ধরনের, কোনটি পুরাতন নিয়মে অদৃশ্য আবার কোনটি অস্পষ্ট ভাবে বর্ণিত। প্রকৃত পক্ষে ইয়াহুয়ার আগমন সম্পর্কে বিশেষ জোড় দেওয়া হয়েছে এবং সকল মানব জাতিকে উদ্ধারের কথা বলা হয়েছে। (আদিঃ ৩:১৫, ১২:৩, যাত্রাঃ ১৯:৫, এই সম্পর্কে বিশেষ ভাবে ভাববাদী যিশাইয় ও যোনা ভাববাদী করেছেন)

মন্ডলী পুরাতন নিয়মের ভাববাণীটি অপেক্ষা করেনি, কারন অধিকাংশ ভাববাণী প্রথম ধারনাটি উপর ভাববাণী করেছেন। বিশ্বাসী বর্গ কি অনুমান করেছিল, পুনরাথানের সময়ে কি রাজাদের রাজা, প্রভুর প্রভু মহিমা প্রকাশ করবে? অথবা ঐতিহাসিক প্রত্যাশা কি পরিপূর্ণ হবে? বা ধার্মিকতায় এ মর্তে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করবে? (মথিঃ ৬:১০) পুরাতন নিয়মের বর্ণনা পুঙ্খানুপুঙ্খ নয়, কিন্তু অসম্পূর্ণ। তিনি আসবেন আবার ভাববাণীর ন্যায় যার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকবে ইয়াহুয়ার মত।

দ্বিতীয় আগমন বাইবেলের ধারনা নয়, কিন্তু ধারনাটি বিশ্ব দর্শনের এবং নূতন নিয়মের প্রতিফলনের প্রতিফল। ঈশ্বর সকলকে সোজা সরল করে তৈরী করবেন। ঈশ্বর ও মানব সমাজের সাথে সহভাগিতা দিবেন এবং তাঁরই সাদৃশ্যে সকলকে রক্ষা করবেন। মন্দতা বিচারিত হবে এবং ধ্বংশ হবে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সফল হবে না, ব্যর্থ হবে না।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২৪:৪- ৮

৪ পদঃ উত্তরে যীশু তাদের বললেন, কেউ যেন তোমাকে ভুল পথে পরিচালনা না করে "কারন অনেকেই বলবে আমিই খ্রীষ্ট, এবং তোমাকে অনেক ভুল পথে নিয়ে যাবে।"

৬ পদঃ তোমরা যুদ্ধের কথা শুনবে; যুদ্ধের অপপ্রচার শুনবে, দেখ, তোমাদের যেন ভয় না আসে, সাবধান এসব হবেই, কিন্তু তখনও শেষ সময় নয়।

৭ পদঃ এক জাতি অন্য জাতির বিরুদ্ধে এক রাজ্য অন্য রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। অনেক জায়গায় দূর্ভিক্ষ ও ভূমিকম্প দেখা দেবে।

৮ পদঃ কিন্তু এসকল কেবল মাত্র মন্ত্রনায় আরম্ভ।

২৪:৪ পদঃ "দেখ তোমাকে কেউ ভুল পথে নিয়ে যাবে" দেখুন মার্কঃ ১৩:৫ এটি বর্তমানে ও সক্রিয় যেটি নেতিবাচক অথচ বিদ্যমান। এ ধরনের কার্যক্রম অবশ্যই কর করা দরকার। তাই এই সম্পর্কে

উক্তি বার বার করা হয়েছে (মার্কঃ ১৩:৫,৯,২৩,৩৩) এ বিষয়ে ধর্মতাত্ত্বিক ভাবে বিরাট বির্তক রয়েছে। মন্ডলী কখনও সচেতন নয় প্রভুর আগমনের দিনের জন্যে।

প্রত্যেক খ্রীষ্টিয়ান বংশধর গন চেষ্টা করেন বাইবেলের ভাববাণীর ইতিহাস অনুযায়ী গুরুত্ব দিতে। তারিখ অনুযায়ী যে সকল সমস্ত ভুল হতে পারে। বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের অংশ হিসাবে দেখা যায় প্রতিটা মূহুর্তের মধ্যে যীশুর দ্বিতীয় আগমন হবে, যা অনেক আগেই ভাববাণীগন ভাববাণী করে গেছেন এবং অনেক বংশধর গন অনুসারীদের অত্যাচার করা হবে বলে বর্ণিত আছে। প্রশংসা করি যে তা তুমি জান না।

২৪:৫ পদঃ "অনেকেই আমার নামে আসবে" এটি ভ্রান্ত মোশীহ সম্পর্কে বলা হয়েছে। (১১,২৩-২৪, মার্কঃ ১৩:৬)

- "আমিই খ্রীষ্ট" দেখুন মার্কঃ ১৩:৬, খ্রীষ্ট শব্দটি গ্রীক শব্দ হতে এসেছে, হিব্রু শব্দ হচ্ছে মোশীহ, যার অর্থ হচ্ছে যিনি অভিষিক্ত। এটি প্রমান করে মোশীহের নামে অনেকেই আসবে। (১১,২৪, ১ম যোহনঃ ২:১৮)
- "ভ্রান্ত পথে পরিচালনা করবে" দেখুন মার্কঃ ১৩:৬, এটি ভ্রান্ত মোশীহের প্ররোচনা মূলক ক্ষমতা প্রদর্শন করে এবং আধ্যাত্মিকতার শুন্যতায় অনেক মানুষ পতিত হয় (মথিঃ ২৪:১১)। ইহা নূতন ও সরল বিশ্বাসীদের জন্যে প্রদর্শন করে অথবা জগতিস্থ খ্রীষ্টিয়ানদের কাজে (১ম করিঃ ৩:১- ৩, ইব্রীয়ঃ ৫:১১- ১৪)

২৪:৬ পদঃ "তোমরা ভয় পেও না" দেখুন মার্কঃ ১৩:৭, এটি বর্তমান চলমান কাজ, যেটি নেতিবাচক চর্চা, যার অর্থ কাজের প্রক্রিয়াকে বন্ধ করতে হবে।

- "ঐ জিনিষ গুলো অবশ্যই জায়গা দখল করবে, কিন্তু সেটিই শেষ সময় নয়" দেখুন মার্কঃ ১৩:৭, যুদ্ধ (৬,৭ পদ) দূভিক্ষ, ভূমিকম্প এবং ভ্রান্ত মোশীহ, এগুলো শেষ সময়ের লক্ষন নয় কিন্তু প্রতিবছরের অত্যাচারের লক্ষন (৮ পদ)। বর্তমানে বিশ্বের এধরনের ঘটনা শেষ সময়ের লক্ষন নয় কিন্তু বিশ্ব পতনের।

২৪:৮

NASB, NRSV ----------- "প্রসব বেদনা"
NKJV ----------------------- "দুঃখের"
TEV ------------------------ "প্রথম সন্তানের প্রসব বেদনা"
JB --------------------------- "প্রসব বেদনাটি"

দেখুন মার্কঃ ১৩:৮, এটি 'প্রসব বেদনা' সংক্রান্ত বর্ণিত নূতন সময়ের (যিশাইয়ঃ ১৩:৮, ২৬:১৭, ৬৬:৭, যিরঃ ৩০:৬, মিখাঃ ৪:৯- ১০) এটি যিহুদী সমাজের বিশ্বাস যে নূতন সময় ও ধার্মিকতার পূর্বে মন্দ আত্মার কাজ। যিহুদী সমাজ দুটা সময় সম্পর্কে বিশ্বাস করে একটি হচ্ছে বর্তমান মন্দ আত্মার কাজ যেটি পাপ প্রযুক্ত বৈশিষ্ট এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, অপরটি হচ্ছে "যে সময়টি আসবে" নূতন সময়টি উদ্বোধন করবেন মোশীহ যিনি আসছেন। ইহা ধার্মিকতার ও ঈশ্বরের বিশ্বস্ততার সময়। যিহুদীদের বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য সত্য হলেও তারা মনে করত মশীহের আগমনে দুটি বিষয় গুরুত্ব পাবে না। আমরা ঐ দুটি সময়ের মধ্যেই বাস করছি। স্বর্গরাজ্য হচ্ছে ইতি মধ্যে শুরু অথবা 'তখনও" শুরু হয়নি মনে করা হয়।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২৪ঃ ৯- ১৪

৯ পদঃ সেই সময় লোকে তোমাদের কষ্ট দেবার জন্য ধরিয়ে দেবে এবং তোমাদের খুন করবে। আমার জন্য সব লোকেরা তোমাদের ঘৃনা করবে।

১০ পদঃ সেই সময়ে অনেকে পিছিয়ে যাবে এবং একে অন্যকে ধরিয়ে দেবে ও ঘৃনা করবে।

১১ পদঃ অনেক ভাববাদী ভন্ড এসে অনেককে ঠকাবে।

১২ পদঃ দুষ্টতা বেড়ে যাবে বলে অনেকের ভালবাসা কমে যাবে।

১৩ পদঃ কিন্তু যে শেষ পর্যন্ত স্থির থাকবে সে উদ্ধার পাবে।

১৪ পদঃ সমস্ত জাতির কাছে সাক্ষী দেবার জন্য স্বর্গরাজ্যের সুখবর সারা জগতে প্রচার করা হবে এবং তার পরেই শেষ সময় উপস্থিত হবে।

২৪ঃ৯ পদঃ দেখুন মার্কঃ ১৩ঃ৯, পদে আরও অধিক ও বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। "আদালত এবং সমাজগৃহ" এর ক অনুচ্ছেদে মথি সুসমাচারে পাওয়া যায় না। মথিঃ ২৪ঃ৯ পদ প্রদর্শন করে সরকার ও অন্য ধর্ম উভয়ই খ্রীষ্টিয়ানদের অত্যাচার করে (১ম পিতরঃ ৪ঃ১২- ১৫) "প্রহার" অথবা সাহিত্যের ভাষা অনুযায়ী চর্মে মন্ত্রনা প্রদান, যিহুদীরা অপরাধের কানা কেঁদেছে উনচল্লিশবার, সম্মুখে তেরবার এবং ছাব্বিশবার পেছনে কেঁদেছে। (দ্বিতীয় বিবরঃ ২৫ঃ১- ৩, ২য় করিঃ ১১ঃ২৪)

- "তোমরা অন্য জাতিদের দ্বারা ঘৃণিত হবে" এটি প্রয়োগ হল খ্রীষ্ট ধর্ম বিশ্বের সর্বত্রই প্রচারিত হবে। (১৪)
- "আমার নামের জন্যে" দেখুন মার্কঃ ১৩ঃ৯, তাদের নিজেদের দুষ্টতার জন্যে নয় অথবা সামরিক অপরাধের জন্যে বিশ্বাসী বর্গ অত্যাচারিত হবে; কিন্তু খ্রীষ্টিয়ান বলে অত্যাচারিত হবে। (মথিঃ ৫ঃ১০- ১৬, ১ম পিতরঃ ৪ঃ১২- ১৬)

২৪ঃ১০- ১১ দেখুন মার্কঃ ১৩ঃ১২, এটি সাংগঠনিক প্রতিবন্ধকতায় দেখা যায়। পরিবার ও খ্রীষ্টের জন্যে ছিন খিন হতে পারে। (মথিঃ ১০ঃ৩৫- ৩৭)

২৪ঃ১১, 'ভন্ড ভাববাদী আসতে পারে' এটি উদ্বেগের চিন্তা মাত্র। এ ধরনের লোকে নেকরে বাঘের মত মেষ হরন করে। যীশু অনেক আগেই এ সম্পর্কে সর্তক বাণী দিয়েছেন (৭ঃ১৫) বিশ্বাসী বর্গ অবশ্যই পবিত্র শাস্ত্রের উপর ভিক্তি করবেন, আত্মার কাছে সমর্পিত হবেন, ঐশ্বরিক জীবন ধারন তাদেরকে ছলনা থেকে রক্ষা করবেন। (১ম যোহনঃ ২ঃ১৮, প্রকাঃ ১৩)

২৪ঃ১২, অত্যাচার সত্য আত্মার স্বভাব হিসাবে প্রকাশ করবে এবং ছলনা থাকবে না (মথিঃ ১৩ঃ২০- ২২) অথবা দূর্বল (১ম তিমঃ ৬ঃ৯- ১০)

২৪ঃ১৩, "কিন্তু যারা শেষ সময় পর্যন্ত সহ্য করবে তারা উদ্ধার পাবে" দেখুন মার্কঃ ১৩ঃ১৩, এটি একটি সক্রিয় কার্যধারা যা ভবিষ্যৎ কার্যকারী ফল দায়ক (মথিঃ ১০ঃ২২)

এই মতবাদটি সাধুদের সাধনার মতবাদ (প্রকাঃ ২ঃ২,১১,১৭,২৬, ৩ঃ৫,১২,২১) এবং ইহা অবশ্যই বিশ্বাসী বর্গদের নিরাপত্তার জন্যে আলোচনার শঙ্কাযুক্ত মতবাদ , উভয়ই সত্য। উভয়ই ঐশ্বরিক দান। 'উদ্ধার' শব্দটি পুরাতন নিয়মের ধারনা, শারীরিক উদ্ধারের চিন্তা এবং ইহা নূতন নিয়মে অনন্ত ও আত্মার মুক্তির কথাকে বলা হয়েছে। সহ্য বা ধৈর্য হচ্ছে যীশুর জীবনের একটি প্রামান্য ঘটনা। ইহাকে পাপ মুক্ত হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।

২৪: ১৪, "সুসমাচারটি স্বর্গরাজ্যের" এটি অনেক আগেও প্রকাশ করেছে ৪:২৯, ৯:৩৫ পদে। ইহা সুসমাচারের সমার্থক শব্দ। ইহা যীশুর প্রচারের কর্ম সূচীকেও ইঙ্গিত করে।

- "সমগ্র বিশ্বে সমগ্র জাতির কাছে স্বাক্ষের জন্য প্রচারিত করা হবে" এটি একটি জিনিষ যে দ্বিতীয় আগমনের পূর্বে অবশ্যই প্রকাশিত হবে। ইহা অসম্ভব যে অনুচ্ছেদটি অনুবাদ করতে কি ভাবে বিশেষ ভাবে জানা যায়। এর অর্থ এই যে প্রত্যেক জাতির কাছে, প্রত্যেক দলের কাছে এমনকি প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে, রোমীয় সম্রাজের মধ্যে পৌলের সময়ে। এই দ্বিতীয় অংশটি সম্ভব কারন অনুচ্ছেদটি সমগ্র বিশ্ব বলতে বিশ্বের সমস্ত অধিকমী বলা হচ্ছে।
- "এবং শেষ সময়টি আসবে" দেখুন মার্ক: ১৩:১০, যীশু পরজাতীয়দের কাছে মিশন কার্যক্রম সম্পর্কে শিষ্যদের তুলে ধরার জন্যে চেষ্টা করছিলেন। (যিশাইয়: ৪২:৬, ৪৯:৬, ৫১:৪, ৫২:১০, ৬০:১- ৩) তিনি আরও দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন যে যেরুশালেমের ধ্বংশ ও দ্বিতীয় আগমনের অনেক ব্যবধান (২য় থিষ: ৫)

আমাদের অতিতের মধ্যেও ধরে রাখতে হবে (১) যে কোর মূহুর্তে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট ফিরে আসবেন। (২) প্রকৃত কিছু ঘটনা অবশ্যই ঘটবে। সেখানে প্রকৃত আশঙ্কা হচ্ছে নূতন নিয়ম অনুযায়ী দ্বিতীয় আগমনের গুরুত্ব, কখন হবে, দেরীতে অথবা ত্বরীতেই।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ: ২৪:১৫- ২৮
১৫ পদ: নবী দানিয়েলের মধ্য দিয়ে যে সর্বনাশা ঘৃনার জিনিসের কথা বলা হয়েছে তা তোমরা পবিত্র জায়গায় রাখা হয়েছে দেখতে পাবে (সে পড়ে বুঝুক)
১৬ পদ: সেই সময় যারা যিহুদীয়াতে থাকবে তারা পাহাড়ী এলাকায় পালিয়ে যাক।
১৮ পদ: ক্ষেত্রের মধ্যে যে থাকবে সে তার গায়ের চাদর নেবার জন্য না ফিরুক।
১৯ পদ: তখন যারা গর্ভবতি আর যারা সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ায় তাদের অবস্থা কি ভীষনই না হবে।
২০ পদ: প্রার্থনা কর যেন শীত কালে বা বিশ্রাম বারে তোমাদের পালাতে না হয় ।
২১ পদ: তখন এমন মহা কষ্ট হবে যা জগতের আরম্ভ থেকে এই সময় পর্যন্ত কখনও হয়নি এবং হবেও না।
২২ পদ: সেই কষ্টের দিন গুলো যদি ঈশ্বর কমিয়ে না দিতেন তবে কেউ বাচঁত না। কিন্তু তাঁর বাছাই করা লোকদের জন্য ঈশ্বর সেই দিন গুলো কমিয়ে দেবেন।
২৩ পদ: সেই সময় যদি তোমাদের কেউ বলে, দেখ, মোশীহ এখানে, কিম্বা, দেখ মোশীহ ওখানে, তবে তা বিশ্বাস কর না।
২৪ পদ: কারন তখন অনেক ভন্ড মোশীহ ও ভন্ড নবী আসবে এবং বড় বড় আশ্চর্য ও চিহ্ন কাজ করবে যাতে সম্ভব হলে ঈশ্বরের বাছাই করা লোকদের ও তারা ঠকাতে পারে।
২৫ পদ: দেখ আমিই আগেই তোমাদের এ সব বলে রাখলাম।
২৬ পদ: সেই জন্য লোকে যদি তোমাদের বলে, তিনি মরু এলাকায় আছেন, তোমরা বাইরে যেও না। যদি বলে তিনি ভিতরে ঘরে আছেন, বিশ্বাস কর না।
২৭ পদ: বিদ্যুৎ যেমন পূর্ব দিকে দেখা দিয়ে পশ্চিম দিক পর্যন্ত চমকে যায় মনুষ্য পুত্রের আসা সেই ভাবেই হবে।
২৮ পদ: যেখানে মৃত দেহ থাকবে সেখানেই শকুন এসে এক সঙ্গে জোড় হবে।

২৪:১৫

N A S B, N R S V ----------- সর্বনাশা ঘৃনাটি
N K J V ----------------------- নিদারুন পবিত্রটি
T E V ------------------------- অত্যন্ত ভয় ও তীব্র ঘৃনাটি
J B ---------------------------- দূর্যোগ পূর্ণ ও অত্যন্ত ঘৃনার

দেখুন মার্কঃ ১৩ঃ১৪, সর্বনাশা শব্দটি পবিত্রতার ঘৃনাইকে বুঝানো হয়। এটি দানিঃ ৯ঃ২৭, ১১ঃ৩১ এবং ১২ঃ১১ ব্যবহার করা হয়েছে। ইহা সম্ভবত এন্টিওখিয়াতে একই ভাবে চতুর্থ তফিফান ১৬৭ খ্রীষ্ট পূর্বে বর্ণনা করেন। (দানিঃ ৮ঃ৯- ১৪, ১ম মাক্কাঃ ১ঃ৫৪) আবার দানিয়েল পুস্তকে ৭ঃ৭- ৪, সম্পর্ক যুক্ত খ্রীষ্ট বিরোধী শেষ সময়ের (২য় থিষঃ ২ঃ৪) লূকঃ ২১ঃ২০ পদ আমাদের অনুবাদ করতে সাহায্য করে সে টাইটাস এর সেনা বাহিনী ৭০ খ্রীষ্টাব্দে সম্ভবত এসেছিল। ইহা যেরুশালেমকে ধ্বংশ করতে আসেনি কারন পরে তাদের দ্বারা বিশ্বাসীরা মুক্তি পায়।

এই উদাহরনটি অনুচ্ছেদের বিভিন সময়ে বিভিন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে কিন্তু সম্পর্ক যুক্ত অনুভূতি। এটিকে ভাববাদীদের পূর্ণাঙ্গ আহ্বান মনে করা হয়। প্রায়শই ইহাকে অনুবাদ করতে কঠিন হয় যতক্ষন পর্যন্ত না ঘটনা প্রকাশিত না হয়। তখন পেছনের দিকে তাকাই যতক্ষন পর্যন্ত ছাপাটি স্পষ্ট না হয়|

- **N A S B, N R S V -----------**
  N K J V ----------------------- পবিত্র জায়গায় রাখা ছিল,
  T E V ------------------------- ইহা পবিত্র জায়গায় রাখা থাকবে,
  ঔ ই - পবিত্র জায়গায় বসানো

দেখুন মার্কঃ ১৩ঃ১৪, গ্রীক শব্দ অনুযায়ী পুংলিঙ্গ নয় কিন্তু উভয় লিঙ্গ। অনুবাদের সময় অবশ্যই ইহা শব্দ ব্যবহার করা উচিত। যেটি আবার অনুবাদের সময় ইহা শব্দটি টাইটাসের ৭০ খ্রীঃ রোমীয় সেনা বাহিনীর সম্পর্কে বলা হয়। পবিত্র জায়গায় বলতে মন্দিরের পবিত্র স্থানটি বুঝানো হয়। টাইটাস রোমীয় আর্দশ অনুযায়ী প্যাগার দেবতাকে মন্দিরের এলাকায় উপস্থাপন করা হয়।

N A S B, N R S V -----------
N K J V ----------------------- পাঠকদের জানতে দিন,
T E V ------------------------- যে পড়বে, তাকে জানতে দিন,
J B ---------------------------- পাঠকদের দৃষ্টি আর্কষন করুন, ইহার অর্থ বুঝতে পারে।

দেখুন মার্কঃ ১৩ঃ১৪, এটি মন্তব্য করা হয়েছিল মথি দ্বারা তার খ্রীষ্টিয়ান পাঠকদের জন্যে। ইহা সম্ভবত বিশেষ অনুচ্ছেদের সর্বনাশা ঘৃন্যটি সাথে সম্পর্ক যুক্ত (দানিঃ ৯ঃ২৭, ১১ঃ৩, ১২ঃ১১)

২৪ঃ১৬ ‘তখন যারা যুদিয়াতে থাকবে, তারাও অবশ্যই পর্বতে পালিয়ে যাক” দেখুন মার্কঃ ১৩ঃ১৪, ইসুবিয়াস প্রাথমিক খ্রীষ্ট মন্ডলীর ইতিহাস বেক্তা (চুতুর্থ শক্তাব্দী) তিনি আমাদের বলেছেন - খ্রীষ্টিয়ানরা পারাতে পিলার কাছে আবেদন করেছিল, যখন রোমীয় সেনা বাহিনী সমগ্র যেরুশালেমে উপস্থিত হন।

২৪ঃ১৭, ‘যারা ঘরের চাদের উপরে থাকবে’ দেখুন মার্কঃ ১৩ঃ১৫। ঘরটি সমান চাদ ছিল। তারা সেটি গরম কালে কোন সামাজিক কাজে ব্যবহার করত। ইহা বলাছিল যেরুশালেমের চাদের মধ্যে দিয়ে

কেউ একজন হাটতে পারত। কিছু ঘর গুলো অংশত হিসাবে শহরের দেওয়ালের সাথে তৈরী করা হত। যখন আর্মিরা দেখত, তৎক্ষনাৎ প্রয়োজনে পলায়ন করত।

২৪:১৮, "অবশ্যই তার উপরে ঢিলে পোশাকে ফিরে পেতনা" দেখুন মার্কঃ ১৩:১৬, এটি বাইরের পোশাক বলা হয় সেটি সাধারন ঘুমানোর সময় পড়তো। তারা তৎক্ষণাত আবেদন করত এবং ইন্দ্রিয় দ্বারাও ফিরে পেতনা জীবনের প্রয়োজন গুলো।

২৪:১৯, কিন্তু দুঃখের বিষয় যারা গর্ভবতী এবং যারা শিশুদের সেবা কাজে নিয়োজিত দেখুন মার্কঃ ১৩:১৭। এটি বলা হচ্ছে শুধুমাত্র যেরুশালেমের ধ্বংশের কথা। এ গুলো নিয়ে শিষ্যদের মধ্যে তিনটি ভিন ধরনের প্রশ্ন তোলেন, যেরুশালেমের ধ্বংশ, তাঁর দ্বিতীয় আগমন, ও শেষ সময়। সমস্যাটি হচ্ছে একই সময়ে একই প্রশ্ন করা হয়েছিল। সেখানে কোন পদ নেই। যদি সহজে বিষয়টি ভাগ করে দেখানো যায়।

২৪:২০, " প্রার্থনা কর যেন শীত কালে তোমাদের পালাতে না হয়" এই অনুচ্ছেদেটি গর্ভবতী মহিলার বর্ণনার সাথে সম্পর্ক যুক্ত। এটি বর্তমানের নিষেধ করা হয় না যে দ্বিতীয় আগমনের সময় কোন মহিলা গর্ভধারন করতে পারবে না। মথি যিহুদীদের লেখেছেন, অনুচ্ছেদের সাব্বাথ কথাটি যুক্ত হয়েছে, যা মার্ক উল্লেখ করেনি ১৩:১৮। যিহুদীর সাব্বাথকে আবেদন করতে পছন্দ করে।

২৪:২২, দেখুন মার্কঃ ১৩:২০, যদি সমস্ত খ্রীষ্টিয়ানরা বলে যে ইসুবিয়াস আমাদের বলেছেন, তার পুরাতন নিয়মে যিহুদীদের নির্বাচন গুরুত্ব থাকে না। (রোমঃ ৯- ১১) সেই হোক নির্বাচন কথাটি ২৪, ও ৩১ পদে আছে। ইহা যিহুদীদের বিশ্বাসকে বলা হয়।

বিশেষ বিষয় - নির্বাচন। ধর্মতত্ত্বের সমতা রক্ষার্থে ও প্রয়োজনে উপস্থাপন করা হল।

নির্বাচন একটি আশ্চর্য জনক মতবাদ। যাই হোক অনেকে মনে করা হয় স্বপক্ষবাদ কিন্তু বলা হয় এটি একটি ধাপ, বা যন্ত্রাংশ অথবা অন্যের জন্যে মুক্তি। পুরাতন নিয়ম অনুযায়ী বলা হয় এটা একটি সেবা মাত্র।

নূতন নিয়মে এটিকে বলা হয় উদ্ধার কাজ, সেটি সেবা কাজে সম্ভব। পবিত্র শাস্ত্রটি কখনও সমর্থন করেনি যে ঈশ্বর সম্রাজ্য ও মানব জাতির স্বাধীন ইচ্ছা শক্তিকে নিয়ে, কিন্তু উভয়কে সমর্থন করে বলেছেন। একটি সুন্দর উদাহরন যে শাস্ত্রের আতঙ্ক রোমীয় ৯। ঈশ্বর তার সাম্রাজ্য যা নির্বাচন করেছেন এবং ধরেছেন (১০:১১,১৩)

ধর্মতত্ত্বের দিক থেকে আতঙ্ক, শঙ্কিত সম্পর্কে পাওয়া যায় ইফিঃ ১:৪। যীশু ঈশ্বরের নির্বাচিত লোক এবং সকল ধরনের যোগ্যতা, ক্ষমতা দিয়ে তিনি তাকে তৈরী করেছেন (কার্ল বার্ট) যীশু ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি বা দৃষ্টি দিয়ে পতিত মানবকে উদ্ধার করেন (কার্ল বার্ট) ইফঃ ১:৪ স্পষ্টই সাহায্য করে লক্ষ্য নির্ধারনের পূর্ব পরিকল্পনাকে তবে স্বর্গে নয় কিন্তু পবিত্রতা। আমরা প্রায়ই লাভবানের দিকে আকষ্ঠিত হই, সুসমাচার অনুযায়ী এবং ঈশ্বরের আহ্বানে ও দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হই। ঈশ্বর আমাদেরকে সময়ে অথবা সর্বদাই আহ্বান করেছেন। মতবাটি এসেছে অন্যদের সাথে সত্যতাকে সম্পর্ক রেখে, এক বিন্দু সত্যতাকে বাদ দিয়ে নয়। একজন ভাল বিশ্লেষক, বিশ্লেষন করতে পারবেন যে নক্ষত্র পূঞ্জির থেকে একটি তারাকে যেভাবে পৃথক করেন। ঈশ্বর সত্যতাকে উপহার দেন সর্বত্রই। আমাদের আতঙ্কে সত্যতাকে মুছে ফেলা ঠিক নয় কারন যাকে, তর্কে সত্যতায় মতবাদ বিলীন হয়ে যায়। নিম্নে কিছু আলোচনা

১। পূর্ব উদ্দেশ্য বনাম মানবিক স্বাধীন ইচ্ছা।
২। বিশ্বাসীদের নিরাপত্তা বনাম ঐকান্তিকতার প্রয়োজনীয়তা।
৩। আদি পাপ বনাম মনন পাপ।
৪। পাপ হীন বনাম কম পাপ।

৫। প্রারম্ভিক কৃতকর্মকে সমর্থন যোগ্য এবং পবিত্র করন বনাম পবিত্র করনের উনতি।
৬। খ্রীষ্টিয়ান স্বাধীনতা বনাম খ্রীষ্টিয়ান দায়িত্ব।
৭। ঈশ্বরের শ্রেষ্টত্ব বনাম ঈশ্বরের বিশালতা।
৮। ঈশ্বর মৌলিক অজানা বনাম ঈশ্বর শাস্ত্র অনুসারে জানা।
৯। স্বর্গরাজ্য বর্তমানে উপস্থিত বনাম ভবিষ্যতে সুসম্পূর্ণ করা।
১০। অনুতাপ, ঈশ্বরের দানের মত বনাম অনুতাপ মানুষের প্রয়োজনে সুবিধামত সাড়া।
১১। যীশু স্বর্গীয় আবেশ বনাম যীশুর মানবিকতায়।
১২। যীশু পিতৃতুল্য বনাম যীশু পিতার পক্ষে কাজ সম্পাদন করেন।
'চুক্তি' সম্পর্কে ধর্মতাত্ত্বিক ধারনা হচ্ছে ঈশ্বরের সম্রাজ্যের একতা (যিনি সর্বদা সক্রিয় ভূমিকা পালন ও কার্যসূচী গ্রহন করেন) অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন এবং প্রতিনিয়ত অনুতপ্ত হৃদয়ে বিশ্বাস সহকারে সাড়া দেওয়া মানুষের কর্তব্য। সর্তক থাকতে হয় ছাপা যাচাই করার সময়ে, এক পার্শ্বে সত্য বলিয়া প্রমানিত হলেও অবিশ্বাস অন্যদের প্রতারিত করে। সর্তক হন আপনার অনুকুলে মতবাদ দাড় করানো থেকে অথবা ধর্মতত্ত্বের ধারা অনুযায়ী।

২৪:২৩,২৬, সত্য মশীহের আগমন গোপন থাকবে না অথবা লুকাবে না। ইহা কোন নির্দিষ্ট জাতিকে বা দলকে নির্বাচিত করবে না কিন্তু সকল এর কাছে প্রকাশিত হবে (২৭ পদ) শাস্ত্র অনুযায়ী সেখানে কোন গোপনা আনন্দ হবে না আসবে না।
২৪:২৩,২৬ 'যদি' সেখানে দুটি শর্ত যুক্ত বাক্য।
২৪:২৪ "তারা মহৎ চিহ্ন দেখবে এবং আশ্চর্য হবে" দেখুন মার্কঃ ১৩:২২, এই ভন্ড খ্রীষ্ট অনেক আশ্চর্য কাজ করতে পারবে (৭ঃ ২১- ২৩) সর্তকতার সাথে ঈশ্বরীয় আশ্চর্য কাজ বুঝতে ও চিহ্নিত করতে হবে। (দ্বিতীয় বিবঃ ১৩:১- ৩, প্রকাঃ ১৩:১৩, ১৬:১৪, ২০:২০)
২৪:২৭, "আলো যেমন পশ্চিম দিক হতে পূর্ব দিক পর্যন্ত আলোকিত হবে তদ্রুপ মনুষ্য পুত্রের আগমন সেরুপ হইবে" দেখুন লূকঃ ১৭:২৪, মার্ক সুমাচারে এ অনুচ্ছেদটি নেই। এটি দৃশ্যমান অবস্থায় প্রয়োগ করেছেন। নূতন নিয়ম বিশ্বাসীদের মনে গোপন আনন্দের কথা সম্পর্কে শিক্ষা দেয় না (২৪ঃ ৪০- ৪১) কিন্তু এটি বিশ্বাসীদের মৃত হলে প্রকাশিত হবে এবং জীবন্ত অবস্থায় বাতাসে তার দ্বিতীয় আগমন হবে। (১ম থিষঃ ৪:১৩- ১৮) বাতাসটি গুরুত্ব দেওয়া হত মন্দতা বা শয়তানদের রাজ্যকে। (ইফিঃ ২:২) বিশ্বাসীগন প্রভু যীশুর সাক্ষাৎ পাবে মন্দতা বা শয়তানদের রাজ্যকে ছুড়ে দিয়ে।

বিশেষ বিষয়:- যীশুর পূনরাগমন
এটি গ্রীক শব্দ "পারডিসিয়া" যার অর্থ উপস্থিতি বা রাজকীয় পরিদর্শন। নূতন নিয়মের বিভিন অংশের যীশুর দ্বিতীয় আগমনকে বিভিন ভাবে বর্ণিত আছে।

(১) এফিফানিয়া অর্থ মুখোমুখী উপস্থিত (২) এপোকেলিপস্ব" অর্থ পর্দাহীন (৩) প্রভুর দিন এভাবে অনেক গুলো অনুচ্ছেদ রয়েছে। প্রভু সম্পর্কে বর্ণিত, বিভিন অধ্যায়ে ইয়াহুয়া ১০ পদ এবং ১১ পদ যীশু, ৭,৮ এবং ১৪ পদে। ব্যাকরনগত যীশু শক্তিকে সাধারন অর্থে লেখক গন বর্ণনা করতে গিয়ে যীশুকে দেবতা হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

নূতন নিয়ম সমগ্রটি পুরাতন নিয়মের দর্শনেই লেখা হয়েছে।

(১) বর্তমান মন্দতা, বিদ্রোহী সময়।

(২) ধার্মিকতার নুতন যুগ আসছে।

(৩) মশীহের কাজের মাধ্যমে আত্মার প্রতিনিধিত্ব আসবে।

ধর্মতত্ত্বের অনুমান হচ্ছে তন্ময় মূলক প্রকাশ কারন নূতন নিয়মের লেখক গন যিহুদীদের প্রত্যাশাকে কিছু বিবর্তন করে ছাপানো হয়েছে। সেনাবাহিনী, জাতিয়তা বোধের চেয়ে মশীহের আগমনকে গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করেছে। বর্ননায় দুধরনের আগমন সম্পর্কে বলা হয়েছে প্রথমটি হচ্ছে নাসরতীয় শিশু যীশুর অবতার হিসাবে জন্ম গ্রহন। তিনি সেনাবাহিনীর ক্ষমতায় নয়, বিচারকের ভূমিকায় নয় কিন্তু যাতনা ভোগকারী দাম হিসাবে আবির্ভূত হবেনা। (যিশাইয় ৫৩) তিনি যুদ্ধে অশ্বারোহী যোদ্ধার পরিবর্তে শান্ত গাধায় চড়ে আত্মিক যুদ্ধ করবেন। (যিহি ৯:৯) প্রথম আগমন উদ্বোধন হয়েছে নূতন মোশীহের আগমনে যা এ বিশ্বে স্বর্গ রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করেছে। এক অর্থে স্বর্গরাজ্য এখানে, অবশ্য অন্য স্বর্গরাজ্যটি তখনও অনেক দুরে। ইহা অবশ্যই চিন্তার কারন যে দুটি আগমন সম্পর্কে যেটি আমাদের অনুভূতিতে আছে। যিহুদীদের দুটি অনুভূতিই অদৃশ্য এবং সম্পূরক ছিল, অথবা পুরাতন নিয়ম অনুযায়ী আমাদের কাছেও অস্পষ্ট। প্রকৃত পক্ষে এই দ্বৈত ধারনাকে ইয়াহুয়ার মানব জাতির উদ্ধারের প্রতিজ্ঞা হিসাবে ধরা হয়। (আদিঃ ৩:১৫, ১২:৩, যাত্রাঃ ১৯:৫)

খ্রীষ্ট মন্ডলী পুরাতন নিয়মের ভাববাদীর ভাববাণীর পূর্ণতার জন্যে অপেক্ষা করে নেইঃ কারন অধিকাংশ ভাববাদীগন প্রথম আগমন সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। বিশ্বাসী গন কিভাবে পূর্ব ধারনা অনুযায়ী তার আগমনের জন্যে গৌরবান্বিত করবেন, পূনরুত্থিত রাজাদের রাজা, প্রভুদের প্রভু, যিনি ইতিহাস গত প্রকাশিত, তিনি নূতন যুগের ধার্মিকতা এ মর্তে ও স্বর্গে প্রতিষ্ঠা করবেন। (মথিঃ ৬:১০) পুরাতন নিয়মের বর্ণনা প্রশ্ন সংকুল (অশুদ্ধ) কিন্তু পূর্ণতা নেই। তিনি আবারো আসবেন ভাববাদীদের ভাববাণী হিসাবে বিচারকের ক্ষমতায় ন্যায় বৈষয়িক কর্তৃত্ব নিয়ে।

দ্বিতীয় আগমন শাস্ত্রের কথা নয়, কিন্তু বিশ্ব দর্শনের ধারনা ও সমগ্র নূতন নিয়মের কাজের ধারা মাত্র। ঈশ্বরের ইচ্ছা সমস্ত কিছুকে স্পষ্ট ও পরিষ্কার ভাবে সাজানো। ঈশ্বর ও মানুষের সাথে সহভাগিতা তারই সাদৃশ্যে উদ্ধার পাবে। মন্দতা বিচারিত হবে এবং নির্মূল করা হবে। ঈশ্বরের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হবে কোন দিন ব্যর্থ হবে না।

২৪:২৮, "যেখানে মৃত দেহ থাকবে সেখানে শকুনের দল জড়ো হবে" এটি মার্কঃ ১৩ বর্ণনা করেনি। কিন্তু লূকঃ ১৭:৩৭ পদে উল্লেখ করেছেন। ইহা উপদেশ মূলক উক্তি, সম্ভবতঃ ইয়োবঃ ২৯:৩০ থেকে সংবলিত। ইহা যুদ্ধ ক্ষেত্রের শেষ সময়ের ইঙ্গিত গীতঃ ২ বা যিহিস্কেল হতে ৩৯: ১৭- ২০। ইহা হতে পারে শেষ সময়ের অত্যাচার ও মৃত্যুর দৃশ্য।

NASB (হালনাগাদ) মূলবচনঃ ২৪ঃ২৯- ৩১ পদ।
২৯ পদ ঃ সেই সময়কার কষ্টের ঠিক পরেই সূর্য্য অন্ধকার হয়ে যাবে , চাঁদ আর আলো দেবেনা , তারা গুলো আকাশ থেকে খসে পড়ে যাবে এবং চাঁদ - সূর্য্য তারা আর স্থির থাকবেনা ।
৩০ পদঃ এমন সময় আকাশে মনুষ্য পুত্রের চিহ্ন দেখা দেবে। তখন পৃথিবীর সমস্ত লোক দুঃখে বুক চাপড়াবে। তারা মনুষ্য পুত্রকে শক্তি ও মহিমার সঙ্গে মেঘে করে আসতে দেখবে।
৩১ পদঃ জোরে জোরে তুড়ি বেজে উঠবে আর সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য পুত্র তাঁর স্বর্গদুতদের পাঠিয়ে দেবেন। সেই দুতেরা পৃথিবীর এক দিক থেকে অন্য দিক পর্যন্ত চার দিক থেকে তাঁর বাছাই করা লোকদের এক সঙ্গে জড়ো করবেন।

২৪ঃ২৯ পদ "কিন্তু" বিচ্ছিন অবস্থানের মধ্যে একটি কঠোর বিরোধ সূচক ভাব দেখিয়েছেন। অনুচ্ছেদের বিভাগ গুলো এই প্রেক্ষিতে ইংরেজীতে অনুবাদ গুলো চিহ্নিত করতে হবে।

(৩) "সূর্য্য অন্ধকার হয়ে যাবে, চাঁদ আর আলো দেবেনা " দেখুন (মার্ক ১৩ঃ২৪ পদ) এটি পুরাতন নিয়মের আপোকালেপটিক শেষ সময়ের ভাষা (যিশাইয়ঃ ১৩ঃ১০, যিহিস্কেলঃ ৩২ঃ৭- ৪, যোয়েল ২ঃ ১০,৩১, ৩ঃ১৫ পদ আমোস ৮ঃ৯ পদ) প্রভূর দিন উপস্থিত হলে প্রকৃতিগুলো ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দেবে। (দ্বিতীয় পিতর ৩ঃ৭,১০,১১,১২, রোমীয় ৮ঃ১৮ পদ)

(৪) "স্বগীয় ক্ষমতা কম্পিত হবে" দেখুন (মার্ক ১৩ঃ২৫ পদ) এইটি সাধারন ভাবে পুরাতন নিয়মের চালিয়ে যাওয়া আপকালেপটিক ভাষা এবং - - - - -

২৪ঃ৩০ পদ ঃ- *"এমন সময় মনুষ্য পুত্রের চিহ্ন আকাশে দেখা দিবে"* দেখুন মার্ক ১৩ঃ২৬ পদ " মানবিকতায় যীশু " (গীতঃ ৮ঃ৪, যিহিঃ ২ঃ১) এবং প্রভূত্ব স্থানান্তর। যীশু তাদের কে প্রেরিত ১ঃ৯ এবং প্রথম থিষঃ ৪ঃ১৭ যেখানে তার প্রভূত্বকে প্রকাশ করা হয়েছে। সেখনে এই চিহ্ন হবে যে যীশু স্বগীয় মেঘে আসবে এবং পূর্ব আকাশ "খোলা" থাকবে।

(৫) "এবং তখন পৃথিবীর জাতি শোক করবে" এটি প্রভূ যীশু খ্রীষ্টের দৃশ্যাকারে ফিরে যাবার কথায় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এটি অখন্ড অবস্থায়ই পৃথিবীতে দেখা যাবে। অবিশ্বাসী বর্গরা হঠাৎ করে তাদের অবিশ্বাসের ফলাফল জানতে সক্ষম হবে।

(৬) "মহাশক্তি ও মহিমার সঙ্গে" দেখুন (মার্ক ১৩ঃ২৬ পদ) এখানে তার প্রথম আগমন ও দ্বিতীয় আগমনে মধ্যে প্রচন্ড ভাবে বৈষম্য দেখানো হয়েছে। এই ভাবেই যিহুদীরা মশীহের আসার অপেক্ষা করছিল। দেখুন নোট (পিতরঃ ১৬ঃ১৭ প্তৃ) ২৪ঃ৩১ "তার দূতেরা" দেখুন মার্ক ১৩ঃ২৭,৮ঃ৩৮ এবং দ্বিতীয় থিষলঃ ১ঃ৭ ঈশ্বরের দূতদের কেই এখানে যীশুর দূত বলা হয়েছে। তাঁর প্রভূত্বকেই প্রকাশিত করা হয়েছে।

(৭) "বিরাট তুরিধ্বনীর সাথে"

যেটি যিহুদীরা বিশ্রাম দিন এবং পর্বের সময়ে চিহ্ন দেওয়ার জন্য ব্যবহার করে। যিশাইয় ২৭ঃ১৩ পদে তুরী ধ্বনীর শব্দ শেষ দিনের সাথে মিল আছে (প্রথম করনঃ ১৫ঃ৫২, প্রথম থিষঃ৪ঃ১৬ পদ)।

(৮) “জড়ো হয়ে বাছাই করা” দেখুন মার্ক ১৩ঃ২৭ পদ দ্বিতীয়ঃ ৩০ঃ৩৫, যিশাইঃ ৪৩ঃ৬ পদ এবং গীত ৫০ঃ৫ পদ।

পৌল শিক্ষা দিয়েছিলেন যে মৃত্যুতেই বিশ্বাসী বর্গরা খ্রীষ্টে সংযুক্ত (দ্বিতীয় করঃ ৫ঃ৮) প্রথম থিষঃ ৪ঃ১৩ শিক্ষা দেয় যে, যারা মারা গেছে তাদের কি হবে সে সম্বন্ধে তোমাদের অজানা থাকে , যেন যাদের মনে কোন আশা নেই তাদের মত করে তোমরা ভেঙ্গে পড়না, আমরা আমাদের শরিরের কিছু আসে না হয় এখানে রেখে যচ্ছি , আমরা প্রভূর আগমনে আত্মায় একত্রিত হব। এটাই মৃত্যু এবং পূনরুত্থান সম্পর্কে প্রয়োগ করা হয়েছে , এখানে শেষ সময় এবং জীবনের শেষ ঘটনা সম্পর্কে বাইবেলে লিখিত নেই।

(৯) “পৃথিবীর এক সীমা থেকে অন্য সীমা পর্যন্ত চারদিক থেকে সব বাছাই করা লোক জড়ো হবে” দেখুন মার্ক ১৩ঃ২৭ পদ। এই বাক্যটি যীশুকে অনুসরন করাই বিশ্বে প্রকাশিত হয়েছে। ইহা আগে সুসমাচার প্রচারের জন্য দীর্ঘ সময় ধরেই প্রয়োগ করা হয়েছে। সংখ্যানুযায়ী চার হচ্ছে পৃথিবীর চিহ্ন। ইহা পৃথিবীর চার কোনকে তুলে ধরা হয়েছে যিশাইয় ১১ঃ১২ চারি বায়ু হচ্ছে স্বর্গ রাজ্যের দানিঃ ৭ঃ২, সখরিঃ ২ঃ৬) এবং স্বর্গের শেষ চারটি যিরমিয়ঃ ৪৯ঃ৩৬ পদ।

NASB (হালনাগাদ) মূলবচনঃ ২৪ঃ৩২- ৩৫ পদ।
৩২ পদঃ এখন ডুমুর গাছ দেখে শিক্ষা লাভ কর। যখন তার আপন ডালপালা নরম হয়ে তাতে পাতা বের হয় তখন তোমরা জানতে পার যে, গরম কাল কাছে এসেছে।

৩৩ পদঃ সেই ভাবে তোমরা এসব ঘটনা দেখলে পর বুঝতে পাবে যে, মনুষ্য পুত্র কাছে এসে গেছেন, এমন কি দরজায় উপস্থিত।

৩৪ পদঃ আমি তোমাদের সত্য বলিতেছি, যখন এই সব হবে তখন ও এই কালের কিছু লোক বেঁচে থাকবে।

৩৫ পদ ঃ- আকাশ ও পৃথিবী শেষ হবে কিন্তু আমার কথা চিরদিন থাকবে।

২৪ঃ৩২ পদ ঃ- “ডুমুর গাছটি” এই গল্পটি একই ভাবে মার্ক ১৩ঃ২৮- ৩২ এবং লূক ২১ঃ২৯- ৩৩ পদে। ডুমুর গাছটি এই উপদেশ মুলক অধ্যায়ে ইস্রায়েলীয়দের চিহ্ন সুস্পষ্ট নয় মথি ২১ঃ১৮- ২০ এবং মার্ক ১১ঃ১২- ১৪ পদ অনুসারে, কিন্তু পথটি বিশ্বাসী বর্গের প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যদিও তারা শেষ বিচারের সময়কে নিদিষ্ট ভাবে জানেনা, তারা সাধারন সময়কে জানতে পারে। ডুমুর গাছ যখন নরম হয়ে তাতে পাতা বের হয় তখন প্রত্যেকে জানতে পারে যে গরম কাল কাছে এসেছে।

২৪ঃ৩২- ৩৩ পদ “তোমরা জান” দেখুন মার্ক ১৩ঃ২৯ পদ। যখন শেষের বংশধরেরা আসবে বাইবেলের ভাববাদীদের বাণীগুলি সত্যিকারে ইতিহাস হয়ে যুক্ত হবে। এই জ্ঞান বিশ্বাসীবর্গদের ঈশ্বরের উপর আস্থা এবং শেষ নির্যাতনের সময়ে ও স্থির থাকতে শক্তি প্রাপ্ত হবে। প্রত্যেক বংশ

ধরদের সাথে বিশ্বাসীবর্গের সমস্যা হচ্ছে যে তারা বাইবেলকে নিজেদের দিনগুলির ইতিহাস বলে দাবি করে। সুতরাং তারা সবাই ভূল করছে।

২৪:৩৩ পদঃ ‘‘তিনি’’ দেখুন মার্ক ১৩:৩৯ পদ। এটি পুরুষ বাচক বিশেষনটি গ্রীক মূল বচন নয়। ইহা অবশ্যই ‘‘ইহা’’ হতে হবে।

(১০) ‘‘যখন এসব বিষয় দেখবে’’ দেখুন মার্ক ১৩:৩০ পদ। এটি

১. যিরুশালেমর ধ্বংশ ;

২. রূপান্তর (মার্ক ৯:১ মথি ১৬:২৭) অথবা

৩. এদের মধ্যে নির্দিষ্ট চিহ্ন হলো দ্বিতীয় আগমন

২৪:৩৪: এই পদ গুলি এ ডি ৭০ খ্রী:পূর্বে রোমান শাসক **টাইটাসের** অধীনে যিরুশালেম নগরের ধংশের কথাই নির্দেশ করে। যীশু প্রশ্ন উথাপন করেছিলেন ২৪:৩ পান্ডুলিপিতে গ্রীক চিহ্ন N,K,L,W ইহা বেশির ভাগ অনুবাদের ক্ষেত্রেই যুক্ত করা হয়েছে কারন ইহা পান্ডুলিপিতে পরিলক্ষিত হয়নি N,B এবং *D, Dlatesseron* এবং গ্রীক মুল বিষয়বস্তু গুলো ইরা নিয়াফ, অরিগেন, ক্রীসস্টম এবং পুরানো পান্ডু লিপিটি মেরম ব্যবহার করেন। এটি মনে হয় একটি মুলবিষয় যেটি অর্থডক্স স্ক্রাইভ *(Orthodox Scribe)* দ্বারা ভ্রান্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে খ্রীষ্টের প্রভূত্বকে জোর দেওয়া হয়েছে। (দেখুন : **The orthodox corruption of Scruplare , Bart , D Ehrman , PP 91- 92 , Published by Oxford Univercity Press , 1993)**

২৪:৩৭ পদঃ ‘‘আসা’’ দেখুন বিশেষ বিষয়বস্তু ২৪:৩ পদ

(১১) *‘‘এই জন্য ঠিক হোহের সময় মত’’* এ ছিল একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য যার অর্থ আগের মতই সাধারন জীবন য়াপনে রত থাকা (৩৮ পদ)

২৪:৩৯ পদঃ এই বিচারটি অবিশ্বাসীদের প্রতি ঈশ্বরের উপর অস্থায়ী এবং শেষ বিচার।

২৪:৪০- ৪১ পদঃ ‘‘দুজন লোক মাঠে থাকবে; একজনকে নেওয়া হবে এবং অন্যজনকে ফেলে যাওয়া হবে। দুজন স্ত্রীলোক জাঁতা ঘুরাচ্ছে একজনকে নেওয়া হবে অন্য জনকে ফেলে যাওয়া হবে।’’

অনেকেই এটিকে উল্লাসসূচক ভাবকেই মিলাতে চেষ্টা করে থাকেন। যেকোন ভাবেই হউক এটি প্রভূর ফিরে আসার দিনে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কতক জনের আশীর্বাদ এবং অন্য জনের বিচারের কথাই ইঙ্গিত করা হয়েছে। ইহা অনিশ্চিত কোন দল আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে; এক জনকে ‘‘নিয়ে যাওয়া’’ অথবা অন্য জন কে ফেলে যাওয়া যারা বন্যার পরে বেঁচে গিয়েছিল অথবা যারা বায়ুতে প্রভূর সাক্ষাৎ পেয়েছিল সেটি কি নোহ এবং তার পরিবারের উপর নিদেশ করে? পুরাতন নিয়মের একটি উদাহরনের ঃ- (১) মন্দির ধংশ (২) শেষ সময়ে তাঁর ফিরে আসার চিহ্ন এবং (৩) যুগের শেষ।

ইহাও সম্ভব ১০:২৩,১৬:২৪,২৪:৩৪ পদের সাথে সম্পর্ক যুক্ত এবং শেষ করা হয় যে, যীশু আশা করেছিলেন তাড়াতড়িতে ফিরে আসবে কিন্তু মথি দশকের পরে লিখেছেন ----- করা হয় তার দেরিতে আসার বিষয় বস্তুত যীশুর শিক্ষা গুলিতে ছিল ।

NASB (হালনাগাদ) মূলবচনঃ ২৪ঃ ৩৬- ৪১ পদ।
৩৬ঃ পদঃ কিন্তু সেই দিন ও সেই সময়ের কথা কেউ জানেনা, স্বর্গেরদূতেরা ও জানেনা, পুত্র ও না, কেবল পিতাই জনেন।
৩৭ঃ পদঃ নোহের সময়ে যে অবস্থা হয়েছিল মুনুষ্য পুত্রের আসবার সময়ে ঠিক সেই অবস্থা হবে।
৩৮ঃ পদঃ বন্যা আগের দিন গুলোতে নোহ জাহাজে না ঢোকা পর্যন্ত লোকে খাওয়া দাওয়া করেছে, বিয়ে করেছে এবং বিয়ে দিয়েছে।
৩৯ঃপদঃ যে পর্যন্ত বন্য এসে তাদের সবাইকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল সেই পর্যন্ত সেই পর্যন্ত তারা কিছুই বুঝতে পারলনা মনুষ্য পুত্র আসাও ঠিক সেই রকমই হবে।
৪০ঃ পদঃ তখন দুজন লোক মাঠে থাকবে; এক জনকে নেওয়া হবে এবং অন্য জনকে ফেলে যাওয়া হবে।
৪১ঃ পদঃ দুজন স্ত্রী লোক জাঁতা ঘুরাবে; এক জনকে নেওয়া হবে এবং অন্য জনকে ফেলে যাওয়া হবে।

২৪ঃ৩৬ পদঃ “কিন্তু সেই দিন ও সেই সমেয়ের কথা কেউ জানেনা, স্বর্গের দূতেরাও জানেনা, পুত্র ও না, কেবল পিতাই জানেন” দেখুন মার্ক ১৩ঃ৩২ পদ দ্বিতীয় আগমনের তারিখ নির্ধারন করা খ্রীষ্টানদের জন্য এটি একটি কঠিনতম বাধা। “পুত্র নয়” শব্দ গুচ্ছটি মথিতে যোগ করা হয়নি মথিঃ ২৪ঃ৩৬ কোন কোন প্রাচীন কিছু সংখ্যক লোক আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়েছিল এবং কিছু সংখ্যক লোক নোহের বন্যার সময়ে বিচারিত হয়েছিল। (৩৯) পুরাতন নিয়মের সময়ের উদাহরন ব্যবহার করা হয়েছে।(লূক ১৭ঃ২৯) ঘটনার পরি প্রেক্ষিতে ২৭ পদ শারিরিক গত ভাবে দৃশ্যাকারের প্রভূর আসাকেই ইঙ্গিত করেছেন! তার একমাত্র কারন ঃ-

১. যে কোন সময়/ মূহুর্তে প্রভূর ফিরে আসার।
২. বিষয় হচ্ছে যেপ্রথমে যে কোন একটা ঘটনা ঘটবে।

NASB (হালনাগাদ) মূলবচনঃ ২৪ঃ ৪২- ৪৪ পদ।
৪২ পদঃ তাই বলি তোমরা সতর্ক থাক, কারন তোমাদের প্রভূ কোন দিন আসবেন তা তোমরা জাননা।
৪৩ পদঃ তবে তোমরা এই কথা জেন, ঘরের কর্তা যদি জানতেন কোন সময় চোর আসবে তাহলে তিনি জেগেই থাকতেন, নিজের ঘরে তিনি চোর ঢুকতে দিতেননা।
৪৪ পদঃ সেই জন্য তোমরাও প্রস্তুত থাক কারন যে সময়ের কথা তোমরা চিন্তা ও করবেনা সেই সময়েই মনুষ্য পুত্র আসবেন।

২৪ঃ৪২ পদঃ “তোমরা সতর্ক কথাক, কারন তোমাদের প্রভূ কোন দিন আসবেন তা আমরা জানিনা” । গল্পটি লূক ১২ঃ৩৯- ৪০ পদের সাথে মিল। বিষয়টি প্রস্তুতি থাকার উপর জোর দেওয়া হযেছে (৪৩,৪৪ পদ) অনিশ্চিত একটা সময় (ঠঠ ৩৯,৪৭,৫০,২৫ঃ১৩) এই অনিশ্চিত সময়ই প্রত্যেক বিশ্বাসী বর্গদেরকে বংশপরম্পরায় সদা সর্বদা প্রস্তুতথাকতে সাহায্য করে।

২৪:৪৩ “যদি” এটি দ্বিতীয় শ্রেনীর শর্তসাপেক্ষ বাক্য যাকে “বিপরীত বাস্তব ঘঁটনা” বলা হয়। যে মন্তব্যটি করা হয়েছিল সেটি মিথ্যা সুতরাং যে উপসংহারটি নেওয়া হয়েছে সেটিও মিথ্যা)
২৪:৪৪: “তোমরা প্রস্তুত থাক” এই শব্দগুচ্ছটি বর্তমান আদেশ সূচক বাক্য (মার্ক ১৩:৫,৯,২৩) এটিই বিশ্বাসীবর্গের চাবি কাঠি; বিবেচনায় নয় এবং কখন কিভাবে এ সম্বন্ধে মুক্তিহীন মতবাদ প্রকাশ করে।

NASB (হালনাগাদ) মূলবচনঃ শাস্ত্র পাঠ ২৪:৪৫- ৫১ পদ।
৪৫ পদ: সেই বিশ্বস্ত ও বুদ্ধিমান দাস কে, যাকে তার মনিব তাঁর অন্যান্য দাসদের ঠিক সময়ে খাবার দেবার ভার দিয়েছেন ?
৪৬ পদ: সেই দাস ধন্য, যকে তার মনিব এসে বিশ্বস্ত ভাবে কাজ করতে দেখবেন।
৪৭ পদ: আমি তোমাদের সত্যি বলছি, তিনি সেই দাসকেই তাঁর সমস্ত বিষয় সম্পত্তির ভার দেবেন।
৪৮ পদ: কিন্তু ধর, সেই দাস দুষ্টদাস আর সে মনে মনে বলল, আমার মনিব আসতে দেরী করছেন।
৪৯ পদ: সেই সুযোগে তার সঙ্গি দাসদের মারধর করতে লাগল।
৫০ পদ: কিন্তু যে দিন ও যে সময়ের কথা সেই দাস চিন্তাও করবে না এবং জানবেও না সেই দিন ও সেই সময়ে তাঁর মনিব এসে হাজির হবেন।
৫১ পদ: তখন তিনি তাকে কেটে টুকরা টুকরা করে ভন্ডদের মাঝে তার স্থান ঠিক করবেন । এখানে লোকে কানাকাটি করবে ও যন্ত্রনায় দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে।

২৪:৪৫ পদ: ‘তাঁকে বিষয় সম্পত্তির ভার দেওয়া হবে” অনেকেই এ গল্পটি খৃষ্টান নেতৃত্বের সাথে মিলিয়ে দেখেন। (লূক ১২:৪০- ৪৮): এই পরিস্থির মধ্যে ইহা যিহুদী নেতৃবৃন্দের সাথে যীশুর ধারাবাহিক ভাবে তাঁর সময় গুলোতে মিল দেখিয়েছে।
২৪:৪৭ পদ: “তিনি তাকেই সমস্ত বিষয় সম্পত্তির ভার দেবেন” দেখুন মথি ১৩:১২; ২৫:২৯ এবং লূক ১৯:১৭ পদ ।
২৪:৪৮ পদ: “যদি” এটি তৃতীয় শ্রেনীর শর্তসাপেক্ষ বাক্য যার অর্থ ভবিষ্যতের সম্ভাব্য কার্যক্রম।
“আমার মনিব আসতে দেরি করবেন” এটি দ্বিতীয় আগমনের আসার দীর্ঘ সময়ের আমার ধারনাকেই উপস্থাপন করেছেন। মথি ২৫:৫ থিষ ২: দ্বিতীয় পিতর ৩:৪ পদ)
২৪:৫০ পদ: “কিন্তু সে দিনের সে সময়ের কথা সেই দাস চিন্তাও করবেনা, জানবেওনা, সেই দিন ও সেই সময় তার মনিব এসে হাজির হবেন।”
দেখুন মথি ২৪:২৭,৪৪:২৫,৬:১৩ প্রভূর এই ফিরে আসার দিন “যে কোন সময় ” প্রতিফলিত হতে পারে।
২৪:৫১ পদ: ‘তাকে খন্ড খন্ড করে ফেলবেন” এটি রূপক অথবা আক্ষরিক ভাবে ও অনিশ্চিত হতে পারে। দ্বিতীয়: শমূ ১২:৩১;ইব্রী: ১১:৩৭,ইহা সত্যিকার ভাবেই বিচার দিনের বর্ণনা।
(১২) “ভন্ডদের সাথে” (৫১ পদ) লূক ১২:৪৬ পদেও একই ধরনের আছে “অবিশ্বাসী”

২৪:৫১ পদ (ক্রন্দন করছে” এটি ছিল অত্যন্ত দুঃখের চিহ্ন (২৫:৩০)

(১৩) “দাঁত ঘষতে থাকা” এটি রাগান্বিত অথবা মন ব্যাথাকেই উপস্থাপন করা হয়েছে।(৪:১২,১৩:৪২,৫০,২২:১৩,২৫:৩০)

আলোচনা প্রশ্ন

এটি পড়াশুনার একটি দিক নির্দেশনা গ্রন্থ যার অর্থ এই যে, আপনার নিজেস্ব বাইবেল অনুবাদে আপনাকে দ্বায়ীত্ব বহন করতে হবে। আমাদের যে আলো আছে, আমাদের প্রত্যেক জনকে সে আলোতেই চলতে হবে । বাইবেল এবং পবিত্র আত্মাই আপনার অনুবাদে অগ্রগন্য হবে। এটি আপনাকে নির্দেশকের নিকট ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবেনা।

এই প্রশ্ন আলোচনার বিভাগ গুলোর মাধ্যমে বইয়ের অংশের বিভিন প্রধান বিষয় গুলির ধারনা নিতে আপনাকে সাহায্য করবে।

১. এই অধ্যায়ের সাধারন উদ্দেশ্য কি?
২. ৪-৭ পদ কি শেষ সময়ের বর্ননা করে?
৩. দানিয়েল কি ভাবে ঈশ্বরের বাণী প্রচার করেছেন ? (৭:২৩-২৪,৯:২৪-২৭, ১১:২৬-২৯) এই অধ্যায়ের সাথে মিল করুন।
৪. ২৪ পদের মত যীশু কেন ভাষাটি ব্যবহার করেছেনে?
৫. আপনি কি জানেন প্রভূ কখন ফিরে আসবেন?
৬. দ্বিতীয় আগমন কি আসন,দেরী অথবা সময় অনিশ্চিত ?
৭. যীশু কেন বা সময় জানতে পারেনি ? (৩৬ পদ)
৮. এই অংশের প্রধান বিষয় কি যাকে জোর দেওয়া হয়েছে? (৪৫-৫১ পদ)
৯. তোমার জীবনে তুমি কি যীশুর আসার অপেক্ষা কর? কেন কর?

মথি ২৫ অধ্যায়

আধুনিক অনুবাদ গুলির অনুচ্ছেদের বিভাগ

UBS	NKJV	NRSV	TEV	JB
দশ কুমারীর গল্প ২৫:১-১৩	বুদ্ধিমতি ও বুদ্ধিহীন কুমারীর গল্প ২৫:১-১৩ পদ	বুদ্ধিমতি ও বুদ্ধিহীন কনের সাথে ২৫:১-১৩ পদ	দশ কুমারীর গল্প ২৫:১-৫ ২৫:৬-১২ ২৫:১৩	দশজন কন্যার সাথের গল্প ২৫:১-১৩ পদ
দক্ষতার গল্প ২৫:১৪-৩০	দক্ষতার গল্প ২৫:১৪-৩০	দক্ষতার গল্প ২৫:১৪-৩০	তিন জন দাসের গল্প ২৫:১৪-১৮ ২৫:১৯-৩০ ২৫:১৯-৩০	দক্ষতার গল্প ২৫:১৪-৩০

সমস্ত জাতির বিচার ২৫:৩১- ৪০ ২৫:৪১- ৪৬	মনুষ্য পুত্র জাতির বিচার করবে ২৫:৩১- ৪৬	গুরুত্বপূর্ণ বিচার ২৫:৩১- ৪৬	শেষবিচার ২৫:৩১- ৪০ ২৫:৪১- ৪৬	শেষবিচার ২৫:৩১- ৪৬

পড়ার তিনটি ধাপঃ (দেখুন পৃষ্ঠা ৭)

এটি পড়াশনার একটি দিকনির্দেশনা গ্রন্থ যার অর্থ এই যে আপনার নিজেস্ব বাইবেল অনুবাদে আপনাকেই বহন করতে হবে। আমাদের প্রত্যেকেরই আলোর পথে চলতে হবে। পবিত্র বাইবেল এবং পবিত্র আত্মায়ই আপনার অনুবাদের অগ্রগন্য হবে। আপনাকে এটি দিক নির্দেশকের নিকট ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবেনা।

একই অবস্থায় বসে আধ্যায়টি শেষ করে পড়ুন। বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করুন। উপরের আনুবাদের পাঁচটি বিভাগের সাথে তুলনা করুন। আনুচ্ছেদটি প্রকাশ করা হয়নি কিন্তু ইহা মূল বিষটি লেখক তুলে ধরেছেন যেটি অনুবাদকদের জন্য কঠিন। প্রত্যেক অনুচ্ছেদই একটি একটি বিষয় বস্তু থাকে।

১. প্রথম অনুচ্ছেদ
২. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ
৩. তৃতীয় অনুচ্ছেদ
৪. ইত্যদী।

অন্তর্নীহিত প্রাসঙ্গিকতা

(১৪) লিখিত প্রাসঙ্গিতাকে - নোট করতে হবে। এই ক্ষেত্রে মথি ২৪- ২৫ পদের প্রসঙ্গ যেটি খ্রীষ্টের হঠাৎ আশার জন্য এবং "সদাসর্বদা প্রস্তুত থাকতে বিস্বস্ত সহকারে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পালন করতে- এমন কি তার জন্য অত্যাচারিত হতে প্রস্তুত থাকতে হবে।

(১৫) দৃষ্টান্তটি পরিপূর্ণভাবে আলোচনা অনুবাদের জন্য ১৩ অঃ দেখুন।

(১৬) আপনার নিজস্ব ভাষায় বিশ্বাসের কেন্দ্র বিন্দু এবং দৃষ্টান্তটি লিখুন (মথিঃ ২৪:৪৫- ৫১, ২৫:১- ১৩, ২৫:১৪- ৩০) দৃষ্টান্ত মানে সত্যটাকে দৈনিক জীবনের সাধারন ঘটনা থেকে উদাহরন স্বরূপ তুলে ধরা (মথিঃ ১৩:১০- ১৭ পদ)।

(১৭) ৩৭- ৪৪ পদ মার্কে নেই । Synoptic কে একই ধরনের যেমন লূকঃ

(১৮) ১৭:২৬- ৩৭ পদ।

শব্দ ও শব্দগুচ্ছের পড়া

NASB (হালনাগাদ) মূলবচনঃ ২৪:১- ১২ পদ।

১ পদঃ সেই সময়ে স্বর্গের রাজ্য এমন দশজন মেয়ের মত হবে যারা বান্ধবীর বরকে এগিয়ে আনবার জন্য বাতি নিয়ে বাইরে গেল।

২ পদঃ তাদের মধ্যে পাঁচজন ছিল বুদ্ধিমতি।

৩ পদঃ বুদ্ধিহীন মেয়েরা বাতি নিল বটে কিন্তু সঙ্গে করে তেল নিল না।

৪ পদঃ বুদ্ধিমতি মেয়েরা তাদের বাতির সঙ্গে পাত্রে করে তেল ও নিল।

৫ পদঃ বর আসতে দেরী হওয়াতে তারা ঢুলতে ঢুলতে সবাই ঘুমিয়ে পড়ল।

৬ পদঃ পরে মাঝরাতে চিৎকার শুনা গেল, 'ঐ দেখ বর আসছেন! বরকে এগিয়ে আনতে বের হও'।

৭ পদঃ তখন সেই মেয়েরা উঠে তাদের বাতি ঠিক করল।

৮ পদঃ বুদ্ধিহীনরা, বুদ্ধিমতিদের বলল, তোমাদের তেল থেকে আমাদের কিছু দেও, কারন আমাদের বাতি নিভে যাচ্ছে।

৯ পদঃ তখন সেই বুদ্ধিমতি মেয়েরা উত্তরে বলল, 'না, তেল যা আছে তাতে হয়তো আমাদের ও তোমাদের কুলাবেনা। তোমরা বরং দোকানদারের কাছে গিয়ে নিজেদের জন্য তেল কিনে নাও।

১০ পদঃ সেই বুদ্ধিহীন মেয়েরা যখন তেল কিনতে গেল তখনই বর এসে পড়লেন। তখন যে মেয়েরা প্রস্তুত ছিল তার বরের সঙ্গে বিয়ে বাড়ীতে গেল। তারা সবাই ভেতরে গেলে পর দরজা বন্ধ কওে দেওয়া হল।

১১ পদঃ "পরে সেই বুদ্ধিহীন মেয়েরা এসে বলল, 'দেখুন দরজাটা খুলে দিন।'

১২ পদঃ উত্তরে বর বললেন, 'সত্যি বলছি, আমি তোমাদে চিনিনা।'

২৫:১ পদঃ "স্বর্গরাজ্যের প্রজারা চান যেন ঈশ্বরই পৃথিবীকে শাসন করেন এবং সকল মানুষ তাঁকে যেন একমাত্র প্রভু বলে স্বীকার করে ও তাঁর ইচ্ছা পালন করেন। (মথিঃ ৬:১০ পদ)।

(১৯) "বরের সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলেন" এই গল্পটির পটভূমি ১ম শতাব্দীর যিহুদী প্যালাষ্টাইন সমাজের বিবাহের রীতি, কৃষ্টিকে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। কয়েক বছর পর বাগদান অনুষ্ঠানের নিয়ম করা হয় বর কনের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে তার বাড়িতে আনতে হত ৭ দিনের (ভোজ) খাবারের ব্যবস্থা করে।

গ্রীক পান্ডুলিপিতে ইব্রীয় রীতিনীতির সাথে এটিকে মিল দেখতে পাওয়া যায়। সবচেয়ে সর্বোৎকৃষ্ট এবং প্রাচীন গ্রীক "শাস্ত্র বরের সাথে দেখা করতে বাইরে যেতেন।" বেজাই (Bezae) গ্রীক পান্ডুলিপি (D) এবং ল্যাটিন, সিরিয়কি (Syriac), কোপটিক (Coptic) এবং আমেরিকার অনুবাদগুলি যথাযথ ভাবে গ্রীক শাস্ত্র গুলিখে অরিগেন (Origin)| অ্যাথানিয়াস (Athanasius), ক্রসৌস্টম (Crysostom), যেরোম এবং আগষ্টিন ব্যবহার করেছেন এবং কনেকে যুক্ত করেছেন।" এটি তখনই নির্দেশ দিবে সে বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিবে।

২৫:৫ পদঃ "বর আসতে দেরী হয়েছিল" ইহা হয়তোবা যীশু আগমনের দেরী হওয়ার কথাই বলেছেন। মথিঃ ২৪:১৪ পদ এবং ৪৩- ৪৪ পদ ও ইঙ্গিত দেয় যিরূশালেম ধ্বংশ এবং তাঁর দ্বিতীয় আগমন সম্পর্কে। এই দীঘসময় আদি মন্ডলীকে আশ্চার্যানিত করেছিল তবুও এই ধারনাটি যীশু এবং পৌলের শিক্ষা গুলোতেই ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। (১১ থিষঃ ৫)

(২০) *"তাঁরা সবাই অলস হয়ে পড়েছিল এবং ঘুমাতে শুরু করেছিল"* এখানে কোন দোষা রোপের ইঙ্গিত করা হয়নি। ইহা কেবল মাত্র অবস্থাকে বুঝানোর জন্য গল্পটিতে প্রস্তুতিকেই জোড় দেওয়া হয়েছে।

২৫:১০ "দরজাটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল" লূকঃ ১৩:২৫ পদের সাথে এই গল্পটি ইস্রায়েল এবং পরজাতীদের সাথ সম্পর্ক যুক্ত কিন্তু এখানে এই পরিস্থিতির যীশুর দ্বিতীয় আগমনের সম্পর্ককেই বুঝানো হয়েছে।

২৫:১২ "আমি তোমাকে চিনিনা" প্রস্তুতির অভাব জনিত কারনেই ছিল অভ্যান্তধন ফলাফল। নতুন নিয়মে উপস্থাপিত পরিক্রমের পথকে সামঞ্জস্য রেখে দেখাতে হবে।

১. ইহা জনসাধারনে একটি প্রকাশ্য সিদ্ধান্ত ।
২. ইহা একটি শিষ্যত্ব, জনসাধারনের ধার্মিক জীবন যাপন। অথবা
৩. ইহা একটি অবগত বিষয়ক ধর্মতত্ব।

এইসব তিনটি বিষয়েই পরিপক্কতার প্রয়োজন রয়েছে। পুরাতন নিয়মে "জানা" শব্দটি ব্যাক্তিগত সম্পর্কের ধারনাটি ব্যবহার করা হয়েছে। (আদিঃ ৪:১, যিরঃ ১:৫) খ্রীষ্টান ধর্ম ইব্রীয় ধারনা ব্যাক্তিগত ধারনা এবং গ্রীক ধারনা দুইটিকেই সংযুক্ত করেছেন। সুসমাচার ব্যাক্তি এবং বাণী উভয়ই।

২৫:১৩ পদঃ
NASB " সতর্ক থাক, কারন সেই দিন বা সময়ের কথা তোমরা জাননা "
NKJV "সেই জন্য দেখ মনুষ্য পত্র সে দিনে কি রাতে আসবেন তা তোমরা জাননা "
NRSV "সেই জন্য তুমি জাগিয়া থাক, সেই দিন বা সেই সময় জাননা "
TEV " দেখ , কারন তোমরা সেই দিন বা সেই সময় জাননা " ।
JB "সুতরাং জাগিয়া থাক, কারন তুমি সেই দিন বা সময় জাননা।"
সত্যতায় হচ্ছে এই পৃথিবীর মূল উদ্দেশ্য। বিশ্বাসী বর্গদের অবশ্যই সক্রিয় থাকতে হবে প্রভু যীশু নিশ্চিত কি হঠাৎ ফিরে আসার জন্য (২৪:৩৬)। এ সম্পর্কে অনেক গুলো পান্ডুলিপি পাওয়া যায়। ২৪:২৪ পদে "মনুষ্য পুত্র আসবে" এটি স্পষ্টভাব অনুকরন করে যোগ করা হয়েছে। এই অতিরিক্ত

শব্দ গুচ্ছটি প্রাচীন গ্রীক পাণ্ডুলিপিতে দেওয়া ছিল না। P". N.A. B.C. DLWX এবং Y এবং Y এগুলো ল্যাটিন, সিরাক, কপাটিপ, আমেরিকার অনুবাদ। স্পষ্টভাবে বুঝা যায় ইহা মথি লিখিত সুসমাচারে সুস্পষ্ট নয়।

NASB (হালনাগাদ) মূলবচনঃ (২৫:১৪-১৮)
১৪ পদঃ ইহা এমন একজন লোকের মত যিনি বিদেশে যাবার আগে তাঁর দাসদের ডেকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির ভার তাদের হাতে দিয়ে গেলেন।
১৫ পদঃ সেই দাসদের ক্ষমতা অনুসারে তিনি একজনকে পাঁচহাজার, একজনকে দু'হাজার ও একজনকে এক হাজার টাকা দিলেন। তিনি এক জনকে পাঁচহাজার, একজনকে দু'হাজার ও একজনকে এক হাজার টাকা দিলেন।
১৬ পদঃ যে পাঁচ হাজার টাকা পেল সে ও একই ভাবে আরো দু'হাজার টাকা লাভ করল।
১৭ পদঃ যে দু'হাজার টাকা পেল সে ও একই ভাবে আরো দুহাজার টাকা লাভ করল।
১৮ পদঃ কিন্তু যে এক হাজার টাকা পেল সে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তার মনিবের টাকা গুলো লুকিয়ে রাখল।

২৫:১৫ পদঃ "অবিলম্বেই একজন পাঁচ তালন্ত গ্রহন করেছিল।" এই উপমাটি লূকঃ ১৯:১১-১৭ পদের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে। অনেক গুলো গ্রীক পাণ্ডুলিপির সাথেই সম্পর্ক যুক্ত। ১৪ পদ অনুযায়ী ১. কৃতদাসের মালিক সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। ২. কৃতদাসটি যদিও গ্রীক শাস্ত্রে পরিবর্তিত হয়েছে তথাপি মথি সুসমাচারের অবস্থান অনুসারে পরক্ষনেই কৃতদাস প্রথার মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

(২১) "পাঁচ তালন্ত" একটি তালন্তের সমপরিমান প্রায় ছয় হাজার দীনার। একজন সৈনিক ও শ্রমিকের জন্য প্রতিদিন দীনারি খরচ হত। R.S.V. এর পদটীকা অনুযায়ী- "প্রায় ১৫ বছরে অধিক অধিক শ্রমিকদের জন্য ব্যয় করা হত।

(২২) "নিজস্ব সামর্থ অনুযায়ী" উক্তিটি বাইবেলের নীতি অনুসরন করে (মথিঃ ১৩:৮ পদ)।

NASB(হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠঃ ২৫:১৯-২৩ পদ।
১৯ পদঃ অনেক দিন পর সেই মনিব এসে দাসদের কাছ থেকে হিসাব চাইলেন।
২০ পদঃ যে পাঁচ হাজার টাকা পেয়েছিল সে আরো পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে এসে বলল, 'আপনি আমাক পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন।
২১ পদঃ দেখুন, আমি আরো পাঁচ হাজার টাকা লাভ করেছি। তখন তার মনিব তাকে বললেন, 'বেশ করেছ। তুমি ভাল ও বিশ্বস্ত দাস। তুমি অল্প বিষয়ে বিস্বস্ত বলে আমি তোমাকে অনেক বিষয়ে ভার দেব। এস আমার অনেক ভাগী হও।
২২:পদ ঃ- যে দুহাজার টাকা পেয়েছিল সে এসে বলল, আপনি আমাকে দুহাজার টাকা দিয়েছিলেন । দেখুন আমি আরো দুহাজার টাকা লাভ করেছি।
২৩ঃ পদ ঃ- তখন তার মনিব তাকে বললেন, "বেশ করেছ। তুমি ভাল ও বিশ্বস্ত দাস। তুমি অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত বলে আমি তোমাকে অনেক বিষয়ের ভার দেব। এসো আমার আনন্দের ভাগী হও।

২৫:২১- ২৩ পদ ‘‘বেশ করেছ তুমি ভাল ও বিস্বস্ত দাস ’’ ভাল তত্ত্বাবধায়ক, শুধুমাত ঐ পরিমানই ছিল না, বহিরাগত ও ছিল।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠঃ ২৫:২৪- ২৫ পদ।
২৪ পদঃ যে এক হাজার টাকা পেয়েছিল সে এসে বলল, ‘দেখুন, আমি জানতাম আপনি ভয়ানক কঠিন লোক। আপনি যেখানে বীজ বোনেননি সেখান থেকে কাটেন এবং যেখানে ছড়াননি সেখান থেকে কুড়ান।
২৫ পদঃ এই জন্য আমি ভয়ে ভয়ে বাইরে গিয়ে মাটিতে আপনার টাকা লুকিয়ে রেখেছিলাম। এই দেখুন, আপনার জিনিস আপনারই আছে।’

২৫: ২৪- ২৫ পদঃ দাসদের বৈশিষ্ট্যকে ঈশ্বর যর্থাথ ভাবে বর্ণনা করেননি। কেহ যেন এই গল্প গুলিকে রূপক অর্থে পরিপূর্ণ ভাবে ঠেলে না দেয়। নূতন নিয়মে এই গল্প কাহিনী গুলি তুলনা এবং সাদৃশ্য উভয় আছে।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠঃ ২৫:২৬- ২৮ পদ।
২৬ পদঃ উত্তরে তার মনিব তাকে বললেন, ‘দুষ্ট ও অলস দাস! তুমিতো জানতে যেখানে আমি বুনিনি সেখানে কাটি আর যেখানে ছড়াইনি সেখানে কুড়াই।

২৭ পদঃ তাহলে মাহজনদের কাছে আমার টাকা জমা রাখনি কেন? ‘তা করলে তো আমি এসে টাকাটাও পেতাম এবং সঙ্গে কিছু সুদও পেতাম।’

২৮ পদঃ তারপর তিনি অন্যদের বললেন, তোমরা ওর কাছ থেকে টাকা গুলো নিয়ে যার দশহাজার টাকা আছে তাকে দাও।

২৫:২৭ পদঃ ‘‘সুদ’’

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠঃ ২৫:২৯- ৩০ পদ।
২৯ পদঃ যার আছে তাকে আরো দেওয়া হবে আর তাতে আর অনেক হবে। কিন্তু যার নেই তার যা আছে তাও তার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া হবে।
৩০ পদঃ ঐ অপদার্থ দাসকে তোমরা বাইরে অন্ধকারে ফেলে দেওঃ যেখানে কানাকাটি করবে আর যন্ত্রনায় দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে।

২৫:২৯ পদঃ ‘‘যার যত আছে তাকে আরো দেওয়া হবে’’ দেখুন মথিঃ ১৩:১২, মার্কঃ ৪:২৫, লূকঃ ৮:১৮, ১৯:২৬। ‘‘অধিক’’ এটি মূল বচনে নেই কিন্তু নিঃসন্দেহে ইহা প্রয়োগ করা হয়েছিল।
২৫:৩০ পদঃ ‘‘ঐ অপদার্থ দাসকে তোমরা বাইরে অন্ধকারে ফেলে দাওঃ যেখানে লাকে কানাকাটি করবে আর যন্ত্রনায় দাঁতে দাঁত ঘষতে থাকবে। (দেখুন ৮:১২, ১৩:৪৭, ৫০; ২২:১৩:২৪:৫১) পশ্চিমা

পাঠক/ পাঠকাগণ পূর্বনতে লীয়দের অতিরিক্ত মন্তব্য এবং তাদের রূপক ভাষার স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। এই গল্পটি শুধুমাত্র পরিত্রানের প্রারম্ভিক প্রয়োজনীয়তাকেই দেখাননি কিন্তু চলমান দায়িত্ব বোধ সম্পর্কে ও তুলে ধরেছেন। জীবন যাবনের মাধ্যমেই সুস্পষ্ট ভাবে নিশ্চিত করা গিয়েছিল। বুনেনি- কাটনি। (ফল ও নেই- মূল ও নেই)

প্রশ্নগুলোর আলোচনাঃ

এটি পড়াশুনার একটি দিক নির্দেশক গ্রন্থ যার অর্থ এই যে, আপনাকে নিজস্ব বাইবেল অনুবাদে আপনাকেই দায়িত্ব বহন করতে হবে। আমাদের যে আলো আছে, আমাদের প্রত্যেক জনকে সে আলোতেই চলতে হবে । বাইবেল এবং পবিত্র আত্মায়ই আপনার অনুবাদে অগ্রগন্য হবে। আপনাকে এটি নির্দেশকের নিকট ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

এই প্রথম আলোচনার বিভাগ গুলোর মাধ্যমে বইয়ের অংশের বিভিন প্রধান বিষয় গুলো ধারনা নিতে আপনাকে সাহায্য করবে।

(১) এই গল্পের মূল সত্যতা কি?

(২) অন্যান্য বড় ২৪ এবং ২৫ অধ্যায় গুলো কিভাবে এই গল্প গুলির সাথে সাদৃশ্য দেখাবে।

(৩) যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা অনুসারে সুসমাচার লেখকগণ অনুপ্রানিত হয়ে নির্বাচন, সংযুক্তি এবং সাজানোর লেখকগণ যে উক্তিটি ব্যবহার করেছেন তা বাখ্যা কর।

(অ) ইহা যীশু নিজেই খোলাখুলি ভাবে আভ্যন্তরিন বিষয় নিয়ে এবং মানব জীবনের ভয়ানক পাপের এবং ফলের বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন। ইহা যীশু এবং যীশু একা যিনি শুধু শেষ বিচার নয় কিন্তু অতন্ত নরক সম্পর্কে ও জোড় দিয়ে কথা বলেছেন।

(ই) এই বাক্যগুলি মনে হয় ১৬ঃ২৭ পদের সর্বশেষ বর্ণনা। একটি সর্বোৎকৃষ্ট সাদৃশ্য হলো প্রকাশিতঃ ২০ঃ১১- ১৫।

(ঈ) স্বগীয় বাজার গৌরবার্থেই যীশু আবার আসবেন। যিহুদীরা যে পন্থায় তাঁর প্রথম আসার অপেক্ষা করেছিলেন তার সাথেই সাদৃশ্য রয়েছে।

(উ) বাইবেলে নিশ্চিতভাবে বিচার সম্পর্কে বলেছেন, কিন্তু বিভিন গ্রাহকদের
কাছে বারবার চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে।

- (১) ঈশ্বর বিচারক হিসাবে কাজ করেন। (রোমীয়ঃ ১৪ঃ২, ১ম পিতরঃ ১ঃ১৭)
- (২) খ্রীষ্ট বিচারক হিসাবে যোহনঃ ৫ঃ২২, ২৭ মথিঃ ১৬ঃ২৭, প্রেরীতঃ ১০ঃ৪২, ২য় করঃ ৫ঃ১০, ২য় তিমঃ ৪ঃ১)
- (৩) ঈশ্বর খীষ্টের মাধ্যমে (প্রেরীতঃ ১৭ঃ৩১, রোমীঃ ২ঃ১৬)

শব্দ ও শব্দ গুচ্ছের পড়া ঃ

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠঃ ২৫:৩১- ৩৩ পদ।
৩১ পদঃ মনুষ্য পুত্র সমস্ত স্বর্গদূতদের সঙ্গে নিয়ে যখন নিজের মহিমায় আসবেন তখন তিনি রাজা হিসাবে তাঁর সিংহাসনে মহিমার সঙ্গে বসবেন।
৩২ পদঃ সেই সময় সমস্ত জাতির লোকদের তার সামনে একসঙ্গে জড়ো করা হবে। রাখাল যেমন ভেড়া আর ছাগল আলাদা করে তেমনি তিনি সব লোকদের দুভাগে আলাদা করবেন।
৩৩ পদঃ তিনি নিজে ডান দিকে ভেড়াদের আর বা দিকে ছাগলদের রাখবেন।

২৫:৩১ "মনুষ্য পুত্র" পুরাতন নিয়ম অনুসারে মনুষ্য পুত্র শব্দটি মানবিক হিসাবে বুঝাতে সাধারন ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, গীতঃ ৮:৪ পদ এবং যিহিঃ ২:১ পদ। যে কোন ভাবে দানিয়েলঃ ৭:১৩ পদ মনুষ্য পুত্রকে মানবিক হিসাবে ডাকা হয়েছে, স্বর্গ থেকে মেঘ যোগে দেবতা অনন্ত স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছেন। মনুষ্য পুত্র পদবীটি যিহুদীরা রাব্বি নিকেল থেকে ছিল না। যীশু ব্যবহার করেছেন, নিজেকে ও দাবী করেছেন মনুষ্য পুত্র হিসাবে। মানবিক ধারনা এবং দেবতা এবং যিহুদীদের সংকীর্ণ, জাতীয় বোধ ও সৈন্যবাহিনীর নিয়মানুসারে করা হয়েছে। মনুষ্য পুত্র হিসাবেই স্বর্গের মেঘ রথে রড়েছেন। দানিঃ ৭:১৩ পদ। তিনি এখন পবিত্র স্বর্গীয় দূতদের সাথে লোকদের বিচার করতে আসছেন। মথিঃ ২৫:৩১, ১ম থিমঃ ৪:১৩- ১৮ পদ।

- "তাঁর গৌরব" (দেখুন গৌরবের নোট ১৬:২৭ পদ)
- "সমস্ত স্বগীয় দূতরায় তার সাথে" দূতেরা স্বর্গে সমবেত হয়ে কাজ করবে। তারা প্রায়ই সহযোগী হয়ে এসেছিল (১৬:২৭, মার্কঃ ৮:৩৮, ২য় থিষঃ ১:৭, যিহুদাঃ ১৪ঃ এবং দানিঃ ৭:১০ পদ)
- "তিনি তার রাজ সিংহাসনে বসবেন" তিনি তার রাজ সিংহাসনে ঈশ্বরের পক্ষ হয়ে একমাত্র প্রভু এবং রাজা হয়ে বসবেন কিন্তু একজন বিচারক হিসাবে। (১৯:২৮ পদ)

২৫ঃ ৩২ পদঃ "সমগ্র জাতি তাঁর সম্মুখে সমবেত হবে।" এই পাঠটি সম্ভবত উপমা নয় কিন্তু একটি নাটকীয় ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে মথি লিখিত সুসমাচারে। সমস্ত প্রশ্নই শেষ সময়ের এবং একটি আশ্চর্যের বিষয় এই সমস্ত জাতি অন্তভুক্ত করা হয়েছে। যারা মৃত এবং জীবিত অথবা শুধুমাত্র যারা জীবিত তাদের জন্যই।
এই অধ্যায়ে "সমস্ত জাতিকে" প্রয়োগ করা হয়েছে। বিশ্ব সম্মাক্তের লোকদের কাছে সুসমাচার প্রচার সম্পর্কে। (প্রকাশঃ ৫ঃ) যিহুদী জাতিকে অন্তভুক্ত করা হয়েছে আদি পুস্তকের লক্ষ্য (৩:১৫, ১২:১- ৩ এবং মাত্রাঃ ১৯:৪- ৬) যিহুদী জাতিকে মিশনারী হিসাবে ডাকা হয়েছে।

বিশেষ লক্ষ্যে চিহ্নিত করা খুবই কষ্টকর যেমন

(১) যারা সুসমাচারকে প্রত্যাখান করেছে অথবা

(২) যারা কাজের জন্য অন্তভুক্তের বাইরেছিল। দলই যীশুকে প্রভু বলে ডাকছেন (মথিঃ ৭:২১- ২৩) এ ধরনের বিচার সম্ভবত সীমিত ছিল যারা তালিকার বাইরে বা সুসমাচারে সারা দেয়নি সুতরাং উপমাটির অর্থ মাটির উপমার সাথেই সাদৃশ্য আছে। (মথিঃ ১৩ঃ) শেষ সময়ের চাপটি অন্যান্য বিশ্বাসীদের প্রতি ভালবাসার কমতিকেই দেখানো হয়েছে। (যোহনঃ ২:৯,১১,৩:১৫,৪:৭- ২১ পদ) সমস্তই মিথ্যা পেশা হিসাবে প্রকাশিত। মথিঃ ১৩- ২১,২২, ১ম যোহঃ ২:১৯।

- “তিনি প্রত্যেকেই একে অপর থেকে পৃথক করবেন” । অধিক মিল গম ও শ্যামা ঘাসের দৃষ্টান্ত (মথিঃ ১৩ঃ২৪- ৩০, ৩৬- ৪৩) শেষ দিন না হওয়া পর্যন্ত পৃথক করা হবে না। সুতরাং মেষ ও ছাগলকেই শেষ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তাদের জীবনের ফল অনুসারেই ভোগ করবে। এখানে জ্ঞাতব্য যে শুধুমাত্র দুধরনের বৈশিষ্ট্য।
- “মেষ পালক ভেড়া ও ছাগ হতে পৃথক করবেন” ঈশ্বর মেষপালক হিসাবে পুরাতন নিয়মে সাধারন ভাবে প্রদাশিত হয়েছে। (গীতঃ ২৩) মেষ পালক হিসাবে যিহিস্কেল ৩৪ অঃ দুষ্ট মেষ পালক ও উত্তম মেষ পালক হসাবে ঈশ্বর বিচার করবেন সে সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। একই বিষয়টি যীশু সক্কেয়ের জীবনে অর্থগত প্রয়োগ করেছেন।
(১১ঃ৪- ১৪, যোহনঃ ১০ঃ)

২৫ঃ৩৩ পদঃ “ডান পার্শ্বে” এই অধ্যায়ে মানব তত্বের অবস্থানকেই বাইবেল প্রকাশ করেছেন যেমনঃ তার সম্মান তার ক্ষমতা এবং তার কতৃত্ব।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠঃ ২৫ঃ৩৪- ৪০ পদ।
৩৪ পদঃ এরপরে রাজা তার ডান দিকের লোকদের বলবেন, ‘তোমরা যারা আমার পিতার আশীর্বাদ পেয়েছ, এস। জগতের আরম্ভে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে তার অধিকারী হও।
৩৫ পদঃ যখন আমার খিদে পেয়েছিল তখন তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছিলেঃ যখন পিপাসা পেয়েছিল তখন জল দিয়েছিলে; যখন অতিথি হয়েছিলাম তখন আশ্রয় দিয়েছিলে;
৩৬ পদঃ যখন খালি গায়েছিলাম তখন কাপড় পাঠিয়েছিলে; যখন অসুস্থ হয়েছিলাম তখন আমার দেখাশোনা করেছিলে; আর যখন আমি জেলখানায় বন্দী অবস্থায় ছিলাম তখন আমাকে দেখতে গিয়েছিলে।”
৩৭ পদঃ তখন সেই ঈশ্বর ভক্ত লোকেরা উত্তরে তাকে বলবে, ‘প্রভু আপনার খিদে পেয়েছে দেখে কখন আপনাকে খেতে দিয়েছিলাম বা পিপাসা পেয়েছে দেখে জল দিয়েছিলাম ?

৩৮ পদঃ কখনই বা আপনাকে অতিথি হিসাবে আশ্রয় দিয়েছিলাম, কিংবা খালি গায়ে দেখে কাপড় পড়িয়ে ছিলাম ?
৩৯ পদঃ আর কখনই বা আপনাকে অসুস্থ দেখে বা জেল খানায় আছেন জেনে আপনার কাছে গিয়েছিলাম ?
৪০ পদঃ এর উত্তরে রাজা তখন তাদের বলবেন, ‘আমি তোমাদের সত্যই বলছি, আমার এই ভাইদের মধ্যে সামান্য কোন একজনের জন্য যখন তা করেছিলে তখন আমারই জন্য তা করেছিলে।

২৫ঃ৩৪ পদঃ “রাজা” যীশু প্রকাশ্যে রাজার আমার কথাই বলেছিলেন। (প্রকাশিতঃ ১৭ঃ১৪, ১৯ঃ১৬) **YHWH** ইয়াহয়ে নিজে ও রাজার মত কথা বলেছেন, যখন এই তথ্যটি যীশুর জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল তখন সেটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য বয়ে নিয়ে আসে। (দ্বিতীয় বিবরঃ ১০ঃ১৭ পদ, ২য় তিমঃ ৬ঃ১৫) এই পরিবর্তনীয় পদবী নূতন নিয়মে লেখকদের সাধারন কৌশল ন্যাযবতীয় যীশু খ্রীষ্টের প্রভুত্বকে নিশ্চিত করার জন্য।

- “তুমি যে আমার পিতাকে আশীর্বাদ করেছিলে” তারা অতীতে আশীর্বাদ পেয়েছিল এবং এখন ও পাচ্ছে। ঈশ্বর একজন সক্রিয় প্রতিনিধি ছিলেন।

- “উত্তরাধীকার সুত্র” খীষ্টিয় বিচার আমাদের পাপের উপর ভিক্তি করে নয় (তীতঃ ২:১৪, ১ম যোহনঃ ১:৭ পদ) কিন্তু আমাদের আত্তিক দান এবং ঈশ্বরের প্রতি আমাদের প্রাপ্যতাকে স্বীকার করে। (১ম করিঃ ৩:১৫, ২য় করঃ ৫:১০)
- “পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে স্বর্গরাজ্য তোমার জন্য প্রস্তুত” এটি একটি পূর্ণ সক্রিয় কাজ। নূতন নিয়ম এই শব্দগুচ্ছটিকে বিভিন্ন সময় ব্যবহার করেছেন। বিশ্বসী বর্গের জন্য ঈশ্বর সৃষ্টির শুরু থেকেই যে অনেক কিছু করেছেন তা বর্ণনা করেছেন। (যোহনঃ ১৭:২৪, ইফিঃ ১:৪,১১; ১ম পিতরঃ ১:১৯-২০, পকাশিঃ ১৩:৮ পদ) উদ্ধারে ত্রিত্ব ছিল অত্যন্ত সক্রিয় (আদিঃ ১:১) ঈশ্বরের কাজের পূর্বে কখন ও ব্যর্থ হয়নি।

২৫:২৫-৩৯ পদঃ আমাদের ভাল কাজ এবং জীবন যাপনে ভালবাসা প্রকাশ এবং নিশ্চিত আমাদের যীশু খ্রীষ্টে আমদের প্রারম্ভক প্রতিজ্ঞা (ইফঃ ২:৪-৯,১০) কর্মবিহীন বিশ্বাস মৃত (যাকোঃ ২:১৪-২৬)

২৫:৪০ “আমার এই ভাইদের মধ্যে সামান্য কোন একজনের জন্য যখন তা করেছিলে তখন আমারই জন্য তা করেছিলে। এখানে “নৎড়ঃযবৎ” বা “ভাই” শব্দটি অবশ্যই বিশ্বাসী বর্গদের নিদের্শ করে। ইহা বিশ্বাসী বর্গরা বিশ্বাসীদের বর্গদের জন্যই বহন করে ইহাই জোড় করা হয়েছে। (মথিঃ ১০:৪০) যীশু এবং তার অনুসরন কারীদের সাদৃশ্য (প্রেরিতঃ ৯:৪,২২:৭,২৬:১৪) এবং ১ম করঃ ৮:১২। একজনকে ব্যাথা দেওয়া মানে উভয়কেই ব্যাথা দেওয়া একজনকে আশীর্বাদ করা মানে উভয়কেই আশীর্বাদ করা।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্রপাঠঃ ২৫:৪১- ৪৬ পদ।

৪১ পদঃ পরে তিনি তাঁর বাঁ দিকের লোকদের বলবেন, 'ওহে অভিশপ্ত লোকেরা, আমার কাছ থেকে তোমরা দূর হও। শয়তান এবং তার দুতদের জন্য যে চিরকালের আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে তার মধ্যে যাও।

৪২ পদঃ যখন আমার খিদে পেয়েছিল তখন তোমরা আমাকে খেতে দাওনি, যখন পিপাসা পেয়েছিল তখন জল দাওনি।

৪৩ পদঃ যখন অতিথি হয়েছিলাম তখন আশ্রয় দাওনি, যখন খালি গায়েছিলাম তখন আমাকে কাপড় পরাওনি; যখন অসুস্থ হয়েছিলাম এবং জেল খানায় বন্দি অবস্থায় ছিলাম তখন আমাকে দেখতে যাওনি।

৪৪ পদঃ তখন তারা তাকে বলবে, প্রভু কখন আপনার খিদে বা পিপাসা পেয়েছে দেখে, কিংবা অতিথি হয়েছেন দেখে, কিংবা খালি গায়ে দেখে, কিংবা অসুস্থ বা জেলখানায় আছেন জেনে সাহায্য করিনি।

৪৫ পদঃ উত্তরে তিনি তাদের বলবেন, আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তোমরা যখন এই সামান্য লোকদের মধ্যে কোন একজনের জন্য তা করনি তখন তা আমারই জন্য করনি।

৪৬ পদঃ তারপর যীশু বললেন, 'এই লোকেরা অনন্ত শাস্তি পেতে যাবে কিন্তু ঐ ঈশ্বর ভক্ত লোকেরা অনন্ত জীবন ভোগ করতে যাবে।

২৫:৪১ পদঃ "পরে তিনি তাঁর বাঁ দিকের লোকেদের বলবেন, আমার কাছ থেকে তোমরা দূর হও।" নরক একটি অনন্ত মন্দ ভাব ইহা ঈশ্বর এর সাথে সহভাগিতা রক্ষা করাকে আলাদা করে দেয়। মথিঃ ৭:২৩, লূকঃ ১৩:২৭ পদ। ঈশ্বর মানুষদেরকে নরকে প্রেরন করে না। তারাই তাদের নিজস্ব জীবন যাপনে তাদের নির্বাচনে নিজেদেরকে নরকে প্রেরন করে।

- **Accursed ones** (অভিশাপ গ্রস্থরা) এটি ইংরেজীতে ব্যবহৃত **PERFECT Passive PARTICIPLE**. এটি ব্যকরনের দিক থেকে এই পরিবেশে বিভিন সময়ে বিভিন ভাবে পদবিন্যাস করা হয়েছিল। ইহা অতীতে যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল এবং তার ফলাফল হিসাবে বর্তমানে ও চলছে সেগুলোর সম্পর্কে বলে। কাজটি বাইরের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে করা হয়েছে। এই লোকেরা ঈশ্বর কৃতৃক প্রত্যাখাত এবং অতীতে তারই প্রতিমূর্তি খ্রীষ্ট স্থায়ী ভাবে অন্ধত্ব এবং প্রত্যাখাত হয়ে ধ্বংশ হয়েছে। অন্যান্য লোকদের ভালবাসার অভাব জনিত কারনেই এই বিতারিত বা প্রত্যাখাত বিষয়টি নিজে থেকেই প্রকাশিত হয়েছে। (৪২:৪৩)
- "শয়তান এবং তার দুতদের জন্য যে চিরকালের আগুন প্রস্তুত করা হয়েছে" নরক মানুষের জন্য তৈরী ছিল না, কিন্তু স্বর্গীয় দুতদের জন্যই তৈরী করা হয়েছিল।

মথি ২৫ অধ্যায় অন্ধকারের মিশ্র রুপক কাহিনী, ৩০ পদে অন্ধকার ৪১ পদে আগুন। নরক যাতনার ও ভয়ের কারন গুলো মানুষের কাছে বর্ণনার মত কোন শব্দ নেই এবং বাইবেলে ও এমন কোন কার্যকরী ধারনা তুলে ধরবার মত অথবা বিভিন যম্ভাব্য ইঙ্গিত গুলো তুলে ধরা হয়নি।

এ ধরনের অধিকাংশ রুপক ধারনা গুলো আর্বজনা স্তুপের মত যিরুশালেমের অনতিদূরে হিনোম নামক পর্বত হতে যাকে ঘেনা নামে পরিচিত সেই সকল ব্যাপারে স্বয়ং যীশু ও প্রায় সময় কথা বলেছেন। (যিশঃ ৩৩:১৪, ৬৬:২৪, মথিতঃ ১০,১২; ৫:২২, ৭:১৯; ১৩:৪০,৪২,৫০; ১৮:৮- ৯, যিহুদাঃ ৭: প্রকাঃ ১৪:১০, ১৯; ২০; ২০:১০,১৪,১৫, ২১:৮)

২৫:৪৫ পদঃ “আমি তোমাদের সত্যই বলছি” আক্ষরিক ভাবে “ধসবহ” এই শব্দটি ছিল ইব্রিয় শব্দ যার অর্থ “অনুমোদিত হবে”। ইহা পবিত্র বাইবেলের লেখকগণের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল সত্যতাকে অনুমোদিত করার জন্য এবং বাক্যের ধারনা এবং শিক্ষা সম্পর্কে সত্যতার জন্য। যীশু অদ্বিতীয় বাক্য হিসাবে শুরুতেই এই শব্দ গুলি ব্যবহার করতেন। তিনি প্রায়ই অথবা দুবারের বেশী গুরুত্ব দিয়ে ব্যবহার করেছেন।
২৫:৪৬ পদঃ “এই লোকেরা অনন্ত শাস্তি পেতে যাবে, কিন্তু ঐ ঈশ্বর ভক্ত লোকেরা অনন্ত জীবন ভোগ করতে যাবে।” বিষয়টি একই রকম যে, গ্রীক শব্দ (ধরড়হড়ং) স্বর্গকে চিরস্থায়ী হিসাবে বর্ণনা করেছেন (যোহনঃ ৩:১৬) নরকের প্রতি ও চিরস্থায়ী হিসাবে প্রয়োগ করা হয়েছে (মার্কঃ ৯:৪৮, প্রকাশিতঃ ২০:১০) দানিয়েলঃ ১২:২ পদে পুনরুত্থানকে ধার্মিক ও দুষ্ট উভয়ের জন্যই বর্ণনা করা হয়েছে।

অনন্ত নরক শুধুমাত্র বিদ্রোহী লোকদের জন্যই নাটকীয় নয় কিন্তু এটি ঈশ্বরের জন্য ও। ঈশ্বর মনুষ্য সৃষ্টি করেছেন তাঁর সৃষ্টি ঘটনার অগ্রজ হিসাবে। আমরা তাঁরই প্রতিমূর্তিতেই সৃষ্টি হয়েছি এবং তাঁর সাদৃশ্যেই আমরা তাঁর সাথে সহভাগতা লাভ করি। ঈশ্বর মানুষকে গ্রহন যোগ্য করে নির্বাচন করেছেন, নির্বাচনের ফল সরুপ তার বৈশিষ্ট্যানুসারে ঈশ্বর তার সৃষ্টি থেকে নিজেকে পৃথক রেখেছেন। নরক খোলা ঈশ্বরের হৃদপিন্ড থেকে রক্ত বইছে যে, কোন সুস্থ্য হবে না।

প্রশ্ন অলোচনাঃ

এটি পড়াশুনার একটি দিক নির্দেশক গ্রন্থ যার অর্থ এই যে, আপনাকে নিজস্ব বাইবেল অনুবাদে আপনাকেই দায়িত্ব বহন করতে হবে। আমাদের যে আলো আছে, আমাদের প্রত্যেক জনকে সে আলোতেই চলতে হবে । বাইবেল এবং পবিত্র আত্মায়ই আপনার অনুবাদে অগ্রগন্য হবে। আপনাকে এটি নির্দেশকের নিকট ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।
এই প্রথম আলোচনার বিভাগ গুলোর মাধ্যমে বইয়ের অংশের বিভিন প্রধান বিষয় গুলো ধারনা নিতে আপনাকে সাহায্য করবে।

১। নরক কি ভাবে আগুন এবং অন্ধকার হতে পারে?
২। এই অংশ গুলি কি মানুষকে তার ভাল কর্মের জন্য রক্ষা করার শিক্ষা দেয়?
৩। নিজস্ব মতে এই অংশের কোন বিষয়টি সত্যতার কেন্দ্র বিন্দু?
৪। খ্রীষ্টানরা কি বিচারিত হবে?
৫। ঈশ্বরের কাছে নরক কি ক্ষতি?

মথি ২৬

আধুনিক অনুবাদে অনুচ্ছেদের বিষয় সমূহঃ

USB	NKJV	NRSV	TEV	JB
যীশুকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র	যীশুকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র	যীশুর মৃত্যু ২৬:১- ৫	যীশুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র	যীশুর বিরুদ্ধে চক্রান্ত ২৬:১- ২ ২৬:৩- ৫

২৬:১- ৫	২৬:১- ৫	২৬:৩- ৫	২৬:১- ২ ২৬:৩- ৫	
বৈথনিয়াতে অভিষেক ২৬:৬- ১৩	বৈথনিয়াতে অভিষেক ২৬:৬- ১২	২৬:৬- ১৩	বৈথনিয়াতে যীশু অভিষিক্ত হন ২৬:৬- ৯ ২৬:১০- ১৩	বৈথনিয়ায় অভিষেক ২৬:৬- ১৩
যীশুর প্রতি যিহুদার যুক্তি ২৬:১৪- ১৬	যিহুদার যীশুর বিরোধিতা করতে সম্মতি ২৬:১৪- ১৬	২৬:১৪- ১৬	যিহুদার বিরোধিতা করতে যিহুদার সম্মতি প্রকাশ ২৬:১৪- ১৬	যিহুদার যীশুর বিরোধিতা করেন ২৬:১৪- ১৬
শিষ্যদের সাথে উদ্ধার পর্বের ভোজ ২৬:১৭- ২৫	শিষ্যদের সাথে নিস্তার পর্বের ভোজ করেন ২৬:১৭- ৩০	শেষ ভোজ ২৬:১৭- ১৯	যীশু নিস্তার পর্বের ভোজে শিষ্যদের সাথে খেতে বসেন ২৬:১৭ ২৬:১৮ ২৬:১৯	উদ্ধার পর্বের ভোজের জন্য প্রস্তুতি ২৬:১৭- ১৯
		২৬:২৬- ২৯	২৬:২০- ২১ ২৬:২২ ২৬:২৩- ২৪ ২৬:২৫- ২৬	যিহুদার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বানী ২৬:২০- ২৫
প্রভুর ভোজের প্রতিষ্ঠান ২৬:২৬- ৩০		২৬:২৬- ২৯	পিতরের অস্বীকার সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী ২৬:৩১- ৩২ ২৬:৩৩ ২৬:৩৪ ২৬:৩৫ ২৬:৩৬	পিতরের অস্বীকার সম্পর্কে ভবিষ্যৎ বাণী ২৬:৩০- ৩৫ পদ
গেৎসিমানী বাগানে যীশুর প্রার্থনা ২৬:৩৬- ৪৬	বাগানে প্রার্থনা ২৬- ৪৬:৩৬	২৬- ৪৬:৩৬	গেৎসিমানী বাগানে যীশুর প্রার্থনা ২৬:৩৬- ৩৮ ২৬:২৯ ২৬:৪০- ৪১ ২৬:৪২- ৪৩ ২৬:৪৪- ৪৬	গেৎসিমানী বাগানে ২৬:৩৬- ৪৬
শত্রুদের হাতে	গেৎসিমানী	২৬:৪৭- ৫৬	যীশু শত্রুদের	আটক

যীশু ২৬:৪৭- ৫৬	বাগানে যীশু শত্রুদের হাতে ২৬:৪৭- ৫৬		হাতে ২৬:৪৭- ৪৮ ২৬:৪৯ ২৬:৫০ ২৬:৫০- ৫৪ ২৬:৫৫- ৫৬ ২৬:৫৬	২৬:৪৭- ৫৬
মহাসভার সামনে যীশু ২৬:৫৭- ৬৮	যীশু মহাসভার সম্মুখে ২৬:৫৭- ৬৮	যীশু কায়াফার সামনে ২৬:৫৭- ৬৪	মহাসভার সামনে যীশু ২৬:৫৭- ৬১ ২৬:৬২- ৬৩ ২৬:৬৪ ২৬:৬৫- ৬৬ ২৬:৬৬ ২৬:৬৭- ৬৮	যীশু মহাসভার সামনে ২৬:৫৭- ৬৮
পিতর যীশুকে অস্বীকার করেন ২৬:৬৯- ৭৫	পিতর যীশুকে অস্বীকার করেন এবং কাদেন ২৬:৬৯- ৭৫	২৬:৬৯- ৭৫	পিতরের অস্বীকার ২৬:৬৯ ২৬:৭০- ৭১ ২৬:৭২ ২৬:৭৩ ২৬:৭৪ ২৬:৭৪- ৭৫	পিতরের অস্বীকার ২৬:৬৯- ৭৫

পড়ার তিনটি ধাপ ঃ- (দেখুন পৃ:৭)

কপি করতে হবে - - - - - - - - - - - - - -

বাক্য এবং শব্দগুচ্ছ পড়ার জন্য ২৬:১- ৩৫ পদ

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ ২৬:১- ২ পদ
১ পদ: এই সব কথার শেষে যীশু তাদের বললেন।
২ পদ: তোমরা তো জান আর দুইদিন পরেই উদ্ধার পর্ব, আর মনুষ্য পুএকে ক্রুশে দেবার জন্য ধরিয়ে দেওয়া হবে।”

২৬:১ পদ: “যীশু যখন এই সব কথা শেষ করলেন” ২৪ অ: ২৫ অ: যীশুর দিত্বীয় আগমনের কথায় নির্দেশ করে।

২৬:২ পদঃ ‘‘দুইদিন পর উদ্ধার পর্বের দিন আসছে’’ প্রভুর ভোজের নিদিষ্ট তারিখ নিয়ে বিতর্কিত রয়েছে এবং এই কারনেই তার সমস্ত পরিচর্যা কর্মের ভ্রমনের শেষ সপ্তাহকেই মনে করা হয়ে থাকে। প্রভুর ভোজের উদ্দেশ্যে উদ্ধার পর্বের উদ্দেশ্যের সাথে যথেষ্ট মিল আছে। যোহঃ ১:২৯

- ‘‘মনুষ্য পুত্র’’ মথি ৮:২০ পদে দেখুন।
- ‘‘ক্রুশে দেবার জন্যে হস্তান্তর করা হবে’’ যীশু তার শিষ্যদেরকে বিভিন্ন সময় বারবার সর্তক করে দিয়েছিলেন (মথিঃ ১৬:২১, ১৭:৯; ১২,২২-২৩; ২০:১৮-১৯; ২৭:৬৩) এই সব ভবিষ্যৎ বাণী তাঁর অনুসরন কারীদের দুঃখ ভোগের পরে সাহসী করবে। যীশু ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা জানতেন। যীশু নিজের জীবনে তা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। (মার্কঃ ১০:৪৫ যোহঃ ১০:১১,১৫,১৮) কিন্তু তিনি সদা সর্বদা সময়ে এবং সত্যিকার ভাবে কি ঘটনা ঘটবে তার প্রতি সর্তক ছিলেন।
- ‘‘ক্রুশারোপিত’’ জন সাধারন দ্বারা অত্যাচারের সীমাকে তৈরী করে রেখেছিলাম। ফৈনিকী অথবা মেসোপটামিয়ার বিদ্রোহীদের দ্বারা এবং দোষী কিন্তু রোমীয়রায় তৈরী করেছিল। কোন রোমীয় নাগরিককে ক্রুশারোপ করার বিধি ছিল না। ইহা জন সাধারনের বেত্রাঘাতে পরিনত করে ছিল এবং ক্রুশে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল। ক্রুশটি বড় অক্ষরের ÔTÕ আকারের মত করা হয়েছিল।অথবা অন্যান্য ক্রুশ গুলো ছোট অক্ষরের t অথবা x অক্ষরের মত করা হত। ইহা কখন ও মাচা তৈরী অথবা ভাজ করার মত বিভিন্ন লোকের সময় বিভিন্ন সময়ে অথবা একসাথেই ক্রুশারোপন করা হত। মৃত্যুর কিছুদিন আগে থেকেই নির্ধারিত ব্যক্তির জন্য বিভিন্ন ধরনের ক্রুশের নক্সা তৈরী ও নির্ধারন করা হত। অবশেষে মৃত্যু অবচেতনেই মৃত্যু ঘটে। দোষী ব্যক্তিটিকে হাতে পায়ে প্যারেক মেরে দম বন্ধ করেই মারা হত। এর জন্যই যীশুর সাথে যে দুইজন ক্রুশারোপন করা হয়েছিল তাদের মধ্য থেকে পা ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল। যাতে করে যীশুর মত তারা ও ত্নীশীঘ্রই মারা যায়।

যোহন ১৯:৩২

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ ২৬:৩-৫ পদ

৩,৪ পদঃ সেই সময়ে মহাপুরোহিত কায়াফার বাড়ীতে প্রধান পুরোহিতেরা ও যিহুদীদের বৃদ্ধ নেতারা একত্র হলেন এবং যীশুকে গোপনে ধরে এনে মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র করলেন।

৫ পদঃ তবে তারা বললেন,‘‘পর্বের সময়ে নয়; তাতে লোকদের মধ্যে হয়তো গোলমাল শুরু হবে।’’

২৬:৩ পদঃ মহাপুরোহিত এবং প্রধান পুরোহিত’’ এটি ছিল মহাসভার ছোট একটি পদবী।

- ‘‘মহাপুরোহিতের বাড়ীতে এটি কেন্দ্রিবিন্দু হিসাবে-কায়াফার প্রাঙ্গনকেই নির্দেশ করেবং সম্ভবত আনার মিশন।
- ‘‘কায়াফা’’ কায়াফা মহাপুরোহিত রোমীয় সাম্রাজ্যের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছিলেন, খ্রীঃপূর্ব ১৮-৩৬ মূল্যের জন্যই বিনিময় করা হয়েছিল। তিনি আনার জামাতা ছিলেন, খ্রীঃপূর্ব ৬-১৫ পর্যন্ত মহাপুরোহিত ছিলেণ।

ক্ষমতাশালী পরিবার গুলো আধ্যাত্মিকতার চেয়ে রাজনৈতিক ও সম্পদের দ্বারা বেশী অনুপ্রানিত হয়েছে। ইহা সমস্ত সদ্দুকীদের বিচারের জন্যই অদৃশ্য ছিল। এই বিষয়ের জন্য সেন্ট হেনরী দায়ী ছিলেন।

২৬:৪ পদঃ "তার একত্রে তাঁকে মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র করলেন" (মথিঃ ১২:১৪,মার্কঃ১৪:১, লূকঃ২২:২, যোহনঃ৫:১৮,৭:১,১৯:২৫,৮:৩৭,৪০,১১:৫৩) তার যীশুর প্রথম পরিচর্যা কাজ থেকেই হত্যা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তারা উপযুক্ত সময় খুঁজতে ছিলেন। যখন সাধারন লোকজন তার সাথে থাকবে না। তারা যীশুর প্রতি জনপ্রিয়তার জন্যই ইর্ষা করেছিল এবং তার শিক্ষার জন্য ও ভয় করেছিল।

২৬:৫ পদঃ "পর্বের সময়ে" নিস্তার পর্বটি ভোজের সাথে সম্পর্ক ছিল। তাড়িশুন্য রুটি দিয়ে ৮ দিনের ভোজ গ্রহন করা হত। মাত্রা ১২ঃ এবং যোষেফাস এন্ড এন্টিকুইটি অব সিউস।

- "জন সাধারনের মধ্যে উচ্ছেদের মনোভাব জেগে উঠেছিল" অনেক তীর্থ যাত্রায় গালীল এবং দায়াসফোরা হতে যিরুশালোম সম্পাদিত হত বিশেষ ভাবে নিস্তার পর্ব যিরুশালেমে অনুষ্ঠিত হত। এই নিস্তার পর্বে বিশ বছর থেকে যিহুদী পুরুষদের অবশ্যই আসতে হত। লেবীয় (৩:২,৪,১৭,৪৪, গননাঃ ২৯:৩৯)। যিরুশালেম সাধারনত বছরে তিনবার জোনাকীর্ণ হত। বিশেষ ভাবে বছরে তিনবার বাৎসরিক ভোজের আয়োজনের সময়, রোম সাম্রাজ্য সর্বদা অতিরিক্ত সৈন্য মোতায়েন করতে ভোজের আয়োজনের দিন।

NASB(হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ ২৬:৬- ১৩
৬ পদঃ যীশু যখন বৈথনিয়াতে চর্মরোগী শিমোনের বাড়ীতে ছিলেন তখন একজন স্ত্রীলোক তাঁর কাছে আসল।
৭ পদঃ সেই স্ত্রীলোকটি একটি সাদা পাথরের পাত্রে করে খুব দামী আতর এনেছিল। যীশু যখন খেতে বসলেন তখন সে তাঁর মাথায় সে আতর ঢেলে দিল।
৮ পদঃ শিষ্যরা তা দেখে বিরক্ত হয়ে বললেন,"এই দামী জিনিষটি কেন নষ্ট করা হচ্ছে? এটাতো অনেক দামে বিক্রি করে টাকাটা গরিবদের দেওয়া যেত।" যীশু এই কথা বুঝতে পেরে শিষ্যদের বললেন,"তোমরা এই স্ত্রীলোকটিকে দুঃখ দিচ্ছ কেন? সে তো আমার প্রতি ভাল কাজই করেছে।
১১ পদঃ গরীবের সবসময় তোমাদের মধ্যে আছে, কিন্তু আমাকে তোমরা সব সময় পাবে না।
১২ পদঃ সে আমার দেহের উপর এই আতর ঢেলে দিয়ে আমাকে কবরের জন্য প্রস্তুত করেছে।
১৩ পদঃ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, জগতের যে কোন জায়গায় সুখবর প্রচার হবে সেখানে এই স্ত্রীলোকটির কথা মনে করিয়ে দেবার জন্য তার এই কাজের কথা ও বলা হবে।

২৬:৬ পদঃ"কুষ্ঠী শিমনের বাড়ী" মরিয়ম ও মার্থা খাবার পরিবেশন করেছিলেন। (যোহনঃ ১২ অঃ) কিন্তু ইহা তাঁদের ঘর ছিল না। ইহা সম্ভবত তাদের আত্মিয়দের বাসা ছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা হল ইহা ছোট গ্রাম বৈথনিয়া থেকে।

২৬:৭ পদঃ" একজন স্ত্রীলোক" যোহনঃ ১২:৩ পদে বলেছেন ইহা মরিয়ম ছিল, লাসারের বোন। এই অংশটি লূকঃ ৭:৩৭- ৩৯ পদে সেই ব্যভিচারীনি স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে কোন ভূল ধারনা নয়।

- Ò(alabaster) স্ফটিক বিশেষ খুব দামী সুগন্ধি দ্রব্য"

এটি ছিল মিশরের সাদা বা হলুদ পাথরের একটি পাত্র। এর শিশির আবরনটি ভারতীয় সুগন্ধি ঔষধী দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল। (পরমগীতঃ১:১২;৪:১৩- ১৪, মার্ক১৪:৩,যোহঃ১২:৩) ইহা ছিল অত্যন্ত দামী এবং মরিয়মের বিবাহের যৌতুক বলে ধারনা করা হয়।

- "ইহা তাঁর মাথায় ঢালা হয়েছিল" যোহঃ ১২:৩ বলে যে, মহিলাটি সে সুগন্ধি দ্রব্য মাথায় না দিয়ে তাঁর পায়ে দিয়ে ছিল। শিশিটি ১২১ কেজি ওজন ধরেছিল অথবা ১ রোমীয় পাউন্ড,

ইহা তাঁর শরীরের জন্য যথেষ্ট ছিল। একবার শিশি খোলা হলে সেটি আর পরবর্তীতে বিক্রি করা যায় না।

২৬:৮ পদ: “শিষ্যরা উপজীবিকাহীন শিষ্যরা” যোহন: ১২:৪ বলে ইহা ইস্কোরিতীয় যিহুদা যিনি উক্তেজিত হয়েছিল।
২৬:৯ পদ: “মূল্যবান জিনিষের জন্য” এটির মূল্য ছিল তিনশত দিনারী। (যোহন ১২:৫) একটি দিনারী প্রতিদিনের সৈন্য এবং শ্রমিকদের সমান দেওয়া হত। যিহুদা দরিদ্রদের খাদ্যাভাব সম্পর্কে চিন্তা করেছিল। যেকোন ভাবেই হোক সে সম্ভবত নিজের জন্য কিছু টাকা রেখে দিতে চেয়েছিল। (যোহন ১২:৬)

২৬:১১ পদ: “গরীবেরা তো সব সময় তোমাদের মধ্যে আছে” দরিদ্রতা সম্পর্কে এটি বিপক্ষ যুক্তি ছিল না কিন্তু যীশুর উপস্থিতি একত্বতাকে চিনতে পারা।

১৬:১২ পদ: “কবরের জন্য প্রস্তুত করা” মরিয়ম ও একজন শিষ্য ছিলেন, হয়তো বা তিনি প্রেরিত বর্গদের চেয়েও অনেক কিছু জানতেন। এই সুগন্ধি দ্রব্য মৃত মানুষের শরীরেই মাখানো হত কবর প্রাপ্ত হওয়ার আগে। (যোহন : ১৯:৪০)
২৬:১৩ “সমস্ত পৃথিবীতে” যীশু পরিকল্পনা করলেন। তার সুসমাচার সমস্ত পৃথিবীতে প্রচার করা হবে। (মথি ২৪:১৯, ১৪:৩২, ২৮:১৯,২০) এটি পুরাতন নিয়মের ভবিষ্যৎ বর্ননাটি পরিপূর্ণ হয়েছে।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ ২৬: ১৪- ১৬ পদ।
১৪ পদ: তখন সেই বার জন শিষ্যের মধ্যে যিহুদা ইস্কোরিতীয় নামে শিষ্যটি প্রধান পুরোহিতদের কাছে গিয়ে বলল,
১৫পদ: “যীশুকে আপনাদের হাতে ধরিয়ে দিলে আপনারা আমাকে কি দেবেন ? ’ এবং প্রধান পুরোহিতেরা ত্রিশ টাকা গুনে তাকে দিল।
১৬ পদ: তারপর থেকে যিহুদা তাঁকে ধরিয়ে দেবার জন্য সুযোগ খুঁজতে থাকল।

২৬:১৪ পদ; “যিহুদা” এই শব্দ সম্পর্কে বিভিন মতবাদের বিষয় সমূহ উত্থাপিত হয়েছে। (গ্রীক পান্ডুলিপি এই শব্দ সম্পর্কে বিভিন ভাবেই বলা আছে।) ইহা নিবেদন করা হয়েছে ঃ-

১. কেরিওতের লেকে যিহুদা নগরের।
২. গালিল নগরের লোকটি কারটামের গালিল নগরে।
৩. ব্যাগটি টাকা রাখার জন্য ব্যবহার করা হত।
৪. ইব্রিয় শব্দ “শ্বাস রোধ করা” অথবা
৫. গ্রীক শব্দ গুপ্ত ঘাতকের ছুড়ি।

যদি (১) ইহা সত্য যে বার জনের মধ্যে তিনিই একমাত্র যিহুদার লোক ছিলেন। (৫) ইহা যদি সত্য হয় তাহলে কুষ্ঠি শিমোনের মত তিনিও খুব গোড়ামী লোক ছিলেন। বর্তমানে যে সব বই লেখা হয়েছে সেখানে বিভিন ভাবে যিহুদা সম্পর্কে ইতিবাচক দিক নিয়ে ব্যাখা করা হয়েছে। বইয়ের নামকরন যুদাস, বিশ্বাস ঘাতক অথবা যীশুর বন্ধু ? (উইলিয়াম ক্লাসেন ১৯৯৬)
২৬:১৫ পদ: “যীশুকে আপনাদের হাতে ধরিয়ে দিলে আপনারা আমাকে কি দেবেন” তার অভিপ্রায় ছিল অত্যন্ত সুস্পষ্ট (যোহন ১২:৬) যিহুদার গল্পটি ব্যাখা করা যায় না। অনেক আধুনিক

মতবাদ গুলি বলা হচ্ছে চাপ দিতে চেষ্টা করেছেন যীশু একজন আকাঙ্খী যিহুদীদের সৈনিক মশীহ। সুসমাচার লেখকগণ তাকে চোর বলে আখ্যায়িত করেছেন।

- "ত্রিশ রোপ্য মুদ্রা" এটি সখরিয় ভাববাণীর পরিপূর্ণতা, (সখরিয়ঃ ১১:১২- ১৩, মথিঃ ২৭:৯- ১০) যীশু ছিলেন একজন পরিত্যাক্ত মেষ পালক। পুরাতন নিয়মে দাসদের জন্য মূল্য প্রদান করা হত (মাত্রাঃ ২১:৩২) অধ্যায় ৯- ১৪ সখরিয় বারবার নোট করেছেন ভাববাণীর উৎসের সাথে যীশুর পরিচর্য্যা কাজকে মিল দেখাতে। (১) মথিঃ ২১:৪- ৫, সখরিয়ঃ ৯:৯, (২) মথিঃ ২৪:৩, সখঃ ১২:১০, (৩) মথিঃ ২৬:১৫, সখঃ ১১:১২- ১৩, (৪) মথিঃ ২৬:৩১, সখঃ ১৭:৭, (৫) মথিঃ ২৭:৯- ১০, সখঃ ১১:১২- ১৩ পদ।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ ২৬: ১৭- ১৯ পদ।
১৭ পদঃ খামিহীন রুটির পর্বের প্রথম দিনে শিষ্যরা যীশুর কাছে এসে বললেন," আপনার জন্যে উদ্ধার পর্বের ভোজ আমাদের কোথায় প্রস্তুত করতে বলেন ?"
১৮ পদঃ যীশু বলেন,"শহরের মধ্যে গিয়ে ঐ লোককে বল যে গুরু বলেছেন,"আমার সময় কাছে এসে গেছে। আমার শিষ্যদের সঙ্গে আমি তোমার বাড়ীতেই উদ্ধার পর্ব পালন করব।"
১৯ পদঃ যীশু শিষ্যদের যে আদেশ দিয়েছিলেন শিষ্যরা সেই ভাবে উদ্ধার পর্বের ভোজ প্রস্তুত করলেন।

২৬:১৭ পদঃ"প্রথম দিনে খামিহীন রুটির পর্ব" সঠিক সময় অনুসারে শেষ সপ্তাহটি বিতর্কিত, সিনপটিক গসপেলে অনেকবার (মথি মার্ক লূক) এবং যোহন (১৩:১;১৯:১৪,১৪,৩১,৪২) তারা একমত নয়। আটদিনের উৎসবের দুটি বিশ্রাম দিন ও যুক্ত, উদ্ধার পর্বই প্রথম (লেবীঃ ২৩:৪- ৮, দ্বিতীয়ঃ ১৬:৮)

- "শিষ্যরা" ঃ লূক ২২:৮ নিদিষ্ট করে যে, এই শিষ্যরা ছিলেন পিতর এবং যোহন।
- "উদ্ধার পর্ব" ইহা নিশান মাসের ১৫ বিকাল ৬ টায় সময় খাক্তয়া হত। সপ্তাহের সঠিক দিনে বিভিন বছরে কারন যিহুদীদের শুনার ক্যালেন্ডার অনুসারে।

(২০)

২৬:১৮ পদঃ"নিদিষ্ট ব্যক্তি" লূক ২২:১০ পদ বলে, তাকে দেখতে পাবে,"এক কলসী জল বহন করে যাচ্ছে" কার্যক্রম প্রথাগত ভাবে একজন মহিলার কাজকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

- NASB. NRSV, JB "আমার সময় সনিকট"
  NKJV "আমার সময় খুবই নিকটে"
  ঞ উ ঠ "আমার সময় এসেছে"

এই ছিল একটি রহস্যপূর্ণ শব্দ গুচ্ছ যেটি যীশু ব্যবহার করেছেন তাঁর প্রত্যাখান, বিশ্বাসঘাতক এবং ক্রুশে রোপনের সময়ে। যোহঃ ২:৪; ৭:৬,৪,৩০, ৪:২০, ১২:২৩; ১৩:১,১৭:১)

- "আমার শিষ্যদের সঙ্গে তোমার বাড়ীতে" অনেকে মনে করেন, বিশ্বাস করেন যে, এটি ছিল যোহন, মার্ক এর বাড়ী।

(১) বার্নবার চাচা (করঃ ৪:১০) (২) মিশন কাজে সাহায্য কারী ১২:২৫:১৩:৫,১৩:১৫:৩৭,৩৯) এবং (৩) মার্ক লিখিত সুসমাচারটি লেখক পিতরের কাছ থেকে শুনে/ তাঁর স্মৃতি শক্তি থেকেই লিখেছেন। (১ম পিতরঃ

৫:১৩ পদ) ইহাও বুঝা যায় যে, এটি ছিল উপরের কুঠরীতে। প্রেরিতঃ ১:১৩,১২:১২) যেখানে শিষ্যরা পবিত্র আত্মার আসার অপেক্ষা করেছিলেন। (প্রেরিতঃ ১:৫,২:১)

NASB (হালনাগাদ) (শাস্ত্র পাঠ ২৬: ২০-২৫ পদ)
২০ পদঃ পরে সন্ধা হলে যীশু সেই বারজন শিষ্যকে নিয়ে খেতে বসলেন।
২১ পদঃ খাবার সময়ে তিনি বললেন,"আমি তোমাদের সত্য বলছি, তোমাদের মধ্যে একজন আমাকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দেবে।"
২২ পদঃ এতে শিষ্যরা খুব দঃখিত হয়ে একজনের পর একজন যীশুকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, সে কি আমি প্রভু ?"
২৩ পদঃ উত্তরে তিনি তাদের বললেন,"যে আমার সঙ্গে পাত্রের মধ্যে হাত দিচ্ছে সেই আমাকে ধরিয়ে দেবে।
২৪ পদঃ মনুষ্য পুত্রের বিষয়ে শাস্ত্রে যে ভাবে লেখা আছে ঠিক সেই ভাবে তিনি মারা যাবেন বটে, কিন্তু হায় সেই লোক, যে মনুষ্য পুত্রকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দেয়। সেই মানুষের জন্ম না হলেই বরং তার পক্ষে ভাল হত।
২৫ পদঃ যে যীশুকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিতে যাচ্ছিল সেই যিহুদা বলল,"গুরু সে কি আমি ?" যীশু বললেন"তুমি ঠিক কথাই বললে।"

২৬:২০ পদঃ"টেবিলের চারিদিকে বসলেন" মিশর দেশে সাধারনত এমন একটি সময়ের মধ্যে শুধু মাত্র টেবিল চেয়ার ব্যবহার করা হয়। কিন্তু প্যালেষ্টাইনে তারা হাটু গেড়ে টেবিলের পাশে থাকত। এই জন্য মরিয়ম সহজে তার পায়ে তৈল ঢেলে দিতে পেরেছিলেন। (যোহঃ ১২:৩)
২৬:২১ পদঃ"বিশ্বাস ঘাতক পুর্বক" এটি গ্রীক শব্দ ধরিয়ে দেওয়া (Paradidomi) ইহা সর্বদায় বিশ্বাস ঘাতক হিসাবে অনুবাদ করা হয়ে থাকে। ইংরেজী বাইবেলে কিন্তু এটি প্রকৃতি অর্থ নয়। ইহা ইতিবাচক অর্থ হতে পারে অবিশ্বাস (মথিঃ ১৪:২৭ পদ) অথবা মন্তব্য করা প্রেরিতঃ ১৪:২৬;১৫:৫০) আবার নেতিবাচক অর্থে কাউকে ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত করা অথবা কাউকে শয়তানের হাতে ঠেলে দেওয়া। (১ করঃ ৫:৫, ১ম তিমঃ১:২০) অথবা ঈশ্বর কে উপেক্ষা করে কোন একজনকে পূজা করা। (প্রেরিতঃ ৭:৪২) ইহা স্পষ্ট যে, অবস্থার প্রেক্ষাপটে অর্থটি সাধারন ক্রিয়া।
২৬:২২"সে কি আমি প্রভু ?" প্রত্যেক শিক্ষাই জিজ্ঞাসা করলেন। গ্রীক গ্রীমার নেতিবাচক উত্তর প্রদান করেছিল।
২৬:২৩ পদঃ"যে আমার সঙ্গে পাত্রের মধ্যে হাত দিচ্ছে সেই আমাকে ধরিয়ে দেবে।" যে আমার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করে, সে ও আমার বিরুদ্ধে পা উঠিয়েছে।
যিহুদা স্বসন্মানে যীশুর পাশে বসেছিল। যীশু তবুও যিহুদার মন পরিবর্তনের চেষ্টা করেছিল।

- "পাত্রটি " এটি ছিল প্রথাগত উদ্ধার পর্ব বাদামের সস, কিসমিস, ডুমুর, খেজুর এবং একজাতীয় রস।

২৬:২৪ যীশু অবশ্য জানতেন তিনি কে এবং তাঁকে কি করতে হবে (যোহঃ ১৩:১) ঈশ্বরকে প্রকাশ করার জন্য মনুষ্য জাতির কাছে উদাহরন হিসাবে দেওয়ার জন্যে তাকে অনুসরন করতে, এবং তাদের পাপের জন্যে মৃত্যুবরন করতে যীশু এসেছিলেন।
(মার্কঃ ১০:৪৫, প্রেরিতঃ ২:২৩-২৪, ২ করঃ ৫:২১) ভাববাণী হিসাবেও তার বাণী প্রকাশিত হয়েছিল (৩১:৪,৫,৬)

- “যদি” এটি দ্বিতীয় শ্রেনীর শর্তসাপেক্ষ বাক্য। যিহুদার বিশ্বাস ঘাতকতা করার প্রয়োজন ছিল। সে যে কষ্ট ও শাস্তি পাবে এটি ছিল তার কাজের পূর্ব সংকেত। এটাই ছিল নির্বাচন এবং ইচ্ছা স্বাধীন কাজের রহস্য।

২৬:২৫ পদ:“গুরু সে কি আমি ?” মনে রাখতে হবে যিহুদা অন্য শিষ্যদের মত “প্রভু” পদবী ব্যবহার না করে “রাব্বি” পদবী ব্যবহার করেছে যীশুকে সম্বোধন করার জন্য।

- “ইহা তুমি নিজেই বললে” যীশু তবুও তার (যিহুদার) মন পরিবর্তন করাতে চেষ্টা করেছির। বাগধারার মত এ শব্দ গুচ্ছটি ২৬:৬৪ এবং ২৭:১১ পদে ও ব্যবহৃত আছে।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ ২৬: ২৬- ২৯। ২৬পদ: খাওয়া দাওয়া চলছে, এমন সময়য় যীশু রুটি নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। পরে তিনি সেই রুটি টুকরো টুকরো করলেন এবং শিষ্যদের দিয়ে বললেন, “এই নাও, খাও, এ আমার দেহ” ২৭ পদ: এর পরে তিনি পেয়ালা নিয়ে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়ে বললেন, “পেয়ালার এই আঙ্গুর রস তোমরা সবাই খাও,” ২৮-পদ: কারন এই আমার রক্ত যা আনেকের পাপের ক্ষমার জন্য দেওয়া হবে। মানুষের জন্য নূতন ব্যবস্থা আমার এই রক্তের দ্বারাই বহাল করা হবে। ২৯ পদ: আমি তোমাদের বলছি, এখন থেকে যতদিন আমি আমার পিতার রাজ্যে তোমাদের সঙ্গে আঙ্গুর ফলের রস নূতন ভাবে না খাই ততদিন পর্যন্ত আমি আর তা খাবনা।

২৬:২৬ পদ: “যখন খাওয়া দাওয়া চলছিল” এটি শেষ স্মরনার্থক ভোজকে প্রকাশ করেছে, ভোজের পরে তিনি নিজেই সেই কাপকে আশীর্বাদ প্রকাশ করলেন। যীশু যাত্রা পুস্তকের উদ্ধারের সঙ্গে মিল দেখাতে চেয়েছেন। তিনি ঈশ্বরের মেষশাবক ছিলেন কিন্তু নূতন সন্ধির চিহ্ন স্বরূপ তিনি রুটি এবং দ্রাক্ষারসকে বেছে নিয়েছিলেন, উদ্ধার পর্বের মেষকে নয়। মথি বারবার যীশু দ্বিতীয় মোশী নূতন নিয়ম প্রদান কারী হিসাবে বর্ননা কবরেছেন। যীশু পাপীদের জন্য নুতন যাত্রা পুস্তক এনে দিয়েছিলেন।
২৬:২৬ পদ: ‘রুটি’ এটি তারিশূন্য রুটি, কেক, উদ্ধার পর্বের ভোজকে সমভাবেই নির্দেশ করে। (যাত্রা ১২)

২৬:২৬- ২৮ “এই আমার শরীর ---------- এই আমার রক্ত” পৌলের পত্রে ১ম কর: ১১:১৭- ৩৪ পদে প্রথম প্রভুর ভোজ সম্পর্কে রেকর্ড করা হয়। (Sinoptic gospel) তিনটি সুসমাচার মথি, মার্ক, লূক নূতন নিয়মের কতগুলো পুস্তকের পরে লেখা হয়। সঠিক তারিখ সম্পর্কে কোন নিদিষ্ট নেই তবে তারা আদি মন্ডলীর লেখা নয়।

২৬:২৮“এটি আমার নূতন নিয়মের রক্ত” এটি মনে হয় যাত্রা ২৪:৮ পদকে প্রকাশ করা হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন গ্রীক পান্ডুলিপি গুলি চুক্তির পূর্বে নূতন শব্দটি যোগ করেছেন।
M S S.A.C.D এবং W মিরমিয় ৩১:৩১- ৩৪ পদের প্রতিফলিত। যে কোন ভাবেই হউক অনেক প্রাচীন পান্ডুলিপি গুলো এ সমস্ত বিষয় সংযুক্ত করে নাই (MSS p37 N, B and L) ইহা সম্ভবত লূক লিখিত মুসমাচারের ২২:২০ পদের সদৃশ্য রয়েছে। ইহা মার্ক ১৪:২৪ পদে প্রকাশিত হয়নি ১৪:২৪।

- “প্রত্যেকের জন্য ঢেলে দিয়েছিল”

যিশাইয় ৫৩:১১- ১২ পদে যিশাইয়ের নিকট এটি পরোক্ষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।
“অনেকেই ” যিশাইঃ ৫৩:১১,১২ এবং “আমাদের সকলই” যিশাই ৫৩৬ এই দুইটি বিষয়কে নিয়ে অনেকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই বিষয়ের প্রশ্নের উত্তর হয়তো রোমীয় ৫:১৭- ১৯ পদে পাওয়া যাবে।
“সকল মানুষ” ৫:১৮ একই ভাবে “অনেকেই” ৫:১৯ পদ যীশু সকল মানুষের জন্য মৃত্যু বরন করেছে। যোহন ৩:১৬। প্রছন অবস্থায় সকল মানুষ তাঁর মাধ্যমে রক্ষা পেয়ছে।

- “পাপের ক্ষমার জন্য” এটি নূতন নিয়মের আস্থা (যিরঃ ৩১:৩১- ৩৪) এবং যীশুর নামের গুরুত্ব (ÒY H W H রক্ষা করে” মথি ১২)

২৬:২৯ পদঃ “আমি যতদিন আমার পিতার রাজ্যে তোমাদের সঙ্গে আঙ্গুর ফলের রস নূতন ভাবে না খাই ততদিন পর্যন্ত আমি আর তা খাব না।”
এটি মশীহের শেষ সময়ের সান্ধ ভোজের কথার নির্দেশ করা হয়েছিল। ৮:১১ পদ এটি প্রায় বিবাহ ভোজে যীশুর ভূমিকার মত মন্ডলীতে ও করনীয় রয়েছে (ইফিঃ ৫:২৩,২৯!)

দেখুন ঈশ্বরের রাজ্য সম্পর্কে বিশেষ বিষয় (৪:১৭)

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ ২৬:৩০ পদ। ৩০ পদ; পরে তারা একটা গান গেয়ে বের হয়ে জৈতুন পাহাড়ে গেলেন।

২৬:৩০ “গান গেয়ে” গানটি সাধারনত একটি অথবা আরো অধিক প্রশংসার গান ছিল। গীতঃ ১১৩-১১৪, অথবা ১৪৬- ১৫০ প্রথাগতভাবে/ নিয়মানুক্রমে এটি উদ্ধার পর্ব পালনের বন্ধ হওয়ার দিনে ব্যবহার করা হত অথবা ইহা হয়তোবা মহা উল্লাস করা হত। (গীত ১৩৬)

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ ২৬: ৩১- ৩৫ পদ। ৩১ পদঃ পরে যীশু তাঁর শিস্যদের বললেন, “ আজ রাতে আমাকে নিয়ে তোমাদের মনে বাধা আসবে। পবিত্র শাস্ত্রে লেখা আছে, ‘আমি রাখালকে মেরে ফেলব, তাতে পালের ভেড়া গুলো ছড়িয়ে পড়বে।” ৩২ পদ; “ কিন্তু আমাকে মৃত্যু থেকে জীবিত করা হলে পর আমি তোমাদের আগেই গালীলে যাব।” ৩৩ পদঃ ‘তখন পিতর তাঁকে বললেন, “ আপনাকে নিয়ে সবার মনে বাধা আসলেও আমার মনে কখনো বাধা আসবেনা।” ৩৪ পদঃ যীশু তাকে বললেন, “কিন্তু আমি তোমাকে সত্যি বলছি, আজ ভোর রাতে মোরগ ডাকবার আগেই তুমি তিনবার বলবে যে, তুমি আমাকে চেনোনা।” ৩৫ পদঃ পিতর যীশুকে বললেন, “আমাকে যদি আপনার সঙ্গে মরতে’ও হয় আমি কখন’ও বলবনা, আমি আপনাকে চিনিনা।” অন্যশিষ্যরা সবাই সেই একই কথা বললেন।

২৩:৩১ পদ: ‘‘তোমরা সকলে দূরে সরে যাবে’’ যীশু পরিস্কারভাবে তাঁর শিষ্যদের প্রতি এটা মন্তব্য করেছেন যে তাঁর প্রয়োজনের সময়ে তাঁর শিষ্যরা সবাই দূরে সরে যাবে।(২৬:৫৬) শুধুমাত্র যোহনই তাঁর সাথে ছিলেন। পিতর দূর থেকে তাঁকে অনুসরন করেছিলেন।

- ‘‘এই জন্যই লেখা হয়েছে’’ এটি সখরিয় ১৩:৭ পদ তেকে পূন:রুক্তি করা হয়েছে। ইহা অত্যান্ত মজার ব্যাপার যে, সখরিয়ের প্রথম ৮ অধ্যায় পর্যন্ত প্রকাশিত বাক্যে পূন:রুক্তি করা হয়েছে আবার শেষের ৬ টি অধ্যায় সুসমাচাওে উদ্বৃতি দেওয়া হয়েছে। ইহা Y H W H যিনি মেষদিগের আঘাত করেছিলেন (যিশাইয় ৫৩:৬, ১০ রোমীয় ৪:৩২) ঈশ্বরের পরিকল্পনা ছিল সর্বদাই ওক্ষা করা প্রেরিত ২:২৩, ৩:১৮, ৪:২৮, ১৩:২৯ পদ)
- ‘‘আমি গালীলে তোমাদের অগ্রে যাব’’ এটি পুনরুত্থানের পরের সভাটি বিভিন সময় তিনি উল্লেখ করেছেন। (মথি ২৬:৩২, ২৪:৭, ১৩:১৬- ২০; ১ম কর: ১৫:৬ এবং ২১) এটি শিষ্যদের জন্য বড়ই উৎসাহ জনক ছিল।

২৬:৩২ ‘‘আমার উথ্বিত হওয়ার পরে’’ দেখুন বিশেষভাবে (২৭:৬৩)
২৬:৩৩ ‘‘সবাই দূরে চলে গেলেও’’ পিতরের অনুমান স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাই। এটি অনেকাংশে মথি ১৬:২২- ২৩ এবং - - - - যেখানে পিতর প্রভুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছিলেন।
২৬:৩৪ পদ: ‘‘সত্য সত্য আমি তোমাকে বলছি’’ লেখ্য অথবা সাহিত্যিক ভাষায় এটি ÒamenÓ ‘‘আমেন’’ যার প্রকৃত অর্থ ‘‘সম্মত থাকা’’ কিন্তু এর অর্থ ‘‘আমি রাজি’’ বা ‘‘আমি সম্মত’’
যীশু তার বক্তব্যের গুরুত্বকে শুরু করতে একমাত্র এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

- ‘‘চারটি প্রহর’’ দেখুন মার্ক ১৩:৩৫ পদ। এটি ১২.০০- ভোর ০৩.০০ টা পর্যন্তের সময়কে বলা হয়ে থাকে। ইহা ৪র্থ প্রহরটি রোমীয়দের থেকেই হবে কারন যিহুদীরা তাদেরকে তাদের পবিত্র নগরে ঢুকতে অনুমতি দেয়না।

প্রশ্নগুলির আলোচনা ঃ
এটি পড়াশুনার একটি দিক নির্দেশনা গ্রন্থ যার অর্থ এই যে, আপনার নিজস্ব বাই বেল অনুবাদে আপনাকে দায়িত্ব বহন করতে হবে। আমাদের যে আলো আছে, আমাদের প্রত্যেক জনকে সে আলোতেই চলতে হবে । বাইবেল এবং পবিত্র আত্মাই আপনার অনুবাদে অগ্রগন্য হবে। আপনাকে এটি নির্দেশকের নিকট ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবেনা ।
এই প্রশ্ন আলোচনার বিভাগ গুলির মাধ্যমে বইয়ের অংশের বিভিন প্রধান বিষয়গুলো ধারনা নিতে আপনাকে সাহায্য করবে।

১. ধর্মীয় নেতারা কেন যীশুকে হত্যা করতে চেয়েছিল ?
২. চারটি সুসমাচার গুলির মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে কি সমস্যা রয়েছে ? বাইবেল কি ভুল ?
৩. যিহুদা কি তার কর্মের জন্য দায়ী ? সে কি করেছিল ? কেন সে এটা করেছিল ?
৪. প্রভুর ভোজের গুরুত্ব কি ?
৫. যিহুদা কি প্রভুর ভোজ গ্রহন করেছিল ?
৬. কেন শিষ্যদের ভবিষ্যৎ বাণী স্বপক্ষ ত্যাগ করে নথি করে রেখেছিল।

বাক্য এবং শব্দ গুচ্ছের পড়া ২৬: ৩৬- ৭৫।

N A S B (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ ২৬:৩৬- ৩৮ পদ।
৩৬ পদ: পরে যীশু শিষ্যদের সঙ্গে গেৎশিমানী বাগানে গেলেন এবং শিষ্যদের বললেন, ‘‘আমি ওখানে গিয়ে যতক্ষন প্রার্থনা করি ততক্ষন তোমরা এখানে বসে থাক।’’

৩৭ পদঃ এই বলে তিনি পিতর এবং সিবিদিয়ের দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। তাঁর মন দুঃখে ও কষ্টে ভরে উঠতে লাগল।
৩৮পদঃ তিনি বললেন, ‘‘দুঃখে যেন আমার প্রান বেড়িয়ে যাচ্ছে। তোমরা এখানেই থাক আর আমার সঙ্গে জেগে থাক।’’

২৬:৩৬ পদঃ ‘‘তখন যীশু তাঁদের সঙ্গে গেৎশিমানী নামক জায়গায় আসলেন।
‘‘গেৎশিমানী’’ নামের অর্থ ইব্রিয় ভাষায় ‘‘তৈল পেষন যন্ত্র’’
ইহা জৈতুন পর্বতের পশ্চিমদিকে যিরুশালেমে শহরের মুখোমুখি আলাদা একটি বাগান দৃশ্যমান হয়েছিল। শহরের মধ্যে বাগানটি অবৈধ ভাবে ছিল কারন বাগানের জন্য যে প্রয়োজনীয় সার তৈরী করা হয়েছিল সেগুলি স্বভাবতই শহরকে নোংরা করে ফেলেছিল। স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, যীশু বারবার এই বাগানে এসেছিলেন। এমনকি তার দুঃখভোগ সপ্তাহের সময়’ও তিনি তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে রাত্রি কালে উপযুক্ত স্থানে এখানে ছিলেন। যিহুদা এই জায়গাটি সম্পর্কে ভালভাবে জানতেন।
২৬:৩৭ পদঃ ‘‘তিনি পিতর ও সিবদিয়ের দুই পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন’’ মার্ক ১৪:৩৩ এবং যোহন ৪:২১ পদ থেকে আমরা জানি যে দুই পুত্রটি ছিল যাকোব এবং যোহন। এটি ছিল শিষ্যদের মধ্যে গভীর চক্রাকারে নেতৃত্ব। বিশেষ ভাবে এই দুই শিষ্য যীশুর সাথে বিশেষ বিশেষ সময় গুলোতে উপস্থিত ছিলেন যখন অন্য কোন শিষ্যরা উপস্থিত ছিল না।

এতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে উভয় দিগেই বিশেষ প্রশিক্ষন এবং অন্যদিকে এটি আবার অন্য শিষ্যদের প্রতিহিংসার কারন’ও। সত্যিকার অর্থে যীশু কেন এসব অভ্যন্তরিন বিষয়গুলির প্রতি অনিশ্চিত ছিলেন। বারজন শিষ্যকে তিনি তিনজন করে ৪ টি দলে বিভক্ত করেছেন। ইহাও সম্ভব যে দল গঠনের ফলে শিষ্যরা সময়ানুযায়ী বাড়িতে যেতে এবং পরিবারকে দেখে আসতে পারতেন।
‘‘দুঃখ এবং যন্ত্রনা শুরু হয়েছিল’’ গ্রীকে অত্যান্ত কঠিন বিষয় (মার্ক ১৪:৩৩) আমরা এখন পবিত্র মাটিতে এখানে বাগানে ঈশ্বরের পুত্রকে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ঐ সময়; আক্রমনের সময় মনুষ্য পুত্রকে কিভাবে দেখা যাবে। যীশু অবশ্যই তাঁর শিষ্যদের কাছে পুনরুত্থানের পর এসব ঘটনার অবশ্যই মিল দেখাবে। যারা পরীক্ষা প্রলোভনের সম্মুক্ষীন হয় এবং যারা সেই কালভেরী ক্রুশের দুঃসহ যন্ত্রনার অভিজ্ঞতা ও মূল্যকে বুঝতে চেষ্টা করে তাদের জন্য এটি সুস্পষ্টভাবে অত্যান্ত সাহায্যকারী হবে।

২৬:৩৮ পদঃ ‘‘দুঃখে যেন আমার প্রান বেড়িয়ে যাচ্ছে’’
এটি পুরাতন নিয়মের ভাষার বৈশিষ্ট (গীত ৪২:৫) তিনি হৃদয়ের প্রকাশ করেছিলেন যে টি মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধারের বিষয়টি সংযুক্ত ছিল। লূক ২২:৪২ পদে ঐ একই ধরনের কিছু সমস্যা গুলো তুলে ধরা হয়েছে। যেগুলি নথি পত্রে উল্লেখ ওয়েছে দুত তাঁর পরিচর্যা করতে এসেছিল এবং সে দেখতে পেল রক্তের ফোটায় তার সমস্ত শরীর ভিজে গিয়েছিল। এই বাগানটিও ছিল সেই জায়গা যে জায়গায় তিনি শয়তানের কাছ থেকে জয়ী হতে পেরেছিলেন। শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হওয়ার ঘটনা মথি ৪অধ্যায় এবং পিতর তাকে সাহায্য করার মনবাসনা নিয়েছিল, কিন্তু তিনি নিজেই প্রলোভিত হয় মথি ১৬:২২ পদে পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ ২৬:৩৯- ৪১ পদ।
৩৯ পদঃ পরে তিনি কিছু দূরে গিয়ে মাটিতে উবুর হয়ে পড়লেন এবং প্রার্থনা করে বললেন,

‘আমার পিতা, যদি সম্ভব হয় তবে এই দুঃখের পেয়ালা আমার কাছ থেকে দূরে যাক। তবুও আমার ইচ্ছা মত না হউক, তোমার ইচ্ছা মত হউক।’
৪০ পদঃ এর পরে তিনি শিষ্যদের কাছে এসে দেখলেন তাঁরা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি পিতরকে বললেন, “ একি তোমরা ঘুমিয়ে পড়েছ, আমার সঙ্গে একঘন্টাও জেগে থাকতে পারলেনা ? ”
৪১ পদঃ জেগে থাক ও প্রার্থনা কর যেন পরীক্ষায় না পড়।

২৬ঃ৩৯ পদঃ “তিনি কিছু দূরে গিয়ে মাটিতে উবুর হয়ে প্রার্থনা করলেন” যীশুর সমসাময়িকী সুন্দর ছবি গুলো যেমন গেৎশিমানী বাগানে হাটু গেড়ে প্রার্থনা করা, পাথর নাড়াচাড়া করা কিন্তু ইহা ঠিক নয়। গ্রীক শব্দ এখানে নিশ্চিত করেন যে তিনি সম্পূর্নভাবে চাপে শায়িত ছিলেন, এমনকি তাঁর শারিরিক মৃত্যুতেও এই সময়ের মধ্যে। ইহাই ছিল যীশু খ্রীষ্টের ভীতসন্ত্রস্ত একটি প্রশ্ন। অনেকে চক্ষু গোচর হয়েছে যে ইহা ছিল তার মৃত্যু ভয় অথবা তার শিষ্যরা তার মন্ডলীকে ভাল নেতৃত্ব দিতে পারবেনা। যীশু যিনি ঈশ্বরের সাথে গভীর সম্পর্ক ছিলেন সময়ে সময়ের মধ্যেই তিনি মানুষকে হারানোর অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন ঈশ্বরের সাথে সেতু বন্ধনের উপায় তিনি করেছিলেন। ইহা এই সেতুই ছিল যা মানুষের পাপের ভার বহন করে সব মানুষের ভার তিনি নিয়েছিলেন। ঈশ্বরের পুত্র সত্যিকারে মানুষের জন্য এ পৃথিবীতে থাকায় ঈশ্বর থেকে কিভাবে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন।
“আমার পিতা যদি সম্ভব হয়, এই পান পাত্রটি আমা থেকে দূরে থারুক।” এই অনুচ্ছেদে এটি একটি অত্যান্ত গুরুত্ব পূর্ন বাক্য। মার্ক এর একই ঘটনা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, সে অরামীয় ভাষা ব্যবহার করেছেন “ধননধ” “আব্বা” যে পারিবারিক সম্পর্কের কথা তুলে ধরা হয়েছে।
ইহা বারবার অনুবাদ করা হয়েছে “ফধফফু” বাবা। কিছু সময়ে ইহা পরিবর্তন হয়। “ঈশ্বর আমার ঈশ্বর আমায় তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করিয়াছ?” (২৭ঃ৪৬) শব্দ গুচ্ছ “যদি সম্ভব হয়” (Frist Class Conditional Sentence) (প্রথম শ্রেনীর শর্ত সাপেক্ষ বাক্য) মার্ক সুসমাচারেও একই ধরনের শব্দ গুচ্ছ “সবই সম্ভব” শব্দটি ৩৫ এবং ৪৪ পদের কিছুটা ভিনতা দেখা যায় এবং মুসমাচারের সমস্যা গুলো সমাধান ৪৪ পদ থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যীশু একই ধরনের প্রার্থনা তিনবার করেছিলে।
‘কাপের’ ধারনা পুরাতন নিয়মে মানুষের ভাগ্যকে চিহ্নিত করা হয়, সাধারন ঈশ্বরের বিচারকেই ধরে নেওয়া হয়। গীতঃ (৭৫ঃ৮, যিশাঃ ৫১ঃ১৭,২২, যিরঃ ২৫ঃ১৫,১৬,২৭,২৮) বিচারের কাপ হচ্ছে যে, ঈশ্বর মানুষকে পরিবর্তন করাতে তাঁর প্রিয় পুত্রকে ধ্বংশ করেছেন করঃ ৫ঃ২১, গালাঃ ৩ঃ১৩ পদ।
“তথাপি আমার ইচ্ছায় না হউক তোমার ইচ্ছাই সিদ্ধ হউক” উচ্চারনটি ‘আমি’ এবং তুমি হচ্ছে গ্রীক অনুগ্রহের অবস্থান। এটি যুক্ত ভাবে প্রথম শ্রেনী এবং তৃতীয় শ্রেনী শর্তসাপেক্ষ বাক্য ৪২ পদ দেখায় যে তার উদ্দেশ্য তার প্রার্থনায়। তথাপি তার মানবিক প্রকৃতিতে তিনি মুক্তির জন্য কেঁদেছিলেন। তিনি তার হৃদয়কে পরিপূর্ণ ভাবে ঈশ্বরের নিকট সপে দিয়েছিলেন (মার্কঃ ১০ঃ৪৫) শেষ দিনে পিতার পক্ষ হয়ে।
২৬ঃ৪০“পরে তিনি শিষ্যদের কাছে এসে দেখলেন তার ঘুমিয়ে পড়েছেন” শিষ্যদের সমালোচনা করার পূর্বে লূকঃ ২২ঃ৪৫ পদকে দেখি ‘তারা দুঃখে ঘুমিয়ে পড়েছিল” ইহা বর্ণনা করা হয়েছে যে তারা যীশুর ব্যাথা বহন করতে অক্ষম ছিল কারন যীশু তার মৃত্যু সম্বন্ধে তাদের সাথে ভবিষৎ বাণী করেছিলেন এবং তারা যে ভয়ে ছিনভিন হবে তাও তিনি বলেছিলেন। যদিও বা যীশু মানুষের সাথে বন্ধুত্ব সহভাগিতা করেছিলেন তথাপিও তার জীবনে অভাবের সময় উপস্থিত হয়েছিল, এই সময়ে তাকে একা পড়তে হবে এবং তাঁকে বিশ্বাসীদের জন্যই সম্মুখিন হতে হয়েছিল।

২৬:৪১ পদ: “জেগে থাক ও প্রার্থনা কর যেন পরিক্ষায় না পড়।” এই দুইটায় Present imperatives এটি ছিল তার মিষ্যদেও জন্য সতর্কতা, পরীক্ষার চলমান সত্যতা (মথিঃ ৪:১১, লূকঃ ৪:১৩) এখানে পরীক্ষায় বিভিন থিওরি দেখানো হয়েছে এই অবস্থানে (১) শিষ্যরা প্রার্থনার পরিবর্তে ঘুমিয়ে পড়ছিল। (২) শিষ্যরা সবাই যীশুকে ধ্বংশ করবে ৫৬ পদ। (৩) পিতরের অস্বীকার ৬৯-৭৫ পদ অথবা (৪) গর্ভমেন্টে ধর্মীয় বিচার (মথিঃ ৫৬:১০-১২, যোহনঃ ৯:২২, ১৬:২) পরীক্ষা শব্দটির গ্রীক শব্দ (Parasmos) ইহা ধ্বংশ করার জন্য পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা করাকে বুঝায়। মথিঃ ৬:১৩, লূকঃ ১১:৪, যোহনঃ ১:১৩) ইহা আরো অন্য একটি গ্রীক শব্দ ঃবংঃব এর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে (dokimago) শক্তিকে খর্ব করার চেষ্টাকে বুঝায়। যে কোন ভাবেই হোক সর্বদায় বিভিন অবস্থানে ইহাকে উপেক্ষা করা যায় না। ধর্মতাত্ত্বিক দিক দিয়ে ইহা বলা যেতে পারে যে ঈশ্বর তার সন্তানদের পরিক্ষা করতে পারে না ধ্বংশ করতে পারে কিন্তু তিনি আধ্যাত্তিক বৃদ্ধির জন্য সুযোগ দিয়ে থাকেন (আদিঃ ২২:১, যাত্রাঃ ১৬:৪:২২ঃ:২০, দ্বিতীঃ৮:২, মথিঃ৪, লূকঃ৪, ইব্রীয়ঃ ৫:৮ পদ) যে কোন ভাবেই হোক তিনি সর্বদা সত্য পথই দিয়ে থাকেন । ১ম করঃ ১০:১৩ পদ।

“আত্মা ইচ্ছুক, কিন্তু মাংস দুর্বল” এটি হচ্ছে যীশুর আত্ম স্বীকারোক্তি যিনি মানব জাতি এবং তার দুর্বলতা সম্পর্কে জানে (ইব্রিয় ৪:১০পদ) এবং আমরা জানি তিনি আমাদের ভালবাসেন এবং এই জন্যই তিনি মৃত্যুবরন করেছেন। (রোমীয় ৫:৪) এবং এখন আমাদের জন্য মধ্যস্থতা করছেb| (রোমীঃ ৮:৩৪, ইব্রীয়ঃ ৭:২৫, ৯:২৪, যোহনঃ ২:১) প্রশংসা|

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২৬:৪২-৪৬ পদ
৪২ পদঃ তিনি ফিরে গিয়ে দ্বিতীয় বার প্রার্থনা করে বললেন, “পিতা আমার আমি গ্রহন না করলে যদি এ দুঃখের পেয়ালা দূর না হয়, তবে তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।
৪৩ পদঃ তিনি ফিরে এসে দেখলেন তাঁরা আবার ঘুমিয়ে পড়েছেন, কারন তাদের চোখ ঘুমে ভারি হয়ে গিয়েছিল।
৪৪ পদঃ তিনি আবার তাদের ছেড়ে গিয়ে তৃতীয় বার সেই একই ভাবে বলে প্রার্থনা করলেন।
৪৫ পদঃ পরে তিনি শিষ্যদের কাছে এসে বললেন, ‘এখনও তোমরা ঘুমাচ্ছ আর বিশ্রাম করছ? দেখ, সময় এসে পড়েছে, মনুষ্য পুত্রকে পাপীদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হবে।
৪৬ পদঃ ওঠো, চলো, আমরা যাই। দেখ যে আমাকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দেবে সে এসে পড়েছে।

২৬:৪২ পদঃ “আমি গ্রহন না করলে যদি এই দুঃখের পেয়ালা দূর না হয়।” এটি একটি সংযুক্ত কারী প্রথম শ্রেনীর শর্তভুক্ত এবং তৃতীয় শর্তসাপেক্ষ বাক্য। ইহা ইঙ্গিত করে যে, তাকে ক্রুশে হত হতে হবে কিন্তু তিনি জানতেন তার পিতার নিকট খোলা খোলি ভাবে- ব্যাখা ও দিতে পারতেন।
ইহা জানা ভাল যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা আমাদেরকে পরিত্যাগ করার জন্য নয়। আমাদের ভয় আমাদের দ্বিধার জন্য তিনি পরিত্যাগ করবেন না কিন্তু যেভাবে যীশুর সাথে কাজ করেছেন ঠিক তেমনি ভালবাসা এবং বিশ্বাসে তিনি আমাদের সঙ্গে কাজ করবেন। আমরা নিজেরা কোন সময় ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতিরেকে প্রার্থনা করতে পারিনা।
২৬:৪৪ পদঃ“তৃতীয় বার সেই একই কথা বলে প্রার্থনা করলেন” যীশু তৃতীয় বারের মত প্রার্থনা করলেন । প্রভু যীশুর এই প্রার্থনাটি পৌলের প্রার্থনার মত ছিল, । প্রভুকে আমি তৃতীয় বারের মত

অনুরোধ করেছিলাম যেন তিনি আমার কাছ থেকে তা দূর করেন। ইব্রীয় ভাষায় তিন ধরনের পুনরাবৃত্তির কথা বলা হয়েছে। (যিহাইঃ ৬ঃ৩, যিরঃ ৭ঃ৪) যে কোন সময়ই আমরা ঈশ্বরের কাছে আমাদে নিত্য প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরতে পারি।

২৬ঃ৪৫ পদঃ

NASB, NKJV

TEV	"এখনও তোমরা ঘুমাচ্ছ আর বিশ্রাম করছ?"
NRSV	"এখনও তোমরা ঘুমাচ্ছ আর বিশ্রাম করছ?"
JB	"এখন থেকে তোমরা ঘুমাতে পার এবং তোমরা বিশ্রাম নাও।"

গ্রীক বাগধারাটি ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত কঠিনতর ব্যাপার। ইহা কি একটি প্রশ্ন? ইহা কি কাজ স্তুতি? ইহা কি বিবৃতি? ইহা কি মন্তব্য? যদিও বা এর অর্থ নিশ্চিত নয়। ইহা সত্য যে যীশু এখন উন্নত করতে, অন্ধকারের পরীক্ষা নিত্যদিনের যাতনা ও ক্রুশের মৃত্যু থেকে জয়ী হয়েছেন।

লূকঃ ২২ঃ৫২ পদে ও আমরা জানি যে জনসাধারন সেই ভাবে তাঁকে মনে করেছিল। সেখানে রোমীয় সৈন্যরা যুক্ত ছিল কারন শুধুমাত্র তারাই ছোরা বহন করার ক্ষমতা ছিল। মন্দিরের পুলিশরাও যুক্ত ছিল কারন তারাই সাধারনত ছোরা ও লাঠি বহন করে। তাঁকে বন্দি করার সময় মহাসভার (Sanbedrin) প্রতিনিধি বর্গরাও উপস্থিত ছিলেন। (৪৭,৫১ পদ)

২৬ঃ৫০

NASB	"বন্ধু, যা করতে এসেছো কর।"
NKJV	"বন্ধু তোমরা কেন এসেছো?"
NRSV	"বন্ধু বন্ধু তোমরা কি করতে চাও তাই কর।"
TEV	"এই সম্বদ্ধে তাড়াতাড়ি কর, বন্ধু।"
JB	"আমার বন্ধু, তোমরা কেন এসেছো তা কর।"

এখানে কতগুলো গ্রীক বাগধারা রয়েছে যেগুলি গ্রহন যোগ্য নয়। ইহা হতে পারে (1) একটি প্রশ্ন (NKJB) (2) নিন্দ করা।" (NASB, NRSV J.B) আমেরিকান Standard verson এবং William এর অনুবাদ গ্রহন যোগ্য আছে যে, ইহা ছিল নিন্দার স্তুতি অথবা উদ্দেশ্য প্রনদিত একটি একটি অলিখিত উক্তি। যা হোক K.JB এবং RSV ইহা প্রশ্নোকারে এবং নিন্দার স্তুতি হিসাবে দেখে। বন্ধু শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এটি যিহুদাকে উপরের কুঠরিতে কি আলোচনা করা হয়েছিল তা স্মরন করিয়ে দেওয়ার জন্য। (২৬ঃ২৩) অথবা এটি একটি ব্যাঙ্গ বাগধারা (২০ঃ১৩, ২২ঃ১২)

- "সময় সনিকট" "সময়" এই বাগধারাটির ব্যবহার সুসমাচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ ভাবে যোহনের (১২ঃ২৩; ১৩ঃ১, ৩২; ১৭ঃ১) এই মূর্হতকে বর্ণনা করার জন্য। (মার্কঃ ১৪ঃ৩৫,৪১)
- "একজন পাপী বিশ্বাস ঘাতকের হাতে" এটি ভাববাণী পূর্ণতা লাভ করেছিল। (১৬ঃ২১ পদ)

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২৬ঃ ৪৭- ৫০

৪৭ পদঃ যীশু তখন ও কথা বলছেন, এমন সময় যিহুদা সেখানে আসল। সে সেই বারজন শিষ্যদের মধ্যে একজন ছিল। তার সঙ্গে অনেক লোক ছোরো ও লাঠি নিয়ে আসল। প্রধান পুরোহিতেরা ও বৃদ্ধ নেতারা এদের পাঠিয়ে ছিলেন।

৪৮ পদঃ যীশুকে শত্রুদের হাতে যে ধরিয়ে দিয়েছিল সেই যিহুদা ঐ লোকদের সঙ্গে একটা চিহ্ন ঠিক করেছিল; সে বলেছিল, "যাকে আমি চুমু দিব সে- ই সেই লোক, তোমরা তাকে ধরবে।

৪৯ পদঃ তাই যিহুদা সোজা যীশুর কাছে গিয়ে বলল, “গুরু মঙ্গল হউক।” এই কথা বলেই সে যীশুকে চুমু দিল।
৫০ পদঃ যীশু তাকে বললেন, “বন্ধু যা করতে এসেছো, কর।” সঙ্গেই সঙ্গেই যীশুকে এসে ধরল।

২৬:৪৭ পদঃ “যিহুদা সেই বারজনের মধ্যে একজন ছিল। তার সঙ্গে অনেক লোক লাঠি ও ছোড়া নিয়ে আসল।” যিহুদার অভিপ্রায় সম্বন্ধে এখানে যথেষ্ট পরিমানে আলোচিত হয়েছে। ইহা বলা যেতে পারে যে এটি অনিশ্চিত ভাবে থেকে যাচ্ছে। তার যীশুকে চুমু দেওয়া ৪৯ পদে (১) এটি একজন সৈনিকের চিহ্ন ছিল যে, এটি ছিল আটক করার লোক। ৪৮ পদ (২)

অন্যান্য সুসমাচার উল্লেখ করেছেন যে, শুরু থেকেই সে একজন ডাকাত অবিশ্বাসী ছিলেন। (যোহঃ ১২:৬ পদ)
“দুতদের (বার) লিজিওনের বেশী সৈন্য বাহিনী” রোমীয় লিজিওনে ছিল ৬,০০০ মানুষ, কিন্তু শব্দটি ছিল বিভিন বাগ্‌ধারার ব্যবহার। দেখুন বিশেষ ভাবে গননা পু- স্তকঃ ১৪:২০।
২৬ঃ ৫৪,৫৬ পদঃ “তবে কেমন করে শাস্ত্রের বচন পূর্ণ হবে।” দেখুন মথিঃ ২৬ঃ ৩১- ৩৫ অথবা ৫৬। যদি এ শব্দগুচ্ছ ৫৪ পদের সাথে ৫৬ পদের শব্দ গুচ্ছের মিল হয় তাহলে এটি একটি সাধারন মন্তব্য যে প্রত্যেকটি ঘটনায় পবিত্র পূর্ণ পরিকল্পনায় হয়ে থাকে। লূকঃ ২২:২২; প্রেরিতঃ ২:২৩; ৩:১৮; ৪:২৮) আমরা জানি যে যোহন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে ছিলেন তাঁর ক্লেশ এবং ক্রুশহতের সময় এবং পিতর ও দুর থেকে অনুসরন করেছিলেন। ৫৮ পদ। সেই জন্যই এটি সাধারন নির্দেশনা যেটি যিশাইয় ৫৩:৬ পদের দিকে ফিরে যায়। যীশু জানতেন যে এসব ঘটনায় অগ্রসর হওয়ার পিতার উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ লাভ কার।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২৬:৫৫- ৫৬ পদ
৫৫ পদঃ পরে যীশু লোকদের বললেন. “আমি কি ডাকাত যে, আপনারা লাঠি ও ছোরা নিয়ে আমাকে ধরতে এসেছেন? আমি প্রত্যেক দিনই উপসনাঘরে বসে শিক্ষা দিতাম, আর তখন তো আপনারা আমাকে ধরেননি।
৫৬ পদঃ কিন্তু এসব ঘটল যাতে পবিত্র শাস্ত্রে নবীরা যা লিখেছেন তা পূর্ণ হয়।” শিষ্যরা সবাই তখন যীশুকে ফেলে পালিয়ে গেলেন।

২৬:৫৫ পদঃ যীশু পবিত্র ভাবে ধর্মীয় নেতাদের চক্রান্তের কথাই এখানে তুলে ধরেছেন। (মথিঃ ১২:১৪; যোহনঃ ১১:৫৩ পদ) তারা যীশুকে মেরে ফেলবার উপায় খুঁজছিলেন, কারন তারা তার অনুসরন কারীদের ভয় করতেন।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২৬:৫৭- ৫৮ পদ।
৫৭ পদঃ যারা যীশুকে ধরেছিল তারা তাকে মহাপুরোহিত কায়াফার কাছে নিয়ে গেল। সেখানে ধর্ম শিক্ষকেরা ও বৃদ্ধ নেতারা একসঙ্গে জড়ো হয়েছিলেন।
৫৮ পদঃ পিতর দূর থেকে যীশুর পিছনে পিছনে মহাপুরোহিতের উঠান পর্যন্ত গেলেন এবং শেষে কি হয় তা দেখবার জন্য ভিতরে ঢুকে রক্ষীদের সঙ্গে বসলেন।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২৬:৫১- ৫৪

৫১ পদঃ যাঁরা যীশুর সঙ্গে ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন তাঁর ছোড়া বের করলেন এবং তাঁর ঘায়ে পুরোহিতের দাসের একটা কান কেঠে ফেললেন।
৫২ পদঃ তখন যীশু তাঁকে বললেন, "তোমার ছোরা খাপে রাখ। ছোরা যারা ধরে তারা ছোরার ঘায়েই মরে।
৫৩ পদঃ তুমি কি মনে কর যে, আমি আমার পিতাকে ডাকলে তিনি এখনই আমার জন্য হাজার হাজার স্বর্গদুত পাঠিয়ে দেবেন না? কিন্তু তাতে পবিত্র শাস্ত্রের কথা কি ভাবে পূর্ণ হবে?
৫৪ পদঃ "শাস্ত্রে তো লেখা আছে এই সব এই ভাবেই ঘটবে।"

২৬:৫১ পদঃ যোহনঃ ১৮:১০ এবং লূকঃ ২২:৫০-৫১। এই দুই অধ্যায় থেকে একই ভাবে দেখতে পাই যে, এটি ছিল পিতর এবং দাস মাল্কুস। শিষ্যদেরকে পূর্বেই তলোয়ার কিনতে নিষেধ বা সর্তক করে দিয়েছিল কিন্তু তারা যীশুর কথা স্পষ্ট ভাবে ও তার অর্থ বুঝতে ভুল করে ছিল পিতর অবশ্যই বলেছিল যে, তাঁর প্রভুর জন্য যদি এ অবস্থার মরতে হয় তবুও মরবে।

*- - -

২৬:৫২ পদঃ "ছোরা যারা ধরে তারা ছোরার ঘায়েই মরে" এটি একটি সংস্কৃতি প্রবাদ বাক্য। (প্রেশাঃ ১৩:১০) ইহার অর্থ সব সময়ই ইহা লিখিত আকারে বলা হয়েছে তা নয় প্রত্যেক ব্যক্তিগত উদাহরনে কিন্তু বৈশিষ্যগত যে সত্য তা নিজে থেকেই সুস্পষ্ট। এট ঠিক বাইবেলের হিতপোদেশ বইয়ের মত। ইহা ঘটনার সাথে মিল হতে পারে যে, যীশু সাধারন অপরাধীদের মতই বন্দী হয়েছিলেন। তাঁর শিষ্যদেরকে ও দস্যু এবং ডাকাতদের মত দেখা গিয়েছিল যারা ছোরা বহন করেছে।
২৬:৫৩ পদঃ যীশু জানতেন তিনি কে। তাঁর পিতার আসল উৎস গুলি ও জানতেন কিন্তু তাকে মৃত্যুবরন করতেই হবে।

২৬:৫৯ পদঃ "যীশুকে মেরে ফেলবার উদ্দেশ্যে প্রধার পুরোহিত ও মহাসভার লোকেরা মিথ্যা সাক্ষ্যের খোঁজ করলেন। এটি মনে করা হয় যে, তারা দুই সাক্ষীর সন্ধান করছিল যে এ ব্যাপারে রাজি হবে কারন প্রানদন্ডের যোগ্য ব্যক্তি প্রানদন্ড দুই সাক্ষীর কিংবা তিন সাক্ষীর প্রমানে হবে এটি পুরাতন নিয়মের আইন।
(গননাঃ ৩৫:৩০, দ্বিতীয় বিবঃ ১৭:৬, ১৯:১৫ পদ)
কিন্তু (Sanhedrin) মহাসভা এই ধরনের দুটি সাক্ষী যীশুর বিরুদ্ধে তারা দেখতে পাইনি। (৬০-৬১) পরিশেষে তারা দুটো একই ধরনের সাক্ষ্য দ্বার করালো (মার্কঃ ১৪:৫৯) যীশুর মন্দির ধ্বংশ করার মন্তব্যের সাথে এটি যুক্ত ছিল। (যোহঃ ২:১৯ পদ) মহাসভায় যীশুর বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা সাক্ষী উপস্থিত হয়েছিল তবু ও তারা ঠিকমত কোন সাক্ষ্যই পেলেন না (৬০-৬১ পদ) যিহুদী নেতারা যুক্তি সঙ্গত ভাবে দ্বার করাতে চাইল মিথ্যা উৎস্বর্গের দ্বারা একজন ব্যক্তিকেই সমস্ত রোমীয় ক্ষমতা থেকে রক্ষা করতে পারে।

২৬:৬৩ পদ: "কিন্তু যীশু চুপ করে রইলেন" এটা ও সত্যি যে পরবর্তী তার বিচারে যেটি (মথি: ২৭:১২,১৪ পদে) নথি করা আছে। এটি যিশাইয় ভাববাণী; ভাববাণীর পরিপূর্ণতা (যিশাইয়: ৫৩:৭ পদ)

- "মহাপুরোহিত আবার তাকে বললেন, 'তুমি জীবন্ত ঈশ্বরের দিব্য দিয়ে আদাদের বল যে, তুমি সেই মোশীহ, অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্র কিনা?" আত্মা অভিযোগ দ্বারা শপত করার অর্থ নিয়ম বহির্ভূত ছিল কিনা, কিন্তু ফলপ্রসূ, প্রতিজ্ঞার সম্মুখিন হয়ে Y H W H এর নামে যীশু ও নীরব থাকতে পারেনি।

২৬:৫৭ পদ: "যারা তাঁকে ধরেছিল তারা তাঁকে মহাপুরোহিত কায়াফার কাছে নিয়ে গেল।" যোহন লিখিত সুসমাচার ১৮:১২ পদ একই বিষয়টি যদি দেখি তাহলে আমরা উপলদ্ধি করতে পারব যে, তাকে প্রথমে আনার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়, যিনি অফিসের ক্ষমতা সম্পন্ন লোক ছিলেন। আনাস এবং কায়াফা একই বাড়িতে বাস করতেন। মহাসভার নির্বাচিত সদস্যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। শব্দটি "ফরিনী, সদ্দুকীদের" সাথে মহাপুরোহিত মহাসভা (Sanhedrin) পূর্ণ পদবী সম্পর্কে বর্ণনা করেন।

বিশেষ বিষয় বস্তু (Sanhedrin) এ রাত্রে বিচারাসনে বসার কোন নিয়ম ছিল না। অবৈধ ছিল। ৫৭-৬৮ পদ।

A. কেন্দ্রিয় ভাবে রাত্রে আদালতে বসার কোন নিয়ম ছিল না।
B. কেন্দ্রিয় ভাবে বিচার এবং শাস্তি প্রদান একই দিনের অনুষ্টিত হয়নি।
C. কোন বিচার কোন উৎসবের সময়ে অনুষ্টিত হয়নি।
D. সকাল বেলা ছিল মন্দিরে দান দেওয়ার সময় (যাত্রা: ২৩:১৫)

N A S B (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ: ২৬:৫৯- ৬৪

৫৯ পদ: যীশুকে মেরে ফেলবার উদ্দেশ্যে প্রধান পুরোহিতেরা এবং মহাসভার সমস্ত লোকেরা মিথ্যা সাক্ষ্যের খোঁজ করছিলেন।

৬০ পদ: অনেক মিথ্যা সাক্ষী উপস্থিত হয়েছিল, তবুও তাঁরা ঠিকমত কোন সাক্ষ্যই পেলেন না। শেষে দু'জন লোক এগিয়ে বলল,

৬১ পদ: এই লোকটা বলেছিল, সে ঈশ্বরের ঘরটা ভেঙ্গে ফেলে তিন দিনের মধ্যে আবার তা তৈরী করে দিতে পারে।"

৬২ পদ: তখন মহাপুরোহিত উঠে যীশুকে বললেন, " তুমি কি কোন উত্তর দিবে না? এরা তোমার বিরুদ্ধে এই সব কি সাক্ষী দিচ্ছে?

৬৩ পদ: যীশু কিন্তু চুপ করেই রইলেন। মহাপুরোহিত আবার তাকে বললেন, 'তুমি ঈশ্বরের দিব্য দিয়ে বল যে, তুমিই সেই মশীহ, অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্র কিনা।"

৬৪ পদ: তখন যীশু তাকে বললেন, "হ্যাঁ আপনি ঠিক কথাই বলছেন তবে আপনাদের এটা ও বলছি, এর পরে আপনারা মনুষ্য পুত্রকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ডান পার্শ্বে বসতে এবং মেঘ করে আসতে দেখবেন?

ÒY H W H Ó নামটি যাত্রা পুস্তক থেকেই (যাত্রাঃ ৩ঃ১৪ পদ) এটি ছিল ইব্রীয় ক্রিয়া থেকে “to beÓ যার অর্থ “জীবন্ত” শুধুমাত্র জীবন্ত ঈশ্বর? ইহা ছিল ইস্রায়েলের ঈশ্বরের নামের সন্ধি।
এই নেতারা বুঝতে পেরেছিলেন যে, যীশু অন্ততঃ পক্ষে তাঁর বাক্যে এবং প্রতিজ্ঞায় মোশীহ হিসাবে দাবী করেছিলেন। তারা তাঁকে ও অনেক ভ্রান্ত মোশীহের মত একজন বলে মনে করেছিলেন কারন তিনি মৌখিক প্রথাতে বিশ্বাসী ছিলেন না।

২৬ঃ৬৪ পদ

NASB	“তুমি “নিজেই বলিলে”
NKJV	“তুমিই বলিলে”
NKSV	“তুমিই বলেছ”
TEV	“তুমিই বলিলে”
JB	“বাক্যটি তোমার নিজের”

এই একই ধরনের ইতিবাচক বাগ্‌ধারাটি মথিঃ ২৬ঃ২৫ পদে পাওয়া যায়। ইহা কিছু হলে ও সন্দেহ জনক ছিল। সম্ভবত যীশু বলেছিলেন, “হ্যাঁ আমিই মশীহ, কিন্তু তুমি যা চিন্তা করছ তা নয়। (মার্কঃ ১৪ঃ৬২)

- “আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, এরপরে আপনারা মনুষ্য পুত্রকে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ডান পাশে বসে থাকতে এবং মেঘে করে আসতে দেখবেন।” এই আধ্যাত্মিক বাগ্‌ধারা গুলি নিজ সম্পর্কে নিশ্চিত করে বুঝতে পেরেছিল। সদা প্রভু আমার প্রভুকে বলেন, তুমি আমার দক্ষিনে বস, যাবৎ আমি তোমার শত্রুগণকে তোমার পাদপীঠ না করি। (গীতঃ ১১০ঃ১ পদ) আকাশের মেঘ সহকাওে আসার কথা পরোক্ষ ভাবে উল্লেখ করা ছিল। দানিঃ ৭ঃ১৩ (মার্কঃ ১৩ঃ২৬, মথিঃ ২৪ঃ৩০ এবং প্রকাঃ ১ঃ৭) পুরাতন নিয়মের এই শব্দ গুচ্ছ গুলির সঙ্গে যীশু নিশ্চিত ভাবে বন্দি হয়ে ছিল তাঁর পূর্ণ এবং স্বর্গীয় মোশীহত্বে। তিনি জানতেন তার মৃত্যুকে তার অপবিত্র ভাবে পরিচালনা করতে চেয়েছিল।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২৬ঃ৬৫- ৬৬
৬৫ পদঃ তখন মহাপুরোহিত তাঁর কাপড় ছিড়ে ফেলে বললেন, “এ ঈশ্বরকে অপমান করল। আমাদের আর সাক্ষীর কি দরকার? এখন তো আপনারা শুনলেন, সে ঈশ্বরকে অপমান করল।
৬৬ পদঃ আপনারা কি মনে করেন?

২৬ঃ৬৫ পদঃ তখন মহাপুরোহিত তাঁর কাপড় ছিড়ে ফেলে দিলেন।” পর নিন্দার কারনে এটি ছিল আত্মাকে গভীর ভাবে বিরক্ত করার চিহ্ন। পর নিন্দা করার জন্য (লেবীঃ ২৪ঃ১৫) দন্ডটি ছিল মৃত্যু। যীশু দ্বিতীয় বিবরণঃ ১৩ঃ১- ৩ এবং ১৮ঃ২২ পদ অনুযায়ী তাঁর কাজের পুরস্কারই হচ্ছে মৃত্যু। সেখানে কোন মধ্যস্থতা কারী নেই। তবু ও সে দাবী করে ছিল অথবা সে একজন পরনিন্দা কারী যার মৃত্যু ছিল অনিবার্য।

(Josh Mc Dowell’s Evidence that Demand a verdich)

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২৬ঃ৬৭- ৬৮
৬৭ পদঃ তখন লোকেরা যীশুর মুখে থুথু দিল এবং ঘুষি ও চড় মারল।
৬৮ পদঃ তারা বলল, “এই মশীহ, বলতো তো দেখি, কে তোকে মারল।

২৬:৬৭- ৬৮ পদ

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ: ২৬:৬৯- ৭৫
৬৯ পদ: সেই সময় পিতর বাইরের উঠানে বসে ছিলেন। একজন চাকরাণী তাঁর কাছে এসে বলল, "গালীলের যীশুর সঙ্গে তো আপনি ও ছিলেন।"
৭০ পদ: কিন্তু পিতর সকলের সামনে অস্বীকার করে বললেন, তুমি কি বলছ তা আমি জানিনা।"
৭১ পদ: এরপর পিতর বাইরে ফটকের কাছে গেলেন। তাঁকে দেখে আর একজন চাকরাণী সেখান কার লোকদের বলল, "এই লোকটি নাসরতের যীশুর সঙ্গে ছিল।"
৭২ পদ: তখন পিতর শপথ করে আবার অস্বীকার করে বললেন, আমি ঐ লোকটাকে চিনি না।"
৭৩ পদ: যে লোকেরা সেখানে দাড়িয়ে ছিল তারা কিছুক্ষন পরে পিতরকে এসে বলল, "নিশ্চই তুমি এদের একজন তোমার ভাষাই তোমাকে ধরিয়ে দিচ্ছে।"
৭৪ পদ: তখন পিতর নিজেকে অভিশাপ দিলেন এবং শপথ করে বলতে লাগলেন, "আমি ঐ লোকটাকে মোটেই চিনি না।" আর তখনই একটা মোরগ ডেকে উঠল।
৭৫ পদ: তখন পিতরের মনে পড়ল যীশু বলেছিলেন, "মোরগ ডাকবার আগে তুমি তিনবার বলবে যে, তুমি আমাকে চেনো না।" আর পিতর বাইরে গিয়ে কাঁদতে লাগলেন।

২৬:৬৯- ৭৩ পদ: সত্যিকার ভাবে তিনটি দোষারোপ যে করা হয়েছিল সেটি একটি সুসমাচার থেকে আর একটি সুসমাচারে আলাদা। ঘটনা হচ্ছে পিতর যীশুকে তিনবার অস্বীকার করেছিলেন এবং সাধারন ভাবে মথি গুলোতে ও বারবারই জোড় দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটির পার্থক্য হচ্ছে প্রমান স্বরুপ প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ঐতিহাসিক ভাবে নয়।

২৬:৭২ পদ: "আমি লোকটাকে চিনি না" এই গ্রীক বাগধারাটি ছিল অপমানের গোপনীয় একটা মন্ত ব্য।
২৬:৭৩ পদ: "তোমার ভাষাই তোমাকে ধরিয়ে দিচ্ছে" যারা গালীলে বাস করতেন তাদেরকে তাদের ভাষায় ভিনতা, অঙ্গিভঙ্গি এবং অরামীয় ভাষায় শব্দ গুলোর উচ্চারনের মাধ্যমেই পার্থক্যতা বুঝতে পারতেন।
২৬:৭৪ পদ: 'তখন পিতর নিজেকে অভিশাপ দিলেন এবং শপথ করে বলতে লাগলেন, "আমি ঐ লোকটাকে মোটেই চিনি না।" এখানে আবার নিজেকে গোপন করার জন্য তিনি এ নাটকীয় রুপ গ্রহন করেন। যদি কেউ আশ্বাস দিয়ে- ই থাকে তাহলে এই পিতরই ছিলেন তার মুখমন্ডলে ভালবাসার, ক্ষমার, আশ্চার্য্য কাজ, ভাববাণীর ছাপ ছিল এবং তিনি তিনবার অস্বীকার করেছিলেন যখন তিনি সমস্যায় পড়লেন। যার প্রতি তার ভালবাসার দাবী ছিল। যদি ও পিতর রক্ষা পেয়েছিল, যে কোন ব্যক্তি রক্ষা পেতে পারে। যিহুদা এবং পিতরের মধ্যে এটাই পার্থক্য ছিল যিহুদা যীশুতে ফিরেনি কিন্তু পিতর বিশ্বাসে ফিরেছিলেন।

- "এবং হঠাৎ সময় বেজে (মোরগ) ডেকে উঠল" এটি অবশ্যই রোমীয় সময় সূচী যিহুদীদের জন্য যিরুশালেমে কোন মুরগী, মোরগ রাখার কোন নিয়ম ছিল না বা অনুমতি ছিল না কারন তারা মেঝেকে অপবিত্র করবে। (২৬:৩৪) লূক: ২২:৬১ পদ থেকে আমরা জানতে পারি যে, যীশু পিতরের দিকে চেয়েছিলেন। এটি প্রকাশ করে যে, আন্না এবং কায়াফা একই

বাড়িতে বাস করতেন এবং যীশু হয়তোবা আদালতটিকে দেখেছে অথবা তাকে দুইটি বাড়িতে পরিবর্তিত করা হয়েছে।

- ২৬:৭৫ পদঃ “এবং সে বাইরে গেলেন এবং অনুতাপ সহকারে কাঁদতে লাগলেন” পিতরের অস্বীকারের মধ্যে দিয়েই তাঁর ভাববানী পূর্ণ হয়েছিল এবং যারা যীশুকে তাদের মুখে অস্বীকার করে, তাদের আচার আচরনে এবং এবং তাদের প্রতিটি কাজের প্রাধান্যে সে সব বিশ্বাসীদের জন্য একটি বড় ধরনের আশা এনে দিয়েছিল। যে কেহ তাঁর কাছে বিশ্বাসে ফিরে আসে তাদের সবার জন্য সেই আশ্বাস তিনি রেখে গেছেন।

প্রশ্ন গুলোর আলোচনা ঃ-

এটি পড়াশুনার একটি দিকনির্দেশনা গ্রন্থ যার অর্থ এই যে, আপনার নিজস্ব বাইবেল অনুবাদে আপনাকে দায়িত্ব বহন করতে হবে। আমাদের যে আলো আছে, আমাদের প্রত্যেক জনকে সে আলোতেই চলতে হবে । বাইবেল এবং পবিত্র আত্মায় আপনার অনুবাদে অগ্রগন্য হবে। আপনাকে এটি দিক নির্দেশকের নিকট ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

এই প্রথম আলোচনার বিভাগ গুলির মাধ্যমে বইয়ের অংশের বিভিন্ন প্রধান বিষয় গুলো ধারনা নিতে আপনাকে সাহায্য করবে।

১। যীশু কেন যিহুদার পরিচিত একটা স্থানে গেলেন ?
২। যীশু গেৎশিমানী বাগানে কি এমন একটা কষ্টে পড়েছিল যে, তিনি মরার মত হয়ে পড়েছিল ?
৩। তিনবার পূনরাবৃত্তি প্রার্থনার মাধ্যমে যীশু ঈশ্বরের কাছে সত্যিকারে কি প্রার্থনা চেয়েছিলেন ?
৪। যিহুদা কেন বিরাট জনতাকে নিয়ে যীশুকে বন্দি করতে এসে ছিল ?
৫। যীশু কেন তার নম্রতা সহকারে উক্তরের মাধ্যমে নিজেকে দোষী করল ?
৬। পিতরের অস্বীকার সম্বন্ধে সুসমাচার নথী গুলোতে কেন পার্থক্য রয়েছে ?

মথিঃ ২৭ অধ্যায়ঃ

আধুনিক অনুবাদে অনুচ্ছেদ গুলির বিভাগ সমূহ ঃ-

UBS	NKJV	NRSV	TE	JB
যীশুকে পিলাতের কাছে নিয়ে এলেন ২৭:১- ২	যীশুকে পিলাতের হাতে সমর্পন করা ২৭:১- ২	পিলাতের সামনে যীশু ২৭:১- ২	যীশুকে পিলাতের কাছে নিয়ে যাওয়া ২৭:১- ২	পিলাতের সামনে যীশু ২৭:১- ২
যিহুদার মৃত্যু ২৭:৩- ১০	যিহুদা নিজেই মৃত্যুতে ঝুলিয়ে পড়ল ২৭:৩- ১০	২৭:৩- ১০	যিহুদার মৃত্যু ২৭:৩- ১০ ২৭:৩- ৪ধ ২৭:৩- ৪ন ২৭:৫ ২৭:৬- ৮ ২৭:৯- ১০	যিহুদার মৃত্যু ২৭:৩- ১০
যীশুকে	পিলাতের	২৭:১১- ১৪	যীশুর প্রতি	পিলাতের সামনে যীশু

পিলাতের প্রশ্ন ২৭:১১- ১৪	সম্মুখে যীশু ২৭:১১- ১৪		পিলাতের প্রশ্ন ২৭:১১ধ ২৭:১১ন- ১২ ২৭:১৩ ২৭:১৪	২৭:১১- ১৪
যীশু মৃত্যু দন্ডে ২৭:১৫- ২৬	বারাব্বাসের পরিবর্তে ২৭:১৫- ২৬ ২৭:২৪- ২৬	২৭:১৫- ২৩ ২৭:২৪- ২৬	যীশু মৃত্যু দন্ডে ২৭:১৫- ১৮ ২৭:১৯ ২৭:২০- ২১ধ ২৭:২১ন ২৭:২২ধ ২৭:২২ন ২৭:২৩ ধ ২৭:২৪ন ২৭:২৫ ২৭:২৬	২৭:১৫- ১৯ ২৭:২০- ২৬
সৈন্যদের ঠাট্রা তামাশা ২৭:২৭- ৩১	সৈন্যদের ঠাট্রা তামাশা ২৭:২৭- ৩১	ক্রুশাহত ২৭:২৭- ৩১	সৈন্যরা ঠাট্রা বিদ্রোপ করেছিল ২৭:২৭- ৩১	যীশু কাটার মুকুট ২৭:২৭- ৩১
যীশুর ক্রুশো মৃত্যু ২৭:৩২- ৪৪	ক্রুশের উপরে রাজা ২৭:৩৮- ৪৪	২৭:৩২- ৩৭ ২৭:৩৮- ৪৪	যীশু ক্রুশে হেলানো ২৭:৩২- ৩৪ ২৭:৩৫- ৩৮ ২৭:৩৯- ৪০ ২৭:৪১- ৪৩ ২৭:৪৪	ক্রুশাহত ২৭:৩২- ৩৮ ক্রুশের উপরে প্রভু যীশু ২৭:৩৯- ৪৪
যীশুর মৃত্যু ২৭:৪৫- ৪৬	ক্রুশে যীশুর মৃত্যু ২৭:৪৫- ৫৬	যীশুর মৃত্যু ২৭:৪৫- ৫৪	যীশুর মৃত্যু ২৭:৪৫- ৪৬ ২৭:৪৭- ৪৮ ২৭:৪৯ ২৭:৫০ ২৭:৫১- ৫৩ ২৭:৫৪ ২৭:৫৫- ৫৬	যীশুর মৃত্যু ২৭:৪৫- ৫০ ২৭:৫১- ৫৪ ২৭:৫৫- ৫৬
যীশুর কবর ২৭:৫৭- ৬১	যীশুকে যোসেফের কবরে কবর প্রাপ্ত করা ২৭:৫৭- ৬১	২৭:৫৭- ৬১	যীশুর কবর ২৭:৫৭- ৬১	কবরটি ২৭:৫৭- ৬১
কবরকে পাহারা	পিলাত পাহারা	২৭:৬২- ৬৬	কবরে পাহারা	কবরে পাহারা দ্বার

দেওয়া ২৭:৬২- ৬৬	দ্বারদের নিয়োগ দেন ২৭:৬২- ৬৬		দ্বার ২৭:৬২- ৬৪ ২৭:৬৫ ২৭:৬৬	২৭:৬২- ৬৬

পড়ার তিনটি ধাপ (দেখুন ৭)

এটি পড়াশুনার একটি দিকনির্দেশনা গ্রন্থ যার অর্থ এই যে, আপনার নিজস্ব বাইবেল অনুবাদে আপনাকে দায়িত্ব বহন করতে হবে। বাইবেল এবং পবিত্র আত্মায় আপনার অনুবাদে অগ্রগন্য হবে। আপনাকে এটি দিক নির্দেশকের নিকট ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।
এই প্রথম আলোচনার বিভাগ গুলির মাধ্যমে বইয়ের অংশের বিভিন্ন প্রধান বিষয় গুলো ধারনা নিতে আপনাকে সাহায্য করবে।
১। ১ম অনুচ্ছেদ
২। ২য় অনুচ্ছেদ
৩। ৩য় অনুচ্ছেদ
৪। ইত্যাদি।

বাক্য এবং শব্দ গুলোর পড়ার জন্য ২৭:১- ৫৬

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২৭:১- ২ ১ পদঃ ভোর বেলায় প্রধান পুরোহিতেরা ও বৃদ্ধ নেতারা সবাই যীশুকে মেরে ফেলার কথাই ঠিক করলেন। ২ পদঃ তাঁরা যীশুকে বেধে নিয়ে গিয়ে রোমীয় প্রধান শাসন কর্তা পিলাতের হাতে দিলেন।

২৭:১ পদঃ ‘‘যখন সকাল হলো’’ রোমীয়দের বিচারাস সাধারনত গরমের জন্য প্রতিদিন সকালেই করা হত। যিরুশালেম বেশীর ভাগ তীর্থস্থান এবং নগর গুলো জেগে উঠেনি। ইহা সাধারনত সকাল ৬ ঘটিকা।

- ‘‘সকল প্রধান যাজক’’ এটি বহুবচনে আনার পুরোহিতের পরিবারকেই নির্দেশ করা হচ্ছে যারা রোমীয়দের থেকে এ অফিসটি এখানে নিয়ে এসেছিল। যিনি বারবার তার পুত্র এবং জামাতাকে অনুরোধ করেছিল।

২৭:২ পদঃ ‘‘তাকে বাঁধল’’ সম্ভবত যীশুকে তার কষ্টের সময় বেধে দেওয়া হয় কারন (১) তারা ভয় পেয়েছিল তার মেজিকের মাধ্যমে যদি সে নিজেকে রক্ষা করে।

(২) ইহা ছিল উত্তম পন্থা নিজেকে অবমাননা করার।
(৩) ইহা ছিল সাধারন প্রক্রিয়া শত্রুদের।

- ‘‘পিলাত শাসন কর্তা’’ সম্ভবত এই জায়গাটি রোমীয়দের আন্তনিয় দুর্গ যেটি মন্দিরের পাশে নির্মিত হয়েছে, যদি ও বা ইহা হেরোদের তীর্থ স্থান ছিল। যখন তারা যিরুশালেমে ছিলেন তখনই এটি রোমীয় কর্মকর্তাদের দ্বারা তৈরী করা সম্ভব হয়েছিল। রোমীয়রা কৈসরিয়া থেকে যিরুশালেমের মধ্য দিয়া যিহুদীদের উৎসবের সময়ে যাত্রা করতেন সেই সময় পিলাত

ছিলেন নিযুক্ত গর্ভনর খ্রীষ্ট ২৬- ৩৬। ইতিহাস অনুসারে তিনি ছিলেন একজন নিষ্টুর ও চঞ্চল প্রকৃতির লোক ছিলেন। এখানে গ্রীক পান্ডুলিপিতে বিভিনতা রয়েছে। প্রাচীন পান্ডুলিপি গুলোতে পিলাতের নামের প্রথমে পন্তিয়াস যোগ করা (A c w and the vulgate) ইহা লূক:৩:১, প্রেরিত: ৪:২৭ এবং ১ম তীম:৬:১৩ পদে ও দেখা পাওয়া যায়। এরই দুটি আর্দশ নাম আদি মন্ডলী সাহিত্যে দেখতে পাওয়া যায়। যে কোন ভাবেই হোক ইহা M s s N. B and L. আর মার্ক: ১৫:১ এবং লূক: ২৩:১ এর উপস্থিতি দেখতে পাওয়া যায় না।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ: ২৭:৩- ১০ পদ
৩ পদ: যীশুকে শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল সেই যিহুদা যখন দেখল যীশুকে বিচারে দোষী বলে ঠিক করা হয়েছে তখন তার মনে খুব দুঃখ হল। সে প্রধান পুরোহিতদের ও বুদ্ধ নেতাদের কাছে সেই ত্রিশটা রুপার টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বলল;
৪ পদ: নিদোষীকে মেরে ফেলবার জন্য ধরিয়ে দিয়ে পাপ করেছি। তারা বললেন তাতে আমাদের কি ? তুমিই তা বুঝবে।"
৫ পদ: তখন যিহুদা সেই রুপার টাকা গুলো নিয়ে উপাসনা- ঘরের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল এবং গলায় দড়ি দিয়ে মরল।
৬ পদ: প্রধান পুরোহিতেরা সেই রুপার টাকা গুলো নিয়ে বললেন, "এই টাকা উপসনা- ঘরের তহবিলে রাখা ঠিক নয়, কারন এটা রক্তের দাম।"
৭ পদ: পরে তারা পরামর্শ করে সেই টাকা দিয়ে বিদেশীদের একটা কবর স্থানের জন্য কুমারের জমি কিনলেন।
৮ পদ: সেই জন্য সেই জমিকে আজ ও রক্তের জমি বলা হয়।
৯ পদ: এতে নবী যিরমীয়দের মধ্য দিয়ে যে কথা বলা হয়েছিল তা পূর্ণ হল! 'তারা ত্রিশটা রুপার টাকা নিল। এই টাকা তাঁর দাম। ইস্রায়েলীয়রা তাঁর জন্য এই দাম ঠিক করেছিল।
১০ পদ: প্রভু যেমন আমাকে আদেশ করেছিলেন সেই মতই তারা কুমারের জমির জন্য এই টাকা গুলো দিল।

২৭:৩ পদ: যীশুকে শত্রুদের হাতে যে ধরিয়ে দিয়েছিল সেই যিহুদা যখন দেখল যীশুকে বিচারে দোষী বলে ঠিক করা হয়েছে তখন তার মনে খুব দুঃখ হল। এই শব্দ গুচ্ছটি- পূর্ব ঘটনার সাথে সম্পর্ক যুক্ত একটি সর্বনাম, তিনি। ইহা যিহুদাকে নির্দেশ করে ধারনায় উইলিয়াম এবং ফিলিপ ধারনায় নূতন নিয়ম অনুবাদ করেন, কিন্তু সকল আধুনিক অনুবাদ গুলো এই সর্বনামটি যীশুকেই নির্দেশ করে। লক্ষনীয় যে, Capital ÒHeÓ NASB, NIV, TEV, JB এবং NRSV Òযীশুর" নামকেই সর্বনাম দিয়ে সনিবেশিত করেছেন।

- "সে অনুশোচনা করল" গ্রীকে দুইটি শব্দ আছে অনুশোচনা/ বা পরিবর্তনের। একটি শব্দ ইহা সাধারনত অর্থে ব্যবহৃত হয় না যেটি মথি: ৩:২ পদে ব্যবহার করা হয়েছে যার অর্থ "যার অর্থ মন এবং কর্মের পরিবর্তন" । এখানে "পরের পরিবর্তনকে" বুঝানো হয়েছে কিন্তু সত্যিকারের পরিবর্তন না (মথি: ২১:২৯; দ্বিতীয় কর: ৭:৮) নূতন নিয়মে সবচেয়ে এই অবস্থানকেই ২য় কর: ৭:৮- ১০ পদে তুলনা করা হয়েছে।
- "ত্রিশটি রুপার টাকা" এটি সখরিয়: ১১:১২ পদ থেকে উদৃক্তি করা হয়েছে। পুরাতন নিয়মে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এটি ছিল শৃঙ্গাঘাতের মূল্য মাত্র। (২৬:১৫, যাত্রা: ২১:৩২)

২৭:৪ পদঃ "নিদোষীর রক্ত" গ্রীক পান্ডুলিপিতে এ সম্পর্কে বিভিন্ন ভাবে উল্লেখ করা আছে। সব ইংরেজী অনুবাদ যে গুলি নির্দেশক বই গুলোতে তুলনা করা হয়েছে যে "নির্দোষ" । যে কোন ভাবেই হোক প্রাচীর পান্ডুলিপিতে ও ছিল "নির্দোষ" কিন্তু পরবর্তীতে এটি নকল করে "ধার্মিক" শব্দটি নেওয়া হয় (মথিঃ

২৩:৩৫ পদ। সেপ্টুজিন্টে (গ্রীক) দুষ্টিকেই Adjective এ রক্তকে বর্ণনা করা হয়েছে, নির্দোষ শব্দটি ১৪ বার প্রকাশিত হয়েছে এবং ধার্মিক শব্দটি মাত্র চারবার।

২৭:৫পদঃ "মন্দিরের শতপতি" এই গ্রীক শব্দটি সর্বদাই কেন্দ্রিয় "পবিত্র স্থানকেই" বুঝানো হয়েছে যেটি পবিত্র স্থান তৈরী করা হয়েছে এবং পবিত্র এবং ধার্মিক মন্দির থেকে আলাদা ছিল। (যোহনঃ ২:৯ পদ)

- "নিজেকে ঝুলানো" এটি ধর্মতাত্ত্বিক দিক দিয়ে প্রমানিত শাস্ত্র বাক্য নয় আত্ম হত্যা এবং নরকভোগ সম্পর্কে। বাইবেলে অনেকবার আত্মহত্যা সম্পর্কে উল্লেখ করা আছে (বিচারঃ ৯:৫৪, ১৬:৩০ ১ম শমূঃ ৩১:৪,৫,২ শমূঃ ১৭:২৩ ১ম রাজাঃ ১৬:১৮) ইহা যিহুদার সত্যতায় পরিবর্তনের হীনতা অধিকার এস্ততার চিহ্ন ছিল।

  যিহুদার মৃত্যুর তারিখ প্রেরিতঃ ১:৮ এবং মথি লিখিত সুসমাচারের সাথে কোন বৈসাদৃশ্য নেই তার সংযোগ করা হয়েছে। ইহা দৃশ্যতা ২য় মে, যিহুদা নিজে খাড়া উচু পাহাড়ে ঝুলিয়ে দিলেন এবং পরিশেষে দড়ি ছিড়ে এবং তাঁর শরীর/ দেহ পরে গিয়ে ভেঙ্গে যায়।

২৭:৬ পদঃ "ইহা রক্তের মূল্য" যীশুকে ধরে দেওয়া জন্য যে টাকা দেওয়া হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ ছিল না, কিন্তু তারা সেই টাকাটি ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য দ্বিধা বোধ করছিল ?

২৭:৭ পদঃ 'তাকে এবং কুমারের জমিতে নিয়ে আসা হল" এটি সম্ভবত মাটির খাদ খুব গভীর ছিল এবং সেই জন্যই ইহার মূল্য ছিল। যিরঃ ১৮:১৯ পদে এটি পরোক্ষ ভাবে উল্লেখ করা আছে। যেরোমের সময়ে (৪র্থ শতকে) ইহাকে বলা হত হিনোন উপতক্যা যিরুশালেমের কাছে।

২৭:৯ পদঃ "নবী যিরমিয়ের মধ্য দিয়ে বলা" এটি সখরিয়ঃ ১১:১২- ১৩ পদ থেকে সরাসরি উদৃক্তি দেওয়া হয়েছে। যিরমিয়ঃ ১৮:১,১৯/ ১ এবং ৩২:৭- ৯ পদে ও কুমার সম্পর্কে বলা আছে এবং যিরঃ ৩২:৭- ৯ পদে জমি ক্রয় সম্পর্কে লেখা আছে। এটি নির্দেশনা দান কারীদের একটি বিরাট বড় সমস্যা : (১) আগষ্টিন (Augustien) বেজা (Beza) লূথার (Luther) এবং কেইল (Keil) বলেছেন মথি যিরমিয়ের নামকে ভুল করে উদৃক্তি দিয়েছেন। (২) পোসটা (Peshilta) ৫ম শতকে সিরিয়া অনুবাদ এবং দিয়াটেসারন (Diatassaron) সেই মূল বিষয় থেকে নবীর নাম মুছে ফেলেন। (৩) অরিগেন এবং ইসুবিয়াস বলেছেন, নকল করাই হচ্ছে সমস্যার প্রধান কারন। (৪) যেরোম এবং ইওয়াল্ড বলেন, ইহা আপ্রক্রীফা থেকে উদৃক্তি করা হয়েছে যিরমিয়কে বর্ণনা করার জন্য। (৫) মেডি বলেছেন যিরমিয় লিখেছেন সখরিয় ৯- ১১ অধ্যায় পর্যন্ত। (৬) লাইটফুট এবং স্কোফিল্ড বলেছেন যিরমিয় সর্ব প্রথম কেননের ইব্রিয় বিভাগে "নবী অনুসারে" এবং এই জন্য তার নাম কেননের অংশে দ্বার করা আছে। (৭) হেঙস্টেনবার্গ বলেছেন যে, সখরিয় উদৃক্তি দিয়েছেন যিরমিয়কে (৮) কেলভিন বলেছেন (৯) F.F. Bruce এবং J B eলছেন সখরিয় থেকে সংমিশ্রন করে লেখা হয়েছে।

N A S B (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২৭:১১- ১৪ পদ

১১ পদঃ এদিকে যীশু প্রধান শাসন কর্তা পিলাতের সামনে দাড়িয়ে ছিলেন। শাসন কর্তা তাঁকে জিজ্ঞাগা করলেন, 'তুমি কি যিহুদীদের রাজা ? যীশু উক্তর দিলেন, "আপনি ঠিকই বলেছেন।"

১২ পদঃ প্রধান পুরোহিতেরা এবং বৃদ্ধ নেতারা যীশুকে অনেক দোষ দিলেন কিন্তু যীশু †Kvb উক্তর

দিলেন না।
১৩ পদঃ তখন পিলাত তাকে বললেন, “ওরা তোমাকে কত দোষ দিচ্ছে তাকি তুমি শুনতে পাচ্ছ না? “যীশু কিন্তু একটা কথার ও উত্তর দিলেন না।
১৪ পদঃ এতে সেই শাসন কর্তা খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

২৭:১১ পদঃ ‘তুমি কি যিহুদীদের রাজা” এটি ছিল রোমীয়দের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহীতর প্রশ্ন। ইহা ছিল রাজনৈতিক ব্যাপার যা পিলাতকে উদ্বেগ করে তুলে ছিল।

২৭:১১

NASB NKJB	‘তুমি যা বলেছ।”
NRSV	‘তুমিই বলিলে।”
TEV	‘তুমিই ঠিকই বলেছ।”
JB	“ইহা তুমিই বললে।”

যীশু দুবৌধ্য শব্দে উত্তরটি প্রকাশ করেছিলেন “হ্যাঁ” কিন্তু যোগ্যতার সাথে (যোহনঃ ১৮:৩৩-৩৭) যেটি তার স্বর্গরাজ্য জগতে নয় সেটাই দেখিয়েছেন।

২৭:১২ পদঃ “দোষারোপ” দেখুন লূকঃ ২৩:২ পদ।

- “তিনি উত্তর দিলেন না” এটি যিশাঃ ৫৩:৭ পদের মোশীহের ভাববাণীর সাথে মিল আছে যেটি বলা হচ্ছে “দাসের কষ্টের / ক্লেশের গান” Òthe suffering servent songÓ wZwb পিলাতকে গোপনে উত্তর দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই দোষারোপকে যিহুদী নেতা অথবা হেরোদের সামনে উপস্থিত করতে পারেনি।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২৭:১৫-১৮
১৫ পদঃ প্রত্যেক শাসন কর্তা উদ্ধার পর্বের সময় লোকদের পছন্দ করা একজন কয়েদীকে ছেড়ে দিতেন। এটাই ছিল তাঁর নিয়ম।
১৬ পদঃ সেই সময় বারাব্বা নামে একজন কুখ্যাত কয়েদী ছিল।
১৭ পদঃ লোকেরা এক সঙ্গে জড়ো হলে পর পিলাত তাদের জিজ্ঞাগা করলেন, ‘তোমরা কি চাও? তোমাদের কাছে আমি কাকে ছেড়ে দেব? বারাব্বাকে না যাকে মোশীহ বলে সেই যীশুকে?
১৮ পদঃ পিলাত জানতেন, লোকেরা হিংসা করেই যীশুকে ধরিয়ে দিয়েছে।

২৭:১৫ পদঃ “পর্ব” এটি উদ্ধার পর্বের কথাই নির্দেশ করে। বছরের তিনটি উৎসবের মধ্যে একটি যে উৎসবে যিহুদীদের নিয়ম অনুসারে ২০ বছরের যুবকদের যোগদানের নির্দেশ ছিল। (লেবীঃ ২৩ অঃ)।

- “শাসন কর্তা তার পরিচয় নিয়েছিল” এখানে ঐতিহাসিক কোন সম্পর্ক নেই যোশেফাসকে গ্রহন করার (Autiquities Jew: 20:9-3) |

২৭:১৬,১৭ পদঃ “বারাব্বা” পরবতী কিছু অনুবাদ আছে “যীশু বারাব্বা” কিন্তু এটি এত বেশী বিষয় বস্তু সাপেক্ষ একটি প্রথাগত ভাবে। ইহার একটি সুন্দর আলোচনা Brfuce Metzger A Tertual commentey on the creek New Jestoment P p: 67-68 From united Bible Societies. ÒeviveŸvmÓ Gi অর্থ “পিতার পুত্র” অথবা “বব্বি”। সে একজন দুষ্ট রাজদ্রোহীর দায়িত্বে ছিল- যার জন্য যীশুকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

২৭:১৮ পদঃ "পিলাত জানতেন, লোকেরা হিংসা করেই তাকে ধরিয়ে দিয়ে ছিল।" পিলাত যীশুকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য বিভিন পন্থা অবলম্বন করে ছিল কারন যিহুদী নেতাদের জন্য অপমানিত এবং দক্ষতা সহকারে কাজ করতে হয়েছিল।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২৭:১৯- ২৩ পদ
১৯ পদঃ পিলাত যখন বিচারের আসনে বসেছিলেন তখন তাঁর তাকে বলে পাঠালেন, "ঐ নির্দোষ লোকটিকে তুমি কিছু করো না, কারন আজ স্বপ্নে আমি তাঁর দরুন অনেক কষ্ট পেয়েছি।"
২০ পদঃ কিন্তু প্রধান পুরোহিতেরা এবং বৃদ্ধ নেতারা লোকদের উসকিয়ে দিলেন তারা বারাব্বাকে চেয়ে নেয় এবং যীশুকে মেরে ফেলবার কথা বলে।
২১ পদঃ পরে প্রধান শাসন কর্তা লোকদের জিজ্ঞাগা করলেন, এই দুজনের মধ্যে আমি তোমাদের কাছে কাকে ছেড়ে দেব? তারা বলল, "বারাব্বাকে"।
২২ পদঃ তখন পিলাত তাদের বললেন, "তাহলে যাকে মশীহ বলে সেই যীশুকে আমি কি করব? তারা সবাই বলল "ওকে ক্রুশে দাও।"
২৩ পদঃ পিলাত বললেন, "কেন সে কি দোষ করেছে? এতে তারা আর ও বেশী চেচিয়ে বলতে লাগল, "ওকে ক্রুশে দেওয়া হউক।"

২৭:১৯ পদঃ পিলাতের স্ত্রী তাঁকে বলে পাঠালেন, "ঐ নির্দোষ লোকটাকে তুমি কিছু করো না, কারন আজ স্বপ্নে আমি তাঁর দরুন অনেক কষ্ট পেয়েছি।" তারা অবশ্যই যীশুর কথা আলাপ করছিলেন। পিলাতের স্ত্রী তাঁর জন্য মোশীহ পদবী ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু কতটুকু সে তাঁর সম্পর্কে জানতেন! এটি নিন্দা সূচক স্ত- তি যে একজন অন্য ধর্মীয় স্ত্রী লোক দেখলেন যে এক্ষেত্রে ইহুদী নেতারা কিছু করছিল না। (মথিঃ ২৭:৫৪, যোহনঃ ১:১১ পদ)
২৭:২৩ পদঃ "তারা আর ও বেশী চেচিয়ে বলতে লাগল।" শব্দ গুচ্ছটি ওসড়বৎভবপঃ ঃবহপব এ ব্যবহার করা হয়েছে বা অনুবাদ করা হয়েছে "তারা বারবার চিৎকার করেছিল।" এই জন্য তারা তুরীধ্বনীর সাথে যুক্ত হয়ে তীর্থ স্থানে একই ভাবে প্রকাশ করত না। এটি ছিল সম্ভবত বারাব্বাসের বন্ধুরা যারা তাকে ছাড়া দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছিল! জনতাদের কোন কোন জনকে মহাসভায় যারা থাকত তাদের মত ও দেখা গিয়েছিল।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২৭:২৪- ২৬
২৪ পদঃ পিলাত যখন দেখলেন তিনি কিছুই করতে পারছেন না বরং আরো গোলমাল হচ্ছে, তখন তিনি জল নিয়ে লোকদের সামনে হাত ধুয়ে বললেন, "এই লোকের রক্তের জন্য আমি দায়ী নই, তোমরাই তা বুঝবে।"
২৫ পদঃ উত্তরে লোকেরা সবাই বলল, "আমরা এবং আমাদের সন্তানেরা ওর রক্তের দায়ী হব।"
২৬ পদঃ তখন পিলাত বারাব্বাকে লোকদের কাছে ছেড়ে দিলেন, কিন্তু যীশুকে ভীষণ ভাবে চাবুক মারবার হুকুম দিয়ে ক্রুশে দেবার জন্য দিলেন।

২৭:২৪ পদঃ "গোলমাল শুরু হয়ে ছিল।" এটি সর্বদায় সম্ভব ছিল উৎসবের সময়ে যিরুশালেমের তীর্থে জনগণের সমাবেশে উচ্ছসিত হয়ে পড়েছিল। উৎসবের সময়ে রোম ছিল যাতায়াতের একটি আলাদা স্টেশন যারা কৈশরীয়া এবং আন্তনিও থেকে আসত।

"তিনি লোকদের সামনে জল দিয়ে হাত ধুলেন।" এটি ছিল যিহুদীদের রীতি, ইহা রোমীয়দের রীতি বা চর্চা নয়। দ্বিতীয় বিরঃ ২১: ৫- ৭, গীতঃ ২৬; ৬, ৭৩:১৩।

২৭:২৫ পদঃ “আমরা এবং আমাদের সন্তানেরা তাঁর রক্তের দাবী হবে।” এটি ছিল তার শেষ প্রতিজ্ঞা, বিশেষ ভাবে পুরাতন নিয়মের অনুসারে অমরত্ত্বতা এবং একসাথে পাপ করা (যাত্রাঃ ২০:৫- ৬, ২য়শমূ: ৩:২৯) এটি হচ্ছে আত্ম শাপ; এটি পূর্ণতা লাভ করেছিল ৭০ খ্রীষ্টাব্দে।

২৭:২৬ “চাবুক মারল” এটি ছিল ভিনতম শাস্তি! ইহা অত্যন্ত মারাত্বক ইহা ক্রুশে দেওয়ার পূর্ববর্তিতা, কিন্তু যোহন ১৯:১, ১২ সংক্ষিপ্ত আকারে দেখা যায় যে, এটি হয়তবা পিলাতের অন্যধরনের একটি কায়দা ছিল যীশুর উপর সহমর্মিতা করার জন্য।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ ২৭:২৭- ৩১ পদ
২৭ পদঃ তখন প্রধান শাসন কর্তা পীলাতের সৈন্যরা যীশুকে নিয়ে তার বাড়ীর ভেতরে গেল এবং সমস্ত সৈন্যদলকে যীশুর চারিদিকে জড়ো করল। ২৮ পদঃ অনন্যরা যীশুর কাপড় চোপড় খুলে নিয়ে তারা লাল রংয়ের পোষাক পড়াল। ২৯ পদঃ পরে তারা কাঁটা লতা দিয়ে একটা মুকুট গেঁথে তাঁর মাথায় পড়িয়ে দিল, আর তার ডান হাতে একটা লাঠি দিল। তারপরে তাঁর সামনে হাঁটু পেতে তাঁকে তামাশা করে বলল, “যিহুদী রাজ নমস্কার।” ৩০ পদঃ তখন তার গায়ে তারা দিল এবং সেই লাঠি দিয়ে তার মাথায় বারবার আঘাত করল। ৩১ পদঃ তাঁকে তামাশা করবার পর তারা সেই পোষাক খুলে নিল এবং তার নিজের জামা কাপড় পড়িয়ে তাকে ক্রুশে দেবার জন্য নিয়ে চলল।

২৭:২৭

NASB NKJV, JB “প্রাচীন রোমের উচ্চ পদস্থ রাজ কর্মচারী”

NRSV, TEV “শাসন কর্তার প্রধান কার্য্যালয়”

এটি আন্তনিয়ের দুর্গে অবস্থিত ছিল অথবা হেরোদের জায়গায় যেটি রোমীয় শাসন কর্তার বাড়ী হয়ে গিয়েছিল যিরুশালেমে।

অনেকেই অনুমান করেছিল যে ইহা ছিল সেনানিবাসের পাশে।

২৭:২৮ পদঃ “উজ্জল লোহিত বর্ণের দোড়ি” এই শব্দটি একটি পোকা থেকে এসেছে যেটি কালচে লাল রং করানোর জন্য ব্যবহার করা হয়। মার্ক ১৫:১৭ পদ এবং যোহন ১৯:২ পদে আছে “বেগুনিয়া” এটি সম্ভবত বিবর্ন রোমীয় অফিসারের লাল ঘরি বেগুনিয়া রং ছিল রাজ মর্যাদার চিহ্ন। আদি মন্ডলীরা এটি সম্ববত বিবর্ণ রোমীয় অফিসারের লাল ঘড়ি বেগুনিয়া রং ছিল রাজ মর্যাদার চিহ্ন। আদি মন্ডলীরা এটি যীশুর রাজত্ব অবস্থানের চিহ্ন হিসাবেই এটি দেখিয়েছেন। আধুনিক কালের মত প্রাচীন কালে রং এর ব্যাপারে কোন সারাংশ ছিল না।

২৭:২৯- ৩০ পদ পরে তারা তাকে কাঁটা লতা দিয়ে একটা মুকুট গেথে তাঁর মাথায় পড়িয়ে দিল, আর তার ডান হাতে একটা লাঠি দিল। তারপর তার সামনে হাটু পেতে তাকে তামাশা করে বলল যিহুদী রাজ জয় হোক! তখন তার গায়ে তারা থু থু দিল এবং সেই লাঠি দিয়ে তাঁর মাথায় বার বার আঘাত করল।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ ২৭: ৩২ পদ
৩২ পদ সেখান থেকে বের হয়ে যাবার সময় সৈন্যরা কুরীনী শহরের শিমোন নামে একজন লোকের দেখা পেল। সৈন্যরা তাকে যীশুর ক্রুশ বয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করল।

“লোকটির নাম কুরীনীয় শিমোন” কুরীনীয় হচ্ছে বর্তমান লিবিয়া। কিন্তু লোকদের নাম হচ্ছে যিহুদী। ঘটনাটি হচ্ছে তিনি যিরুশালেমে ছিলেন ঐ সময়ের মধ্যে তিনি যিহুদী অথবা ধর্মান্তরিত হয়ে ছিলেন। সেই সময়ে যিরুশালেমে কুরীনীয় যিহুদীদের জন্য একটি সমাজ গৃহ ছিল। (প্রেরীঃ ৬:৯ পদ) তার শ্রেনী অথবা আদিবাসীর পটভূমিকা ছিল আবিষ্কারক কিন্তু তিনি ছিলেন যিহুদী ডায়সপরা।

“কার্যে চাপ দেওয়া হয়েছিল” এটি ফার্সি শব্দ যে মথি ৫:৪১ পদে ব্যবহার করা হয়েছে। মিলিটারিদেরকে হাতে নিয়ে স্থানীয় নাগরীকদেরকে কাজে নির্দেশ দেওয়ার তাদের অধিকার ছিল।
“তার ক্রুশ বহন করতে করতে” হয়তোবা কাষ্ট খন্ড অথবা অবিভক্ত ক্রুশ খন্ড অনিশ্চিত ভাবে গলগাথায় বহন করে নিচ্ছিলেন। ক্রুশের আকার বা গঠন ছিল capital ÔT’ small Ôt’ ÒX” অনেক জনই একে ভারা বাধার খুটি ও তক্তা হিসাবে ব্যবহার করে থাকে।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ ২৭:৩৩- ৩৪ পদ
৩৩,৩৪ পদ পরে তারা ‘গলগাথা’ অর্থাৎ মাথার খুলির স্থান নামে একটা জায়গায় এনে যীশুকে তেতো মিশানো সির্কা খেতে দিল। যীশু তা মুখে দিয়ে আর খেতে চাইলেন না।

২৭:৩৩ পদ“গলগাথা” ইব্রিয় শব্দ হচ্ছে“মাথার খুলি”। কালভেরী শব্দটি ল্যাটিন থেকে। স্থানটি ছিল একটি পাহাড় বা টিলা, দেখতে মানুষের মাথার খুলির মতই। তাই সম্ভবত তার নাম রাখা হয়েছিল মাথার খুলি।
২৭:৩৪ পদ“তেতো মিশানো সির্কা তারা খেতে দিল” ব্যাবিলনীয় তালমুদ বলেছেন, যিরুশালেমের মহিলারা শক্তিশালী বেদনা নাশক একপ্রকার জিনিষকে যারা বন্দী জেলে তাদেরও ব্যাথা কমানোর জন্য দিত। যীশুর ব্যাথা কমানোর উদ্দেশ্যে তা দেওয়া হয়েছিল। সম্ভবত এটি ভাববাদীদের ভাববাণী গ্রীতঃ ৬৯:২১ পদের অনুসারে পূর্নতা লাভ করেছিল। “তাঁর খাওয়ার ইচ্ছা ছিল না” বর্তমান সময়ে এই সংযমী হওয়ার বিষয়টি বিভিন দিনোমিনেসান গুলিও কোন কিছু করার ছিল না। সৈন্যদের মধ্যে একজন দৌড়ে গিয়ে সির্কায় পূর্ণ একটা স্পংে নিয়ে এবং একটা লাঠির মাথায় সেটা লাগিয়ে যীশুকে খেতে দিল। (৪৮-পদ) সে কোন কিছু খেতে অস্বীকার করল তার বিষনতা অথবা ব্যাথা অথবা বুদ্ধিমত্তার কারনে।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ ২৭:৩৫- ৩৭
৩৫ পদঃ যীশুকে ক্রুশে দেবার পর সৈন্যরা গুলিবাট করে তাঁর কাপড় চোপড় নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল।
৩৬ পদঃ পরে তারা সেখানে বসে তাঁকে পাহারা দিতে লাগল।
৩৭ পদঃ তারা ক্রুশে যীশুর মাথার উপরের দিকে এই দোষ নামা লাগিয়ে দিল,“ এ যিহুদীদের রাজা।”

“তারা তাকে ক্রুশে দিল” সুসমাচারে যীশুর মৃত্যুকে শারিরিক আকৃতির উপরই তুলে ধরেনি (গীত ২২:১৮) এই মৃত্যুর আকৃতিকে আরো উনত করা হয়েছিল মেসোপটামিয়ার এবং গ্রীক এবং রোমীয়রাই নিয়ে গিয়েছিল। ইহার অর্থ এই ছিল যে, মৃত্যুর তীব্র যন্দ্রনাকে বিস্তৃতি করে আরো

কয়েকটি দিন বাড়িয়ে দেওয়া ইহার উদ্দেশ্য অবমাননা এবং আংশকা দেশাদ্রোহীতা রোমের বিরুদ্ধে ছিল। Bibal Encyclopedia Vol. pplo40-42. ‘‘তাঁর কাপড় চোপড় নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল।’’ দেখুন গীত ২২:১৮ পদ। যীশু সম্ভবত উলঙ্গ ছিল অথবা খুব সম্ভবত শুধু মাএ তার কোমড় পর্যন্ত কাপড় ছিল।

পান্ডু লিপিটা মূল বিষয়ে যুক্ত হওয়ার জন্য বিভিন শব্দ এসেছে যোহন ১৯:২৪ পদ থেকে। যেটি গীত ২২:১৮ থেকে উদৃতি করা হয়েছে এটি মথিতে আসল ছিল না। এই যোগগুলি গ্রীক পান্ডুলিপিতে ছিল না। ঙ A B D L O r w. এমন কি ল্যাটিন এবং সিরিয়ার অনুবাদের নয়।

‘‘গুলিবাট করা’’ নূতন নিয়মে উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়ে াকে খেলা পরিবর্তনের জন্য এখানকার মত ঈশ্বরের ইচ্ছাকে জানার জন্য যেমন প্রেরিত ১:২৬ পদ। এটি পুরাতন নিয়মের পূর্ববর্তী ইউরিম এবং ামমিম কে অনুসরন করেছিল। এর অর্থ এই ছিল যে শ্বরের ইচ্ছাকে জানার আগ্রহ দুরে সরে গিয়েছিল। এটিই দেখিয়েছেন যে বাইবেল এমন বিষয় গুলিই রের্কড করে রেখেছেন যে, ইহা পক্ষ সমর্থন কারীর দরকার নেই। এই একই ধরনের জন্য গিদিয়নের মেয়ের লোমের উদাহরন দেওয়া হয়েছে। (বিচার কতৃ ৬:৩৬- ৪০ পদ)

২৭:৩৭ পদঃ ‘তারা তাকে দোষারোপ করল’’ যোহন ১৯:২০ পদ থেকে আমরা পাঠ করেছি যে, এই দোষারোপটি ৩টি ভাষায় লেখা হয়েছে। (অরামিয়, ল্যাটিন এবং গ্রীক) পিলাতের বাক্য ব্যবহার গুলি ছিল বিভিন লক্ষ্যের উপরে যেমনঃ যিহুদী নেতাদের রাগ। এই দোষারোপ সম্পর্কে চারটি সুসমাচারেই বিভিন ভাবে দেওয়া হয়েছে।

মথিঃ ‘‘এটি যীশু যিহুদীদের রাজা’’
মার্কঃ ‘‘যিহুদীদের রাজা’’ (মার্ক ১৫:২৬)
লুকঃ ‘‘এই সেই যিহুদীদের রাজা’’ (লুক ২৩:৩৮)
যোহনঃ ‘‘নাসরতীয় যীশু, যিহুদীদের রাজা’’ (যোহন ১৯:১৯)

N A S B (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ ২৭:৩৮- ৪৪
৩৭ পদঃ তারা মাথার উপরের দিকে এই দোষ নামা লাগিয়ে দিল‘‘এ যিহুদীদের রাজা।’’
৩৮ পদঃ তারা দুজন ডাকাতকেও যীশুর সঙ্গে ক্রুশে দিল, একজনকে ডান দিকে আর অন্যজনকে বাঁ দিকে।
৩৯ পদঃ যে সব লোক সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল তারা মাথা নেড়ে যীশুকে ঠাট্রা করে বলল,
৪০ পদঃ ‘তুমি না উপসনা ঘর ভেঙ্গে আবার তিনদিনের মধ্যে তৈরী করতে পার! তাহলে এখন নিজেকে রক্ষা কর। যদি তুমি ঈশ্বরের পুএ হও তবে ক্রুশ থেকে নেমে এসো।’’
৪১ পদঃ প্রধান পুরোহিতেরা ও ধর্মশিক্ষকেরা এবং বৃদ্ধনেতারাও ঠাট্টাকওে তাকে বললেন,
৪২ পদঃ ও অন্যদের রক্ষা করত, নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। ওতো ইস্রায়েলের রাজা! এখন ক্রুশ থেকে ও নেমে আসুক। তাহলে আমরা ওর উপর বিশ্বাস করব।
৪৩পদঃ ‘‘ও ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে, এখন ঈশ্বর যদি ওর উপর খুশি থাকেন তবে তিনি ওকে উদ্ধার করুন। ওতো নিজেকে ঈশ্বরের পুত্র বলত।’’
৪৪পদঃ যে ডাকাতদের তাঁর সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তারাও সেই একই কথা বলে তাঁকে টিটকারী দিল।

২৭:৩৮ পদঃ ‘তাঁরা দুজন ডাকাতকেও তাঁর সঙ্গে ক্রুশে দিল’’

এটি পরোক্ষভাবে যিশাইয় ৫৩:১২ পদেও। যোশেফাস "– – – – – – – – – – –" "ডাকাত" শব্দটি ব্যবহার করেছেন পরামর্শ আছে যে এগুলো হয়তোবা "– – – – – – – – – – –" গোড়ামী বারাব্বাসের মত।

২৭:৩৯ পদ; "যে সব লোক সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তারা মাথা নেড়ে যীশুকে ঠাট্টা করে বলল।" এটি একটি পরোক্ষ ভাবে গীতঃ ২২:৭ – – – – – – – গলগাগথা ছিল যিরুশালেমে যাওয়ার পথে কাছের প্রধান রাস্তা। ক্রুশোরোপনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে যারা অপরাধী বিদ্রোহী তাদেরকে বাধা দেওয়া।

২৭:৪০পদঃ 'তুমি যদি ঈশ্বরের পুত্র হও" এটি প্রথম শ্রেনীর শর্ত সাপেক্ষ বাক্য যেটি বক্তার ধারনার বিষয় সমূহের উদ্দেশ্য সত্য। (মথি ৪:৩পদ) যীশু নিজের সম্পর্কে কি দাবী করা হচ্ছে সে সম্পর্কে এই সব নেতৃবর্গদের কোন রকম সন্দেহ ছিল না।

২৭:৪১ পদঃ "প্রধান যাজক – – – – – – – – ধর্ম শিক্ষক – – – – – – – – – – নেতৃবর্গরা"

এই গুলিই ছিল মহাসভার পদবী।

২৭:৪৩ পদ "ও ঈশ্বরের উপর নির্ভর করে; এখন ঈশ্বর যদি তার উপর খুশি থাকেন তবে ওকে তিনি উদ্ধার করুন।"

এটি পরোক্ষ ভাবে গীত ২২:৮ থেকে নেওয়া হয়েছে। দায়ুদের এই গীত পঞ্চখনু- পঞ্চখুরুপে যীশুর ক্রুশ মৃত্যুকেই বর্ণনা করেছেন।

২৭:৪৪ পদ যে ডাকাতদেরকে তাঁর সঙ্গে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তারাও সেই একই কথা বলে তাদেরকে টিটকারী দিল।

এটি মথি লিখিত সুসমাচারের বর্ণনা কিন্তু লুক ২৩:৩৯ পদে শুধুমাএ বলা হচ্ছে যে, একজন অপরাধী সেই তাকে বল পূর্বক গালাগাল করেছিল। আবার এটি বৈমাদৃশ্য নয় কিন্তু অভিনন্দন সূচক। তারা উভয়ই প্রথমে রুঢ় আচরণ করেছিল কিন্তু অন্যজন নতমস্ত এবং পরিবর্তিত হয়েছিল।

NASB (হাল নাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২৭:৪৫– ৫৪ পদ

৪৫ পদ ছয় ঘটিক থেকে নয় ঘটিকা পর্যন্ত সমুদয় দেশ অন্ধকার ময় রইল। ৪৫ঃ আর নয় ঘটিকার সময় যীশু উচ্চরবে চিৎকার করে বলে উঠলেন, "এ্যালী এ্যালী লামা শবক্তানী, " অর্থাৎ" ঈশ্বর আমার , ঈশ্বর আমার তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করছ ?

৪৭পদঃ তাতে যারা সেখানে দাড়িয়েছিল তাদের মধ্যে কেউ কেউ সেই কথা শুনে বলতে লাগল এ ব্যক্তি এলিয়কে ডাকছে।

৪৮ পদঃ আর তাদের মধ্যে একজন অমনি দৌড়ে গিয়ে বলল, এ ব্যক্তি এলিয় কে ডাকছে। আর তাদের একজন অমনি দৌড়ে গেল, একখানা স্পনজ নিয়ে তাতে সিরকা ভরল এবং একটা নলে লাগিয়ে দিয়ে তাঁকে পান করতে দিল।

৪৯ পদঃ কিন্তু অন্য সকলে তাকে বলল থাক দেখি, এলিয় ওকে রক্ষা করতে আসেন কিনা।

৫০ পদঃ পরে যীশু আবার উচ্চরবে চিৎকার করে নিজ আ সমর্পণ করলেন।

৫১ পদঃ আর দেখ মন্দিরের তীরস্করীনি উপর থেকে নীচ পর্যন্ত চিরে দুভাগ হলো– ভূমিকম্প হল ও বড় বড় পাথর ফেটে গেল।

৫২ পদঃ কতগুলো কবর খুলে গেল এবং ঈশ্বরের যে লোকেরা মারা গিয়েছিল তারা অনেকে জীবিত হয়ে উঠলেন।

৫৩ পদঃ তারা কবর থেকে বের হয়ে আসলেন এবং যীশু মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠলে পর পবিএ শহরের মধ্যে এলেন।

৫৪ পদঃ সেনাপতি ও তার সঙ্গে যারা যীশুকে পাহারা দিচ্ছিল ভূমিকম্প ও অন্য সব ঘটনা দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে বলল সত্যই উনি ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন।

২৭ঃ৪৫ পদঃ "অন্ধকারাচ্ছন" দেখুন যাত্রাঃ ১০ঃ২১ পদ দ্বিতীঃ ২৮ঃ২৯ এবং আমোঘ ৮ঃ৯ পদ। অন্ধকারাচ্ছন মিশরের উপর দশম আঘাতের মধ্যে একটি, আকাশের দিকে হস্ত বিস্তার কর তাহাতে মিশর দেশে অন্ধকার হবে ও সেই অন্ধকার স্পর্শনীয় হবে। ইমতাত্তিক অনুসারে ইহা ছিল ঈশ্বরের তাঁর পুত্র থেকে দূরে সরে যাওয়ার চিহ্ন তিনি পৃথিবীর ভাব বহন করে নিয়েছিলেন। ব্যক্তিগত আত্মা থেকে আলাদা হওয়া, সমস্ত মানুষের পাপের বোঝা বহন করা এসবের কারণেই যীশু উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।

২৭ঃ৪৬ পদ ঈশ্বর আমার ঈশ্বর আমার তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করছ?" এগুলি গীতের ২২ অধ্যায়ের প্রথম শব্দ। যীশু অভিজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়েছিল ঈশ্বর থেকে আলাদা হওয়া এবং সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা হলো পাপে পূর্ণ মানুষ। (গালাঃ ৩ঃ১৩, ২য় করঃ ৫ঃ২১ পদ)

২৭ঃ ৪৭ পদ"এ লোকটি এলি কে ডাকছে।" এলিয় ছিলেন মোশীহের অগ্রদূত (মালখী ৪ঃ৫) ইহা সম্ভাব্য যে যীশু অরামীয় ভাষায় "এলিই" অথবা সম্ভবত "এলিয়া" শব্দই ঠিক ভাববাদীর নামের উচ্চারনের মত শোনা গিয়ে ছিল।

২৭ঃ৪৮ পদঃ

NASB, KNJV
NRSV "ত্বক দ্রাক্ষারস"
TEV "স্বল্প মূল্যেও দ্রাক্ষারস"
J.b. "ত্বক জাতীয়"

এই দ্রাক্ষারসটি খুব স্বল্প মূল্যে যেটি সেনাবাহিনীরা গ্রহন করত। যীশু অল্প তাঁর মুখে নিলেন কারন তাঁর মুখ শুকিয়ে গিয়ে ছিল যে, সে কথা বলতে পারছিল না (গীতঃ ২২ঃ১৫) এটাই পরিপূর্ণতা লাভ করেছে গীত ৬৯ঃ২১।

২৭ঃ৪৯ এই অবস্থাতে অন্য একটি শব্দ গুচ্ছ যোহন ১৯ঃ৩৪ পদ থেকে নেওয়া হয়েছে। ইহা প্রাচীন গ্রীক পান্ডুলিপিতে ছিল না A. D. K এবং গ্রীক শাস্ত্র অরিগেনের, যেরোম এবং আগষ্টিন। কিন্তু N. B. C. এবং খ এগুলি ছিল। এই অংশের মূল বিষয় গুলো আলোচনা করা বড়ই কঠিন কারণ

(১) ইহা মনে হয় যোহনেরই সাদৃশ্য করা।

(২) ইহা মনে হয় ক্রমানুসারে সাজানোর বাইরে। তবুও

(৩) ইহা মনে হয় ভাল ভাল পান্ডুলিপি গুলোতে আছে।

যীশু কি মৃত্যুর পূর্বে গভীর ভাবে বিচলিত ছিলেন?

২৭ঃ৫০ পদঃ "যীশু আবার জোড়ে চিৎকার করে কাঁদলেন" তুলনা করুন যোহন ১৯ঃ৩০; গীত ২২ঃ১৫; লুক ২৩ঃ৪৬; গীত ৩১ঃ৫

২৭ঃ৫১ পদঃ 'তখন উপাসনা ঘরের পর্দাটা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত চিরে দুভাগ হয়ে গেল।" এ ছিল শয়তান যে পবিত্র স্থান থেকে পবিত্রতাকে আলাদা করে দিয়েছিল একেই বলে আভ্যন্তরীন মন্দ আত্মা। ঈশ্বরের এ কাজই নির্দেশ করে ঈশ্বরের নিকট বর্তী হওয়ার পথ এখন খোলা! উপর থেকে চিরে যাওয়া 'চিহ্ন' হচ্ছে ঈশ্বর তার কাজের সমস্ত বাধা বিপত্তি গুলো মুছে দিয়ে তাঁর উপস্থিতিকে লোদের কাছ আরো সহজতর করে তুলে ফেলেছে।

২৭:৫২ পদঃ “কবরগুলো খোলা ছিল।” এ কবর গুলো খোলা হওয়ার কারণ ছিল ভূমি কম্প। (৫৪ পদ) সত্যিকার ভাবে লোকেরা যখন জীবনের অনিশ্চত অবস্থাকে নিয়ে wd‡i Avm‡jb| পূর্ণজীবন দান করার সাথে যীশুর পুনরুস্থানের হয়তবা সংযুক্ত আছে (৫৩ পদ) কিন্তু শাস্ত্রে যীশুর মৃত্যুর বিষয়ের ঘটনায় বেশী স্থান পেয়েছে। এখানে অবশ্য বিভিন্ন ধরনের অর্থবহন করতে পারে যথাঃ কে, কখন ও কোথায় কেন? ইত্যাদি।

২৭:৫৪ পদ

NASB, NKJV	“সত্যি এ ঈশ্বরের পুএ ছিলেন।”
NRSV	“সত্যি লোকটি ঈশ্বরের পুএ ছিলেন।”
TEV	“সে সত্যিকার ঈশ্বরের পুএ ছিলেন।”
JB	“সত্যিই উনি ঈশ্বরের পুএ ছিলেন।”

সেখানে “পুএের” সাথে কোন Article ছিল না। এটি প্রয়োগ করা হয়েছে যে, যদিও বা সৈন্যনা সমস্ত ঘটনাকে অন্যভাবে ঘুরিয়ে নিয়েছিল। তিনি স্বীকার করেছেন যে, যীশু“ঈশ্বরের পুএ” প্রভু নয়। যে কোন ভাবেই হউক লূকে ঐ একই ধরনের, লূক ২৩:৪৭ তিনি ঘোষনা দিয়েছেন যে যীশু একজন ধার্মিক ও নম্র লোক ছিলেন। কিন্তু কথা হচ্ছে রোমীয় সৈন্যরা যা দেখিয়েছে যে যিহুদী নেতারা তা করেনি। ১৯পদ যোহন ১:১১ পদ।
সাহিত্যে এটাই আছে “এ লোকটি ছিল ঈশ্বরের পুএ।” ঈশ্বরের প্রতিমূতি তে মানুষের মধ্যে ধারণ করেছেন। সহভাগিতায় সংযোগ স্থাপন করা পুনরায় সম্ভব। Article অনুপস্থিতিতে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। মথি ৪:৩; ৬, ১৪:৩৩:২৭:৪৩ এবং লেূক ৪:৩; ৯। এটি ছিল শক্তিশালী রোমীয় সৈন্য। তিনি দম্ভাদেন যে, অনেক লোক মারা গেছেন (মথি ২৭:৫৪) এটা মনে মার্কের উল্লেখিত লেখা, কারণ সুসমাচার বিশেষ ভাবে রোমীয়দেরকে লিখেছেন এতে অনেক ল্যাটিন শব্দ কেটে করা হয়েছে পুরাতন নিয়মে। যিহুদী রোমীয় রীতি নীতি ও ব্যখ্যা ও অনুবাদ করা হয়েছে।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২৭: ৫৫- ৫৬ পদ
৫৫ পদঃ অনেক স্ত্রীলোক ও সেখানে দূরে দাড়িয়ে সব কিছু দেখছিলেন। যীশুর সেবা করবার তাঁরা গালীল থেকে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলেন।
৫৬ পদঃ তাঁদের মধ্যে ছিলেন মগ্দলীনি মরিয়ম, যাবোক ও যোসেফের মা মরিয়ম এবং সিবিদিয়ের ছেলে যাবোক ও যোহনের মা।

৫৭:৫৫ পদঃ “অনেক স্ত্রীলোক” মার্ক ১৫:৪০ পদের ঐ একই ধরনের তালিকা ভুক্ত করা আছে। এই মহিলারাই যীশুর সঙ্গী হয়ে ঐ ১২ জনের সাথে যাএা করেছিল। তাঁরাই মনে হয় যীশু এবং তাঁর শিষ্যদেরকে অর্থনৈতিক ভাবে তাদের জন্য রান্না করে এবং অন্য মহিলাদের মিটিং এর প্রয়োজনীয় গুলো যীশু এবং প্রেরিত বর্গের। পরিচর্যায় কার্য্যে সাহায্য করেছিলেন।

প্রশ্ন গুলোর আলোচনা ঃ-

১. মহাসভার লোকেরা কেন পিলাতের কাছে গিয়েছিল? কেন যীশুকে পাথর ছুড়ে মারা হয়নি?
২. যিহুদার অনুচেতনা পিতরের থেকে আলাদা কেন?
৩. পিলাত যীশুকে কেন মুক্তি দিতে চেষ্টা চালিয়েছিলেন?
4. c‡iv¶ fv‡e cf hxï Lx‡ói gZ¨i Rb¨ civZb wbqg †_‡K A‡bK ¸‡jv welq †bIqvi D‡Ïk¨ wK?

৫. যীশু যখন ক্রুশের উপরে কেন অন্ধকার নেমে এসেছিল? যীশু কেন পরিত্যাগের অনুভব করল?

৬. চিহ্ন গুলি তালিকা করুন যেগুলি যীশুর মৃত্যুকে অনুসরন করে তাদের উদ্দেশ্য কি ছিল?

বাক্য এবং শব্দ গুলোর পড়া (২৭:৫৭- ২৮:২০)

এই সুসমাচারের সমমান মার্ক ১৫:৪২- ১৫:৮, লূক ২৩:৫০- ২৪:১২, যোহন ১৯:৩০- ২০:১০ পদ।

NASB শাস্ত্র পাঠঃ ২৭:৫৭- ৬১ পদ
৫৭ পদঃ সন্ধ্যা হলে পর অরিমাথিয়া যোসেফ নামে একজন ধনী লোক সেখানে আসলেন। ইনি যীশুর শিষ্য হয়েছিলেন।
৫৮ পদঃ পিলাতের কাছে গিয়ে তিনি যীশুর দেহটা চাইলেন। তখন পিলাত তাকে সেই দেহটা দিতে আদেশ দিলেন।
৫৯ পদঃ যোসেফ যীশুর দেহটা নিয়ে গিয়ে পরিষ্কার কাপড়ে জড়ালেন।
৬০ পদঃ আর যে নূতন কবর তিনি নিজের জন্য পাহাড়ের মধ্যে কেটে রেখে ছিলেন সে খানে সেই দেহটা রাখলেন। পরে সেই কবরের মুখে বড় একটা পাথর গড়িয়ে দিয়ে তিনি চলে গেলেন।
৬১ পদঃ কিন্তু মগ্দলীনি মরিয়ম ও সেই অন্য মরিয়ম সেখানে সেই কবরের সামনে বসে রইলেন।

২৭:৫৭ পদঃ"যখন সন্ধ্যা হলো" এই শব্দের অর্থ এই যে ইহা ছিল উদ্ধার প্রথম দিন সন্ধ্যা ৬টায় বন্ধ হতে চলেছে।

"অরিমাথিয়া থেকে একজন ধনী লোক নাম যোসেফ" বিভিন অধ্যায়গুলো এ লোকটি সম্পর্কে আরোচনা করেছেন (১) তিনি ধনী এবং যীশুর শিষ্য ছিলেন (মথি ২৭:৫৭ পদ) (২) তিনি মহাসভার উচ্চ পদের সম্মানের লোক ছিলেন। (মার্ক ১৫:৪৩) (৩) তিনি একজন ভাল এবং সোজা সরল লোক ছিলেন। (লূক ২৩:৫০) এবং (৪) যিহুদীদের ভয়ের কারনেই তিনি যীশুর একজন আলাদা শিষ্য ছিলেন। (যোহন ১৯:৩৮)

২৭: ৫৭- ৫৮ পদঃ এটি ছিল যোসেফের অত্যন্ত সাহসীকতার কাজ তার কারন গুলো নিম্নে উল্লেখ করা হল -(১) তিনি জন সমক্ষেই নিজেকে একজন অপরাধী রাজদ্রোহী হিসাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন।

(২) ইচ্ছাকৃত ভাবেই সে উদ্ধার পর্বের । অনুষ্টানে অপবিএ ছিল এবং তো এতে তাকে সত্যিকারে দশ বা পাঁচ বছরেরর জন্য মহাসভা থেকে নির্বাসিত করা হবে।

২৭:৫৯ পদঃ"যে কবর তিনি নিজের জন্য পাহাড়ের মধ্যে কেটে রেখেছিলেন সেখানে সেই দেহটা রাখলেন।" যিহাইয় ভাববাদীর ভাববানী পরিপূর্ণতা লাভ করেছে যিশাইয় ৫৩:৯ পদ।

২৭:৬১ পদঃ"মগ্দলীনি মরিয়ম" দেখুন মথি ২৭:৫৫- ৫৬ অন্য তিন মহিলারাও শুনে আসলেন।

ঘ অ ঝ ই (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২৭:৬২- ৬৬ পদ
৬২ পদঃ পরের দিন অর্থাৎ আয়োজন দিনের পরের দিন প্রধান পুরোহিতেরা এবং ফরিশীরা পীলাতের কাছে জড়ো হয়ে বললেন,
৬৩ পদঃ হুজুর আমাদো মনে পড়েছে, সেই ধগটা বেঁচে থাকতে বলেছিল, আমি তিন দিন পরে বেঁচে উঠব।
৬৪ পদঃ সেই জন্য আদেশ করুন যেন তিনদিন পর্যন্ত কবরটা পাহাড়া দেওয়া হয়। না হলে তার শিষ্যরা হয়ত এসে তার দেহটা চুরি করে নিয়ে বলবে, তিনি মৃত্যু থেকে বেচে উঠেছেন "তাহলে

প্রথম ছলনার চেয়ে শেষ ছলনাটা আরো খারাপ হবে।"
৬৫ পদঃ তখন পীলাত তাদের বললেন, পাহারাদারদের নিয়ে গিয়ে আপনারা যেভাবে পারেন সেই ভাবে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করুন।"
৬৬ পদঃ তখন তারা গিয়ে পাথরের উপরে সীলমোহর করলেন এবং পাহারাদারদের সেখানে রেখে কবরটা কড়াকড়ি ভাবে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করলেন।

২৭ঃ৬২ পদঃ"পরের দিন অর্থাৎ আয়োজনের দিনের পরের দিন"

এটি বিশ্রাম বারকেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পীলাতের উপস্থিতি এবং কোর্ট যিহুদী নেতাদেরকে আনুষ্টানিক ভাবেই অপবিত্র করেছে এবং এই জন্যই উদ্ধার পর্বে অংশ গ্রহনের করা সম্ভব ছিল না।

২৭ঃ৬৩

NASB, NKJV	"প্রতারনা করা"
NRSV, JB	"যে প্রতারক"
TEV	"মিথ্যাবাদী"

এই বাক্যটি (pbnos) লিখিত আকারে অনুবাদ করা হয়েছিল 'ভ্রমন করা' এই ইংলীশ শব্দটি ব্যাখা দিতে গিয়ে ÒplanetÓ একইশব্দ এইÒwandering" এর জন্য ঘুরে বেড়ানো স্বর্গীয় আলো। ইহা

NASB	"তিনদিন পর আমি আবার উঠব।"
NKJV	"তিনদিন পর আমি উঠব।"
NRSV	"তিনদিন পর আমি আবার উঠব।"
TEV	"তিনদিন পর আবার বেচে উঠব।"
JB	"তিনদিন পর আমি আবার উঠব।"

লিখিত ভাবে"আমি তিনদিন পরে বেচে উঠব।" এটি নিষ্প্রিয়। পরিস্থিতি বাধ্য করে যার জন্য পীলাত রোম সৈন্যদেরকে কবরটি চৌকি দিতে হয়েছিল। যিহুদী নেতারা যীশুর ভবিষ্যৎ বাণী সম্পর্কে জানতেন এবং সই কারনেই ভয় ও পেয়েছিলেন। পূনরুস্থানে শিষ্যরা আশার্যজ্বিত হয়েছিল কি নিন্দা সূচক স্তুতি।

বিশেষ বিষয় ঃ পূনরুন্থান”

A. পূনরুন্থানের প্রমান

(১) পঞ্চাশ (৫০) দিন পর পঞ্চাশক্তীমিতে পিতরের বক্তব্যে পূনরুন্থানের চাবি কাঠি হয়ে উঠেছিল (প্রেরিত ২ঃ) হাজার হাজার যারা ঐ এলাকাতে বাস করেছিলেন তারা বিশ্বাসী হয়ে উঠলেন।

(২) শিষ্যদের নিরুৎসাহিত জীবন অতিসত্বরই পরিবর্তন হয়ে উঠেছিল (তার পূনরুন্থানের আশা করছিলেন) শক্তিশালী এমনকি শহীদ হওয়ার জন্য।

B. পূনরুন্থানের গুরুত্ব

(১) তিনি নিজেকে কি হিসাবে দাবী করেছিল তা যীশু দেখিয়েছেন। (মথিঃ ১২ঃ৩৮- ৪০ মৃত্যু ও পূনরুন্থানের ভবিষ্যৎ বাণী)

(২) ঈশ্বর তার ভার যীশুর উপর অর্পন করেছিলেন তার শিষ্য, জীবন এবং তার পরিবর্তে মৃত্যুকে। (রোমীয় ৪ঃ২৫ পদ)

(৩) সকল খ্রীষ্টানদের কাছে যে প্রতিজ্ঞা তা আমাদেরকে দেখিয়েছেন।

C. যীশু দাবী করেন যে, তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হবেন ঃ

(১) মথি১২ঃ৩৮- ৪০, ১৬ঃ২১; ১৭; ৯, ২২, ২৩ঃ২০ঃ১৮- ১৯, ২৬ঃ৩২, ২৭ঃ৬৩ পদ

(২) মার্ক ৮ঃ৩১- ৯ঃ১- ১০, ৩১; ১৪ঃ২৮, ৫৮, ১০ঃ৩২

(৩) লূক ৯ঃ২২- ২৭

(৪) যোহন ২ঃ১৯- ২২; ১২ঃ৩৪ ১৪ এবং ১৬ অধ্যায়

উচ্চ শিক্ষার জন্য

1. Evedence that Demands a verdiet by Josh Mc Dowell.
2. Who moved the stone, by Frank Morrison?
3. The zonlervan Pictorial Encyclopedia of the Bible, Resurrection” Resurrection of Jenus chred”
4. Syostematic Theology by L Berhof pp 346.720

২৭ঃ৬৫“পাহারাদারদের দিয়ে গিয়ে আপনারা যে ভাবে পারেন সেই ভাবে পাহারা দেবার ব্যবস্থা করুন।” এটি একটি মধ্যস্থতাকারী - - । এখানে তার প্রতি কিছু বিদ্রোপ করা হয়েছে।
২৭ঃ৬৬ পদঃ তারা গিয়ে পাথরের উপরে সীলমোহর সেই ভাবে করলেন এবং পাহারাদারদের সেখানে রেখে কবরটা কড়াকড়ি ভাবে পাহাড়া দেবার ব্যবস্থা করলেন।” এটি অফিস কতৃক শীল ছাপ দেওয়াকেই বুঝানো হচ্ছে।

প্রশ্ন গুলোর আলোচনা ঃ

এটি পড়াশুনার একটি নির্দেশনা গ্রন্থ যার অর্থ এই যে, আপনার নিজস্ব বাইবেল অনুবাদে আপনাকেই বহন করতে হবে। আমাদের যে আলো আছে, আমাদের প্রত্যেক জনকে সে আলোতেই চলতে হবে । বাইবেল এবং পবিত্র আত্মায় আপনার অনুবাদে অগ্রগন্য হবে। আপনাকে এটি নির্দেশকের নিকট ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।
এই প্রশ্ন আলোচনার বিভাগ গুলির মাধ্যমে বইয়ের অংশের বিভিন্ন প্রধান বিষয় গুলো ধারনা নিতে আপনাকে সাহায্য করবে।

(১) আরিমাথিয়ার যোসেফ কি তাঁর কষ্ট/ ক্লেশের রাত্রিতে উপস্থিত ছিলেন ?

(২)	কেন পীলাত তাঁর দেহকে অধিকারচ্যুত্য করতে চাইলেন?
(৩)	এই অংশ থেকে ভাববাদীদের ভাববাণীগুলোর তালিকা তৈরী করুন?
(৪)	পৌরিতিক দল যারা সেবা করছিল তাদেরকে অনুসরনকারী মহিলার দল তারা কি করেছিল?
(৫)	নিন্দা সূচক স্তুতি ৬৪ পদ এবং বিদ্রোপকারী ৬৫ পদ দুইটিকে ব্যাক্ষা করুন।

ইউ বি এস	এন কে জে ভি	এন আর এস ভি	টি ই ভি	জে বি
যীশুর পুনুরুত্থান ২৮:১- ১০	তিনি উঠেছেন ২৮:১- ৮	প্রথম পুনুরুত্থান ২৮:১- ১০	পুনুরুত্থিত ২৮:১- ৪ ২৮:৫- ৭ ২৮:৮	শুন্য কবর স্বর্গদূতের খবর ২৮:১- ৮
	মহিলারা পুনুরুত্থিত যীশুর উপসনা করেন ২৮:৯- ১০		২৮:৯- ১০	মহিলাদের কাছে প্রকাশিত হওয়া ২৮:৯- ১০
পাহারাদারদের কৈফিয়ত ২৮:১১- ১৫	সৈন্যরা ঘুষ খেয়েছিল ২৮:১১- ১৫	পাহারাদাররাও ঘুষ খেয়েছিল ২৮:১১- ১৫	পাহারাদারদের রিপোর্ট ২৮:১১- ১৪	অগ্রদূত হয়ে লোকদের নেতারা নিয়ে গিয়েছেন ২৮:১১- ১৫
শিষ্যদের প্রধান কাজ ২৮:১৬- ২০	বিরাট কার্যক্রম ২৮:১৬- ২০	যীশুর তাঁর শিষ্যদের প্রতি কাজ ২৮:১৬- ২০	যীশুর তাঁর শিষ্যদের কাছে দেখা দেন ২৮:১৬- ২০	গালীলে দেখা দেন এবং বিশ্বে মিশন কার্য ২৮:১৬- ২০

বাক্য এবং শব্দগুচ্ছের পড়া।

NASB (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২৮:১- ৭ পদ

১পদঃ বিশ্রামবারের পরে সপ্তার প্রথম দিনের ভোর বেলায় মগ্ধালিনী মরিয়ম ও সেই অন্য মরিয়ম কবরটা দেখতে গেলেন।

২পদঃ তখন হঠাৎ ভীষন ভূমি কম্প হল, কারন প্রভুর একজন দূত স্বর্গ থেকে নেমে আসলেন এবং কবরের মুখ থেকে পাথর খানা সরিয়ে দিয়ে তার উপর বসলেন।

৩পদঃ তাঁর চেহারা বিদ্যুৎতের মত ছিল আর তাঁর কাপড় চোপর ছিল ধবধবে সাদা।

৪পদঃ তার ভয়ে পাহারাদারেরা কাঁপতে লাগল এবং মরার মত হয়ে পড়ল।

৫পদঃ স্বর্গদূত স্ত্রীলোকদের বললেন,"তোমরা ভয় করনা, কারন আমি জানি, যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল তোমরা সেই যীশুকে খুঁজছো।

৬পদঃ তিনি এখানে নেই। তিনি যেমন বলেছিলেন, তেমন ভাবেই জীবিত হয়ে উঠেছেন। তিনি

যেখানে শুয়েছেন সেই জায়গাটা দেখ, তোমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর শিষ্যদের বল, তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হয়ে উঠেছেন এবং তাদের আগে গালীলে যাচ্ছেন। তারা তাঁকে সেখানেই দেখতে পাবে। দেখ, কথাটা আমি তোমাদের জানিয়ে দিলাম।

২৮:১পদ: "বিশ্রামবারের পর" গ্রীক শব্দটি- শনিবারের সূর্য ডুবার সময়কেই নির্দেশ দিয়েছেন। (Valugate Òon the Subbath evening) | আবার মার্ক লিখিত সুসমাচারে গ্রীক শব্দটি রবিবারের সূর্য উঠার সময়কে নির্দেশ দিয়েছেন। যীশুর জীবনের শেষ সপ্তাহ নিয়ে বিশেষ ভাবে পূনরুন্থানের সমস্ত ঘটনার মধ্যে এদের ক্রমানুসারে সময় সম্পর্কে যথেষ্ট বির্তক রয়েছে। ইহা উল্লেখ করা আছে"ভোরে" আবার এর একটা কারণ হিসাবে চিন্তা করা যায় যে, ইহা রোমীয়দের সময় সূচী নয়। উভয় দৃষ্টান্তই সুসমাচারে ব্যবহার করা হয়েছে।

- "মগ্ধালীনি মরিয়ম ও অন্যান্য মরিয়ম" উভয়ই মার্ক ১৬:১ এবং লূক ২৪:১০ অন্যান্য মহিলাদের সম্পর্কে উল্লেখ করা আছে। আবার যোহন মগ্ধালীনি মরিয়ম সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন।

২৮:২ "হঠাৎ ভীষন ভূমি কম্প হল, প্রভুর একজন স্বর্গ দূত থেকে নেমে আসলেন এবং কবরের মুখ থেকে পাথর খানা সরিয়ে দিয়ে তার উপর বসলেন।" দেখুন গীত ৬৮:৪; ১০৪:৩২ কিভাবে পাথর খানা সরানো হল এবং তার দুইটি ব্যাখা করা হল অবশ্যই দুবার ভুমি কম্প হয়েছিল (১) প্রথমটি যীশুর মৃত্যুর সময় ২৭:৫৪ এবং (২) অন্যটি পাথর খানা সরাতে এবং যারা যীশুর অনুসরন কারী তাদেরকে খালি কবরে প্রবেশ করতে সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

২৮:৩ " পদ: "তাঁর চেহারা বিদ্যুৎতের মত ছিল অধর তার কাপড় চোপড় ছিল ধবধবে সাদা।"

এটি দূতের সম্পর্কে বর্ননা করা হয়েছে সাদা কাপড় পড়া পবিত্রতার চিহ্ন। লূক: ২৪:৪ এবং যোহন ২০:১২ পদ দুইজন দূত সম্পর্কে নথি পত্র দেওয়া আছে। এই যে ভিনতা এক অথবা দুই ব্যাক্তি অথবা দূত হচ্ছে সাধারন সুসমাচারের মধ্যে। অন্য উদাহরনের মধ্যে (১) গেদারীয়দের এলাকা (গেরাশীন) (মার্ক ৫:১, লূক ৮: ২৬ পদ) এবং দুইটি এলাকা (মথি ৮:২৮) এবং (২) অন্ধ লোকটি মার্ক ১০:৪৬, লূক ১৮: ৩৫ এবং দুই জন অন্ধ লোক মথি ২০: ৩০ পদ।

২৮:৫ পদ: "ভয় করনা" এটি একই ভাবে যেটি যীশুর পদে তাঁর শিষ্যদেরকে বলেছেন।

যীশুর বাক্য মথি ১৪:২৭; ১৭:৭; ২৮:১০; মার্ক ৬:৫০, লূক৫:১০; ১২:৩২ যোহন ৬:২০ প্রকাশিত ১:১৭ এবং দূত মথিতে ২৮:৫ লূক ১:১৩, ৩০:২,১০।

২৪:২৬পদ: "তিনি উঠছেন" এই পরিস্থিতির মধ্যে পিতার গ্রহন যোগ্যতা এবং পুত্রের বাক্যের অরুমোদন এবং কাজ গুলোর দুটি বিরাট ঘটনার মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১. যীশুর মৃত্যু থেকে পুনরুত্থান।
২. পিতার দক্ষিনে যীশুর স্বার্গারোহন।
দেখুন বিশেষ মূলবচন, গৌরব মার্ক ১০:৩৭।

২৮:৭"তিনিতাদের আগে গালীলে যাচ্ছেন" যীশু তাদের বলেছেলেন তিনি তাদের গালীর পর্বতে দেখা দেবেন। (২৬:৩২,২৮:৭;১০: মৎকর ১৫:৬) এটি ছিল তাদের কাছে পুনরুআনের ভবিষ্যৎ বাণী এবং তাদের জন্য আশা।

N A S B (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২৮ঃ ৮– ১০পদ
৮ পদঃ সেই স্ত্রীলোকেরা অবশ্য পেয়েছিল, কিন্তু তবুও খুব আনন্দের সঙ্গে তাড়াতাড়ি কবরের কাছ থেকে চলে গেলেন এবং যীশুর শিষ্যদের এই খবর দেওয়া জন্য দৌড়াতে লাগলেন।
৯ পদঃ এমন সময় যীশু হঠাৎ সেই স্ত্রীলোকদের সামনে এসে বললেন,"তোমাদের "মঙ্গল হোক।" তখন সেই স্ত্রীলোকেরা তার কাছে গিয়ে তাঁর পা ধরে প্রনাম করে তাকে ঈশ্বরের সম্মান দিলেন।
১০ পদঃ যীশু তাদের বললেন, "ভয় কর না" তোমরা গিয়ে ভাইদের গালীলে যেতে বল। তারা সেখানেই আমাকে দেখতে পাবে।

২৯ঃ৯ N A S B "এবং তাদের মঙ্গলবাদ করলেন"
N K J V "আনন্দ কর"
N R S V. J B "মঙ্গলবাদ"
ঞ উ ঠ "তোমাদের শান্তি হোক"

এটি ছিল যীশুর সাধারন মঙ্গলবাদ। এই শব্দের অর্থ"আনন্দিত।"

- "তাহারা" বৈশষ্টগত ভাবে, মার্ক এবং লূক একজন মহিলার নাম উল্লেখ করেছেন কিন্তু মথিতে দুজন মহিলার নাম উল্লেখ আছে।
- "তাঁর পা ধরে প্রনাম করলেন" যোহন ২০ঃ১৭ পদে শুধুমাএ মরিয়মের পা ধরা সম্পর্কে উল্লেখ আছে। এটিই ছিল প্রাথমিক ভাবে বাধ্যতা, সম্মান এবং এমনটি উপসনায় করা পন্থা।

২৮ঃ১০ পদঃ "আমরা ভাইয়েরা" ভয়ে পরিপূর্ণ শিষ্যদের জন্য কি পদবী হতে পারে (১২ঃ১৫পদ)

N A S B (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠঃ ২৮ঃ ১১– ১৫ পদ
১১ পদঃ সেই স্ত্রীলোকেরা যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন সেই পাহারাদারদের কয়েকজন শহরে গেল এবং যা যা ঘটেছিল তা প্রধান পুরোহিতদের জানাল।
১২ পদঃ তখন পুরোহিতেরা ও বৃদ্ধ নেতারা একএে হয়ে পরামর্শ করলেন এবং সেই সৈন্যদের অনেক টাকা দিয়ে বললেন,
১৩ পদঃ তোমরা বোলো, "আমরা রাতে যখন ঘুমাচ্ছিলাম তখন তার শিষ্যরা এসে তাঁরেক চুরি করে নিয়ে গেছে।"
১৪ পদঃ একথা যদি প্রধান শাসনকর্তা শুনতে পান তবে আমরা তাঁকে শান্ত করব এবং শান্তির হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করব।
১৫ পদঃ তখন পাহারাদারেরা সেই টাকা নিল এবং তাদের যেমন বলা হয়েছিল তেমনই বলল।

২৮ঃ১২ পদঃ "তারা পাহারা সৈন্যদেরকে অনেক টাকা দিয়েছিল"
এই সৈন্যরা কি চিন্তা করেছিল তারা– জেনেও সত্য তাকে ও মিথ্যা বলেছিলেন।
২৮ঃ১৩ পদঃ "তাঁর শিষ্যরা রাতে এসে দেহটি চুরি করে নিয়ে গেছে যখন আমরা ঘুমাচ্ছিলাম।" যদি তারা ঘুমিয়েই থাকত তবে তারা কি ভাবে জানে যে শিষ্যরা দেহটিকে চুরি করেছে ?
২৮ঃ১৫"এ কথাটি যিহুদীদের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ল এবং এই দিন।" মনে রাখতে হবে মথি– তার সুসমাচারটি মূলত যিহুদীদের উদ্দেশ্য করেই লিখেছেন। এই এক ধরনের ঘটনা জাস্টিন মারটিয়ার ও (Justin Marlyrs) দিয়েছেন।

N A S B (হালনাগাদ) শাস্ত্র পাঠ ২৪ঃ১৬– ২০ পদ
১৬ পদঃ যীশু গালীলের যে পাহাড়ে শিষ্যদের যেতে বলেছিলেন সেই এগারজন শিষ্য তখন সেই

পাহাড়ে গেলেন।
১৭ পদঃ সেখানে যীশুকে দেখে তাঁরা তাঁকে প্রনাম করে ঈশ্বরের সম্মান দিলেন, কিন্তু কয়েকজন সন্দেহ করলেন।
১৮ পদঃ তখন যীশু কাছে এসে তাদের এই কথা বললেন,"স্বর্গের ও পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে।
১৯ পদঃ এই জন্য তোমরা গিয়ে সমস্ত জাতির লোকদের আমার শিষ্য কর। পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে তাদের বাপ্তিস্ম দাও।
২০পদঃ আমি তোমাদের যে সব আদেশ দিয়েছি তা পালন করতে তাদের শিক্ষা দাও। দেখ, যুগের শেষ পর্যন্ত সব সময় আমি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।"

২৮:১৬ পদঃ যীশু গালীলের যে পাহাড়ে শিষ্যদের যেতে বলেছিলেন সেই এগারজন শিষ্য তখন সেই পাহাড়ে গেলেন। যোহঃ ২০:১৯-২৩ বাদে বলা হয়েছে ইহা রবিবারে ঘটেছিল। এটি সেই স্বর্গারোহনের পাহাড়ে ছিল না। যীশু বৈথনিয়াতে তার শিষ্যদের নিয়ে গিয়ে তাদের বিদায় দিয়ে স্বার্গরোহন করলেন এটি ছিল পুনরুত্থানের ৪০ দিন পর। (লূকঃ ৪০:৫০- ৫১,প্রেরিত ১:৪- ১১)।

২৮:১৭ NASB		"কিন্তু কিছু সংখ্যক সন্দেহ করেছিল।"
	NKJVNRSV	"কিন্তু কতক জনের সন্দেহ ছিল।"
	TEV	"তাদের কতক জন সন্দেহ করেছিল।"
	JB	"কতক জনের সন্দেহ ছিল।"

এটি সেই শিষ্যদেরকে নির্দেশ করেনি যারা যিরুশালেমের সেই উপরের কুঠুরিতে তাঁকে তিনবার দেখেছিলেন। সম্ভবত ইহা অধিক সংখ্যক অনুসরন কারীদেরকে নির্দেশ করা হয়েছে।(উপরের ৫০০) যে পৌল ১ম করঃ ১৫:৬ পদে উল্লেখ করেছেন। যীশু অনেক দূরে থেকেই প্রকাশিত হয়েছেন এবং তাদের নিকটবর্তী হয়ে হাটলেন। পুনুরুত্থানের পরে এখানে যীশুর শারিরিক কিছু ভিনতা ছিল। (যোহন ২০:১৪-২১ লূক ২৪:১৩-৩১) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন বিষয় হলো এই যে, মহান দায়িত্ব শুধুমাত্র প্রত্যেক প্রেরিতবর্গকে দেওয়া হয়নি এমনকি একশ জনকে ও নয় এবং ২০ জন শিষ্যকেও নয় যারা উপরের কুঠুরিতে ছিল, কিন্তু সমস্ত মন্ডলীর জন্য দায়িত্বটি দেওয়া হয়েছে। ইহা সমস্ত খ্রীষ্টান নেতৃবর্গদের জন্য! ইহা তিনটি বিভিন অনুষ্টানে দেওয়া হয়েছিলঃ - (১) উপরের কুঠুরিতে, পুনরুত্থানের সন্ধা (যোহন ২০:২১ পদ), (২) গালীলে জৈতুন পাহাড়ের উপরে (মথি ২৮) এবং (৩) বৈথনিয়াতে।
২৮:১৮ পদঃ"স্বর্গেও ও প্রথিবীর সমস্ত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে" কি বিস্ময় কর বক্তব্য (মথি ১১:২৭ ইফিঃ ১:২২ করিঃ ২:১০)
১ম পিতর ৩:২২পদঃ যীশু হয়তবা মোশীহ অথবা মিথ্যাবাদী।তাঁর পূনরুত্থানের দাবী নিশ্চিত হয়েছিল।
২৮:১৯পদঃ "যাও" ইহা Aorist possive (Deponent) Paticiple imperative এ ব্যবহৃত হয়েছে। এটি অনুবাদ করা দরকার নেই 'তুমি যাচ্ছ" কারন এটি অনুবাদ হবে ------------------------ নয় "যাইতেছ" সত্যিকারে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক খ্রীষ্টানদেরই খ্রীষ্টিয় জীবনে সাক্ষ্য বহন করতে হবে। (১ম পিতর ৩:১৫ পদ এবং সম্ভবত কলঃ ৪:২-৬) ইহায় ছিল বড় আদেশ ও প্রাধান্য কত সুযোগ সন্ধানী নয়।

“শিষ্য তৈরী কর” এটি একটি ------------------------------------,
শিষ্য শ্বদের অর্থ “শিক্ষার্থী” বাইবেল সিদ্ধান্তের উপর জোড় দেননি, কিন্তু জীবন যাপন যেন বিশ্বস্ত হয়।

প্রচার কার্যের চাবিকাঠি হচ্ছে শিষ্যরা। যাহা হউক শিষ্যত্ব অবশ্যই শুরু হতে হবে পরিবর্তন, বিশ্বাস পেশায় এবং ধারাকর্তৃক ভাবে একই পন্থায় বাধ্যতায় এবং সংরক্ষিত হতে হবে।

- “সমুদয় জাতি” এটি অবশ্যই যিহুদী সমাজের জন্য দুঃজনক মন্তব্য কিন্তু ইহা অনুসরন করা হয়েছে দানিঃ ৭:১৪ পদ যেটি সারা বিশ্ব, অনন্ত রাজ্যের কথা বলা হয়েছে। (প্রকাঃ ৫) সময় গুলো আভ্যন্তরীন ভাবেই “সর্ব” এই অনুচ্ছেদ প্রকাশিত হয়েছে।
- “বাপ্তিস্ম” এটি ---------------------------------- ব্যবহার করা হয় -----------। এটি ‘শিক্ষার’ সাথে সমমান । (২০) মন্ডলীর দুটি উদ্দেশ্য হলো প্রচার কার্য এবং শিষ্যত্ব। তারা দুই দিকে দুটি কইন (-------) তারা কোন আলাদা হতে পারে না বা পারবে না।
- “পিতা পুএ ও পবিএ আত্মার নামে” মনে রাখতে হবে যে, “নামে” একবচন। ঈশ্বরের নাম হচ্ছে তিন (মথিঃ ৩:১৬-১৭, যোহঃ ১৪:২৬, প্রেরিতঃ ২:৩২-৩৩,৩৮-৩৯ রোমীঃ ১:৪-৫,৫:১,৪:১-৪,৪-১০, প্রথম করঃ ১:২১,১৩:১৪, গালাঃ ৪:৪-৬ ইফিঃ ১:৩-১৪,১৭,২:১৮; ৩:১৪; ৪:৪-৬,১,২ যিহুদা ২০-২১) দেখুন বিশেষ বিষয় ৩:১৭ পদ।

প্রেরিতদের বাপ্তিস্মের নিয়ম হচ্ছে প্রেরিত ২:৩৮ “যীশুর নামে” ইহা তার বিশেষ আদেশটি বা গোড়ামী হত পারে না। পরিএান ক্রমানুসারে কর্ম উভয় সংক্ষিপ্ত এবং ধারাবাহিক ভাবে, পরিবর্তন, বিশ্বাস, বাধ্যতা, এবং সংরক্ষন। ইহা লেখ্য আকারে অর্থ সাক্রামেন্টারে উপস্থিত করা হয়।

২৮:২০ “তাদেরকে শিক্ষা দাক্তা” এটি ----------------------------------
------ব্যবহার।“ আমরা কি শিক্ষা দেই” ইহা শুধু যীশুর সাধারন ঘঠনাই নয় কিন্তু তার সমস্ত শিক্ষায় আমরা যেন বাধ্য থাকি। খ্রীষ্টানদের পাকাপুক্তটাও সংযুক্ত।

(১) বিশ্বাসে, কর্মে পরিবর্তন। (২) জীবন যেন খ্রীষ্টিয় জীবন হয় এবং (৩) মতবাদকে আরও বুঝতে হবে।

- “আমি যুগান্তর পর্যন্ত তোমাদের সঙ্গে আছি” এটিই সহমর্মিতা। সকল বিশ্বাসীদের সাথেই যীশুর ব্যক্তিগত উপস্থিতি আছে। এখানে যথেষ্ট্য সত্যতা রয়েছে পবিএ আত্মা ও পুএের অবস্থান এ দুইয়ের মধ্যে (রোমীঃ ৮:৯-১০, ২য় করঃ ৩:১৭, গালাঃ ৪:৬, ফিলিঃ ১:১৯, কলঃ ১:১৭ পদ, যোহনঃ ১৪:২৩ পদে পিতা এবং পুএ বিশ্বাসীদের সাথে অবস্থান করেন। সত্যিকার অর্থে স্বর্গীয় তিন ব্যক্তিই উদ্ধার কার্যের সমস্ত ঘটনার অংশ গ্রহন করেন। একজন যার “সর্ব ক্ষমতার” অধিকারী এবং “যিনি সর্বদা আমাদের সাথে” তিনি আদেশ দিয়েছেন আমরা যেন প্রচার কায্যে শিষ্যত্ব বরণ করি।

- “যুগের শেষ পর্যন্ত” এটি যিহুদীদের দুটি যুগের কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় আগমন অথবা স্বর্গরাজ্যের পরিসমাপ্তি। দেখুন বিশেষ বিষয় “------------------
------------------------ (১২:৩১)

প্রশ্ন সমূয়ের আলোচনাঃ

এটি পড়াশুনার একটি দিক নির্দেশনা গ্রন্থ যা অর্থ এই যে, আপনার নিজস্ব বাইবেল অনুচ্ছেদ আপনাকেই দায়িত্ব বহন করতে হবে। আমাদের প্রত্যেকেই আলোর পথে চলতে হবে। বাইবেল এবং পবিত্র আত্মায় আপনার অনুবাদ অগ্রগন্য হবে। আপনাকে এটি নির্দেশকের নিকট ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না।

এই প্রশ্ন আলোচনার বিভাগ গুলির মাধ্যমে বইয়ের বিভিন প্রধান বিষয় গুলোর ধারনা নিতে আপনাকে সাহায্য করবে।

(১) পূনরুত্থানের ঘটনা চারটি সুসমাচারের কেন ভিনতা রয়েছে?
(২) যীশু যখন ইতি মধ্যে চলে গেছেন কেন ঈশ্বর দ্রুত গতিতে ঘুরলেন?
(৩) মহিলারা কেন কবর পরিদর্শন করেছিল? কতবার? কতজন মহিলা ছিলেন?
(৪) যীশু কেন তার শিষ্যদের সাথে গালীলে দেখা করেছিলেন?
(৫) শেষ আদেশটি মন্ডলীর সকল সভ্যসভাকে দেওয়া হয়েছে, নেতৃবর্গদের নয়, ইহার কারন কি?

পরিশিষ্ট এক

তারিখের সারনি এবং রাজত্বের সম্পর্ক

আন্ত বাইবেলীয়ের সময়ে পলেষ্টীয়

পারস্য রাজা

কোরস ২ -------------------------------- ৫৩৮- ৫২৯ খ্রীঃ পূঃ
কাম্বিসেস ------------------------------------ ৫২৯- ৫২২
দারিয়ারাস (১) --------------------------------- ৫২২- ৪৮৬
ক্ষস্ত (১) ------------------------------------ ৪৮৫- ৪৬৫
অর্তক্ষস্ত রাজা (১) ------------------------------ ৪৬৪- ৪২৪
ক্ষস্ত (২) (শুধু মাত্র কয়েকটি মাস) ---------------------- ৪২৪- ৪২৩
দারিয়াবস (২) (নিওমুন) --------------------------- ৪০৪- ৩৫৯
অর্তক্ষস্ত (২) ---------------------------------- ৩৫৯- ৩৩৮
অর্তক্ষস্ত (৩) ---------------------------------- ৩৫৯- ৩৩৮
দারিয়াবস (৩) (কডুমেনাস) ------------------------ ৩৩৮- ৩৩১

পটলেমিড রাজা (মিশর)

পটলেমি ১ (সেটের ১) ---------------------------- ৩১১- ২৮৩/ ২
পটলেমি ২ (ফিলাদেলপিয়া) ------------------------ ৫- ২৪৬
পটলেমি ৩ (ইউএগেটিস ১) ------------------------ ২৪৬- ২২১
পটলেমি ৪ (ফিলোপাটর) -------------------------- ২১- ২০৩

পটলেমি ৫ (এ্যাপিফানী) -------------------------- ০৩- ১৮১/ ০
পটলেমি ৬ (ইউএ্যাবিগেইটস ২ পিসকন) ------------- ৮১/ ০- ১৪৫
পটলেমি ৭ (সটের ২ ল্যামরস) ----------------- ১৬- ১০৮/ ৭- ৮৮- ৮৯
পটলেমি ৯ (আলেক্সজান্ডার ১) ---------------------- ০৮/ ৭- ৮৮
পটলেমি ১০ (আলেক্সজান্ডার ২) --------------------- ৮০
পটলেমি ১১ (অলেটাস) -------------------------- ৮০- ৫১
পটলেমি ১২ (এবং ক্লিওপেটরা) --------------------- ৮- ৫১- ৪৮
পটলেমি ১৩ (এবং ক্লিওপেটরা) --------------------- ৪৭- ৪৪
পটলেমি ১৪ (সিজার এবং ক্লিওপেটরা) --------------- ৮- ৪৪- ৩০

সেলিউসিড রাজা

সেলিউকাস (১) (নিকেটর) ------------------------- ৩১১- ২৮০/ ০
আন্তিয় খিয়াস ১ (সটের) ------------------------- ২৮০- ২৬২/ ১
আন্তি খিয়াস ২ (থউস) --------------------------- ২৬১/ ০২৪৭/ ৬
সেলুকাস ২ (ক্যালিনিকস) ----------------------- ২৪৬/ ৫- ২২৬/ ৫
সেলুকাস ৩ (সেরানুস) -------------------------- ২২৫/ ৪- ২২৩/
আন্তিয় খিয়াস ৩ (বিখ্যাত) ------------------------- ২২৩- ১৮৭
সেলুকাস ৪ (ফিলোপেটর)---------------------------- ১৮৭- ১৭৫
আন্তিয় খিয়াস ৪ (এ্যাপিফানিস) --------------------- ১৭৫- ১৬৩
দিমাত্রিয়াস ১ (সটের) ---------------------------- ১৬২- ১৫০
আলেক্সজান্ডার বালাস ----------------------------- ১৫০- ১৪৫
দিমাত্রিয়াস (২) (নিকেটর) -----------------------১৪৫- ১৩৯/ ৮
আন্তিয় খিয়াস ৬ (এ্যাপিফপনিস) -------------------- ১৪৫- ১৪২/ ১
ক্রিফোন ------------------------------------১৪২/ ১- ১৩৮
আন্তিয় খিয়াস ৭ ইউএরগিটিস, সিডেটস --------------- ১৩৯/ ৮- ১২৯
দিমাত্রিয়াস ২ (নিকেটর) ------------------------- ১২৯- ১২৬/ ৫
আন্তিয় খিয়াস ৮ (গ্রিপস) ------------------------- ১২৫- ৯৬
আন্তিয় খিয়াস ৯ (কিজিকেনস) ---------------------- ১১৫- ৯৫

( )

হাসমোনিয়ানস

যিহুদা মাক্কাবিয় ---------------------------------- ১৬৬/ ৫- ১৬০
যোনাথান (মহাপুরোহিত) ------------------------------ ১৬০/ ৫৯- ১৪২/ ১
শিমন (মহাপুরোহিত) --------------------------- ১৪২/ ১- ১৩৫/ ৪
যোহন হিরকানাস ১ (মহাপুরোহিত, রাজা) -------------- ১৩৪/ ৩- ১০৪/ ৩
এ্যারিস্টবুলাস ১ (মহাপুরোহিত, রাজা) ---------------- ১০৩/ ২
আলেক্সজান্ডার জ্ঞানেউস (মহাপুরোহিত, রাজা) ---------- ১০২/ ১- ৭৬/ ৫
আলেক্সজান্ডার শালোম -------------------------------- ৭৫/ ৪- ৬৭/ ৫
হিরকানাস ২ (মহাপুরোহিত, রাজা) ------------------ ৭৫/ ৪- ৬৬/ ৫৪ ৬৩/ ৪০
এ্যারিস্টবুলাস ২ (মহাপুরোহিত ও রাজা) -------------- ৬৬/ ৫- ৬৩
এ্যান্তিগনাস (মহাপুরোহিত, রাজা) --------------------- ৪০- ৩৭
বিখ্যাত হেরোদ --------------------------------- ৩৭- ৪

যিহুদীয়ার শাসন কর্তা খ্রীষ্টপূর্ব ৪ থেকে খ্রীষ্টাব্দে ৭০ যিরুশালেম ধ্বংশ পর্যন্ত।

আর্খিলায় ------------------------------------ খ্রীষ্টপূর্ব ৪- খ্রীষ্টাব্দ ৬

<u>রোমীয়দের শাসনামল</u>

কপোনিয়াস -- ৬- ৯
মার্কুস অ্যাম্বিবুলাস ---------------------------------- C ৯- ১২
আনা রাফা -- ১২- ১৫
ভালোরয়িা গ্রেটাস ------------------------------------ ১৫- ২৬
পন্তিয় পিলাত -------------------------------------- ২৬- ৩৬
মার্শেলিও --- ৩৬
মার্শেলিও --- ৩৭
ম্যারিনা ক্যাপিটো ------------------------------------ ? ৪১
হেরোদ আগ্রিপা ১ ----------------------------------- ৪১- ৪৪
কাসপিও ফেডা ------------------------------------- ৪৪ ?
টিবিরিয়া আলেক্সজান্ডার ----------------------------- ?
কুমানো -- ? ৪৮- ৫২
ফিলিক্স --- ৫২- ১৬০
প্রসিও -- ? ৬০- ৬২
আলবিনুস --------------------------------------- ৩৩- ৬৪
গেসিও ফ্লোরিয়া ----------------------------------- ৬৪

আভ্যন্তরিন বাইবেলের সময় সুমহ ঃ- (৪০০- ৫ খ্রীঃ পূর্ব)

A. পারাস্য শাসনামল (৫৩৯/ ৫৩৮- ৩৩২ খ্রীঃ পূর্ব)
B. গ্রীক শাসনামল (৩৩২- ১৬৭ খ্রীঃ পূর্ব)

1| বিখ্যাত আলেকজান্ডার (৩৩২- ৩২৩ খ্রীঃ পূর্ব) মিসিডনিয়ার ফিলিপকে পরাজিত করেন। তাঁর পিতা ৩৩৬ খ্রীঃ পূর্বঃ মধ্যে তার মৃত্যু আলেকজান্ডার রাজা যার কাছে নির্ভর যোগ্য মনে হয় তাদের কাছে সাধারন দুটি ভাগে ভাগ করেনঃ টলোমি এবং সেলিকিও।

২। টলেমিওদের শাসনামল (২৩২- ১৯৪ খ্রীঃ পূঃ) টলেমিও এবং তার রাজ বংশের শাসনামল পলেষ্টিয় থেকে মিশর।
(ক) টলেমিও ১ ("সটের", ৩২৩- ২৮৫ খ্রীঃ পূঃ)
গ্রীক সংস্কৃতি মতে পাপস দ্বীপে আলো প্রজ্বলিত করা। আসদদ, আসকিলন, গাজা এবং জাপা, গেজের, স্ট্রাটো টাওয়ার সীডোন, পটওলেমিও, শমরীয়, বেথসান বর্তমান নাম সাইথোপলিস (গ)পটওলেমি ৫ (একটি শিশু) ১৯৮ খ্রীঃ পূঃ সিলিসিয়দের কাছে পলেস্টিয়রা হেরে যায়।
৩। সিলিসিয়দেও শাসনামলে (১৯৮- ১৬৭) খ্রীঃ পূঃ সিলিসিয়াস ১ ("নিকেটর" ২৮১- ২৬১ খ্রীঃ পূঃ)
আন্তিয়খিয়াস ১ (সিলিসিয়াসের পুত্র ২৮১- ২৬১ খ্রীঃ পূঃ) আন্তিয়খিয়াস ২ কর্নিসকে বিবাহ করে, পটলেমিয়েরই এর কন্যা ২৬১- ২৪৬ খ্রীঃ পূঃ)

আন্তিয়খিয়াস ৩ (সিলিসিয়াসের (৩) ভাই ২২৩- ১৮৭ খ্রীঃ পূঃ)
সেলিকিয় ২ (২৪৬- ২২৬ খ্রীঃ পূঃ)
সেলিকিও ৩ (২২৬- ২২৩ খ্রীঃ পূঃ)
আন্তিয়খিয় ৩ (বিখ্যাত আন্তিয়খিয়া বলা হয়) তিনি পটেলেমিও থেকে পলেষ্টিয়দের দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।
যিহুদীদের মহাপুরোহিত এবং সিমোন ২ (তাঁর পরিবারকে ওনায়িড বলা হয়) হেলেনেষ্টিকেক প্রভাবের বিরুদ্ধে ছিল।
অন্য যিহুদী পরিবার, টবিয়াড, ছিল হেলেনেষ্টিক।
হাসি ডিম "ধার্মিক লোক" যিরুশালেম যে হেলেনেষ্টিদের ানন্দা ও প্রত্যাখ্যান করেছিল।

রোমীয়রা আন্তিয়খিয়াকে পরাজিত কওে ১৮৮ খ্রীঃ পূর্বে এবং তাদেও উপর অনেক দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হল।
সেলুকাস ৪- ১৮৭- ১৭৫ খ্রীঃ পূঃ
আন্তিখিয়াস ১৭৫- ১৬৩ খ্রীঃ পূঃ এ্যাপিফানিস (সেলুকিয়ের ভাই ৪) আন্তিখিয় এ্যাপিফানি মহাপুরোহিতকে সরিয়ে দিলেন, অনিয় ৩ এবং ভাইকে তার জায়গায় নিযুক্ত করা হয় জেসন এবং হেলেনেষ্টিক যিহুদীকে।
হাসিডিম কড়াকড়িভাবে তার বিরোধিতা করেন। তিনি পওে জেসনের সাথে ম্যনেলিয়াসকে মহাপুরোহিত হিসাবে পুনঃ নিযুক্ত করেন। (এবং এর সাথে হাসিডিম আন্তিয়খিও কে মন্দিরের ছাদ তৈরীর কাজে ১৮০০ তালন্ত সোনা ব্যবহার করা হয়েছিল।) রিউমার ছড়ানোর পর তাঁকে হত্যা করা

হয়েছিল বলে সারা যিরুশালেমে ছড়িয়ে পড়ল, আন্তিয়খি মন্দিরের রীতিগুলি বন্ধ করে দিলেন, এবং আদেশ দিলেন যে তাদের শাস্ত্রকে ধ্বংশ করে দেওয়া হয়েছে এবং বিশ্রাম বার পালন করা হবে না। তিনি চেয়েছিলেন যেন যিহুদীরা উপসনা করে। একটি বেদী যিহুদীদের জন্য মন্দিরে বসানো ছিল। যিহুদীরা তাদের সন্তানদের তকচ্ছেদ করাকে অনুমতি দেয়না এবং তারা শুকর মাংস খেতে জোড় করে।

C. মাক্কাবিয় শাসনামল অথবা ইব্রীয়দের স্বাধীনতা ১৬৭ খ্রীঃ পূঃ

১। মাথিয়ান- মদিনে পুরোহিত, ৫ জনের পিতা তার পরিবারকে হাসমোনিও বলে ডাকা হত। হাসমন থেকে শুরু করেই মাথিয়ানের বংশধর।

২। যিহুদা- বলা হয় "মাক্কাবিয়" অথবা "হামর" যিহুদীদের জন্য ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করেছিলেন যার অর্থ গ্যারিনা সেলিসুইডের উপর কল্যান কর কাজ করেছিলেন এবং ইহা উৎস্বগীকৃত করা হয়েছিল। ডিসেঃ ২৫- যদিও বা ১৬৫ অথবা ১৬৪ খ্রীঃপূঃ (হানক অথবা আলোক উৎসব) অনিয়াস ৪ (যিহুদী মৃত্যু মহাপুরোহিতের সন্তানগন) মিশরে লিওটপলিসে মন্দির নির্মান করেছিলেন এবং যিরুশালের রীতি নীতি গুলো নকল করে ছিলেন। এই পুলোহিত্বের লাইন ২৩০ বছর টিকে ছিল।

৩। যোনাথন যিহুদাকে পরাজিত করেন ১৬০ খ্রীঃ পূর্ব- ১৪৩ খ্রীষ্টাব্দে।

৪। যোনাথনের মৃত্যুের পর শিমোন আপনা আপনি ক্ষমতা পেয়েছিলেন এবং ১৪৩- ১৪২ খ্রীঃ পূঃ সেলুসিক রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি পেতে জয়ী হয়েছিলেন। তিনি বংশ গত ভাবেই মহাপুরোহিত তৈরী করেছিলেন এবং সেটি তার জামাতার উপরই দায়িত্ব বর্ণিত ছিল ১৩৪ খ্রীঃ পূর্ব অথবা ১৩৫ খ্রীঃ পূঃ

৫। যোহন হিরকানু (শিমনের পুত্র) তাকে পরাজিত করে ১৩৫- ১০৫ খ্রীঃ পূর্ব শমরিয় মন্দিরকে ধ্বংশ করেন। যোসেফাসের মতে ফরাসী এবং সদ্দুকীরা এখন ইতিহাসে উত্থিত হয়েছে।

৬। এরিস্টবুল ১- ১০৫- ১০৪- খ্রীঃ পূর্ব একবছরের জন্য, যোহনের পুত্র নিজেকে "রাজা" বলে ডাকে তাকে সদ্দুকীরা সাহায্য করেছিল।

৭। আলেক্সজান্ডার জ্ঞানা ১০৪- ৪০৩ খ্রীঃ পূ- ৭৮- ৭৭ খ্রীঃ পূঃ ০৭৬। এবিস্তলসের তাই সম্পর্ক বিধাব শালোককে বিবাহে সে রাজ। সদ্দুকীরা তাকে সাহায্য করেছিলেন। তিনি আন্তিপাকে ইদুমিয়ো একজন গর্ভনর হিসাবে নিযোগ হন। এই আলেক্সজান্ডার। এইটি ছিল জেনিটের ক্ষমতা এবং মাক্কাবিয় বিরাট রাজ্য।

৮। শালোম আলেক্স সান্দ্রিয়া- বাণী হিসাবে ৯ বছর শাসন করেছিলেন- তার পুত্রকে বানিয়ে ছিল হিরকানু (যে ছিল সদ্দকী) মেলিটারী কমান্ডার এই কারন একটি সুশীল যুদ্ধ তাঁদের সঙ্গে। এ্যান্টি পাটের ইদুমিয়ার এবং আরাটাস পেট্রায় নাবাটর রাজা হিকানুসকে সাহায্য করেন। পম্পে রোমীয়দের জেনেরেল, ডেমস্কাসে পৌছেন ৬৩ খ্রীষ্ট পূর্ব এবং উভয়ই হিরকানা এবং আরটিবুলস ২ সাহায্যের জন্য বাড়িয়ে আসে।

D. রোমীয়দের শাসনামল- ৬৩ খ্রীঃ পূর্ব

১। পম্পে- হিরকানাস ২ সঙ্গে আন্তিপাটার- উপদেষ্টা হিসাবে সমর্থন করেন।

২। জুলিয়াস সিজার- যিহুদার শাসনকর্তা হিসাবে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করেন এবং অ্যান্টিপাটার দুইজন সন্তান তৈরী করেন। হেরোদ এবং ফাসেল, মিলিটারীগন সন্মানের সাথে গালীল এবং যিহুদীয়াকে শৃংখলার সাথে দেখেন।

৩। মার্ক আন্তনি (tetrarchchs) তিনটি রাজ্যের যৌথ ভাবে হেরোদ এবং ফাসেলকে নিযুক্ত করেন ৪১ খ্রীঃ পূঃ

৪। পার্থিয় যিহুদীয়াকে পরিচালনা করেন ৪০- ৩৯ খ্রীঃ পূঃ এবং মহাপুরোহিত রাজার মত শাসন করেন। ফাসেল আত্মা হত্যা করার জন্য প্রতিজ্ঞা করেন কিন্তু হেরোদ রোমে লুকিয়ে পরেন এবং আন্তনির সাহায্যে এবং অকটাভিয়াসের সাহায্য নেন। সিনেট তাঁকে যিহুদীদের রাজা বানান। ইহা প্যালেষ্টাইনকে পরিচালনায় আনতে দুইকি তিন বছরের যুদ্ধ করতে হয়েছিল। যখন অকটাভিয়াস এবং আন্তনি (এবং ক্লিও Potra) নিচেনেম গিয়েছিল ৩১ খ্রীঃ পূর্ব। এ্যাকটিয়ামে অকটাভিয়াস রোমীয়দের বিশ্বে শাসন করতে থাকেন এবং হেরোদ তার সাথে তাকে সমর্থন করেন।

৫। হেরোদের শাসনামল ৩৭- ৪ খ্রীঃ পূর্ব- থিওরীতে, এক স্বাধীন রাজা বিদেশীদের সাথে রোম

(ক) এক ইদুমিয়া (অথবা ইদুমাইট)

(খ) হাসমোনিয় শাসনকে দুরে সরিয়ে দেওয়া হয়- সুতরাং সে হাসমোনিয়ের রাজ কন্যাকে বিয়ে করেন, মারিয়ানি। হত্যা ষড়যন্ত্র ইত্যাদি অনুসরন করা হয়।

(গ) তার রাজ্যকে ছাড় দিয়েই নষ্ট করে ফেলেছিল।

(ঘ) বিখ্যাত স্থাপন কারীঃ

(১) সিজারিয়া সমুদ্র দিয়ে

(২) মন্দির শুরু হয়েছিল ২০ অথবা ১৯ খ্রীঃ পূঃ এবং ৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শেষ হতে সময় নিয়েছিল।

(৩) শমরিয় আগস্টাসকে সন্মানে ছোড়া হয়ে আসল।

(৪) সুতরাং বিরুদ্ধ দলেরাও উত্তর পূর্ব জাপাও ঐ একই ধরনের হল।

(৫) ফাসায়েলিস উত্তর যিরিহ ঐ একই ধরনরে হল।

(৬) এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ঘরে মত তেরী করা হয়েছিল যেমন- মাক্কারিয়াস এবং মাসাডার মত।

E. তাঁর পরিবার যারা শাসন করেছিলঃ

(1) আখিলায় ৪ খ্রীঃ পূঁ- ৬ খ্রীষ্টাব্দ যিহুদীয়কে শাসন করেছিল কন্তিু তিনি তা সরিয়ে দিয়েছিলেন এবং শাসক সেই প্রতিষ্টানকে তার কাছে নিয়ে গিয়েছিল। (মথিঃ ২ঃ২০- ২২)

(2) হেরোদ আন্টিপাস- পেরিয়া এবং গালিলি শাসন করেন, যোহন বাপ্তাইজক তা সম্পাদন করেছিলেন। তিবিরিয়তে ইহা গালীল সমুদ্রের তীরে শহর তৈরী করা হয় ২২ খ্রীষ্টাব্দে। ইহা যিহুদী শিক্ষার কেন্দ্র বিন্দু হিসাবে দাড়ায় যিরুশালেম ধ্বংশের ৭০ খ্রীষ্টাব্দে।

(3) ফিলিপ ৩ রাজ্য (Tetratch) শাসন করেন উত্তর পূর্ব প্যালেষ্টাইন। পেনিওনের রাজধানী নির্মান করা হয় (সে হেরোদিয়ার স্বামী নয়) কৈসরিয়া রাজধানী বলা হয়, যদিও বা ইহা কৈসরিয়া ফিলিপ। বৈথসদাকে বৈথসদা জুলিয়াস ডাকা হয়। আগষ্টাস কৈসরের কন্যা।

(4) আন্তিয় খিয় ৪- ১৭৫- ১৬৩ খ্রীঃ পূর্ব ‘‘এ্যাপিফানিস’’ (সিলিসিয়ের ভাই ৪) আন্তিয়খিয়ার এ্যাপিফানিকে মহা পুরোহিত নষ্ট করে দেয়। আনিয়াস ৩ এবং তার ভাইকে তার

জায়গায় নিযুক্ত করেন জেসন, হেলেনীয় যিহুদী। হাসিজিম গভীর ভাবে তার বিরুদ্ধাচরন করেন। তিনি পরবর্তীতে জেসনের সাথে ম্যানিলিয়াসকে মহাপুরোহিত নিযুক্ত করেন (এবং তার সাহায্যার্থে আন্তিয়খিয়াস ১৮০০ তালন্ত স্বর্ণ দিয়ে ছাদ তৈরী করেন। পরে তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে সারা যিরুশালেমে ছড়িয়ে পরে। তার কারন হলো যিহুদী যারা উঠে আসছে, আন্তিয়খিও মন্দিরের রীতি গুলো বন্ধ করেন, তাদের শাস্ত্রকে নষ্ট করে দেওয়ার আদেশ দেন এবং বিশ্রামবার পালন না করার জন্য। তিনি দাবী করেন যে, যিহুদী যেন উপাসনা করে। একটি বেদী মন্দিরে লাগানো ছিল। যিহুদীরা তার সমর্থন করত না সন্তানদের ত্বকছেদ করানোকে এবং তারা শুকর মাংম খেতে জোড় চালাতো।

Kione গ্রীক, ইহাকে বলা হয় হেলেনীয় গ্রীক, আলেকজান্ডারে বিজয়ের সময় (৩৩৬- ৩২৩ খ্রীঃ পূ) মেডিটারিয়ান বিশ্বে এই ভাষা ছিল একই রকমের এবং ইহা ৮০০ বছর স্থায়ী ছিল (৩০০ খ্রীঃ পূঃ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত) ইহা শুধুমাত্র সাধারন ক্লাসিক্যাল গ্রীক ছিল না কিন্তু অনেক ভাবেই গ্রীক থেকে নূতনত্ব যে, ইহা পূর্ব প্রাচীন কালে এবং ম্যাডিতারিয়ান বিশ্বে ইহা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে পরিনিত হয়েছিল।

নূতন নিয়মে গ্রীক ছিল কোন কোন দেশে একাত্বতা ছিল কারন ইহা ব্যবহৃত হয়েছিল লূক এবং ইব্রীয় লেখক, সম্ভবত অরামীয়রা তাদের প্রাথমিক ভাষা হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সেই জন্য তাদের লেখ ইডিওমেরা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ছিল এবং বৈশিষ্ট গঠন ছিল অরামীয়। তারা পড়া এবং উদ্ধৃতি সেপ্টুজিন্ট থেকে নিয়েছিল (গ্রীক অনুবাদ পুরাতন নিয়মের) যেটি Kione গ্রীক থেকে লেখা হয়েছিল যাদের মাতৃভাষা গ্রীক ছিল না।

এই সেবা স্মরন করে যে আমরা নূতন নিয়মের ব্যকরনের বৈশিষ্টকে ঠেলে দিতে পারি না। ইহা একাত্বি এবং তবুও অনেকের সাথে এক যেমন (১) সেপ্টোজিন্ট (২) যিহুদী লেখা যেমন মোষেফাস এবং (৩) পাপেরই মিশরের পাওয়া যায়। কেমন করে নূতন নিয়মের গ্রামারের দিক গুলোকে উপস্থাপন করব?

গ্রামারের যে কোন অংশ Kione গ্রীক এবং নূতন নিয়মের Kione গ্রীকের পদার্থ। বিভিন পন্থায় ইহা একটি সময় সাধারন গ্রামাদের। অবস্থানই হচ্ছে আমাদের প্রধান পরিচালক। শুধুমাত্র একটি বৃহৎ অবস্থানে শব্দের একটি অর্থ আছে।

Kione গ্রীক হচ্ছে প্রাথমিক ভাবে একটি ভাষা। অনুবাদের চাবিকাঠির পদ্ধতি এবং গঠন হচ্ছে মৌখিক। গ্রীক ভার্বের তিনটি ঘটনাকে বিশ্লেষন করে অবশ্যই নোট করা হয়েছেঃ

(১) কালের (tense) এর প্রাথমিক ভিত্তি বাক্য এবং অবস্থা (দুর্ঘটনা অথবা দেহ গঠন সম্পর্কে শিক্ষা)

(2) নির্দিষ্ট ভার্বের প্রাথমিক ভিত্তি (Lexicography)

(3) অবস্থান প্রবাহিত হওয়া। (Syntax)

১। Tense কালঃ

A. কাল বা সময় াবৎন এর সম্পর্কের সাথে যুক্ত কাজকে শেষ করা এটিকেই বলে "খাঁটি" এবং "অখাঁটি" কোন নূতনত্ব কিছু নেই গ্রহন করার জন্য যে কিছু ঘটেছিল! ইহাকে বলা হয়

ÒPerfective” এবং “imperfectiveÓ

(১) Perfective tense একটি কাজের ঘটনার উপর দৃষ্টি আকর্ষন করে। কিছু ঘটনা ছাড়া পূর্বে কোর কিছু জ্ঞাপন করা হয়নি। ইহা গতিশীল প্রক্রিয়ায় শুরু হয়েছে অথবা সব্বোর্চ সীমায় উত্থাপন করা হয়নি।

(2) Imperfect tense গতিশীল/ চলমান কাজের উপরই দৃষ্টি আকর্ষন। ইহা সরল কর্ম, নির্দিষ্ট সময়ের কাজ, গঠন মূলক কাজ ইত্যাদি কাজের উপর বর্ণনা করতে পারে ইত্যাদি।

B. Tense বিভিন ধরনের হতে পারে সেটা নির্ভর করে লেখকের উপর সে কিভাবে তার গঠন এবং কার্যক্রমকে দেখে।

(১) ইহা সংঘঠিত হয়েছিল = AORIST.
(2) ইহা সংঘঠিত হয়েছিল এবং ফলের জন্য অপেক্ষমান = perfect.

(১) Perfect Tense: এটি কর্ম শেষ এবং সাথে তার ফলাফল সম্পর্কে বলা হয়েছে। অন্যদিকে ইহা ছিল আবার যৌথ ভাব AORIST এবং PERFECT tense. সাধারনত এটি তার অপেক্ষিত ফলাফলকে অথবা কার্যক্রম শেষ হওয়াকে নির্দেশ করে। উদাহরন স্বরুপ ইফিঃ ২ঃ৫ এবং ৮ আপনি গতিশীল ভাবেই উদ্ধার পাচ্ছে।

(২) Pluperfect Tense: এটি ঠিক Perfect এর মত অটেক্ষিত ফলাফল খোশ ছাড়া। উদাহরন স্বরুপ যোহনঃ ১৮ঃ১৬ “পিতর দরজার বাইরে দাড়িয়ে ছিল।”

(৩) Present Tense: এটি অসমাপ্ত ও সম্পূর্ণ কাজের উপর বলা হয়েছে। এটি সাধারনত চলতি ঘটনার উপর দৃষ্টি গোচর করে থাকে। উদাহরন স্বরুপ ১ম যোহনঃ ৩ঃ৬ এবং ৯, “প্রত্যেক জনই তার অপেক্ষাতে পাপে রত নয়।” প্রত্যেকেই ঈশ্বর থেকে জাত হয়েছে তারা পাপে পড়তে পারে না।

(৪) Imperfect Tense: এই tense এর মধ্যে বর্তমান কালের বা (Present tense G i) সম্পর্ক রয়েছে। Imperfect অসম্পূর্ণ কাজের উপর কথা বলেন যে, ঘটেছিল কিন্তু এখন অনুসন্ধান করছে অথবা শুরু থেকেই এর কাজ অতীতে হয়েছে। উদাহরন স্বরুপ মথিঃ ৩ঃ৫ ‘তখন সমস্ত যিরুশালেম রীতি মত তাঁর কাছে যাবে” অথবা “যিরুশালেম তখন তার দিকে যেতে শুরু করবে।”

(৫) Future Tense: এটি বলা হচ্ছে যে, ভবিষ্যৎের জন্য কি পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইহা অব্যক্ত ঘটনা গুলোই সত্যিকার ঘটনার চেয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

2 | Voice বাচ্যঃ

A. Voice বাচ্য কাজ এবং ইহার বস্তুর বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করে।

B. Active Voice (সক্রিয় বাচ্য) ছিল সাধারনত, আশাবাদী, জোর না দিয়ে বিষয় কাজের উপর নির্ভর করে।

C. Possive Voice বলতে Subject বাইরের কারোর দ্বারা ক্রিয়া সম্পাদন করাকে বুঝায়। বাইরের কারোর প্রতিনিধি মাধ্যমে ক্রিয়া সম্পাদন করাকে গ্রীক দিয়ে নূতন নিষয়ে Preposition দিয়ে বিভিন ভাবে নির্দেশনা প্রদান করেন।

(১) সরাসরি একজন ব্যক্তিগত প্রতিনিধি ÒhopoÓ সঙ্গে ABLATIVE case (মথিঃ ১ঃ২২ পদ, প্রেরিতঃ ২২ঃ৩০ পদ)

(২) মধ্যস্থ্যতা কারী একজনকে প্রতিনিধি "diaÓ দ্বারা ABLATIVE case এর সঙ্গে। (মথিঃ ১ঃ২২)

(৩) ব্যক্তিগত নয় এমন প্রতিনিধি সাধারনত Ôen দ্বারা Instrumeutal case এর সঙ্গে।

(৪) অনেক সময় ব্যক্তিগত অথবা ব্যক্তিগত নয় এমন প্রতিনিধি দ্বারা Instrumeutal case একক মাত্রকে বুঝায়।

D. Middie Voice (মধ্য বাচ্য) বলতে বিষয়ই কার্য্যক্রেমের উৎপাদন করবে এবং ইহা সরাসরি ক্রিয়ার কার্যক্রমে অংশ নিবে। এই বাচ্যকে বলা হয় ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে প্রকাশ করা। এই রচনা ইংরেজীতে পাওয়া যায় না। ইহার অর্থ সম্ভবত বৃহাদাকার এবং গ্রীক অনুবাদ করা হয়েছে। তার গঠন সম্পর্কে কিছু উদাহরন নিমে দেওয়া হল ---------------

(1) Reflexive: সরাসরি বিষয়বাতি নিয়েই কার্য্য সম্পাদন। উদাহরন মথিঃ ২৭ঃ৫ "নিজেই ঝুলেছিল"

(2) Intersive: বিষয় বস্তু কার্য্য সম্পাদন করতে নিজেই উৎপাদন করেছিল। উদাহরন ২করঃ ১১ঃ১৪ "শয়তান নিজেই মাত্রফারাদাস দুতের আলোতে।"

(3) Reciprocal: দুইটি আভ্যন্তরিন বিষয় বস্তু। উদাহরন মথিঃ ২৫ঃ৪ তার "একে ওপরের সাথে পরামর্শ করে।"

3 | MOOD (MODE) মনের ভাবঃ

A. Koine গ্রীকে মনের ভাব প্রকাশের ৪টি উপায় আছে। তারা ক্রিয়ার সত্যটা সম্পর্কে নির্দেশ দান করে। অন্তত্য পক্ষে লেখকদের নিজের মনের মধ্যে। Mood বৃহদাকারে দুইটি কেটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে যে সত্যটাকে এবং সম্ভাব্য সূচক বাক্যকে নির্দেশ দিয়ে থাকে (Subjunctive, imperative and Optative.)

B. Indicative Mood (নির্দেশকের ভাব) ইহা সাধারন ভাব কার্য্য সম্পাদনকে ব্যাখ্যা করার জন্য যে, এ ঘটনা অত্যন্ত পক্ষে লেখকের নিজের মনে যেন ঘটে। ইহা ছিল শুধুমাত্র গ্রীক ভাব বিভিন সময় ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং এখানে এ ঘটনাটি ২য় তম।

C. Subjunctive mood ইহা সাধারন ভবিষ্যতের কার্য্য সম্পাদন বুঝায়। কোন কোন সময় ইহা নাও ঘটতে পারে কিন্তু পছন্দ মত পরিবর্তন ইহা পরিবর্তন। ইহা অনেক সাধারনের ভাবেই Future indicative এ ছিল। ভিনতা হচ্ছে যে Subjective কিছু সন্দেহের মাধ্যমে মাত্রা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে। ইংরেজীতে এটি Could, Would. May ov. Might দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে।

D. Opralive mood: এটি ব্যাখ্যা করে যেটি পাঠ্য যেটি পাঠ্য পুস্তকে বর্ণিত অনুসারে সম্ভব। ইহা আরেকটি ধাপে বিচার বিশ্লেষন কওে সত্যটি সত্যটি থেকে subjective. Portative ব্যাখাকরে বিভিন অবস্থানের সম্ভাব্য বিষয় গুলো। Oplative নূতন নিয়মে খুবই অল্প সংখ্যক বা দুলর্ভ। ইহা শুধুমাত্র পৌলের প্রধান শব্দ গুচ্ছ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। "ইহা কখনও হতে পারে না" (কে ও ঠঃ

“ঈশ্বর বাধা”) ১৫বার ব্যবহার করা হয়েছে। (রোমীয়ঃ ৩ঃ৪,৬,৩১; ৬ঃ২,১৫; ৭ঃ৭,১৩; ৯ঃ১৪; ১১ঃ১, ১১ঃ১ম করঃ ৬ঃ১৫, গালাঃ ২ঃ১৭, ৩ঃ২১, ৬ঃ১৪)

E. The imperative mood. সেটি সম্ভব সেটাকে জোড় দেওয়াকে বুঝানো হচ্ছে, কিন্তু জোড়টি বক্তার উদ্দেশ্যেও উপরই জোড় করা হয়েছে। এখানে বিশেষ ভাবে প্রার্থনা এবং তৃতিয় ব্যক্তিকে অনুরোধ করার জন্য Imperative টি ব্যবহার করা হয়। এই আদেশ শুধুমাত্র পাওয়া গিয়েছিল Present এবং Aorist tense এ নূতন নিয়মে।

ঋ. কিছু গ্রামারের নমুনা Participles অন্য আরেকটি পদ্ধতির ভাবের মত। তারা অত্যন্ত একই ধরনের গ্রীকের সাথে নূতন নিয়মে। সাধারনত সজ্ঞায়িত করা হয়েছে মূখ্য অফলবপঃরাব হিসাবে। তারা ঈড়হঃরহঁব অনুবাদ করানো হয়েছে যেটি প্রধান ক্রিয়ার তাদের সম্পর্ক আছে। একটি বৃহৎ ভিনতা ছিল ইহাকে অনুবাদ করতে। ইহা অত্যন্ত প্রয়োজন যে বিভিন ইংরেজী অনুবাদের পরামর্শ নেওয়া। বাইবেলে ২৬টি অনুবাদ প্রকাশনা করা হচ্ছে, বেকার হচ্ছে তার মধ্যে বিরাট সাহায্য কারী।

G. The Aorist active indicative ছিল সাধারন অথবা “ছিহিতে দ্বারা” যে ঘটনা গুলি নথি করা হবে। অন্যান্য Tense, Voice অথবা mood তাদের কিছু নির্দিষ্ট লেখ তাদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে চেয়েছিল।

IV. ব্যক্তি বর্গদের জন্য গ্রীক অতি পরিচিত ভাষা নয় এই জন্য এটি স্টাডি করে যথেষ্ট ধারনা লাভ করতে পারে।

A. ফ্রিবার্গ, র্কবারা এবং তিমথি– Anylaytical GK n.t. Ground Rapid Bakov-1988

B. Marshall, Alfred, Interlinear, Greek, English, New Teslament Grand Rapid, Zonolevvan 1976.

C. Mounce, Williana D. The Anatytiecal Lexicon to the Greek New Testament. Ground Rapid Zondorvan 1993.

D. Summers. Ray. Essential Koine Greek Correspondence course are available threregh Bible Institute in Chicago, IL.

V. বাক্য গঠনে নামকে Case দ্বারা শ্রেনীবিন্যাস করা হয়। ঈধংব ছিল ধাতু দ্বারা গঠন Noun এর ইহা ক্রিয়ার সাথে সম্পর্ক দেখিয়েছেন এবং অন্য অংশের বাক্য সমূহকে। Koine গ্রীক অনেক কার্যক্রম গুলোই Preposition নির্দেশনা দান করা হয়েছে। সেহেতু Case গঠন ছিল বিভিন সম্পর্কে। চিহ্নিত করে বিভিন আলাদা গঠনে সামর্থ। এই Preposition সম্ভবত কার্যক্রম গুলোকে পরিষ্কার ভাবে উনত করতে সাহায্য করে।

B. গ্রীক Case কে নিম লিখিত ৮টি শ্রেনী ভাগ করা হয়েছেঃ

1. No minative case কোন কিছুকে নাম করার জন্য বাক্যে Subject হিসাবে ব্যবহৃত হয়। Predicate noun হিসাবেও ব্যবহার করা হয় ক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত রেখে Ôto beÕ অথবা ÔbecomeÕ ইত্যাদি।
2. The Genetive case ইহা Genetive case হিসাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল কিন্তু ইহা আলাদা ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, ইহা সাধারনত নোট করা হয়েছে আলাদা সময় থেকে জায়গা, উৎস, আদি অথবা ডিগ্রী। ইহা বারবার ইংরেজী Preposition Ôfrom” দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।

3. The Ablation case: ইহা Genetiue case থেকে একই ভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল কিন্তু ইহা আলাদাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইহা সাধারনত নোট করা হয়েছে আলাদা সময় থেকে, জায়গা উৎস, আদি অথবা ডিগ্রী। ইহা বরংবার ইংরেজী Preposition " from, দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
4. The Dative Case ঃ- এটা ব্যাক্তিগত ইচ্ছাকে আলোচনা করা হয়েছে ইহা ইতিবচক এবং নেতিবাচক দিক গুলো নির্দেশ করে। যদি ও বা এটি প্রত্যক্ষ বিষয় বস্তু। ইহা ইংরেজী Preposition to ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে ।
5. The Location Case: এটা ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে আলোচনা করা হয়েছে ইহা ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকগুলো নির্দেশ করে। যদি ও বা এটি প্রত্যক্ষ বিষয় বস্তু। ইহা ইংরেজী Preposition to দিয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে।
6. The instrumata Caus ঃ- থেকে প্রয়োগ করা হয়েছে। ইংরেজী prepostive by or with দিয়ে ব্যবহার করেছেন।
7. **T**he Causative Case ঃ- কাজের পরিসমাপ্তির কথা বর্ণনা করে ব্যবহার করেছে। ইহা নির্দিষ্ট/ পরিমান মত ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ইহার প্রধান ব্যাবহার্য্য হল হয় Object. ইহা প্রশ্নের উত্তর আন করে। "কতদূর ? কত বৃদ্ধিতে ?
8. The Vocative Case ইহা সরাসরি উপস্থাপনের জন্যই ব্যবহার হয়ে থাকে।

VI. Canjunctions and Connectors (সংযোগ এবং সংযোগ স্থাপনকারী) গ্রীক অত্যন্ত সঠিক ভাষা কারন ইহা অনেক গুলোর সাথে যুক্ত । তারা চিন্তার আথে ও জড়িত হয়েছিল (Clause) বাক্য এবং প্যারাগ্রাফ) তারা একই ধরনের যে তাদের অনুপস্থিতি সত্যিকার ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ঘটনার ফল হিসাবে এই সংযোগ ও সংযোগ স্থাপনকারী লেখকদের চিন্তাধারা দিকনির্দেশনা সম্পর্কে দৃষ্টিগোচর করেন।

4. এখানে কিছু Cryunction and Connections এবং তাদের অর্থসমুহ দেওয়া আছে। এ সমস্ত বাতা H E. Dane এবং Julius K. Mantry's Manual Grammar গ্রীক নতুন নিয়ম।

সময় সংযোগকারী ঃ-

- Epe, epeid, e, hopole has, hote, hotan = কখন
- Hoes – "while" = যখন
- Hatan epan "wheneuer" = যে কোন সময়
- Hoes, achri mechri = until = যতক্ষন
- Priv (infin) – " before" = পূর্বে

F "hosb ধরে when; কখন "as" "মত"

২। যুক্তিতে সংযোগকারী

(a) উদ্দেশ্য

- Hina (subj). Hopos (subj) hos"

(b) (ফল এখানে গভীর ভাবে গ্রামারের গঠন উদ্দেশ্য এবং ফলের সাংগঠনিক সম্পর্কে রয়েছে

- Hose
- Hiva (sub) "so thal" সুতরাং
- Are – (so = সুতরাং

(c) কারন

- Gar (কারন/ প্রয়োজ্য অথবা কারন পরিশেষে) because"
- Dioti tcotiy – "because"
- Epi, epeide, hos – "since"
- Dia (with accusative)---(with articular infin) – "because"

(d) সিদ্ধান্তমুলক ঃ-

- Ara, poinum, host – "therefore" "সেজন্য"
- Dio (জোড়া গুলো সিদ্ধান্ত মুলোক সংযোগ) on which account" কোন বিবেচনায়, "wherefore" কি জন্য, therefore সেই জন্য"
- **"**Oun – therefore**"** সেই জন্য "so" সুতরাং "then" তখন Cousequntlyচ ফল অনুসারে।
- Toinoun – ÒaccordinglyÓ তদনুসারে,

(E) বিরোধ সূচকঃ Adversative or contrast:

(1) Alla (কঠোর বিরোধ সূচক) ÒbutÓ কিন্তু Òexcept" বর্জন করা।
(2) De - Ôbut' কিন্তু ÒhoweveÓ "যে কোন ভাবে" ÒyetÓ তবু "on the other handÓ "অন্যথায়"
(3) Kai – Ôbut' কিন্তু
(4) Mentou, oun – ÒhoweverÓ "যে কোন ভাবে"
(5) Plen – Ònever-the-lessÓ (সবচেয়ে লূকের সুসমাচারে)
(6) Oun – ÒhoweverÓ "সে যাহা ইউক"

(F) Comparison (তুলনা)

(1) Hos, Kathos (পরিচিতি তুলনা করা)
(2) Kata (in compound, katho, kathoti, kathosper, kathoper)
(3) Hosos (ইব্রীয়তে)
(4) E – ÒthanÓ তখন

(G) ধারাবাহিক Covlevuative or Series:

(1) De – Òand” এবং Ònow” এখন
(2) Òkai” = Òand” এবং
(3) Tei - Òand” এবং
(4) Kina, oun, - Òthat” যে
(5) Oun – Òthen” পরে (যোহনে)

3. জোড়ালো ভাবে ব্যবহার করা Emphatic usages:

(a) Alla – Òcertainty” Òনিশ্চয়তা” Òyea” Òin fact” (বাস্তবে)
(b) Ara – Òindeed”, Òপ্রকৃত পক্ষে” Òcertainly”, “নিশ্চয়ই” Òreally” সত্যিকার ভাবে।
(c) Gar – “but really”, “কিন্তু সত্য” “certainly” “নিশ্চয়ই” “indeed” প্রকৃত পক্ষে।
(d) De – “indeed” প্রকৃত পক্ষে।
(e) Can” – “even” সমান
(f) Kai – “even” সমরুপ “indeed” পকৃত পক্ষে “really” সত্যিকারে
(g) Mentoi – “indeed” প্রকৃত পক্ষে
(h) Oun “really”, সত্যিকারে, “by all means” তার মানে

VII শর্তসাপেক্ষ বাক্যঃ

A. একটি শর্তসাপেক্ষ বাক্য এই যে, একটি অথবা তার অধিক শর্তসাপেক্ষেই বহন করে। এটি ব্যকরন গত ভাবেই অনুবাদে সাহায্য করে কারন ইহা কারন, অবস্থান, ক্রিয়ার প্রধান কার্যক্রম প্রধান ক্রিয়ার উপস্থিত হয়েছে কিংবা হয় নাই। এখানে ৪ ধরনের শর্তসাপেক্ষ বাক্য আছে। তারা সেখান থেকে সরে পড়ল যে যেটাকে লেখকের প্রেক্ষাপট থেকে সত্য মনে করা হয়েছিল অথবা তার উদ্দেশ্যের জন্য যে, যেটি শুধুমাত্র তার ইচ্ছাই ছিল।

B. প্রথম শ্রেনীর শর্তসাপেক্ষ বাক্য কার্যক্রমকে ব্যাখ্যা করে অথবা এবং সেটিকে সত্য বলে মনে করা হয় লেখকের প্রেক্ষাপট থেকে অথবা তার লক্ষের জন্য এমনকি ইহা রিঃয এবং রভ দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। বিভিন অবস্থায় ইহা “sinceচ ধরিয়া দিয়ে ব্যাখ্যা হতে পারে (মথিঃ ৪:৩, রোমীয়ঃ ৮:৩১ পদ) যে কোন ভাবেই হউক ইহার অর্থ ইঙ্গিত করা নয় যে সকল প্রথম শ্রেনীর শর্তসাপেক্ষ সত্যটায় ঠিক। এই জন্য তারা চিহ্ন তৈরী করতে শুরূ করেছে ‘‘তর্ক বিতর্ক অথবা বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে (মথিঃ ১২:২৭ পদ)।

C. এটি দ্বিতীয় শ্রেনীর শর্তসাপেক্ষ বাক্য “একে বলা হয় বাস্তবে বিরুদ্ধ” । ইহা কিছু নির্দেশ করে যে অসত্যকে সত্যে তৈরী করতে। উদাহরন স্বরূপঃ-

(১) “যদি সে সত্যিকারে ভাববাণী, যদি সে নয়। তিনি জানবেন এবং কি ধরনরে এই নারীর বৈশিষ্ট যে দৃঢ়রূপে তাঁর প্রতি সংলগ্ন হয়েছিলেন কিন্তু তিনি তা করেননি (লূকঃ ৭:৩৯)

(২) “যদি তুমি মোশীতে সত্যিকার ভাবে বিশ্বাস কর যেটি তুমি করনি, তুমি আমাতে বিশ্বাস করবে যেটা তুমি করতে পার না (যোহনঃ ৫:৪৬)

(৩) আমি এতে কার প্রশংসা পাবার চেষ্টা করছি, মানুষের না ঈশ্বরের? নাকি মানুষকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করছি? আমি যদি এখনও মানুষকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টা করি তবে তো আমি খ্রীষ্টের দাস নই। (গালাঃ ১ঃ১০)

D. তৃতীয় শ্রেনী বলছে সম্ভবত ভবিষ্যৎ কার্যক্রম। ইহা পুরোপুরি ধারনা করা হয় যে, তার কার্যক্রম গুলোকে। ইহা সাধারনত কিছু পাওয়ার সম্ভবনাকে বুঝায়। প্রধান ক্রিয়ার কার্যক্রম হলো সম্ভবনা কিছু পাওয়ারূরঃ ইহা। উদাহরনঃ ১ যোহনঃ (১ঃ৬, ১০ঃ ২ঃ৪, ৬, ৯, ১৫, ২০, ২১, ২৪, ২৯, ৩ঃ২১, ৪ঃ২০, ১৪, ১৬,)

E. ৪র্থ শ্রেনী আরো উচ্চ সম্ভাবনাকে মুছে ফেলা হয়েছে। ইহা নূতন নিয়মে অত্যন্ত দূরহ ব্যাপার।

VIII (৮) বাধা সকলঃ

A. Present imperative: আমি'র সঙ্গে Particle বারাংবার (কিন্তু কণ্ঠর পন্থি হয়ে নয়) পদ্ধিতির মধ্যে দিয়ে কাজ করার জন্য জোড় দেওয়া হয়েছে। কিছু উদাহরন "তোমরা পৃথিবকে আপনাদো জন্য ধন সঞ্চয় কর না ----- (মথিঃ ৬ঃ১৯) "তোমার জীবনের জন্য তুমি চিন্তা কর না (মথিঃ ৬ঃ২৫ পদ) "দেহের কোন অংশকে অন্যায় কাজ করবার হাতিয়ার হিসাবে পাপের হাতে তুলে দিও না। (রোমীয়ঃ ৬ঃ১৩ পদ) "তোমরা ঈশ্বরের পবিত্র আত্মাকে দুঃখ দিও না, যাঁকে দিয়ে ঈশ্বর মুক্তি পাবার দিন পর্যন্ত তোমাদের সীল মোহর করে রেখেছেন, (ইফিঃ ৪ঃ৩০ পদ) এবং "মাতাল হয়োনা তাতে উছশৃংখল হয়ে পড়বে" (ইফিঃ ৫ঃ১৮)

B. The Aorist Subjunctive: আমার সঙ্গে (Particle) ক্ষুদ্র অংশ 'জোর দেওয়া আছে, "কোন কাজ শুরু কর না, " কিছু উদাহরন - অনুমান করতে শুরু কর না ---- মথিঃ ৫ঃ১৭ কখনও দুঃখ করতে শুরু কর না ---- (মথিঃ ৬ঃ৩১) 'তুমি কখনও লজ্জা পাবে না -- ।" ১ম করঃ ৮ঃ১৩ পদ।

C. The Double Negative with the Subjective mood: খুব জোড়ালো মতবাদ। "কখনও না" অথবা কোন ঘটনার বশবতী হয়ে নয়" কিছু উদাহরনঃ "আমি আপনাদের সত্যি বলছি, যদি কেউ আমার কথায় বাধ্য হয়ে চলে তবে সে কখনও খাব না, কখনও না' ---- (১ম করঃ ৮ঃ১৩ পদ)

IX অনুচ্ছেদ Article:

A. Koine গ্রীকে যে অনুচ্ছেদ বা (Article) হচ্ছে Ôthe' ইহা ইংরেজীতে এ একই ভাবে ব্যবহার করা হয় ইহার প্রাথমিক কাজ হলো যে 'নির্দেশ করা' শব্দে মনোযোগ আকর্ষন করার জন্য একপথ অবলম্বন করা হয় নাম ও শব্দ গুচ্ছ। এটি অনেক ভাবেই নূতন নিয়মে লেখকগন ব্যবহার করেছেন। The definite Article ও একই ভাবে কাজ করবে।

১। গঠন মূল আবিষ্কার করা একটি demonstrative Pronoun এর মত।

২। চিহ্নটি পূর্বের মত নির্দেশ দেয় সেটি বিষয় বস্তু অথবা ব্যক্তি হিসাবে পরিচিতি দেয়।
৩। বিষয় বস্তুকে বুঝার পথ হিসাবে বাক্যটি ক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত। উদাহরন স্বরূপঃ "ঈশ্বর আত্মা" যোহনঃ ৪:২৪ পদ "ঈশ্বর আলো" ১ম যোহনঃ ১:৫ "ঈশ্বর প্রেম" ৪:৮,১৬।

B. Koine গ্রীক ইংরেজীর Article 'a' অথবা an কে নির্দেশ করে না। definite article এর অনুপস্থিতি বলেতে
(1) কোন বৈশিষ্ট বা কিছু উন্নত বিষয় গুলোকে প্রকাশ করা।
(2) কোন কিছু শ্রেনীর উপর প্রকাশ করা

নূতন নিয়মের লেখক অত্যন্ত বৃহদাকার ভাবে কিভাবে Article কে নিয়োগ করেছিল।

Xগ্রীক নূতন নিয়মে দেখানোর পন্থাকে জোড় দেওয়া হয়েছে।

A. দেখানোর যে উপায় জোড় দেওয়া হয়েছে নূতন নিয়মে লেখক থেকে লেখক ভিন্নতা রয়েছে। অত্যন্ত সামন্জস্য পূর্ণ এবং রীতি সিদ্ধ লেখকগন হচ্ছে লূক এবং ইব্রীয় লেখক।
B. আমরা আগেই চিহ্নিত করেছি যে, Aorist Active indicative উন্নত এবং অচিহ্নিত করন ছিল জোড় দেওয়ার জন্য কিন্তু অন্য tense, voice অথবা mood ছিল গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ। এটি প্রয়োগ হয়নি যে, Aorist Active indicative গুরুত্বপূর্ণ ব্যকরনের ধারনায় এটি বারবার ব্যবহার করা হয়নি। উদাহরন স্বরূপে রোমীয়ঃ ৬:১০ (দুবার)
C. বাক্য নির্দেশ করা হয় Koine গ্রীকে
১। Koine গ্রীক ছিল একটি ভাষ্যগত ধাতু যেটি স্বাধীন নয়ঃ ইংরেজীর মত শব্দ অনুসারে। সেই জন্য লেখক খুব সাধারন ভাবে আশা করেন তা দেখানোর জন্য।

- লেখক পাঠক বর্গদের নিকট কি জোর দিয়ে দেখাতে চান ?
- লেখক পাঠকদের জন্য কি ধরনের আশ্চর্য চিন্তা তুলেধরতে চান ?
- লেখক এ সম্বন্ধে গভির ভাবে কি চিন্তা করেন ?

২। স্বাভাবিক গ্রীক শব্দ এখনো স্থির হয়নি, তথাপিও যে সমস্ত শব্দ গুলো স্বাভাবিক ভাবে ধরা হয়েছে সে গুলো নিম রূপ ঃ-

(a) ক্রিয়ার সংযুক্তি

(১) Verb (ক্রিয়া)
(২) Subject (উদ্দেশ্য)
(৩) Complement (প্রশংসা)

(b) সকর্ম ক্রিয়া ঃ-

(১) ক্রিয়া
(২) উদ্দেশ্য (Subject)
(৩) বিধেয় (Object)
(৪) পরোক্ষ বিধেয় (Indirecl object)

(C) নাম অনুচ্ছেদের জন্য

(১) নাম (Noun)
(২) পরিবর্তন (Modifire)
(৩) পদান্বয়ী অব্যয় অনুচ্ছেদ (Prepositional phrase)

B. শব্দ ক্রমান্বয়ী ব্যাখ্যা দানের একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়। উদাহরন স্বরূপ ঃ-

(a) তাদের ও অমাদের মধ্যে যে যোগাযোগ্ সম্বন্ধ অছে তা দেখবার তাঁরা আমরা বার্ণবার সঙ্গে ডান হাতদ মেলালেন। (গালা ঃ ২ঃ৯ পদ) "ডান হাত মেলানো মানে আক্ষরিক অর্থ 'স্তম্ভ' যার দ্বার অনেক কিছু বোঝানো হত যারা দলের পেছনের শক্তি বা সামর্থ যোগান।

(b) " খ্রীষ্টের সঙ্গে " (গালা ২ঃ২০) প্রথম জায়গা ছিল। তাঁরা মৃত্যু কেন্দ্রিক মৃত্যু'

(c) ইহা নানা ভাবে অল্প অল্প করে বলেছিলেন । (ইব্রিয়ঃ ১ঃ১) প্রথমে নেওয়া হয়েছিল। ইহা ঈশ্বর কিভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন যে, বিরূদ্ধছিল প্রকাশিত হওয়াকে কেন্দ্র করে নয়।

D. স্বাভাবিক ভাবে কিছু ধাপের উপর জোড় দিয়ে দেখানো হয়েছেঃ

(১) নামের পরিবর্তে যেটি পুনরাবৃক্তি করা হয়েছে যেটি ক্রিয়ার রূপে গঠন উপস্থিত করা হয়েছে ---- উদাহরনঃ- "সত্যি সত্যি আমি প্রতিদিন তোমাদে সঙ্গে থাকব? ---- (মথিঃ ২৮ঃ২০ পদ)

(2) অন্যান্য অনুপস্থিত আশাবাদী সংযুক্ত অথবা যুক্ত পরামর্শ শব্দ এর শব্দ গুচ্ছ, শ্রেনী অথবা বাক্য গুলি। এটাকে বলা হয় এ্যামিন ডেটন (not bound)

যুক্ত অনুপস্থিত গুলি নিচে দেওয়া হলো উদাহরন

(a) পর্বতে দত্ত উপদেশ মথিঃ ৫ঃ৩ (লিষ্টে জোড় দেওয়া হয়)
(b) যোহনঃ ১৪ঃ১ (নূতন বিষয়)
(c) রোমীয়ঃ ৯ঃ১ (নূতন অংশ)
(d) ২ করঃ ১২ঃ২০ (লিষ্টে জোড় দেওয়া হয়)

৩। পূনরাবৃক্তি শব্দ বা শব্দ গুচ্ছ গুলো পরিস্থিতিতে উপস্থাপন করা হয়। উদাহরন, তোঁর গৌরবের প্রশংসা'' (ইফিশিয়: ১:৬, ১২ এবং ১৬) এই শব্দ গুচ্ছটি ব্যবহার করা হয়েছে প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে ত্রিত্বের কাজের

৪। বাগধারা বা শব্দের ব্যবহার (শব্দ) **Sound**

(a) শ্রুতিমধুর পদের পরিবর্তে কোমরতর পদের প্রয়োগ- তাবুর পরিবর্তে শব্দগুলোর বিষয় যেমনঃ ''ঘুমানো' মৃত্যুর জন্য (যোহনঃ ১১: ১১- ১৪) অথবা 'পা' পুরুষ জন ক্রিয়ের জন্য (রুতঃ ৩:৭- ৮; ১শমু: ২৪:৩)

(b) ছলনা পূর্ণ কথা:- ঈশ্বরের নামের পরিবর্তে শব্দ, যেমন - 'স্বর্গরাজ্য' (মথিঃ ৩:২১) অথবা 'স্বর্গের বাক্য' (মথিঃ ৩:১৭)

(c) বলার আকৃতিঃ-

(১) অসম্ভব অতিরঞ্জিত (মথিঃ ৩:৯; ৫:২৯- ৩০, ১৯:২৮)

(২) নীরিহদের উপর মন্তব্য (মথিঃ ৩:৫, প্রেরিতঃ ২:৩৬)

(৩) নরত্বারোপ বা বস্তু (১ম করঃ ১৫:৫৫)

(৪) ব্যাজস্তুতি (স্তুতি স্থলে নিন্দা বা নিন্দা স্থলে স্তুতি)

(৫) কবিতা কারে অংশে (ফিলিঃ ২:৬- ১১)

(৬) শব্দেই উচ্চারিত হয়।

(a) মন্ডলী

(1) ''মন্ডলী'' (ইফিঃ ৩:২১)

(2) ''ডাক'' (ইফি : ৪:১৪)

(3) ''ডেকেছিল'' (ইফি :৪:১৪)

(b) **'Free'** স্বাধীন

(I) ''স্বাধীন মাহলা'' (গালাঃ ৪:৩১)

(II) ''স্বাধীনতা'' (গালাঃ ৫:১)

(III) ''স্বাধীন'' (৫:১)

(d) বাগধারা সম্বন্ধীয় ভাষা - ভাষা যেটি সাধারনত প্রথা - সংস্কৃতিগত এবং নির্দিষ্ট ভাষা,

(১) এটি ছিল আলংকারিক শব্দ ব্যবহারের ''খাদ্য'' এর জন্য (যোহনঃ ৪:৩১- ৩৪)

(২) এটি ছিল আলংকারীক ব্যবহার ''মন্দির'' এর জন্য (যোহন ২:১৯, মথিঃ ২৬:৬১)

(৩) এটি ছিল হিব্রু বাগধারা সহানুভূতির জন্য ''- - - - '' (আদি ২৯:৩১, দ্বিতীয় বিবরনঃ ২১:১৫, লূকঃ ১৪:৩৬, যোহনঃ ১২:২৫)

(৪) ''সর্ব'' (''অনেক'') তুলনা যিশাইঃ ৫৩:৬ ('সব') সঙ্গে ৫৩:১১ এবং ১২ ('অনেক') এই টামর সমার্থক শব্দ হিসাবে রোমীয় ৫:১৮ এবং ১৯।

৫। সম্পূর্ণ ভাষা সম্বন্ধীয় শব্দ গুচ্ছ ব্যবহারের পরিবর্তে স্বতন্ত্র শব্দ ব্যবহার উদাহরন, “প্রভূ যীশু খ্রীষ্ট”

৬। বিশেষ autos ব্যবহার

(a) যখন Articale সাথে ইহা অনুবাদ করা হয়েছিল “একই”

(b) Articale ছাড়া ইহা নামের পরিবর্তে অলাদা অনুবাদ করা হয়েছিল ‘তারা নিজের” ।

E. গ্রীক পড়ে নাই এমন বাইবেল বিষয়ক শিক্ষার্থীগন তারা বিভিন পন্থায় – বুঝতে পারবে।

(1) শব্দকোষ গুলো বিশ্লেনে ব্যবহার করে এবং আভ্যন্তরিন পূর্ব সত্ব গ্রীক/ ইংরেজী শাস্ত্র।

(2) ইংরেজী অনুবাদের তুলনা, বিশেষ ভাবে থিওরি থেকে অনুবাদ গুলির । উদহরন – তুলনা – “শব্দের জন্যই শব্দ”
(KJV. NKJV. ASV. NASB. RSV. NRSV) “গতিশীল সমপ্রক্রিয়া”
উইলিয়ামের NIV. NEB. REB. JB. NJB. TEV
এখানে ভাল একটি সাহায্যকারী হিসাবে বাইবে ২৬ অনুবাদ প্রকাশনা করা হয়েছে বেকারের মাধ্যমে।

(3) বাইবেল ব্যবহারকে জোড় দেওয়া হয়েছে যোশেষ ব্রিয়েন্ট রোথার হাম Joseph Breyant Rotherham (ক্র্যাগল ১৯৯৪)

(4) সাহিত্যিক ভাষার ব্যবহারে অনুবাদঃ

(a) আমেরিকান স্টান্ডার্ড ভারসাম ১৯০১

(b) Young literal Translation of the Bible
ইয়াং লিটারাল ট্রানস্লিশান অব দ্যা বাইবেল
ওবাট ইয়াং (গার্ডেন প্রেস ১৯৭৬)

গ্রামার পাড়া আসলেও বিরক্তিকর কিন্তু ইহা অনুবাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। এ গুলির সংক্ষিত সংজ্ঞা, মন্তব্য, এবং উদাহরন গুলোর অর্থ হচ্ছে সাহিত করা এবং যারা গ্রীক পড়ুয়া লোক নয় তারা যেন ব্যবহার করতে পারে তার জন্যই এই গ্রামারের খন্ডকে দেওয়া হয়েছে। সত্যিকারে এই সংজ্ঞাগুলি অত্যন্ত সহজ ভাবেই দেওয়া হয়েছে। তারা এ গুলিকে মতবাদ মূলক, অনমরীয়– রীতি হিসাবে ব্যবহার করবে না, কিন্তু উনতির উপায় হিসাবে নূতন নিয়মের বাক্য গঠন গুলোকে আরো বৃহদাকারে জানতে পারা। আশা করা হচ্ছে যে, এই সংজ্ঞাগুলো পাঠক বর্গকে নূতন নিয়মের অন্যান্য পড়ার বিষয় গুলো মন্তব্য করতে যেমন টেশনিকাল নির্দেশক বই গুলো বুঝতে সমর্থন করে তুলে।

বাইবেল শাস্ত্র থেকে পাওয়া ঘটনাগুরোর উপরই ভিক্তিকরে আমাদের অনুবাদের বিষয়গুলো সত্যতা যাচাই করতে সম্ভব হবে। গ্রামার হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্যান্য বিষয় গুলোতে যুক্ত আছে ঐতিহাসিক সংযোগ সাহিত্যের অবস্থান ,সমসাময়িকী শব্দ ব্যাবহার এবং সমান সমাস শাস্ত্রাংশ ইত্যাদি।

Appendix Three
Textual, criticism

Gই বিষয় কমেন্ট্রি থেকে প্রাপ্ত বিষয় বস্তু গুলো সে আকারে ব্যাখ্যা প্রদান করতে সেই ভাবেই পরিচালনা করবে। নীচে তিনটি ধারা দেখানো হয়েছে
১। আমাদের বাইবেলই শাস্ত্রের উৎস

A. পুরাতন নিয়ম
B. নতুন নিয়ম

(II) সংক্ষেপে তার সমস্যা ও উপায়গুলোর ব্যাখ্যা কর "ষড়বিৎ পৎরঃপরংস" নিম আলোচনা এটাকেই বলে "মুল বচনের আলোচনা ।
(ওওও) উনততর পড়াশনার জন্য উৎস গুলোর পরামর্শ ঃ-

A. পুরাতন নিয়ম ঃ-

১। Masoretic text (MT) ইব্রীয় ব্যঞ্জন বর্ণের শাস্ত্র ছিল রব্বি আকুইবা ১০০ খ্রীষ্টাব্দে সনিবেশিত করেছিল । ঠড়বিষ, অক্ষর, মুদ্রিত নোট, নিয়মানুবর্তিতা এবং বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বিষয় সংযুক্ত করতে শুরু করে ৬ষ্ঠ শতাব্দিতে এবং ইহা শেষ হয়েছিল ৯ম শতাব্দিতে । ইহা একজন যিহুদী পরিবারের স্কলারের মাধ্যমে করা হয়েছিল তার নাম মেসরেটস (Masoretes) তারা যে ঃ extual গঠনটি ব্যাবহার করেছিল তা একই ভাবে Alishtat । নিমা, তালমুদ, টারগামস, পেসিটা এবং ভূলগেইটেও ছিল।

২। সেপ্টোজিন্ট (LXX) প্রথা অনুসারে বলে যে, সেপ্টোজিন্ট ৭০ জন যিহুদী স্কলারদের মাধ্যমে আলেকজান্দ্রিয়া লইব্রেরীতে - উপস্থাপিত করেন (২৮৫- ২৪৬ খ্রীষ্টাব্দ) অনুবাদটি আলেকজান্দিয়ায় বসবাস কারী যিহুদী নেতাদের দ্বারা করা হয়েছিল।

এই প্রথাটি ঃLetter of Aristeasচ থেকে নেওয়া হয়েছে। (এরিস্টসের পত্র থেকে)

(L X X) সেপ্টুজিন্ট বারবারই বিভিন ইব্রীয় মূল বিষয় মূল বিষয় গুলোর উপর ভিক্তি করে রব্বি এ্যাকুইবা থেকে গৃহিত হয়েছে (M.T)

৩। Dead Sea Scrolls (DSS)
DSS রোমীয় লেখা হয়েছিল খ্রীঃপূর্বে (২০০ খ্রীঃপূ- ৭০খ্রীষ্টাব্দ পর্ব) আলাদা যিহুদী ধর্ম সম্প্রদায় তাদেরকে বলা হয়- Ò(Esenss)" মরুসাগরে বিভিন স্থান থেকে যে ইব্রীয় পান্ডুলিপি পাওয়া গেছে, সে গুলো একটু ভিন ধরনের, ইব্রীয় মূল বচনটি M. T. L X X পরিবার থেকে আলাদা।

৪। কিছু নির্দিষ্ট উদাহরন কিভাবে পুরাতন নিয়ম অনুবাদ জানতে সাহায্য করেছে–

(a) (L X X) সেপ্টুজিন্ট অনুবাদকারী এবং সকলাবদের

(M T) Masoretie Text জানতে সাহায্য করে

(১) L X X সেপ্টুজিন্ট যিশাইয় ২৫:১৪ "অনেকেই তার নিকট কল্পনার হয়েছিল"।

(২) M T যিশাইয়ের 25:14 "অনেকেই তোমার বিষয়ে হতবুদ্ধি হয়েছিল"।

(৩) যিশা: ৫২:১৫ পদ তার L X X †mÞwR‡›Ui cv_K¨ m¤ú‡K K_v e‡j-Bnv mZ¨,

(a) ÒL X X অনেক রাজ্য গুলিই তার কাছে আশ্চার্যের হবে।"

(b) ÒM T সুতরাং অনেক দেশেই সে বিন্দু বিন্দু হয়ে ছড়াবে।"

b. D S S <u>Dead Sea Scroll</u> সাহায্য করেছিল অনুবাদকদের এবং সকলাবদের M T কে জানার জন্য।

(1) D S S যিশাই: ২১:৮ পদ "তখন ভবিষ্যৎ বক্তা চিৎকার করেছিল– আপন পাহারা স্থানে দন্ডায়মান রহিয়াছে।"

(2) M T wh kvBq: 21:8 "আর সে সিংহবৎ উচ্চ শব্দ করে বলল হে প্রভু, আমি দিনমানে নিরন্তর প্রহরী দুর্গে দাড়াইয়া থাকি এবং প্রতি রাত্রিতে আপন পাহারা স্থানে দন্ডায়মান রয়েছি।"

C. উভয় L X X এবং D S S পরিষ্কার ভাবে বুঝতে সাহায্য করেছে। যিশা: ৫৩:১১ পদ:

(১) L X X Ges D S S তাঁর আত্মা "যন্ত্রনার সাথে পরিশ্রমের পর (প্রসব বেদনা) সে আলো দেখতে পাবে, তখন সে তৃপ্ত হবে।"

(২) M T, "তিনি দেখতে পাবে - - - - - - - - - - - তার আত্মার যন্ত্রনা, তিনি তৃপ্ত হবে।

B. নূতন নিয়ম:

(1) সর্ব মোট ৫,৩০০ পান্ডুলিপি গুলি অথবা গ্রীক নূতন নিয়মের বৃদ্ধি হয়েছে। প্রায় ৮৫ জন পাপিরাস এবং ২৬৮ জন পান্ডুলিপিতে সব Capital অক্ষর দিয়ে লিখেছেন। পরবর্তীতে প্রায় ৯ শতাব্দীতে চলমান শাস্ত্রের (ম্যানুনিওল) উন্নয়ন হয়েছিল গ্রীক পান্ডুলিপিতে প্রায় ২,৭০০টি লেখার গঠন আছে।আমাদের প্রায় ২,১০০ কপি লিস্ট শাস্ত্র পাঠ ব্যবহার করা হয় আমাদের উপসনায় এটাকে আমরা সেটাকে বলি "লেকসিনারী"

(2) প্রায় ৮৫ গ্রীক পান্ডুলিপি পাপিরাসে লেখা নূতন নিয়মের অংশ গুলি মিউজিয়াম ঘরে সংরক্ষিত আছে। কোন কোনটির তারিখ দেওয়া হয়েছে ২য় শতাব্দীতে কিন্তু অনেক গুলোই ৩য় এবং ৪র্থ শতাব্দীর। এগুলোর কোনটির সমস্ত নূতন নিয়মকে M S S বহন করে না। কারন শুধুমাত্র পুরাতন কপি নূতন নিয়মের অর্থ সরাসরি এই নয় যে তাদের কিছু ভিনতা রয়েছে। অনেকে একে ত্বরিতে কপি করেছে স্থানীয় হিসাবে ব্যবহার করার জন্য প্রক্রিয়ায় যত্ন করা হয়নি। এই জন্যই তারা ভিনতা বহন করে।

(3) Codex Sinaitieus (পত্রিকার নাম) ইব্রীয় বর্ণ দিয়ে N (aleph) এটি সেন্ট ক্যাথারিন মনাস্ট্রি সিনয় পর্বতে টিসছেন দরফ (Tischendorf) দ্বারা পাওয়া গেছে। ইহা তারিখ করা হয় ৪র্থ শতাব্দী থেকে এবং পুরাতন এবং গ্রীক নূতন নিয়ম উভয়েই বহন করে। ইহা "আলেক্য জান্ডারের শাস্ত্র" পদ্ধতি।

(4) Codex Alexandrines ÒAচ জানে অথবা (০২) ৫ শতাব্দীতে আলেক্র জান্দ্রিয়ায় সে পান্ডুলিপি পাওয়া গিয়েছিল।

(5) Codex vaticunees ÒB” হিসাবে জানা যায় (03) ইহা ভাটিকান লাইব্রেরী থেকে পাওয়া গেছে রোমে এবং এর তারিখ মধ্য ৪র্থ শতাব্দী প্রভু যীশুর মৃত্যুর পর থেকে। ইহা L X X পুরাতন নিয়ম এবং গ্রীক নূতন নিয়ম উভয়টি বহন করে। ইহা আলেক জান্ডারের পদ্ধতির মতই।

(6) Codex Ephraemi C হিসাবে জানা যায় or (04) এটি ৫ম শতাব্দীর পান্ডুলিপি যেটি বিদ্বেষ বশত ধ্বংশ হয়েছেন।

(7) Codex Bezae D হিসাবে জানা যায় (05) ৫ম ও ৬ষ্ট শতাব্দী গ্রীক পান্ডুলিপি। ইহা ÒThe Western Text” এর প্রধান প্রতিনিধি।” ইহা অনেক সংকলন এবং প্রধান প্রধান গ্রীক স্বাক্ষ্য King James অনুবাদে বহন করে আছে।

(8) নূতন নিয়ম M S S ৩টি দলে ভাগ হতে পারে সম্ভবত ৪ পরিবার গুলো বিভিন বৈশিষ্ট গুলো নিয়ে আলোচনা করে।

a. মিশরের আলেক্সজান্দ্রিয়ার শাস্ত্রঃ

(১) p 7 5 p 6 6 (প্রায় A.D. 200) যেটি সুসমাচারে রেকর্ড করা আছে।

(২) p 4 6 (প্রায় A.D. 225) যেটি পৌলের পত্রে রেকর্ড করা হয়েছে।

(৩) p 7 2 (প্রায় 225-250) পিতর ও যিহুদায় রেকর্ড করা হয়েছে।

(৪) Codex B, বলা হয় ভাটিকান (প্রায় A D । 25) যেটি সম্পূর্ণ পুরাতন ও নূতন নিয়মে সংযুক্ত।

(5) অরিগেন ও শাস্ত্র পদ্ধতি থেকেই উদ্বৃতি করা হয়েছে।

(6) অন্য M S S যে এ পদ্ধতিতে দেখিয়েছে N. C. L. W, 33

b. পাশ্চাত্য শাস্ত্র আফ্রিকা থেকেঃ

(1) এটি উত্তর আফ্রিকা চার্চ ফাদারদের থেকে উদ্বৃতি করা হয়েছে, টের্টুলিয়ান, সিপ্রিয়ান, এবং পুরানো ল্যাটিন অনুবাদ থেকে।

(2) ইরানিয়াস থেকে উদ্বৃতি দেওয়া।

(3) টাটিয়ান এবং পুরানো সিরাক অনুবাদ থেকে উদ্বৃতি দেওয়া।

(4) Codex D ÒBezac” অনুসরন করে এ শাস্ত্র পদ্ধতিটি।

C. পূর্ব বাইজেনটাইল শাস্ত্র কনস্টানটিনোপিল থেকেঃ

(1) এই শাস্ত্র প্রতিফলিত করে ৮০% ৫৩,০০০ M S S

(2) সিরিয়ার চার্চ ফাদার অ্যান্টিয়ক উদ্বৃতি দেয় ক্যাপ্পাডোফিয়া, ক্রীসোমটম, এবং থিওদরেট।

(3) Codex A শুধুমাত্র সুসমাচারে।

(4) Codex E (৪র্থ শতাব্দী) সব নূতন নিয়মের

d. ৪র্থ পদ্ধতি সম্ভবত ‘কৈসরিয়’ প্যালেষ্টাইন থেকে।

(1) ইহা প্রাথমিক ভাবে মার্কেই শুধুমাত্র দেখা গেছে।

(2) কিছু স্বাক্ষ্য ইহা p45 এবং W.

II. সমস্যা এবং পুথিগত "নিম আলোচনা" অথবা "বিষয় ভিত্তিক আলোচনা"

অ. কিভাবে ভিনতা ঘটেঃ

(১) (a) এক দৃষ্টি বন্ধ রেখে নকল করতে হবে যেটি নাকি ২য়টি গুরুত্ব পাবে এবং দুইটি শব্দের মধ্যে সাদৃশ্য রেখে অনেক গুলোকে মুছে ফেলতে হবে।

(1) এক অংশ দৃষ্টি বন্ধ রেখে দ্বৈত্য শব্দকে বাদ দিতে হবে এমনকি একটি অংশকেও বাদ দিতে হবে।

(2) এক পাশ চিন্তা বন্ধ রেখে অধ্যায় গুলো পুনরাবৃত্তি করতে হবে। ব্যকরন গত ব্যবহার নয় সেগুলো শাস্ত্রের প্রকৃতটা নয়।

(3) সংক্ষিপ্ত শাস্ত্র গুলোই সম্ভবত প্রকৃত শাস্ত্র।

(4) পুরাতন শাস্ত্র গুলোই অধিক ওজন দেয় কারন ইতিহাসের সত্যটা সর্বদায় সমতা হতে পারে।

(5) M F S ভৌগলিক অনুযায়ী পাঠক বর্গকে প্রকৃত সত্য বলে মনে করা হয়।

(6) মতবাদ অনুযায়ী যে সব শাস্ত্র তলে দুর্বলতা রয়েছে সেগুলোকে প্রধান ধর্মতত্ত্বের ভিত্তিতে আলোচনা ও পান্ডুলিপির বিষয় বস্তু গুলো পরিবর্তন আনা দরকার যেমন ত্রিত্ত্ববাদ সম্পর্কে ১ম যোহনঃ ৫ঃ৭- ৮ পদ প্রাধান্য দেওয়া উচিত।

(7) শাস্ত্র গুলোর উনত ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে প্রকৃত শাস্ত্র ও অন্য থেকে পার্থক্য সম্পর্কে তুলে ধরতে পারে।

(8) দুটি উক্তি ভিনতার সমস্যা ও সমতা সম্পর্কে সাহায্য করতে পারে। (a) নুতন পটভূমি ঃ শাস্ত্র আলোচনাঃ কোন খ্রীষ্টান মতবাদে জুলন্ত ও বিতর্কিত শাস্ত্র নয়। নূতন নিয়ম পড়াশুনায় অবশ্যই সর্তক অপেক্ষা করতে হবে যেন শাস্ত্রটি খুব কথর পন্থী না হয়। মতবাদেই শক্তিশালী শাস্ত্র বাক্যই প্রকৃত শাস্ত্র বাক্যের অনুপ্রানিত করে।

(b) W A Criss will বলেছেন- বার্মিংহাম খবর অনুসারে বাইবেলের প্রতিটি শব্দ অনুপ্রানিত সেভাবে বিশ্বাস করবেন না তিনি আরো বলেছেন শুধুমাত্র প্রত্যেকটা শব্দ নয় কিন্তু আধুনিক প্রকাশনা অনুবাদ গুলো এ শতাব্দীতে অনুপানিত করে না। আমি বিশ্বাস করি বিশেষ ভাবে শাস্ত্র সমালোচনা।আমি এভাবে চিন্তা করি মার্ক সুসমাচারে ১৬টি অধ্যায়ের মধ্যে অর্ধেকটায় ভ্রান্ত মতবাদ এগুলিই কাউকে অনুপ্রানিত করেনি। ইহা শুধুমাত্র উক্তি গুলোকে সনিবেশ করেছেন। যখন আপনি পান্ডুলিপি গুলো অতিতের সাথে তুলনা করেন এবং মার্ক সুসমাচারের উপসংহার গুলো লক্ষ্য করেন তখন মনে হবে যে কেউ এটি সংলোচিত করেছেন অথবা গ্রীক শাস্ত্র অনুসারে সারি থেকে সারি অনুবাদে করতে হবে। এক অংশের শোন

(B) এক পাশের শোনা বন্ধ করে নকল করতে হবে মোখিক বলা গুলো যেখানে বানানে ভুল দেখা যায় সেগুলোকে সংশোধন করা। প্রায় সময়ই বানানের ভুল দেখা যায় অথবা গ্রীক শাস্ত্রের উচ্চারন অনুসারে বানান ভুল থাকতে পারে।

(C) প্রাথমিক গ্রীক শাস্ত্র গুলো কোন অধ্যায় ছিল না অথবা পদের ও কোন ভাগ ছিল না। ছোট আকারে ও কোন নিয়ম নীতি ছিল না। শব্দ থেকে শব্দের ও কোন ভাগ ছিল না। ইহা অবশ্যই সম্ভব হবে অক্ষর থেকে অথবা শব্দ থেকে অক্ষর অথবা শব্দ থেকে বিভিন্ন অর্থ গঠনে ভাগ করা।

২। উদ্দেশ্য প্রনোদিত ঃ

(a) শাস্ত্র থেকে যখন অনুবাদ করা হবে তখন অবশ্যই ব্যকরন গত পরিবর্তন ও উনতি আনা দরকার।

(b) বাইবেলের অংশ থেকে অনুবাদের সময় অন্যান্য বাইবেলের সাথে সম্পর্ক রেখে অবশ্যই পরিবর্তন আনতে হবে।

(c) শাস্ত্রের দীর্ঘ অংশকে অনুবাদের সময় দুটি অথবা একের অধিক শাস্ত্রের সাথে সম্পর্ক রেখে পরিবর্তন আনা দরকার।

(d) শাস্ত্র অনুবাদে সংশোধিত ও বোধগম্য নয় এমন সমস্যাযুক্ত বাক্য ও শব্দের পরিবর্তন আনা দরকার।

(e) অনুবাদের সময় অতিরিক্ত তথ্য ও ঐতিহাসিক অনুসারে ক্রমানুসারে সাজানো এবং প্রত্যেকটা অধ্যায় ও পদের সুস্পষ্ট ভাব অবশ্যই আনা দরকার।

B. শাস্ত্র সমালোচনায় নীতিগত বৈশিষ্টের উপর ভিক্তি করতে হয় যুক্তিকতা নির্দেশনা ও দৃঢ়তা রেখে প্রকৃত শাস্ত্রে বিভিন অনুবাদ গুলো করা হয়।

১। অধিকাংশ ব্যাঘাত জনক

III. পান্ডুলিপির সমস্যা সমূহ ঃ-

(a) অন্যান্য চোখে পড়ার পরামর্শ

(1) বাইবেলের সমালোচনা : H.R. Herison.

(2) নূতন নিয়মের শাস্ত্র : Bruce m. Metzger.

(3) নূতন নিয়মের শাস্ত্র সমালোচনা : J.H. Grieelee.

Appendix Four

Glossary

অভিযোজন ঃ এটি যীশুর প্রভূত্ব সম্পর্কে প্রাথমিক।আদিতে একটি ধারনা ছিল। ইহা মৌলিক ভাবেই বন্দি করা হয়েছিল যে, যীশু ছিল প্রতিটি পদক্ষেপে একজন সাধারন মানুষ এবং বাপ্তিস্মের সময় ঈশ্বর বিশেষ ভাবে উপযোগী করন বা অভিযোজন দিয়েছিলেন। (মথি ৩:১৭, মর্ক ১:১১) অথবা তার পূনরূত্থানের সময় (রোমীয় ১:৪ পদ)। যীশু এই ভাবে উদাহরন মূলক জীবন করেছিলেন, যে। ঈশ্বর কিছু নির্দেশনা সংযোগ করেছিলেন । (বাপ্তিস্ম ,পূনরূত্থান) তাঁকে অভিযোজন দিয়েছিলেন তাঁর "পুত্র" রোমীয় ১:৪ ফিলি : ২:৯ পদ) এটি ছিল আদি খ্রীষ্ট মন্ডলীর এবং চতুর্থ শতাব্দীর ছোট একটি ধারনা। ঈশ্বরের পরিবর্তিত হয়েছে এবং এখন মানুষ "ঈশ্বর" হলেন। ইহা মৌলিক ভাবে

বলা অন্তত্য কঠিন কিভাবে যীশু মানুষ এবং ঈশ্বর হলেন । কেমন করে যীশু ঈশ্বর এবং পুত্র হলেন পূর্ব প্রভূত্বের অস্তিত্ব পুরস্কৃত হয়েছিল অথবা উথাপিত হয়েছে একটি উদাহরন মূলক জীবনের জন্য । যদি সে ঈশ্বর হয়ে থাকেন তবে কিভাবে পুরস্কৃত হতে পারবেন ? যদি স্বগীয় গৌরবের জন্য তাঁর পূর্বে তাঁর পূর্বে অস্তিত্ব ছিল তবে কিভাবে অধিক সম্মানীত হয়েছিল ’ যদি ও বা ইহা হৃদয়ঙ্গম করা অত্যন্ত কঠিন পিতা পুত্রকে অন্যভাবে সম্মান করেছিল। তাঁর সত্যিকার পিতার ইচ্ছাকে পরিপূর্ন করার জন্য।

আলেকজান্দ্রিয়ার স্কুল ঃ বাইবেল অনুবাদের এই পদ্ধতি উনতি লাভ করেছিল আলেকজান্দ্রিয়, মিশরের দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দে।

ইহা ফিলোর (Philo) প্রধান অনুবাদকেই ভিক্তি হিসাবে ব্যবহার করেছিলাম যে (চষধঃং) প্লেটোর অনুসরনকারী। ইহা আলিগরি পদ্ধতি বলে। ইহা মন্ডলীতে ছিল যতক্ষন পর্যন্তনা সংস্কার না হয়। ইহাতে সবচেয়ে অরিগেন এবং আগষ্টিনের পরামর্শ অধিক ছিল। দেখুন **Msises Silva, Has the ehiorch Misred The Bible? (Acamic, 1987,)**

আলেক্সান্দ্রিয়াস ঃ- পঞ্চম শতাদ্ধিতে গ্রীক পান্ডুলিপি আরেক্রজান্দ্রিয়া, মিসর মুক্ত পুরাতন নিয়ম, আপক্রীফা, এবং নূতন নিয়মের অনেকাংশ এখান থেকেই। ইহাই আমাদের প্রধান সাক্ষ্য গ্রীক নূতন নিয়মে পৌছার জন্য। (মথি, যোহন এবং ২করন্থিয় বাদে) যখন পান্ডুলিপিটি পদবী ভুক্ত করা হল ÒAÓ এবং পান্ডুলিপির পদবী ভুক্ত হচ্ছে ÒBÓ (ভাটিকান) এটি পড়ার জন্য তারা অত্যন্ত আগ্রহী ইহা প্রায় লেখকদের দ্বারা অনুমতি পেয়েছিল যেন কিছু ঘটনার দ্বারা সেকালার গন যেন অবিজিনাথ করতে পারে।

Allegory (রুপক) ঃ- এটাও বাইবেল অনুবাদের একটি পদ্ধতি যেটি আগে থেকেই আলেক্রজান্দ্রিয় যিহুদায় উনতি করা হয়েছিল। ফিলো আলেক্রজান্দ্রিয়ার মাধ্যমে বিখ্যাত করে গড়ে তোলা হয়েছিল। ইহা বিশেষ ভাবে জোড় দেওয়া হয়েছিল। শাস্ত্রকে গঠন মূলক ভাবে কথা বলে একটি সংস্কৃতির কাছে অথবা দর্শনে রপদ্ধতিতে বাইবেলের ঐতিহাসিক বিষয় গুলো জানানোর মাধ্যমে এবং অথবা লেখ্য অবস্থানে ইহা শাস্ত্র গোপনীয় বিষয় গুলো খোজে এবং আধ্যাত্তিক অর্থ গুলো বের করতে সাহায্য চেষ্টা করে। ইহা অবশ্যই য়ীশুর কার্যক্রম সম্পর্কেই বলে মথিঃ ১৩ঃ এবং পৌলের গালাঃ ৪ঃ অধ্যায়ের ঘটনার আলোকে সত্যটাকে প্রমার করে। এগুলি যে কোন ভাবে বর্ণনা মূলক ছিল কিন্তু কোন ভাবেই রূপক ছিল না।

বিশ্লেনাষত্বক অভিধান ঃ- এই পদ্ধতি প্রত্যেকটির অংশকে পর্যবেক্ষন করেঃ যেমন- প্রত্যেকটি গ্রীক শব্দ যেগুলো নূতন নিয়মে আছে সেগুলোর প্রত্যেকটির অর্থ চিহ্নিত করতে অনুমোদিত করে ইহা গ্রীকের ক্রমানুসারে ছাপিয়ে *থাকে এবং প্রকৃত অর্থ*নুসারে ও গঠন অনুসারে সাজিয়ে থাকে। শব্দের পরষ্পর সম্পর্ক রেখে অনুবাদে সাহায্য করে ফলে গ্রীক নয় এমন কোন বিশ্বাসী পাঠক ও গ্রীকের গ্রামার অনুসারে ও ক্রমানুসারে বিশ্লেষনাত্বক বর্ণনাটি বুঝতে পারে।

শাস্ত্রের সাদৃশ্যে ঃ- এ অধ্যায়ে ব্যবহৃত বাইবেল ঈশ্বর দ্বারা অনুপ্রানীত এই উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয় তাই বিতর্কিত ভাবে নয় কিন্তু সম্পাদন মূলক বর্ণনায় করা হয়। এই পূর্ব সমর্থিত অনুমোদনের জন্যই শাস্ত্রের বিভিন্ন অংশের সাথে বিভিন্ন অংশের সাদৃশ্য রেখেই বাইবেলের বিভিন্ন অংশ অনুবাদ করা হয়েছে।

দ্ব্যর্থক বর্ণনা (দুই প্রকারের বর্ণনা) ঃ- এখানে কোন অনিশ্চিয়তা এবং ফলাফল সম্পর্কে লিখিত নথিপত্র হিসাবে সংরক্ষিত করা হয় যেখানে দুটি ও অথবা অধিক বস্তু সম্পর্কে একই সময়ে একই ভাবে ইঙ্গিত দান কর। ইহা যোহন উদ্দেশ্য মূলক ভাবে দ্ব্যর্থক অর্থে বিভিন্ন সময় ব্যবহার করেছেন।

মানুষ সম্বন্ধীয় ঃ- এই অধ্যায়ে বহন করে মানুষের মানবিক বৈশিষ্ট সমুহকে ধারনাটি আমাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে ঈশ্বর সম্পর্কে মানবিক ভাষায় বর্ণনা করা হয়। ইহা গ্রীক পদ্ধতিতে মানুষের জন্য আসে ইহার অর্থ এই যে আমরা ঈশ্বর সম্পর্কে কথা বলি যেন তিনি একজন মানুষ ছিলেন ঈশ্বরকে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে শাররিক ভাবে, সামাজিক ভাবে, এবং মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে যেখানে মানবিক দিনের সাথে সম্পর্কিত (আদিঃ ৩ঃ৮, ১ম রাজাঃ ২২ঃ১৯-২৩) এটি অবশ্যই বিশ্লেষণতাত্ত্বক বর্ণনা। যা হোক সেখানে কোন বৈশিষ্ট অথবা কোন পদ্ধতি অন্যান্য মানুষ সম্পর্কে আমাদের কাছে বর্ণনা নেই। অতএব ঈশ্বর সম্পর্কীয় আমাদের জ্ঞান যদিও সত্যটায় আছে তথাপি সীমিত।

আন্তিয়খিয় স্কুল ঃ- এই পদ্ধতিটি বাইবেল অনুবাদের ক্ষেত্রে সিরিয়ার আন্ত-য়খিয়াতে ৩য় শতাব্দীতে অনেক উনত করেছিল প্রতিক্রিয়া স্বরূপ মিশরের আলেক্সজান্দ্রিয়াতে রূপক পদ্ধতিটি ব্যবহার করেন। ইহা বিশেষ ভাবে নির্ভর করেছেন বাইবেলের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ ও তুলে ধরতে। ইহা বাইবেলকে সাধারন ও মানুষের সাহিত্য হিসাবেই অনুবাদ করছেন। এই স্কুলটি পরবর্তীতে বির্তকে জড়িয়ে পড়ে কারন খ্রীষ্টকে দুটি সত্তায় (নেষ্টারিয়ানজিম) অথবা একটি স্বভাব যেখানে পুরোপুরি ঈশ্বর এবং পুরোপুরি মানুষ ইহা রোমান কাথলিক মন্ডলী উত্তরাধিকারী হিসাবে আবদ্ধ এবং পাস্টিয়ার অন্ত-র্ভূক্ত কিন্তু আন্তিখিয় স্কুলে অবদান অতি নগন্য ছিল। ইহা বিশ্লেষণাত্তক পদ্ধতিটি প্রাধান্য দেয় ও পরবর্তীতে উনত অনুবাদের পদ্ধতিটি প্রটেষ্টান্ট সংস্কারগন ধারন করেন (লূথার, ক্যালভিন।)

পর্ক আন্তবিরোধী সম্পর্ক ঃ- এখানে তিনটি পদ্ধতির বর্ণনাকে সংরক্ষিত করা হয়। যা যিহুদী কবিতার সাথে সম্পর্ক যুক্ত। ইহা কবিতার লাইনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত যেটি অর্থানুসারে বিপরীতে মুখী (হিতঃ ১০ঃ১)।

এ্যাপিক্যালিপটিক সাহিত্য ঃ- এইটি যিহুদী জাতির পূর্ব কর্তৃত্ব বিজয় এবং সম্ভাব্য অদ্বিতীয় বিষয় সমূহকেই বর্ণনা করেছেন। ইহা রহস্যপূর্ণ্য অর্থ সূচক লেখার পদ্ধতিটি ব্যবহার করেছেন একই সময়ে যিহুদী জাতির ক্ষমতা পেশা বহিঃশক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে আবিষ্কার করেছেন। ইহাকে মনে করা হয় ইহা ঈশ্বরের ব্যক্তিগত উদ্ধার এবং সৃষ্ট ঈশ্বরেরই বিভিন। এই ঈশ্বরের ঘটনার প্রতি বিশেষ পছন্দ ও যত্ন নেওয়ার ঘটনা বলী। এই সাহিত্যে ঈশ্বরের প্রতি নিশ্চিত বিজয় ইত্যাদি সম্পর্কেই বর্ণিত। ইহা উচ্চ ক্ষমতা সম্পন একটি প্রতীক এবং অনেক রহস্য পূর্ণ পদ্ধতিতে বর্ণনা। ইহা প্রায় বিভিন সত্যটা, সংখ্যা, রং দর্শন, স্বপ্ন, ধ্যান, পবিত্রতা ইত্যাদি শব্দকে প্রকাশ করেছে

এবং ঈশ্বরের সত্যটা ও মন্দতার পার্থক্যকে তুলে ধরেছেন উদাহরন। পুরাতন নিয়ম অনুসারে যিহি ঃ- ৩৬-৪৮, দানিয়েলঃ ৭:১২, সখরিঃ ২, মথিঃ ২৪, মার্কঃ ১৩, ২য় থিষঃ২ এবং প্রকাশিত বাক্য।

যুক্তি দ্বারা সমর্থক ঃ এটি গ্রীকের মূল শব্দ থেকে এসেছে। "আইন সম্বদ্ধীয় বৈধতার সমর্থন।" এটি একটি সুনির্দিষ্ট নিয়মানুবর্তীতা ধর্মতত্ত্বে যেটি প্রমান দেওয়ার জন্য খোজে এবং খ্রীষ্টান বিশ্বাস্মের উপর যুক্তি সঙ্গত বাদানুবাদ করে।

অগ্রগন্য ঃ- এটি সাধারনত-অনুমান বা অনুমতি বিষয় শব্দের সাথে সমার্থক বোধ। ইহা পূর্ববর্তী কারন গুলির থেকে সম্পর্ক যুক্ত গ্রহন যোগ্য সংজ্ঞা, নিয়মকানুন অথবা অবস্থান যেটি সত্যে ধারনা করা হয়েছিল।

অ্যারিনয়ন্তের মতবাদ ঃ- আরিসাস-আলেকজান্দ্রিয়া মিশরের মন্ডলীর একজন প্রেসবিটার ৩য় ও প্রথম ৪র্থ শতাব্দীতে। তিনি ধারনা করেন যে যীশু ছিল পূর্ব অস্তিত্ব নিয়ে কিন্তু স্বর্গীয় ভাবে নয় (পিতার ঐ একই সত্ত্বা নিয়ে নয়) সম্ভবত (হিতোঃ ৮:২২-৩১) তিনি আলেকজান্দ্রিয়ার বিশ্বপের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দিতায় নেমেছিলেন যিনি বাদানুবাদে সৃষ্টি করেছিল অনেক বছরের জন্য। (A D ৩১৮) আরিয়ান মতবাদ অফিসের বিশারের পুত্র হিসাবে পূবীয় মন্ডলী গুলো আসে। নাইসিনের কাউনিমল A ৩২৫ আরিসকে দোষারোপ করেছিল এবং তাকে সমভাবে বন্দি করা হয়েছিল এবং পুত্রের প্রভুত্বকে।

এ্যারিস্টটল ঃ- প্রাচীন গ্রীসের তিনি একজন দার্শনিক ছিলেন, প্লাটর এবং আলেকজান্ডারের ছাত্র ছিলেন। এখন পর্যন্ত আধুনিক শিক্ষার প্রতি তার প্রভাব পৌছে গিয়েছিল। এর কারন তিনি পরিষ্কার পরে ও নিরিক্ষনের মাধ্যমে জ্ঞানের উপর জোড় দিয়েছিলেন। এটি ছিল একটি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতি।

স্বাক্ষর/স্বলেখন ঃ- এই নামটি দেওয়া হয়েছে মূল বাইবল লেখার। এই লেখার মূল পান্ডুলিপি গুলি সবই হারিয়ে গেছে শুধুমাত্র নথিপত্র গুলিই রয়ে গেছে। এই উৎস গুলি শাস্ত্র হিসাবে ইব্রীয় এবং গ্রীক পান্ডুলিপি গুলি এবং প্রাচীন অংশ গুলোর ভিন্নতা রয়েছে।

Bezae (বেজায়) ঃ- এটি একটি গ্রীক এবং ল্যাটিন পান্ডুলিপি ৬ষ্ট শতাব্দীতে ইহার উপাধী ছিল ÔDÕ ইহা সুসমাচার এবং প্রেরিত এবং কিছু সাধারন পত্র বহন করে থাকে। ইহার বৈশিষ্ট হলো বহুসংখ্যক লেখকদের দ্বারা ইহা মুদ্রিত করা হয়েছে। এর গঠন ও ভিক্তির হলো ÒTextus ReceptusÓ গ্রীকদের প্রধান প্রথাগত পান্ডুলিপির পাশে Kings James versons.

Bias 'বাইয়াস ঃ- এটি শব্দটি একটি প্রবৃক্তি পূর্ব উদ্দেশ্য ও অথবা দিক নির্দেশনা গুলো ব্যবহার করা হয়েছে। ইহা মনে গাথা যে নাকি অসম্ভব হলে ও কিছু অংশগুলো বিশেষ উদ্দেশ্য অথবা উদ্দেশ্য গুলোকে নির্দ্দেশ করে ইহা ভাববাণীর অবস্থানের মত।

বাইলীয় কতৃত্ব ঃ- এই পদ্ধতি বিশেষ ভাবে অনুভূতিতেই গুরুত্ব দিয়েছে। ইহারই বর্ণনা প্রকৃতভাবে লেখক কি বলেছেন তা বুঝতে চেষ্টা করা এবং তিনি যে সময়ের কথা বলেছেন যে সত্যটাকে প্রয়োগ করেছেন তা বর্তমানে বুঝয়। বাইবেলের কতৃত্ব সাধারনত বাইবেলের উদ্দেশ্যকেই বর্ণনা করে এবং আমাদেরকেই কতৃত্ব অনুসারে পরিচালনা করে সে হোক , বর্তমান ইহার অনুবাদ সঠিকভাবে হয়না আমাদের সিমিত ধারনায় বাইবেল অনুবাদিত হচ্ছে এবং ঐতিহাসিক তথ্যকেই ও পদ্ধতিকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে।

ক্যানন ঃ- এ পদ্ধতিটি লেখাতে ব্যবহৃত হয়েছে সেটি বিশ্বাসীদের মনে খুবই নাড়া দিয়েছে ইহা নতুন ও পুরাতন নিয়মের উভয় ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

খ্রীষ্ট কেন্দ্রিক ঃ- এ পদ্ধতিটি নিঃসন্দেহে যীশুকে কেন্দ্রকরেই বর্ণনা করা হয়েছে “আমি” এ ধারনাটি বাইবেল অনুসাওে যীশুই প্রভূ সেটি গ্রহন করেছে। পুরাতন নিয়মেই তার সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছে এবং লক্ষ অনুসারে তার পরিপূর্ণতা এসেছে। মথিঃ ৫ঃ১৭- ৪৮ পদ)

নির্দেশনা গ্রন্থ ঃ- এটা বিশেষ ধরনের পর্যবেক্ষন বই। ইহা বাইবেলের সাধারন পটভূমি সম্পর্কে ধারনা দেয় ইহা বাইবেলের প্রত্যেকটা পুস্তকের বর্ণনা ও অর্থ গুলো বর্ণনা করে। পুস্তকের প্রধান আবেদন যেখানে লেখক শাস্ত্রের গুরুত্ব সহকারে পরিচালনা করেছেন সে গুলোকে অধিকতর সহজ করে বর্ণনা করেছেন। এই বই গুলো অনেক সাহায্যের কিন্তু ব্যবহারের জন্য নিজের প্রাথমিক পড়াশুনাতে যত্ন সহকারে পাঠ করা দরকার। নির্দেশকের অনুবাদ কখনও জটিল আকারে গ্রহন করে না তুলনা মূলক ভাবে সাধারনত নির্দেশক গন বিভিন্ন তত্ত্বের ভিক্তিতে বর্ণনা করে এবং সহায়ক পূর্ণ।

বর্ণনা ক্রমিক সূচী ঃ- এটিও বাইবেল পড়াশুনায় একধরনের পর্যবেক্ষন পদ্ধতি। ইহার তালিকা প্রতিটায় প্রকাশ করে প্রতি শব্দে পুরাতন নিয়ম ও পুরাতন নিয়মে প্রকাশ করে ইহা সাধারনত বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করে যথা

১। ইব্রীয় অথবা গ্রীক শব্দে যেটি দৃঢ়তার পরিচয় দেয় সেগুলিকে বিশেষ ভাবে ইংরেজী শব্দে প্রকাশ করে।

২। পাঠের বিশেষ অংশ গুলো তুলনা করে যেখানে হিব্রু ও গ্রীক শব্দ একই ভাবে প্রকাশ করে।

৩। ইব্রু অথবা গ্রীক পদ্ধতিতে অনুবাদিত ইংরেজী শব্দের প্রকাশকের দুটি ভাষায় দেখানো হয়।

৪। গুরুত্বপূর্ণ কোন শব্দ পুস্তক অথবা লেখকের নিশ্চিতাকে দেখানো হয়। ৫। বাইবেলের বিভিন্ন অধ্যায়ের সাহায্যের জন্যও ব্যবহৃত হয়।

মরুসাগরের গুটানো চামড়া ঃ- এটা অনুমোদন করে হিব্রু ও অরামিক ভাষায় প্রাচীনতম বই। যেটি মরুসাগর নামে ১৯৪৭ সালে পাওয়া গেছে। তারা ছিল ধর্মীয় দিক থেকে স্বাধীনতা যুদায়জিম অঞ্চলের ১ম শতাব্দীর লোক। রোমীয় সম্রাজ্যের চাপে এবং উদ্যোগীদের ৬০ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধে এই গুটানো চামড়াটি উক্তরাধীকারী সূত্রে চিহ্নিত করে কোন পাত্রে ভরে কোন গর্ত অথবা গুহায় রাখা হয়ে ছিল। এগুলি আমাদেরকে প্যালেষ্টাইনের ১ম শতাব্দীর ইতিহাস সম্পর্কে জানতে সাহায্য

করে। পান্ডুলিপিটি নির্ভুল এবং পান্ডুলিপিতে যীশু খ্রীষ্টের জন্মের কিছু সময়ের আগে থেকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের এই নমুনাকে বিভিন এব্রিবিয়েসন DSS দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

হ্রাসকরন ঃ- এই পদ্ধতিতে যুক্তি যুক্ত অথবা কারনের জন্যই সাধারন নীতি থেকে প্রয়োগ করে অর্থ অনুসারেই কারন হেতু হ্রস করে ইহা বিপরীত অবস্থা থেকে কারন হেতু হ্রস করে যেটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রতিফলিত করা হয় এবং বিশেষ পদ্ধতিতেই সূত্র মতে উপসংহার হয়।

আঞ্চলিক ভাষা সমূহ ঃ- এই পদ্ধতিতে কারন বশত যেখানে বির্তকিত মনে হয় অথবা হতে পারে মনে করা হয় এধরনের একত্র চিন্তান্বিত বিষয়ের জন্য সঠিক উল্টর খোজা যেখানে উভয় পক্ষের সমাধান খুজে পাওয়া যায়। অনেক বাইবেলের মতবাদেই আঞ্চলিক শব্দের সমাহার উদ্দেশ্য, প্রনপিত স্বাধিন ইচ্ছা, নিরাপক্তা, সংরক্ষন, বিশ্বাস, কাজ, সিদ্ধান্ত, শিষ্যত্ব, খ্রীষ্টিয় স্বাধীনতা খ্রীষ্টিয়ান দ্বায়িত্ব ইত্যাদিকেই আঞ্চলিকভাবে প্রকাশ করেছে।

মিশ্র সম্বন্ধীয় ঃ- এটা গ্রিকের কৌশলগত পদ্ধতি প্যালেষ্টাইন ইহুদীরা অন্যান্য ইহুদীদেরকে বর্ণনা করেছে ; যারা বিশেষভাবে প্রতিজ্ঞাত দেশের ভৌগলিক সীমারেখার বাইরে বসবাস করেছে সে সকল ইহুদেরকে বুঝিয়েছেন।

গতিবিদ্যায় সমতা ঃ- এটি একটি বাইবেল অনুবাদের সূত্র।বাইবেল অনুবাদের উদ্দেশ্য হলো শব্দ থেকে শব্দের গতিশীল অবস্থায় অনুবাদ করা যেখানে ইংরেজী শব্দে অবশ্যই প্রত্যেক হিব্রু ও গ্রীক শব্দের প্রকৃত ভাব থাকে। যেখানে অনুবাদের চিন্তা প্রকৃত শব্দের কম গুরুত্ব না থাকে। ইহা দুটি সূত্রে সীমাবদ্ধ “যেটাকে বলা হয় গতিশীল সমতা” যেটি প্রকৃত মূল পাঠের প্রতি গুওক্তত্ব সহকারে অনুবাদের শব্দ দিয়েই চয়ন করা হয়, কিন্তু বর্তমানে আধুনিক অনুবাদকগন ব্যাকরনগত ভাগ ধারায় অনুবাদ করে থাকেন। এটা প্রকৃত পক্ষে ভাল আলোচনা; বিভিন সূত্রের অনুবাদ সম্পর্কে P.N. Stoward এর মধ্যে “কিভাবে বাইবেল পড়তে হয় ?”
নৈর্বাচিক বিষয় ঃ- এই পদ্ধতিতে শাস্ত্রের সমালোক বিষয়টি সম্পর্কিত। ইহা পাঠের পছন্দ ও চর্চার উপর ভিক্তিকরে গ্রীকের মূল পান্ডুলিপি হতে নির্দিষ্ট লক্ষে প্রকৃত জীবন টীকা’ সমর্থন করে শেষ করা হয় ইহা উদ্দেশ্যকে প্রত্যাক্ষান করে যে গ্রীকদের একচ্ছত্র পান্ডুলিপি ও প্রকৃটাকে।

সাধারন ব্যাখ্যা ঃ- পুঙ্খানুপুংখু ব্যাখ্যার বিপরীত যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা পরিচালনা করে যে প্রকৃত লেখক কি উদ্দেশ্য কেন লেখা হয়েছে বাইরের কি ধারনা অথবা কি অভিমত ইত্যাদি ।

শাব্দিক ব্যাখ্য ঃ- এই পদ্ধি হচ্ছে শব্দের বিভিন অর্থ নিয়ে পড়াশুনা করা। এই পদ্ধতির মাধ্যমে শব্দের প্রকৃত অর্থ উদ্ভাবন করতে চেষ্টা করে। মূল অর্থ থেকে সহজ অর্থে তুলেধরা হয় । অনুবাদে শব্দিক ব্যাখ্যা বিশেষ গুওক্তত্ব নয় কিন্তু সমসাময়িক সহজ অর্থেই শব্দের ব্যাখ্যাই গুরুত্ব পূর্ণ হয়ে যায়।

পুংখঅনুপুঙ্খ ব্যাখ্যা ঃ- এহা কৌশলগত নির্দিষ্ট অংশের অনুবাদ এবং প্রকৃত চর্চা ইহার অর্থ প্রয়োগে যে বিশেষ অংশ গ্রহন করা হয় তার উদ্দেশ্য বুঝতে লেখকের প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রকাশকরতে

এবং ঐতিহাসিক তথ্য সমসাময়ীক অবস্থা বাক্য গঠনের সমসাময়ীক শব্দের প্রকৃত অর্থই গুত্তত্ব দিয়ে থাকে ।

গেনার (Genre) ঃ- শব্দটি ফ্রেন্স শব্দ সাহিত্যের ধরন ও ভিনতা। এ পদ্ধতি সহিত্যের বিভিন ভাগ গঠন এবং ভিনতা যে গুলো নাকি একই সাধারন বৈশিষ্টে সহভাগ করে ঐতিহাসিক বর্ণনায় কবিতা, প্রবচন, ভবিষ্যৎবাণী এবং নৈতিকতা নিয়ে।

জ্ঞানবাদ ঃ- অধিকাংশ আমাদের জ্ঞান প্রচলিত ধর্মমত হতেই জ্ঞানবদের লেখা সমুহ দ্বিতীয় শতাব্দিতে প্রচলিত হয়ে আসে। যাইহোক এধরনের ধারনা প্রথম শতাব্দি থেকেই অথবা তার পূর্বে ও ছিল। অনেকের মতে, খ্রীষ্টচান জ্ঞানবাদরাই দ্বিতীয় শতাব্দিতে প্রকাশ করেন যেমন ঃ-

১। বস্তু এবং আত্মা ছিল আন্ত সম্পর্ক বস্তু হলো মন্দতা আর আত্মা হলো উত্তম। ঈশ্বর যিনি আত্মা ছিলেন যিনি সরাসরি মন্দ বস্তু উপর সংযুক্ত ছিলেন না।

২। সেখানে দূতের অবস্থানে ঈশ্বর এবং বস্তুতে অবস্থান সম্পর্কে কল্পনা করা হয়েছে।

শেষ অথবা সবচেয়ে নিচে ইয়াহুয়া ছিলেন পুরাতন নিয়মের মত যিনি এই বিশ্বব্রহ্মান্ডকে গঠন করেছেন।

৩। যীশুকে ইয়াহুয়ার মত কল্পনা করেছেন কিন্তু তিনি ছিলেন উচ্চ পর্যায়ের এবং সত্য ঈশ্বরের সাথে যুক্ত। আবার অনেকেই তাকে উচ্চ পদমর্যাদা দিয়েছেন কিন্তু ।ঈশ্বরের চেয়ে কিছু কম ক্ষমতা সম্পন। ঈশ্বর দেবতা হিসাবে যীশুর মধ্যদিয়ে অবতার হয়নি । (যোহন ১:১৪) বস্তু এখনো মন্দ কিন্তু যীশুর মানবিক দেহে মন্দতা ছিলনা কিন্তু স্বগীয় এবং পবিত্রতা ছিল । তিনি আধ্যাতিকার অপচ্ছায়ায় ছিলেন (১ম যোহনঃ ১:১- ৩, ৪:১- ৬)

৪। মুক্তি ছিল যীশুর প্রতি বিশ্বাস ও গ্রহন তারপর ও বিশেষ জ্ঞান যেটি ব্যাক্তি বিশ্বাসকেই জানে জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা ছিল স্বগীয় পরিমন্ডল অতিক্রম করতেন । যিহুদী বিশ্বাসীরা ও ঈশ্বরের কছে পৌছতে এ ধরনের জ্ঞানের কথা বলেছেন । জ্ঞানবাদরা ভ্রান্ত শিক্ষকের দুই ধরনের নীতিগত পদ্ধতি সম্পর্কে ওকালতি করেছেন ।

১. কিছু জীবনের জন্য ছিল সম্পূর্ণ ভাবে সম্পর্কহীন মুক্তি তাদের জন্য মুক্তি এবং আধ্যাতিকতা ছিল পবিত্র জ্ঞান যার মধ্যে দিয়ে দূতের আবেশে পৌছাযাবে
২. অন্যান্যদের জন্য জীবনধারন ছিল যাতনার মুক্তির তারা জোর দিয়েছেন কষ্টের জীবন এবং প্রমান কওেছেন সত্য আধ্যাতিকতা ।

অনুবাদ ঃ- এটা কৌশলগত পদ্ধতি যেটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুবাদ করতে দিক নির্দেশনা দান করবে। ইহা বিশেষ নির্দেশনা এবং একটি দান এবং হিসাবে উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বাইবেল অথবা পবিত্র শাস্ত্র অনুবাদ করতে সাধারনত দুই ধরনের ভাগ করা থাকে যথাঃ সাধারন নীতি

অপরটি বিশেষ নীতি। এই ধরনের সাহিত্যের পদ্ধতি গুলো বাইবেলের বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন ভাবে সংযুক্ত। প্রত্যেক ধরনের অনুবাদের তার নিজস্ব অদ্বিতীয় নির্দেশ মালা থাকে। কিন্তু সাধারন সহভাগের ও অনুমানের অনুবাদটি সম্পাদিত হয়।

উচ্চ ধরনের সমালোচনা ঃ- এটা বাইবেল অনুবাদের ব্যবহৃত করা হয় যেটি ইতিহাসের সাজানো সাহিত্যের গঠন বিশেষ ভাবে বাইবেলের ঘটনা সমূহকেই প্রতিফলিত করা হয়।

বাগধারা ঃ- এই শব্দটি বিভিন্ন সংস্কৃতি থেকে পাওয়া শব্দ গুচ্ছ সমূহের জন্য ব্যবহার করা হয় যেটি বিশেষ অর্থ বহন করে নিজস্ব পদ্ধতি অর্থ বহন করে না। কিছু আধুনিক উদাহরন হচ্ছে- "যে ভয়ঙ্কর রূপে ভাল ছিল।" বাইবেল ও এই ধরনের শব্দ গুচ্ছ গুলি বহন করে।

আলোকিত করন ঃ- এ নামটি ধারনা থেকেই দেওয়া হয়েছে যে, ঈশ্বর মানব জাতীর সাথে কথা বলেছিলেন। এর পূর্ণ ধারনাটি সাধারন ৩টি পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে-

(১) প্রকাশিত হাওয়া- মানুষের ইতিহাসে ঈশ্বর কিভাবে কার্য সম্পাদন করেছেন। (২) অনুপ্রেরনা- তিনি তার কাজের সঠিক অনুবাদ করেছেন এবং এর অর্থ তিনি তাঁর নির্বাচিত লোকদের কাছে সঠিক ভাবে লোকদের জন্য নথি করে রাখতে বলেছেন। এবং (৩) আলোকিত করন ঃ- তিনি তার আত্মাকে দিয়েছেন মানুষ যেন তাঁর নিকটত্বকে জানতে পারে।

সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঃ- এটি একটি মুক্তির পদ্ধতি অথবা কারনগত যেটি কোন নির্দিষ্ট সীমানা থেকে সমস্ত বিক্ষেব ঘুরে। ইহা আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্বে একই ধরনের পদ্ধতি। এটি সাধারনত এ্যারিস্টটলের উপস্থাপনা।

পংক্তির মধ্যে মুদ্রিত ঃ- এটা পর্যবেক্ষন পদ্ধতি যেটি অনুমোদন করে যারা বাইবেলে পড়া শুনা করে না এবং বাইবেলের ভাষা গুলো বিশ্লেষন করতে পারে না তাদের জন্য সহজ পক্তি ও অর্থ। ইহা ইংরেজী অনুবাদের শব্দটিকে শব্দের উপর স্থান দখল করে। আবার বাইবেলের প্রকৃত শব্দকে চিহ্নিত করে। এ সকল পদ্ধতি বিশ্লেষনতাত্বক হতে সাহায্য করে গ্রীক এবং হিব্রু শব্দের প্রকৃত গঠন ও ফল তুলে ধরে।

অনুপ্রানিত করা ঃ- এই ধারনা ঈশ্বর সম্পর্কে মানব জাতির জন্য যে কথা বলা হয়েছে এবং নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা লেখক প্রকৃত ভাবে লিপিবদ্ধ করে, বাইবেলে ঈশ্বরকে প্রকাশিত করেছে ধারনাটি সাধারনত তিনটি পদ্ধতি প্রকাশ করেছে।

১। প্রকাশিত হওয়া ঈশ্বর তার কাজের মাধ্যমে মানুষের ইতিহাসে প্রকাশিত হয়েছে।

২।অনুপ্রানিতঃ তিনি সঠিক ভাবে অনুপ্রানিত করেছেন তার কাজ ও কাজের অর্থ সে গুলোকে লিপিবদ্ধ করার জন্য কিছু লোককে মনোনয়ন করেছেন মানব জাতির জন্য।

আলোকিত করন ঃ- তিনি তার আত্মাকে মানুষের জন্য দিয়েছেন যেন তারা তার ইচ্ছা ও বক্তব্যকে বুঝতে পারেন।

বর্ণনায় ভাষা ঃ- এটা বাইবেলের পুরাতন নিয়মে বিভিন্ন বাগধারা প্রয়োগে লিখিত ভাবে সম্বন্ধ করেছেন ইহা আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় অনুভূতিতে বিশ্বের বর্তমান অবস্থার যুগপোযোগী করে শব্দ সংযোজন করেছেন। ইহা বৈজ্ঞানিক বর্ণনা নয় যা নিশ্চিত অর্থ বহন করতে পারে।

বিধি সংগত মতবাদ ঃ- এই বৈশিষ্ট বেশি জোর দেওয়া হয়েছে আচরন নিয়ম আচার অনুষ্ঠানের উপর উহা মানুষের যোগ্যতা সিদ্ধান্ত এবং ঈশ্বর দ্বারা গ্রহনযোগ্য অর্থেনির্ভর করছে। ইহার অসম্মতি এবং যোগ্যতার সাথে সম্পর্ক যুক্ত করে উভয়কে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এবং পাপী মানুষ ও পবিত্র ঈশ্বরের মধ্যে চুক্তিপূর্ণ সম্বন্ধ দেখানো হয়েছে।

সাহিত্য ঃ- এটি আন্তিখিয় হতে অন্য একটি নাম শাস্ত্রের প্রতিফলন ঘটাতে এবং ঐতিহসিক পদ্ধতিতে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য ইহার অর্থ এই যে অনুবাদ হবে সাধারন এবং পরিস্কার অর্থে যেখানে মানবিক ভাষা এবং যে কোন অবস্থায় সহজে বুঝাতে পারে অনুবাদ যেন সহজ বোদ্ধ হয়।

সাহিত্যের সাধারন গুচ্ছ ঃ- এটা পঙ্গত্র বাইবেলের বিভিন্ন ভাগ ও প্রধান চিন্তা সমুহকে কোন অধ্যায়ের নির্দিষ্ট অংশের উপর ও জোর দিতে পারে। ইহা বিশেষ উদ্দেশ্যে নিজেস্ব ভাবে নিদিষ্ট অংশে প্রকাশ করে থাকে।

পান্ডুলিপি ঃ- এটা নতুন নিয়মের গ্রীকের বিভিন্ন অন্যুবাদের অংশকেই বলা হয়। সাধারনত পান্ডুলিপি গুলি বিভিন্ন অংশে ধরনের হয়ে থাকে , যেমন ঃ-

১। যে সব বস্তুর উপর পান্ডুলিপি গুলি লেখা হয়েছে (পোপি রাম চামড়া)

২। যে আকারে লেখা হয়েছে (বড় হাতের লেখা অথবা ছোট হাতের লেখা। ইহার সংক্ষিপ্ত নাম MS (এক বচন) MSS বহু বচন মেমারেটিক বই এটা ১৯ শতকে পুরাতন নিয়মের হিব্রু পান্ডুলিপি সম্পর্ককেই বলা হয়েছে। যেখানে হিব্রু পান্ডুলিপি সম্পর্কেই বলা হয়। যেখানে যিহুদী পন্ডিতদের প্রজন্মরা অন্যান্য বই গুলোকেও ইঙ্গিত দিয়েছেন। ইহা ইংরেজীতে পুরাতন নিয়মের উপর ভিক্তি করে অনুবাদিত। ইহা হিব্রুীয় জাতির ঐতিহাসিক পান্ডুলিপির বলেও অনুমোদিত। বিশেষ ভাবে যিশাইয় পুস্তক এবং মরুসাগর ইত্যাদি।

বাক্যালংকার ঃ- বাক্যের গঠন যেটি কোন বস্তুর একটি নাম কোন কিছু দিয়ে বা সংযুক্ত করে প্রকাশ করা। উদাহরন হিসাবে “কিৎলি গরম হচ্ছে” এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে কেৎলির মধ্যে পানি গরম করা হচ্ছে।

মুরাটরিয়ান শব্দ গুচ্ছ ঃ- এটি নূতন নিয়মের ক্যানন বইয়ের একটি তালিকা ইহা রোমে ২০০ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হয়েছিল। ইহা একই ২৭টি পুস্তক প্রটেষ্টান সম্প্রদায়ের নূতন নিয়মের পুস্তক গুলি এটি পরিষ্কার ভাবে দেখিয়েছে যে, স্থানীয় মন্ডলী গুলো রোমীয় সম্রাট থেকে পৃথক এবং ক্যাননের আগে চতুর্থ শতাব্দীতে প্রধান মন্ডলী গুলো চার্চ পরিষদে সংযুক্ত।

প্রাকৃতিগত ভাবে প্রকাশ ঃ- এটি ঈশ্বরের নিজস্ব বক্তব্য মানুষের জন্য। ইহা প্রাকৃতিক আদেশের সাথেই সম্পর্ক যুক্ত। (রোমীয়ঃ ১ঃ১৯- ২০)

নৈতিক সচেতনতা ঃ- রোমীয়ঃ ২ঃ১৪,১৫ একই ভাবে গীতসংহীতায়ঃ ১৯ঃ১- ৬, রোমীয়ঃ ১ঃ২। ইহা বিশেষ প্রকাশনা যেটি ঈশ্বর নিজস্ব বক্তব্য হিসাবে বিশেষত্ব করা হয়েছে এবং বাইবেলে নাসরতিয় যীশুর বক্তব্য ও ক্ষমতাকে উচ্চ ক্ষমতা সমপন হিসাবে দেখানো হয়েছে। ধর্মাতাত্ত্বিক দিক থেকে পুরাতন পৃথিবীকে খ্রীষ্টান বৈজ্ঞানির্দেশে আন্দোলন বলা হয়েছে তারা সব ধরনকেই সত্য ঈশ্বর বলে প্রকাশ করেছে। প্রকৃতির দরজা সর্বদা ঈশ্বরের জ্ঞানে খোলা। ইহা একমাত্র বাইবেলেই ভিন ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকৃতির অবস্থাকে আধুনিক বিজ্ঞানে পর্যবেক্ষনে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আমার মতে আশ্চার্য জনক ভাবে নূতন সূবর্ণ সুযোগ্য স্বাক্ষ্য হিসাবে আধুনিক বিজ্ঞানে পাশ্চিমা দেশে প্রকাশ করা যেতে পারে।

নেস্তোবিয়বাদ ঃ- নেস্তোবিয় পিতৃকুল পতির কনস্টেনটিনোপিলের ৫ম শতকের। তিনি আন্তিয়খের সিরিয়াতে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত হন এবং তিনি সত্যটা প্রকাশ করেছেন যে যীশুর দুই সত্বার ছিলেন, এক পূর্ণ মানুষ এবং পূর্ণ স্বর্গীয়। এই কারনে অর্থদক্ত্র আলেকজ্রজান্ডারের মতের কাছে তিনি বিপদগামী হন। নেস্তোরিয়ের প্রধান প্রতিষ্টা হল “মাতা ঈশ্বর” মরিয়মের জন্য পদবী দেওয়া। নেস্তোরিয়কে আলেকজ্রজান্দ্রিয়ার সিরিল বিরোধিতা করেছিল এবং তার নিজস্ব আন্তিয়খিয়াতে প্রশিক্ষনের দ্বারা বিজড়িত করেছিল। আন্তিয়খিয়া ছিল ঐতিহাসিক মূল বিষয় অনুসারে বাইবেলের ব্যাখ্যা উপস্থাপনের কেন্দ্রিয় কার্য্যালয়, যেথা আলেকজ্রজান্দ্রিয়া আবার রূপক ভাবে ব্যাখ্যা দানের অনুবাদের প্রধান কার্য্যালয় ছিল। নেস্তোরিয়াকে বন্দিদশার অফিস থেকেই তাকে মুছে ফেলা হয়।

প্রকৃত লেখক ঃ- এটি সত্যিকার অর্থে শাস্ত্রের লেখকগনকে নির্দেশ করা হচ্ছে।

পাপেরি ঃ- এটি মিশরের বিষয় বস্তু লেখার একটি পদ্ধতি। ইহা নদীর নলখাগড়া দিয়ে তৈরী করা হয়েছিল। ইহাই সেই জিনিষ যেটি পুরানো নথিপত্রে নূতন নিয়ম লেখা হয়েছিল।

সমান্তরাল অংশ ঃ- তারা হচ্ছে ধারনার অংশ যে , সমস্ত বাইবেলই হচ্ছে ঈশ্বর থেকে প্রাপ্ত এবং ইহা নিজেস্ব গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদ এবং সমান এবং আপাতবিরোধী সত্য।

প্লেটো ঃ- তিনি প্রাচিন গ্রীকের একজন বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন। তাঁর দর্শন আদিমন্ডলী গুলোকে আলেক্সান্দ্রিয়ার পন্ডিতগন মিশর পরে আগস্টিন দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত করেছিল। তিনি এই পৃথিবীর সমস্ত কিছূকেই মায়া মোহে অবস্থান করেছিল এবং আধ্যাত্মিকতাকে শুধুমাত্র প্রত্নতাত্বিকের মত একটা ছাপের অবিকল মনে করেছেন পরবর্তীতে অনেক ধর্মতত্ব বিদগন প্লেটোর এই ধারনাকে আধ্যাত্মিক সম্রাজ্য মনে করেন।

অনুমেয় ঃ- এটা আমাদের কোন বস্তু সম্পর্কে জানা ও বিশ্বাস সম্পর্কে বুঝানো হয়। প্রায় সময়ই আমরা ঘটনা বিষয় গঠন সম্পর্কে আমাদের অভিমত ব্যাক্ত করি। আমরা একই ভাবে পবিত্র শাস্ত্রে

ও এ ধরনের উপস্থাপন ও দেখতে পাই। এই ধরনের অবস্থানকে আমরা বলে থাকি প্রতিপক্ষ গ্রহন অবস্থানের গুরুত্ব অথবা অনুমা অথবা পূর্বে ধারনা বলে মনে করি।

ছাপার পরীক্ষন ঃ- এটা শাস্ত্র অনুবাদের একটি চর্চা যেখানে একটি পদের উদ্ধৃক্তি অথবা হঠাৎ কোন অবস্থান অথবা কোন বিরাট সাহিত্যের একত্রের সংশোধনের প্রয়োজন পড়ে। এটা প্রকৃত লেখকের উদ্দেশ্যকেও লুপ্ত করতে পারে এবং সাধারন পদক্ষেপ গ্রহনে নিজস্ব মতবেদ উপস্থাপন করে বাইবেলের কতৃত্ব ও সত্যটাকে প্রকাশ করে।

যিহুদী গুরুদের মতবাদ ঃ- এ অধ্যায়টি যিহুদী লোকদের বাবিল নির্বাসনের পর থেকেই শুরু হয়েছে (৫৮৬-৫৩৮ খ্রীঃ পূর্ব) যিহুদী পুরোহিতগন প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং অধিকাংশ মন্দির বিনষ্ট হয়েছিল। স্থানীয় সমাজগৃহ বা Synagouge যিহুদীদের প্রানকেন্দ্র হয়ে উঠে। যিহুদের স্থানীয় কেন্দ্রটি সংস্কৃতিতে সহভাগীতায় উপাসনা এবং বাইবেল পড়াশুনায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং জাতীয় ধর্মীয় প্রাতিষ্ঠানিক রূপলাভ করে যীশুর সময়ে ধর্মীয় সদ্দকীগণ পরোহীতদের মতই একই ভাবে জীবন।

শব্দান্তরে অর্থ প্রকাশ ঃ- এটি একটি বাইবেল অনুবাদের নিয়মের নাম। বাইবেল অনুবাদ শব্দ থেকে শব্দ চলমান দৃষ্টিকোন থেকে সংযোগ হতে পারে , যেখানে প্রতিটি ইব্রীয় অথবা গ্রীক শব্দের জন্য ইংরেজী শব্দ প্রয়োগ করা হয়ে থাকে ("শব্দের অর্থ প্রকাশ না করে" 'শব্দান্তরে অর্থ প্রকাশ করা যেখানে শুধু মাত্র অনুবাদের সময় কিছু প্রকৃত অর্থ অথবা শব্দগুচ্ছের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল । তার মাঝে এই দুইটি "সমান্তরাল প্রক্রিয়া " যে টি প্রকৃত শাস্ত্রকে গুওত্বপূর্ণ ভাবে প্রয়োগকরা হয়েছে কিন্তু অনুবাদটি আধুনিক গ্রামারের গঠন এবং বাগধারা দিয়ে করা হয়েছে। একটি সত্যিকারন আলোচনার অন্যান্য প্রকৃত পদ্ধতির অনুবাদটি Fee এবং Stuarts এর How to Read the Bible for All I'ts Worth p.35.

অনুচ্ছেদ ঃ- এটি সহিত্য গদ্য অনুবাদের ভিক্তি । ইহা একটি চিন্তার কেন্দ্র বিন্দু হতে পারে এবং ইহা উনত। যদি আমরা একটি প্রধান বিশ্বাসের মধ্যে থাকি তবে প্রধান ছোট অথবা লেখকের প্রকৃত উপরিষ্ট।

Parochialism (--------------) ঃ- এটি ভিক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত, যেটি স্থানীয় পদ্ধতি/ সংস্কৃতিতে আবদ্ধ এবং গাথা। ইহা বাইবেলের রূপান্তর সংস্কৃতির পদ্ধতি সত্য অথবা ইহার আবেদনকে খোজে পাইনা।

আপাতবিরোধী সত্য Paradox এটা বিতর্কীত হলেও সত্য বলে মনে করা হয়। যদিও উভয়ই বাক্য সত্য তথাপি একে অপরের প্রতি চিন্তা যুক্ত বা সংকিত মনে হয়। সত্যের গঠনে বিপরীত পাশে অবস্থান করে, বাইবেলের অধিকাংশ সত্য ঘটনাকেই Paradox বা আপাত সত্য বিরোধী তারা পুঞ্জের মত পুঞ্জিভূত হয়। কিন্তু আকাশের তারার অবস্থান ও তারার অলোই সত্য বলে প্রতীয়মান।

M.T. Sainai নামে সংরক্ষণ করেন।এই পান্ডুলিপির নমুনা ইব্রীয় অক্ষরের প্রথম অক্ষা অনুসাো রাখা হয় “আলোক” ইহা নূতন নিয়ম ও পুরাতন নিয়মের উভয়ের সমস্ত কিছু ধারন করে। ইহা আমাদের জন্য সব চাইতে প্রাচীন সংক্ষেপে M S S।

আধ্যাত্মিকতায় ঃ- এটা রুপকেরই একটি সমার্থক শব্দ যা ঐতিহাসিক ভাবে ও সাহিত্যের অবস্থানে বিভিন অধ্যায় অনুবাদ করা হয়। ইহা অন্যান্য বৈশিষ্টের উপরও নির্ভর করে অনুবাদ করা হয়।

সমার্থক শব্দ ঃ- এটা ঠিক একই ভাবে অথবা খুব কাছাকাছি অবস্থানে অর্থ করে তারা খুবই ঘনিষ্ট সম্পর্ক রাখে যে, একটি শব্দের পরিবর্তে আরেকটি শব্দ প্রতিস্থাপন করে প্রকৃত অর্থ বিলুপ্ত না করে পরিপূর্ণ ভাবে বাক্যটি প্রকাশ করে। ইহা ইব্রীয় কবিতায় তিনটি আকারের নমুনা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। একই অনুভূতিতে দুটি লাইনে কবিতার মূল অংশটি সত্যটায় প্রকাশ করে যেমন গ্রীতঃ ১০৩ঃ৩ পদ, বাক্য গঠন (Syntox) এটা গ্রীক শব্দ অনুসারে একটি বাক্যের পুরো গঠনকেই বুঝানো হয়। ইহা বাক্যের অংশ বাক্যের একত্র এবং বাক্যের চিন্তা ও গঠনে সম্পর্ক যুক্ত।

মিশ্রন শব্দ (Synthetical) ঃ- এটা একটির মধ্যেই তিনটি অংশে হিব্রু কবিতায় প্রকাশ করে থাকে। কবিতার এই তিনটি অংশে বা লাইনে একে অপরের সাথে অনুভূতিতে ও প্রকাশে সম্বদ্ধ যুক্ত। মাঝে মধ্যে তাদের এই সম্পর্কে, Climax বা চরমতা বলে ডাকা হয়। যেমন- গীতঃ ১৯ঃ৭- ৯।

ধর্মতত্ত্বের ক্রমবিকাশ ঃ- অনুবাদের এই ধাপটি চেষ্টা করে বাইবেলের সত্যটা এবং যুক্তিকতার উপর অনুবাদ করতে ইহা ঐতিহাসিকের চেয়ে যুক্তিপূর্ণ উপস্থাপনকে গুরুত্ব দেয় খ্রীষ্টয় ধর্মতত্ত্বে বিভিন ভাগকে তুলে ধরা হয় যেমন- ঈশ্বর, মানুষ পাপ, পরিত্রান ইত্যাদি।

তালমুদ ঃ- তালমুদ হচ্ছে ইহুদীদের মৌখিক ঐতিহ্যগত বিভিন রীতি নীতির নাম ইহুদীরা বিশ্বাস করত মৌখিক ভাবে ঈশ্বর মোশীর যাপন করেছিল। ৭০ খ্রীঃ যিরুশালেম মন্দির যখন ধ্বংশ হয়ে যায় এই সদ্দুকীরায় ফরিশীদের উপর কতৃত্ব এবং যিহুদী ধর্মীয় জীবনের সমস্ত নিয়ন্ত্রন ও দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকেন। এটাকে বিভিন বৈশিষ্টে তৈরী করা হয়। বাস্তবটায় নীতিগত ভাবে তারা বিভিন অনুবাদের কার্য্যক্রম শুরু করতে াকেন। Torah (আইন) সম্পর্কেও তারা ব্যাখ্যা করেন এবং মৌখিক ভাবে আচার অনুষ্টানকে ঐতিহ্য করে তোলে। যিহুদীদের প্রথাগত তালমুদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রকাশিত ঃ- এ ধারনাটি প্রাকাশিত হিসাবে নাম দিয়েছেন কারন ঈশ্বর মানুষ জাতির কাছে কথা বলেছেন। ধারনাটি তিন ধরনের প্রকাশ করা হয়। ১। প্রকাশিতঃ হওয়া- ঈশ্বর তার কাজের মাধ্যেমে মানুষের ইতিহাসে প্রকাশিত হয়েছে। ২। অনুপ্রানিতঃ তিনি সঠিক ভাবে অনুপ্রানিত করেছেন তাঁর কাজ ও কাজের জন্য অর্থ যে গুলোকে লিপিবদ্ধ করার জন্য কিছু লোককে মনোনয়ন করেছেন মানব জাতির জন্য।

চিহ্ন সমূহ ঃ- এটি শব্দের পুরো অর্থ বা মুক্ত অর্থকেই ইঙ্গিত দেয় ইহা শব্দের ভিনি অর্থকেই অবস্থান অনুসারে বিভিন ভাবে প্রকাশ করে।

সেপ্টুজেন্ট ঃ- এটা পুরাতন নিয়মের ইব্রু থেকে গ্রীক ভাষায় অনুবাদের নামকেই বলা হয় মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় ৭০ জন ইহুদী পন্ডিত ৭০ দিনে লেখেন এবং লাইব্রেরীতে সংরক্ষন করেন। ঐতিহ্যগত সময়েই বলা হচ্ছে ২৫০ খ্রীঃ পূর্ব। এই অনুবাদের অনেক গুরুত্ব বহন করে যথাঃ ১। ইহা আমাদেরকে প্রাচীন পান্ডুলিপি প্রদান করে এবং মেসোরিটিক, ইহুদী শাস্ত্রের সাথে তুলনা করতে সাহায্য করে। ২। ইহা ইহুদীদের উক্তি ও অনুবাদ গুলো প্রকাশ করে যা তৃতিয় ও দ্বিতীয় খ্রীষ্ট পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল। ৩। ইহা যিহুদীদের মোশীহ সম্পর্কে যে ধারনা এবং যীশুর প্রতি প্রত্যাক্ষান ইত্যাদি বিষয়ে জানতে সাহায্য করে। সংক্ষিত নাম ÒL X XÓ।

সিনাইটিকাস ঃ- এটা ৪র্থ শতাব্দীর গ্রীক পান্ডুলিপি একজন জার্মান পন্ডিত এটাকে পেয়েছিলেন। সাধু ক্যাথরিনের সন্যাসী টিসকেন দর্প যেবেল মুথা নামে এই পান্ডুলিপিতে পরবর্তিতে অংশ গুলো সীমিত আকারে বিশেষ উদাহরনে নূতন নিয়মে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

ভাটিকান ঃ- এটা ৪র্থ শতাব্দীর গ্রীক পান্ডুলিপি। এই পান্ডুলিপিটি ভাটিকানের গ্রন্থাগার থেকে পাওয়া গেছে ইহা পুরাতন নিয়মকেই ধারন করে আছে। এ্যাপক্রিফা ও নূতন নিয়মও সংযুক্ত আছে। যাই হোক কিছু অংশ হারানো গিয়েছিল যেমনঃ আদি, গীত, ইব্রীয়, পালকীয় পত্র, ফিলিমন এবং প্রকাশিত বাক্য। ইহা খুবই সাহায্য পূর্ণ পান্ডুলিপি যে পান্ডুলিপি প্রকৃতটা পটভূমি আমাদেরকে নির্ভর করতে সাহায্য করে। ইহাকে বড় অক্ষরের ÔBÕ দিয়ে বুঝানো হয়।

ভালগেট Vulget ঃ- ল্যাটিন অনুবাদ অনুযায়ী যেরোম কতৃক বাইবেলের অপর নাম ভালগেট ইহা ক্রমশয় রোমান ক্যাথলিক চার্চের সাধারন এবং নির্ভর যোগ্য অনুবাদের কাজ সম্পাদিত হয় তিনশত আশি খ্রীষ্টাব্দে।

জ্ঞান সাহিত্য ঃ- এটা প্রাচীন একটি সাধারন সাহিত্য হিসাবে পরিচিত। বর্তমান আধুনিক বিশ্বের এর গুরুত্ব দেখা যায়। ইহা মূলত নূতন প্রজন্মদেরকে নির্দেশনা দানের পদক্ষেপ যেন তারা কবিতা প্রবোচন ও রচনার মধ্য দিয়ে সাফল্য জনক জীবন যাপন করতে পারে। ইহা পর্যবেক্ষন করার জন্যই আবেদন করেছেন। বাইবেল অনুসারে ইয়োবের সংগীত অনুমান করা হয় যে, ইযাহুয়াকে উপাসনা করার কিন্তু বর্তমান ধর্মীয় বিশ্বে উদ্দেশ্য এভাবে বর্ণনা করে না। কিন্তু প্রত্যেক মানুষের সময় সন্ধিক্ষনের অভিতাকেই প্রকাশ করে, যাই হোক প্রত্যেকটা গুরুত্ব পূর্ণ অবস্থাতে বিজয়ী হতে পারে না। এগুলি সাধারন উক্তি যে প্রত্যেকটা অবস্থাতেই জেনে একই ভাবে প্রয়োগ করা না হয়। সুবিবেচকদের উৎসাহ টান এবং প্রশ্ন হচ্ছে জীবন কঠিন প্রশ্ন কি প্রায় সময় তারা ঐতিহ্যগত ধর্মের উদ্দেশ্যকে নিয়ে চ্যালেঞ্জ করে যেমন ইয়োব এবং উপদেশক। তাদের গঠন ভারসাম্য এবং সংকটাকে সহজেই উত্তর করা যায় এই হল জীবনের বাস্তবতা।

বিশ্বের ছবি এবং বিশ্ব দর্শন ঃ- এটি সামলুয্য পূর্ণ অংশ তারা উভয়ই দার্শনিক ধারনা এবং সৃষ্টিতে সম্পর্ক যুক্তি। বিশ্বের ছবি অংশটি কিভাবে সৃষ্টি হল এ বিষয়ে চিন্তা করতে সাহায্য করে আবার বিশ্ব দর্শনে কে করল এদিকে চিন্তা করতে মনোনিবেশ করে। এই অংশ অনুবাদের অবশ্যই সাদৃশ্য পূর্ণ যেমনঃ আদিঃ ১ঃ২, প্রাথমিক ভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করে। কে কিভাবে সৃষ্টি করল? নিনয় পর্বতে দিয়েছেন। বাস্তবিক পক্ষে ইহা ইহুদী শিক্ষকদের দ্বারা দীর্ঘ বছর ধরে ঐশ্বরীর জ্ঞানকেই

সংগ্রহ করেছে তালমুদে দুই ধরনের লেখা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে একটি হচ্ছে ব্যবিলনীয় নির্বাসন অপরটি অসম্পূর্ণ প্যালেষ্টাইন নামে।

শাস্ত্রের সমালোচনা ঃ- এটা বাইবেলের পান্ডুলিপি সম্পর্কে পড়া শুনা শাস্ত্রীয় সমালোচনার প্রয়োজন আছে কারন কোনটায় প্রকৃত অবস্থা থেকে লিপিবদ্ধ হয়নি প্রত্যেকটারই একে অপর থেকে ভিনতা রয়েছে। এই পদ্ধতিতে বিভিন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়। কিভাবে স্থান পেল কিভাবে সম্ভব হলো প্রকৃত শব্দ কি ভিত্তি কোথায় ইত্যাদি পুরাতন ও নূতন নিয়মের শাস্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। অনেক সময় ইহাকে নিচক সমালোচনা বলে মনে করা হয়।

শাস্ত্রের গ্রহন যোগ্যতা ঃ- এই পদবীটি নূতন নিয়মের গ্রীক প্রকাশক এ্যালেজেভারঃ ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে উনত করেছেন। ইহা মূলত নূতন নিয়ম গ্রীকেরই নূতন ফসল যেখানে গ্রীক পান্ডুলিপি ও ল্যাটিন ভাষায় বিভিন অনুবাদকে গ্রহন করেছেন যেমন ইরাসমাস, ১৫১০-১৫৩৫ স্টেপ হানাস, ১৫৪৫-১৫৫৬ এবং এ্যালজি ভাবে, ১৬২৪-১৬৭৮। সূচনাতে নূতন নিয়মের সমালোচনা করেছেন। রবার্ট স্টন বলেন “ব্যাজান্টাইন শাস্ত্রটি প্রকৃত অর্থেই শাস্ত্রের গ্রহন যোগ্যতা” ব্যইজেন্টাইন শাস্ত্রটি অনেক মূল্যবান এবং এখানে কমপক্ষে তিনটি পরিবারের প্রাথমিক গ্রীক পান্ডুলিপি রয়েছে যথা পশ্চিমা, আলেক্সজান্দ্রিয়া এবং ব্যাইজেনন্টাইন। দীর্ঘ সময় ধরে বছরকে বছর ভুল পান্ডুলিপি ধরে রেখেছিল। যে কোন ভাবে রর্বাটসন বলেছেন এই গ্রহন যোগ্য পান্ডুলিপিটি সংরক্ষন করাই আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় ও প্রকৃত শাস্ত্রটি লাভ করেছি। বিশেষ ভাবে গ্রীক পান্ডুলিপির ঐতিহ্যগত বিশেষ ভাবে ইরাসমাস ৩য় প্রকাশনা ১৫২২ গঠন গুলো কওঁই এর উপর ভিত্তি করেই ১৫১১ খ্রীঃ অনুবাদিত হয়েছে।

Torah (আইন) ঃ- ইহা হিব্রু শব্দ অর্থ শিক্ষা এই পদবীটি অফিসিয়াল ভাবে এসেছে। বলা হচ্ছে মোশীর শিক্ষাকেই লিখিত ভাবে সংরক্ষন করেন। (আদিঃ ২য় বিবরন) ইহা শুধুমাত্র যিহুদীদের জন্য সব চাইতে হিব্রু ক্যানন অনুসারে কতৃত্ত্বের বিভিন ভাগে দেখানো হয়েছে।

মুদ্রক্ষর ঃ- এটি একটি অনুবাদের বিশেষ মুদ্রন। সাধানত ইহা নূতন নিয়মের সত্যটা পুরাতন নূতন নিয়মের বিভিন অংশ থেকে সাদৃশ্য হিসাবে অর্থগত ছাপানো হয়েছে। অনুবাদের এ ধরনটি প্রধান বিষয় বস্তু ছিল আলেক্সজান্দ্রিয়া পদ্ধতি কারন অনুবাদের মুদ্রনে অনেক গুলির ধ্বংশ করার কিছু।

Appendix Five
Doctrinal Statement

আমি বিশেষ ভাবে বিশ্বাস বা বিশ্বাসীর সুত্রের মতবাদ নিয়ে তেমন মনোযোগী নয়। আমি নিজস্ব বাইবেলকেই বেশী সমর্থন করি। সে যাই হোক, আমি অনুভব করি যে, বিশ্বাসের এই মন্তব্যটি সাহায্য করবে যারা আমার সাথে আমার অবস্থানের মতবাদে অপরিচিত। আমাদের সময় গুলিতে অনেক ধর্মতাত্বিক ভুল এবং বঞ্চনা অনুচরবতী সংক্ষিপ্ত বিষয় বস্তু আমার ধর্মতত্ত্বের দান।

(১) বাইবেল উভয়ই পুরাতন ও নূতন নিয়ম, অনুপ্রানিত, নিশ্চিত, ক্ষমতা সম্পন, ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্য। ইহা ঈশ্বরের আত্ম প্রকাশকে মানুষ উচ্চ ক্ষমতার নেতৃত্বে নথি করা হয়েছে। ইহা শুধুমাত্র আমাদের সব চেয়ে পরিষ্কার ধারনার উৎস ঈশ্বরের সত্যতা সম্বন্ধে এবং তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে। ইহা শুধুমাত্র বিশ্বাস এবং চর্চা তার মন্ডলীর জন্যও।

(২) এখানে শুধুমাত্র এক অনন্ত, সৃষ্টিকারী, উদ্ধার কর্তা ঈশ্বর। তিনি সমস্ত কিছুর সৃষ্টি কর্তা, অদৃশ্য এবং দৃশ্যমান। তিনি নিজেই তার ভালবাসায় ও যত্নে প্রকাশিত হয়েছে। যদিও তিনি সুন্দর ও সত্য। তিনি তিনটি সত্ত্বায় প্রকাশিত হয়েছেন পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা সত্যে আলাদা এবং তবুও একই সত্ত্বা।

(৩) ঈশ্বর তার এই প্রথিবীকে পরিচালনা করতে অত্যন্ত সক্রিয়। সেখানে তার সৃষ্টির জন্য উভয় পরিকল্পনায় অনন্ত যে অপরিবর্তিত এবং ব্যক্তিগত ভাবে একটিকে তুলে।

(৪) মানবজাতি যেহেতু ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্টি হয়েছে এবং পাপ থেকে স্বাধীন হয়েছেন ঈশ্বরের বিদ্রোহী করতে নির্বাচন করেছেন। যদিও বা উচ্চ ক্ষমতার প্রতিনিধির দ্বার পরীক্ষিত হয়েছেন, আদম এবং হবা তাদের ইচ্ছাকৃত আত্ম কেন্দ্রের জন্য দায়িত্ব বান ছিলেন। তাদের বিদ্রোহী মানব জাতিতে প্রতিফলিত হয়েছে এবং সমস্ত সৃষ্টিতে। আমাদের সবার জন্যই এখন ঈশ্বরের দয়ার প্রয়োজন এবং দয়া অমাদের উভয়ের জন্য আমাদের একতার অবস্থান আজকে এবং ব্যক্তিগত পরিকল্পনার বিদ্রোহী।

ইয়াহুয়া ঃ- পুরাতন নিয়মের চুক্তি অনুসারে ঈশ্বরের নাম ইয়াহুয়া। ইহা বিভিন জায়গায় বলা হয়েছে যেমন, যাত্রাঃ ৩ঃ১৪ ইব্রীয় শব্দ অনুসারে ইয়াহুয়া অর্থ 'আছি' যিহুদীরা ঈশ্বরের নাম উচ্চারন করতে ভয় পেত তাই ঈশ্বরকে বিভিন নাম দিয়েছেন যেমন, এ্যাডোনায়, প্রভু, যা ইংরেজী অনুবাদে চুক্তি হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে।

(৫) ঈশ্বর ক্ষমার অর্থ বিতরন করেছেন এবং মানুষের পাপে পতিত হওয়ার জন্য ক্ষতি পূরন দিয়েছেন। যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র, মানুষ হয়েছেন, পাপী জীবনে পাপ করেছেন এবং তার প্রতিপক্ষ হয়ে মৃত্যুবরন করেছেন, মানুষের পাপের জন্য দয়া দেখিয়ে তার মূল্য দিয়েছেন। তিনি শুধুমাত্র পথ যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সান্যিধ্য ও তাঁর সঙ্গে সহভাগিতা লাভ করা যায়। সেখানে অন্য কোন পরিত্রানের অর্থ নাই শুধুমাত্র তার পরিসমাপ্তি কাজের মাধ্যমে বিশ্বাস।

(৬) আমরা প্রত্যেক জনই ঈশ্বরের ক্ষমার দানকে অবশ্যই গ্রহন করব এবং যীশুর নিকট আরোগ্য হব। এই পরিসমাপ্তি অর্থ ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞায় পরিকল্পনায় জোড় থাকা যীশুর মাধ্যমে এবং তাঁর ইচ্ছা শক্তিতে পাপ থেকে ফেরা।

(৭) আমাদের সবাই পাপ থেকে ক্ষমা পেয়েছিঃ এবং আমাদের পরিকল্পনাকে আমরা খ্রীষ্টের উপরে জোড় দিয়েছি এবং পাপ থেকে পরিবর্তন হয়েছি। যা হোক এই নূতন সম্পর্কের প্রমান স্বরূপ দেখা গেছে পরিবর্তন এবং জীবনের পরিবর্তন। ঈশ্বরের লক্ষ্য শুধুমাত্র মানব জাতির কিছু সময়ের স্বর্গের জন্য নয়, কিন্তু এখন খ্রীষ্টের মত করে। যারা সত্যিকার ভাবে উদ্ধারকৃত, যদিও কারন বশত পাপী তারা বিশ্বাসে গতিশীল থাকবে এবং তাদের জীবনের মাধ্যমেই তারা পরিবর্তিত হবে।

(৮) এই পবিত্র আত্মা হচ্ছে "অন্য যীশু" তিনি প্রথিবীতে উপস্থিত হয়েছিলেন যারা হারিয়ে গেছে তাদের খ্রীষ্টের পরিচালনা করতে এবং খ্রীষ্টের মধ্যে সুরক্ষা লাভ করে উন্নত হতে। আত্মার দান পরিত্রানের সময় দেওয়া হয়েছে। তারা যীশুর জীবন ও পরিচর্যাকে তাঁর দেহেই ভাগ করেছেন মন্ডলীতে। দান হচ্ছে যেটি সাধারনত তাঁর আচার আচরন এবং যীশু ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যকে আত্মার ফল দ্বারা পরিপূর্ণ করা। এ আত্মা আমাদের সময়ে সক্রিয় যে ভাবে তিনি বাইবেলের সময় গুলিতে ছিল।

(৯) পিতা পুনরুত্থিত যীশু খ্রীষ্টকে সর্ব বিষয়ে বিচার করতে জন্য তৈরী করেছেন। তিনি আবার প্রথিবীতে ফিরে আসবে সকল মানবকে বিচার করতে। যারা ঐ সময়ে যীশুর উপর বিশ্বাস করবে এবং যাদের নাম তাঁর আলোকিত জীবন পুস্তকে লেখা থাকবে অনন্ত গৌরব দেহ লাভ করবে তার ফিরে আসার সময়ে। তারা তাঁর সঙ্গে চিরদিনের জন্য থাকবে। যা হোক যারা ঈশ্বরের সত্যে অনুরূপ হতে অস্বীকার করবে তাদেরকে আন্তরিক ভাবে আলাদা করা হবে ত্রিত্ব ঈশ্বরের সঙ্গে আনন্দ, সহভাগ থেকে। তারা শয়তান এবং তার দূতদের সাথে বিরোধিতা করবে।

পরিষ্কার বা সত্যিকার ভাবে এটা শেষ হয়নি কিন্তু আমি বিশ্বাস করি ইহা আমার অন্তরের ধর্মকাত্ত্বিক স্বাদ আপনাদেরকে দেবে। আমি মন্তব্য পছন্দ করি। "অত্যাবশ্যকে - একতায়, পরিধিতে - স্বাধীনতা, সর্ব বিষয়ের মধ্যে - ভালবাসা।"